

# সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক ।

দ্বিতীয় ভাগ ।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক  
সম্পাদিত ।

২১২ নং নবকুশলের ষ্ট্রীট  
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-কার্যালয় হইতে  
প্রকাশিত ।

কলিকাতা,  
২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট ভিক্টোরিয়া প্রেসে  
প্রীতান্বিতাচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত ।  
বঙ্গাব্দ, ১৩০২ ।

বার্ষিক মূল্য তিন টাকা । ]

# সূচী ।

খণ্ড ১

কয়কুমার দত্ত	...	...
ধুনিক বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ শ্রীবীরেশ্বর পাণ্ডে	...	...
দেব ন রামপ্রসাদ সেন	শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়	...
	...	...
রাম রায়ের রামায়ণ	শ্রীপাচকড়ি ঘোষ	...
ঐত্বিক পরিভাষা	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	...
চাকরের উৎপত্তি	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	...
গুপ্ত ( বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায়		
বাঙ্গালা শ্রেণলন স্বক্কে বিশ্বজ্ঞানের		
বর্তমানত ; ভৌগোলিক ও ঐতিহ্য-		
নক নামের অক্ষরান্তরস্বক্কে ডাক্তার		
৭ জেন্দ্রলাল মিত্রের অভিমত )	...	...
বিসঙ্গীত	...	...
কবিকঙ্কণ	শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	...
বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা	...	২০, ৩৫:
হন রায়ের রামায়ণ	শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়	...
ক পরিভাষা	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	...
সাহিত্য-পরিষদের কার্যবিবরণ	...	৮০, ১৮৫, ৩৮৯,
গদ্য সাহিত্য	...	...
	...	...
পরিভাষা	শ্রীমধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...
	শ্রীঅপূর্বচন্দ্র দত্ত	...
	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়	...
	শ্রীমহেন্দ্রনাথ	...

# সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা ।

২য় ভাগ ; ১ম সংখ্যা । ]

[ বৈশাখ, সন ১৩০২ ।

## রামমোহনের রামায়ণ ।

বঙ্গদেশে কৃতিবাসেব রামায়ণই সমধিক আদরের সহিত পঠিত ও গীত হইয়া থাকে ‘রামরসায়ন’ নামে আর একখানি কাব্য আছে ; এখানিও রামচরিত অবলম্বনে রচিত বীরভূম ও বর্দ্ধমান অঞ্চলে রামরসায়নের গান হইয়া থাকে, শুনিয়াছি। এই দুইখানি ব্যতীত আরও একখানি রামায়ণ আছে। এই রামায়ণ আজিও শ্রুতিত হয় নাই। পুঁথির আকারে কোথাও কোথাও অল্পে রক্ষিত হইতেছে। আর কিছু দিন পরে জীর্ণ ও কীটদষ্ট হইলে, বোধ হয় ইহার অস্তিত্ব বিলোপ হইবে। এই রামায়ণ একখানি, বেলডাঙ্গার বাবু গোবিন্দজীবন হাজরা মহাশয়ের বাটীতে আছে। আমি উহা পাঠ করিয়াছি। উপস্থিত প্রবণে এই গ্রন্থের কিছু পরিচয় দিব।

এই গ্রন্থ বাল্মীকিপ্রণীত মূল রামায়ণের ঠিক অনুবাদ নহে। বাল্মীকিরামায়ণে যাহা নাই, এমন অনেক কথা ইহাতে আছে। তবে বাল্মীকি গ্রন্থকর্তার প্রধান মহাজন। কবি, কৃতিবাস ও অপরাপর রামায়ণকারদিগের নিকট হইতেও কিছু কিছু ঋণ করিয়াছেন। লক্ষ্মীকির রামায়ণের ভ্রায় ইহা সাত কাণ্ডে বিভক্ত ; এবং পয়ার, ত্রিপদী ও একাবলী প্রভৃতি ছন্দে রচিত। গ্রন্থরচয়িতার নাম রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া কবি আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন :—

শ্রীরামমোহন কহে নিজ পরিচয় ।

গঙ্গাতীরে মাটীয়ারি গ্রামেতে আশ্রয় ॥

বঙ্গরাম বন্দ্য মোর পিতার আখ্যান ।

মৃত্যুকালে মোরে রাজ্য দিলা ভাগ্যবান ॥



পাঠক মহাশয় বোধ হয় ব্রাহ্মণীর উপর খজ্জাহস্ত হইয়াছেন, কিন্তু শুনুন :—

সবে বলে পাগলিনী বলে কি বচন ।  
 ব্রাহ্মণী কহেন কথা শুন দিবা মন ॥  
 রামের কাটিতে যদি কৈকেয়ী কহিত ।  
 নারীজিত দশরথ তখনি কাটিত ॥  
 বাচিল রামের প্রাণ বাধিনীর মুখে ।  
 চৌদ্দ বর্ষ গতে রামে ঘরে পাবে সুখে ॥  
 সবে বলে ভাল কহিলেন ঠাকুবাবী ।  
 এত বলি গৃহে গেল যতেক রমণী ॥

অযোধ্যাকাণ্ড ।

বালিবধের পর রামলক্ষণ মাল্যবান, পার্শ্বতে বর্ষাকাল অতিবাহিত করেন । কবি বলিতেছেন :—

কুটীরে করেন বাস কমললোচন ।  
 সীতার কারণে সদা কোরে ছনয়ন ॥  
 সাস্তুনা করেন সদা সুমিত্রাসন্তান ।  
 ঈশ্বর গুণে রাঘবের দেহে রহে প্রাণ ॥  
 আঘাড়ে নবীন মেঘ দিল দরশন ।  
 যেমত সুন্দর শ্রাম রামের বরণ ॥  
 ঘন ঘন ঘন গর্জে অতি অসম্ভব ।  
 যেমন রামের ধনু উদ্ধারের রব ॥  
 রয়ে রয়ে সৌদামিনী চমকে গগনে ।  
 যেমন রামের রূপ সাধকের মনে ॥  
 ময়ূর করয়ে নৃত্য নব মেঘ দেখি ।  
 রাম দেখি সজ্জন যেমত হয় স্থখী ॥  
 সদা জলধারা পড়ে ধরনী উপরে ।  
 সীতা লাগি যেমত রামের চক্ষু বোরে ॥  
 সরসিজ শোভাকর হৈল সরোবরে ।  
 যেমত শোভিত রাম সেবক-অন্তরে ॥  
 মধু আশে পয়ে অলি বাস করে মোদে ।  
 যেমত মুনির মন রাঘবের পদে ॥  
 জলপানে চাতকের তৃষ্ণা দূরে যায় ।  
 রাম পেলে যেমত বাসনা ক্ষয় পায় ॥

শ্রীরাম আমার,                      অতি সুকুমার,  
 ঘুমালে জাগাতে নারি ।  
 বিপাকে পড়িয়া,                      জনক হইয়া,  
 করিলাম বনচারী ॥  
 ও রে প্রাণধন,                      গেলা ঘোর বন,  
 থেয়ে মোর বাক্যবাণ ।  
 না পাবা অশন,                      না পাবা বসন,  
 কেমনে বাঁচাবা প্রাণ ॥  
 পরাণ-পুতলি,                      রাজ্য হবে বলি,  
 পুরে হইল গীত নাট ।  
 কৈকেয়ী পাগিনী,                      কুলকলঙ্কিনী,  
 ভাঙ্গিল স্তনের হাট ॥  
 জনকের বালা,                      সরলা স্মৃশীলা,  
 রবির না চেনে মুখ ।  
 বনে প্রবেশিয়া,                      কেমন করিয়া,  
 সহিবে দারুণ দুখ ॥  
 'নিজ-কর্ম ফেরে,                      শোক-সিদ্ধ-নীরে,  
 পড়িয়া না পাই কুল ।  
 যদি যায় প্রাণ,                      তবে পাই ত্রাণ,  
 সহে না সস্তাপশূল ॥  
 শ্রীরামমোহন,                      কহিছে রাজন,  
 কেন কঁাদ অকারণে ।  
 তোমার কোণ্ডর,                      তাপতরু-হর,  
 তাঁহার কি দুঃখ বনে ॥  
 অবোধ্যাকাণ্ড ॥

রাম বনে যাইতেছেন ; সেই জন্ত,  
 অবোধ্যার নারী কঁাদে এক স্থান হয়ে ।  
 এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী আইল তথা ধেয়ে ॥  
 পুলকিত হয়ে তবে কহেন ব্রাহ্মণী ।  
 অকারণে কঁাদ কেন যত অবোধিনী ॥  
 পরম মঙ্গল হৈল রাম গেল বনে ।  
 উৎসব করহ সব হরষিত মনে ॥

ত্বরা করি দক্ষিণে লইয়া গেল ভূপে ।  
 আছাড়িয়া ফেলাইল শোণিতের কূপে ॥  
 তবে এক ক্ষুদ্র উট আইল লঙ্কায় ।  
 কুন্তকর্ণ বীরের দক্ষিণে লগ্নে যায় ॥  
 লঙ্কার রাক্ষস যত রক্ত-বস্ত্র-ধর ।  
 মস্তক নাহিক কারু স্ফঙ্কের উপর ॥  
 কোন কোন নিশাচর দিগম্বর হয়ে ।  
 গোময়ের হ্রদে তারা আছয়ে পড়িয়ে ॥  
 নিশাচর ঝারি ঝারি তৈল করে পান ।  
 ভস্মে পরিপূর্ণ হৈল স্বর্ণলঙ্কা খান ॥  
 ভাসিয়া পড়িল লঙ্কা অগাধ সলিলে ।  
 বিভীষণে দেখি শ্বেত পর্কত উপবে ॥  
 শ্বেতমালাধারী দেখি চারি নিশাচর ।  
 করপুটে আছে বিভীষণ বরাবর ॥

সুন্দরকাণ্ড ।

এই অংশটুকু বাঙ্গালীক রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের সপ্তবিংশ সর্গ হইতে অনূদিত  
 অনুবাদ করুন, আর নিজে রচনাই করুন, বাঙ্গালীকির সমকক্ষ হইতে পারেন, এমন কে  
 কবি পৃথিবীতে আজিও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। রামমো-  
 যে, এই বর্ণনায় বাঙ্গালীকির সমস্ত সৌন্দর্য রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহাতে তাঁহার নি-  
 নাই ; যতটুকু সৌন্দর্য্য বজায় রাখিয়াছেন, তাহাতেই তিনি সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য ।

সীতার প্রত্যয় জন্ত হনুমান রামের রূপগুণ বর্ণনা করিতেছেন :—

কুটিল কুন্তলে শিরে শোভে জটাতার ।  
 বিশাল সুন্দর অতি কপাল তাঁহার ॥  
 কামের কামান জিনি চাক্র জয়ুগল ।  
 আকর্ণ নয়ন তাঁর জিনিয়া কমল ॥  
 তিল ফুল নহে তুল রামের নাসার ।  
 গুণ্ঠাধর মনোহর তুল্য নাহি তার ॥  
 মুখশশী রূপরাশি সুচারু দশন ।  
 হস্তকালে ছাতি খোলে তড়িৎ যেমন ॥  
 সুন্দর চিবুক গজস্কন্ধ চিত্তহর ।  
 আঁকাফুলস্থিত বাহু জিনি কবিকর ॥

## রামমোহনের রামায়ণ ।

পুলকিত হয়ে মেঘ ডাকে বনে ঘন ।  
 যেমত রাক্ষসে ডাকে নামপরায়ণ ॥  
 নদনদী অতি বেগে সমুদ্রে মিশায় ।  
 যেমত রামের অঙ্গে জীব লয় পায় ॥  
 অগাধ সলিলে মীন হইল নির্ভয় ।  
 রামে পেয়ে যেমত নির্ভয়ে জীব রয় ॥  
 অবিরত বৃষ্টিতে পৃথ্বীর তাপ যায় ।  
 যেমত তাপিত রামনামেতে জুড়ায় ॥

কিস্কিন্দাকাণ্ড ।

এই বর্ণনায় তাদৃশ কবিত্ব নাই ; তবে উহা হইতে ভক্তিস্বধা ক্ষরিতেছে ।  
 ত্রিজটর স্বপ্নকাহিনী বড়ই সুন্দর । রাবণের আশ্রয় চেড়ীগণ সীতাকে নানাবিধ  
 প্রদর্শন করিতেছে ; বৃদ্ধা ত্রিজটা নির্জন স্থানে নিদ্রা যাইতেছে । নিদ্রা ভঙ্গ হইলে  
 চেড়ীগণকে নিকটে ডাকিয়া স্বপ্নকাহিনী বিবৃত করিতেছে ;—

ত্রিজটা কহিছে আমি স্বপ্নে দেখিলাম ।  
 পৃথিবীতে গ্রাস কৈলা সীতাপতি রাম ॥  
 রক্ত পান কৈলা রাম কলসে কলসে ।  
 শ্বেতমালাশোভিছে রামের গলদেশে ॥  
 গজদন্তে নির্মিত বিমান মনোহর ।  
 সীতাসহ রাম সেই রথের উপর ॥  
 রামের দক্ষিণে দেখি রামের অঙ্গুজ ।  
 বিমান টানিছে দেখি সহস্রেক গজে ॥  
 শ্বেতবর্ণ পর্কতে চড়িলা রঘুবর ।  
 তথা হৈতে এলা রাম লঙ্কার ভিতর ॥  
 পুষ্পক বিমানে রাম কৈলা আরোহণ ।  
 সেই রথ হৈতে পড়ে রাজা দশানন ॥  
 একদারী আইল দক্ষিণ দিক হতে ।  
 কৃষ্ণবর্ণা সুদারুণা মুক্তকেশ মাথে ॥  
 খল খল করি হাসে দেখে কাঁপে প্রাণ ।  
 রাবণের চুল ধরি ডাকে হান হান ॥  
 মহাকোপে রাবণের গলে রজ্জু দিয়া ।  
 গাধার বিমানে তারে তোলে ছেঁছড়িয়া ॥



ওরে গুণাকর,                      ওরে তাপহর,  
 ওরে নয়নের তারা ।  
 কাচ জানকীরে,                      লভ্য করিবারে,  
 কাঞ্চন হৈলাম হারা ॥  
 আছি রে বাঁচিয়া,                      সহন করিয়া,  
 সীতার বিরহানল ।  
 এ তাপ অপার,                      সহ্য করা ভার,  
 আজি খাব হলাহল ॥  
 সোনার লথাই,                      একবার ভাই,  
 জোষ্ঠ বলি ডাক মোরে ।  
 জীবন বাঁচে না,                      আমার যাতনা,  
 কেমনে সহিছে তোরে ॥  
 তোমা হারাইয়া,                      কেমন করিয়া,  
 অযোধ্যা যাইব ভাই ।  
 স্মৃতিজা মাতারে,                      কব কি প্রকারে,  
 তোমার লক্ষণ নাই ॥  
 মোরে কোন জনা,                      করিয়া করুণা,  
 লক্ষ্মণেরে দিবে প্রাণ ।  
 শ্রীরামমোহন,                      কহে নারায়ণ,  
 তুমি দিবা প্রাণ দান ॥                      লঙ্কাকাণ্ড ।

এ অংশটুকু বেশ ।

মধ্যে মধ্যে বেশ হস্তরসের অবতারণা আছে । রাম বনে গিয়াছেন ; ভরত মা  
 লয় হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়াছেন । মধুরা ভরতের নিকট প্রসাদ পাইবার  
 আসিতেছে :— ৮

ভরতের আগমন মধুরা শুনিল ।  
 আভরণ আশে কুঁজী পুলকে ধাইল ॥  
 নারীগণ কহে কুঁজী' যাহ কোথা'কারে ।  
 কুঁজী কহে যাই আমি ভূষণের তরে ॥  
 ভূষণ পরিয়া তো সবারে দেখা দিব ।  
 তোদের ভূষার গর্ভ বিনাশ করিব ॥  
 এত বলি গেল চলি ভরত গোচর ।  
 ডাক দিয়া বলে শুন ভরত কোণ্ডর ॥

ভূপতি হইলা তুমি আমার যতনে ।  
স্বর্ণগাছ কর মোরে নানা আভরণে ॥  
স্বর্ণকার ডাকিয়া কুঁজের জোঁকা লয়া ।  
স্বর্ণ-খোল দিয়া কুঁজ দেহ বাঁধাইয়া ॥

\* \* \* \* \*  
শক্রর ধরিলা কোপে কুঁজীর চিকুর ।  
কুঁজের উপর কিল মারে মহাশূর ॥  
কুঁজী কহে ডেকরা মারিয়া কৈলি সারা ।  
শক্রর কহেন ভূষা পরহ মম্বরা ॥

নানাবিধ দুর্দশা করিয়া শক্রর মম্বরাকে তাড়াইয়া দিলেন, মম্বরা পলাইল ।  
নারীগণ কহে ভূষা দেখাইয়া যা ।  
কুঁজী কহে ভাতার পুতের মাথা খা ॥

হুম্মানকে বন্ধন করিয়া ও তাহার লেজে আগুন দিয়া, রাক্ষসগণ তাহাকে পথে পথে  
হিয়া যাইতেছে :—

আগে আগে ঢাক ঢোল বাজায় বাজিয়া ।  
নাচিতে লাগিল বীর বন্ধনে থাকিয়া ॥  
হুম্মান কন মোর বিবাহ না হয় ।  
কত্যা দান করিবে রাবণ মহাশয় ॥  
রাবণের কত্যা মোর গলে দিবে মালা ।  
রাবণ শশুর মোর ইন্দ্রজিৎ শালা ॥  
চারি দিকে হাসয়ে যতেক নিশাচর ।  
কেহ বা ইষ্টক মারে কেহ বা পাথর ॥  
হুম্মান কন বিবাহের কাজ নাই ।  
এমন মারণ খায় কাহার জামাই ॥

হুম্মরকাণ্ড ।

কৃতিবাস-বর্ণিত রামায়ণ হইতে এই রামায়ণ অনেক অংশে বিভিন্ন । কৃতিবাস প্রাচীন  
বি; রামমোহন আধুনিক কবি । এই নিমিত্ত উভয়ের রচনাগত অনেক পার্থক্য রহি-  
ছে । কৃতিবাসে তুরগীসেন-বধ, হুম্মান কর্তৃক মন্দোদরীর নিকট হইতে রাবণের মৃত্যু-  
গ আনয়ন, রামচন্দ্রের শক্তিপূজা, ইত্যাদি অনেক কথা আছে । রামমোহনের রামায়ণে  
হা নাই । এই রামায়ণে সীতার পাতালপ্রবেশ, লক্ষ্মণবর্জ্জন, শ্রীরামাদির সরযু-প্রবেশ,  
ত্যাগি বৃত্তান্ত নাই ।

কুশলবের বৃদ্ধের পর রামের সহিত সীতার মিলন হইল । তাহার পর সীতা অসিতারূপ



## বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ।

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে কয়েকটা প্রবন্ধ পাঠে আমার বড় উপকার হইল। আমি একখানি জ্যোতিষের পুস্তক লিখিতেছি, সুতরাং পারিভাষিক শব্দের নিত্য প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী ও শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ণচন্দ্র দত্ত মহাশয়দিগের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেক পারিভাষিক শব্দ পাইলাম এবং ভবিষ্যতে আরও পাইব, এরূপ আশা রহিল।

আমি কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে পরিগণিত নহি এবং পরিগণিত হইবার অধিকারও আমার নাই ; কেবল সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে আমার নাম আছে বলিয়া, আমি পরিভাষা সম্বন্ধে ছই একটা কথা বলিতে সাহস করি। যদি অনুগ্রহ পূর্বক শ্রবণ করেন, তবে চরিতার্থ হইব।

কার্তিক মাসের সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় দ্বিবেদী মহাশয় যাহা কিছু লিখিয়াছেন, সকলই সুশীল। Lens-এর তরঙ্গমা অনেকই কাচ করিয়াছেন ; কিন্তু পরকলা কথাটি যেমন মনে লাগে, কাচ কথাটি তেমন লাগে না ; পরকলা বলিলে যাহার ভিতর দিয়া দেখা যায়, এমন কোন জিনিষ বুঝায়, কাচ বলিলে তেমন অর্থ আসে না। Prism-এর বাঙ্গালা কেহ কেহ ত্রিশির কাচ করিয়াছেন, কেহ বা প্রীজ্যুই রাখিয়াছেন ; কিন্তু দ্বিবেদী মহাশয়ের “কলম”ই উহার ঠিক তরঙ্গমা বোধ হয়।

Celestial longitude এবং latitude বুঝায় এমন শব্দ কি সিদ্ধান্তশালী আছে ?

প্রোচ্যন্তে লিপ্তিকাভানাং স্বভোগোহথ দশাহতঃ ।

ভবন্ত্যতীতধিক্যানাং ভোগলিপ্তা যুতা ধ্রুবাঃ ॥ ৮ । ১ ॥ সূঃ সি ॥

কোন গ্রহের longitude বলিলে যাহা বুঝি, তাহা ত ধ্রুব বা ধ্রুবক নহে, এবং latitude বলিলেও ঠিক বিক্ষেপ বুঝায় না। Longitudo ও ধ্রুবকে, এবং latitude ও বিক্ষেপে যে ভেদ, তাহা সিদ্ধান্তজ্ঞ মাত্রের অবিদিত নাই। ক্রান্তিপাত হইতে কোন জ্যোতিষ্ক-গত কদম্বক-প্রোত বৃত্ত পর্যন্ত ক্রান্তিবৃত্তে, যে অংশাদি, তাহাই longitude, এবং ক্রান্তিবৃত্ত হইতে উক্ত জ্যোতিষ্ক পর্যন্ত কদম্বক-প্রোত বৃত্তের যে অংশাদি, তাহাই latitude ; কিন্তু ধ্রুবক সেরূপ নহে। ধ্রুবকের জন্ত ধ্রুবপ্রোত বৃত্ত গ্রহণ করিতে হয়, এবং এই কারণ বশতঃ সূর্য্যসিদ্ধান্তের ধ্রুবের ইংরাজি polar longitude হইয়াছে। আমি যত দূর দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, longitude-এর তরঙ্গমা ভোগ বা ভুক্তি করিলেই ভাল হয় এবং অনেকে তাহাই করিয়াছেন। Latitude এর অনুবাদ “বিক্ষেপ” করিলে কি কিছু কতি আছে ?

Equation of centre = মনফল ঠিক বটে, কিন্তু Equation of centre যেমন

সার্থক, মন্দফল শব্দটী সেরূপ সার্থক নহে। Equation of centre বলিলে কেন্দ্র-সংস্কার বুঝায়, মন্দফল বলিলে সেরূপ বুঝায় না। মন্দফলের স্থানে কেন্দ্র-সংস্কার কথাটী ব্যবহারের দিকে আমার একটু ঝোঁক আছে এবং এরূপ ঝোঁক থাকিবার বিশিষ্ট কারণও আছে। মন্দফল দ্বারা সংস্কৃত গ্রহ বলিলে গ্রহের হেলিওকেন্দ্রিক (heliocentric) অবস্থানের উপলব্ধি হইল, কিন্তু কেবল equation of centre দ্বারা সংস্কৃত গ্রহকে হেলিওকেন্দ্রিক গ্রহ বলা যাইতে পারে না ; কারণ মধ্যম গ্রহ equation of centre দ্বারা সংস্কৃত হইবার পূর্বে অত্যাশ্চর্য সংস্কারের অপেক্ষা করে।

Mean sun, mean moon কি রবিমধ্য, চন্দ্রমধ্য ? মধ্যম রবি, মধ্যম চন্দ্র হওয়াই উচিত, সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রথম অধ্যায়ের ৫৩ শ্লোকের রক্ষনাথের টীকা দেখুন।

জ্যা বলিলেই Sine বুঝায়, ভ্রূজজ্যা বলিবার প্রয়োজন দেখি না ; অনেক স্থলেই কেবল জ্যা দেখি। জ্যাক্ষিপ্ত বলা সম্ভব হইলেও কেবল জ্যা শব্দ চলিতেছে।

চাপ শব্দে semi circle বুঝাক ; কিন্তু চাপ সামান্যতঃ কেবল arc বুঝায় ; যেমন, angular distance = চাপাঙ্ক অস্তর। semi circleকে বৃত্তাক্ষিপ্ত বলিলে চলে না ?

Mass কথাটী ছাড়িয়া আসিয়াছি। Mass-এর তরজমা অনেকে ‘সামগ্রী’ করিয়াছে। সামগ্রীর স্থলে পারশ্র ‘জিনিষ’ বসাইলে কি কিছু সুরিধা হইবে ? অপূর্ব বাবুর বস্তুমান কথাটিই বা মন্দ কি ? কিন্তু ত্রিবেদী মহাশয় এবং অপূর্ব বাবুর তুল্য আমার শব্দশাস্ত্রে জ্ঞান নাই, সুতরাং অনেক স্থলে মনে খটকা থাকিয়া যায়।

মাঘ মাসের পত্রিকায় অপূর্ব বাবু অনেক পারিভাষিক শব্দ লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত শব্দ কয়েকটির বিষয়ে আমি কিছু বলিবার মনুমতি প্রার্থনা করি।

Rotation-এর বাঙ্গালা আবর্তন ভিন্ন আর কিছু না করিলেই ভাল হয়, তাহার কারণ, ত্রিবেদী মহাশয় “ভূপঙ্খর স্থির” ইত্যাদি বচন দ্বারা দেখাইয়াছেন। Revolution যে ভগণ, তাহার ভূরি প্রমাণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রে দেখা যায় এবং পরিভ্রমণ কথারই সর্বদা ব্যবহার হইয়া থাকে।

Right ascensionকে অনেকে ‘সরল উত্থান’ বা ‘সরল উন্নতি’ করিয়াছেন। Right ascensionকে যাহারা সরল উত্থান বা সরল উন্নতি করিয়াছেন, তাহারা বুঝিয়াছেন যে ঐক-দ্বারা right ascension যে oblique ascension নহে, এই মাত্র বুঝাইল। কিন্তু বিধুব মণ্ডলে ক্রান্তিপাত হইতে কোন জ্যোতিষ্কের চাপাঙ্ক যে অস্তর, তাহা সরল উত্থান কথায় সূচ্যক্ত হয় না ; এইজন্য ৮ বাপুদেব শাস্ত্রী এবং মহামহোপাধ্যায় সূর্য্যাকর ত্রিবেদী মহাশয় right ascensionকে বিষুবাংশ বলিয়াছেন। শাস্ত্রী মহোদয় “গ্রহানামতোদবিচারঃ” প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, “সৌম্যাম্যাক্রান্তিবেশেন চরাংশে যুতোনাঃ গ্রহস্ত বিষুবাংশস্তে পশ্চিম স্বস্তিকস্ত বিষুবাংশস্তস্য অস্তময়কালে ভবন্তি।” ত্রিবেদী মহাশয় বরাহমিহির কৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিকার টীকায় ‘অনেক স্থলে বিষুবাংশ লিখিয়াছেন। Right ascension-এর সংস্কৃত নাম যে

লম্বভুজ তাহা আমি জানি না, শুনিও নাই। প্রক্রিয়া-স্থলে right ascension লম্বের ভুজ হইলে হইতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া কি right ascensionএর নাম লম্বভুজ হইবে? এক্ষণে right ascensionকে সরল উন্নতি বা সরল উত্থান অথ বা লম্বভুজ বা বিষুবাংশ কি বলা হইবে, তাহা পরিষদের বিচার্য্য।

Densityর বাঙ্গালা গাঢ়তা করিয়াছেন, উত্তম; সাক্ষত্ব শব্দটি কিরূপ খাটে দেখিলে হয় না?

Particle = অণু; কণা হয় না? Particle আর Atomএ যেমন ভেদ, তেমন ভেদ কি ‘কণাতে’ ‘অণুতে’ দৃষ্ট হয় না? না হইতেও পারে, কারণ অণু আর কণা একপর্য্যায়—“লবলেশকণাহবঃ” উভয়েরই অর্থ অল্প।

Refraction = বিস্ফারণ, কেন হইল বুঝিতে পারি না। বিস্ফারণ বি পূর্ব্বক স্ফর্ষ ধাতু প্রাপ্ত করিয়া হইয়াছে। স্ফর্ষ ধাতুতে প্রকাশ বুঝায়। ইহা কি জ্যোতিষের বা দৃষ্টিবিজ্ঞানের Refraction নহে? যদি তাহা হয়, তবে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য মহাশয়ের “আলোক-বিবর্তন” কি অপরাধ করিয়াছে?

Ellipse = অবক্ষেত্র

Parabola = সমক্ষেত্র

Hyperbola = অতিক্ষেত্র

এই তিনটি শব্দ আপাততঃ অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হয় এবং অব, সম, অতি, এই তিনটি উপসর্গ ত্রিবিধ সৃষ্টিছেদ্যকের ধর্ম্মব্যাঞ্জকও বটে; কিন্তু সমব্যাসবিশিষ্ট বৃত্ত ellipse হইলে, ellipseএর ক্ষেত্র বৃত্তক্ষেত্র অপেক্ষা ন্যূন হয়। এই ন্যূনতা নিবন্ধনই উহার নাম ellipse হইয়াছে এবং তজ্জন্তই অপূর্ব্ব বাবু উহাকে অবক্ষেত্র বলিয়াছেন। সূত্রাং ellipseএর “অব” বৃত্তসাপেক্ষ—parabola স্যুপেক্ষ নহে। অতএব ellipse যদি অবক্ষেত্র হয়, তবে parabola সমক্ষেত্র হইতে পারে না—circleকে সমক্ষেত্র বলিতে হয়। আর ‘অব’ দ্বারা অভাব বা ellipse বুঝাইতে পারে, অতি দ্বারা hyper বা আধিক্য বুঝাইতে পারে। কিন্তু para স্থলে কি সম বসান যায়? অথবা অপূর্ব্ব বাবু যখন এই তিনটি শব্দ গড়িয়াছিলেন, তখন Analytical Conic Sectionএ যেরূপ সৃষ্টিখণ্ডের লক্ষণ দেয়, তাহার প্রতি কি তাঁহার লক্ষ্য ছিল? সে লক্ষণ এইরূপ :—কোন নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে কোন চলবিন্দুর যে অন্তর, তাহা যদি কোন নির্দিষ্ট সরল রেখা হইতে উক্ত চলবিন্দুর অন্তর অপেক্ষা ন্যূন হয়, তবে উক্ত চলবিন্দু দ্বারা ellipse বিলিখিত হইবে, যদি সমান হয় তবে parabola অন্নিবে, এবং যদি অধিক হয় তবে hyperbola হইবে। তবেই ন্যূন, সম, অধিক, এই তিনটি বিশেষণ অব, সম, অতি, তিনটি উপসর্গ দ্বারা সুব্যক্ত হইল। কিন্তু এরূপ চলবিন্দু দ্বারা খণ্ড বা অখণ্ড ত্রিবিধ বক্র রেখা মাত্র উৎপাদিত হয়। উক্ত লক্ষণ তিনটির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রের ভাব আসে না। Ellipseটি অখণ্ড বক্ররেখা (closed curve) বটে, সূত্রাং

লক্ষণ দ্বারা উহার ক্ষেত্রস্থ বুঝা যায়। কিন্তু parabola এবং hyperbola-র ক্ষেত্রস্থ আনিতে হইলে আরও কিছু বলা আবশ্যক হয়। অতএব ellipse, parabola এবং hyperbola-র ক্রমান্বয়ে অবক্ষেত্র, সমক্ষেত্র আর অতিক্ষেত্র তরজমা হয় কি না, তাহা বিচারসাপেক্ষ।

Ellipse স্থলে বৃত্তাভাস অনেক দিন অবধি চলিয়া আসিতেছে। এবং Ellipsoid স্থলে বর্তুলাভাস চলিতেছে। পুনা নগরের কেরোপাস্ত্রও উক্ত শব্দ দুইটি ব্যবহার করিতেছেন।

Parabola-র বাঙ্গালা অনেকে অনেক দিন অবধি ক্ষেপণী চালাইয়াছেন। Parabola-কে ক্ষেপণী বলিবার কারণ বোধ করি গোলা গুলি ইত্যাদি অবক্ষিপ্ত পদার্থ মাধ্যাকর্ষণজনিত Parabola রূপ বক্র পথে গমন করে বলিয়া, projectile হইতে ক্ষেপণী হইয়াছে।

অতএব সবিনয় প্রার্থনা এই যে, বৃত্তাভাস ও ক্ষেপণীর স্বাস্থ্যস্বদের বিচার পূর্বক তাহা-দিগকে অধিকারচ্যুত করিলে ভাল হয়।

Hyperbola-কে কি বলা উচিত, তাহা এ পর্যন্ত ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই।

Vertex = চূড়া, বেশ হইয়াছে। Apex শীর্ষ হইল কেন ?

এখন focus-এর কথা। বোধ করি ১৮৫১ কি ৫২ অব্দে পৃজনীয় ৮ বিজ্ঞাসাগর মহাশয় তাঁহার কৃত জীবনচরিত পুস্তকে focus-এর তরজমা অধিশ্রয়ণী করিয়াছিলেন, সেই অবধি উহা চলিয়া আসিতেছে। স্কুলের ভাল ভাল পণ্ডিতদিগকে focus-এর বাঙ্গালা জিজ্ঞাসা করিলে অধিশ্রয়ণীই বলেন। অধিশ্রয়ণীর অর্থ চুল্লী বা উদান, কুণ্ড বা অধিকুণ্ডও তাহাই বুঝায়। তবে অধিশ্রয়ণীর অর্থ অনেকে জানেন না, রাসপঞ্চাধ্যায়ের কেবল এক স্থলে ঐ শব্দটি দেখিয়াছি। যাহা হউক, নিবেদন এই যে এখন অধিশ্রয়ণীকে তাড়াইয়া কুণ্ডকে স্থান দান করিবার প্রয়োজন কিছু হইয়াছে কি ? আমার ভিক্ষা এই যে, সাগরসন্তবা অধিশ্রয়ণী focus-এই থাকুক, আর অপূর্ব বাবুর কুণ্ড বা নাভি nucleus অধিকার করুক।

Focus-কে কেহ কেহ কেন্দ্র করিয়াছেন। এই কেন্দ্রের জন্ত আমাদের প্রাচীন আচার্য্য-দিগের একটা অপবাদই রহিয়া গিয়াছে। লোকে বলে এই কথাটা যাবনিক,—হইতেও পারে ; আর ত্রিবেদী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে পূর্বাচার্য্যেরা বুড়ী বুড়ী গ্রীক শব্দ লইয়াছেন, যাউক সে কথায় আমার এখানে কাজ নাই। আমি বলিতে বাইতেছিলাম, কেন্দ্র শব্দটি ধার করিয়াও সবিশেষ ফললাভ হয় নাই ; কারণ কেন্দ্রের পারিভাষিকত্ব বিনাশ পাইয়াছে, যেহেতু এক কেন্দ্র শব্দের পাঁচ অর্থ। কেন্দ্র centre, কেন্দ্র pole, কেন্দ্র focus, কেন্দ্র anomaly ; আবার জ্যোতিষে আর এক রকমের কেন্দ্র আছে।

Axis-এর বাঙ্গালা ‘অক্ষ’ ; আবার ‘দণ্ড’ কেন ? টেকী যে দণ্ড বা শলাকাকে আশ্রয় করিয়া অর্ধ আবর্তিত হয়, তাহাকে আকশলী বা আকশলা অর্থাৎ অক্ষশলা বলা যায় বটে, কিন্তু বিজ্ঞানে আর ‘দণ্ড’ বসাইবার প্রয়োজন কি ?

Major axis মূলদণ্ড, কেন ?

Minor axis অক্ষদণ্ড, কেন ?

সকল ellipseএর minor axis অক্ষদণ্ড নহে। পৃথিবী oblate spheroid, ইহার minor axis অক্ষদণ্ড হইতে পারে। চন্দ্রের বেলা কি হইবে? চন্দ্রবিধ prolate spheroid, ইহার major axis দীর্ঘব্যাস আর minor axis হ্রস্বব্যাস হয় না?

Latus rectum = পরিসর, কেমন করিয়া হইবে? Latus অর্থে side, rectum অর্থে right; latus rectum = right side। পরিসর “পর্যাস্তভূঃ পরিসরঃ” অর্থাৎ contiguous ground বা নদীকূলের সমীপস্থ বা পর্বতের পার্শ্ববর্তী স্থান। অতএব latus rectumএর সহিত পরিসরের কোন সম্বন্ধ দেখি না। Latus rectum focus দিয়া যায়। যদি focusকে অবিশ্রয়ণী বলেন, তবে latus rectumকে উত্তেজনী (শলাকা) = poker বলিতে অনুরোধ করিব।

Eccentricity = ব্যবচ্ছেদ বা বিকীর !! উৎকেন্দ্র হয় না? Eccentricity আর উৎকেন্দ্র গুণিতে এক, অর্থেও এক। ইহা অপেক্ষা আর কোন শব্দ মনে লাগে না; তবে বলিতে পারি না, অপূর্ব বাবু কি সূত্রে ব্যবচ্ছেদ বা বিকীর করিলেন। গ্রহ বৃত্তের মধ্যে না থাকিয়া, focusএ থাকে বলিয়া কেন্দ্র হইতে যে টুকু চ্যুতি হয়, তাহাই eccentricity বা উৎকেন্দ্র। এই উৎকেন্দ্র পরিধির (epicycleএর) ব্যাসার্ধ পরিমিত।

Ellipticity = আভাস, কি করিয়া হইল, তাহা আমার পক্ষে দূরবগাহ।

Ellipticity = Deviation from the form of a circle or sphere; আভাসঃ (পুং) সদৃশঃ। প্রতিবিম্বঃ। দীপ্তিঃ। অভিপ্রায়ঃ। তাহা হইলে ellipticity = আভাস কেমন করিয়া হইবে? Ellipticityর সহিত আভাসের তো কোন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। Ellipse অর্থে অভাব বা অপচিতি। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বৃত্তের কিঞ্চিৎ অপচয় হওয়াতে বৃত্ত ellipseহু প্রাপ্ত হইল। Supply the ellipse in the following sentence—এরূপ স্থলেও অভাব বুঝায়, আভাসের নাম গন্ধও নাই। অতএব নিবেদন ellipticity = অপচিতি হউক।

Directrixকে ক্ষেত্রপাল করা হইয়াছে। যদি অবক্ষেত্র, সমক্ষেত্র এবং অতিক্ষেত্র চলে, তবে ক্ষেত্রপালের অধিকারও হস্তক্ষেপ করিবার সাধ্য নাই।

(এই উপলক্ষে আমি দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। রেখা শব্দটি জীলিঙ্গ; তজ্জন্তু রেখার অবস্থান ও জাতিভেদে উহার যে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা হইয়াছে, তৎসমুদয় জীলিঙ্গ; যেমন ছেদিনী, স্পর্শিনী ইত্যাদি। আমি বলি এই রীতি অবলম্বন পূর্বক অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া normal, subnormal, subtangent, এবং directrix যথাক্রমে লম্বিনী, উপলম্বিনী, উৎস্পর্শিনী এবং অনুশাসিকা বলা যায় না?

Spiral = ঘূর্ণাবর্ত। ঘূর্ণ যদি rotation হয় আর আবর্ত যদি revolution হয়, তবে ঘূর্ণাবর্ত কি spiral হইবে? চিল, শকুনি, লার্ক প্রভৃতি পক্ষীরা spiral curveএতে ঘুরে ঘুরে উড়ে, আমি তজ্জন্তু spiralকে অনেক সময়ে শকুন্তবৃত্ত বলিব মনে করি, আবার কখন

বা ইহাও মনে হয় শাঁকের গায়ে যে সকল আবর্ত-চিহ্ন আছে, তৎসমুদয় spiral, অতএব শব্দাবর্ত শব্দটি গড়ি। কখনও বা ক্রমবৃত্ত বলিতে হুঁচু হয়।

আমি ত্রিবেদী মহাশয় বা দত্ত বাবুর সহিত তর্ক বা বিচার করিবার উপযুক্ত পাত্র নহি। আমার বিজ্ঞা বুদ্ধি অতি অল্প। তবে যে এত চপলতা প্রকাশ করিলাম, তাহার কারণ প্রথমেই বলিয়াছি যে, আমার জ্যোতিষ খানি ছাপাইবার পূর্বে জ্যোতিষের পারিভাষিক শব্দের একটা বাক্যাবলি হইয়া গেলে, আমার বড় উপকার হয়। আমি আরও অনেক কথা গড়িয়াছি ; পাছে ধুষ্টতা বড় বেশি হয়, সেই ভয়ে সে কথা গুলি বলিলাম না।

অবশেষে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, ইউরোপের মত আমাদের দেশে পারিভাষিক শব্দের প্রাচুর্য্য নাই, বরং সর্বতোভাবে অভাবই রহিয়াছে। এমত স্থলে যে শব্দগুলি চলিয়া গিয়াছে, তাহারা এখন থাকুক, বেশি ছাঁটাছুঁটির প্রয়োজন নাই ; তবে যে শব্দগুলির সাহিত্য-রাজ্যে থাকিবার অধিকার নাই, বা যে শব্দগুলি কোনরূপ বিদ্রোহাচরণ করিতেছে, তাহা-দিগের প্রতি অনায়াসে নিষাসনাবাদি প্রচার করিতে পারেন। আমি বুদ্ধ বলিয়া প্রাচীন শব্দের প্রতি আমার সমধিক মমতা আছে, এরূপ মনে করিবেন না। সাহিত্য আদালত বিচার পূর্ব্বক শব্দের দণ্ড বা পুরস্কারের বিধান করুন, এই আমার নিবেদন।

১০৬, শ্রামবাজার ষ্ট্রীট,  
কলিকাতা ; ১৩ই ফাল্গুন, ১৩০১।

শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

গত মাঘের পরিষদ পত্রিকাতে মল্লিখিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বিষয়ক প্রবন্ধের সমালোচনা য় ত্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত মূলতঃ আমার কোন মতভেদ নাই। তবে হুই এক স্থলে শব্দনির্বাচন সম্বন্ধে তিনি যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের স্থলবিশেষের আলোচনা করাই আমার বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ আমি স্বীকার করিয়া লইতেছি যে, অন্ততঃ একটা শব্দের উপাদেয়ত্ব জন্ত আমি রামেন্দ্র বাবুর নিকট বিশেষ ঋণী হইয়াছি ( mass শব্দের জড়তাবোধক একটা প্রতিশব্দের জন্ত আমি অনেক দিন মাথা ঘুরাইয়াছি, কিন্তু ‘জড়মান’ শব্দটা আদবেই আমার মাথায় প্রবেশ না করাতে আমি অগত্যা তদর্থে ‘বস্তুমান’ ব্যবহার করিয়াছিলাম।

‘জড়মান’ শব্দ যে কত উপাদেয়, তাহা তিনি স্বয়ং বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহা না হইলেও শব্দটা উচ্চারণ মাঝেই আমি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতাম ; আশা করি, বঙ্গীয় লেখক-সমাজেও উহা সাদরে গৃহীত হইবে। Mass অর্থে quantity of matter বৈজ্ঞানিক না হইয়া quantity of inertia বৈজ্ঞানিক হউক ; কিন্তু quantity অর্থাৎ ‘পরিমাণ’ যে বুঝাইতে হইবে, তাহার আর কোন ভুল নাই। একারণ আমি ‘জাড’ হইতে ‘জড়মান’ শব্দটার অধিকতর পক্ষপাতী ( mass শব্দটা সাধারণের জন্ত ব্যবহার করিতে হইলেও তাহার

পরিমাপবাচকতা ভিন্ন অপর কোন অর্থ থাকিবে না, অতএব তাহার জ্ঞান অপর কোন লৌকিক শব্দের অবতারণা নিশ্চয়োজ্ঞবোধ হয় ।

Density অর্থে ‘জড়িমা’ শব্দ প্রয়োগ করিলে নূতনত্ব ভিন্ন অপর কোন আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, বোধ হয় না । Massএর ভাব বিভালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক ভিন্ন অপরের নিকট তত সাধারণ নহে, কিন্তু density সম্বন্ধে তাহা বলা যায় না । অনেক অজ্ঞ লোকের নিকটেও densityবোধক ভাব থাকিতে দেখা যায় । দুগ্ধ জাল দিলে ক্রীর প্রস্তুত হয়, এ স্থলে ক্রীর density দুগ্ধ হইতে অধিক । এই অর্থে সাধারণতঃ ঘনতা বা গাঢ়তা দ্বারাই density বুঝাইয়া থাকে । ঘনতার পরিমাপবোধক অজ্ঞ অর্থ আছে বলিয়া, আমি তাহা পরিভাষা পূর্বক লৌকিকতা রক্ষার জ্ঞান ‘গাঢ়তা’ করিয়াছি । এ স্থলে একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি যে, আমি বৈজ্ঞানিক ভাব প্রকাশার্থ একটি বৈজ্ঞানিক ভাষা ও অপর একটি লৌকিক ভাষার সৃষ্টির অমুমোদন করিতে প্রস্তুত নহি । ধর্মজগতে পৌরোহিত্যের প্রাবল্য অতিশয় অমুভূত হইয়া থাকে ; বিজ্ঞানজগতে সেইরূপ পৌরোহিত্যের ও বেদ-মন্ত্রের সৃষ্টি, বোধ হয়, অনেকের বাঞ্ছনীয় হইবে না । রামেন্দ্র বাবু এ বিষয়ের আলোচনা করেন নাই ; আমিও কেবল আমার মত মাত্র ব্যক্ত করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম ।

রামেন্দ্র বাবুর দ্বিতীয় আপত্তি ‘উত্তাপ’ শব্দের প্রয়োগে । ‘তাপ’ এবং ‘উত্তাপ’ শব্দ-দ্বয়ের পার্থক্য বুঝাইতে ‘উৎ’ উপসর্গটি যে অত্যন্ত কাজে আসিবে, তাহা আমি আমার পূর্বের প্রবন্ধেই উল্লেখ করিয়াছি । যাহাকে heat ও temperatureএর ভাবগত পার্থক্য বুঝাইয়া দিতে হইবে, তাহার নিকট এইটুকু ব্যাকরণজ্ঞানের আশা করা অযৌক্তিক হইবে না যে, তাপ ও উত্তাপের মধ্যে ‘উৎ’ নামক একটু উপসর্গের সেতু রহিয়াছে । তাহা যদি হয়, তবে ঐ উপসর্গের একটি অর্থনির্ধারণ এবং উহার ব্যাকরণতত্ত্বটুকু বৈজ্ঞানিকের নিকট আশী করা যাইতে পারে । রামেন্দ্র বাবু নিজেই তাহার প্রথম প্রবন্ধে এইরূপ উপসর্গ দ্বারা ভাবগত পার্থক্যনির্ণয়ের অমুমোদন করিয়াছেন । Temperature যে heatএর বাহ্য প্রকটন, তাহা হয়ত রামেন্দ্র বাবু নিজেই শিক্ষার্থীদিগকে বুঝাইয়া থাকেন । তবে ‘উষ্ণতা’ সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন আপত্তি নাই ; কেবল ‘উষ্ণতামান’ কথাটিই যাহা কিছু আপত্তিজনক ।

আমি potential energy অর্থে ‘জড়শক্তি’ ব্যবহার করিয়াছি, রামেন্দ্র বাবু তাহাকে ‘স্থিতিশক্তি’ করিতে চাহেন । ‘জড়শক্তি’ বলিতে ‘স্থিতিশক্তি’ বুঝাইতে পারে, কারণ ‘অবস্থান’ জড় পদার্থের একটি ধর্ম । কিন্তু potential function সম্বন্ধে কোন ভাব আসিবে না বলিয়াই, আমি ‘স্থিতিশক্তি’ শব্দটি ইচ্ছা করিয়া ব্যবহার করি নাই । নিউটন উল্লিখিত অর্থে “Materia vis insita est potentia” লিখিয়া গিয়াছেন ; আমি সেই অর্থের অনুসরণ করিয়া potential energy অর্থে material energy বা ‘জড়শক্তি’ ব্যবহার করিয়াছি ।

Particle অর্থে ‘অণু’ লিখিবার সময় আমি molecule কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। রামেন্দ্র বাবু যে আমার সে ভুল সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম।

সংস্কৃত জ্যোতিষে revolution অর্থে ‘ভগণ’ সর্লসাধারণ নহে। ‘ভগণ’ শব্দে কেবল মাত্র ‘দাশিচক্র পরিক্রমণ’ বুঝায় ; ইহার তাৎপর্যার্থ ‘নক্ষত্রাতিক্রমণ’। আখ্যাভট্টের “ভূরেবা-বৃত্তাবৃত্ত্য—” ইত্যাদিতে আবর্তন অর্থে rotation বুঝাইলেও সাধারণতঃ দেখা যায় যে, সকলে সেই অর্গ বুঝেন না। \* সাধারণতঃ লৌকিক ভাষাতে আবর্তন বলিতে revolution বুঝায় বলিয়াই আমি rotation অর্থে আবর্তন ব্যবহার করিতে বিরত হইয়াছি।

রামেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন integration ও differentiation-এর বাঙ্গালা ‘সঞ্চলন’ ও ‘ব্যবকলন’ করিতে দোষ কি ? দোষ অনুসন্ধানের পূর্বে এইমাত্র বলিতে পারি যে, ঐ শব্দ দুইটা আমার ধারণাতেই আইসে নাই। আমি আমার প্রথম প্রবন্ধেই উল্লেখ করিয়াছি যে, যখন যে বিষয় পাঠকালে আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে, তখন তাহাকে তদুপযোগী বাঙ্গালা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াই আমি কিছু শব্দসঞ্চলন করিতে সমর্থ হইয়াছি। প্রথমে differentiationকে as a process of Analysis বলিয়াই শিক্ষা করি, কাজেই তাহার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ ‘ব্যুৎপাদন’ সহজেই আমার মনে উদয় হইয়াছিল। তৎপর integration অর্থে ‘সম্পাদন’ শব্দ প্রয়োগ করতে দেখা যাইতেছে যে, তাহাতে যেমন ব্যুৎপাদনের বিপরীত প্রক্রিয়া বুঝাইতেছে, তেমন তাহার সঞ্চলনবাচক অর্থও বুঝাইতে পারে। Differentiation ও integration এক্ষণে বিজ্ঞানের সকল শাখাতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। Spectrum Analysisএতে ইহার অতি সমাদর। এ সকল স্থলে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ‘ব্যবকলন’ ও ‘সঞ্চলন’ অপেক্ষা ‘ব্যুৎপাদন’ ও ‘সম্পাদন’ শব্দ দ্বারা ইহাদের অর্থ অধিকতর সুস্পষ্ট বোধগম্য হয়।

Ellipseএর বাঙ্গালা ‘বৃত্তাভাস’ যিনিই কখন না কেন, তিনি যে বৃত্তের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়াছিলেন, তাহার আর ভুল নাই। কিন্তু সে ভাবটী যেমন গণিতবিরুদ্ধ, তেমনই অবৈজ্ঞানিক। Ellipse, hyperbola ও parabola এই তিনটীই একজাতীয় ক্ষেত্র ; ellipse বৃত্তের আভাস না হইয়া বৃত্তকেই বরং ellipseএর আভাস বলা যায়। নিউটন গতিবিজ্ঞানে আমাদিগকে ইহাই দেখাইয়াছেন যে, ellipse ‘স্বাভাবিক ক্ষেত্র’ ; বৃত্ত ‘সহজ’ হইলেও ‘স্বাভাবিক’ নহে ; ইহা ellipseএর রূপান্তর বা অবস্থান্তর মাত্র। এ কারণ আমি ‘বৃত্তাভাস’ কথাটীকে “ভ্রমাত্মক” জ্ঞানে উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা করি।

Focus শব্দে অনেক কথা বলিবার আছে। একটা মূল কথা এই যে, যখন যে ভাব যে ব্যক্তির মনে উদয় হইয়াছে, তখন তিনি তৎপ্রকাশার্থ তদুপযোগী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

\* ভারতী (বৈশাখ—আষাঢ়, ১৩০০—“মুখ্যরীসমালোচনা ও তাহার প্রতিবাদ” শীর্ষক প্রবন্ধত্রয় প্রচণ্ড।

কেপ্‌লার্‌ স্বনামবিখ্যাত বিদ্যানুজ্ঞয়ের আবিষ্কার করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, গ্রহগণ সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া আবর্তন করিতেছে ; তাহাদের কক্ষ সমূহ এক একটা ellipse, এবং ঐ সকল ellipseএরই একটিনাত্র বিশেষ বিন্দু রহিয়াছে, যাহাতে সূর্য্য অবস্থিত থাকিয়া আলোক ও তেজ বিকিরণ করিতেছে। এই ধারণা হইতে তিনি ঐ বিন্দুর নাম রাখিলেন “focus”। ইহা একটা লাতিন শব্দ, ইহার ধাতুগত অর্থ ‘অগ্নিকুণ্ড’ (fireplace) ; তৎপরে নিউটন ধরাতেলে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, গ্রহগণ যে শক্তিতে চালিত হইতেছে, সেই শক্তির মূল কারণ উক্ত বিশিষ্ট বিন্দুতে সূর্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত ; এজন্য তিনি উহার নাম রাখিলেন “umbilicus”—ইহার বাঙ্গালা অর্থ ‘নাভি’। নিউটন ইহা দেখিতে পাইলেন যে, মহাম্যদেহে যেরূপ সকল শক্তিসঞ্চারিণী শিরার মূল নাভিপ্ৰদেশে, সেইরূপ গ্রহজগতেও সকল শক্তির অবিষ্টান ঐ নির্দিষ্ট বিন্দুতে ; অতএব তিনি ঐ বিন্দুকে “নাভি” নামে অভিহিত করিলেন। এই কারণে আমার নিকট এই নাম জুটাইবই বিশেষ আদর রহিয়াছে ; তবে বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজ “অনিশ্চয়েব” পক্ষপাতী হইলে, আমি অগত্যা এই উভয় নামই পরিত্যাগ করিব। আমার নিকট ‘নাভি’ শব্দটাই সম্ভাষণে উপযোগী বলিয়া বোধ হয়।

রামেন্দ্র বাবু শেষ কথা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থেব অলুপ্ত বিবয়ক প্রস্তাব সম্বন্ধে ; ইহার উত্তরদান পরিষদেরই কর্তব্য \*।

শ্রীঅপূর্ণচন্দ্র দত্ত।

\* অপূর্ণ বাবু এবং রামেন্দ্র বাবু যে সকল বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত মাধব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক জ্যোতিষসংক্রান্ত যে পরিভাষা সংকলিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের এক একটি তালিকা পরিষদে পাঠাইয়া দিলে ভাল হয়। পরিষদে ঐ বিষয় আলোচিত এবং পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হইতে পারে। এবং লেখকমহোদয়গণ এ বিষয়ে অনাযোগী হইলে পরিষদ উপকৃত হইবেন।—প. প. স.।

# মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা ।

## ইতিহাস ও জীবনচরিত ।

ঐতিহাসিক গল্প সাহিত্যের মধ্যে যশোহরের অবিপতি প্রতাপাদিত্যচরিত্র প্রথম । এই গ্রন্থ রাম বসু কর্তৃক প্রণীত এবং ১৮০১ অব্দে শ্রীরামপুর প্রেসে মুদ্রিত হয় । পত্রসংখ্যা ১৫৬ । সেই সময়ে পারস্য ভাষার অথবা আধিপত্য প্রযুক্ত বাঙ্গালা ভাষার বিরূপ অবিপ্লব ভাব ঘটিয়াছিল, তাহা প্রতাপাদিত্যচরিত্র পাঠে হৃদয়ঙ্গম হয় । এই গ্রন্থের পর ১৮০৫ অব্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র প্রকাশিত হয় । পত্রসংখ্যা ১২০ । ডাক্তার কেরি সাহেবের প্রস্তাব অনুসারে ঐ দুই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল । ১৮১৭ অব্দে শাস্ত্রপদ্ধতি নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । এই পুস্তকে প্রধান প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থকার এবং তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থের পরিচয় ছিল । ১৮১৯ অব্দে ফেলিক্স কেরি সাহেব কর্তৃক গোলডস্মিথের ইংলণ্ডের ইতিহাসের অনুবাদ প্রকাশিত হয় । পত্রসংখ্যা ৪১২ । কেরি সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন । এই ইতিহাসে অমিয়সেনের সন্ধি ( ১৮০২ ) পর্যন্ত যাবতীয় প্রধান ঘটনার বিবরণ ছিল । গ্রন্থের শেষভাগে পারিভাষিক এবং দুরূহ শব্দের একটি তালিকা ছিল । কিন্তু কোন কোন পারিভাষিক শব্দ যেরূপে অনুদিত হইয়াছিল, তাহা নিরতিশয় কৌতুকাবহ, যেমন Admiral of the Blue = নীলপতাকাধার্য ( ? ) । Whig = স্বাতন্ত্র্যপক্ষপাতী । ডিকেন্স্ যেরূপ ইংলণ্ডের ইতিহাসে জনসাধারণের ইতিহাস, নীতি, শিল্প, ধর্ম প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় সেইরূপ ইতিহাসের অভাব রহিয়াছে । ১৮১৯ অব্দে কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট সাহেব “ঐতিহাসিক নীতিগল্প” প্রচার করেন । এই পুস্তকে অনেকগুলি ঐতিহাসিক বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছিল । ইহাতে অসত্যাবস্থা হইতে ইংলণ্ডের উন্নতি, নীতি বিষয়ক উপদেশ, ঐতিহাসিক কথা, মিত্রতা, পরিশ্রম, জায়পরতা, অহঙ্কার, ক্রোধ প্রভৃতি সম্বন্ধে দৃষ্টান্তমালা, ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের উপস্থিতি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত ছিল । হাতিরাম দাখ্যাল ১৮৩০ অব্দে আসামবুরুজি (আসামের ইতিহাস) প্রকাশ করেন । পত্রসংখ্যা ৮৬ । চন্দ্রিকা প্রণেতা মুদ্রিত । এই পুস্তক বিনামূল্যে বিতরিত হয় । ১৮২৯ অব্দে ইংরেজী এবং বাঙ্গালায় “সদ্ব্যবহার” শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয় । পত্রসংখ্যা ২৩৯ । এই গ্রন্থে বিবিধ দেশের এবং বিবিধ জাতির প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস হইতে ধর্ম ও বীরত্ব সম্বন্ধে ৯৫টি গল্প ছিল । ১৮৩২ অব্দে সাধারণ শিক্ষা-সমাজের উৎসাহে বরিন্দাস সাহেবের “ঐতিহাসিক ব্যাকরণ” প্রকাশিত হয় । পত্রসংখ্যা ২৪২ । এই পুস্তক একটি সাহিত্যসমিতি কর্তৃক অনুদিত হয় । বার জন বাঙ্গালী এই সমিতির সদস্য ছিলেন । কণ্ঠস্থ রাখিবার উদ্দেশ্যে ইহাতে ছোট ছোট প্যারায় প্রধান প্রধান প্রাচীন এবং আধুনিক রাজ্যের বিবরণ ছিল । ১৮৩৯ অব্দে গোবিন্দ সেন নামক একব্যক্তি ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত করেন । পত্রসংখ্যা ৩২ । তৎপরবর্তী বৎসর গোবিন্দ সেনের বাঙ্গালার ইতিহাস প্রচারিত হয় । পত্রসংখ্যা ৩৩৭ । মূল্য ২ টাকা । এখানি মার্শম্যান

সাহেবের ইতিহাসের অনুবাদ । ইহাতে ১২০৩ অঙ্কে মুসলমানদিগের বাঙ্গালা আক্রমণ হইতে ১৮৩৫ অব্দ পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণ ছিল । অনুবাদের বাঙ্গালা সাহিত্যগ্রন্থের ভাষা হ্রস্ব শব্দবহুল হইয়াছিল । ১৮৪২ অঙ্কে রাণী ভবানী-চরিত প্রকাশিত হয় । গ্রন্থকার “চন্দ্রিকা”-সম্পাদক । ইনি সতীদাহের পক্ষপাতী সম্প্রদায়ের প্রধান পরিচালক ছিলেন । এই জীবনীখানি নিরতিশয় কৌতুকাবহ হইয়াছিল ।

ইতিহাসসমুচ্চয় । পত্রসংখ্যা ৩৬৪, মূল্য ১ টাকা । স্কুলবুক সোসাইটির প্রকাশিত । পিয়ার্স সাহেবের প্রাচীন ইতিহাসের সারসংগ্রহ । ইহাতে সংক্ষিপ্ত ভাবে মিশর, আসিরীয়া, বাবিলন, মিডীয়া, পারস্ত, গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস ছিল ।

প্রাচীন ইতিহাস । ইংরেজী হইতে অনূদিত । ১৮৩০ অঙ্কে স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত । পত্রসংখ্যা ৬২৩ । এখানিও পিয়ার্সনের ইতিহাসের সারসংগ্রহ । সংক্ষেপে মিশরীয়, আসিরীয়, বাবিলনীয় এবং মিডীয়া, পারস্ত, গ্রীস ও রোমবাসীদিগের রীতি নীতি, বিধিব্যবস্থা, বাসগৃহ, রাজ্যশাসন প্রভৃতির বিবরণ ছিল ।

বাঙ্গালার ইতিহাস । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত । প্রথম সংস্করণ, ১৮৪৯ । তৃতীয় সংস্করণ । পত্রসংখ্যা ১৫২ । মূল্য ১০ আনা । সংস্কৃত প্রেসে মুদ্রিত । এখানি মার্শম্যান সাহেবের উৎকৃষ্ট ইতিহাসের অনুবাদ । অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল এবং পরিমার্জিত । ইহাতে পলাশীর যুদ্ধ হইতে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিনের শাসনকাল পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণ আছে ।

বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত । বেঙ্গার সাহেব কর্তৃক অনূদিত । পত্রসংখ্যা ২৮৪ । মূল্য ৬০ আনা । স্কুলবুক সোসাইটির প্রকাশিত । এখানি মার্শম্যান সাহেবের ইতিহাসের অনুবাদ । অনুবাদ-কার বাঙ্গালার প্রাচীন সময় হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত সমস্ত বিবরণ সরল ভাষায় লিখিয়াছেন ।

ধর্মপুস্তকবৃত্তান্ত । বার্থ সাহেবের বাইবেলের গল্পমালার অনুবাদ । বিবি হেবার্গিন কর্তৃক অনূদিত । ১৮৪৬ অঙ্কে ট্রাঙ্ক্ট সোসাইটি নামক খৃষ্টীয় ধর্মপুস্তক-প্রচারক সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত । পত্রসংখ্যা ২৫২ । ইহাতে বাইবেল ১০৪টি গল্প মনোহর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । ইহাতে ২৭ খানি চিত্র আছে, এই পুস্তক জার্মান ভাষায় লিখিত হয় । এক জার্মানি দেশে ইহার ১০০ সংস্করণ এবং এক লক্ষ ৭৩ বিক্রয় হইয়াছিল । এতদ্ব্যতীত ইহা ৩০টি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে ।

কালক্রমিক ইতিহাস । পিনক সাহেবের বাইবেলের ইতিহাসের অনুবাদ । পিয়ার্স সাহেব কর্তৃক অনূদিত । প্রথম সংস্করণ ১৮৩৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫০ । বাপ্তিস্ত মিশন প্রেসে মুদ্রিত । পত্রসংখ্যা ৮৯ । মূল্য ১০ চারি আনা । প্রস্তোত্তর প্রণালীতে লিখিত । ১০ খানি চিত্র সম্বলিত ।

হারকানাথ বন্দোপাধ্যায়ের বাইবেলের ইতিহাস । বিবি ট্রিমারের গ্রন্থ হইতে অনূদিত । বিশপ্ কলেজের প্রেসে ১৮৪৩ অঙ্কে মুদ্রিত । পত্রসংখ্যা ২৮২ । ইহার ২৪টি প্রকরণে

সংক্ষেপে সমগ্র বাইবেলের ইতিহাস আছে। প্রতিকরণে প্রম্লাবলী ও তৎসমুদয়ের উত্তর রহিয়াছে।

সত্য ইতিহাস। প্রথম সংস্করণ ১৮৩০। পত্রসংখ্যা ২৩৯। মূল্য ৬০ বার আনা। স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে সেমিরামিস, সিস্ত্রিস, হোমর, লাইকার্গাস, রমুগাস, সাইরাস, কনফুসাস, পিথাগোরাস, মিল্তাইদিস, সক্রিটস, দিমস্থিনিম্ এবং সেকন্দর সাহের বিবরণ আছে। এখানি প্রাচীন ইতিহাসের অনুবাদ। প্লুতার্কের জীবনীমালার অনুকরণে লিখিত।

খ্রীষ্টমাহাত্ম্য। মুঠর সাহেবের খ্রীষ্টচরিত হইতে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৫১ অব্দে ট্রাঙ্ক্ট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১/১০ আনা। মুঠর সাহেব প্রথমে সংস্কৃত কবিতায় এই পুস্তক প্রণয়ন করেন। পরে হিন্দী এবং ইংরেজীতে ইহার অনুবাদ হয়। ইহাতে ইহুদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। খ্রীষ্টের জীবনী এবং তদীয় অনুশাসন যে ভাবে লিখিলে হিন্দুদিগের হৃদয়াকর্ষক হয়, সেই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ত্রিশ বৎসর পূর্বে ডাক্তার মিল্ সংস্কৃত ভাষায় এই ভাবের এক খানি পুস্তক রচনা করেন। ১৮১০ অব্দে পদ্যে রাম বসুর খ্রীষ্টচরিত রচিত হয়। ইহা ছই বার মুদ্রিত এবং উড়িয়া ও হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর বিবরণ। ১৮৪০ অব্দে ট্রাঙ্ক্ট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত। পত্রসংখ্যা ৩৫৫। মূল্য ১/১০ আনা। ইহা বার্থ সাহেবের খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাসের অনুবাদ। বিভিন্ন ভারতবর্ষীয় ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে।

দানিয়েলচরিত্র। মটন্ সাহেবের প্রণীত। ১৮৩৬ অব্দে ট্রাঙ্ক্ট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত। পত্রসংখ্যা ৩৪৫। মূল্য ১/১০ আনা। ইংরেজী ও বাঙ্গালায় মুদ্রিত (বৈভাষিক)। ইহাতে জুদা এবং ইসরাইলদিগের রাজ্যের ইতিহাস পরিমার্জিত বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে।

ইজিপ্টের পুরাতত্ত্ব। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। রোজারিও কোং, ১৮৪৭; পত্রসংখ্যা ৩৩৮। মূল্য ১ টাকা। রোলিন্ এবং এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা হইতে অনূদিত। ইহাতে ইজিপ্ট দেশের প্রাচীন নগর ও পিরামিদ প্রভৃতির বিবরণ এবং মুসলমানদিগের আক্রমণ পর্যন্ত ইজিপ্টের প্রাচীন ইতিহাস আছে।

গালিলিওচরিত্র। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। রোজারিও কোং, ১৮৫১। পত্রসংখ্যা ১৩২। মূল্য ১/১০ আনা। ইহা বীটন্ সাহেবের গালিলিও চরিতের সারসংগ্রহ।

গ্রীসের ইতিহাস। প্রাক্স প্রেস্ (?) ১৮৪০। পত্রসংখ্যা ১০১। মূল্য ১/১০ আনা। হিন্দু কলেজ পাঠশালার জন্ম লিখিত। ইহাতে এথেন্স, স্পার্টা, ট্রয় প্রভৃতির বিবরণ আছে।

মুখোপাধ্যায়প্রণীত গ্রীসের ইতিহাস। লেখক হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্র। স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত, পত্রসংখ্যা ৩৯৬। মূল্য ১ টাকা। ইহা গোল্ডস্মিথের প্রণীত গ্রীসের ইতিহাসের অনুবাদ। অনুবাদ প্রোঞ্জল হয় নাই।

জীবনচরিত। দ্বৈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। পত্রসংখ্যা ১৩৮, মূল্য ৥০ আনা। প্রথম সংস্করণ ১৮৪৯। সংস্কৃত প্রেস। চতুর্থ সংস্করণ যন্ত্রস্থ। ইহাতে কোপারনিকস্, গালিলিও, নিউটন, ডুবাল্ প্রভৃতির জীবনী আছে। ইহা চেম্বার সাহেবের প্রকাশিত জীবনী হইতে অনূদিত।

পুরাবৃত্তসংক্ষেপ। মার্শম্যান প্রণীত, ইংরাজী ও বাঙ্গালায় মুদ্রিত (দ্বৈভাষিক)। রোজারিও কোং, ১৮৩৩। পত্রসংখ্যা ৫১৫। মূল্য ৩ টাকা। ইহাতে আদম ও নোহার কথা, এবং ত্রোজান যুদ্ধ, গ্রীকদিগের উপনিবেশ ও ইজিপ্ট্ রোম্ প্রভৃতির বিবরণ আছে।

ভারতবর্ষীয় ইতিহাস সার। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা ৩৫২। চন্দ্রিকা প্রেস, ১৮৪৮। মূল্য ১৥০ টাকা। এই ইতিহাস মন্ত্ৰ, যাজ্ঞবল্ক্য, রামায়ণ, মহাভারত, রাজাবলি, ক্রক্ সাহেবের গেজেটিয়র্, মার্শম্যানের বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে সংগৃহীত। মার্শম্যানের ইতিহাসে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যে মত পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহার বিপক্ষ সিদ্ধান্ত প্রচার করা এই গ্রন্থের একটি উদ্দেশ্য। গ্রন্থকারের মতে মার্শম্যানের মত হিন্দুধর্মের বিরোধী এবং খ্রীষ্টধর্মের অহুকূল। এই ইতিহাসে হিন্দুর সময়-নির্ণয়-প্রণালী, প্রাচীন হিন্দু ভূপতিগণ, তাঁহাদের রাজধানী ও রাজ্যশাসনপ্রণালী, বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি, স্বর্ঘ্য ও চন্দ্রবংশ, কোলিত্রপ্রথার প্রবর্তন, মুসলমানদিগের আক্রমণ, পর্তুগীজদিগের আক্রমণ, ইংরেজদিগের উপস্থিতি এবং ১৮৪৩ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের দেশজয়ের বিবরণ আছে। যাহারা রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ হইতে সংক্ষেপে হিন্দুর ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, এই গ্রন্থ তাঁহাদের সবিশেষ উপযোগী।

ভারতবর্ষীয় ইতিহাস। গোপাললাল মিত্র প্রণীত, পত্রসংখ্যা ২০১। সাধারণ শিক্ষা সমাজের সাহায্যে প্রকাশিত, ১৮৪০। ইহাতে মার্শম্যান সাহেবের প্রণালী অনুসারে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস, পর্তুগীজদিগের অধিকারের পূর্ববর্তী বিবরণ, ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী, স্বর্ঘ্যবংশ, বৌদ্ধধর্ম, মগধ সাম্রাজ্য, পাঠান, পর্তুগীজ প্রভৃতির বিবরণ আছে। মার্শম্যানের ইতিহাসের ৫৫ অংশে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধমত প্রকাশিত হইয়াছে, সে অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ইতিহাস। মার্শম্যান প্রণীত। দুই খণ্ড। শ্রীরামপুর প্রেস, ১৮৩১। ফুলবুক সোসাইটির প্রকাশিত। ইংরেজদিগের আগমন হইতে মাক্‌ইস্ অব্ হেস্টিংসের শাসনকাল পর্য্যন্ত। পূর্বে ইহার মূল্য ৮ টাকা ছিল। এখন (১৮৫৫) ২ টাকায়া বিক্রীত হইতেছে।

রাজাবলী। ১৮০৮। শেষ সংস্করণ ১৮৩৮। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত। ইহাতে হিন্দু এবং মুসলমান ভূপতিদিগের বিবরণ আছে।

সারাবলী। নবীন পণ্ডিত প্রণীত। রোজারিও কোং, ১৮৪৬। পত্রসংখ্যা ১৬২।

মূল্য ১৮ টাকা। মহাভারত, কেটলি প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস, মার্শম্যানের ইতিহাস, টুয়াটের বাঙ্গালার ইতিহাস প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত। ইহার ভাষা সংস্কৃতবহুল হইলেও সুন্দর।

রাজাবলী। শ্রামধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। চন্দ্রিকা প্রেস্, ১৮৪৫। পত্র সংখ্যা ১১২। হিন্দু, মুসলমান, এবং লর্ড ক্লাইব পর্য্যন্ত ইংরেজ অধিকারের বিবরণ আছে। গুণাংশে গ্রন্থ সামান্য।

টুকোরের ইহুদীদিগের ইতিহাস। কাম্বেল সাহেব কর্তৃক অনূদিত। মূল ইংরেজি গ্রন্থকার বারাগসীর কমিসনর। পত্রসংখ্যা ২৫৭। ১৮৪৫। হে এণ্ড কোং।

ক্লাইব চরিত্র। হরচন্দ্র দত্ত প্রণীত। প্রথম সংস্করণ ১৮৫৩; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৫৪; পত্রসংখ্যা ৭৯। মূল্য ১০ আনা। রোজারিও কোং। লর্ড ক্লাইব সম্বন্ধে মেকলের প্রসিদ্ধ প্রবন্ধের অনুবাদ। বর্ণাকুলার লিটরেচার কমিটি (এতদেশীয় সাহিত্যসমাজ) কর্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে মাদ্রাজ, বারাগসী, মহারাষ্ট্র প্রভৃতির বার খানি চিত্র আছে।

রাজীবলোচন প্রণীত কৃষ্ণচন্দ্রচবিত্র। প্রথম সংস্করণ, ১৮০৫; শেষ সংস্করণ ১৮৩৪। শ্রীরামপুর প্রেস্। মূল্য ১০ আনা। পত্রসংখ্যা ৫৮। রোজারিও কোং প্রকাশিত। গত শতাব্দীতে যিনি সম্রাট অগস্তসের আয় কৃষ্ণনগরে সংস্কৃতানুশীলনের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন, ইহা তাঁহারই জীবনী। কথিত আছে, তাঁহার মন্ত্রণায় অনেক প্রধান ব্যক্তি মুসলমানের বিরুদ্ধে ইংরেজদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে পলাশীর যুদ্ধের সময়ে বাঙ্গালার অবস্থা-সংক্রান্ত নানাকথা এবং দুই এক স্থলে পৌরাণিক আখ্যানের সমাবেশ আছে। গ্রন্থের ভাষা সরল ও মাধুর্য্যগুণবিশিষ্ট। ডাক্তার কেরি সাহেবের অনুরোধে কোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থে ইহা সংকলিত হয়। সে সময়ে বাঙ্গালা পুস্তক এত অল্প পরিমাণে বিক্রীত হইত যে, ১২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকখানির মূল্য প্রথমে ৫ টাকা হইলেও উহা প্রকাশ করিতে যে অর্থব্যয় হইয়াছিল, পুস্তকবিক্রয়ে কেবল তাহাই পাওয়া গিয়াছিল। এই গ্রন্থ ১৮৩০ অব্দে লণ্ডনে পুনর্মুদ্রিত হয়।

জীবনবৃত্তান্ত। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পত্রসংখ্যা ৩৩০। রোজারিও কোং। ইহাতে যুধিষ্ঠির, কনকুসুম, প্লেতো, বিক্রমাদিত্য, আলফ্রেড ও সুলতান মামুদের জীবনী আছে। যুধিষ্ঠির-চরিতে হিন্দুর ইতিহাসের একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশের সারসংগ্রহ আছে; বিক্রমাদিত্য-চরিতে তদানীন্তন সময়ের ঐতিহাসিক বিবরণ রহিয়াছে। আলফ্রেডের জীবনীতে ১,২০০ বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা জানিতে পারা যায়; সুলতান মামুদের জীবনীতে মুসলমানদিগের ভারত আক্রমণের বিবরণ এবং প্লেতোচরিতে গ্রীকদিগের দর্শনশাস্ত্রের বিষয় অবগত হওয়া যায়।

নবনারী। নীলমণি বসাক প্রণীত। সংস্কৃত প্রেস্, ১৮৫২। পত্রসংখ্যা ২৯৮। মূল্য ১১০ টাকা। রোজারিও কোং। ইহাতে সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, লীলাবতী, খনা, অহল্যাবাহি, রাণী ভবানী এই নয়টি নারীর চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

মহম্মদের জীবনচরিত্র। ১ম ভাগ; জে. লং প্রণীত; ট্রাঙ্ক্‌ সোসাইটির প্রকাশিত; ১৮৫৪। পত্রসংখ্যা ১২১, মূল্য ৮/০ আনা। রোজারিও কোং। ইহাতে আরব দেশের ভূবৃত্তান্ত, প্রাণী, উদ্ভিদ ও আকরিক বস্তুসমূহের বিবরণ, মহম্মদের পূর্বে আরবে প্রচলিত ধর্মের বিবরণ সহ মহম্মদের জীবনী বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগ যন্ত্রহ।

রেবারেণ্ড্‌ ক্রুকবার্গের নিউটনচরিত্র। ইংরেজী হইতে অনূদিত। পত্রসংখ্যা ১৮৬। মূল্য ৮/০ আনা। ট্রাঙ্ক্‌ সোসাইটির প্রকাশিত, ১৮৫৩। নিউটন কয়েক বৎসর কাল আফ্রিকার দাসব্যবসায়ী ছিলেন, তিনি স্বরচিত চরিতে বিশদরূপে ঐ ভয়াবহ ব্যবসায়ের বর্ণনা করিয়াছেন। কিরূপে তিনি এই ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহার বিবরণ যেরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ, সেইরূপ আনন্দজনক।

পলেব চরিত্র। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংস্কৃত হইতে অনূদিত। ট্রাঙ্ক্‌ সোসাইটির প্রকাশিত, ১৮৫০। পত্রসংখ্যা ৯৭। মূল্য ৮/০ আনা। বঙ্গদেশের সিভিল কর্মচারী মুদ্র সাহেব এই গ্রন্থ প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় প্রণয়ন করেন। ইহা ইংরেজী এবং হিন্দীতে অনূদিত হইয়াছে।

পঞ্জাবের ইতিহাস। রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রথম সংস্করণ, ১৮৪৭। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৫৪। পত্রসংখ্যা ১৯৪। মূল্য ১১/০ টাকা। রোজারিও কোং। উৎকৃষ্ট বাঙ্গালায় শিখরাজ্যের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকের বিবরণ রাজতবঙ্গিনী, আইন ই আকবরী, সৈয়র মুতাক্করীণ, প্রিন্সেপ্‌-প্রণীত রণজিৎ সিংহের জীবনী, মাক্‌গ্রেগর-প্রণীত শিখদিগের ইতিহাস প্রভৃতি হইতে সংকলিত। এতদ্দেশীয়েরা শিখরাজ্যের ইতিহাস জানিতে সাতিশয় উৎসুক ছিলেন, যেহেতু তাঁহারা পূর্বেই এই পুস্তকের ৩২৫ খণ্ডের গ্রাহক হইয়াছিলেন।

শাহনামা। পারসীক ভূপতিদিগের ইতিহাস। বিশ্বেশ্বর দত্ত কর্তৃক পারসী হইতে অনূদিত। সিঙ্গুপ্রেস, ১৮৪৭। পত্রসংখ্যা ৪৫৮। গ্রন্থে অমুবাদকারকের প্রতিকৃতি আছে। শাহনামাকার পারসীকদিগের হোমার। ইহাতে মুসলমান অধিকারের পূর্বে পারস্ত রাজ্যের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে।

প্রতাপাদিত্য-চরিত্র। হরিশ তর্কালঙ্কার প্রণীত। পত্রসংখ্যা ৬৩। মূল্য ৮/০ আনা। রোজারিও কোং, ১৮৫৩। এতদ্দেশীয় সাহিত্য সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত। রাজা প্রতাপাদিত্য আকবরের রাজত্বকালে যশোহরের অধিপতি ছিলেন। তিনি একটি সমৃদ্ধিশালী নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। এখন ঐ স্থান সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্বে প্রতাপাদিত্যের জীবনী বাঙ্গালায় প্রণীত ও প্রচারিত হয়। ঐ পুস্তক কোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজের ছাত্রদিগের পাঠ্য ছিল। পারসী শব্দের বহুল পরিমাণে সমাবেশ থাকাতে উহার ভাষা পারসী বাঙ্গালা হইয়াছিল। উপস্থিত জীবনীতে পূর্ববর্তী গ্রন্থের বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ভাষার সহিত পূর্ববর্তী গ্রন্থের ভাষার অণুমাত্র সাদৃশ্য নাই। মুসলমানদিগের

অধিকরকালে হিন্দুভূপতির অবস্থার বর্ণনা থাকিতে জন্মনির লোকে এই পুস্তক খুঁজিয়া ছিলেন। এই জীবনীতে লিখিত হইয়াছে যে, রাজার পূর্বপুরুষেরা সপ্তগ্রামে বাস করিতেন। তদানীন্তন সময়ে সপ্তগ্রাম প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল। এখন ইহা একটি সামান্য পল্লীর মধ্যে পরিগণিত। রাজার পূর্ব পুরুষেরা গোড়ে গিয়া তত্রত্য ভূপতির দরবারে প্রাধান্য লাভ করেন। রাজা প্রতাপাদিত্য শেষে সুন্দরবনের স্বত্বাধিকারী হইলেন। সে সময়ে সুন্দরবন শত্রুসম্পত্তিপূর্ণ ও জনবহুল ছিল। প্রতাপাদিত্য সম্রাট আকবরকে কর দিতে অস্বীকার করিলে, সম্রাট তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। প্রতাপাদিত্য বন্দী ও লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ হইলেন। এই অবস্থায় দিল্লীতে যাইবার সময়ে বারাণসীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামচরিত। রাখালদাস হালদার প্রণীত। পত্রসংখ্যা ৪১। মূল্য ১০ আনা। রোজারিও কোং, ১৮৫৪। ইহাতে পৌরাণিক উপন্যাস হইতে ঐতিহাসিক বিষয় স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সিবিল কর্মচারী আর্কাষ্ট সাহেব ইংরেজী বিদ্যালয়ে ব্যবহারার্থ সম্প্রতি এই প্রণালীতে রামচন্দ্রের জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। রামচরিতকার ঐতিহাসিক ভাবে হিন্দুর ইতিহাসের একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য তিনি উৎসাহলাভের উপযুক্ত পাত্র। এই পুস্তকে রামচন্দ্রের ধনুর্ষেদে পারদর্শিতা, দ্রিহিতে তাঁহার বিবাহ, তদার পত্নীর পাতিত্রতা, তাঁহার সিংহল আক্রমণ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

রোমের পুরাবৃত্ত। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ২ খণ্ড। পত্রসংখ্যা ৬১০। মূল্য ২ টাকা। রোজারিও কোং, ১৮৪৮। ইংরেজী ও বাঙ্গালায় মুদ্রিত (দৈন্যিক)। প্রধানতঃ ইউরোপিয়ানের গ্রন্থ এবং অংশতঃ আর্নোল্ড, লুক্, গিবন্ প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে সংকলিত। ভূমিকার ইতিহাসের অনুশীলন সম্বন্ধে একটি রচনা আছে। ইহাতে রোম নগরের প্রতিষ্ঠা হইতে সাম্রাজ্যের ধ্বংস পর্যন্ত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। এই পুস্তক কেবল বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু পুনর্মুদ্রিত না হওয়াতে এখন উহা আর পাওয়া যায় না।

মুখোপাধ্যায়ের রোম ইতিহাস। পিন্‌ক এবং গোল্ডস্মিথের রোমের ইতিহাস হইতে অনূদিত। পত্রসংখ্যা ৫৫২। মূল্য ৬ টাকা; পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রেস, ১৮৫৪। গৃহখানি পাঠোপযোগী; কিন্তু বিদ্যালয়ে ব্যবহারের পক্ষে মূল্য বড় বেশী। প্রতি অধ্যায়ের শেষে পরীক্ষার জন্য প্রশ্নাবলী প্রদত্ত হইয়াছে।

### ভূগোল।

বাঙ্গালায় ভূগোল শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ সর্বপ্রথম শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুরের কাপি বই (ঋতলিখনের পুস্তক) এবং শ্রীরামপুরের ভূগোল ও জ্যোতিষ ১৮১২ অব্দে প্রণীত হয়। ঋতলিখন-প্রণালীতে এই পুস্তক হইতে ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৮২৪ অব্দে পিয়ার্সন্ সাহেবের ভূগোল এবং জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রচারিত হয়। ইহা

ইংরেজী ও বাঙ্গালায় মুদ্রিত (দ্বৈভাষিক) । পত্রসংখ্যা ৩১১ । ইহাতে কথোপকথন প্রণালীতে ভূগোল ও জ্যোতিষ সংক্রান্ত সাধারণ বিষয়—পৃথিবীর আকার, বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার বিবরণ, হিন্দুস্থানের বিষয়, এশিয়ার অন্যান্য দেশ এবং ইউরোপ ও আমেরিকার ভূবৃত্তান্ত, সৌরজগৎ, ধূমকেতু, গ্রহণ, জোয়ার ভাটা, বজ্রপাত, রামধনু, দিগদর্শন, উল্কা প্রভৃতির বিবরণ ছিল । ঐ বৎসর হারকলটস্ সাহেব পৃথিবীর মানচিত্র প্রস্তুত করেন । ১৮২৫ অব্দে পিয়ান্নের ভূগোল প্রকাশিত হয় । ঐ বৎসর ভারতবর্ষের মানচিত্র প্রকাশিত হইয়া দশ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতে থাকে । এই মানচিত্রের ফলক ইংলণ্ডে খোদাই করা হইয়াছিল । ১৮২৬ অব্দে রাজা কালীকৃষ্ণ জ্যোতিষ শিক্ষার জন্য একটি যন্ত্রের প্রতিকৃতি লিথোগ্রাফ করাইয়া প্রকাশ করেন । ১৮৩৬ অব্দে ভূগোল এবং গ্রহণ সম্বন্ধে এক খানি পুস্তক প্রকাশিত হয় । জে. সাদার্লণ্ড সাহেবের তত্ত্বাবধানে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহের অনুবাদ জন্ম যে সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সভা হইতে ১৮৩৪ অব্দে ভারতবর্ষের ভূবৃত্তান্ত প্রচারিত হয় । এই পুস্তক হার্মিণ্টনের হিন্দুস্থান এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সংকলিত ও অনূদিত হইয়াছিল । হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ ১৮৩৯ অব্দে এশিয়ার ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন । ১৮৪০ অব্দে তত্ত্বাবধিনী সভা কর্তৃক এক খানি প্রথম শিক্ষার উপযোগী ভূগোল প্রকাশিত হয় । পরে ঐ সভার কার্যদক্ষ সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত আর একখানি ভূগোল প্রণয়ন করেন । উহার পত্রসংখ্যা ৪০ । ১৮৩৯ অব্দে হিন্দুকলেজ পাঠশালার কর্তৃপক্ষ এশিয়ার ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন । এই পুস্তক প্রাজ্ঞ পেসে মুদ্রিত হয় । পত্রসংখ্যা ১৫০ । মূল্য ৥০ আনা । ইহাতে পৃথিবীর আকার ও গতি, ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ, স্বাধীন রাজ্য সমূহের বিষয় এবং রুশিয়া, আরব, চীন, তাতার ও পারস্য দেশের বিবরণ আছে । পর বৎসর উক্ত হিন্দুকলেজ পাঠশালার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভূগোলগ্রন্থ প্রকাশিত হয় । পত্রসংখ্যা ৬৩ । ইহাতে সংজ্ঞা, মহাদেশের প্রধান প্রধান বিভাগ, বাণিজ্যদ্রব্য প্রভৃতির বিবরণ রহিয়াছে । এই পুস্তক শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপযোগী ।

গোরাশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের ভূগোল । পত্রসংখ্যা ৫০ । মূল্য ৥০ আনা । ভাস্কর প্রেস, ১৮৫৩ । পৃথিবীর প্রধান প্রধান বিভাগের বিবরণ আছে । অল্পবৃষ্টি ও তমূল্য ।

ক্ষেত্রমোহন দত্ত প্রণীত ভূগোল । প্রথম সংস্করণ ১৮৪০, তৃতীয় সংস্করণ ১৮৫২ । পত্রসংখ্যা ৬১ । মূল্য ৥০ আনা । রোজারিও কোং । সংজ্ঞা এবং নদী, পর্বত, সমুদ্র, নগর, বাণিজ্যদ্রব্য প্রভৃতির বিবরণ আছে । হিন্দুকলেজ পাঠশালার জন্ম প্রণীত ।

পিয়ান্ন সাহেবের ভূগোলবৃত্তান্ত । প্রথম সংস্করণ ১৮১৮; শেষ সংস্করণ ১৮৪৬ । পত্রসংখ্যা ১৪৯ । মূল্য ৮০ আনা । স্কলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত । ইহাতে পৃথিবীর গতি ও আকারের বিবরণ এবং এশিয়া ও ভারতবর্ষের ভূবৃত্তান্ত আছে । বঙ্গদেশের বিশেষ বিবরণ রহিয়াছে । এতদ্ব্যতীত ভারতের ইতিহাসের সার সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । ইহা প্রধানতঃ শ্রীরামপুরের ভূগোল হইতে সংকলিত ।

ইহার ২,০০০ কপি বিক্রীত হইয়া গিয়াছে । ইহাতে পৃথিবীর একখানি ক্ষুদ্র মানচিত্র এবং দেশের প্রধান প্রধান ভৌগোলিক বিষয়ের পরিজ্ঞানস্বচক অল্প একখানি মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে ।

সাগু সাহেবের ভূগোল । পত্রসংখ্যা ৬৬ । মূল্য ১০ আনা । হে এণ্ড কোং, ১৮৪২ । ইহাতে প্রশান্তের প্রশালীতে সাধারণ ভূবৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে । এই পুস্তক এখন চম্পাপা । পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক ।

এসিয়া এবং ইউরোপের ভূগোল বিবরণ । রুক্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত । পত্রসংখ্যা ৩৩৬ । মূল্য ১ টাকা । ইংরেজী ও বাঙ্গালায় মুদ্রিত ( দ্বৈভাষিক ) । রোজারিও কোং, ১৮৪৮ । মরের ভূবৃত্তান্ত প্রভৃতি হইতে সংকলিত । ইহাতে ভৌগোলিক গবেষণার ইতিহাস এবং হিন্দুদিগের ভূগোলপরিজ্ঞানের বিষয় বিবৃত হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত সংজ্ঞা, ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ, এসিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থান এবং তৎসমুদয়ের অধিবাসীদিগের বিবরণ আছে । কেবল বাঙ্গালা অংশ মুদ্রিত নাই । পূর্বে এই গ্রন্থের মূল্য ২১০ টাকা ছিল, উহা কমাইয়া ১ টাকা করা হইয়াছে ।

সন্দেশাবলী । স্কলবুক সোসাইটির জনৈক কর্মচারী রামনরসিং ঘোষ প্রণীত । পত্রসংখ্যা ৩৫৬ । মূল্য ১ টাকা । স্কলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত । হামিল্টন প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে সংকলিত । ইহাতে অকারাদি বর্ণমালাক্রমে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থানের বিবরণ আছে ।

হিন্দুস্থানের ভূগোল । পত্রসংখ্যা ২০ । মূল্য ৮০ আনা । এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন প্রেস, ১৮৫৪ । ইহাতে বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলার সীমাননির্দেশ সহ ভারতবর্ষের বিবরণ আছে ।

আমেরিকার মানচিত্র । রামচন্দ্র মিত্র সংকলিত । শিক্ষাসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য ৩০ আনা । রোজারিও কোং ।

এসিয়ার মানচিত্র । রামচন্দ্র মিত্র সংকলিত । যন্ত্রস্থ ।

স্বিগ্ সাহেবের বাঙ্গালা ও বিহারের মানচিত্র । মূল্য ৩০ আনা । হে এণ্ড কোং ।

রামচন্দ্র মিত্রের ইউরোপের মানচিত্র । মূল্য ৩০ আনা । শিক্ষাসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত । রোজারিও কোং ।

ভারতবর্ষের মানচিত্র । রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংকলিত । রোজারিও কোং । মূল্য ৪১০ টাকা । ইহার ২০০ খণ্ড বিক্রীত হইয়াছে । ইহা উদ্ভূতভাবে লিথোগ্রাফ করা হইয়াছে ।

ভূমণ্ডলের মানচিত্র । প্রথম সংস্করণ ১৮২১ । নূতন সংস্করণ ১৮৫২ । স্কলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত । স্বর্গীয় মণ্টেগু সাহেবের তত্ত্বাবধানে কাশীনাথ নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক এই মানচিত্রের ফলক ক্ষোদিত হইয়াছিল । বঙ্গাক্ষরে বাঙ্গালী কর্তৃক সর্বপ্রথম এই মানচিত্রখানি ক্ষোদিত হয় ।

প্রাকৃতিক ভূগোল সংক্রান্ত ভূমণ্ডলের মানচিত্র (ভূতত্ত্বদর্শন ?)। রাজেন্দ্রলাল মিত্র  
সঙ্কলিত। যমুনা। ইহা মিত্রজ মহাশয়ের প্রাকৃতিক ভূগোলপাঠের সুবিধার জন্ত প্রস্তুত  
হইয়াছে।

প্রাকৃত ভূগোল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত। পত্রসংখ্যা ১৬১। মূল্য ৬০ আনা।  
রোজারিও কোং, ১৮৫৫। ইহাতে ভূমিকম্প, আগ্নেয় গিরি, জল ও স্থলের অংশ, পর্বত,  
নদুদের গভীরতা ও বর্ণ, জোয়ার ভাটা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ভূবৃত্তান্ত সংক্রান্ত বিষয় বিবৃত  
হইয়াছে।

---

## বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য ।

- ১। রামগতি ত্রায়রত্ন প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ।
- ২। শ্রীযুত রাজনারায়ণ বসু প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য ।
- ৩। শ্রীযুত রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্য ।
- ৪। কলিকাতা রিবিউ প্রভৃতি ।

আদিম অবস্থায় কবিতাতেই সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়। সর্বপ্রথম মানব যখন মোহিনী কল্পনায় বিভোর হইয়া, প্রকৃতির কমনীয় কান্দি, উপাস্ত দেবতার মহিমা, বা লোকপ্রসিদ্ধ ঘটনা প্রভৃতির অনুধ্যান করে, তখন কবিতা পবিত্রসলিলা জাহ্নবীর ত্রায় তাহার হৃদয়কন্দর হইতে আপনা হইতে উদ্গত হইতে থাকে। এ কবিতা যেক্রপ আবি-লতাপরিশৃঙ্খা, সেইরূপ জীবনতোবিণী ; যেক্রপ নবীন অবস্থায় নবভাবে পরিপূর্ণ, সেইরূপ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে মনোহারিণী। পঞ্চনদের মনোহর ভূখণ্ডে সিন্ধুসরস্বতীর তীরে যোগাসনে সমাবিষ্ট বৈদিক ঋষির মুখ হইতে এইরূপ কবিতারই উৎপত্তি হইয়াছিল। গ্রীসের চিরপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি এইরূপ কবিতারই গান করিয়া, অবিনশ্বর কীর্ত্তিতত্ত্বস্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আর ভারতের অমর কবি ক্রৌঞ্চবধুর দুর্দশাদর্শনে এইরূপ কবি-তারই আবৃত্তি করিয়া, কবিত্বময়ী সারস্বতী শক্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যও এইরূপ কবিত্বসম্পত্তিতে পরিপূর্ণ। বাঙ্গালা সাহিত্যের অত্র যে অভাব থাকুক, মনোহারিণী গীতিকবিতার অভাব নাই। বৈষ্ণব কবিদিগের রসময়ী লেখনী হইতে যে অমৃতময়ী কবিতাধারা নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা আজ পর্য্যন্ত সহৃদয়দিগের তৃপ্তি সাধন করিতেছে। জয়দেব-যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি সেই পথেরই অনুসরণ করিয়া, সাহিত্যকানন চির বাসস্থ আমোদে পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার রত্নরাশিতে প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতা পরিমার্জিত, শ্রীসম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। গ্রীক ভাষার সহিত লাতিন ভাষার যেক্রপ সম্বন্ধ, সংস্কৃত ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষারও সেইরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে। লাতিন ভাষার কাব্যগুলি যেমন ইলিয়াদ ও ওডিসির ছায়া ; প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতাও সেইরূপ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতির প্রতিবিম্ব। গ্রীক কবিতার ছন্দ ও ভাব যেমন লাতিন কবিতায় প্রতিভাত হইয়াছে, সংস্কৃত কবিতার ছন্দের অনুকরণে সেইরূপ বাঙ্গালা কবিতার ছন্দ সংগঠিত এবং সংস্কৃত কবিতার ভাবরাশিতে সেইরূপ বাঙ্গালা কবিতা সম্ভাবশালিনী হইয়াছে। সুরধুনী যেমন বিশালকায় হিমগিরি হইতে উদ্ভূত হইয়া আপনার নির্মল প্রবাহে জীবকুলের শান্তি বিধান করিতেছেন, এবং পার্শ্ববর্তী ভূভাগ চিরকাল “নলিত-হরিত”-বেশে শ্রীসম্পন্ন করিয়া রাখি-

যাছেন, সেইরূপ বিপুল সংস্কৃত সাহিত্য হইতে বিমল ভাবপ্রবাহ নির্গত হইয়া, প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতা চিরসৌন্দর্য্যে চিত্তহাস্তিণী করিয়াছে। এ সৌন্দর্য্য যিনি দেখিতেছেন, তিনিই আশ্চর্য্য হইতেছেন; এ মাধুর্য্য যিনি উপভোগ করিতেছেন, তিনিই অপূৰ্ণ শাস্তিভূতের অধিকারী হইয়া, আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছেন; এ নিৰ্ম্মল ভাব-প্রবাহে যিনি নিমগ্ন হইতেছেন, তিনিই বিগত আমোদে আপনার সমস্ত জালাযজ্ঞণা ভুলিয়া যাইতেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসাদেই কৃত্তিবাস ও কাশীদাস অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। সংস্কৃতের জন্তই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি কোকিলকাকলি-তুল্য মধুর ধ্বনিতে সঙ্গদয়-দিগের প্রীতিবৰ্দ্ধন করিতেছেন। দামুড়ার চিরদরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং কৃষ্ণনগররাজের সৌখীন সভাসদ সংস্কৃত সাহিত্যবলেই কবিসমাজে চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; আর যে গদ্য সাহিত্যে বাঙ্গালা ভাষা ক্রমে বিশালভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, স্বদেশহিতৈষী সংস্কারকের প্রতিভা সংস্কৃত সাহিত্যের অবলম্বনেই তাহার পরিমার্জনার হুত্রপাত করিয়াছে।

প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতা যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের আশ্রয়ে পরিপুষ্টা ও পরিবর্দ্ধিতা হইয়াছে, প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যও সেইরূপ সংস্কৃতের উপর নির্ভর করিয়া, ধীরে ধীরে উন্নতিপথে পদার্পণ করিয়াছে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত ভাব বাঙ্গালা গদ্যের পরিপোষণ পক্ষে পর্যাপ্ত হয় নাই। বাঙ্গালা গদ্য সংস্কৃত বাতীত অত্যাশ্চর্য্য ভাষারও যথোচিত সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। তরঙ্গিনী গিরিবরের জলোৎসে শক্তিসংগ্রহ করিয়া তরঙ্গরঙ্গে প্রধাবিতা হইলেও, পার্শ্ববর্তী জলধারায় পরিপুষ্টা হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষাও সংস্কৃত ভাষার অমৃতপ্রবাহে সঞ্জীবিত ও শক্তিসম্পন্ন হইলেও অত্যাশ্চর্য্য ভাষার শব্দসম্পত্তি ও ভাবরাশিতে আবেগময়ী হইয়াছে। বিদেশী জাতির সহিত কোন দেশের সংস্রব ঘটিলে তাহাদের ভাষা ক্রমে সেই দেশের ভাষার সহিত প্রথিত হইতে থাকে। এখন ইংরেজী সাহিত্যের অসামান্য প্রভাব। ইংরেজী সাহিত্য এখন পৃথিবীর সমগ্র সভ্যদেশে সাদরে পরিগৃহীত ও পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই ভাববহুল, সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, শব্দসম্পত্তিশালী, বিশাল সাহিত্য কেবল আঙ্গলোসাক্ষণদিগের ভাষায় উন্নতীলাভ করে নাই। ব্রিটেনে রোমীয়দিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রিটেনদিগের ভাষার উপর রোমক সাহিত্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আঙ্গলোসাক্ষণ জাতি ইংলণ্ডে বাস করিলে ডেন নরমান প্রভৃতি জাতি উপস্থিত হইয়াছে; ডেন নরমান প্রভৃতির ভাষা সাক্ষণদিগের ভাষাকে উন্নতির দিকে লইয়া গিয়াছে। এইরূপে বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণে, বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষার সৌন্দর্য্য, বিভিন্ন ভাষার ভাবরাশির সমবায়ে যে সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা এখন সমগ্র জগতে আপনার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। বঙ্গদেশের সহিত বিভিন্ন জাতির সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে সেই সেই জাতির ভাষার সহিতও বাঙ্গালা ভাষার সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। মুসলমান বাঙ্গালায় আধিপত্য বদ্ধমূল করিলে অনেক মুসলমানী কথা বাঙ্গালা ভাষার সহিত মিশ্রিত হয়। মুসলমানের অধিকার হইতেই ফার্সী ও উর্দু সহিত বাঙ্গালায় সম্বন্ধ ঘটে। আজ পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে ফার্সী কথাগুলি সাধুভাষার

সহিত সংযোজিত হইয়া, মুসলমানের আধিপত্য ও ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে। কিন্তু মুসলমান ভারতের অধিরাজ হইলেও সাহিত্যসম্পত্তিতে অদৃশ সমৃদ্ধ ছিলেন না। তাঁহারা ইতি-বৃত্তরচনায় যেরূপ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, ভাবগর্ভ প্রবন্ধমালা বা বিজ্ঞানপ্রভৃতিতে বোধ হয়, সেরূপ ক্ষমতা দেখাইতে পারেন নাই। ধর্মগ্রন্থের অল্পশীলনের দিকেই তাঁহাদের সন্নিবেশ আগ্রহ ছিল। তাঁহারা ধর্মপ্রাণ জাতি। আপনাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতে পারিলেই তাঁহারা শিক্ষা-সার্থকতা হইল বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং মুসলমানের সাহিত্য, বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ইতিহাসে বাঙ্গালা গদ্য মুসলমানের নিকট যেরূপ উপকৃত হইয়াছে অগ্ণাত বিষয়ে সেরূপ উপকৃত হয় নাই। কিন্তু মুসলমানের পর অত্র এক জাতির সংশ্রবে বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগান্তর ঘটিয়াছে। এই জাতি সামান্য ভাবে ভারতের উপকূলে পদার্পণ করেন, সামান্য ভাবে ক্রমবিক্রমে ক্ষতিলাভের গণনায় মনোযোগী হইলেন, শেষে আপনাদের বুদ্ধিবলে ও ক্ষমতা-গোরবে ভারতের রত্ন-সিংহাসনের অবিকারী হইয়া উঠেন। ইহাদের প্রদর্শিত যত্নে, ইহাদের প্রদত্ত শিক্ষায়, ইহাদের অবলম্বিত পরিণত রীতিতে বাঙ্গালা গদ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

ইংরেজ যখন বাঙ্গালায় আধিপত্য স্থাপন করেন, তখন বাঙ্গালী আপনাদের আদিম ও অকলঙ্ক কবিত্বসম্পত্তিতে পরিতৃপ্ত থাকিত। তখন ফুল্লতার বারমাতা গৃহে গৃহে গীত হইত; অন্নদার জরতীবশে বা বিদ্যার তিরস্কারে লোকে আমোদিত হইত; মনসার ভাসনে বঙ্গের পর্ণকূটরে লোকারণ্যের আবির্ভাব ঘটত; কালীকীর্তনের শাস্ত্রসম্পদ উদাত্ত ভাব দরিদ্র পল্লীবাসীকে অমরলোকের অপূর্ণ শোভা দেখাইয়া দিত। বঙ্গের সর্বস্বাস্থ্য ঘটিলেও, বাঙ্গালী অংগপতনের চরম সীমায় উপনীত হইলেও, আজ পর্যন্ত এই সকল বিষয় তাহার অমূল্য রত্নেব মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে। এখনও চিরদরিদ্র ব্যক্তি বঙ্গের দরিদ্র কবির বর্ণনায় আনন্দাশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছে; বিষয়াসক্ত ভোগী ক্ষণকালের জন্ত বিষয়-বাসনায় বিসজ্জন দিয়া, নিষ্পন্দভাবে সেই কবিত্বস্বধা পান করিতেছে এবং সংসারবিরাগী উদাসীন সেই অপার্থিব ভাবে বিমোহিত হইয়া, স্বর্গরাজ্যের সহিত আপনার সম্বন্ধ দূতর করিয়া তুলিতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে পদ্যের এইরূপ উন্নতভাব থাকিলেও গদ্যের অবস্থা উৎকৃষ্ট ছিল না। ইংরেজের সমাগমের পূর্বে যে গদ্য গ্রন্থের পবিচয় পাওয়া যায়, তাহার রচনাপ্রণালী হৃদয়গ্রাহী নহে। উহা যেমন উৎকট শব্দে পরিপূর্ণ, সেইরূপ পূর্বাপর-সম্বন্ধবিরহিত। ইংরেজের সময়ে বাঙ্গালায় গদ্য রচনার উৎকর্ষের সূত্রপাত হয়। ইংরেজ স্বয়ং বাঙ্গালায় গদ্য রচনা করেন। কিরূপে ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি লিখিতে হয়, কিরূপে রচনার বিষয়সম্ভিবেশ করিতে হয়, কিরূপে গ্রন্থাদি মুদ্রিত করিতে হয়, তাহা ইংরেজের শিক্ষায় বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাসে ইংরেজের এই মহীয়সী কীর্তি অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজের সমাগমে, মৃত্যুঞ্জয়ের শাস্ত্রজ্ঞানে এবং রাজা রামমোহনের প্রতিভায় সাহিত্যক্ষেত্রে যে বীজ রোপিত হয়, তাহা এখন ফলপুষ্পে শ্রীসম্পন্ন মহাবক্ষে

পরিণত হইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় এবং রাজা রামমোহনের গদ্য এখন সংস্কৃত ভাষায় এবং ইংরেজীতে সুশিক্ষিত লেখকদিগের লিপিস্থমতায়, মার্জিত ও পরিশোধিত হইয়া শব্দবৈভবে, ভাবগৌরবে ও রচনালালিতে পৃথিবীর সভ্য জনপদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেছে।

জাতীয় ভাবমূলক সাহিত্য যেমন সর্বকালে সর্বাংশে মনোমদ ও প্রীতিপ্রদ হয়, বিজাতীয় ভাবমূলক সাহিত্য সেরূপ হয় না। বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টির বিবরণে এই বিষয়টি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। তাহাদের যত্নাতিশয়ে বাঙ্গালা গদ্যের অবস্থা পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহারা যেমন সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিত, সেইরূপ ইংরেজীতে সুশিক্ষিত। সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষা, উভয়ই তাহাদের রচনার সহায় হইয়াছে। কিন্তু তাহারা বিজাতীয় ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিলেও, জাতীয় ভাবে বিসর্জন দেন নাই। তাহারা বিজাতীয় ভাষা হইতে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাই জাতীয় ভাবে ও জাতীয় বেশে সজ্জিত করিয়া জাতীয় ভাবের ত্রিবৃদ্ধিসাপনে তৎপর হইয়াছেন। এজন্য তাহাদের রচনার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। তাহারা এক দিকে যেমন সংস্কৃতের সমাসবহুল শব্দভূষার পরিতাগ করিয়াছেন, অপর দিকে সেইরূপ ভিন্নধর্মমূলক বিববের পরিহারে যত্নশীল হইয়াছেন। তাহাদের বিশুদ্ধ ক্রটিতে পূর্বতন উৎকটশব্দময়ী গদ্যরচনা প্রাঞ্জলভাবে ও বলিতপদাবলীতে সৌন্দর্যশালী হইয়াছে। তাহাদের রচনায় উদ্দীপনা আছে, ওজস্বিতা আছে, মধুর শব্দসমূহের সমাবেশ আছে, কিন্তু বিজাতীয় রীতি বা বিজাতীয় ভাবের আবির্ভাব নাই। রাম বসু প্রভৃতি বাহার আলোচনা করিয়াছেন, মৃত্যুঞ্জয় বাহাকে জীবনী শক্তি দিয়াছেন, রাজা রামমোহন যাহা পরিমার্জিত করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, বদ্বিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতির ক্ষমতায় তাহা বিশোধিত হইয়া সদ্যঃপ্রস্ফুটিত প্রভাতকুমুমের ন্যায় লাবণ্যপূর্ণ হইয়াছে।

বাঙ্গালা গদ্য যেরূপ ক্রমোৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছে, বাঙ্গালা পদ্য সেরূপ ক্রমোন্নতি দেখাইতে পারে নাই। সৃষ্টিসৌন্দর্য্যে, স্বভাববর্ণনার চাতুর্য্যে এবং সরলতা ও উদ্ভাবনায়, প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতা সাহিত্যক্ষেত্রে নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়, বিদ্যাসাগরের নিকট পরাজিত হইয়াছেন; কিন্তু মধুসূদন, মুকুন্দরামের প্রতিভায় হীনপ্রভ হইয়া রহিয়াছেন। আধুনিক গদ্য পূর্বতন গদ্য অপেক্ষা উদ্দীপনাময়, প্রাঞ্জল ও মধুর হইয়াছে, কিন্তু আধুনিক পদ্য পূর্বতন পদ্য অপেক্ষা হ্রস্বোদ, অস্বাভাবিকভাবময় এবং বিজাতীয় ভাবে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক গদ্যে সরলভাবের বিকাশ হইতেছে, আধুনিক পদ্যে সরলতায় বিসর্জন দিয়াছে। সংক্ষেপে, আধুনিক গদ্য স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে মনোরম হইয়াছে। আধুনিক পদ্য কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে অপ্রীতিকর হইয়া উঠিতেছে। বিজাতীয় ভাবের আবির্ভাবে, বিজাতীয় রীতির সমাবেশে, আধুনিক কবিতার এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে তাহারা গদ্যরচনার সংস্কার করিয়াছেন, তাহারা জাতীয় ভাবের অনুবর্তন করাতেই তাহাদের প্রয়াস সফল হইয়াছে। জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে যখন নানাবিষয় লিখিবার ও বর্ণাইবার

প্রয়োজন হয়, তখন গদ্য রচনা নিরতিশয় আবশ্যক হইয়া উঠে। প্রাচীন সময়ে কবিতার প্রাবাল্য থাকাতে প্রাচীন কালের গদ্যও অনেকাংশে কবিতার প্রণালীতে লিখিত হইত। এজন্ত উহাতে সেই অনুপ্রাসচ্ছটা, অলঙ্কারবৈচিত্র্য, উৎকট উপমার সমাবেশ দেখা যায়। আবার দেবভাষা সংস্কৃতের উপর সবিশেষ ভক্তি থাকাতে, সংস্কৃত শব্দের সহিত অসংস্কৃত শব্দ প্রয়োজিত হইলে, পাছে সংস্কৃতের মর্যাদা হানি হয়, এজন্ত লেখক প্রভূত পারিমাণে সংস্কৃত শব্দেরই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যখন প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, তখন গ্রাম্য ভাবারই ছড়াছড়ি দেখা যায়। কালক্রমে কৃচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গদ্য রচনাও সংস্কৃত হয় এবং উহা প্রোজ্ঞলভাবে ও মাধুর্য্যগুণে লোকের চিত্তরঞ্জক হইয়া উঠে। “ওরে কুয়াণ্ড বণ্ড, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের কাণ্ড দেখিয়াও কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া, বকাও প্রত্যাশার ছায় লণ্ডভণ্ড হইয়া, ভণ্ড সম্মাসীর ছায় ভক্তিতাণ্ড ভঞ্জন করিতেছ” এরূপ গদ্যে এখন আর পাঠকের হৃদয় আকৃষ্ট হয় না। লেখকও এরূপ গদ্য লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না। শিক্ষার গুণে, কৃচির মার্জিত ভাবে, আধুনিক গদ্যলেখক আপনার রচনা ক্রমে উৎকৃষ্ট রীতিতে পরিশোধিত এবং উৎকৃষ্ট ভাবে শ্রীসম্পন্ন করিয়াছেন; কিন্তু বাঙ্গালা কবিতার সম্বন্ধে এই কথা খাটে না। প্রাচীন কবি চিরদিনই প্রকৃতির উপাসক এবং সরলতার পরিপোষক; বঙ্গের প্রাচীন কবিকুলও সরল ভাবে প্রকৃতির উপাসনা করিয়াছেন। তাঁহাদের নির্মল কবিতা-ধারায় কোনরূপ বিজাতীয় রীতির পঙ্কল-ভাবের সমাবেশ নাই। আধুনিক কবিগণ এইরূপ সারল্যের অবিকারী হইতে পারেন নাই। বিজাতীয় ভাবস্রোতে ভাসমান হইয়া, তাঁহারা যে কবিতার সৃষ্টি করিতেছেন, তাহা স্বদেশবাসিনী এবং জাতীয় ভাষার মেহপালিতা ছুঁহিতা হইলেও অনেক সময়ে স্বদেশীয়ের সমক্ষে অপরিচিতা বিদেশিনীর বেশে উপস্থিত হইয়া থাকে। উহা যেরূপ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত হয়, সেইরূপ সরল ভাবেও বিসর্জন দিয়া থাকে \*।

বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য পদ্যের ছায় প্রাচীন নহে। প্রায় এক শতাব্দী হইল বাঙ্গালার মুদ্রিত গদ্য গ্রন্থের প্রচার হয়। শত বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিখিত গদ্য গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণের মধ্যে তাহার প্রচার হয় নাই। উপস্থিত প্রবন্ধে মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থের পরিচয়সহ সাধারণতঃ গদ্যরচনার বিবরণ লিখিত হইবে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত এবং মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইলে বাঙ্গালার রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্যচরিত্র (১৮০১); রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র ১৮০১ (লং সাহেবের তালিকায় ইহা

\* বর্তমান সময়ে কেহ কেহ জাতীয়ভাবসম্পন্ন উৎকৃষ্ট কবিতারচনা করিতে বাঙ্গালার প্রধান কবি বলিয়া সম্মানিত হইতেছেন। কিন্তু উপরে যাঁহা লিখিত হইল, তাঁহা বর্তমান কালের অধিকাংশ কবিতার সম্বন্ধে খাটে। অধিকন্তু যাঁহারা এখন গদ্য রচনার বিজাতীয় রীতির অনুসরণ করিতেছেন, তাঁহাদের গদ্যও সাহিত্যসমাজে উচ্চ স্থান পরিগ্রহে সমর্থ হইতেছে না।

১৮০৫ অব্দে প্রথমবার মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে) ; গোলোকনাথের হিতোপদেশ ( ১৮০১ ) ; রাম বহুর লিপিমালা ( ১৮০২ ) ; চণ্ডীচরণ মুন্সী প্রণীত তোতা ইতিহাস ( ১৮০৫ ) প্রভৃতি প্রচারিত হয় । স্থলতঃ ১৮০১ অব্দ হইতে বাঙ্গালায় মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ প্রচারের সময় গণনা হইতে পারে । রামবহু সংস্কৃতে পারদর্শী ছিলেন কি না, বলিতে পারি না ; কিন্তু তিনি গ্রন্থরচনার সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই । বাঙ্গালাভাষার চিরন্তন রীতিও তাহার অবলম্বনীয় হয় নাই । কথিত আছে, তিনি পারসীতে পারদর্শী ছিলেন, এজন্য স্বকীয় গ্রন্থে পারস্ত ভাষার প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন । প্রতাপাদিত্যচরিত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

“ইহা ছাড়াইলে পুরির আরম্ভ । পূবে সিংহদ্বার পুরির তিন ভিতে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে সরাসরি লম্বা তিন দালান তাহাতে পশুগণের রহিবার স্থল । উত্তর দালানে সমস্ত হৃদ্ববতী গভীগণ থাকে দক্ষিণ ভাগে ঘোড়া ও গাধাগণ পশ্চিমের দালানে হাতি ও উট তাহারদের সাথে আরও অনেক পশুগণ ।

“এক পোয়া দীর্ঘ প্রস্থ নিজ পুরি । তার চারি দিকে প্রস্তরে রচিত দেয়াল, পুকের দিগে সিংহ দ্বার তাহার বাহির ভাগে পেট কাটা দরজা । শোভাকর দ্বার অতি উচ্চ আমারি সহিৎ হস্তি বরাবর যাইতে পারে । দ্বারের উপর এক স্থান তাহার নাম নওবংখানা তাহাতে অনেক প্রকার জন্তে দিবারাত্রি সময়ায়ক্রমে জন্তিরা বাদ্যধ্বনি করে ।

“নওবংখানার উপরে ঘড়িঘর । সে স্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহারদের ঘড়িতে নিরক্ষণ করিয়া থাকে দণ্ড পূর্ণ হবামাত্রই তারা তাহারদের বাঁজের উপর মুদগর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে ।”

প্রতাপাদিত্যচরিত্র প্রকাশের পর বৎসর ( ১৮০২ অব্দে ) রামবহুর লিপিমালা প্রকাশিত হয় । লিপিমালায় পত্রচ্ছলে নানাবিধয়ের প্রসঙ্গ আছে । লিপিমালা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

“রাজা অত্র রাজাকে লেখেন ।

“পবিত্রপুর পরগণায় আপনকার পিতামহ বাপী খননেতে দৈবক্রমে কতকগুলি ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তখন রাজাবিরাজ তার প্রতি মনোযোগ করিলেন না । সেই ধনোপলক্ষ্যে তাহার পুত্র কএক জন সেনা সংগ্রহ করিয়া শিরসী পরগণার রাজা নিঃসন্তান বিয়োগ হইলে তাহার কিঞ্চিৎ ভূমি অগ্নায় ক্রিয়া করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন । পিতা হইতে পুত্র ভাগ্যবন্ত ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন বটে তথাচ এই দ্বারের আপেক্ষিক কখন অহঙ্কারে মত্ত হইতেন না এবং অন্তরে হিংসাহীন ছিলেন । এখন শুনি আপনি দৈবপরাক্রান্ত লোক দান শৌর্য্য কীর্ত্তি বীৰ্য্য রাজ্য সম্পদে মহা অহঙ্কৃত এবং দেবী সীমার চর বাহা চিরকালাবধি এ মহারাজ্য-ভুক্ত শিরসীর সহিত তাহার কোন অংশাংশী নাই তথাচ আপনকার ইচ্ছা নিজ পরাক্রমে তাহা অধিকার করেন এ কি আশ্চর্য্য ভাল এও ভাল আপনকার এমতঃ পরাক্রম হইল এ একটা আনন্দের বিষয় বটে কিন্তু শুন কহি অবধান কর একি ভূমি কোন

মানুষ যে তুমি কটক পাঁচনী কর এ অঞ্চলের উপর এ তোমার কি প্রকার ইতর বিবেচনা  
\* \* \* \* ।”

গল্পরচনায় রামবসু বরুণ কল্পিত ছিল, তাহা উক্ত অংশে পরিস্ফুট হইবে। প্রতাপাদিত্যচরিত্রের গদ্য লিপিমাল্য কিছুমাত্র উৎকর্ষলাভ করে নাই। উভয় গ্রন্থের রচনাই বাঙ্গলাভাষার রাসবিহীন। উহা যেরূপ প্রাক্কলতাপরিশূন্য, সেইরূপ লালিত্যহীন।

ইহার পরে যে গদ্য গ্রন্থ প্রচারিত হয়, তাহা নিঃসন্দেহ সরলভাবে ও রচনারীতিতে উন্নতির পরিচয় দিয়াছে। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র লিখিয়া আপনার গদ্যরচনাচাতুরী দেখাইয়াছেন। যে রচনা প্রতাপাদিত্যচরিত্রে অধোগতি প্রাপ্ত হয়, কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্রে তাহা অনেকাংশে উন্নতি লাভ করে। উভয় গ্রন্থের লেখকই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক ছিলেন। প্রতাপাদিত্যচরিত্র এবং কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র, উভয়ই কেরি সাহেবের প্রস্তাবক্রমে প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন কোন সমালোচক গ্রন্থদ্বয়ের ভাষার তাদৃশ প্রশংসা করেন নাই। আবার কোন কোন সমালোচক কেবল কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্রের ভাষার প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রাজীবলোচনের রচনা নিরতিশয় সরল ও মাধুর্য্যগুণবিশিষ্ট। তাঁহাদের কেহ কেহ রাজীবলোচনকে বাঙ্গালার আডিসন বলিয়া নির্দেশ করিতেও সম্মত হইতেন নাই। এই স্থলে কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

“পরে কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র মত প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজ্যের লোকেরদিগের কোন ব্যাগোহ নাই ভ্রতবর্ণেরা নিজ নিজ কার্য্যে প্রাধান্য করিয়া কাল যাপন করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের স্তুতিবর্ণনা নাই। তখন রাজধানী মুর্সিদাবাদে নবাব সাহেবের নিকট মহারাজের অভ্যন্তর মন্ত্রণা সর্ব্বপ্রকারে মহারাজচক্রবর্ত্তির হায্য ব্যবহার।

“এক দিবস মহারাজ পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পূর্বে এ বংশে যে সকল রাজগণ হইয়াছিলেন তাঁহারা কেহ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে পাত্র নিবেদন করিল মহারাজ আমরা পুরুষাত্মক্রে এ রাজ্যের পাত্র কিন্তু যে সকল মহারাজারা গিয়াছেন, আরও প্রকার স্তুতিবর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু যজ্ঞ কেহ করেন নাই। মহারাজ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাত্রকে কহিলেন, আমি অতি বৃহৎ যজ্ঞ করিব তুমি আয়োজন কর। পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ প্রধান পণ্ডিতেরদিগকে আহ্বান করিয়া কি যজ্ঞ করিবেন, তাহা স্থির করুন পশ্চাৎ যেমন ২ আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব। পাত্রের বাক্যে রাজা সর্ব্বত্র লিপি প্রেরিত করিলেন। \* \* \* ।

“পরে রাজা শ্রবণ করিলেন যে প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা আমার আজ্ঞানুসারে আগমন করিয়াছেন। পাত্রের প্রতি রাজা আজ্ঞা করিলেন অনেক ২ পণ্ডিতের আগমন হইয়াছে অতএব তাহারদিগকে উত্তম স্থানে বাসা দেহ এবং উত্তম খাদ্য সামগ্রীও দেহ যেন কোন

মতে বামোহ না পান । পাত্র রাজ্যজ্ঞামতে যাবদীয় পণ্ডিতেরদিগকে উত্তম স্থান দিয়া খাদ্য সামগ্রী যথেষ্টরূপ দিলেন । পর দিবস রাজা সভা করিয়া পণ্ডিতেরদিগকে আহ্বান করিলেন । পণ্ডিতেরা রাজার বিদ্যামানে আসিয়া মহারাজকে আশীর্বাদ করিয়া রাজসভাতে বসিয়া নানা শাস্ত্রের বিচার করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন । বিচারানন্তরে পণ্ডিতেরা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে নিবেদন করিলেন আমারদিগের প্রতি রাজলিপি কি কারণ গিয়াছিল তাহাতে রাজা আজ্ঞা করিলেন আমি মনোমধ্যে বাসনা করিয়াছি যজ্ঞ করিব অতএব আপনারা বিচার করিয়া আজ্ঞা করুন কি যজ্ঞ করিব আর কিরূপ করিলে সর্বত্র স্তুত্যাতি হইবেক । এই বাক্য ধীরবর্ণেরা শ্রবণ করিয়া মহারাজকে নিবেদন করিলেন এ অপূর্ব পরামর্শ করিয়াছেন অদ্য আমরা বাসায় প্রস্থান করি কল্য আসিয়া নিবেদন করিব ।

“পর দিবস পণ্ডিতেরা আগমন করিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া রাজসভায় সকলে বসিলেন । পরে রাজা পণ্ডিতেরদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন আপনারা কি স্থির করিয়াছেন । পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী যজ্ঞ করুন । রাজা উত্তর করিলেন দুই যজ্ঞ এককালীন করিব কি পৃথক ২ করিব ইহা বিবেচনা করিয়া আপনারা আমাকে আজ্ঞা করুন এবং কত তক্ষা হইলে যজ্ঞ সাঙ্গ হইবেক তাহাও আজ্ঞা করুন । পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ রাজযজ্ঞ ইহার বিবেচনা মহারাজ করিবেন যজ্ঞের যে যে সামগ্রীর আবশ্যক তাহার যায় করিয়া দিই । রাজা কহিলেন ভাল তাহাই দিউন । পরে পণ্ডিতেরা রাজসভা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পাত্রের নিকট যাইয়া যজ্ঞের সামগ্রীর যায় করিয়া দিলেন এবং কহিলেন যে দ্রব্য যজ্ঞেতে লাগিবেক, তাহাই আমরা লিখিয়া দিলাম পরে পাত্র সামুদায়িক বরাহ করিয়া দেখিলেন বিংশতি লক্ষ তক্ষা হইলে যজ্ঞ সাঙ্গ হইবেক । মহারাজার নিকটে পাত্র গমন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন । রাজা হাস্ত করিয়া কহিলেন আয়োজন করহ পরে পাত্র যজ্ঞের দ্রব্য সকল আয়োজন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন” । \*

কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্রের রচনাপ্রণালী প্রকৃষ্টরূপে পাঠকবর্ণের হৃদয়ঙ্গম হয় এই জন্ত উহার অন্তর্গত বিষয়বিশেষের অধিকাংশ উদ্ধৃত হইল । ইহাতে বুঝা যাইবে, গ্রন্থকার প্রাঞ্জলভাবে গদ্য লিখিতে পারিতেন । তাঁহার রচনায় কঠোর শব্দ বা উৎকট অলঙ্কার নাই । তিনি অতি সরলভাবে সমুদয় বিষয়ের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন । তাঁহার ভাষা বা ভাব কোথাও জটিলতার দৃষ্টবশ হয় নাই । প্রতাপাদিত্যচরিত্রের ভাষা অপকৃষ্ট গ্রন্থের পর যে গদ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহা নিঃসন্দেহ কোমল ও প্রাঞ্জল ভাষায় এবং আড়ম্বরশূন্য সরল বর্ণনায় পূর্বতন গদ্যরচনার মধ্যে উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য । রাম বসু যাহা করিতে পারেন নাই,

\* লং সাহেব লিখিয়াছেন, কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র ১৮৩৪ অব্দে লণ্ডন নগরে মুদ্রিত হয় । কিন্তু লণ্ডনে মুদ্রিত পুস্তকে লিখিত আছে :—“লন্ডন মহানগরে চাপা হইল ১৮১১ ।” ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র ১৮১১ অব্দে লন্ডন নগরে মুদ্রিত হয় । উল্লিখিত অংশ লণ্ডন নগরে মুদ্রিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইল ।

তৎসাময়িক রাজীবলোচন তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছেন । প্রাঞ্জল রচনার জন্যই কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র এক সময়ে সাদরে পরিগৃহীত হইয়াছিল ; এবং রাজীবলোচন তৎকালে আডিসন বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন । ফলতঃ রামবন্ধু বাহার প্রচার করেন, রাজীবলোচন তাহা সুন্দর করিয়া তুলেন, এবং পরে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ক্ষমতায় তাহা মার্জিত ও লালিত্যবিশিষ্ট হয় ।

১৮০৫ অব্দে চণ্ডীচরণ মুন্সীপ্রণীত তোতা ইতিহাস প্রকাশিত হয় \* । চণ্ডীচরণ রাজীবলোচনের ন্যায় গদ্যরচনায় ক্ষমতাশালী ছিলেন না । তাঁহার তোতা ইতিহাস কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্রের ন্যায় প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন নহে । চণ্ডীচরণের গদ্য এইরূপ :—

“পূর্ব কালের ধনবানেরদের মধ্যে আমদ্ সুলতান নামে এক জন ছিলেন তাহার প্রচুর ধন ও ঐশ্বর্য্য এবং বিস্তর সৈন্ত সামন্ত ছিল এক সহস্র অশ্ব পঞ্চশত হস্তী নবশত উষ্ট্র ভারের সহিত তাহার দ্বারে হাজীর থাকিত কিন্তু তাহার সন্তান সন্ততি ছিল না । এই কারণ তিনি নিবারাত্রি ও প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ঈশ্বরপূজকেরদের নিকটে গমন করিয়া সেবার দ্বারা সন্তানের বর প্রার্থনা করিতেন । কতক দিবস পরে ভগবান্ সৃষ্টি কর্ত্তা স্বর্ঘ্যের আশ্রয় বদন চন্দ্রের আশ্রয় কপাল অতি সুন্দর এক পুত্র তাহাকে দিলেন । আমদ্ সুলতান ঐ সন্তান পাইয়া বড় প্রফুল্লচিত্ত পুষ্পবৎ বিকশিত হইয়া সেই নগরস্থ প্রধান লোক আর মন্ত্রী ও পণ্ডিত এবং শিক্ষাগুরু আর ফকিরেরদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বহুমূল্য খেলাবস্ত্রাদি দিলেন যখন সেই বালকের সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম হইল তখন আহমদ্ সুলতান একজন বিদ্বান লোকের স্থানে পড়িবার জন্ত সেই পুত্রকে সমর্পণ করিলেন । কতক দিবসেতে সেই বালক আরবী ও পারস্য শাস্ত্রের সমুদায় পুস্তক পড়িয়া সমাপ্ত করিয়া রাজসভার ধারামত কথোপকথন আর বসন উঠন শিক্ষা করিলেন । তার পর রাজার আর সভাস্থ লোকেরদের পসন্দেতে উত্তম হইলেন ।”

স্থলান্তরে :—

“যে রজনীতে সয়দাগরের স্ত্রী তোতাকে ফেলাইয়া দিয়াছিল প্রাতঃকাল হৈলে পর সয়দাগর শয্যা হইতে গাত্ৰোৎথান করিয়া পিঞ্জর সমীপে আসিয়া দেখিলেন যে তোতা পিঞ্জরেতে নাই ইহাই দৃষ্ট হইবামাত্র বড় শব্দ করিয়া হস্তাদি ভূমিতে ক্ষেপন করিয়া অন্তঃকরণে বড় ভাবিত থাকিয়া তোতার বিচ্ছেদে দিবারাত্রি ভোজন শয়ন ত্যাগ করিয়া স্ত্রীর উপর কোপিত হইয়া তাহার বাক্যে প্রত্যয় না করিয়া দমন দ্বারা বাটী হইতে বাহির করিয়া দিলেন সেই স্ত্রী আশ্রয় হইতে বাহির হইয়া বিবেচনা করিলেক যে আমার স্বামী আমাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন যদি আমাকে নগরস্থ লোক দেখে তবে নিন্দা করিবেক অতএব উচিত হয় যে বাটীর নিকটস্থ গোর আছে তার মধ্যে প্রবেশ করি আহাৰ নিদ্রা না করিলেই মরিব \* \* \* ।”

উদ্ধৃত গতাংশ গুলিতে সেই সময়ের গজরচনার পরিচয় পাওয়া যাইবে । বাঙ্গালা

\* তোতা ইতিহাস ১৮২৫ অব্দে লণ্ডন নগরে মুদ্রিত হয় । লণ্ডনে মুদ্রিত পুস্তক হইতে উক্ত অংশ উদ্ধৃত হইল ।

গল্প কি রূপে স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া বিপুলভাবে পরিণত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে পূর্বতন গল্প রচনার আলোচনা করিতে হয়। উদ্ধৃত গদ্যংশসমূহে এই উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইবে। ইহাতে বুঝা যাইবে যে, পূর্বতন গল্প রচনা ক্রমে সংশোধিত হইয়া আধুনিক বিপুল রীতির অনুবর্তিনী হইয়াছে। অধিকন্তু পূর্বে যাহারা আপনাদের রচনায় সরলভাবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের রচনাগত সেই সরলতাও বর্তমান সময়ের রচনায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। যে সময়ে বাঙ্গালা গল্পের আলোচনা ছিল না, বাঙ্গালা গল্পগ্রন্থ বহুলপ্রচার ছিল না, লোকে গল্পরচনায় তাদৃশ যত্নশীল ছিল না, সে সময়ে রাজীবলোচন প্রভৃতি যে ক্ষমতা ও নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বিস্তর প্রশংসা করিতে হয়, তাঁহাদের পথ অবলম্বন করিয়া, বাঙ্গালা গল্প ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এক শতাব্দীরও অল্প কাল মধ্যে বাঙ্গালা গল্প এক দিকে যে রূপ শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে, অপর দিকে সেইরূপ সৌন্দর্য্যশালী হইয়াছে। যে সলিলরেখা পর্বতের পাদদেশ হইতে স্বল্প রক্তমালায় ভ্রাম্য বহির্গত হইয়া ধীরে ধীরে চলিতেছিল, তাহা অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়া, আপনার অসামান্য শক্তিতে লোকের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে।

প্রতাপাদিত্যচরিত্র প্রকাশের সাত বৎসর পরে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের “রাজাবলী” প্রচারিত হয়। মৃত্যুঞ্জয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত এবং নানাশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ১৮০৮ অব্দে “রাজাবলী” এবং ১৮১৩ অব্দে “প্রবোধচক্রিকা” প্রকাশ করেন। প্রবোধচক্রিকার ভাষা দুরূহা উৎকট সংস্কৃত শব্দ এবং অপভ্রষ্ট গ্রাম্য কথায় পরিপূর্ণ। ইহাতে “যে রূপ উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছনিবরাভঃ” প্রভৃতির ভ্রাম্য হৃৎকম্পজনক শব্দমালার সমাবেশ আছে, সেইরূপ “ভড়ভড়াইয়া” প্রভৃতি গ্রাম্য শব্দেরও প্রয়োগ রহিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দাবলীর সমাবেশের ভ্রাম্য প্রবোধচক্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনাও আছে। যাহারা ইংলণ্ড হইতে আসিয়া এতদেশের রাজকাৰ্য্য নিকাহ করিতেন, তাঁহাদিগকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা শিখিতে হইত। তাঁহাদের শিক্ষার্থে প্রবোধচক্রিকা প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। একাধারে সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ের বর্ণনা এবং সংস্কৃত ও গ্রাম্য প্রভৃতি নানা শব্দের প্রয়োগ থাকিলে ভিন্নদেশীয় শিক্ষার্থীগণ সহজে বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন বলিয়াই বোধ হয়, গ্রন্থকার স্বপ্রণীত গ্রন্থ নানা বিষয়ে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। সমালোচকগণ প্রবোধচক্রিকার ভাষার প্রশংসা করেন না। বোধ হয়, দীর্ঘসময়সঞ্চিত উৎকট সংস্কৃত শব্দের সহিত গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগ থাকতেই প্রবোধচক্রিকার ভাষা অপপ্রীতিকর হইয়াছে। বিদ্যালঙ্কারের অন্ততম গ্রন্থ—রাজাবলীতে কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরেজের অধিকার পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। রাজাবলী প্রবোধচক্রিকার চারি বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়; কিন্তু রাজাবলীর ভাষা অনেক

কাংশে বিশুদ্ধ ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট। সে সময়ে গ্রন্থকার যে ভাবে ঐতিহাসিক বিষয়গুলির সংগ্রহ এবং যে ভাবে তৎসমুদয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিতে হয়। কাব্য ও অলঙ্কার প্রভৃতিতে তাঁহার যেরূপ পারদর্শিতা প্রদর্শিত হইয়াছে, দুজ্জের ঐতিহাসিক তত্ত্বের জটিলতার উদ্বেদেও, তাঁহার সেইরূপ ক্ষমতা পরিষ্কৃত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যচরিত্র প্রকাশের সাত বৎসর পরে যে গ্রন্থ প্রচারিত হয়, তাহা রচনাগৌরবে সুপাঠ্য গ্রন্থের মতো পরিগণিত হইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষার সমালোচক মহোদয়গণ প্রাবোধচন্দ্রিকার রচনার হায় রাজাবলীর রচনারও প্রশংসা করেন না। তাঁহাদের মতে উভয় গ্রন্থই অপরূপ ভাষায় লিপিত। তাহারা মহায়া রাজা রামমোহন রায়কে বাঙ্গালা গদ্যের পরিমার্জনকর্তা এমন কি সৃষ্টিকর্তা পণ্যস্ত ও বলিয়া থাকেন। মহায়া রাজা রামমোহনের প্রতিভায় যে, বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। ধর্ম ও সমাজসংস্কার বিষয়ক বাদপ্রতিবাদস্থলে রাজা রামমোহন ধীরভাবে যে রচনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, সে শক্তি চিরকাল তাহাকে প্রতিভাশালী মহাপুরুষের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে। কিন্তু বাঙ্গালাগদ্যরচনাবিষয়ে শাস্ত্রদর্শী বিদ্যালঙ্কার, তত্ত্বদর্শী রাজার অপেক্ষা বোধ হয়, নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইবেন না। মৃত্যুঞ্জয় ইতিহাস লিখিয়াছেন, রাজা রামমোহন বেদান্তের আলোচনা করিয়াছেন। এক জনের বর্ণনীয় বিষয় যেরূপ সহজ, অপনের প্রতিপাদ্য বিষয় সেইরূপ দুর্বোধ্য। এক জন অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম পথ অবলম্বন করিয়া লিপিক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। অপর জন নিরতিশয় দুর্গম মার্গে বিচরণ পূর্বক জটিল তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া, লিপিচাতুর্য দেখাইয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রজ্ঞানে, যুক্তিবাদে, বিচারবৈচিত্র্যে, তত্ত্বনির্দেশে, উভয় লেখকের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। এ সকল বিষয়ে রাজার সহিত পণ্ডিতের তুলনা হইতে পারে না। রাজা পণ্ডিত অপেক্ষা পার্থিব ধনে যেরূপ সমৃদ্ধ, জ্ঞানধনেও সেইরূপ শ্রেষ্ঠ। এইরূপ বৈষম্য থাকিলেও রাজাবলীর রচনাকে বেদান্তের রচনা অপেক্ষা অপরূপ বলিবার কারণ দেখা যায় না। পূর্বতন গদ্য রচনার রীতি অনুসারে রাজাবলীর রচনা কোমল, প্রাঞ্জল এবং স্থানে স্থানে ললিতপদবিন্যাসে ক্রটিমধুর। এই স্থলে রাজাবলীর একাংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

“রাজার ইন্দ্রব্রত, সূর্য্যব্রত, বায়ুব্রত, যমব্রত, বরুণব্রত, চন্দ্রব্রত ও পৃথিবীব্রত, এই সপ্তব্রত অবশ্য কর্তব্য, সে সপ্তব্রত এই।

যেমন ইন্দ্র বর্ষা চারি মাস জলেতে পৃথিবীকে সম্পূর্ণ করেন তেমনি রাজা ধনেতে ভাণ্ডার সম্পূর্ণ করিবেন এই ইন্দ্রব্রত। যেমন সূর্য্য আট মাস পৃথিব্যাশ্রিত বৃক্ষাদি বাহাতে নষ্ট না হয় এমন করিয়া পৃথিবী হইতে রসের আকর্ষণ করেন, তেমনি রাজা প্রজাশ্রিত পরিজনাদির বাধা বাহাতে না হয় তেমন করিয়া প্রজা হইতে কর গ্রহণ করিবেন এই সূর্য্যব্রত। যেমন বায়ু সকল ভূতের বাহ ও অভ্যন্তর ব্যাপিয়া থাকেন তেমনি রাজা চর দ্বারা সকল লোকের বাহাভ্যন্তরব্যবহার জানিয়া থাকিবেন এই বায়ুব্রত। যেমন যম নিয়মিত মৃত্যুকাল পাইয়া

এ আমার প্রিয় ও এ আমার অপ্রিয় বিবেচনা কিছুই করেন না সকলকেই নষ্ট করেন তেমনি রাজা জায্য দণ্ডকাল পাইয়া প্রিয়প্রিয় কিছুই বিবেচনা করিবেন না জায্য দণ্ড অবশ্য দিবেন এই যমব্রত । যেমন বরুণ পাশেতে বদ্ধ করেন তেমনি রাজা দম্ভাচোর প্রভৃতি দুষ্ট লোকদিগকে কারাগারেতে বদ্ধ করিবেন এই বরুণব্রত । যেমন চন্দ্র ষোড়শকলাতে সম্পূর্ণ হইয়া আত্মকিরণ বিতরণ করিয়া সকল লোকের মন আক্লাদিত করেন ও সকলকে স্নিগ্ধ করেন তেমনি রাজা নানাবনেতে সমৃদ্ধ হইয়া দানমানাদিতে সকলকে পরিতুষ্ট করিবেন ও সকলের দুঃখসন্তাপ রহিত করিবেন এই চন্দ্রব্রত । যেমন পৃথিবী সকলকে সমভাবে ধারণ করেন ও সকলের সকলি সহেন তেমনি রাজা সকল প্রজাদিগকে সমভাবে আপন মনে ধারণ করিবেন ও সকলের উপযুক্তমত সকলি সহিবেন এই পৃথিবীব্রত । হে মহারাজ এই সপ্ত ব্রতের নিতা অনুষ্ঠান যে রাজা করেন সে রাজা ইহলোকে ও পরলোকে পরম সুখে থাকেন । রাজা স্বেপন হইলে সর্বলোককর্তৃক তুচ্ছীকৃত হন অতএব হে মহারাজ আপনি সাবধান হউন রক্ত মাংস অস্থি বিষ্ঠা মূত্র পূয় ক্লেদ লালা ইত্যাদি দুর্গন্ধি ও অপবিত্র পদার্থময় এ শরীরের চর্মমাত্রাচ্ছাদনে যে সৌন্দর্য্য সে কি ? এবং তাহাতে যে উপাদেয়তাগ্রহ সেই বা কি ইহার অনুসন্ধান করুন ইতর লোকদের মত কেবল বাহ্যদর্শী না হইয়া অন্তস্তত্ত্বদর্শী হউন । আমি আপনাকে এ সকল শিক্ষার্থে কহি না কিন্তু স্মরণার্থে কহি ইহাতে আপনি বাহা ভাল বুঝেন তাহা করুন ।”

স্থানান্তরে :—

“তাহার পর তাঁহার পুত্র সোলতান জলালুদ্দিন মহম্মদ অকবর বাদসাহ হইলে বয়রম খাঁ খানখানাব পরামর্শে লাহোরের নিকটে কলানওরে তক্তে বসিয়া ৯৬৩ হিজরি সনে জলুস করিলেন ও সকল দিগে আজ্ঞাপত্র পাঠাইলেন খোতাবা ও সিকা আপন নামে জারি করিলেন হিন্দুস্থান ও দক্ষিণে গুজরাট প্রভৃতি অনেক দেশ ও অনেক বন্দর আয়ত্ত করিলেন ও অনেক প্রধান লোক ইহার অনুগত হইল । অকবরের এমনি ভাগ্যের প্রাবল্য হইল যে ইহার নামেতেই জয় হইতে লাগিল কখন কোন স্থানে ইহার পরাজয় হয় নাই । পরে খানখানা বয়রম খাঁ কোন বিষয়ে বাদসাহের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন । অতএব বাদসাহ তাঁহাকে এক দিবস কহিলেন যে আপনি অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, অতএব সম্প্রতি কাবা প্রস্থান করুন আপনকার পুত্র মুনয়ম খাঁ উত্তীর্ণ করুন ।”

১৮০৮ অব্দে—বাঙ্গালায় প্রথম গদ্যগ্রন্থপ্রচারের সাত বৎসর পরে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের লেখনী হইতে এইরূপ ভাষা নির্গত হইয়াছিল । ইহার আবার সাত বৎসর পরে—১৮১৬ অব্দে, রাজা রামমোহনের বেদান্তগ্রন্থ (বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা) প্রচারিত হয় । সকল দেশের ধর্ম্মপ্রচারকেরা প্রচলিত দেশীয় ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া থাকেন । এই সূত্রে সেই সেই দেশে সাহিত্যের উন্নতি হয়, জনসাধারণও প্রচলিত ভাষায় সাহিত্যের আলোচনা করিয়া থাকে । জার্মানিতে লুথর, ইংলণ্ডে উইক্লিফ, আয়র্লণ্ডে সেন্ট্

পাটুক, ফ্রান্সে মারট, ইহার সকলেই আপনাদের ধর্মমত প্রচারার্থ সেই সেই দেশের ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্য দেবের আবির্ভাবে বৈষ্ণব কবিদিগের প্রতিভা বাঙ্গালায় অপূর্ণ কবিতাগ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছিল। বঙ্গের রামমোহন রায়ও আপনাত্মক মতপ্রচারার্থ বাঙ্গালা ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা রামমোহন রায় বেদান্তের এক স্থলে লিখিয়াছেন :—

“কেহো কেহো এ শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইবার উৎসাহের ভঙ্গের নিমিত্ত কহেন যে বেদের বিবরণ ভাষাতে করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে এবং শূদ্রের এ ভাষা শুনিলে পাতক হয়। তাঁহাদিগে জিজ্ঞাসা কর্তব্য যে যখন তাঁহারা শ্রুতি স্মৃতি জৈমিনি সূত্র গীতা পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান তখন ভাষাতে তাহার বিবরণ করিয়া থাকেন কি না আর ছাত্রেরা সেই বিবরণকে শুনে কি না আর মহাভারত যাহাকে পঞ্চম বেদ আর সাক্ষাৎ বেদার্থ কহা যায় তাহার শ্লোক সকল শূদ্রের নিকট পাঠ করেন কি না এবং তাহার অর্থ শূদ্রকে বুঝান কি না শূদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ এবং ইতিহাস পরস্পর আলাপেতে কহিয়া থাকেন কি না আর শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্রনিকটে ঐ সকল উচ্চারণ করেন কি না। যদি এইরূপ সর্বদা করিয়া থাকেন তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবার দোষের উল্লেখ কিরূপে করিতে পারেন। সুবোধ লোক সত্য শাস্ত্র আর কাল্পনিক পথ ইহার বিবেচনা অবশ্য করিতে পারিবেন। কেহ কেহ কহেন ব্রহ্মপ্রাপ্তি যেমন রাজপ্রাপ্তি হয়। সেই রাজপ্রাপ্তি তাহার দ্বারীর উপাসনা ব্যতিরেকে হইতে পারে না সেইরূপ রূপগুণবিশিষ্টের উপাসনা বিনা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবেক না। যদিও এ বাক্য উত্তরজনক নহে তথাপি লোকের মনে দূর করিবার নিমিত্ত লিখিতেছি। যে ব্যক্তি রাজপ্রাপ্তির নিমিত্ত দ্বারীর উপাসনা করে সে দ্বারীকে সাক্ষাৎ রাজা কহে না এখানে তাহার বিপরীত দেখিতেছি যে রূপগুণবিশিষ্টকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কহিয়া উপাসনা করেন। দ্বিতীয়ত রাজা হইতে রাজার দ্বারী স্নানার্থ এবং নিকটস্থ সূত্রায় তাহার দ্বারা রাজপ্রাপ্তি হয় এখানে তাহার অন্তথা দেখি। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী আর যাহাকে তাঁহার দ্বারী কহে তাঁহো মনের অথবা হস্তের কৃত্রিম হয়েন কখন তাঁহার স্থিতি হয় কখন স্থিতি না হয় কখন নিকটস্থ তখন দূরস্থ অতএব কিরূপে এমত বস্তুকে অন্তর্গামী সর্বব্যাপী পরমাত্মা হইতে নিকটস্থ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন কহা যায়। তৃতীয়ত চৈতন্যাদি রহিত বস্তু কিরূপে এই মত মহৎ সহায়তার ক্ষমতাপন্ন হইতে পারেন।”

ছত্তের বেদান্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা ব্যতীত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় আরও অনেক বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংবাদকৌমুদীতে বিবিধবিধাঙ্গী রচনা আছে। কেহ কেহ সংবাদকৌমুদীকে সংবাদপত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে উহা ১৮২০ অব্দ প্রচারিত হইয়াছিল। সংবাদকৌমুদীতে রাজা রামমোহনের গল্পরচনা এইরূপ :—

“তাবৎ দেশের গল্পে লিখিত আছে যে লোকেরা আকাশপথে গমন করিয়াছেন, কিন্তু এই অসম্ভব বিষয় যে সত্য হইবে সে কেবল এই কালের কারণ। পূর্বকালে যে বিষয় অদ্ভুত

ও অবিশ্বসনীয়রূপে গণিত ছিল, সে বিষয় এতৎকালীন বিজ্ঞা প্রকাশ দ্বারা সত্য ও বিশ্বস-  
নীয় হইয়াছে। যে যন্ত্র দ্বারা এই আশ্চর্য্য আকাশযাত্রা হয়, তাহার নাম বেলুন।

“সন ১৭৬৬ সত্তর শত ছেষটি সালে কাবেণ্ডিশ সাহেব নিশ্চয় করিলেন যে আগ্নেয়  
আকাশ সামান্য আকাশ হইতে সাতগুণ লঘু। ইহার পর আর এক সাহেবের মনে হইল  
যে এক পিতল থৈলী আগ্নেয় আকাশে পূর্ণ করিলে সে অবশ্য উপরে উঠিবে, কিন্তু পরীক্ষাতে  
সে উত্তীর্ণ হইল না।

“ইংলণ্ড দেশে এই নূতন সৃষ্টি সমাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিতে হঠাৎ শুনা গেল যে  
ফ্রান্স দেশে সমাপ্ত হইয়াছে। ১৭৮২ সালে স্ত্রিফন ও জন মঙ্গলফো নামে দুই ভ্রাতা  
এই বিষয় সিদ্ধ করিতে অতিশয় মনোযোগ করিলেন।

“ধূম ও মেঘ, এই উভয়ের আকাশ গমন দেখিয়া বেলুনের কথা তাঁহাদের মনে আইল,  
তাঁহারা এই ভাবিলেন যে এক থৈলী ধূমে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাকে আকাশে উঠাইব।  
তাঁহারা অক্টোবর মাসে এক রেশমের থৈলী দ্বারা এইরূপ পরীক্ষা প্রথম করিলেন, সে  
থৈলীর নীচে ছিদ্র করিয়া তাহার নীচে কাগজ লাগাইলেন, তাহাতে থৈলীর মধ্যস্থিত  
আকাশ পাতল হইল এবং ঐ থৈলী উঠিয়া গৃহের ছাদে ঠেকিল। সেইরূপ পরীক্ষা বাহিরে  
করিলে থৈলী পঞ্চাশ হস্ত উঠে উঠিল। \* \* \*

উক্ত গভ্যাংশদীর্ঘ হইল বটে, কিন্তু উহাতে মৃত্যুঞ্জয় বিজ্ঞানজ্ঞার এবং রাজা রাম-  
মোহন রায়ের রচনাপ্রণালীর পরিচয় পাওয়া যাইবে। শব্দপ্রয়োগে ও প্রাজ্ঞলভাবে  
বিজ্ঞানজ্ঞারের রচনা, বোধ হয়, রাজা রামমোহনের রচনার নিম্নগণ্য হইবে না। ফলতঃ,  
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় এবং বিজ্ঞানজ্ঞার মহাশয় বাঙ্গালা গদ্যরচনা পরিত্যক্ত করিবার  
পথপ্রদর্শন করেন, রাজা রামমোহন সেই পথ অবলম্বন পূর্বক উহার উন্নতিসাধনে  
যত্নশীল হইলেন। রাজা রামমোহন রায় এক দিকে জটিল বেদান্তাদির ব্যাখ্যা করিয়াছেন,  
অপর দিকে সমাজসংস্কার সম্বন্ধে অনেক বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত  
তিনি উদাত্তভাবপূর্ণ সঙ্গীতমালার রচনায় চিরপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার  
সঙ্গীতশ্রবণে অনেক পাষাণের কঠোর হৃদয়েও ঈশ্বরভক্তি ও বৈরাগ্যের উদয় হয়।  
বাদপ্রতিবাদসময়ে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে যে বিচারনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা  
অতুল্য ও অনবদ্যভাবে পরিপূর্ণ। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ নানাবিধ তর্কজালে তাঁহাকে পরিবেষ্টিত  
করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বিচলিত হইলেন নাই; বিচারপ্রসঙ্গে তিনি কঠোরভাবে  
আক্রান্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ধৈর্য্যহানি হয় নাই; তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পথে শত  
শত বিষয় বাধা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন নাই। তিনি  
প্রশান্তভাবে, অবিচলিত ধীরতাসহকারে আত্মপক্ষসমর্থন জন্য যুক্তিবিজ্ঞান ও বিচার-  
চাতুরীর পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ মহারথের আবির্ভাব হওয়াতে বাঙ্গালা  
সঙ্গীতসঙ্গীতের পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে বিপুলায়তন হইয়া উঠিয়াছে। রাজা রামমোহন

রায় যে বিনয়ের অবতারণা করেন, তাহার বিচারস্থলে তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বিগণও গন্তগ্রস্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মুদ্রায়ত্ত্বও এ বিষয়ের সবিশেষ সহায়তা করে। কাকমুটন যেমন ইংলণ্ডে মুদ্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া, গ্রন্থপ্রচারের সুবিধা করেন, আর চার্লস্ উইলকিন্স্ সেইরূপ বাঙ্গালায় অক্ষর প্রস্তুত করিয়া গ্রন্থপ্রচারের সুবিধা করিয়া দেন। এইরূপে ক্রমশঃ বাঙ্গালা গণ্ডের উন্নতির সূত্রপাত হয়।

পূর্বতন সময়ে যে সকল ইংরেজ এদেশে আসিয়া এতদেশীয় ভাষা অভ্যাস করিতেন, তাঁহাদের অনেকেরই আপনাদের ধর্ম্মমত প্রচার করা এবং আপনাদের আচারব্যবহারের প্রাধান্য কীৰ্ত্তন করা উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে ত্রীষ্টদশ্মপ্রচারকেরা বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকল বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার্থ তাঁহাদের অনেকে বাঙ্গালাগ্রন্থ প্রচার করেন। মালদহ জেলার ইলার্টন সাহেব (ইনি এক জন নীলকর ছিলেন) “গুরুশিক্ষা”; বর্ধমানস্থ ত্রীষ্টদশ্মপ্রচার-সমাজের সংস্থাপক কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট “উপদেশকথা”; চুচুড়ার পিয়ার্সন সাহেব “বাক্যাবলী” প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রেরা পারসী, উর্দু, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় রচনা লিখিতেন। প্রকাশ্য সভায় এই রচনাসমূহ বিচারবিতর্ক হইত। ১৮০৩ অব্দে হাণ্টার নামক একজন সাহেব বাঙ্গালায় জাতিভেদ সম্বন্ধে রচনা লিখেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যে সকল সাহেব বাঙ্গালায় শিক্ষিত হইতেন, তাঁহাদের বাঙ্গালা গন্ত কীরূপ ছিল, তাহা ঐ রচনার উদ্ধৃত অংশে জানা যাইবে :—

“অন্ত শাস্ত্র যদি ভাষাতে তর্জমা করে তবে সংস্কৃত শাস্ত্রের গৌরবহানি প্রযুক্ত তাহার অখ্যাতি হয় যেমন মহাভারতের তর্জমা ভাষাতে কানীদাস নামে এক শূদ্র করিয়াছিল সেই দোষেতে ব্রাহ্মণেরা তাহাকে শাপ দিয়াছিল সেই ভয়েতে অন্ত কেহ এখন সে কর্ম্ম করে না।

“হিন্দু লোকেরা যদিও আপন শাস্ত্রের নিশ্চয়েতে থাকে তবে অন্ত দেশের বিদ্যা ও ব্যবহার যদি ভালও হয় তবু তাহা গ্রহণ করিতে পারে না যদি অন্ত দেশের বিদ্যা ও ব্যবহার দেখে কিম্বা শুনে তথাপি তুচ্ছ করিয়া আদর করে না অতএব অন্ত লোকের ব্যবহারেতে তাহারদের জ্ঞান লাভ হইতে পারিবে না।

“অন্ত দেশের গমন ও অন্ত দেশের ব্যবহার দর্শন ও অন্ত দেশের বিদ্যাভ্যাসেতে লোকের বুদ্ধি বৃদ্ধি হয় হিন্দু লোকেরদের শাস্ত্রের মতে পশ্চিম আটক নদী পার হইলে জাতি যায় উত্তরে ভোটাঙ্গুর এবং স্নেচ্ছ দেশেও সেই মত এবং ব্রহ্মপুত্র পার হইলে পূর্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয়। দক্ষিণে সমুদ্র পথে জাহাজে থাকিয়া ভোজন পান করিলে জাতি যায় হিন্দু শাস্ত্রের মতে গোখাদকের সংসর্গ করিলেও দোষ; হিন্দু ছাড়া যত লোক সকলেই গোমাংস খায় অতএব হিন্দুরা তাহারদের সহবাস করিতে পারে না এবং যেমন নির্জন উপদ্বীপে কোন ব্যক্তি একাকী থাকে সেই মত এই একাসাড়িয়া রীতিতে তাহারদের বুদ্ধি প্রতিভা জড়িত হইয়াছে এবং তাহারদের উদযোগ শিথিল হইয়া অবিনীততা ও স্তব্ধতা হইয়াছে এই ইউরোপীয়েরদের মধ্যে

দক্ষ্য প্রভৃতি অধম লোক হইতেও অধম ; কেননা ইহারা স্বস্থানে ত্যাগ করিয়া স্ক্রিয়ান্বিত হইলে তাহারদের সূখ্যাতি পুনর্বার হইতে পারে কিন্তু ইহারদের কখন ভাল হইতে পারে না হিন্দুরা শাস্ত্র ব্যবস্থা কিম্বা মাত্র লোকেরা যাদৃচ্ছিক আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেই অপার দৃষ্ট সাগরে পড়ে ।”

এইরূপ গল্প যে, নিরতিশয় অপকৃষ্ট, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হউক রাজা রামমোহন রায়ের পরে অনেকে বাঙ্গালা গল্পগ্রন্থের প্রচারে যত্নশীল হইলেন। যাহারা ইংরেজীতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং বিবিধ ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ করিয়া, অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বাঙ্গালা গল্প রচনায় ঐদান্ত প্রকাশ করেন নাই। গল্পসাহিত্যক্ষেত্রে এই শ্রেণীর দুই ব্যক্তি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহারা বিদেশ হইতে যে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা স্বদেশীয় ভাষায় নিবদ্ধ করিয়া স্বদেশে বিস্তার করিবার জন্ত শ্রমশীলতা ও কার্যতৎপরতার সবিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৬ অব্দে বিদ্যাকল্পদ্রুম অর্থাৎ বিবিধ বিদ্যাবিশয়ক রচনার প্রচারে উদ্যত হইলেন। বিদ্যাকল্পদ্রুম তাৎকালিক গবর্ণরজেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের নামে উৎসর্গ করা হয়। গ্রন্থকার “মঙ্গলাচরণ” এই শিরোনাম দিয়া যে উৎসর্গপত্র লিখেন, তাহার এক স্থল উদ্ধৃত হইতেছে :—

“বঙ্গভূমির মধ্যে সাধারণের মতিভ্রমনিবারণার্থে গোড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত ও পদার্থবিজ্ঞান অল্পবাদ এক উত্তম উপায় বোধ হইতেছে কেন না অবিজ্ঞা ও ভ্রান্তির যে দৃষ্ট শক্তি দেশ বাপিয়া প্রবল আছে তাহা হইতে সাধারণের মন এ উপায়ে মুক্তি পাইতে পারে কিন্তু এই প্রকারে গোড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় বিজ্ঞান অনুবাদ যত বাঞ্ছনীয় তত সহজ নহে অতএব অসাধ্য জ্ঞান করিয়া আমি অনেক দিন পর্যন্ত এ চেষ্টাতে বিরত ছিলাম কিন্তু সম্প্রতি বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট সমীপে উৎসাহ পাইয়া উক্ত অনুবাদের প্রতিজ্ঞাতে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইয়া পরমেশ্বরের প্রসাদে নির্ভর রাখিয়া ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত পদার্থবিজ্ঞান ক্ষেত্র-পরিমাণ জ্যোতিষাদি সকল শাস্ত্র স্বদেশীয় ভাষাতে বিস্তার পূর্বক পশ্চিম খণ্ডের জ্ঞান পূর্ব খণ্ডে স্থাপন করিতে চেষ্টিত হইয়াছি।

“যে যে গ্রন্থ আমি রচনা করিতে প্রবৃত্ত আছি তাহা উক্ত বিষয়ক কোন বিশেষ পুস্তক হইতে অনুবাদ না করিয়া বরং নানা মূল হইতে সংগ্রহ করিতে কল্লা করিতেছি এইরূপ সংগ্রহ করিলে দুই প্রকারে উপকার হইতে পারে ইহাতে প্রথমতঃ ব্যাখ্যাকারক যথার্থ অনুবাদের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া পাঠকের দৃশ্যাব্য ও অসাধ্য শব্দ প্রয়োগের ভয় হইতে উদ্ধার পাইবেন, এই উদ্ধারকে ব্যতিরেক ভাবে হিতকারি কহিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ এইরূপ সংগ্রহের বিধান গোড়ীয় পাঠকের বিশেষ ব্যবহারার্থে স্বদেশীয় ধারাতে কতিপয় গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে পারে, ইহাকে অদ্বয় মুখে শ্রেয়ঃ কহিতে হইবে কেননা গ্রন্থকারক যে ভাষাতে লিখিতেছেন তাহাতে যদি আপনি মনের কল্লা করিতে পারেন তবে মহা-

লাভের বিষয় বটে ; কিন্তু কেবল অমূল্য মাত্র করিলে এ প্রকার মানসিক ব্যাপার প্রায় থাকিতে পারে না ।”

বোমের ইতিহাস, জীবনচরিত, বিবিধবিষয়ক পাঠ, জ্যামিতি, ভূগোল প্রভৃতি নানা-গ্রন্থ কৃষ্ণমোহনের এই চেষ্টার ফল । তাঁহার গ্রন্থাবলীর সাধারণ নাম “বিদ্যাকল্পদ্রুম” । বিদ্যাকল্পদ্রুমের ভিন্ন ভিন্ন কাণ্ডে ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল । বিদ্যাকল্পদ্রুমের এক পৃষ্ঠে ইংরেজী আর এক পৃষ্ঠে বাঙ্গালা ছিল \* । এইরূপ দ্বৈভাষিক গ্রন্থ প্রচার করিয়া কৃষ্ণমোহন আপনার বিদ্যাবস্তা ও বহুদর্শিতার যথোচিত পরিচয় দিয়াছেন । তিনি ইংরেজী বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সেই পাণ্ডিত্যে গর্ভিত হইয়া স্বদেশীয় ভাষার প্রতি ঐদৃষ্টি প্রকাশ করে নাই ; তিনি ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভিন্ন ধর্ম্মের গ্রহণেও ভিন্ন ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, স্বদেশীয় ভাষার মমতায় বিসর্জন দেন নাই ; তিনি ভিন্ন বেশে ভিন্ন সমাজে অবস্থিতি করিতেন, কিন্তু বিজাতীয় ভাবে পরিচালিত হইয়াও স্বদেশীয় ভাষার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করেন নাই । তিনি অক্লান্তভাবে সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, ভূগোল, দর্শন, সকল বিষয়ে লিখিয়া গিয়াছেন । তাঁহার জ্যামিতি ও ভূগোল সম্বন্ধীয় পরিভাষা আজ পর্য্যন্ত ঐ শ্রেণীর পুস্তকসমূহে পরিগৃহীত হইতেছে । তাঁহার নীতিবিষয়িক কবিতা আজ পর্য্যন্ত বিদ্যালয়সমূহে স্কুলমারমতি বালকেরা পাঠ করিতেছে । বাঁহারা এখন বাঙ্গালীর সমাজে—বাঙ্গালীর বেশে—বাঙ্গালীর ভাবে অবস্থিতি করিয়াও বাঙ্গালা ভাষার নামে নাসিকা সঙ্কুচিত করিতেছেন, এবং বিজাতীয় ভাষার সহিত প্রীতি স্থাপন পূর্ব্বক অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া, দীনভাবাপন্ন পোষণকারিণী মাতৃদেবীকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছেন, এই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী গ্রন্থকারের সাধু চেষ্টা তাঁহাদের শিক্ষার স্থল । উপরে ডাক্তার কৃষ্ণমোহনের গদ্য রচনা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহাতে বোধ হইবে যে, তাঁহার রচনা তাদৃশ প্রাজ্ঞ ও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন ছিল না । যাহা হউক ; ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তৎসমুদয় দ্বারা বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের বিস্তার উপকার হইয়াছে ।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রও ডাক্তার কৃষ্ণমোহনের ত্রায় ইংরেজী ভাষার সুপণ্ডিত ও বিবিধ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন । কিন্তু তিনি কেবল পাশ্চাত্য সমাজে আপনার অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াই নিরস্ত থাকেন নাই । বিবিধার্থ সংগ্রহে তাঁহার সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিধাঙ্গী অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় । তদীয় প্রাকৃতিক ভূগোল এখন বিদ্যালয়সমূহে অধ্যাপিত হইয়া থাকে । স্মরণ্য তাঁহার গদ্য রচনা অনেকের নিকটেই সুপরিচিত রহিয়াছে । ডাক্তার কৃষ্ণমোহন এবং ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের গদ্য এক শ্রেণীর হইলেও শেষোক্ত গদ্য অপেক্ষাকৃত মার্জিত ও বিশোধিত । রাজেন্দ্রলালের যত্নে

\* গ্রন্থের ইংরেজী অংশে কমা প্রভৃতি বিরামচিহ্ন আছে ; কিন্তু বাঙ্গালা অংশে ট্রাই প্রায় নাই । ইহাতে বোধ হয়, তখন ঐ সকল চিহ্নের অধিক ব্যবহার ছিল না ।

বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য নানা বিষয়ে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান—তাঁহার গবেষণা—তাঁহার লিপিক্ষমতার সাহায্য না পাইলে বোধ হয়, বাঙ্গালা গদ্য এত অল্প সময়ের মধ্যে বিবিধ রত্নের বিকাশস্থল হইত না। যাহারা ইংরেজী শিক্ষা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার প্রতি উদাসীন রহিয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের দৃষ্টান্তেও তাঁহাদের জ্ঞানের উন্মেষ, সুবুদ্ধির বিকাশ ও কৰ্ত্তব্যবোধের আবির্ভাব হইতে পারে।

পূৰ্ব্বতন সময়ে সংবাদপত্র দ্বারাও গদ্যের উন্নতি হয়। শ্রীরামপুরের ‘সমাচারদর্পণ’ বাঙ্গালার প্রথম সংবাদপত্র। ১৮১৮ অব্দের ২৩শে মে উহা প্রথম প্রকাশিত হয়। সমাচারদর্পণের গদ্য এইরূপ ছিল :—

“পূৰ্বে সমাচার দর্পণে লিখা গিয়াছে যে গঙ্গাসাগর উপবীপে লোক বসতি ছিল এমত অনুমান হয়। এইক্ষণে পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ক্রিয়াযোগসারে দেখা গেল যে গঙ্গাসাগরে চন্দ্রবংশীয় সুর্য্যে নামে রাজা রাজধানী করিয়াছিলেন। তাহাতে দিব্যন্তী নামে নগরের গুণাকর রাজার কন্যা সুলোচনা দায়গ্রস্তা হইয়া ঐ রাজার আশ্রয়ে পুরুষ বেশে কালক্ষেপণ করিয়াছিল। পরে তালধ্বজ নগরের রাজা বিক্রমের পুত্র মাধব পূর্ব সূত্র ক্রমে সেই স্থানে আসিয়া সুলোচনাকে বিবাহ করিয়া এবং ঐ চন্দ্রবংশীয় সুর্য্যে রাজার এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া ঐ রাজ্যের অর্দ্ধ প্রাপ্ত হইয়া ঐ গঙ্গাসাগরে রাজধানী করিলেন ও অনেক কাল পর্য্যন্ত বসতি করিয়া পরে পুত্রাদি রাখিয়া মরিলেন।”

শেষে এইরূপ গদ্যের অবস্থা পরিবর্তিত হয়। অন্ত্যন্ত সংবাদপত্র দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যের ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। এ বিষয়ে “সমাচারচন্দ্রিকা”, “সংবাদপ্রভাকর” এবং গৌরীশঙ্করের “ভাস্কর” প্রভৃতি সাহিত্যের সবিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রসশালিনী কবিতা রচনাতেই সমধিক প্রসিক্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচনানৈপুণ্যে তদীয় কর্মস্থল যেন একটি সারস্বত সমাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরবর্তী সময়ে যাহারা প্রতিভা ও লিপিক্ষমতায়, সাহিত্যসংসারে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই কবিপ্রবরের সারস্বত সমাজে সমাগত হইয়া বাঙ্গালা রচনার অভ্যাস করিতেন। ঈশ্বর গুপ্তের বাঙ্গালা গদ্য অনেক স্থলে অনুপ্রাসবহুল ও অলঙ্কারচ্ছটায় পরিপূর্ণ। অনাবশ্যক স্থলেও তাঁহার রচনায় অনুপ্রাসের আড়ম্বর পরিদৃষ্ট হয়। “হে দেশস্থ সমস্ত বহুগণ! আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, ঐ হর্জন জনগণকে তর্জন গর্জনের বিসর্জন করিয়া নির্জন নিকেতনে গমন করিতে হইবেই হইবে” (সংবাদপ্রভাকর, ১লা বৈশাখ, ১২৬৫)। ঈশ্বর গুপ্ত এইরূপ গদ্যের পক্ষপাতী ছিলেন। ফলতঃ ঈশ্বর গুপ্ত শব্দসম্পত্তিতে এরূপ সমৃদ্ধ ছিলেন যে, তাঁহাকে শব্দরসাকর বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। অনুপ্রাসের শব্দযোজনায় তিনি অসামান্য ক্ষমতায় পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তদানীন্তন সময়ে ভাস্করসম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য গদ্য-রচনায় প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্য অনেকেই আদর সহকারে পাঠ করিতেন। বাহা হউক, ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদপ্রভাকর, গৌরীশঙ্করের ভাস্কর প্রভৃতি দ্বারা

পূর্বকালীন গদ্যের অনেকাংশে সংস্কার হইয়াছে। অনেকে ঐ সকল সংবাদপত্রে লিখিয়া গদ্য রচনায় অভ্যস্ত হইয়াছেন। সংবাদপত্রের গদ্য শেষে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত “সোমপ্রকাশে” সাতিশয় উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। গদ্যরচনায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের যথোচিত ক্ষমতা ছিল। তাঁহার গদ্য যেমন প্রাজ্ঞ, সেইরূপ মনোহর। তাঁহার গ্রীসের ইতিহাস এবং রোমের ইতিহাসে তদীয় রচনাশক্তির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সোমপ্রকাশে রাজনীতি ও সমাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধ এবং সংবাদাদি একরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালীতে লিখিত হইত যে, সোমপ্রকাশ হইতেই বাঙ্গালা সংবাদপত্র সভ্যসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ভাগীরথী যেমন হিমগিরির সঙ্গীর্ণ কন্দর হইতে নির্গত হইয়া ক্রমে স্বকীয় সঙ্গীর্ণ ভাবে বিসজ্জন দিয়াছে এবং বহু জনপদ অতিক্রম পূর্বক শেষে শতমুখী হইয়া সাগরসঙ্গম লাভ করিয়াছে, বাঙ্গালা গদ্যরচনাও সেইরূপ সঙ্গীর্ণ ভাবস্রোত হইয়া উৎপন্ন হইয়া মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহন প্রভৃতির প্রতিভায় স্বকীয় সঙ্গীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বহু অবস্থা অতিক্রম পূর্বক বহুবিধ বিষয়ে বিতস্ত হইয়া শেষে বিদ্যাসাগরের সঙ্গমলাভে সমর্থ হইয়াছে। ভাগীরথীর সাগরসঙ্গমস্থল যেমন মহাতীর্থ হইয়া, শত শত তীর্থ যাত্রীকে পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ করিতেছে, বাঙ্গালা গদ্যরচনার বিদ্যাসাগরসঙ্গমও সেইরূপ সাহিত্যসেবকদিগের মহাতীর্থস্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে বিস্তৃত ভাবে পুলকিত করিয়া তুলিতেছে। যে রচনা এক সময়ে উৎকট, দুর্দ্বন্দ্ব ও পূর্ণাপরসম্বন্ধ শূন্য ছিল, তাহা বিদ্যাসাগরের গুণে সংস্কৃত হয়, এবং বিদ্যাসাগরের শক্তিতে শক্তিসম্পন্ন হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে আপনায় অনন্ত মহিমার পরিচয় দিতে থাকে। ছক্কাখ্য শব্দময়ী রচনা ললিতমধুর শব্দাবলীর বিকাশভূমি হয়। ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতির অল্পপ্রাসের আড়ম্বর বিদ্যাসাগরের লিপিক্ষমতায় অন্তর্হিত হয়। বিদ্যাসাগরের গদ্য প্রাজ্ঞ ভাবের ও মাধুর্য্যগুণের দৃষ্টান্তস্থল। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা না হইলেও, সৌন্দর্য্য-সম্পাদন ও পরিপুষ্টিসাধন জন্য উহার পিতৃস্থানীয়।

বিদ্যাসাগর যেমন বাঙ্গালা গদ্য প্রাজ্ঞ করেন, তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্রবে অক্ষয়কুমার সেইরূপ উহা ওজস্বী করিয়া তুলেন। অক্ষয়কুমারের গদ্য আবেগময় ও উদ্দীপনাপূর্ণ। অক্ষয়কুমার বাঙ্গালা গদ্যে এমন জীবনীশক্তি সমর্পণ করিয়াছেন যে, তাহাতে ভাষা তেজস্বিনী ও বেগবতী হইয়া ধরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার, উভয়েই সংস্কৃত ভাষার অবলম্বনে বাঙ্গালা গদ্য শ্রীসম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের রচনা একভাবে গ্রথিত বা একশ্রেণীতে নিবেশিত হয় নাই। এক জনের গদ্য কোমলতাপূর্ণ, অপর জনের গদ্য উচ্ছ্বাসের উদ্দীপক। একটি লাবণ্যময় পূর্ণচন্দ্র, অপরটি জালাময় মধ্যাহ্ন-তপন। একটি প্রশান্তভাবে হৃদয় স্নিগ্ধ করে, অপরটি প্রদীপ্তভাবে হৃদয় প্রেমন্ত করিয়া তুলে।

বাঙ্গালা গদ্যে যখন সংস্কৃতের এইরূপ আধিপত্য, তখন সাহিত্যক্ষেত্রে একটি মনস্বী

পুরুষের আবির্ভাব হয়। সহজভাবে কথোপকথনের ভাষায় গদ্য লিখিবার প্রণালী দেখা-ইয়া, প্যারীচাঁদ মিত্র “আলালের ঘরের দুলাল” প্রভৃতি প্রকাশ করেন। প্যারীচাঁদ স্বপ্রণীত গ্রন্থে আত্মনাম গোপন পূর্বক টেকচাঁদ ঠাকুর এই কল্পিত নাম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। টেকচাঁদী বা আলালী ভাষায় বাঙ্গালা গদ্য রূপান্তর ধারণ করে। যাহারা প্রচলিত সহজ ভাষায় গ্রন্থরচনার পক্ষপাতী, তাঁহারা প্যারীচাঁদের প্রদর্শিত পথ একবারে পরিত্যাগ করেন নাই। বঙ্কিমের প্রতিভায় ঐ পথ সংস্কৃত হয়। এখন এই সংস্কৃত পথ অনেক গদ্যলেখকের অবলম্বনীয় হইয়াছে। অনেকে আবার বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমারের পথ একবারে না ছাড়িয়া, উভয়দিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। বাঙ্গালা গদ্য এইরূপে স্নলেখক-দিগের রচনাচাতুরীতে শ্রীমস্পন্ন হইয়াছে।

বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাস লেখা উপস্থিত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ইংরেজের অধিকায়ে বাঙ্গালা গদ্য কিরূপে ক্রমোন্নতিপথে অগ্রসর হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সাহিত্যের প্রচার হয়, সেই সাহিত্য ঐ শতাব্দীর শেষভাগে রচনাগোরবে উন্নত, ভাবপ্রবাহে সমৃদ্ধ ও বিবিধ বিষয়ে পরিপুষ্ট হইয়াছে। কিঞ্চিদধিক আশি বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা গদ্যের বর্তমান অবস্থা ঘটিয়াছে। এই অবস্থা বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরূপ গৌরবজনক, সাহিত্যসেবক বাঙ্গালীরও সেইরূপ সম্মানের উদ্দীপক। যে সাহিত্য নীরবে শক্তি সংগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা এখন বিশালভাবে পূর্ণ হইয়া, ক্রমে পৃথিবীর অস্তিত্ব সভ্য জনপদের সাহিত্যের মধ্যে অসিন লাভের যোগ্য হইয়া উঠিতেছে। অত্ৰ কোন জনপদে সাহিত্যের এরূপ অভাবনীয় উন্নতি প্রায় দেখা যায় না। চতুর্দশ শতাব্দীতে ধর্মযাজক উইক্লিফ ইংরেজীতে বাইবেলের অনুবাদ করেন। এই অনুবাদে ইংলণ্ডের লোকে ফরাসী ভাষার পূর্বতন প্রাধান্য ও ক্ষমতার বিষ ভুলিয়া যায়। তাহারা আফ্রাদে উৎক্ল হইয়া, স্বদেশীয় ভাষার আলোচনা করিতে থাকে। ইহার দুই শতাব্দী পরে ইংলণ্ডে মনরী লর্ড বেকন প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। তৎপরে মিস্টন প্রভৃতির ওজস্বিনী ভাষায়, বেনিয়ান প্রভৃতির লালিত্যময়ী বর্ণনায়, আডিসন্ প্রভৃতির হৃদয়গ্রাহিনী প্রাঞ্জলতায় এবং জন্সন্ প্রভৃতির পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশুদ্ধ রচনায় উন্নত হইয়া, ইংরেজী গদ্য সাহিত্য বর্তমান যুগে উপস্থিত হইয়াছে। উইক্লিফ-কৃত ধর্মগ্রন্থের অনুবাদে ইংলণ্ডে ইংরেজী গদ্যের অনুশীলন হয়। রাজা রামমোহন রায়ের বেদান্তসূত্রের বাখ্যায় বঙ্গদেশে বাঙ্গালা গদ্য আলোচিত হইতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উভয় জাতির ধর্মগ্রন্থ এইরূপে উভয় দেশের সাহিত্যের উন্নতির সোপানস্বরূপ হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজী গদ্য সাহিত্য তিন চারি শতাব্দীতে যেরূপ উন্নত হইয়াছে, কিঞ্চিদধিক পঞ্চদশতি বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা গদ্যেরও প্রায় সেইরূপ উন্নতি দেখা যাইতেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে মুদ্রাবন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সময়ে দিল্লীর অধিপতি পাঠানবংশীয় বল্‌চল্‌ লোদী আপনার অধিকার বৃদ্ধির জন্ত ব্যস্ত ছিলেন। ভারতবর্ষে জ্ঞানবিস্তারের উদ্দেশ্যে কোন রাজকীয় বিধি ছিল না। গ্রন্থ সকল লিপিকরের লেখনীর ক্রীড়ার বিষয়স্বরূপ ছিল। লেখনীর এই ক্রীড়নক পদার্থগুলি অধ্যাপকদিগের অন্ধকারময় আবাসপ্রকোটেই আত্মগোপন করিয়া থাকিত। যখন সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনে ভারতবর্ষে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটে, সমগ্র দাক্ষিণাত্য যখন ভীষণ রণভূমিতে পরিণত হয়, জনপদের পর জনপদ যখন কালের করাল ছায়ায় কালীময় হইয়া যায়, তখন ইংরেজ মুদ্রণস্বাধীনতা লাভ করেন। এই সময়ে ইংরেজী গদ্য সাহিত্য দ্রুতগতিতে উন্নতিপথে ধাবিত হইতেছিল। মহামতি মিণ্টন মুদ্রণস্বাধীনতার সমর্থন প্রসঙ্গে ইংরেজেরহৃদয় উদ্দীপনাময়ী ভাষায় প্রমত্ত করিয়া তুলিতেছিলেন। এই সময়ে মিণ্টনের লেখনী হইতে যে গদ্যরচনা নির্গত হইয়াছিল, তাহা আজ পর্যন্ত ইংরেজী গদ্যের আদর্শ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালা গদ্য তখন প্রায় অদৃষ্টপূর্ব ও অজ্ঞাত বিষয়ের মধ্যেই পরিগণিত ছিল। পক্ষান্তরে বাঙ্গালা গ্রন্থ যখন বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয়, তখন ইংরেজী গদ্য জনসনের গভীর জ্ঞানে বিগ্ৰহ ও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বহুবিধ গ্রন্থে ইংরেজী গদ্য সাহিত্যভাণ্ডার আপনার অসামান্য সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছিল। ইহার পর বাঙ্গালী যখন মুদ্রণস্বাধীনতা লাভ করে, তখন ইংরেজী গদ্যের উৎকর্ষের সীমা ছিল না। মিণ্টন যাহার ওজস্বিতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, জনস্ন যাহা বিগ্ৰহ করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা রচনাগৌরবে ও ভাববৈভবে উন্নতির চরম সীমায় পদার্পণ করিয়া, সমগ্র সভ্যজনপদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অদ্বিতীয় বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা গদ্য যখন অপরিমার্জিতদেহে শৈশবসুলভ ধূলিক্রীড়ায় আসক্ত, ইংরেজী গদ্য তখন পরিমার্জিত, পরম তেজস্বিতাসম্পন্ন এবং পরম সুন্দরবেশে সুসজ্জিত। এখন সেই ধূলিসমাচ্ছন্ন, অপরিমার্জিত শিশু অল্পকালের মধ্যেই উদ্ভিন্ন শতদলের দ্বারা নবীন কান্তিতে লোকের প্রীতিকর হইয়াছে এবং অপূর্ব তেজস্বিতায় ও অসামান্য সৌন্দর্য্যে ক্রমে অপরের তেজোগর্ভ ও সুন্দরভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেছে। যাহারা এত স্বল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের সাহিত্যের এইরূপ অসামান্য উন্নতি দেখাইতে পারিয়াছে, তাহারা কখনও গবেষণায় হীন, প্রতিভায় দরিদ্র, বা রচনানৈপুণ্যে নিম্নগণ্য হইতে পারে না। সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙ্গালীর এই গৌরব বিলুপ্ত হইবার নহে। তাহার পরকীয় শাসনে পরিচালিত ও বিবিধ কার্য্যে ব্যাপ্ত হইয়াও, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিসাধন জন্ত যে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে, তাহা পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের যে কোন সভ্যজাতির বিশ্বয়ের কারণ হইতে পারে। জগতের সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙ্গালী উচ্চ আসনলাভের অধিকারী এবং জগতের সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙ্গালা গদ্যের বিবরণ স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হইবার যোগ্য।

# আধুনিক বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ।

## প্রথম প্রস্তাব।

আজি আমাদের বড় শুভদিন। বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায় আজি বঙ্গের হিতসাধন অভি-  
প্রায়ে মিলিত হইয়াছেন। সকল সভ্যদেশেই পণ্ডিতগণ সাধারণ জনগণের নেতা। দেশের  
যত কিছু হিতকর—উন্নতির কার্য, পণ্ডিতেরাই সমস্ত করিয়া থাকেন। যে দেশে পণ্ডিতের  
যত সম্মান, পণ্ডিতের যত সম্মিলন, সে দেশ ততই শীঘ্র উন্নতি লাভ করে। ব্রাহ্মণের মহিমায়  
ভারত গৌরবান্বিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ সকল কার্য পরিচালনা করিয়া, নিয়ত জ্ঞানালোচনা  
করিতেন, প্রায়ই তাঁহারা সত্যজিজ্ঞাসু হইয়া তীর্থাদিতে পরস্পর মিলিত হইতেন, জন-  
সাধারণ তাঁহাদিগকে নিরতিশয় ভক্তি করিত, তাই ভারত সভ্যতার উচ্চতম সোপানে  
অধিকৃত হইয়াছিল। যে দেশে একজন পণ্ডিত বাস করেন, সে দেশ জ্ঞানপ্রভায় উজ্জ্বল  
হইয়া থাকে। আজি বঙ্গে সহস্র সহস্র পণ্ডিতের সম্মিলন; কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সম্মি-  
লন নহে, সকল শ্রেণীর সকল প্রকার বিদ্যানুশীলন-পরায়ণ পণ্ডিতের সম্মিলন। আর্য্যশাস্ত্র-  
পারদর্শী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ, ইংরাজি নানা-বিদ্যা-বিভূষিত এম. এ, বি. এ, উপাধি-  
ধারী পণ্ডিতগণ এবং অল্প অল্প বহুতর ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ একত্র সম্মিলিত হইতেছেন;  
বেদ বেদান্ত স্মৃতি পুরাণ তন্ত্রাদি বিষয়ে বাহারা বিলক্ষণ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, নানাবিধ  
বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ে বাহারা প্রভূত জ্ঞানার্জন করিয়াছেন, রাজনৈয়ম, সামাজিক নিয়ম  
প্রভৃতির সূক্ষ্মতত্ত্ব বাহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, সেই সকল পণ্ডিত একত্র সম্মিলিত হইতে-  
ছেন; ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, ভূম্যধিকারী, ধন্যধিকারী, শাস্ত্ররক্ষক, গ্রন্থকার, পত্রিকা-  
সম্পাদক, শিক্ষক, চিকিৎসক, ব্যবসায়জীবী, শিল্পকুশল, সকল শ্রেণীর পণ্ডিতগণ সম্মিলিত  
হইতেছেন; নীলকান্ত, পদ্মরাগ, হীরা, মরকত প্রভৃতি সকল প্রকার মণির সম্মিলন হইতেছে।  
এরূপ সর্বপ্রকার মণির সম্মিলন এ ভারতে আর কখন হইয়াছে, বোধ হয় না। কাষেই  
বলিতে হইবে, আমাদের শুভদিন বড় দূরবর্তী নহে। আজি যদি পণ্ডিতমণ্ডলী বৃথা আত্ম-  
ভ্রমান পরিচালনা করিয়া দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে যত্নশীল  
হয়েন, তাহা হইলে অচিরে যে, আমাদের সুখ-স্বার্থ উদ্ভিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?  
এই পবিত্র সমিতির যে স্থানে অধিবেশন হয়, তথাকার রজঃকণা পর্য্যন্ত অতি পবিত্র। যে  
মহাআগণ এই শুভ সম্মিলনের উদ্যোগী, তাঁহারা সকলেই নিরতিশয় ধন্যবাদের পাত্র।

আপাততঃ পণ্ডিতগণ যদিও কেবল বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিবিধান কার্যে ব্রতী হইয়াছেন,  
তথাপি কালে এই পরিষদ যে সমস্ত অভাবই পূর্ণ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রত্যক্ষভাবে অল্প কার্যভার গ্রহণ না করিলেও, সাহিত্যের উন্নতি সাধন দ্বারাই পরিষদ সকল অভাব দূর করিবেন। কেন না সাহিত্য দ্বারাই সাধারণের মন গঠিত হয়; ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সমস্তই সাহিত্যসেবা দ্বারা লাভ করিতে পারা যায়। সাহিত্যের যতই প্রচার হয়, ততই সাধারণে নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। মানুষের অল্প কোন নিদর্শনই চিরস্থায়ী নহে। উৎকৃষ্ট সাহিত্য চিরকাল জগতের ইতিহাস হইয়া অটলভাবে রহিয়া যায়। মানুষকে অমর করিবার এমন উপায় আর ইহ জগতে নাই। কত কত মহাত্মা নাম চিরস্থায়ী করিবার জন্ত কত শিল্পজাত প্রস্তুত করিয়াছেন; কোটা কোটা স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া কত কত অট্টালিকা, মন্দির, পিরামিড, প্রতিমূর্তি নিশ্চিত হইয়াছে; কিন্তু ইহার একটাও চিরস্থায়ী নহে। ইহারই মধ্যে এই সকলের অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সেই অতি প্রাচীন কালের বেদ বেদান্ত সংহিতা প্রভৃতি অটলভাবে অবস্থিত হইয়া, প্রণেতার অনন্ত শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। যতই পুরাতন হইতেছে, ততই ঐ সকল অমূল্য রত্ন দেশে দেশে প্রস্তুত হইয়া, সমুজ্জ্বল রশ্মি বিস্তার করিতেছে। সূসাহিত্য যে সময় প্রথম প্রকাশিত হয়, সে সময় হয় ত কেবল স্বদেশমধ্যেই নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু যত পুরাতন হইতে থাকে, ততই উহার প্রসার বৃদ্ধি হইয়া, কালে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং সাহিত্য বস্তুমান ও ভবিষ্যদ্বংশীয়, সকল শ্রেণীর লোকেরই উপকার সাধন করিয়া থাকে। আমরা প্রাচীন কালের সাহিত্য দ্বারা অশেষবিধ উপকার পাইয়া থাকি, অবিক কি, আমরা বাহা কিছু করি, সমস্তই প্রাচীন সাহিত্যের সহায়তায় সুসম্পন্ন হয়। যদি আমরা প্রাচীন সাহিত্যের সহায়তা না পাইতাম, তাহা হইলে আমাদের নিরতিশয় দুর্বলতা ঘটিত। সাহিত্যের অভাবেই ভীল কোল প্রভৃতি জাতি অসভ্য নামে অভিহিত হয়। অবিক কি, সাহিত্যই একমাত্র মানবায় বিভব। যে জাতির এই বিভব নাই, সে জাতি মনুষ্যানামের উপযোগী নহে; এই বিভব যে জাতির যত অধিক, সে জাতি তত উন্নত ও সভ্য-পদবাচ্য। কিন্তু অসার সাহিত্যের আধিক্য হইলে বিপরীত ফল লাভ হইয়া থাকে। সুসাহিত্য দ্বারা দেশের যে পরিমাণে মঙ্গল সাধিত হয়, কুসাহিত্য দ্বারা সেই প্রকার বা তদপেক্ষা অধিক অমঙ্গল সংঘটিত হয়; সেইজন্ত বাহাতে কুসাহিত্য দেশমধ্যে অধিক প্রসার লাভ করিতে না পারে, সকল দেশের পণ্ডিতগণই তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশে এক্ষণে সাহিত্যের বিলক্ষণ চর্চা আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অধিকাংশ সাহিত্যই দোষযুক্ত। সেই সাহিত্য সেবা করিয়া দেশের সাধারণ জনগণ অনিষ্টকর পথে অগ্রসর হইতেছে। আধুনিক সাহিত্য-স্রোতের উৎপত্তির পূর্বে এ দেশে বাঙ্গালা সাহিত্য নিতান্তই অল্প ছিল। এজন্ত পণ্ডিতগণ সংস্কৃত সাহিত্য সেবা দ্বারা জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করিতেন। সাধারণে সংস্কৃতের মর্ম গ্রহণ করিতে পারিত না বলিয়া, সংস্কৃত সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার হইতে মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতি অমূল্য রত্ন গ্রহণ করিয়া, তদবলম্বনে বাঙ্গালাভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হয়। সাধারণ জনগণ সেই সুখ পান

করিয়া কীর্তিমান হইতেছিল। বাহু সৌন্দর্য লাভে বঞ্চিত হইলেও, তদ্বারা সকলের হৃদয় স্নানীতির সুসমায় সুন্দর হইত। অর্থাৎ রামায়ণ মহাভারতাদি পাঠ করিয়া লোকে বিজ্ঞান দর্শনাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারিত না বটে, কিন্তু যাহা মানবের মানবজ্ঞ-বিধায়ক, সেই ধর্মনীতি-ভূষণে ভূষিত হইতে পারিত। ঈশ্বরপরায়ণতা, ইন্দ্রিয়দমন, পিতৃ-ভক্তি, সৌভ্রাতৃ, দাম্পত্যপবিত্রতা, গুরুজনে ভক্তি, আশ্রিতরক্ষা, দরিদ্রপালন, বিশ্বপ্রীতি, এই সকলের অলস্ত বর্ণনা ও উদাহরণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাধারণ জনগণ সূচরিত্রসম্পন্ন হই-তেন। তাই অজস্র সাহিত্যপ্রসূতি ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণীর জনগণ অপেক্ষা আমা-দের নিম্নশ্রেণীর লোক চরিত্রবলে এত বলীয়ান ছিল। এখনও আমাদের নিম্নতম শ্রেণীর মূর্খতমগণ বিলাতের নিম্নশ্রেণীর লোকের তুলনায় দেবতা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

পূর্বকালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। গ্রন্থসকল হাতে লিখিয়া রাখিতে হইত। কেহ কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিলে, যিনি তাহা পড়িতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহাকে হাতে লিখিয়া লইতে হইত। কিন্তু কেহই অপকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া লইবার ক্লেশ স্বীকার করিতেন না; সেই জন্য উত্তম না হইলে কোন গ্রন্থ সমাজে প্রচলিত হইত না। সুতরাং তখন যিনি তিনি গ্রন্থ-প্রণয়নে সাহসী হইতেন না। তখন পাণ্ডিত্যভিমানও লোকের মনে এত প্রবল ছিল না, শঙ্করাচার্যের জায় মনীষাসম্পন্ন পণ্ডিতবর্গও তখন মূল গ্রন্থ প্রণয়নে তত আগ্রহ হইতেন না। তাঁহার জায় বহুতর অসাধারণ পণ্ডিতবর্গ কেবল প্রাচীন গ্রন্থের ব্যাখ্যা (টীকা) লিখিয়াই আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধির সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। কিন্তু এখন-কার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার, এক্ষণে যিনি কিঞ্চিৎ ইংরাজি ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই আপনাকে অসাধারণ পণ্ডিত মনে করিয়া থাকেন; ঈশ্বর তাঁহাকে দেশ উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া, তিনি সাহিত্য প্রচার দ্বারা দেশোদ্ধারে যত্নশীল হইয়া। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের অতি প্রচার জন্য এক্ষণে কেহই আপনাকে অল্প হইতে নিকৃষ্ট বোধ করিতে ইচ্ছুক নহেন। যাহার কিছুমাত্র বিদ্যা নাই, যাহার কিছুমাত্র শক্তি নাই, তিনিও এক্ষণে পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে পুস্তক প্রচারের কোন ভাবনা নাই। কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিতে পারিলেই পুস্তক মুদ্রিত করিয়া সাধারণে প্রচার করিতে পারা যায়। আরও সুবিধা এই, এখনকার বাঙ্গালা ভাষার উপর ব্যাকরণের রক্ষণ নাই, অলঙ্কারশাস্ত্রেরও আধিপত্য নাই। প্রাচীন কালের সাহিত্য সকল যেমন ব্যাকরণ অলঙ্কার রূপ নিকষে পরীক্ষিত হইত, এখন আর তাহা হয় না। এখনকার বাঙ্গালা ভাষা স্বাধীন বাঙ্গালীর স্বাধীন ভাষা। কেহ কাহারও লিখিত গ্রন্থমধ্যে ব্যাকরণ বা অলঙ্কারগত দোষ দেখাইলে গ্রন্থকার তারতম্যে বলিয়া থাকেন, ব্যাকরণাদির বন্ধন স্বাধীন-তার বিধাতক, উহা স্বাধীন জীবের উপযুক্ত নহে। এই অকাটা যুক্তির (যাহার মূলে কিছু-মাত্র প্রমাণ নাই) অনুসরণ করিয়া নব্য বঙ্গবাদী অলঙ্কারশাস্ত্রকে শতমুখী প্রহারে বিদূরিত, ব্যাকরণকে পদদলিত ও শব্দশাস্ত্রকে প্রহারজর্জরিত করিয়া, যাহা মনে আইসে, তাহাই

লিখিয়া আপনাদিগকে গ্রন্থকার নামের উচ্চ গৌরবের অধিকারী করিবার চেষ্টা করেন। কেবল ইহাই নহে, স্বদূর পশ্চিম দেশ হইতে সে সকল অভিনব ভাব এদেশে উপস্থিত হইতেছে, সে গুলিকে বিকৃত করিয়া আপনাদিগের ধর্ম ও জাতীয় ভাবের মূলে কুঠারাবাত করিবার প্রয়াস করেন। তাঁহাদের গ্রন্থপাদনের বিষয় ফল ভক্ষণ করিয়া যে, তাঁহাদেরই প্রিয়তম সন্তানসন্ততিগণ মানবজীবন হারাইবেন, একথা একবারও ভাবেন না। গ্রন্থকার হইবার বাসনা তাঁহাদের দূরদৃষ্টিকে একবারে নষ্ট করিয়া দেয়।

গ্রন্থসংখ্যার আধিক্য হইতে থাকিলে ভাল মন্দ উভয় প্রকার গ্রন্থই জন্ম লাভ করে; যে গুলি অপকৃষ্ট, কালে সে গুলি আপনা আপনিই নষ্ট হইয়া যায়। ভাল গুলি মাথা তুলিয়া দেশের উপকার সাধন করে। কিন্তু আমাদের সে আশাও বড় একটা নাই। কেন না এই যে রাশি রাশি বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, ইহার মধ্যে কয়খানি মাথা তুলিবার উপযুক্ত? যে দুই এক খানি ভাল গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে, তাহা এই আবর্জনারাশির মধ্যে ডুবিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। সেগুলি আবর্জনার মধ্যে এমন লুক্কায়িত হইয়া থাকে যে, তৎসমুদয়ের সন্ধান পাওয়া ভার। সমালোচনা দেখিয়া, ভাল পুস্তকের সন্দর্শন পাওয়ারও আমাদের কোন উপায় নাই। কোন যোগ্য ব্যক্তিই সমালোচনাকার্যে ব্রতী নহেন। সচরাচর যাহারা গ্রন্থের সমালোচনা করেন, সমালোচনাকার্যে সমধিক সময় ক্ষেপণ করা তাঁহাদের পক্ষে চঃসাধ্য। সকলের উপযোগী শক্তিও নাই। তন্নিম্ন উপরোধ অনুরোধেও অনেক সমালোচক পুস্তকের দোষাদির বিষয় উল্লেখ না করিয়া, অথবা গুণানুবাদই করিয়া থাকেন। অনেক সময়ে আমরা কোন পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসাবাদ শুনিয়া, আগ্রহসহকারে সেই পুস্তক পাঠ করিয়াছি, কিন্তু শেষে দেখি আমরা বড়ই প্রতারিত হইয়াছি। কাষেই এক্ষণে উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত হইলেও তাহা সাধারণে প্রচারিত হওয়া সূচকটিন। অন্ততঃ এ বাধা নিবারণ জ্ঞাত সাহিত্যপ্রকাশ সম্বন্ধে একটি অনুশাসন আবশ্যক, এবং সকল গ্রন্থের যাহাতে প্রকৃত সমালোচনা হয়, তাহার উপায় বিধান করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাহা হইলে অচিরে কুসাহিত্যের আধিপত্য লোপ হইয়া সুসাহিত্যের বিস্তৃতি সম্পাদিত হইবে।

অনেকে হয় ত বলিবেন, আমাদের ক্ষুরগোমুখ ভাষার প্রতি এক্ষণে কড়াকড়ি করিলে ইহার উন্নতির ব্যাঘাত হইবে; যখন শিশু হাঁটিবার চেষ্টা করে, তখন অনেকবার পড়িয়া ব্যথা পায় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যদি পড়িয়া যাইবার ভয়ে শিশুকে হাঁটিবার চেষ্টা করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে শিশু যেমন হাঁটিতে শিখিবে না, সেইরূপ আমাদের শিশু সাহিত্যের উদ্যমে ব্যাঘাত দিলেও সাহিত্যপ্রকাশ এককালে বন্ধ হইয়া যাইবে। আমরা কিন্তু তাঁহাদেরই উদাহরণ অনুসারে বলিতেছি যে, শাসনব্যতিরেকে ভাল সাহিত্য জন্মিবে না; কেন না শিশুকে হাঁটাইবার সময় মাতা সর্বদা তাহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। যদি কাহারও দৃষ্টি শিশুর হাঁটা শিখিবার সময় না থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় শিশু হত বা ভগ্নদেহ হইবে;

উপযুক্ত দৃষ্টি না রাখিলে আমাদের সাহিত্যশিশুর দশাও ঠিক ঐরূপ হইবে। যদি বাস্তবিকই স্তম্ভিত করিলে সাহিত্যচর্চার লোপ হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে, এখন শিশুর হাঁটিবার উপযুক্ত বয়স হয় নাই—সাহিত্য লিখিবার ক্ষমতা আমাদের জাতির মধ্যে এখনও উদ্ভূত হয় নাই। তাহা হইলে বলিতে হইবে “দৃষ্ট গুরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল”।

ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, কতকগুলি স্কুলের শিশুদের পাঠ করিবার পুস্তক, কতকগুলি নাটক নবেল ও কতকগুলি কবিতাপুস্তকের সমষ্টিকেই এক্ষণে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্য বলিয়া থাকি। বাস্তবিক ঐ তিন শ্রেণীর পুস্তক বাদ দিলে আমাদের ভাষায় পুস্তক আছে বলিয়াই বোধ হয় না। থাকিবার কথাও নয়, কারণ আমাদের উচ্চ শিক্ষা বাঙ্গালা ভাষা দ্বারা হয় না। পূর্বে সংস্কৃত পুস্তক পড়িয়া পণ্ডিত হইতে হইত, এইক্ষণে ইংরাজিতেই উচ্চ শিক্ষা সম্পন্ন হয়। দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি যাহা কিছু স্কুল কলেজে অধ্যয়ন হয়, তৎসমস্তই ইংরাজী। কেহ ইচ্ছা করিয়া ঐ সকল বিষয়ে বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করিলে, কেহই তাহা পড়েন না, গ্রন্থকারের শ্রম ও অর্থ ব্যর্থ হয়। এজন্য উচ্চ বিষয়ের গ্রন্থ কেহই লেখেন না। যদি তাহাই হইল, তবে ছাই ভস্মের রাশি লইয়া আমরা কি করিব ? স্কুলের গ্রন্থ প্রায়ই ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদ এবং সে সমস্তই প্রায় এক ধরণের। তাহারও যে কয়েকখানি স্কুলে পাঠ্য রূপে নির্বাচিত হয়, সে কয়েক খানিই কেবল সেই সেই স্কুলের ছাত্রেরা পাঠ করে, আর কেহই স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ পাঠ করেন না। নাটক নবেল ও পঞ্চগ্রন্থ-গুলি এক্ষণে আমাদের নারীসমাজের একচেটে বলিলেই হয়। নবীনা রমণীরা ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞান পায় পরিদর্শন করেন। আর ঐ সকল পুস্তক পাঠ করেন শিক্ষাভিমানী যুবকদল; যে যুবকদল বাঙ্গালা বিদ্যালয়েই পাঠ সমাপন করিয়াছেন, অথবা কিছু দিন ইংরাজি বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া আপনাদিগকে কৃতবিদ্য মনে করেন, সেই যুবকদল ঐ সকল কাব্য পাঠ করেন। উহা নামে বাঙ্গালা, কিন্তু বাস্তবিক উহা ভাষান্তরিত ইংরাজি। সে সকল রেনল্ড্ প্রভৃতি গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ বা তদনুরূপ গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। ফলতঃ সমস্তই বিলাতী ভাবে পূর্ণ। যুবক যুবতীরা সেই বিলাতী ভাবের কাব্য পাঠ করিয়া, বিলাতী ভাবেই পূর্ণ হইতেছেন। বিলাতের যাহা ভাল, তাহা তাঁহাদের গ্রহণ করিবার উপযুক্ত জ্ঞান জন্মে নাই; বাহা মন্দ, কাব্যাদিতে তাহার সুন্দর চিত্রমাত্র দর্শন করিয়া, তাহারই ভক্ত হইতেছেন। ফল হইতেছে, স্বেচ্ছাচারপ্রবৃত্তি। কেহই এখন পিতা মাতাকে ভক্তি করেন না, গুরুজনকে শ্রদ্ধা করেন না, দীন দরিদ্রকে দয়া করেন না, কেবল বেশবিজ্ঞানের ও বাক্যের আকর্ষণ। যুবতীগণের গৃহকার্য্যে মন নাই, রন্ধনে প্রবৃত্তি নাই, সন্তানপালনে যত্ন নাই, কেবল বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া চিত্রিত পুণ্ডলির ভ্রাম্য বসিয়া থাকেন, এবং নাটক নবেলের রসাস্বাদনে মোহিত হইয়েন। স্বামীর প্রতি ভক্তি নাই, ভালবাসা নাই, কেবল তাহার উপর প্রভুত্বস্থাপনেই ব্যস্ত; love (প্রেম) নামক বিলাতী কল্পনাসম্বৃত অনৈসর্গিক, অহিতকর ভাব গ্রহণ করিতেই লোলুপ। বাস্তবিক আজি কালি দেশের যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার

বর্ণনা করা একান্ত দুঃসাধ্য। সাহিত্যবিষয়ে আলোচনা করিতে বসিয়া, সে চিত্র অঙ্কিত করাও অপ্রাসঙ্গিক। পঞ্জাচনা বালকদের একচেটিয়া বলিলেই হয়। কেন না এক্ষণে পদ্য লেখা খুবই সহজ। এক্ষণে আর পদ্যে অক্ষর মিলাইতে হয় না। অমিত্রাক্ষর পদ্যের গৌরব বৃদ্ধি হওয়ার, ষাঁহাদের অক্ষর মিলাইবার শক্তি নাই, তাঁহারা কবিতা লিখিয়া অধিকতর যশস্বী হইবার আশা করেন। বাঙ্গালা কবিতায় মাত্রা নাই, ছন্দোবন্ধনেরও কাঠিগ্র নাই, কোন প্রকারে অক্ষরসংখ্যা ঠিক রাখিতে পারিলেই হইল; তাহারও পথ এক্ষণে অতি সহজ হইয়াছে। কেন না, কবির ইচ্ছা করিলেই কোন শব্দের বর্ণসংখ্যা কমাইতে ও বাড়াইতে পারেন। যতির জন্তও এক্ষণে কবিদিগকে বেশী ভাবিতে হয় না, যেহেতু এখন পদের শেষে শ্বাসপতন করিবার প্রয়োজন নাই, যেখানে ইচ্ছা, সেই খানেই শ্বাসপতন করিতে পারা যায়। তাহার পর অর্থ। সে বিষয়েও কোন ভাবনাই নাই; কর্তা কর্ম ক্রিয়া সমস্তই এখন উহা রাখা চলে। বিলাত হইতে চিহ্ন নামে কতকগুলি বর্ণ আসিয়াছে; এক্ষণে তাহারই সাহায্যে ভাষার অর্থ করিতে হয়।

এইরূপ নানা প্রকার কলের সাহায্যে গদ্য ও পদ্যগ্রন্থ জন্ম লাভ করিতেছে। কিন্তু সে সকল দ্বারা দেশের কি উপকার হইতেছে? প্রখ্যাতনানা গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের বিদ্যা-সুন্দর অতি সুললিত গ্রন্থ। এমন কি বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্যন্ত যত গ্রন্থ প্রচলিত হইয়াছে, বোপ হয়, কোনখানিই উহার স্তায় সুমধুর নহে। কিন্তু উহা অল্লীল বলিয়া তাদৃশ আদরণীয় নহে। জিজ্ঞাসা করি, এক্ষণে যে সকল নাটক নবেল প্রকাশিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশেরই ঐ গুণ ছাড়া, কি আর কোন গুণ দেখিতে পাওয়া যায়? কখনই না। প্রভেদ এই, এখনকার কাব্যাদির অল্লীলতা বিলাতী চাকচিক্যময় বেশে প্রতিভাত। ঐ অল্লীলতা একটু প্রচ্ছন্ন। ঐ প্রচ্ছন্ন অল্লীলতা পরোমুখ বিষকূস্তের স্তায়, মধুরভাবী প্রেতারক বন্ধুর স্তায় আমাদের নানা অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। অতএব ষাঁহারা ভয় করেন, পাছে সাহিত্যকে নিষমিত করিতে গেলে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রাচুর্য্য কমিয়া যায়, তাঁহাদের এই বলিয়া সাঙ্কনা লাভ করা করা উচিত যে, যে সাহিত্য দেশের এবস্থিধ ছরবস্থার কারণ, অথবা অন্ততঃ যে সাহিত্য দেশের ছরবস্থামোচনে সমর্থ হইতেছে না, তাহার অল্পত ত দূরের কথা, তাহার লোপ হইলেই মঙ্গল। পূর্বে লোকে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া সুনীতিসম্পন্ন হইতেন; এক্ষণে উল্লিখিত নূতন ধরণের আন্তঃপ্রীতিকর নাটক নবেল পাইয়া, সকলে সে সকলের পাঠনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এ কুসাহিত্যের লোপ হইলে যদি বাস্তবিকই তাহার স্থানে নূতন সুসাহিত্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে আবার রামায়ণ মহাভারত তাহার স্থান অধিকার করিবে। এইরূপ হইলে উন্নতি না হউক, অবনতির হস্ত হইতে আমরা রক্ষিত হইব। অতএব সাহিত্যকে নিয়মাবধী করিতে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই।

এক্ষণে কথা এই, সাহিত্যকে নিয়মিত করিবে কে? রাজা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না, করিলেও তাহাতে সুফল ফলিবে না। আলঙ্কারিকেরও এক্ষণে সে প্রভূতা নাই। তবে কে সাহি-

তাকে সুপথে চালাইবে ? চালাইবার লোক নাই বলিয়াই ত সাহিত্যের ঈদৃশ ছুরবস্থা হইয়াছে । কিন্তু এক্ষণে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সাহিত্য-পরিষদ এই তার গ্রহণ করিতে পারেন । বিদ্বজ্জনের সমষ্টির নামই সাহিত্যপরিষদ ; প্রকারগণও তাহার অন্তর্গত । সুতরাং সাহিত্য-পরিষদের শাসন অতি তীব্র হইবার সম্ভাবনা নাই, কেহই এ শাসনে উৎপীড়িত হইবেন না ; কেন না ইহা এক প্রকার স্বকৃতশাসন ।

যদি কেহ মনে করেন, সাহিত্যপরিষদের এরূপ পদ গ্রহণ করিবার অধিকার নাই, তাহা হইলে আমরা বলিব সাহিত্য-পরিষদের কোন প্রয়োজনই নাই । কি কার্য সাধন জন্ত পণ্ডিতগণ মিলিত হইয়াছেন ? তাঁহারা যে পারিভাষিক শব্দ প্রস্তুত করিতেছেন, পারশু নামের বানানের নিয়ম নির্দেশ করিতেছেন, তাঁহাদের সে অধিকার আছে, কি প্রকারে বলা যায় ? বাস্তবিক এ আপত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর । এ অধিকার তাঁহাদের আছে । ভাল করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে, মন্দ করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই । ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া শাসন করিলে মন্দ হইবারই সম্ভাবনা । আধুনিক বিদ্বজ্জনগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ; ধর্ম্মনাতি ও সমাজনৈতি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন মত, সেইজন্ত আপাততঃ কোন সম্প্রদায়েরই বিরুদ্ধাচরণ না হয়, এরূপভাবে সমালোচনা করিলেই চলিতে পারে । কালে যখন সাম্প্রদায়িক ভাব কমিয়া বাইবে, তখন অসঙ্কচিত ভাবে নিয়ম করিতে পারা যাইবে ।

পশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে এ দেশের শিক্ষিতগণের মতি গতি অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে । শিক্ষিতগণ বৃদ্ধিাছেন, এ দেশের রীতি নীতি অপেক্ষা পশ্চাত্য রীতি নীতি অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট । সেই সংস্কার প্রভাবে তাহাতে অশিক্ষিত জনগণ তাঁহাদের মতানুবর্তন করে, তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন । নানা প্রকার যুক্তি দ্বারা তাঁহারা পশ্চাত্য মতের সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন । সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রাদিতে সচরাচর এই সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে । কিন্তু তাঁহাদের মত বাস্তবিক সত্য কি না, তাহা অদ্যাপি নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হয় নাই, বরং কতকগুলি মত বে, ভ্রান্তিদুল্ল, তাহাই সম্রমাণ হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে । এরূপ প্রবন্ধ কুপথপ্রদর্শক হইলেও তাদৃশ অনিষ্টকর নহে ; কারণ তাহাতে তর্কযুক্তি আছে, বুদ্ধিমান লোকে সেই সকল যুক্তির আলোচনা করিয়া সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা করিতে পারেন । আমাদের জাতিভেদপ্রথা, আমাদের বিধবাগণের ব্রহ্মচর্যা, আমাদের বিবাহ-প্রথা প্রভৃতি আমাদের অধঃপতনের কারণ, পশ্চাত্য বিদ্যাপ্রভাবে এই তত্ত্ব অবগত হইয়া, আমাদের শিক্ষিতগণ নানাবিধ তর্কযুক্তি দ্বারা সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন । কেহ বুঝিতেছেন, কেহ বা বুঝিতেছেন না ; আবার কেহ বিপরীত প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন । ইহা দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে অনিষ্ট হইলোও, পরিণাম শুভকর হওয়ার সম্ভব । যুক্তিপথের অনুসরণ করিতে করিতে একদিন নিশ্চয়ই প্রকৃত সত্য নির্ণীত হইবে, এবং পূর্ব প্রথামধ্যে অপ্রোচ্ছন্নভাবে যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছে, সমধিক আলোচনাপ্রভাবে তাহা পরিজ্ঞাত

ও পরিত্যক্ত হইবে। সেইজন্তই বলি, তর্কযুক্তিময় প্রবন্ধ অনিষ্টকর নহে। কিন্তু যাহারা কাব্যনাট্যাদিতে ঐ সকল অমীমাংসিত বিষয় মৃদুস্বভাব ভাবে সুরঞ্জিত করিয়া বর্ণন করেন, তাঁহারা দেশের অতিশয় অনিষ্ট সাধন করেন। কেন না তাঁহারা তাহার সুন্দর অংশটি মাত্র অধিকতর সুন্দর করিয়া দেখান। অশিক্ষিতগণ যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধাদি পাঠ করে না, কেবল নাটক নবেলই তাহারা পড়িয়া থাকে। তাহারা সে সকলের অনিষ্টকর ভাগ দেখিতে পায় না, কায়েই সুন্দর অংশের সেই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তাহার পক্ষপাতী হয় ও তদনুসারে আচারপরায়ণ হইতে সক্ষম হইয়া উঠে। এইজন্ত দূর্বদর্শী গ্রন্থকারগণ কাব্যনাট্যাদিতে জাতীয় ভাবের বিরোধী বিষয়ের বর্ণনা করেন না; কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয়, আজি কালি লক্ষপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারগণেরও দৃষ্টি সে দিকে কিছুমাত্র নাই।

এই স্থানে আমরা কয়েকজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ লেখকের লিখিত কাব্য হইতে এই বিষয়ের সমালোচনা করিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করি। এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা দেখিতে পাই যে, পূর্ববর্তী লেখকগণ অপেক্ষা এক্ষণকার লেখকগণের এ বিষয়ে অধিকতর পদস্থলন হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা এ দেশের শিক্ষিতগণের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছিল। তখন শিক্ষিতগণ এ দেশের সমস্তই মন্দ ও পশ্চিমভূমির সমস্তই ভাল চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু স্বথের বিষয় এই যে, সেই যোর পাশ্চাত্যাবাসগণের লিখিত কাব্যাদিতে পাশ্চাত্য ভাবের তেমন সুন্দর মূর্তি অদ্বিত দেখা যায় না। এখন পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তৃত হইয়াছে, ছড়ান তুল রাশির মধ্য হইতে এক্ষণে কাকর বাছিয়া লইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, তাঁহারা তুল পরিচয় করিয়া কাকরই লইতেছেন। মাজিয়া ঘষিয়া কাকরগুলিকে সুন্দর করিয়া তুল বলিয়া বিতরণ করিতেছেন। অনিষ্টকর পাশ্চাত্য বিষয়গুলিকে মধুময় করিয়া দেখাইয়া লোকের মন মুগ্ধ করিতেছেন।

প্রখ্যাতনামা রাজা রামমোহন রায়কেই আমাদের নব্য সাহিত্যের প্রথম পথপ্রদর্শক বলিতে হয়। তিনি অনেক প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার কৃত কোন কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার পরে সর্বপরিচিত বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গসাহিত্য-সংসারের নেতৃত্বপদে অধিরোহণ করেন। তিনিও কোন মূল কাব্য লিখেন নাই, যে সকল কাব্য লিখিয়াছেন, তৎসমস্তই গ্রন্থবিশেষের অনুবাদবিশেষ। তাহার পরে মাইকেল মধুসূদন দত্ত পদ্য এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গদ্য কাব্যের পথপ্রদর্শক। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারাই বঙ্গ সাহিত্যকে প্রথমে নূতন পথে চালিত করেন। কিছু কিছু মৌলিকতা ইহাদেরই কাব্যে প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায়। মধুসূদন রামায়ণ মহাভারতাদি অবলম্বন করেন, ইংরাজি গ্রন্থের ছায়া বঙ্কিমের অবলম্বনীয় হয়। মধুসূদনের হৃদয় পাশ্চাত্যভাবে এরূপ পূর্ণ হইয়াছিল যে, তিনি স্বীয় পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন, এবং পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবে বিচরণ করিতেন। তথাপি তাঁহার কৃত গ্রন্থাবলী মধ্যে আমাদের আচারবিরুদ্ধ বিষয়ের আধিক্য দেখা যায় না। তাঁহার ভাষা, ভাব ও লিপিপ্রণালী পাশ্চাত্যাবাস্য হইলেও পাশ্চাত্য রীতি-

নীতির প্রলোভনজনক নহে। বরং “একেই কি বলে সভ্যতা?” নামক গ্রন্থে পশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণের যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে পশ্চাত্য প্রণালীর প্রতি স্বর্ণাই দেখান হইয়াছে। এ গ্রন্থ আমাদের পতনোন্মুখ সমাজের অনেক উপকার সাধন করিয়াছে। তাঁহার কৃত ব্রজাঙ্গনা কাব্য পাঠ করিয়া কেহই মনে করিতে পারেন না, যে ইহা কোন অভক্তের লেখা।

—আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পশ্চাত্য ভাবে গঠিত হইয়াছিল। শেষকালে তাঁহার মত সমস্ত পরিবর্তিত হইলেও, প্রথমে তিনি গোড়া পশ্চাত্যবিষয়ানুরাগী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন কাব্য হিন্দু রীতি নীতি ও হিন্দুভাবের বিরোধী নহে। প্রচ্যুত তাঁহার কাব্যগুলিতে তিনি অহিন্দু ভাবের অপকর্ষই সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য অনেক পরিমাণে মৌলিক, অর্থাৎ তৎকৃত কাব্য সকলের মধ্যে যে সকল দ্বিপাক্ষকবোধগম্য আছে, তাহার অবিকাংশেরই চিত্র তাঁহার নিজের অঙ্কিত। তিনি যেমন ইচ্ছা করি হন, সেই প্রকারেই তাঁহার গ্রন্থোক্ত দ্বীপুত্রগণের চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন। ষ্টুড্যান্টিক যুক্তিগর্ভ প্রবন্ধাদিতে তিনি পশ্চাত্য রীতি নীতি সকলের উৎকর্ষ সপ্রমাণ করিয়া কট্টা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন কাব্যে কোন বিরোধী বিষয়ের উৎকর্ষ প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার সমস্ত কাব্যেই জাতীয় ভাব পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে। যেখানে যেখানে কোন নাস্তিক নাস্তিকের চিত্রে পশ্চাত্য ভাব দেখা দিয়াছে, সেইখানেই অমনি তাহার কুফলের সঙ্গে অপকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থগুলি হইতে ঐ সকল বিষয়ের সমালোচনা করিয়া দেখাইতে হইলে, একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। এস্থলে তাহা নিতান্ত অসম্ভব। বঙ্কিম বাবুর মত শেষ বয়সে অনেক পরিবর্তিত হইয়াছিল অর্থাৎ শেষে তিনি অনেক পরিমাণে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। সেইজন্য আমরা তাঁহার শেষ বয়সের লিখিত পুস্তকের কথা কিছু বলিব না; যে সময়ে তিনি পশ্চাত্যভাবে নিমগ্ন, কেবল সেই সময়ের লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু দেখাইবার চেষ্টা করিব।

বঙ্কিম বাবু যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ গুরুর চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তৎসমস্তই শাস্ত্রনির্দিষ্ট ব্রাহ্মণ গুণসম্পন্ন, সকলেরই কিছু না কিছু যোগবল আছে, সকলেই মহাপণ্ডিত, সকলেই পরিণামদর্শী ও আপাতসুখসেবনে সকলেই বিরত। তাঁহার মাধবাচার্য্য, তাঁহার রামানন্দ স্বামী, তাঁহার চন্দ্রচূড়, সকলেই বিলক্ষণ ভক্তির পাত্র। তাঁহাদের অধ্যবসায়, তাঁহাদের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, তাঁহাদের স্বজনহিতৈষণা অতি অদ্ভুত ও হিন্দুভাবাপন্ন, সকলেরই তাহা শিক্ষণীয়। ইহ সংসারের স্বার্থপরতাজনিত সামান্ত সুখ তাঁহাদের প্রদর্শিত সুখের নিকট নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তিনি যে সকল জীচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তৎসমস্তই হিন্দু-নারীর চরিত্র। বিমলা চরিত্রে কিয়ৎপরিমাণে পশ্চাত্যভাবের সমাবেশ হইয়াছে অর্থাৎ বিমলা কিছু স্বাধীনা, কিছু অগল্ভা; কিন্তু বিমলা সেই স্বাধীনভাবে বিচরণেই বীরেন্দ্রসিংহের সর্বনাশ সাধিত হইল। বিমলা যে রজনীতে জগৎসিংহের সহিত দেখা করিবার জন্য শৈলে-

ধরেব মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন, সেই রজনীতে বিমলাকর্তৃক মুক্ত বাতায়নপথে কতলু খার সেনানী ওস্মান খাঁ বীরেন্দ্র সিংহের দুর্গে প্রবেশ করেন এবং বলপ্রদর্শনে বিমলার নিকট হইতে দুর্গের সমস্ত চাবি লইয়া দুর্গ অধিকার করেন।

বন্ধিম বাবুর কোন নায়ক নায়িকারই অসবর্ণ বিবাহ হয় নাই, কোন বিবাহই অহিন্দু মতে সম্পন্ন হয় নাই। তিনি যে, কেবল শাস্ত্রসম্মত ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন, তাহা নহে; সামাজিক নিয়মেরও কোন থানে ব্যতিচার হইতে দেন নাই। বীরেন্দ্র সিংহ বিমলার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, সেই প্রণয়াকাজ্ঞা পরিতৃপ্তির আশায় চোরের ভায়ে অস্ত্রের গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তথাপি শূদ্রাগর্ভজাত বাঁলয়া বিমলাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই; দাসীভাবে বিমলা চিরকাল বীরেন্দ্রের গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বিমলার গর্বেও কোন সম্মানও জন্মগ্রহণ করে নাই। কপালকুণ্ডলা কাপালিকের হস্ত হইতে নবকুমারের প্রানরক্ষা করিয়াছিলেন। এজন্য কাপালিকের আবাসে কপালকুণ্ডলার আর স্থান হইবে না, প্রত্যুত দর্শন পাইলে কাপালিক নিশ্চয়ই তাঁহার প্রাণসংহার করিবেন। কুমারের সঙ্গে যাওয়া ভিন্ন তাঁহার প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায় নাই। কিন্তু, অপরিচিত যুবকের সহিত যুবতী কপালকুণ্ডলার যাওয়াও ত উচিত নয়। সুতরাং সমস্ত উহাদের পরস্পরের বিবাহ ভিন্ন কপালকুণ্ডলার ধর্ম ও প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায় ছিল না। এ অবস্থায় আধুনিক অনেক গ্রন্থকার তাঁহাদের জাতির কথা যে, তুলিতে নাই এবং বিবাহ যে, গান্ধার্ষি পিয়নেই সম্পন্ন করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বন্ধিম বাবু একপুত্র প্রয়োজনীয় স্থলেও তাহা করেন নাই। তিনি অধিকারীকে কৃত্যকর্ত্তা করিয়া তাঁহার দ্বারা যথানিয়মে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। অধিকারী অগ্রে নবকুমারের পরিচয় লইলেন; তাঁহার গাঁই, গোত্র প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া, যখন জানিলেন, বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত হইতে পারে, তখন নবকুমারের নিকট বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, পরে অবিকারী পুঁথি দেখিয়া লগ্ন স্থির করিলেন এবং তাঁহাদের উভয়কেই যথাবিধানে উপবাসাদি করাইয়া তাঁহাদের পরিণয় কার্য সম্পাদন করিলেন। “এ অবস্থায় যতদূর সম্ভব ততদূর যথাশাস্ত্র কার্য হইল।”

মাধ্যাকর্ষণ যেমন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, ভালবাসা সেইরূপ আমাদের সমাজকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ভালবাসা বা প্রণয় না থাকিলে সমাজের স্থিতি হয় না। এই প্রণয় পাত্রভেদে ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হয়। কিন্তু প্রণয় এক পক্ষের মধ্যে জন্মিলে সে প্রণয় দ্বারা কোন কার্য হয় না, উভয় পক্ষে প্রণয় জন্মিলে তবে সে প্রণয়ে মনুষ্যের সুখ ও কার্য্য হয়। কিন্তু প্রণয় সকল অবস্থায় স্থায়ী হয় না, অনেক সময়েই কোন কারণ ঘটলে প্রণয়ভঙ্গ হইয়া যায়। অতি গভীর প্রণয়ও সামান্য কারণে ভাঙিয়া যায়। যেখানে প্রণয়ীদিগের উভয় পক্ষে সাম্য ভাব, সেই খানেই ঐরূপ প্রায়ই ঘটে। যেখানে এক পক্ষের প্রণয় অল্প অপেক্ষা গভীর, সেখানে সহজে প্রণয়-

ভঙ্গ হইতে পারে না। মাতা পুত্রকে ভাল বাসেন, পুত্রও মাতাকে ভাল বাসে, কিন্তু পুত্রের ভালবাসা অপেক্ষা মাতার ভালবাসার পরিমাণ অনেক অধিক। এজন্ত মাতা-পুত্রের প্রণয়ভঙ্গ প্রায়ই হয় না। পুত্র অপেক্ষা পিতার ভালবাসা অধিক, কিন্তু মাতার তুল্য নহে। সেই জন্ত পিতাপুত্রে কখন কখন বিচ্ছিন্ন হইতে দেখা যায়। অনেক পিতা অযোগ্য পুত্রকে ত্যাগ করেন; কিন্তু মাতা কখন পুত্রকে ত্যাগ করেন না। “কুপুত্র হয়েছ তুমি, কুমাতা হব না আমি” ইহা চিরকালের প্রবাদ। ভাইয়ে ভাইয়ে যে প্রণয়, তাহা প্রায়ই উভয় পক্ষে সমান ভাবাপন্ন। সেই জন্ত সামান্য কারণে, বিষয়ের সামান্য প্রলোভনে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটে।

উপরে যে সকল প্রণয়ের কথা বলা হইল, তৎসমস্তই জন্মসদৃশজাত বা সহজ। কিন্তু গুরুভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা, বন্ধুপ্রীতি ও দাম্পত্য প্রেম,—এগুলি সহজ নহে, কারণ এগুলি কারণজ প্রণয়গুণ ও রূপসাপেক্ষ। তন্মধ্যে দাম্পত্য প্রণয় সংসারবন্ধনের মূলীভূত কারণ। দাম্পত্য প্রণয় স্থায়ী না হইলে সংসার সুখের স্থান হয় না, এমন কি সংসারই হয় না। কেন না কি পিতৃমাতৃভক্তি, কি মৌভাব, সমস্তই দাম্পত্যসাপেক্ষ। সেই জন্ত দাম্পত্য প্রণয়কে দৃঢ় ও স্থায়ী করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু যে প্রণয় রূপ বা গুণের জন্ত উৎপন্ন, তাহা রূপের ও গুণের অভাবেই লোপ পাইবে। আজ বাহাকে রূপ বা গুণ সম্পন্ন দেখিলাম, কিছু দিন পরে তাহার সে রূপ বা গুণ না থাকিতে পারে, অথবা পরে অধিকতর রূপ গুণ-সম্পন্ন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। তখন ত প্রণয়ের ব্যাঘাত জন্মিবে। এই জন্ত যেখানে স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়ের প্রণয় সমান, সেখানে একের সামান্য দোষে বা রূপ গুণের অল্পতা হইলে প্রণয় ভঙ্গ হইয়া যায়; কিন্তু একের প্রণয়ের গভীরতা যদি অধিক হয়, তবে সহজে সে প্রণয়ভঙ্গ হইতে পারে না। পুত্র অতিশয় মন্দ হইলেও মাতার প্রণয় টলে না, সেই জন্ত কোন পুত্রই মাতার সে প্রণয়বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় না, বার বার ইচ্ছা করিলেও পুত্র মাতাকে এককালে ছাড়িতে পারে না। ঐরূপ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যদি একের প্রণয় অধিক হয়, তাহা হইলে অধিক প্রণয়ীর হস্তে অল্প-প্রণয়ীর প্রণয়-বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে না। তাই আমাদের শাস্ত্রকারেরা বাহাতে স্ত্রীর প্রণয় স্বামীর অপেক্ষা অধিক হয়, তাহার ব্যবস্থা ও উপায় করিয়া দিয়াছেন। সেই ব্যবস্থা অনুসারে আমাদের নারীগণ পতিকে দেবতার স্তায় দেখেন—পতিকৃত অনেক অত্যাচার অনায়াসে সহ করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের নিয়ম ভিন্ন প্রকার। পাশ্চাত্য সমাজের মতে ইহাকে প্রণয় বলে না, ইহার নাম দাসীবৃত্তি। পাশ্চাত্য সমাজে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের প্রণয় ঠিক সমান হওয়া চাই, ইহার নাম love (প্রেম)। একটু ইতর বিশেষ হইলে তাহাকে প্রেম বলিতে পারা যায় না। এক্ষণে আমাদের যুবকেরা প্রেম প্রেম করিয়া পাগল হইয়াছেন, তাঁহারা আর গৃহিণীকে দাসীপদে রাখিতে চাহেন না। এখনকার যত কাব্য, প্রায় সমস্তই ঐ প্রেম লইয়া। জাতিভেদ উঠাইতে না পারিলে, বিধবাবিবাহ চালাইতে না পারিলে এবং আপন আপন পছন্দ মতে বিবাহ

করিবার প্রথা চালাইতে না পারিলে প্রেম জন্মিবার সুবিধা হয় না, সেই জন্তই অনেক কাব্যকার ও পাঠক ঐ সকল চালাইবার জন্ত এত যত্নশীল। আমাদের বন্ধিম বাবুর কাব্যে সে ভাব বড় নাই। তিনি স্পষ্টই প্রেমের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। বন্ধিম বাবু বলেন, “প্রেম কি, তাহা আমি জানি না। দেখিল আর মজিল, আর কিছু মানিল না, কই এমন দাবানল ত সংসারে দেখিতে পাই না। প্রেমের কথা পুস্তকে পড়িয়া থাকি বটে, কিন্তু সংসারে ভালবাসা, বেহ ভিন্ন প্রেমের অত কোন সামগ্রী দেখিতে পাই নাই, স্মরণে তাহার বর্ণনা করিতে পারিলাম না। প্রেম, যাহা পুস্তকে বর্ণিত, তাহা আকাশ-কুসুমের মত কোন একটা সামগ্রী হইতে পারে, যুবকযুবতীগণের মনোরঞ্জন জন্ত কবিগণ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে বোধ হয়।”

স্বর্গামুখী ও ভ্রমরের চিত্র আঁকিয়া বন্ধিম বাবু ঐটি পরিদার রূপে দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ জীপুরুষের প্রণয়সামো কি ভয়ানক অনিষ্ট, তাহা ভ্রমরের চিত্র দ্বারা এবং জীৱ দাসী ভাবে কি উৎকার, তাহা স্বর্গামুখীর চিত্র দ্বারা পরিদার রূপে বুঝাইয়াছেন। এই দুইটি চিত্র পাশাপাশি করিয়া দেখিলে স্পষ্টই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। ভ্রমর ও স্বর্গামুখী, উভয়েই সমান গুণবতী, উভয়েই স্বামীর প্রতি সমান অনুরাগিণী এবং উভয়েই স্বামীগতপ্রাণা। তাঁহাদের স্বামী গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্রনাথ, উভয়েই প্রভূত ধনশালী ; উভয়েই শিক্ষিত ও সচরিত্র এবং উভয়েই পদ্মগতপ্রাণ—উভয়েই প্রাণাপেক্ষাও পত্নীকে ভাল বাসিতেন। পরে ঘটনাবশতঃ গোবিন্দলাল ও নগেন্দ্রনাথ উভয়েরই মনে আর একটা রমণীর চিত্র অঙ্কিত হইল ও সেই রমণীর সহিত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা জন্মিল। ভ্রমর ও স্বর্গামুখী, উভয়েই তাহা জানিলেন। জানিয়া ভ্রমর পাশ্চাত্য সাম্য-পথ অবলম্বন করিলেন, স্বর্গামুখী হিন্দু দ্বার ভাবে রহিলেন। দুইজন দুই পথে গেলেন, ফলও দুই স্থানে দুই প্রকার হইল। ভ্রমর চিরহুঃখিনী হইলেন, গোবিন্দলাল উচ্ছিন্ন হইলেন এবং তাঁহার সংসার একবারে রসাতলে গেল। স্বর্গামুখী ও নগেন্দ্রনাথ, কিছু দিন হুঃখ পাইলেন বটে, কিন্তু শেষে উভয়েই যেমন সুখী ছিলেন, তেমনি সুখী হইলেন। ভ্রমর যদি স্বর্গামুখীর পথ অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি স্বর্গামুখী অপেক্ষাও সুখী হইতেন। স্বর্গামুখী কিছু দিন কষ্ট পাইয়াছিলেন, ভ্রমরকে এক দিনও কষ্ট পাইতে হইত না। কেন না গোবিন্দলাল অপেক্ষা নগেন্দ্রনাথের চরিত্রে অধিক দোষ জন্মিয়াছিল ; ঘটনাবলী গোবিন্দলালের চরিত্রদোষ জন্মিবার পক্ষে যত সহায় হইয়াছিল, নগেন্দ্রনাথের তত হয় নাই। রূপ-যৌবন-সম্পন্ন রোহিণী হরলালের জন্ত উইল চুরি করিয়া আনিয়াও, হাজার টাকার লোভ সম্বরণ করিয়া, সে উইল হরলালকে দেয় নাই, পরে গোবিন্দলালের হিতের জন্তে আপনার নিতান্ত বিপদসম্ভাবনা জানিয়াও, উইল যথাস্থানে রাখিতে গিয়া ধরা পড়িল। সেই অবস্থায় গোবিন্দলাল রোহিণীকে প্রথম দেখিলেন, তাঁহার প্রতি রোহিণীর আসক্তি জানিলেন, তৎসঙ্গে তাহার অতুল রূপরাশি দেখিলেন এবং তাঁহারই জন্ত তাহার যে জীদৃশ

হৃদঙ্গা, তাহাও বুঝিলেন। রূপ, যৌবন ও ভালবাসা এক সঙ্গে পাইলেন ; তাহার সঙ্গে দয়ার অবসর উপস্থিত। কয়জন লোক এ অবস্থা এড়াইতে পারে ? গোবিন্দলাল কিন্তু এ অবস্থাতেও ভিজিলেন না। তিনি জিতেন্দ্রিয়ার শ্রায়, বুদ্ধিমানের শ্রায় ভবিষ্যতে অনিষ্ট সম্ভাবনা বুঝিয়া, রোহিণীকে স্থানান্তর করিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু হ্রদদৃষ্টক্রমে তাহা ঘটিল না ; রোহিণী স্পষ্টই বলিল যে, গোবিন্দলালকে না দেখিয়া থাকিতে পারিবে না। তখন গোবিন্দলাল ভ্রমরকে অকপটে সমস্ত কথা বলিলেন, ভ্রমর দাসী দ্বারা রোহিণীকে বারুণীর পুকুরে ডুবিয়া মরিতে বলিয়া পাঠাইলেন। সেই কথায় রোহিণী মরিতে গেল। ঘটনাবশতঃ গোবিন্দলাল তাহার শেষ অবস্থায় তাহাকে জলতলে নিমগ্ন দেখিতে পাইলেন ; এক জন মনুষ্যের প্রাণ রক্ষা করা উচিত, কেবল এই বিবেচনায় তাহাকে তুলিলেন এবং বহু যত্নে তাহাকে বাঁচাইলেন। তদুপলক্ষে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই রূপযৌবনসম্পন্ন রমণী অসাবধান অবস্থায় তাঁহার নিকট থাকিল। তাঁহাকে না পাইয়াই সে এইরূপে প্রাণ বিসর্জন করিতেছে, তাহা মনে হইল, তৎসঙ্গে তাহার লাবণ্য-রাশি অজ্ঞাতসারে তাঁহার মন আকর্ষণ করিল, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন, সাবধানও হইলেন। রোহিণী দূরবর্তী হইতে অসম্মত হইয়াছে, আপনিই দূরবর্তী হইতে ক্লতসঙ্কল্প হইলেন, বুঝিলেন একটা সুন্দরী স্বরভী তাঁহাকে যে, প্রাণ ভরিয়া আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, তাঁহার বিষয় রক্ষা করিয়াছে এবং তাঁহারই জন্ত আপন জীবন তুচ্ছ করিয়াছে, সে রমণী নিকটে থাকিলে তাহাকে ত্যাগ করা বড় কঠিন হইবে। বাস্তবিক অতি অল্প লোকে ওরূপ অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে। ইহা ভাবিয়া একটা উপলক্ষ করিয়া দূরদেশে আপন জমিদারিতে গেলেন ; নিতান্ত ইচ্ছা, স্বীয় চরিত্রকে দূষিত করিতে দিবেন না।

এই ঘটনাবলী গোবিন্দলালকে পাপপঙ্কে নিমগ্ন করিবার জন্ত যত প্রবল বলে আকর্ষণ করিতেছিল, গোবিন্দলালও ততই সাধ্যানুসারে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভ্রমরের কর্ণে মিথ্যা সংবাদ আসিয়া পড়িল। যখন ভ্রমর গোবিন্দলালের বিচ্ছেদে বড়ই অটো ভাঙিয়াছেন, সেই সময়ে তিনি শুনিলেন, গোবিন্দলাল রোহিণীর প্রেমে মজিয়াছেন। তিনি বলেন যেন বিশ্বাস করিলেন না ; কিন্তু যখন বিশ্বাস করিলেন, তখন একবারে অধৈর্য হইলেন। তিনি গোবিন্দলালকে এই মর্শ্ববিদারক পত্র লিখিলেন ;—“যত দিন তুমি ভক্তির যোগ্য, তত দিন আমার ভক্তি, যত দিন তুমি বিশ্বাসী, তত দিন আমার বিশ্বাস ; এখন তোমার প্রতি আমার ভক্তিও নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার সুখ নাই। তুমি যখন বাটী আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া পত্র লিখিও, আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি পিত্রালয় যাইব।” ভ্রমর যে তাঁহাকে এরূপ পত্র লিখিতে পারেন, তাহা গোবিন্দলাল প্রথমে বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু সেই সময়ে রোহিণীর খুঁড়ার লিখিত আর এক পত্র পাইলেন। তাহাতে লেখা আছে, তিনি (ভ্রমর)

রাষ্ট্র করিরাছেন যে, তুমি ( গোবিন্দলাল ) বোহিণীকে সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছ। আরও কত কদর্যা কথা বলিয়াছেন, তাহা লিখিতে হাজ্জা করে।

গোবিন্দলাল বিস্মিত হইলেন যে, ভ্রমর রটনা করিয়াছে। মর্শ্ব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, সেই দিনই তিনি বাটী ঘাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। মনে ভাবিলেন, সকল অবস্থা পরিত্রাণ হইয়া গেল মিটাইবেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইল। গোবিন্দলাল বাটী আসিতেছেন সংবাদ পাইয়াই, ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। গোবিন্দলাল বাটী আসিয়া ভ্রমরকে পাইলেন না, অধিকন্তু বাহা শুনিলেন, তাহাতে রোহিণীর খুঁড়ার কথাই সপ্রমাণ হইল। তাঁহারই প্রণয়িনী তাঁহার মিথ্যা কলঙ্ক রটাইল, আবার তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিল, দেখিয়া ক্রোধ ও অভিমান ভাবে গোবিন্দলাল বলিলেন “এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া না জিজ্ঞাসা করিয়া, আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! (কোন হিন্দুস্বামীর এরূপ অবস্থায় আপন স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা না জন্মে? বিশেষ তিনি একজন জমিদারের পুত্র)। হৃদয়স্থ ভ্রমরমূর্ত্তি একটু মলিন হইল; “রোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা গোবিন্দলালের হৃদয় ত্যাগ করে নাই, গোবিন্দলাল জোর করিয়া তাহাকে স্থান দিতেন না, কিন্তু সে ছাড়িত না। রোহিণী প্রেতিনী দিবারাত্রি গোবিন্দলালকে উঁকি ঝুঁকি মারে, গোবিন্দলাল তাহাকে তাড়াইয়া দেন, কিন্তু এখন সে স্থান পাইয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল।” তিনি যে যোগসাধন করিতেছিলেন, সে যোগ সাধিবার আর উপায় থাকিল না। তথাপি গোবিন্দলাল সহজে রোহিণীকে স্থান পেন নাই, তাহাকে দেখিবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। তিনি ইহাই মনে করিলেন যে, ভ্রমরের বড় স্পর্ধা হইয়াছে; ভ্রমর বড় অবিচার করিয়াছে, তাহাকে একটুকু কঁাদাইব। নিজেও কঁাদিতে ছাড়িলেন না, শূন্য গৃহ দেখিয়া কঁাদিলেন। ভ্রমরের অবিশ্বাস মনে করিয়া কঁাদিলেন, ভ্রমরের সঙ্গে কথাই করিতেছেন ভাবিয়া কঁাদিলেন, আবার চখের জল মুছিয়া রাগ করিলেন। এরূপে কষ্টে কয়দিন গেল। “রোহিণীর কথা স্মৃতিমাত্র ছিল, পরে হৃৎথে পরিণত হইল। হৃৎথে হইতে বাসনায় পরিণত হইল। গোবিন্দলাল সেই বাসনার জন্ত অল্প-তাপ করিলেন। একদিন বারুণী-তটে পুষ্পবৃক্ষ-পরিবেষ্টিত মণ্ডপমধ্যে উপবেশন করিয়া সেই বাসনার জন্ত অল্পতাপ করিতেছেন। বৃষ্টি হইতেছিল, বর্ষা প্রযুক্ত বড় পিচ্ছল হইয়াছিল, সেই সময়ে একটি স্ত্রীলোক ঘাটে নামিতেছিল বুঝিতে পারিলেন, সে হইয়া বলিলেন, কে গা তুমি আজ ঘাটে নামিও না, বড় পিচ্ছল, পড়িয়া যাইবে। সে স্ত্রীলোক অস্ত্র কেহ নহে, রোহিণী—গোবিন্দলাল কি বলিলেন, বুঝিতে না পারিয়া, সে নিকটে গিয়া বলিল, আপনি কি আমাকে ডাকিলেন? গোবিন্দলাল বলিলেন, ‘না’, অধিকন্তু বলিলেন, তোমাকে আমার নিকটে দেখিলে লোকে কি বলিবে? রোহিণী বলিল, ‘যাহা বলিবার, তাহা বলিয়াছে।’ এ পর্য্যন্ত রোহিণীর সঙ্গে গোবিন্দলালের দেখা হয় নাই—রটনা সঘন্ডেও তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। এইরূপে স্ত্র্যযোগ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে একথা রটাইয়াছে? তোমরা ভ্রমরের দোষ দাও কেন? বৃত্তান্ত শুনিবার জন্ত গোবিন্দলাল তাহাকে তাঁহার বৈঠকখানায় লইয়া

গেলেন। যে রোহিণী প্রতিবেশিনীর নিকট হইতে বারাণসী শাটী ও গিলটির গহনা চাহিয়া লইয়া ভ্রমরকে দেখাইয়া বলিয়াছিল, ঐ সকল ও তিন হাজার টাকা গোবিন্দলাল তাহাকে দিয়াছেন, সে রোহিণী যে ভ্রমরের বিরুদ্ধে কত কথা আপন ইষ্টসিদ্ধির জন্ত বলিয়াছিল, তাহা বোধ হয়, কাহারও বৃত্তিতে বাকী নাই। এই ভয়ানক অবস্থায় পড়িয়া গোবিন্দলাল ভ্রমরের উপর আরও ক্রুদ্ধ ও তৎসঙ্গে রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু তখনও যদি ভ্রমরকে পাইতেন এবং “এ সময় যদি ছুই জন একত্র থাকিতেন, তাহা হইলেও বিপদ ঘটত না। বাচনিক বিবাদে আসল কথা প্রকাশ পাইত, উভয়ের এ সর্বনাশ ঘটত না।” এই ক্ষণ গোবিন্দলাল সহায়শূন্য, যে মনোমোহিনী ভ্রমরচিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল, তাহা দিন দিন মলিন হইতেছে, নিকটবর্তী রোহিণীর মূর্তি উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিতেছে। গোবিন্দলাল তখন ভাবিলেন, কেবল রূপে মুগ্ধ হইয়াছি বৈ ত নয়, তাহাতে দোষ কি? কে কার রূপে মুগ্ধ না হয়, আমি তো রোহিণীকে ভাল বাসিতেছি না। ইচ্ছা করিলেই তাহাকে ত্যাগ করিব। পাপের পথ যে বড় পঙ্কিল, সেটা ভাবিবার অবসর পাইলেন না, তাঁহার পদাঙ্কলন হইল।

ঐ সময় আর এক ভয়ানক অবস্থা তাঁহার প্রতিকূল হইল। কৃষ্ণকান্ত মানবলীলাসংবরণ করিলেন। কৃষ্ণকান্ত পীড়িত অবস্থায় রোহিণী ও গোবিন্দলাল সম্বন্ধীয় কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন; মনে করিয়াছিলেন, গোবিন্দলালকে অনুরোধ করিবেন, কিন্তু তাহা ঘটিল না, হঠাৎ তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হইল। তখন গোবিন্দলালকে সুপথে আনিবার অভিপ্রায়ে তিনি উইল পরিবর্তন করিয়া ভ্রমরের নামে করিলেন। গোবিন্দলাল নিবারণ করিবার কোন চেষ্টা করিলেন না, প্রত্যুত আপনি উপযাচক হইয়া উইলখানি লইয়া তাহাতে সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করিলেন, স্মৃতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এ পর্য্যন্ত গোবিন্দলাল এককালে অধঃপাতে যান নাই। কিন্তু এই ঘটনায় গোবিন্দলালের ভ্রমরের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিল। যে প্রাণাধিক ভ্রমরের জন্ত তিনি এত সহিয়াছেন, অথচ সেই ভ্রমর বিনা দোষে দেশের লোকের নিকট তাঁহার মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিয়া ও তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া, গর্ভভরে পিত্রালয় গেল, সেই ভ্রমরের এইক্ষণ বিষয় হইল, তাহার অধীন হইয়া থাকিতে হইবে, এটা গোবিন্দলালের অসহ্য হইল। ভাবিলেন, ভ্রমর তাঁহাকে আর আপনার ভাবে না; সেই দিন হইতে তিনিও ভ্রমরকে পর ভাবিলেন।

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর ভ্রমর গৃহে আসিলেন। সে শোকের সময় পরস্পরের সহিত দেখা মাত্র হইল, বিশেষ কথা কিছুই হইল না। পরে শ্রাদ্ধান্তে গোবিন্দলাল ভ্রমরকে উইলের কথা শুনাইলে ভ্রমর বলিলেন, “বিষয় তোমারই, আমি তোমার নামে দানপত্র লিখিয়া দিব।” গোবিন্দলাল জীর দান গ্রহণ করিতে চাহিলেন না, ভ্রমর অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলেন, কিন্তু তখন আর সে গোবিন্দলাল নাই, একেত তখন রোহিণী তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাহার উপর তিনি আপনাকে বড়ই অপমানিত মনে করিয়াছেন। তিনি ভ্রমরের কোন কথাই শুনিলেন না। ঐ সময়ে যদি আর একটা প্রতিকূল ঘটনা

না ঘটত, তাহা হইলে ছ দিন পরে এ বিবাদ মিটিয়া যাইত। কেননা গোবিন্দলাল মনে মনে এ বিষয়ের অনেক আন্দোলন করিয়াছেন। কখনও ভাবিয়াছেন, ভ্রমরকে ক্ষমা করিবেন, কখনও ভাবিয়াছেন, ভ্রমর ক্ষমার অযোগ্য (কুমতি ও স্তমতির কথোপকথন পাঠ করিবেন) কিন্তু এই প্রতিকূল ঘটনা তাঁহাকে অধঃপতনের পথে লইয়া যাইবার সহায় হইল। এই সময়ে গোবিন্দলালের মাতা কাশী যাইবার উদ্যোগ করিলেন। পুত্র বিষয় না পাইয়া পুত্র-বধূ বিষয় পাইয়াছেন দেখিয়া, তিনি ভ্রমরের উপর চটিয়া গেলেন, পুত্র ও বধুর মধ্যে যে আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিয়াও তিনি তাহা নিবারণের কোন চেষ্টা করিলেন না। তিনি চেষ্টা করিলে “ফুৎকার মায়ে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত”, কিন্তু তাহা করিলেন না, অধিকন্তু এই সর্বনাশের সহায় হইলেন। কেননা গোবিন্দলাল তাঁহার সঙ্গে কাশী গেলেন, আন ফিরিলেন না। তিনি যদি তখন কাশী না যাইতেন, তাহা হইলে বিবাদ মিটিয়াইবার চেষ্টা না করিলেও মিটিয়া যাইত। আপনা হইতে গোবিন্দলাল মাতাকে ত্যাগ করিয়া গৃহ ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন না, কায়েই এক সঙ্গে থাকিতে থাকিতে মনের গতি ফিরিতে পারিত। ভূভাগ্যক্রমে এই সময়ে আবার ইচ্ছা করিয়া ভ্রমর পিত্রালয়ে গেলেন। ভ্রমরের অজ্ঞাতসারে গোবিন্দলাল বাটী হইতে যাত্রার উদ্যোগ করিলেন, তিন দিন মাত্র থাকিতে ভ্রমরকে আনা হইল। ভ্রমর শাশুড়ীকে অনেক অনুন্নয় বিনয় করিয়া কাশী যাইতে নিষেধ করিলেন বটে, কিন্তু পুত্রবধূর অন্নদাস হইয়া থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তখন যদি ভ্রমর সকল কথা বুঝাইয়া বলিতেন ও তিনি যে দানপত্র লিখাইয়া আনিয়াছেন, তাহা শাশুড়ীকে দিতেন, অথবা আপন ননদকে সমস্ত বলিতেন, তাহা হইলে কাশী যাওয়া বন্ধ হইত। ভ্রমর তাহা করিলেন না, গোবিন্দলালকে কিছু বলিলেন মাত্র। পরে যখন গোবিন্দলাল বিদায় লইতে ভ্রমরের কাছে গেলেন, সেই সময়ে দানপত্র দিয়া অনেক কাঁদা কাটা করিলেন। তখন গোবিন্দলাল অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, ফিরিতে পারিলেন না। প্রিয়তমা পত্নীকে বাথা দিয়াছেন ভাবিয়া একটু কাঁদিলেন, এবং ইচ্ছাও করিলেন যে ফিরিয়া গিয়া বলেন, “ভ্রমর আমি আবার আসিতেছি” কিন্তু লজ্জা প্রযুক্ত পারিলেন না। শেষে ভাবিলেন, এত তাড়াতাড়ি কি, যখন মনে করিব, তখনই ফিরিব।

গোবিন্দলাল মাতার সহিত কাশী যাইয়া তথায় কিছু দিন বাস করিলেন। বাটীতে যে পত্র লিখিতেন, তাহা আমলাদের নামেই লিখিতেন, ভ্রমরের নামে লিখিতেন না—ভ্রমরও কোন পত্র লেখেন নাই। বরাবরই ভ্রমরের সাম্য ভাব। তাহার পর গোবিন্দলাল ২৩ মাস পরে বাটী যাই বলিয়া কাশী হইতে চলিয়া গেলেন; এ পর্য্যন্ত রোহিণী গৃহেই ছিল। ইহার পরেই তারকনাথের হত্যা দিবার নাম করিয়া সে বাটী হইতে চলিয়া গেল। এই সময় হইতেই গোবিন্দলালের প্রকৃত অধঃপতন আরম্ভ হইল। এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিরই গোবিন্দলালের সংশোধনের চেষ্টা করেন নাই, প্রতিকূল ঘটনাস্রোতেই তিনি ভাসিয়া চলিতেছিলেন। ভ্রমরও আত্মহারা হইয়া কোন চেষ্টা করেন নাই। কয়জন এইরূপ স্রোতে গোবিন্দলালের মতন ভাসিয়া না যায়?

(গোবিন্দলালের অধঃপতনের যে কারণপরম্পরা ঘটয়াছিল, নগেন্দ্রনাথের পক্ষে সেরূপ কিছুই ঘটে নাই। সত্য বটে, কুন্দনন্দিনীকে তিনি একাকী নৌকাযোগে কিয়ৎক্ষণ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তখন কুন্দ বালিকা, তখন তাহার কটাক্ষে বিষের সঞ্চার হয় নাই। তাহার পরে যখন কুন্দ নগেন্দ্রের বাটীতে আসিল, তখনও সে বালিকা; তাহার পরেই তারারচরণের সহিত কুন্দের বিবাহ হইল—পরস্পরী হইয়া সে গৃহান্তরে চলিয়া গেল। তাহার পরে কুন্দনন্দিনী বিবধা হইয়া যখন তাহার বাটীতে আসিল, সেই সময়ে নগেন্দ্র তাহার প্রতি আসক্ত হইলেন, আপনার আশ্রিতা পরস্পরী প্রতি কেবল রূপের মোহে ভুলিয়া গেলেন। এরূপ অবস্থার সংযোগ সকলেরই ঘটয়া থাকে, অনেক গৃহস্থেরই বাটীতে সুন্দরী যুবতী কোনরূপ আত্মীয়তা বা দারিদ্র্যবশতঃ বাস করিয়া থাকে, অতি পামর ভিন্ন, প্রেমমগ্নী যুবতী স্ত্রী ঘরে থাকিতে এবং বিধ আশ্রিতা যুবতীর প্রতি কেহই আসক্ত হয় না। ভ্রমর যে দোষে গোবিন্দলালকে ত্যাগ করিয়াছিল, এ দোষ তাহার তুলনায় শতগুণ অধিক। তথাপি সূর্য্যমুখী ভ্রমরের পথে না গিয়া কমলমণিকে এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে নগেন্দ্রের কুন্দনন্দিনীর প্রতি অমুরাগের যে সমস্ত লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, সমস্ত লিখিলেন, এবং তাহার সজ্জায় করিবার জন্ত কমলমণিকে আসিতে লিখিলেন। কিন্তু সে পত্রে নগেন্দ্রের প্রতি রাগ বা ঘৃণা, কিছু প্রকাশ করিলেন না, বরং তাহার প্রশংসা করিলেন। লিখিলেন “তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না, তিনি ধর্ম্মাত্মা, শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না। আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন।” কমলমণি সেবার পত্রের উত্তরে লিখিলেন, স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না, তাহার মরই মঙ্গল। ইহার দিন কয় মধ্যে নগেন্দ্রের সকল চরিত্র পরিবর্তিত হইল। কিন্তু সূর্য্যমুখী কমলমণির লেখা মত নগেন্দ্রের চরিত্রে অবিশ্বাসভাব না দেখাইয়া, কোনও রোগ হইরাছে প্রকাশ করিয়া, ডাক্তার দ্বারা ঔষধ আনাইয়া নগেন্দ্রকে থাইতে দিলেন। নগেন্দ্র ঔষধের শিশি দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তখন সূর্য্যমুখী বলিলেন “ঔষধ না খাও, তোমার কি অসুখ হইয়াছে বল।” নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “কি অসুখ!” তখন সূর্য্যমুখী দর্পণ আনিয়া তাহার শরীর কি হইয়াছে, দেখিতে বলিলেন, নগেন্দ্রনাথ দর্পণ লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, দর্পণ চূর্ণ হইয়া গেল। সূর্য্যমুখীর চক্ষে জল পড়িল। নগেন্দ্রনাথ তাহা দেখিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উঠিয়া গেলেন। সেই রাগে বহির্বাটিতে গিয়া একজন ভৃত্যকে প্রহার করিলেন। ক্রমে নগেন্দ্র মদ্যপান ধরিলেন। প্রতিদিন মদ চলিতে লাগিল। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের চরণে হাত দিয়া অনেক অমুরোধ করিয়া বলিলেন, “কেবল আমার অমুরোধে ইহা ত্যাগ কর।” নগেন্দ্র দুই এক কথার উত্তর প্রত্যুত্তরের পরে বলিলেন, “সূর্য্যমুখী, আমি মাতাল, মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে গ্রহণ করিও, নচেৎ আবশ্যক নাই।” ক্রমে নগেন্দ্রের অত্যাচার বাড়িয়া গেল, বিষয় না দেখায় বিষয় যায় যায় হইল। এ অবস্থাতেও সূর্য্যমুখী ভ্রমরের পথ অবলম্বন করিলেন না, তবুও তাঁহাকে স্থপথে আনিবার জন্ত নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন ;

পুনরায় কমলমণিকে পত্র লিখিলেন, কমলমণি আসিয়া সমস্ত বুঝিয়া কুন্দকে কলিকাতার লইয়া যাওয়া স্থির করিয়া কুন্দকে সম্মত করিলেন। নগেন্দ্র জানিতে পারিয়া সেই দিন সন্ধ্যাকালে কুন্দ নিকট গিয়া বলিলেন, “আমি বহু কষ্টে এত দিন সহ্য করিয়াছি, আর পারি না, আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারিব না, বিববাবিবাহ চলিত হইতেছে, আমি তোমাকে বিবাহ করিব।”

সেই দিন দেবেন্দ্র, বৈষ্ণবী বেশে আসিয়া কুন্দের সহিত গোপনে অনেক কথা বলিতে-ছিল দেখিয়া, স্বর্য়ামুখী তাহাকে ছদ্মবেশী পুরুষ সন্দেহ করিয়া হীরা দাসীকে তাহার সন্ধান জানিতে পাঠাইয়াছিলেন। হীরা প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিয়া প্রকাশ করিলে, স্বর্য়ামুখী কুন্দকে হুশ্চরিত্রা বিবেচনা করিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “এমন জীলোককে বাটতে স্থান দিই না, তুই বাটা হইতে দূর হ।” কুন্দ সেই রাত্রেই বাটা হইতে পলায়ন করিয়া হীরার বাটতে গোপন ভাবে থাকিল। কুন্দের পলায়ন-সংবাদ শুনিয়া নগেন্দ্র তাহার অল্পসন্ধানে নানা স্থানে লোক পাঠাইলেন, এবং স্বর্য়ামুখীর দোষ না জানিয়াও তাহার সঙ্গে আলাপ বন্ধ করিলেন। স্বর্য়ামুখীও কুন্দের পলায়নসংবাদে অত্যন্ত কাতর হইলেন ও তাহার অল্পসন্ধানে চারি দিকে লোক পাঠাইলেন। পরে নগেন্দ্র যখন শুনিলেন, কুন্দনন্দিনী স্বর্য়ামুখীর অত্যাচার তিরস্কার সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়াছে, তখন নগেন্দ্র স্বর্য়ামুখীর নিকট গিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বর্য়ামুখী দেবেন্দ্র-বাটত সমস্ত ঘটনা বলিলেন, এবং ইহাও বলিলেন, যে কুন্দকে তাড়াইয়া তিনি বড় ব্যথা পাইয়াছেন, তাহার অল্পসন্ধানের জন্ত দেশে দেশে লোক পাঠাইয়াছেন। তখন উভয়ে ঐ সম্বন্ধে অনেক বাকবিতণ্ডা হইল। স্বর্য়ামুখী অনেক কাঁদিলেন, অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন, কিন্তু নগেন্দ্র জ্ঞানহারার মত নিজ মুখেই কুন্দের প্রতি আপনার গাত্ৰ অল্পরাগের পরিচয় দিয়া, হৃদয়ের দরুণ ব্যথা জানাইলেন। স্বর্য়ামুখী শুনিয়া কর্ণে হাত দিয়া বলিলেন, “আমার সম্মুখে আর উহা বলিবেন না, আমার বুকে শেল বিস্কিতেছে।” (নগেন্দ্র সে কথা গ্রাহ্য করিলেন না, তিনি বলিলেন, “তোমাতে আমার আর স্মৃতি নাই। মনে মনে ভাবিও, তুমি বিববা হইয়াছ, আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম। কুন্দকে সন্ধান করিয়া আমি দেশদেশান্তরে ফিরিব।”) (ভ্রমর! একবার তোমার গোবিন্দলালের সহিত নগেন্দ্রনাথের তুলনা করিয়া দেখ) (স্বর্য়ামুখী শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ প্রস্তরমূর্তিবৎ রহিলেন। পরে বলিলেন, “এক ভিক্ষা, আমার অল্পরোধে আর একমাস অপেক্ষা কর, আর একমাস মধ্যে যদি কুন্দকে না পাওয়া যায়, তখন দেশত্যাগ করিও।” নগেন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন, গৃহত্যাগ করিলেন না। পরে কুন্দ গোপনীয় স্থান হইতে নগেন্দ্রনাথের গৃহে আসিলে, স্বর্য়ামুখী নগেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। নগেন্দ্র শান্ত হইলেন। তখন স্বর্য়ামুখী কর্তব্য কার্য্য সনাদা করিয়া রজনীযোগে বাটা হইতে নিষ্কান্ত হইলেন। স্বর্য়ামুখী চলিয়া গেলে নগেন্দ্র-নাথের জ্ঞানসঞ্চারের স্বত্বপাত হইল ও ক্রমে পূর্ণ জ্ঞান জন্মিল। তখন অল্পতাপসহকারে নিজ দেশে দেশে স্বর্য়ামুখীর অল্পসন্ধান আরম্ভ করিলেন। এ দিকে স্বর্য়ামুখী আবার ধৈর্য্য অব-

লখন করিয়া পতির প্রতি কর্তব্যপালনে অবহেলা করিয়াছেন ভাবিয়া, গৃহে ফিরিয়া আসিলেন । কুন্দ আপনার অন্ডায় কার্য্য বুঝিতে পারিয়া বিধ্ব ভক্ষণ করিল । নগেন্দ্র পূর্ববৎ স্বর্ধ্যমুখীকে লইয়া স্নখী হইলেন, সংসারে স্নবাতাস বহিল ।)

(গোবিন্দলাল অপেক্ষা নগেন্দ্র কি জীৱ প্রতি অধিক দ্রব্যবহার করেন নাই? তবে নগেন্দ্র ফিরিলেন, গোবিন্দলাল ফিরিলেন না, ইহার কারণ কি? ইহার মূল কারণ, স্বর্ধ্যমুখী সম্পূর্ণ হিন্দুভাবাপন্ন, ভ্রমর এক বিষয়ে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন । স্বর্ধ্যমুখী স্বামীকে দেবতা দেখিতেন, ভ্রমর স্বামীকে প্রেমের পাত্র দেখিতেন । স্বর্ধ্যমুখী ভাবিলেন, স্বামী কুপথগামী হইলেও তাঁহার ভক্তিপাত্র, প্রাণপণে তাঁহার সংশোধন আবশ্যক ; ভ্রমর ভাবিলেন, স্বামী যখন প্রেমের ধর্ম্ম রাখিলেন না, আমি রাখিব কেন? সেই জন্ত স্বর্ধ্যমুখী প্রতি নিয়তই স্বামীর সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন । ভ্রমর পাড়ার লোকের কথা শুনিয়াই নির্দোষ গোবিন্দলালকে ত্যাগ করিলেন ও পত্রে লিখিলেন, ‘তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, তোমার দর্শনে আমার স্নখ নাই ।’ আর স্বর্ধ্যমুখী কি করিলেন, যখন নগেন্দ্রনাথ একেবারে অধঃপাতে গিয়াছেন, যখন তিনি কুন্দকে বিবাহ করিয়া স্নখী হইয়াছেন, সেই সময় কমলমণি ও সতীশ তাঁহাদের বাটীতে আসিলে, “বাবা আশীর্বাদ করি, যেন তোমার মামার মত অক্ষয় গুণবান হও, ইহার বাড়ী আশীর্বাদ আমি আর জানি না,” ইহা বলিয়া স্বর্ধ্যমুখী সতীশকে আশীর্বাদ করিলেন । এই স্বামীভক্তি হইতে—জীৱ এই দাসীভাব ও মাতৃভাব হইতে নগেন্দ্রের উদ্ধার । ভ্রমরের যে প্রণয়, সেটা পাশ্চাত্য love, এবং ভ্রমরের পূর্বোক্তরূপ বাক্যাবলী ও ব্যবহার পাশ্চাত্য divorceএর মত । সত্য বটে, গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া দেশে দেশে আমোদ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন, নগেন্দ্র সেরূপ করেন নাই, কিন্তু যদি স্বর্ধ্যমুখী এরূপ যত্ন না করিতেন ও এক মাস মধ্যে কুন্দকে আনিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা না করিতেন এবং ঐ সময় মধ্যে কুন্দের সহিত তাঁহার বিবাহ না দিতেন, তাহা হইলে কি নগেন্দ্র কুন্দকে লইয়া গোবিন্দলালের স্থায় দেশে বিদেশে বেড়াইতেন না? যদি সেরূপও না করিতেন, তাহা হইলে অন্ততঃ স্বর্ধ্যমুখীকে কুন্দের দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করিতেন । কেননা গোবিন্দলালের বিষয় তাঁহার নিজের নহে, নগেন্দ্রের সমস্ত নিজের । কেহই গোবিন্দলালের দোষশোধনের চেষ্টা করেন নাই, বরং অবস্থাগুলি সমস্তই তাঁহাকে বিপরীত ভাবে চালাইবার সহায় হইয়াছিল । কিন্তু নগেন্দ্রনাথকে স্নপথ দেখাইবার জন্ত অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন—কমলমণি, শ্রীশ, হরদেব প্রভৃতি অনেক চেষ্টা করিয়াছেন এবং স্বর্ধ্যমুখী প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন । গোবিন্দলাল পাড়ার একজন বিধবার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে বসিয়াছিলেন, আর নগেন্দ্রনাথ আপনার আশ্রিতার, আশ্রিতের জীৱ এবং যাহার ধর্ম্ম ও প্রাণরক্ষা করিবার তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই, তাহারই ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্ত লোলুপ হইয়াছিলেন । ইহাতে কি স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না যে, চরিত্র রক্ষা করিবার শক্তি গোবিন্দলাল অপেক্ষা নগেন্দ্রনাথের অনেক অল্প? )

(কেহ কেহ বলেন, ভ্রমরের প্রণয় পাশ্চাত্যভাবাপন্ন নহে, ভ্রমর বড় অভিমানিনী—দেশীয়

স্ত্রীর স্থায় অভিমানিনী—সেই অভিমানভরেই তিনি এ অকার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কেননা আমাদের স্ত্রীজাতিরা যখন অভিমান করে, তখন দৃষ্টি রাখে, একবারে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে কি না। ভ্রমর সেদিকে কয়বার তাকাইয়াছিলেন? তিনি আপনার গৌ ধরিয়াই চলিয়াছিলেন, একবারও পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন নাই। কেবল একবার নহে, যখন গোবিন্দলালের কুক্রিয়ার প্রায়শ্চিত্তের সময় হইয়াছে, যখন তিনি রোহিণীর প্রাণ-বধ করিয়া ধৃত ও প্রমাণভাবে দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়া, কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন, যখন অর্থ ফুরাইয়াছে জ্ঞানও কিছু জন্মিয়াছে, সেই সময়ে পুনর্মিলনের আশায় গোবিন্দলাল ভ্রমরকে এক পত্র লিখিলেন। প্রথমেই লিখিলেন, “কয়েক বৎসরের পর পত্র লিখিতেছি, প্রবৃত্তি হয় পড়িও, প্রবৃত্তি না হয় ছিঁড়িয়া ফেলিও।” পরে আত্মতুষ্টি ও ভ্রমরের প্রতি অত্যা ব্যবহারের বিষয় লিখিয়া যথেষ্ট পরিতাপ করিলেন। শেষে লিখিলেন “পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় লইতেছি, দিবে না কি? কোন্ হিন্দুস্ত্রীর মন স্বামীর এবংবিধ ব্যবহারে গলিয়া না যায়? যাহার না গলে, হিন্দু তাহাকে ‘রাক্ষসী’ বলেন। ভ্রমরের ইহাতেও অভিমান গেল না। তিনি উত্তর লিখিলেন, সেবিকা পাঠ লিখিলেন না, প্রণাম লিখিয়া লিখিলেন—“বিষয় আপনারই, পূর্ব্বে দানপত্র রেজিষ্টারী করিয়া দিয়াছি; আপনি স্বচ্ছন্দে বাটী আসিয়া সমস্ত গ্রহণ করিয়া সুখে ভোগ করুন। আমি যে টাকা জমাইয়াছি, তন্মধ্য হইতে আট হাজার টাকা লইয়া গঙ্গাভীরে বাটী নির্মাণ করিয়া অবশিষ্ট টাকার জীবন অতিবাহিত করিব। আপনার সহিত আমার ইহজন্মে আর সম্ভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে আমি তুষ্ট, আপনার দ্বিতীয় পত্র পাইলে আপনার জন্ত সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিত্রালয় যাইব।” এই কি হিন্দুস্ত্রীর উক্তি! যে স্বামী ইহকাল পরকালের সাথী, তাঁহার প্রতি এই ব্যবহার! ইহাকে পাশ্চাত্য প্রেম না বলিয়া কি বলিব? এখনও যদি ভ্রমর হিন্দুভাব ধারণ করিতেন, তাহা হইলে এখনও গোবিন্দলাল ভাল হইতেন, ভ্রমরও সুখী হইতেন, সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিত। তিনি তাহা করিলেন না। এই দয়া-শূন্য নীরস পত্র পাইয়া গোবিন্দলাল দেশে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না, খরচ ভিক্ষা করিলেন। ভ্রমর তাঁহার ৫০০ শত টাকা মাসহার্য্য ধার্য্য করিয়া দিলেন, লিখিলেন ইহার অধিক দিলে অপব্যয় হইবে। গোবিন্দলাল মাসহার্য্যভোগী হইয়া কলিকাতায় রহিলেন। ভ্রমর আর কোন অনুসন্ধানও করিলেন না। কৃষ্ণকাস্তুর মৃত্যুর পর যে সময় গোবিন্দলাল ও ভ্রমর কিছু দিন একসঙ্গে ছিলেন, সে সময়ে ভ্রমর গোবিন্দলালের পা ধরিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সমস্ত প্রেমের পাত্রের প্রতি যেরূপ করিয়া থাকে সেইরূপ —স্বর্ঘ্যমুখীর মত নহে।

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, এরূপ পামর স্বামীর মুখ না দেখিয়া ভ্রমর ভালই করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে প্রায় কোন স্ত্রীকেই স্বামীর মুখ দেখিতে হয় না। পদস্থলন না হয়, এমন লোক অতি বিরল। বঙ্কিম বাবু বিষ-বৃক্ষের বর্ণন করিতে করিতে বলিয়াছেন, “কেহই এমন মনুষ্য নাই যে, তাহার চিত্ত রাগ, ঘেঁষ, কাম, ক্রোধাদির অশৃঙ্খল।

জ্ঞানী ব্যক্তিরও ঘটনাপ্রবাহে সেই সকল রিপুর্কর্ষক বিচলিত হইয়া থাকেন। যিনি আপনার উজ্জ্বলিত বৃত্তি সংযত করিতে পারেন, সেই ব্যক্তিই মহাত্মা।” কোন স্ত্রীই কি মহাত্মা ভিন্ন অথ কাহাকেও স্পর্শ করিবেন না? কি উচিত, কি অসুচিত, এ প্রবন্ধে সে বিষয়ের বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নহে, সে বিচারের ভার পাঠকের উপর রহিল। আমাদের কেবল ইহাই বলব্য যে, বঙ্কিম বাবু পাশ্চাত্য প্রণয়নভাব ভাল নয়, তাহাই বুঝাই-জন্ত ভ্রমরের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, এবং সেইটা পরিস্ফুট করিবার জন্ত সূর্য্যমুখী ও ভ্রমরের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন, এবং সেই জন্ত তিনি ভ্রমরের কার্য্যফল ছঃখময় ও সূর্য্যমুখীর কার্য্যপরিণাম স্তূথের করিয়াছেন। বস্তুতঃ একজন ক্ষমাপরায়ণ না হইলে, কোন বিবাদের মীমাংসা হয় না। প্রবাদ এই যে, একহাতে তালি বাজে না, পাশ্চাত্যমত উভয় হস্তই তালি বাজাইবার জন্ত উদ্যোগী—হিন্দুতে এক হাত উঠাইলে আর একহাত পিছাইয়া যায়, কাজেই তালি বাজে না। তালি বাজাইবার জন্তে গোবিন্দলাল হাত তুলিলেন—ভ্রমরও সেইরূপ হাত তুলিলেন, তাই সেখানে তালি বাজিল। নগেন্দ্র হাত তুলিলেন, সূর্য্যমুখী হাত পিছাইলেন, তাই সেখানে তালি বাজিল না। এই তালি বাজা নিবারণ করিবার জন্ত হিন্দুশাস্ত্রকারেরা স্ত্রীচরিত্রের গঠন করিয়াছেন। স্ত্রীতে দাসী ও মাতৃভাব দিয়াছেন। ভ্রমরের মাতৃভাব ও দাসীভাব কিছুনাশ ছিল না, কেবল ছিল সখীভাব। আমরা একটা বিষয় লইয়া অনেক সময় নষ্ট করিলাম। হয়ত সকলেই বিরক্ত হইতেছেন, কিন্তু বিষয়টা বড় গুরুতর; ইহা হিন্দু গৃহস্থের মূল ভিত্তির কথা। অত্যাচার বিষয়ের আলোচনা অতি সংক্ষেপে করিব।

(তারারচণ কুন্দের সহিত দেবেঞ্জ প্রভৃতির আলাপ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই হুত্রে দেবেঞ্জ কুন্দের প্রতি লোভপরবশ হইয়া বৈষ্ণবীবেশে কুন্দের সর্বনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া, বঙ্কিম বাবু স্ত্রীপুরুষের মিশ্রণ যে ভাল নয়, তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। জাতীয় ধর্ম্ম ও রীতি নীতি পরিত্যাগ করা বা পরিত্যাগের জন্ত প্রবৃত্তি দেওয়া যে ভাল নহে, তাহা কুশভাবাপন্ন দেবেঞ্জের চরিত্রের চিত্র দ্বারা, তারারচণের চরিত্র বর্ণন দ্বারা ও অমরনাথের উক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন। তারারচণের কার্য্যকলাপ সন্ধ্যা ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনার কিয়দংশ যথা—“তারারচণ মুখে সর্বদা বলিতেন, তোমরা ইট পাটকিলের পূজা ছাড়, খুড়ী জেঠাইয়ের বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখা পড়া শিখাও, তাহাদের পিজরায় পুরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর। স্ত্রীলোক সন্ধ্যা এতটা লিবারালিটির একটা বিশেষ কারণ ছিল, তাঁহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোক-শূন্য, তাঁহার বিবাহ হয় নাই” ইত্যাদি। অমরনাথের উক্তি যথা—“এই রোগের আর একপ্রকার বিকার আছে। বিধবার বিবাহ দাও, কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহ বন্ধ কর, জাতি উঠাইয়া দাও, স্ত্রীলোকগণ এক্ষণে গরুর মত গোহালে বাঁধা থাকে—দড়ি খুলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, চরিয়া থাক। আমার গরু নাই, পরের গোহালের সঙ্গে আমার সন্ধ্যা নাই। জাতি উঠাইতে আমি বড় রাজি নই, আমি তত-

দূর আজিও সূক্ষ্মিত হই নাই। আমি এখনও আমার ঝাড়ুদারের সঙ্গে একত্র বসিয়া খাইতে অনিচ্ছুক, তাহার কথা বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, এবং যে গালি শিরোমণি মহাশয় দিলে নিঃশব্দে সহিব, ঝাড়ুদারের কাছে তাহা সহিতে অনিচ্ছুক। স্ততরাং আমার জাতি থাকুক। বিবাহ বিবাহ করে করুক, ছেলে পুত্রের আইবুড় থাকে থাকুক, কুলীন ব্রাহ্মণ এক পত্নীর বয়সায় খুসী হয় হউক, আমার আপত্তি নাই; কিন্তু তাহার পোষকতায় লোকের কি হিত হইবে, তাহা আমার বুদ্ধির অতীত।”

(আমাদের দেশীয় বিবাহপ্রথা অর্থাৎ পিতামাতা পাত্রপাত্রী স্থির করিয়া যে বিবাহ দেন, তাহা যে ভাল, তাহা বন্ধিমবাবু অনেক গুলি চিত্রে দেখাইয়াছেন; কমল ও শ্রীশ তাহার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। নির্বাচনপ্রথাভ্রমারে মিলিত কয়টি দম্পতী শ্রীশ ও কমলের ছায় প্রণয়দম্পন? ভ্রমর ও গোবিন্দলাল এবং সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রের মধ্যে যে মালিগা জন্মিয়াছিল, তাহা দেশীয় বিবাহপ্রথার দোষে নহে, নির্বাচনপ্রথায়ও যে যে দোষ আছে, তাহা তাহাদের প্রথম অবস্থার স্মৃতিরিত্র ও গাঢ় প্রণয় দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। অমরনাথ, প্রতাপ ও শৈবলিনীর চিত্র দ্বারা বরং নির্বাচনপ্রথার দোষই দেখাইয়াছেন। ঐ চিত্রগুলি দ্বারা ইহাও দেখাইয়াছেন, যে অধিক বয়সে বিবাহ হইলে, যুবকযুবতী পিত্রাদিব অনতিমত পাত্রের মন অর্পণ করিয়া চিরহুঃখী হয়। রজনী যে অন্ধ, তাহার চিত্রও শচীন্দ্রনাথ কপ অমূল্য রত্ন প্রার্থনা করিয়াছিল। দৈব অঙ্ককূল ছিল বলিয়াই, রজনীর কুফল ফলিল না, নচেৎ রজনী ত জলে ঝাঁপ দিয়াছিল।)

(কুন্দনন্দিনী ভিন্ন আর কোন বিধবারই বিবাহের কথা বন্ধিম বাবুর কোন পুস্তকে নাই। কিন্তু কুন্দকে তিনি বিষবৃক্ষের মূল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং যাহাতে উহা না ঘটে, তজ্জন্ত প্রথম হইতেই, কুন্দকে সাবধান করিতেছেন—স্বপ্নযোগে মাতাকে দেখাইয়া তাহাকে দিয়া সাবধান করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। মন্ত্র পাঠ হইলেই যে, বিবাহ সম্পন্ন হয় ও সে বিবাহ আর কখন ছেদনযোগ্য নয়, তাহা মনোরমার ও হিরণ্ময়ীর চিত্রে দেখাইয়াছেন। মনোরমা তাদৃশ পতিরও সহগামিনী হইলেন এবং হিরণ্ময়ী যখন জানিলেন, প্রিয় পুরুষেরই বিবাহের পতি, তখন তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।)

(ব্রজেশ্বরের উদাহরণে হিন্দুর পিতৃভক্তি দেখাইয়াছেন। পাশ্চাত্য মত এই যে, পিতার শ্রায়সঙ্গত আজ্ঞা পালন করিবে; অর্থাৎ পিতা ভাল হইলে তাঁহাকে ভক্তি করিবে, নচেৎ পিতা ভক্তির পাত্র নহেন। কিন্তু ইহাকে পিতৃভক্তি বলে না, ইহার নাম গুণভক্তি। শ্রায়্য কথা কেবল পিতার কেন, সকলেরই শ্রায়্য বাক্যে পালন করিতে হয়। গুণবান হইলে সকলেই ভক্তির পাত্র হয়। হিন্দু বলেন, যত গুণদোষভাবাপন্ন হউন, পিতা, পিতা ভিন্ন আর কিছুই নহেন। মন্দ পিতাও পিতার শ্রায় ভক্তির পাত্র। ব্রজেশ্বর যে স্ত্রীকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিয়াছিলেন, পিতার আজ্ঞায় সে স্ত্রীকেও ত্যাগ করিলেন। তাহার বিচ্ছেদে তাঁহার প্রাণান্ত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তথাপি পিতার প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা হয় নাই। পরে

সেই স্ত্রীকে দেবী চৌধুরাণী রূপে পাইয়া তাহার নিকট হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া বিষয় ও পিতার মান রক্ষা করিয়াছিলেন ; তদীয় পিতা নিতান্ত নৃশংসের ছায় সেই উপকার-কারিণীর প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি ব্রজেশ্বর পিতার উপর বিরক্ত হয়েন নাই, কখন তাঁহার অবাধ্যও হয়েন নাই। সর্বদাই তিনি “পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমস্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্যে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ।” এই মহাবাক্যটা বলিতেন।)

(পুরুষকার অবলম্বনীয় হইলেও নিয়তি যে পরিহার্য্য নহে, হিন্দুর এ কথাটি বঙ্কিম বাবু প্রত্যেক গ্রন্থেই দেখাইয়াছেন। কোথাও স্বপ্ন দ্বারা, কোথাও জ্যোতিষ গণনার দ্বারা, কোথাও বা ভগবতীর অর্থ গ্রহণ বা ত্যাগ দ্বারা পূর্কেই জানাইয়া দিয়াছেন, এবং তৎসঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রের সত্যতার ও দেবতার মাহাত্ম্য সপ্রমাণ করিয়াছেন।)

আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়ম এই যে, কাব্যে নায়ক নায়িকাকে উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন করিতে হয়। অথচ গুণবান নায়কনায়িকার কার্য্যের পরিণামকল শুভ না হইলে মনুষ্যকে গুণবান হইতে প্রবৃত্তি দেওয়া হয় না, এই জন্তে আমাদের কাব্যগুলি মিলনান্ত বা সুখান্ত। বিয়োগান্ত বা দুঃখান্ত কাব্য নিতান্ত অল্প। কিন্তু যদি কোনও কাব্যের নায়ক নায়িকা অসদ্গুণসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাকে দুঃখান্ত না করিলে মানুষ্যকে কুকার্য্যে অপ্রবৃত্তি দেওয়া হয় না। বঙ্কিম বাবুর কাব্যের মধ্যে কপালকুণ্ডলা ও কৃষ্ণকান্তের উইল ভিন্ন সমস্তই সুখান্ত। গোবিন্দলাল অসদ্গুণসম্পন্ন নায়ক ছিলেন, এবং ভ্রমর তাদৃশী পত্নীগুণসম্পন্ন ছিলেন না, কাষেই কৃষ্ণকান্তের উইলকে দুঃখান্ত করিতে হইয়াছে। কিন্তু কপালকুণ্ডলা দুঃখান্ত হইল কেন? নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা, উভয়েই ত সদগুণসম্পন্ন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে তিনটী কারণ দেখা যায়। প্রথম কারণ, নবকুমারের সহিত কপালকুণ্ডলার যখন বিবাহ হয়, তখন অবিকারী নবকুমারের পরিচয় লইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নবকুমার কপালকুণ্ডলার কোন পরিচয় লয়েন নাই। অধিকারী বলিয়াছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণকন্তা; সেই কথায় বিশ্বাস করিয়াই বিবাহ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি ইচ্ছা করিয়া বিবাহ করেন নাই। কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ না করিলে তাহার প্রাণ ও ধর্ম রক্ষা হয় না বলিয়াই বিবাহ করিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণকন্তা না হইলেও নবকুমার আপন প্রাণদাতার প্রাণরক্ষার জন্ত তাঁহাকে বিবাহ করিতেন। সেজন্ত তাঁহাকে, যদি পতিত হইয়া থাকিতে হয়, তাহাও তিনি স্বীকার করিবেন, হির করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের বঙ্কিম বাবুর ইচ্ছা নহে যে, অপরিচিতার সন্তান সমাজে মিশ্রিত হয়। দ্বিতীয় কারণ, নবকুমারের পূর্বপত্নী পদ্মাবতী সেই সময়ে আপনার পাপবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া নবকুমারের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়াছিলেন। কিন্তু নবকুমার সেই যবনীর—সেই স্বেচ্ছাবিহারিণী রমণীকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না—গ্রহণ করিলেনও না। কিন্তু সে শরণাগতাকে পরিত্যাগ করিয়া অল্প নারীসহ সুখভোগ বঙ্কিম বাবুর ভাল লাগিল না। তৃতীয় কারণ বা প্রধান কারণ এই যে, বঙ্কিম বাবু হিন্দুধর্মের কোন অংশই এককালে মিথ্যা ও

তেজোহীন বলিতে চাহেন না—কাপালিকের উপাসনাপদ্ধতি হিন্দুশাস্ত্রসম্মত। তাহা যে, সাধারণের প্রয়োজনীয় নহে, এ কথা তিনি বুঝাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে যে, কিছুমাত্র সত্যতা নাই, তাহার যে কোন শক্তি নাই, এ কথা তিনি প্রতিপন্ন করিতে রাজি নহেন। কপালকুণ্ডলা কাপালিকের নিকট হইতে নবকুমারকে ফাঁকি দিয়া আনিয়াছিলেন, সেই ক্রোধে কাপালিক কপালকুণ্ডলার মৃত্যুজন্তে হোম করিয়াছিল, সেই হোমের ফল দেখাইবার জন্ত—মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড যে একান্ত মিথ্যা, এ বিশ্বাস কাহারও মনে না জন্মিতে পারে, তাই কাপালিকের প্রভাব দেখাইবার জন্ত নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে ইহসংসার হইতে বিদায় দিলেন। বঙ্কিম বাবু আমাদের নিজের বিষয়ে এতই দৃষ্ট রাখিয়াছেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু নহেন, প্রত্যুত সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবাপন্ন ছিলেন, তথাপি তিনি ঋষিগণের মহিমা বুঝিয়াছিলেন, এবং পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন শাস্ত্রবাক্যের মীমাংসা যে, অতি দুষ্কর, তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি কেবল পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষিত হইয়া শাস্ত্রগ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া, একটা ওলট পালট করিতে রাজি নহেন।) সে মীমাংসার ভার ভাবীকালের হস্তে রাখিলেন। এক দিনেই দেশ উদ্ধারের চেষ্টা বঙ্কিম বাবুর মতে অসম্ভব। পাশ্চাত্য মতের পোষকে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সতানির্ণয়ের চেষ্টাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। শিক্ষিতেয়াই প্রবন্ধাদি পাঠ করেন, শিক্ষিতগণকে তত্তৎ বিষয়ের আলোচনাপরায়ণ করাই উদ্দেশ্য। কাব্য অশিক্ষিতেয়াই অধিক পড়ে, তাই অশিক্ষিতগণের চক্ষে ধাঁ ধাঁ দেওয়া উচিত নয় ভাবিয়া, তিনি কাব্যকে জাতীয় ভাবে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ক্রমশঃ ।

শ্রীবীরেশ্বর পাণ্ডে ।

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

২২ বৎসর হইল, মহামতি শ্রীযুক্ত বীমস সাহেব বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া যে অমুষ্ঠানপত্র প্রচার করেন, তাহাতে লিখিত ছিল :—“ভারতবর্ষের সৰ্ব্বপ্রদেশ অপেক্ষা বিদ্যানুশীলন ও সভ্যতাবর্দ্ধনে বাঙ্গালা প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অগ্রগামী হওয়াতে, ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের সাহিত্যাপেক্ষা বঙ্গীয় সাহিত্য উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, ইউরোপীয় সাহিত্যসদৃশ হইয়াছে, \* \* \* অতএব বঙ্গভাষাকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া তাহার একতাসম্পাদন করিবার ও সাহিত্যে প্রয়োগ-যোগ্য ভাষানির্ণয় করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।” ইহার পর বীমস সাহেব উক্ত অমুষ্ঠানপত্রে ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালীয় এবং স্পানীয়, এই পাঁচটা প্রধান ইউরোপীয় ভাষার উৎপত্তি ও উন্নতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলেন :—“প্রাচীনদিগের গান্ধীর্ঘ্য ও মিষ্টতা অতি মনোহর। ইংরাজী ভাষার উৎকৃষ্ট রূপ সেমুয়েল জনসনকর্তৃক নির্ণীত হয়। জনসনের রচনা যদিও শ্রমসিদ্ধা কিন্তু বিবৃদ্ধ এবং রমণীয় ছিল। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে জনসন নিজ মহাভিধান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নানা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত এবং দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ সমস্ত ইংরাজী শব্দ ঐ অভিধানে স্থাপিত করিয়া ভাষার স্থায়িত্ব এবং শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। \* \* \* অভিধান প্রকাশ মাত্রেই সমাজের আদরণীয় হইয়া অদ্যাবধি ইংরাজী ভাষার “মাথাকাটা” হইয়া পূজ্য হইয়া রহিয়াছে।” ইহার পর বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল :—“বাঙ্গালা ভাষা প্রণালীবদ্ধ করা যে আবশ্যক, তাহা বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালাকে একবারে সংস্কৃত করিয়া তোলা এবং সংস্কৃত আভিধানিক শব্দসমূহ প্রয়োগ পূর্বক ভাষাকে সাধারণের বোধাতীত করা, কখন উচিত নহে। অথচ রূঢ়, স্থানীয়, কর্কশ এবং অশ্লীল বাক্য সকল সাধু ভাষা হইতে বর্জিত করা আবশ্যক। \* \* \* অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার স্থিরতা বিধান জন্ত সকল বাঙ্গালী মিলিত হইয়া সভা স্থাপন করতঃ এতদ্বারা ভাষার উন্নতি সাধন করা আবশ্যক। \* \* \* সভার দ্বারা অভিধান

তাহাতে যে যে

স্থান নাই, কোন লেখক তাহা

প্রণালীবদ্ধ হইবেক” \*।

\* \* \*

সে সময়ের জাতীয়  
হইয়াছিল। স্বদেশ-  
থাকেন নাই

প্রস্তাবে লিখিয়াছেন :—“বীম্ সাহেব ভিন্নদেশীয় হইয়া আমাদের ভাষাব্যবস্থাপনের জন্ত যে, এত যত্নশীল হইয়াছেন, তদর্থ তাঁহাকে আমরা শতবার ধন্যবাদ দিই । কিন্তু তিনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অনুমোদন করিতে পারি না । বাঙ্গালাকে সংস্কৃত ভাষা করিয়া না তুলিয়া এবং উহার মধ্যে রূঢ়, স্থানীয় ও অশ্লীল শব্দ সকল প্রবেশ করিতে না দিয়া মাঝামাঝিক্রমে রচনার ব্যবস্থা করা কর্তব্য ; তিনি নিজের এই যে, অভিপ্রায় করিয়াছেন, ইহা আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি, কিন্তু সেই ব্যবস্থা করণার্থ সভা ও অভিধান প্রস্তুত করিয়া দিয়া গ্রন্থকারদিগের হস্ত পদ বন্ধন করিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করি না ; যে হেতু সময়ের গতি ও সমাজের রূচি অনুসারে আপনা হইতেই সেক্রপ ব্যবস্থা হইয়া উঠিবে—অথবা উঠিবেই কেন, কতকদূর উঠিয়াওছে ।” ইহার পর স্মারক মহাশয় এই প্রস্তাব করিয়াছেন :—“বাঙ্গালা সাহিত্যের নিমিত্ত কোন নিয়ম নির্দ্ধারিত না হউক, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, দর্শন, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, চিকিৎসা-শাস্ত্র, যন্ত্রবিজ্ঞান প্রভৃতি ইংরাজি গ্রন্থে যে সকল বাচক, লাক্ষণিক বা পারিভাষিক শব্দ প্রযুক্ত আছে, বাঙ্গালা ভাষায় সেগুলিকে আনিয়া ব্যবহার করিবার জন্ত একটা নিয়ম স্থাপন করা কর্তব্য । আমাদের বিবেচনায় সংস্কৃত গ্রন্থে যতদূর পাওয়া যায়, তাহা অবিকল লইয়া এবং যাহা না পাওয়া যায়, সবল ও সুসঙ্গত ভাষায় সুবিজ্ঞ লোক-দিগের দ্বারা তাহা অনুবাদিত করিয়া একখানি অভিধান প্রস্তুত করা আবশ্যক ।”

\* \*

\* \*

\* \*

পণ্ডিতবর বিম্ সাহেবের প্রস্তাবপ্রসঙ্গে তৎকালের রহস্যসন্দর্ভ নামক সাময়িক পত্রে (রহস্যসন্দর্ভ, ১২৭৯ সাল) লিখিত হইয়াছিল :—“আমাদিগের ভাষায় পারিভাষিকাদি অতি কদর্য্যাবস্থায় আছে, এবং তদ্বারা লেখক ও পাঠকদিগের চরণা ও পাঠব্যাবাহত অধিক পরিমাণে ঘটে । \* \* \* পারিভাষিক সকলের এক্রপ অনির্দ্ধিষ্টাবস্থায় ছাত্রগণ কি প্রকারে পাঠ করিতে পারে ? এতদ্ভিন্ন স্থানাদির নামের বানান যথাভিক্রমে করা হয়, এজন্ত বানান নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত প্রয়োজন হইতেছে । অতএব একটা নক্সসাধারণগ্রন্থ সভাদ্বারা প্রস্তুত কর্তব্য ।”

সংস্কৃত কতক

সাময়িক ও বানান নির্দ্ধেশের উপায় করা

হইবার সম্ভাবনা নাই ।”

\* \*

হোদয়গণ যাহা লিখিয়া

হইয়াছেন । পারিভাষিক

সময়ে মতবৈধ

। অনুরাগ

টাহাদেব

সাহায্য পাইলে নিরতিশয় উপকৃত হইবেন। অনেকেই বঙ্গভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের জন্ত একটি সভার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ বঙ্গভাষার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহারা পরিষদের সচুদ্দেশ্যের সহায় হইবেন, তাঁহারা স্বদেশের সাহিত্য-সমাজে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হইয়া উঠিবেন, সন্দেহ নাই।

\* \*

\* \*

\* \*

পণ্ডিত রামগতি ঞায়রত্নের দেহাত্ম্য হওয়াতে বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক পরিমাণে ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছে। দ্রুতগতিতে যে সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি হইতেছে, সেই সাহিত্যের একখানিও উৎকৃষ্ট ইতিহাস নাই। পণ্ডিত রামগতি ঞায়রত্ন বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়া কিয়ৎ পরিমাণে এই অভাব মোচন করিয়াছেন। কোন কোন বিষয়ে ক্রটি থাকিলেও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে গ্রন্থকারের গবেষণা ও লিপিক্রমতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার স্বকীয় গ্রন্থের শেষ সংস্করণের উপসংহারে লিখিয়াছিলেন :—“যদি আমাদের জীবদ্দশায় এ পুস্তকের ভাগ্যে পুনঃসংস্করণ সম্ভবিত হয়, তাহা হইলে তৎকালে আবার বাঙালুরূপ কার্যের কিছু না কিছু সংশোধন করিবার চেষ্টা করিব। এবার এই পর্য্যন্ত।” ইহাতে আশা ছিল যে, ঞায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থখানি ভবিষ্যতে পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট ইতিহাসের মধ্যে পরিগণিত হইবে। কিন্তু এই আশা ফলবতী হইতে না হইতেই পণ্ডিত রামগতি ঞায়রত্ন দ্রুত কালের পরাক্রমে কশ্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইয়াছেন।

\* \*

\* \*

\* \*

১৮৪৮ অব্দে ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজ্ঞাকল্পক্রমের অষ্টম কাণ্ড প্রকাশিত হয়। এই কাণ্ডে ভূগোলবৃত্তান্ত ছিল। ডাক্তার কৃষ্ণমোহনের মকলিত কতকগুলি ভৌগোলিক পরিভাষা আধুনিক ভূগোলবৃত্তান্তে চলিতেছে; যেমন অন্তরীপ, অখাত, আগ্নেয় পর্বত ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত ডাক্তার কৃষ্ণমোহনের গ্রন্থে কতকগুলি প্রাচীন পরিভাষা পরিদৃষ্ট হয়; যেমন Continent=দ্বীপ। Island=উপদ্বীপ। Peninsula=প্রারদ্বীপ। Isthmus=সংযোগভূমি। Pass=শৈলপথ। Tableland=প্রস্থ। Rood=সিন্ধুবন্দ। (সমুদ্রের যে অংশে জাহাজ নির্ভয়ে থাকিতে পারে)। Channal=স্রুতি। Source of river=নদীর নির্গম। Bed of river=নদীর তল। Red sea=লাল সমুদ্র। Black sea অসিত সাগর ইত্যাদি। তৎকালে এই ভূগোলবৃত্তান্ত ভূগোলসংক্রান্ত গ্রন্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট ছিল। উক্ত অংশ পাঠে তখনকার ভূগোলের পরিচয় পাওয়া যাইবে :—“স্বাধীন ভাষার উত্তর সীমা এস্ত্রাসংক্রান্ত রুসিয়া, পূর্বসীমা বেলুর পর্বত, দক্ষিণ সীমা হিন্দুকুশ এবং পারস্য দেশ, পশ্চিম সীমা কাস্পিয়ান সমুদ্র। স্বাধীন তাহার দুই প্রধান খণ্ডে বিভক্ত, যথা বোখারা এবং কোকান্। অপর থিবা, বাদাকশান্, তুরকিমান উত্তর ভূমি,

এবং কির্গেশদিগের দেশও স্বাধীন তাতারের অন্তঃপাতি। তথাকার প্রধান নগরের নাম বোখারা, সামার্কন্দ, বক, খিবা এবং কোকান্। তুহার মধ্যে বোখারাই সর্বশ্রেষ্ঠ, কেননা সেখানে যাবনিক বিজ্ঞার বিশেষ চর্চা হইয়া থাকে এবং সেখানকার খাঁ উপাধিধারি অধ্যক্ষ অজ্ঞাত তাতার রাজদিগের অপেক্ষা অধিক পরাক্রমী ও মান্ত। স্বাধীন তাহার এস্তা খণ্ডস্থ শৈলময় মহাপ্রস্থের এক অংশ, তন্নিমিত্ত তাহা অতিশয় উচ্চ, সেখানে ওয়স এবং যাক্-সার্টিশ নামে দুই তরঙ্গিণী আছে। তাহারদের উভয়ই আরাল হ্রদে পতিত হয়।” এখনকার ভূগোলবিবরণ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে লিখিত হইয়া থাকে। প্রায় ৫০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভূগোল, ভাষায় এবং বিষয়ের সন্নিবেশপ্রণালীতে যার পর নাই উন্নতি লাভ করিয়াছে।

\* \*

\* \*

\* \*

এখন পাশ্চাত্য উপন্যাসের অনুকরণে বাঙ্গালা উপন্যাস সকল প্রণীত হইয়া থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে কখন বঙ্গসমাজের চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে না। বঙ্গসমাজ সাধারণতঃ শাস্তিপ্রবণ। ইহাতে যেমন ধর্মের প্রতি আদর এবং সাধুতার প্রতি শ্রদ্ধা আছে, সেইরূপ অসামু ও অধর্মভাবের প্রতি বিরক্তি আছে। কাব্য ও উপন্যাস অনেক সময়ে সমাজসংগঠনের সহায়তা করে। বঙ্গসমাজ প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের আদর্শে সংগঠিত হইয়াছে। বঙ্গের জনসাধারণ যে, ইউরোপের জনসাধারণের ন্যায় দুর্দাস্ত ও কঠোরপ্রকৃতি হয় নাই, অমর কবি কুন্ডিলাস ও কাশীদাস তাহার কারণ। রামায়ণ ও মহাভারতের অমৃতময়ী নীতিকথা গৃহে গৃহে পঠিত না হইলে, বোধ হয়, বঙ্গসমাজের ধর্মভাব উন্নত হইত না। যাহারা বাঙ্গালার উপন্যাসরচনায় প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা স্বদেশীয় সমাজের উৎকর্ষ ও ধর্মভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চরিত্রসৃষ্টি করিয়াছেন। স্বর্ঘ্যমুখীর পতিপ্রেম, শ্রামাদাসীর নিঃস্বার্থ প্রভুভক্তি, চিরকাল বঙ্গসমাজের মহত্ত্বের পরিচয় দিবে, এবং চিরকাল বাঙ্গালীকে ধর্মভাবে উন্নত করিয়া তুলিবে। কিন্তু অনেকে উপন্যাসরচনাকালে এই সকল আদর্শ ভুলিয়া গিয়া থাকেন। তাঁহারা অজ্ঞ কোন বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিয়া, সর্বপ্রকার পাশ্চাত্য-ভাব গুলিই আপনাদের গ্রন্থে নিষেক করেন। সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশের একজন সদাশয় সমালোচক আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের উপন্যাসগুলি ক্রমশঃ কুভাবের উদ্দীপক, কুচরিত্র পরিপোষক এবং কুবিষয়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। এই সকল গ্রন্থপাঠে লোকেরও চরিত্রহানি ঘটিতেছে। যাহারা বাঙ্গালার নিখুঁত পাশ্চাত্যভাবে উপন্যাস লিখিতেছেন, এবং অপকৃষ্ট ও কুভাবপূর্ণ পাশ্চাত্য উপন্যাসের অনুবাদ করিতেছেন, উল্লিখিত সমালোচক মহাশয়ের কথায় তাঁহাদের শিক্ষা হওয়া উচিত।

\* \*

\* \*

\* \*

বৈশাখ মাসের সাধনায় “মারাতী ও বাঙ্গালা” এই শিরোনামে একটি সুপাঠ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পৌষ মাসের সাধনায় “মহারাত্মীর ভাষা” নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত

হয়, উপস্থিত প্রবন্ধ উহারই অনুবৃত্তিরূপ। প্রবন্ধলেখক মহাশয় বলেন, মারাঠী ভাষায় পুং, স্ত্রী ও ক্রীষ, এই তিন লিঙ্গ আছে। কিন্তু সকল সময়ে স্বাভাবিক নিয়মামুসারে লিঙ্গ নির্দ্ধারিত হয় না। দউত (দোয়াং) শব্দ, বাট (পথ) শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ; বাস (গন্ধ) শব্দ পুংলিঙ্গ; মাজর (মার্জার, বিড়াল) শব্দ ক্রীবলিঙ্গ। মনুষ্য শব্দ কখনও পুংলিঙ্গ, কখনও ক্রীবলিঙ্গ। নাম ও সর্বনামের লিঙ্গ অনুসারে স্থলবিশেষে ক্রিয়াপদের রূপান্তর হয়; যেমন বক্তা স্ত্রীলোক হইলে “মী করিতো” (আমি করি) এবং পুরুষ হইলে “মী করিতো” এই রূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। এ সকল কর্তৃবাচ্যের প্রয়োগ। কর্ম্মবাচ্যে ক্রিয়াপদের রূপান্তর কর্তার লিঙ্গ অনুসারে না হইয়া, কর্ম্মপদের লিঙ্গ অনুসারে হয়; যেমন “মী কাম কেলে” “মী বাট পাহিলী (আমাকর্তৃক কর্ম্ম কৃত হইয়াছে), (আমাকর্তৃক পথ দৃষ্ট হইয়াছে)” এই দুই বাক্যের মধ্যে “কাম” শব্দ ক্রীবলিঙ্গ বলিয়া “কেলে” এই ক্রিয়াপদ একারান্ত এবং বাট শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া “পাহিলী” এই ক্রিয়া পদ ঈকারান্ত হইল। বাঙ্গালায়, বহুবচনে ক্রিয়ার বিভক্তির রূপান্তর হয় না, কিন্তু মারাঠী ভাষায় হইয়া থাকে। এইরূপে লেখক মহাশয় ব্যাকরণ সম্বন্ধে মারাঠী ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার অন্ত্রাত্ত প্রভেদও দেখাইয়াছেন। ব্যাকরণগত প্রভেদ নির্দেশের পর উচ্চারণগত প্রভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখক মহাশয়ের মতামুসারে বাঙ্গালা ভাষা মারাঠী অপেক্ষা অনেক পরিমাণে স্থূললিত ও পরিমার্জিত। প্রবন্ধে কতকগুলি ইংরেজী শব্দের মারাঠী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে, যেমন National Congress = রাষ্ট্রীয় সভা। National Anthem = রাষ্ট্রীয় স্তোত্র। Institution = সংস্থা। Proramme = অনুক্রমপত্র। Education = আবৃত্তি। Convocation = পদবীদানসমারম্ভ। Local self-Government = নিক স্বরাজ্য। Executive Committee = ব্যবস্থাপকমণ্ডলী অথবা অন্তরঙ্গ সভা। President অধ্যক্ষ। Vice President = উপাধ্যক্ষ ইত্যাদি। প্রবন্ধ লেখক মহাশয় বলেন, তাপে যেমন, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি আধুনিক যুরোপীয় ভাষা শিক্ষা করা, কৃতবিদ্যেরই অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, সেইরূপ হিন্দী, বাঙ্গালা, মারাঠী, গুজরা প্রভৃতির মধ্যে দুই একটি ভাষা আমাদের মধ্যে সকলেরই শিক্ষা করা কর্তব্য।” আমরা তাহা অনুমোদন করি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় ইংরেজীর যে সকল প্রতিশব্দ ও ওর্পা আছে, তৎসমুদয়ের সহিত যথাসম্ভব সামঞ্জস্যরক্ষা করিয়া বাঙ্গালায় পরিভাষা নির্দ্ধারিত হইলে ভাল হয়। মারাঠী ভাষার লেখক মহাশয়দের নিকট আমাদের নিবেদন যে, পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক পর্যায়ক্রমে মারাঠী শব্দগুলির সংগ্রহ করেন, তাহা প্রস্তাবে সাহিত্যসমাজের উপকার হইতে পারে।

পরিশিষ্ট ।

## পরিষদের কার্যবিবরণ ।

অষ্টম অধিবেশন ।

৭ই মাঘ, রবিবার ( ২০শে জানুয়ারি ) ।

উপস্থিত সদস্য ।

সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এম্ ; সি, আই, ই ।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( সহকারী সভাপতি )	শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ।
মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ।	” ঈশানচন্দ্র বসু ।
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ।	” ডাক্তার হর্যাকুমার সর্কাধিকারী ।
” রজনীকান্ত গুপ্ত ।	” হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল ।
” মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর ।	” রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ ।
” নন্দকৃষ্ণ বসু এম, এ ; সি, এন্ ।	” হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ।
” কুঞ্জলাল রায় ।	” রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এ , বি,এল ।
” গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।	” গোবিন্দলাল দত্ত ।
” শরচ্চন্দ্র চৌধুরী ।	” অমলাচরণ বসু ।
” জর্গদাস লাহিড়ী ।	” শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস ।
” জগচ্চন্দ্র সেন ।	” নরেন্দ্রনাথ মিত্র ।
” চন্দ্রনাথ তালুকদার ।	” দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।

পূর্ব অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইলে পর নিম্নলিখি বিষয়গুলি আলোচিত ও গৃহীত হইল ।

১। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর সদস্য নির্বাচিত হন :—

শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞানন্দ ।	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মুখোপ
” মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ।	” কুমার রামেশ্বর ম
” অঘোরনাথ ঘোষ ।	” রাজকৃষ্ণ রায় চৌ
” তারণচন্দ্র সেন ।	” যোগেন্দ্রনারায়ণ র.
” নয়নজ্ঞান ভট্টাচার্য্য ।	” গোবিন্দচন্দ্র দাস এম্
” কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ।	” সারদাচরণ মিত্র এম্

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী এম্, এ।

„ অশ্বিনীকুমার দাস বি, এ।

„ মাখনলাল সিংহ।

„ রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্।

„ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্, এ, বি, এল্।

„ ভবেন্দ্রনাথ দে বি, এ।

„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।

„ মনমথচন্দ্র মল্লিক।

„ হেমচন্দ্র মল্লিক।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

„ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

„ রায় রোহিণীকুমার সেন গুপ্ত।

„ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, এম্।

„ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

„ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

„ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২। সভা নির্বাচনসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহের পত্র পঠিত হইলে পর আলোচনার স্থির হইল যে, পত্রপ্রেরক মহাশয়ের কথাগুলি পরিষদের অবধানযোগ্য, তবে সম্প্রতি সভা নির্বাচনের যে নিয়ম আছে ও যে প্রণালীতে সভা নির্বাচন কার্য চলিতেছে, তাহা অনেকাংশে তাঁহার অভিপ্রায়ের অনুযায়ী; সুতরাং সম্প্রতি ঐ নিয়ম পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। পত্রপ্রেরক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া পরিষদের এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হইবে।

৩। পরিষদের বর্তমান অবস্থায় সাহিত্যসমালোচনার ভার গ্রহণ কর্তব্য কি না এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত অধিনাশচন্দ্র দাস মহাশয়গণের পত্র পঠিত হইল। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ও অপর কতিপয় সভ্য সমালোচনার ভার গ্রহণের কর্তব্যতা সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকৃতি কতিপয় সভ্য মহোদয়, সম্প্রতি সমালোচনার প্রয়োজন নাই, অথবা সংক্ষিপ্ত সমালোচনাতেই ক্ষান্ত থাকা কর্তব্য, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সমালোচনা পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে তাহার দায়িত্ব সমালোচককে অথবা সমগ্র পরিষদে আবদ্ধ থাকিবে কি না, সে তর্কও উপস্থিত হইল। বাঙ্গালায় প্রধান গ্রন্থকারগণের অধিকাংশই পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত, এরূপ স্থলে যথারীতি প্রকৃত সমালোচনা হইবে কি না, তাহাও প্রশ্নস্বরূপে উঠিল। অবশেষে বাদামুখাদের পর স্থির হইল যে, সমালোচনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়ম পরিষদের আগামী অধিবেশনে বিবেচনার্থ উপস্থিত করা যাইবে, এবং ঐ নিয়মের প্রতিলিপি সভ্যগণের সমাক্ষেপে বিবেচনার্থ আগামী অধিবেশনের বিজ্ঞাপনপত্রের সহিত সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হইবে।

নিয়ম। কার্যনির্বাহক সমিতি সমালোচনার্থ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলে ও ঐ গ্রন্থ সমালোচনার উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, ঐ সমিতির বা পরিষদের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমালোচনার ভার দিতে পারিবেন।

কার্যনির্বাহক সমিতি ঐ সমালোচনা প্রাপ্ত হইলে ও উচিত বোধ করিলে সমালোচকের নাম দিয়া পরিষদপত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবেন।

উক্ত নিয়মানুসারে যে যে গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ হইবে, ভূক্তিন্ন অগ্রাণ্ড প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বা উল্লেখ কার্য্যনির্বাহক সমিতি প্রকাশ করিতে পারিবেন ।

সমালোচনার অগ্রাণ্ড হওয়া যায় নাই, এরূপ গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন সভা বিস্তৃত সমালোচনা লিখিয়া পাঠাইলে তাহাও কার্য্যনির্বাহক সমিতি উপযুক্ত বোধ করিলে প্রবন্ধরূপে প্রকাশ করিতে পারিবেন ।

৪। পরিষদের কতিপয় কর্তব্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পত্র পঠিত হইলে পত্রপ্রেরকের অভিপ্রায় অনুমোদিত হইল এবং তদনুসারে সভ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ পরিষদের অধিবেশনে সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাদি বাহাতে পাঠ করেন, তজ্জন্ত অনুরোধ করা হইল ।

৫। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পত্র পঠিত হইল । পত্রপ্রেরক মহাশয় তৎকল্পক পরিষদের পূর্বে এক অধিবেশনে উত্থাপিত গ্রন্থতর প্রস্তাবের কার্য্য পরিণতি পক্ষে পথপ্রদর্শনে অভিলাষী হইয়া পাঁচ শত ও আড়াই শত টাকা পরিমাণের দুইটি পুরস্কার পরিষদের হাতে সমর্পণ করিতে চাহেন । অদ্বৈতবাদ এবং প্রাচীন ও নব্য ত্রায় এই উভয় বিষয়ে যিনি যিনি সর্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিবেন, পরিষদ তাঁহাদের দুই জনকে এই পুরস্কার দান করিবেন ।

পরিষদ কৃতজ্ঞতা স্বীকারে ও ধন্যবাদের সহিত পত্রপ্রেরক মহাশয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন । কার্য্যনির্বাহক সমিতি পত্রপ্রেরক মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া পুরস্কার দানের নিয়ম করিবেন ও পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন, স্থিরীকৃত হইল ।

৬। শ্রীযুক্ত কানাইলাল নাগের প্রেরিত বাক্শক্তি ও ভাষা শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থিত হইলে উহা পাঠ আবশ্যক বিবেচিত হইল না । পরে সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদের পর সভা ভঙ্গ হইল ।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,

সম্পাদক ।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত,

সভাপতি ।

নবম অধিবেশন ।

১৩ই ফাল্গুন, রবিবার ( ২৪শে ফেব্রুয়ারি ) ।

উপস্থিত সদস্য ।

সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এম্ ; সি, আই, ই ।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানভূষণ এম্, এ ।

মহেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানিধি ।

মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর ।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় ।

” দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ।

” ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ ।

শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ।

- „ রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী ।
- „ মাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।
- „ রজনীকান্ত গুপ্ত ।
- „ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।
- „ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।
- „ কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ ।
- „ গোসাই দাস গুপ্ত ।
- „ মনোমোহন বসু ।
- „ বীরেশ্বর পাণ্ডে ।
- „ গোবিন্দলাল দত্ত ।
- „ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ ।
- „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্ ।

- „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল ।
- „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক ।
- „ ভবেন্দ্রলাল দে ।
- „ চণ্ডীচরণ সেন ।
- „ ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন ।
- „ নন্দকৃষ্ণ বসু এম্, এ ; সি, এম্ ।
- „ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী ।
- „ শারদারঞ্জন রায় এম্, এ ।
- „ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ ।
- „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত সি, এম্ ।
- „ নালুকদার ।
- „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ ।
- „ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।

পূর্ববর্তী অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত ও পরিগৃহীত হইলে পর নিম্নলিখিত প্রস্তাব গুলি নীমাংসিত ও স্থিরীকৃত হইল ।

১। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সদস্যরূপে পরিগৃহীত হইলেন :—

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ।

- „ শরচ্চন্দ্র সরকার ।
- „ শান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ ।
- „ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্ ।
- „ পণ্ডিত অনন্তবাপু শাস্ত্রী যোশী ।
- „ গোপালকৃষ্ণ ঘোষ বি, এল্ ।
- „ রায় নৃসিংহচন্দ্র দত্ত বাহাদুর ।
- „ কুমার প্রমথনাথ মালিয়া ।
- „ রামদাস মৈত্র ।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম্, এ ।

- „ অবিনাশচন্দ্র বসু এম্, এ ।
- „ লালগোপাল চক্রবর্তী এম্, এ ।
- „ কালিদাস মল্লিক এম্, এ ।
- „ প্যারীলাল হালদার এম্, এ ।
- „ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।
- „ সুরেশচন্দ্র সেন এম্, এ ।
- „ আনন্দচন্দ্র মিত্র ।

• ২। তাহার পর শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিতের কিয়দংশ পাঠ করিলেন । পঠিত প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বালাজীবন, বালাশিক্ষা, শিক্ষাসংস্কার, সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত ছিল । প্রবন্ধ পাঠের পর সভা কর্তৃক চণ্ডী বাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল ।

৩। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাব পঠিত হইল । মহেন্দ্র বাবু আকবর, আরজুজ্জব্ব ইত্যাদি নামের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ স্বত্বক্কে সামঞ্জস্য রক্ষার নিমিত্ত

চেপ্টা করিতে পরিষদকে অনুরোধ করেন। তদ্বির বৃদ্ধদেবের জন্ম ও মৃত্যু বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক যে, ভিন্ন ভিন্ন কাল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহারও একটা মীমাংসা করিয়া দিতে বলেন। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—“ইতিহাসোল্লিখিত নামের সাদৃশ্য রক্ষার নিমিত্ত কিছু কাল পূর্বে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় আরবী ও পারসী শব্দের সহিত একতা রক্ষা করিয়া যে তালিকা প্রস্তুত করিয়া ছিলেন, সেই তালিকা সংগ্রহ করিয়া পরিষদ-পত্রিকায় মুদ্রিত হউক। এই সকল নামের প্রকৃত উচ্চারণ বা প্রকৃত বর্ণবিজ্ঞান জানিতে হইলে মূল গ্রন্থের আলোচনা করা উচিত। কিন্তু তাহা যখন করিবার আপাততঃ সুবিধা নাই, তখন রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের তালিকা প্রকাশ করাই আমাদের পক্ষে কর্তব্য হইতেছে।” বৃদ্ধদেবের কাল নিরূপণ বিষয় বিদ্যানিধি মহাশয় বলিলেন,—“বৃদ্ধেব সম্বন্ধে ললিতবিস্তরই সন্দেহপূর্ণ। প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থে—অতএব ললিতবিস্তর—এই বিষয় মীমাংসিত হওয়া উচিত।” ইহার উত্তরে সভাপতি মহাশয় বলেন, “এই বিষয়ে পালী ভাষায় লিখিত এমন অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ আছে, যাহা ললিতবিস্তর অপেক্ষা প্রাচীনতর। অতএব এই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার পূর্বে আমাদের বিশেষরূপ আলোচনা করা উচিত।” শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তালিকা বিবেচনা করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য কয়েক জন ইতিহাসজ্ঞ ও তৎসঙ্গে বিদ্যানিধি মহাশয়কে লইয়া একটি সমিতি গঠিত করা হউক। আর বিদ্যানিধি মহাশয়কে এই বিষয়ে একটা তালিকা প্রদান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হউক।

৪। কজ্জ হইতে এক ব্যক্তি জয়দেব সম্বন্ধে কতকগুলি বিবরণ জানিবার নিমিত্ত সভাপতি মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সভাপতি মহাশয় সেই পত্রখানির কিয়দংশ পাঠ করিয়া বলিলেন,—“এই বিষয়ে সাহিত্য-পরিষদ হইতে পত্রলেখককে সাহায্য করা উচিত।” তৎপরে স্থির করা হইল যে, জয়দেবের বিষয়ে বাঙ্গালায় যে সকল গ্রন্থ বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকল একত্র সংগৃহীত করিয়া তাহা হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় সকল তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হউক; এবং এই কার্যের ভার শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হউক।

৫। তাহার পর সমালোচনাবিষয়ে পরিবর্তিত নিয়মটী গ্রহণ করিবার কথা উঠিলে অনেক আলোচনা হইল। এই বিষয়ের আবশ্যিকতা ও অনাবশ্যিকতা সম্বন্ধে অনেক সভ্যই আপন আপন মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। অবশেষে বহু আলোচনার পর সমালোচনা সম্বন্ধে এই নিয়মটী পরিগৃহীত হইল। নিয়মটী এই :—পত্রিকাসম্পাদক সমালোচনার্থ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলে, স্বয়ং সমালোচনা করিবেন, অথবা পরিষদের অন্য সদস্য দ্বারা সমালোচনা করাইয়া লেখকের নামে তাহা পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবেন। অন্য প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বা উল্লেখ, সম্পাদক পত্রিকায় প্রকাশ করিতে পারিবেন, সমালোচনার

জন্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, এরূপ গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন লেখক বিস্তীর্ণ সমালোচনা লিখিয়া পাঠাইলে তাহাও প্রবন্ধরূপে প্রকাশ করিতে পারিবেন।

৬। তৎপরে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার মহাশয়কে বেতনভোগী সহকারী সম্পাদক নিয়োগের কথা উঠিলে সে বিষয় বিবেচনার ভার কার্যনির্বাহক সমিতির প্রতি অর্পিত হইল।

সময়াভাব বশতঃ আর কতকগুলি বিষয় অর্থাভাবিত রাখিয়া সভা ভঙ্গ করিতে হইল। সভাভঙ্গের পূর্বে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

সম্পাদক।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত,

সভাপতি।

### বাৎসরিক অধিবেশন।

গত ২৪শে ও ২৫শে চৈত্র শনিবার ও রবিবার অপরাহ্নে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম বাৎসরিক অধিবেশন হয়। প্রথম দিবসের অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এম্ ; সি, আই, ই।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সহকারী সভাপতি)

- ” কুঞ্জলাল রায়।
- ” মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর।
- ” চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ” গোসাই দাস গুপ্ত।
- ” যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ” রজনীকান্ত গুপ্ত।
- ” রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এম, এ।
- ” শরচ্চন্দ্র সরকার।
- ” ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ” বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ” গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ” শারদারঞ্জন রায় এম্, এ।
- ” রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী।
- ” উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র সেন এম্, এ।

- ” ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম্, এ।
- ” মনোমোহন বসু।
- ” ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন।
- ” হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি এল্।
- ” নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্।
- ” অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক।
- ” শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্।
- ” মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
- ” দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
- ” বরদাচরণ মিত্র বি, এল্।
- ” বীরেশ্বর পাণ্ডে।
- ” নন্দকৃষ্ণ বসু এম্, এ ; সি, এম্।
- ” মতিলাল হালদার বি, এল্।
- ” তারাকুমার কবিরহ।

তাহার পর পূর্ববর্তী অধিবেশনের কার্যবিবরণ পাঠিত ও কোন কোন অংশ পরিবর্তিত

হইয়া গৃহীত হইলে পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভা-শ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

শ্রীযুক্ত মাখনলাল ভট্টাচার্য্য এম্, এ।

„ অমৃতলাল মিত্র।

„ ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, এ।

„ বরদাকান্ত চক্রবর্তী।

„ কেদারনাথ বসু বি, এ।

„ চন্দ্রনাথ তালুকদার।

„ কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ।

„ রাজা রাজরাজেশ্বরী প্রসাদ সিংহ

বাহাদুর।

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ।

„ রাও কাশীনাথ বালকৃষ্ণ মর্য্যে।

„ জ্ঞানেন্দ্রলাল দে এম্, এ।

„ হৃদয়রঞ্জন খাঁ এম্, এ।

„ মন্মথনাথ মুস্তফি বি, এ।

„ মতিলাল দত্ত।

„ দ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত।

„ প্রতুলচন্দ্র বসু।

„ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ।

তৎপরে সম্পাদক কর্তৃক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম বার্ষিক বিবরণী পঠিত হইল।  
প্রথম বার্ষিক বিবরণী এই :—

কিঞ্চিদূর দুই বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৮৯৩ অব্দের জুলাই মাসের ২৩শে তারিখে কলিকাতা শোভাবাজারে রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের  
সহচর।

২১২ নম্বর ভবনে বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। একদিকে ইংরাজি সাহিত্যের এবং অত্র দিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য অবলম্বন পূর্ব্বক বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার সাধন, সেই সভার উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ প্রতি রবিবার একাডেমি অব্ লিটারেচারের অধিবেশন হইত। তাহার পর পনের দিবস অন্তর সেই সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। সেই সভার কার্য্যবিবরণাদি ইংরাজি ভাষাতে লিপিবদ্ধ হইত, এবং দি বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার নামক মাসিক পত্রিকাখানির অধিকাংশ ইংরাজিতেই লিখিত হইত। একাডেমি অব্ লিটারেচারের কার্য্যকলাপে এইরূপ ইংরাজি বহুলতা দেখিয়া কতিপয় সভা আপত্তি করেন, এবং জাতীয়-সাহিত্যানুরাগী কোন কোন ব্যক্তি প্রতিবাদও করিতে থাকেন। একাডেমি অব্ লিটারেচার এই নাম সম্বন্ধেও অনেক আপত্তি-সূচক কথা উপস্থিত হয়। এই হেতু শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম্, এ ; সি, এম্ মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে একাডেমি অব্ লিটারেচারের প্রতিশব্দ স্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ নাম পরিগৃহীত হয়। তন্নিমিত্ত সভার পত্রিকাখানি দি বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, এই উভয় আখ্যায় আখ্যাত হইয়া বাহির হইতে থাকে। ফল কথা, ইংরাজি-বহুলতার নিমিত্ত আপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায় এবং দেশীয় ভাবে দেশীয় সাহিত্যালোচনার আবশ্যকতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিতে পারায়, বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচারকে পুনর্গঠিত করিয়া নূতন ভিত্তির উপর স্থাপিত করিতে অনেকে ইচ্ছুক হইয়া উঠেন। এই স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মিষ্টার এল্ লিওটার্ড

ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার স্থাপিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি পক্ষে একটি স্মৃহং, উত্তোগের হৃচনা করেন। এই নিমিত্ত এই হই জনের নিকট আমাদিগের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত বলিয়া মনে করি।

যাহা হউক, পূর্বোক্ত সভাগণ পূর্বোক্ত স্থানে ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্নে পূর্বোক্তস্থিত বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার বর্তমান ভিত্তির উপর পুনর্গঠিত করিয়া

পরিষদ-সংগঠন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ নামে অভিহিত করেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি,

আই, ই, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার বিনয়রক্ষ বাহাদুর এই পুনর্গঠন কার্যে বিশিষ্টরূপ সাহায্য করায় পরিষদ তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। ফলতঃ ঐ ১৭ই বৈশাখের অধিবেশনকেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম অধিবেশন বলিতে হইবে। পরিষদ মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই মহাশয়কে সভাপতি, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দ্বিগকে সহকারী সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও মিষ্টার এন্ লিওটার্ডকে সম্পাদকপদে নিযুক্ত করেন।

পরিষদ দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বিনয়রক্ষ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

এম, এ, বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, এই ছয় জনকে কা্যানির্কাহক সমিতি।

লইয়া কার্যানির্কাহক সমিতি গঠিত করেন। এতদ্বিন্ন সভাপতি, সহকারী সভাপতিদ্বয় এবং সম্পাদকদ্বয়কেও কার্যানির্কাহক সভার অতিরিক্ত সভ্যরূপে পরিগণিত করিয়া লয়েন। কার্যানির্কাহক সমিতি মিষ্টার এন্ লিওটার্ডকে ধনরক্ষক, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তকে পরিষদের পত্রিকা-সম্পাদক, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখে পাধ্যায়কে পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদারকে গ্রন্থরক্ষক-পদে নিযুক্ত করেন। তদ্বিন্ন গ্রন্থরক্ষক, ধনরক্ষক, সম্পাদক, ও পত্রিকা-সম্পাদকের কর্তব্য কার্য নিৰ্দ্ধারিত করিয়া দেন, এবং বিল সংগ্রহকার নিযুক্ত করিয়া সভাদিগের নিকট টাঙ্গা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। ফলতঃ পরিষদের সমস্ত কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্ত কার্যানির্কাহক সভা কিছুমাত্র ক্রটি করেন নাই। অল্পদিন হইল, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী মহাশয় কার্যানির্কাহক সভার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্থানে আজিও কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করা হয় নাই।

পরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত পরিভাষাসম্বন্ধে যে প্রস্তাব উত্থাপিত করেন, তদনুসারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ বিজ্ঞান, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের

পারিভাষিক শব্দ প্রণয়ন করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত রক্ষকমল ভট্টাচার্য্য পরিভাষিক সমিতি।

বি, এল, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত শারদারঞ্জন রায় এম, এ, এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী এম, এ, এই সাত জনকে

এইরূপ একটি পারিভাষিক সমিতি সংগঠিত করেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য পারিভাষিক সমিতির সভাপতি, এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। পারিভাষিক সমিতি আপাততঃ ভৌগোলিক পরিভাষা প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত পরিষদের নয়টি অধিবেশন হইয়াছে। মাসিক অধিবেশন ভিন্ন কোন বিশেষ অধিবেশন হয় নাই। প্রথমতঃ কয়েক মাস ইংরাজি মাস ধরিয়া প্রতি মাসের শেষ বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রবিবারে পরিষদের অধিবেশন হইত। বিগত কার্ত্তিক পরিষদের অধিবেশন।

মাস হইতে বাঙ্গালা মাস ধরিয়া অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। পরিষদের প্রতি অধিবেশনেই আলোচনার নিমিত্ত দুই তিনটি করিয়া নূতন প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে, কোন অধিবেশনেই উপস্থিত সভ্য সংখ্যা চৌত্রিশ জনের অধিক, এবং আঠার জনের কম হয় নাই।

এই পর্য্যন্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সভার পনেরটি অধিবেশন হইয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত সভ্য সংখ্যা আট জনের অধিক, এবং পাঁচজনের কম হয় নাই। কার্য্য-

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার  
অধিবেশন।

নির্ব্বাহক সমিতি প্রতি অধিবেশনের কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি যত্নসহকারে সম্পাদিত করিয়াছেন। পরিষদ যে প্রস্তাব মীমাংসার ভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রতি অর্পণ করিয়াছেন, কার্য্য-

নির্ব্বাহক সমিতি অবিলম্বে অধিবেশন আহ্বত করিয়া তাহা মীমাংসা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত পারিভাষিক সমিতির তিনটি বই অধিবেশন হয় নাই। সমিতির সভাপতি তিনটি অধিবেশনের ভিতর একটিতে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। ইহার তিনটি অধিবেশনেই ভৌগোলিক পরিভাষার

আলোচনা হইয়াছে।

এই পর্য্যন্ত পরিষদের পত্রিকা তিন সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। উহা প্রতি তিন মাসে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পরিষদ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ মাসে, দ্বিতীয় সংখ্যা কার্ত্তিক

পরিষদ-পত্রিকা। মাসে, এবং তৃতীয় সংখ্যা মাঘ মাসে বাহির হইয়াছে। পত্রিকা রয়েল ফর্ম্মার আট পৃষ্ঠাকারে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার কলেবর প্রথম সংখ্যায় আট ফর্ম্মা; এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় সাড়ে নয় ফর্ম্মা হইয়াছে। পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যাতেই প্রবন্ধ ভিন্ন পরিষদের কার্য্যবিবরণ ও সভ্যের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাকে আরও বর্দ্ধিত-কলেবরে প্রকাশ করিতে পরিষদের একান্ত ইচ্ছা আছে।

পরিষদের চতুর্থ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালাপ্রচলনের উত্তোগার্থ দুইটি প্রস্তাব

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা  
প্রচলনের উদ্যোগ।

করেন। প্রথম প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য,—প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত সাহিত্য ব্যতীত ভূগোল ও গণিতাদি বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হউক। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য—

এল, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষালোচনার সহিত বাঙ্গালা ভাষালোচনারও ব্যবস্থা থাকুক। পরিষদ এই বিষয় আলোচনার ভার মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল, শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু এম, এ, সি, এস, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি এল, এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই পাঁচ জনের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষ আলোচনা করিয়া, কি উপায়ে প্রস্তাব দুইটি কার্যে পরিণত হইতে পারে, তাহা নির্দেশ করিলে পরিষদ এই বিষয়ে যথাকর্তব্য সম্পাদন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আনন্দের বিষয় যে, তাঁহারা প্রস্তাব দুইটি সম্বন্ধে ইতিমধ্যে দেশের সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের মতামত সংগ্রহ করিয়াছেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কার্যে যেরূপ উৎসাহ ও অনুরাগ দেখাইতেছেন, তন্মিহিত পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারেন না। ফলতঃ তিনি পরিষদকে যেরূপ অনুরাগচক্ষে দেখিয়া থাকেন, ইহার উন্নতির জন্ত যেরূপ যত্ন প্রকাশ করেন, তজ্জন্ত পরিষদ তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

পরিষদের অষ্টম অধিবেশনে অন্ততম সভ্য শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে যতীন্দ্রনাথ-পুরস্কার।

পাঁচ শত টাকা, এবং প্রাচীন ও নব্য গ্রন্থ বিষয়ে প্রবন্ধ-লেখককে আড়াই শত টাকা পুরস্কার দানে কৃতসম্মত হইয়া এই বিষয়ে কর্তব্য নিদ্ধাবণের ভার পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। পরিষদ পুরস্কার-দাতাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক অতীব আনন্দের সহিত এই ভার গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধনির্বাচনের নিমিত্ত পরীক্ষক নিয়োগাদি কার্য সকল সম্পন্ন করিতেছেন। দাতার নামানুসারে এই পুরস্কার যতীন্দ্রনাথ-পুরস্কার নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

বাঙ্গালার অক্ষয়-কীর্তি কবি কৃত্তিবাস-প্রণীত রামায়ণের একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ-প্রকাশে পরিষদ কৃতসম্মত হইয়াছেন। এই কারণে পরিষদ নানা স্থান হইতে নানা উপায়ে

রামায়ণের পুঁথি ও প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তক সকল সংগ্রহ করিতেছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

বিভিন্ন সময়ের লিখিত অনেকগুলি পুঁথিও সংগৃহীত হইয়াছে,— কিন্তু আশানুরূপ সংগৃহীত হয় নাই। পুঁথি আশানুরূপ সংগৃহীত হইলে পরিষদ রামায়ণ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশে পরিশ্রম করায় পরিষদ তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

পরিষদের পঞ্চম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত যে সকল সারগর্ভ প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি বা পাণ্ডুলিপি কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইতেছে, সেই সকল সংগৃহীত করিয়া রক্ষা করা এবং সুবিধা পুঁথি-সংগ্রহ।

মত প্রকাশিত করা পরিষদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক বিবেচনায় প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এসিয়াটিক সোসাইটি নামক সভা যেমন বহুসংখ্যক বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃত

পাণ্ডুলিপির উদ্ধার করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের কল্যাণ সাধন করিতেছেন, পরিষদও সেইরূপ বাঙ্গালার বিলুপ্তপ্রায় পুঁথি বা পাণ্ডুলিপির উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালার সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করেন, ইহাই প্রস্তাবকদিগের অভিপ্রায়। পরিষদ তাঁহাদিগের অভিপ্রায়কে সর্বোপায়ে হিতকর বিবেচনা করিয়া পুঁথি সংগ্রহ-কাৰ্য্যে উপযুক্ত লোক-নিয়োগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

পরিষদের চতুর্থ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, একটি বিস্তৃত পুস্তকালয় স্থাপনার্থ একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। পরিষদে দিন দিন যেরূপ শিক্ষিত লোক-গুণ্ডকালয়।

সমূহের সমাগম হইতেছে, এবং পরিষদ বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের উপর ক্রমশঃ যেরূপ শক্তি বিস্তার করিতেছেন, তাহাতে পরিষদের একটি পুস্তকালয় হওয়া একান্ত আবশ্যক, এই কথা প্রস্তাবকজ্ঞ বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। পরিষদ সক্রিয়কৃত বিবেচনা করিয়া, তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত সচেষ্ট হইয়াছেন, এবং পরিষদের যে সকল সভা গ্রন্থকার আছেন, আপাততঃ তাঁহাদিগের নিকট হইতে পুস্তক উপহার-স্বরূপ পোষ্ট হইয়া পুস্তকালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। গ্রন্থকার ভিন্ন পরিষদের কোন কোন সদাশয় সভ্যও কতকগুলি পুস্তক প্রদান করিয়াছেন। আর্থিক অবস্থা কথঞ্চিৎ স্বচ্ছল হইলেই পরিষদ পুস্তকালয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে মনোযোগ প্রদান করিবেন।

সভাপতি মহাশয় একটি ভিন্ন পরিষদের সকল অধিবেশনেই উপস্থিত ছিলেন। উচ্চতর রাজপদে নিযুক্ত থাকিয়া এবং বহুকার্য্যভার গ্রহণ করিয়াও পরিষদের কল্যাণের নিমিত্ত যখন বাস্তব আবশ্যক হইয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা সমাধা করিয়া সভাপতি।

দিয়াছেন। অবিক কি,—পরিষদের প্রসার যে এত অল্প সময়ের ভিতর এতদূর হইয়াছে, সভাপতি মহাশয়ের আন্তরিক অনুরাগই তাহার প্রধান কারণ।

সহকারী সভাপতিদ্বয়ও পরিষদের উন্নতির নিমিত্ত যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন। অধিবেশনে উপস্থিতি ভিন্ন সংপরামর্শ দান ও পত্রিকার নিমিত্ত প্রবন্ধ সহকারী সভাপতি। রচনা করিয়া তাঁহারা পরিষদকে উপকৃত করিয়াছেন।

প্রথমে শ্রীযুক্ত এল্‌ লিওটার্ড এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরিষদের সম্পাদক পদে নিয়োজিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরিষদের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে যার পর নাই পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার যত্নে পরিষদের উন্নতি সম্পাদক।

তির স্বত্বপাত হইয়াছে। এজন্য পরিষদ তাঁহার প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। ষষ্ঠ অধিবেশনে মিষ্টার এল্‌ লিওটার্ড সম্পাদকের ও ধনরক্ষকের পদ পরিত্যাগ করিলে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, মহাশয়কে তাঁহার পদে অন্ততঃ সম্পাদকরূপে নিযুক্ত করা হয়। তিনি সম্পাদকের কার্য্য ভিন্ন পত্রিকার নিমিত্ত প্রবন্ধ রচনা করিয়াও পরিষদকে উপকৃত করিয়াছেন।

পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত যাহাতে পত্রিকায় উৎকৃষ্ট ও সারগর্ভ প্রবন্ধ

সকল প্রকাশিত হয়, পত্রিকার গৌরব রক্ষিত হয়, এবং পত্রিকা যথাসময়ে প্রকাশিত হয়, পত্রিকা-সম্পাদক । তন্নিমিত্ত আপনার স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াও, প্রভুত পরিশ্রম করিয়াছেন ।

ফলতঃ পরিষদ তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-স্থত্রে নিবদ্ধ আছেন ।

মিষ্টার এন্ লিওটার্ড ধনরক্ষকের পদ পরিত্যাগ করিলে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদারকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয় । তিনি চাঁদা আদায়, হিসাব রক্ষা, এবং কার্য-  
ধনরক্ষক ।

নিরীক্ষক সমিতির নিকট তিন মাস অন্তর হিসাব দেওয়া প্রভৃতি কার্য

নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন ।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার গ্রন্থরক্ষকের কার্যও অতীব সুস্বচ্ছলসহকারে নির্বাহিত করিয়াছেন । অধিক কি, তিনি ধনরক্ষক ও গ্রন্থরক্ষকের পদে নিযুক্ত  
গ্রন্থরক্ষক ।

থাকিয়া পরিষদের উন্নতির নিমিত্ত যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে ও অকপট-

হৃদয়ে পরিশ্রম করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন ।

পরিষদের সপ্তম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত শারদারঞ্জন রায় এম, এ, এবং শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় এম, এ, এই দুই জনকে পরিষদের আয়ব্যয়-পরীক্ষকের কার্যে নিযুক্ত করা হয় ।

আয়ব্যয় পরীক্ষক । তাঁহারা উভয়েই আয়ব্যয়-পরীক্ষার কার্য নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করি-

য়াছেন । বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় এম, এ, গবর্ণমেণ্টের আয়-

ব্যয়-সংক্রান্ত উচ্চতর পদে নিযুক্ত থাকিয়া পরিষদের ক্ষুদ্র আয়ব্যয় পরীক্ষা-কার্যে যেরূপ আনন্দের সহিত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ না হইয়াই থাকিতে পারেন না ।

পরিষদের উপস্থিত সভ্যসংখ্যা ২০১ দুই শত এক জন । ইহার মধ্যে বিশিষ্ট সভ্য দশ জন আছেন । বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা বাদ দিলে পরিষদের সভ্য সংখ্যা ১৯১ জন থাকে ।

বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচারের ২৯ উনত্রিশ জন সভ্য লইয়া পরি-  
সভ্যসংখ্যা ।

ষদের কার্যারম্ভ হয় । তাহার পর তৃতীয় অধিবেশন হইতে উপযুক্তপরি

অধিবেশনসমূহে এক শত বাষটি জন সভ্য বৃদ্ধি হইয়াছে । তৃতীয় অধিবেশনে ২৭ সাতাইশ, চতুর্থ অধিবেশনে ১০ দশ, পঞ্চম অধিবেশনে ২৩ তেইশ, ষষ্ঠ অধিবেশনে ২৩ তেইশ, সপ্তম অধিবেশনে ১৫ পনের, অষ্টম অধিবেশনে ৩০ ত্রিশ, নবম অধিবেশনে ১৭ সতর জন, এবং অদ্যকার অধিবেশনে ১৭ সতর জন, মোট ১৬২ জন সাহিত্য-পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন । আশা করা যায় যে, এইরূপ ভাবে পরিষদের সভ্যসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে ।

লক্ষপ্রতিষ্ঠ লেখকদিগকে পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার নিয়ম আছে । বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা অনধিক বার জন । ইহার ভিতর দশ জনকে বিশিষ্ট সভ্যরূপে গ্রহণ করা

হইয়াছে । এই দশ জনের ভিতর Sir William Hunter, Mr. John  
বিশিষ্ট সভ্য ।

Beames, Sir Monier Williams, Sir George Birdwood,

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিজ্ঞেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত নবীন-

চন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম্, এ, বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল আছেন। সুতরাং বিশিষ্ট সভ্যের ভিতর চারি জন ইংরাজ এবং ছয় জন বাঙালি আছেন। সুদূরবাসী হইলেও ইংরাজ চারি জন অনেক সময় সংপরাশ্রম প্রদান করিয়া পরিষদকে উপকৃত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু বাক্যভারে নিপীড়িত হইলেও পরিষদের উন্নতিকল্পে উৎসাহ ও হিতকর পরামর্শ প্রদান করিয়া, আমাদিগকে বাবিত করিয়াছেন।

অগ্রতম সভা ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করায় পরিষদ তন্নিমিত্ত চুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি অল্পদিনসংস্পৃষ্ট সভ্যের মৃত্যু।

হইলেও পরিষদ তাঁহার নিকট অনেক বিষয়ে আশা করিয়াছিলেন।

বিগত এপ্রেল মাসের ২৯শে তারিখে পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয়। এই হেতু মে মাস হইতে আজ পর্য্যন্ত পরিষদের আয়ব্যয় নিম্নলিখিতরূপ হইয়াছে। সভাদিগের নিকট চাঁদার হিসাবে ৩৯৮০, প্রবেশিকার ৮৫৮, পত্রিকার মূল্য হিসাবে ৮৮, এবং গত বৎসরের মজুত ৭৮০, মোট আয় ৬৪০৮/০ এবং মোট খরচ ৬০৩৮/০। অবশিষ্ট ৩৮৮/০ মজুত আছে। আয়ব্যয়ের বিস্তৃত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল। পরিষদের উপস্থিত নাসিক আয় ১০৭৮/১০।

সংসারে যাহার কিছু করিবার আছে, সেই জীবিত থাকে। যাহার কিছু করিবার নাই, সে জীবিত থাকে না। এই হেতু এক বৎসর কাল জীবিত থাকিতে দেখিয়া মনে হয় যে, বাঙালী দেশে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেরও কিছু করিবার পরিষদের কার্যক্ষেত্র।

আছে। বঙ্গদেশের সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রায় সকলেই যাহার প্রতি অমুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন, যাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সকলেরই সময় ও অর্থ অন্ধান বদনে দান করিতেছেন, এবং যাহার উন্নতিকল্পে দেশের এতগুলি পদস্থ লোক মাসে মাসে সম্মিলিত হইতেছেন, তাহা যদি জীবিত না থাকে, অথবা জীবিত থাকিয়া কিছু করিতে না পারে, তাহা হইলে আমাদিগের আর আশা কোথায়? ফল কথা, পরিষদ যখন বাঙালী লেখকদিগের রচিত বাঙালী গ্রন্থের আলোচনা করিবেন, এবং সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থের আলোচনাতেও রত হইবেন, তখন পরিষদের কার্যক্ষেত্র যে বিস্তৃত ও বহুল, তাহাতে আর সংশয় নাই। এই এক বৎসরের ভিতরেই আমরা ইহা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছি। কারণ প্রত্যেক অধিবেশনেই পরিষদের বিবেচনার্থ নানাস্থান হইতে নানা প্রস্তাব আসিয়াছে। শক্তি বা সামর্থ্য সম্বন্ধে পরিষদ এখনও তাদৃশ অবস্থাপন্ন হয়েন নাই যে, সেই সমস্ত প্রস্তাবকে আপাততঃ কার্যে পরিণত করিতে সমর্থ হয়েন। সভাদিগের উৎসাহ, অমুরাগ ও অর্থায়-কূল্য যতই প্রাপ্ত হইবে, পরিষদের কার্যক্ষেত্র দিন দিন ততই বিস্তৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অবশেষে পরিষদের সভা, কর্মকারক, সহায়ভূক্তি-কারক ও অমুগ্রাহকদিগকে যথাযোগ্য ধন্যবাদ ও প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া প্রথম বৎসরের কার্যবিবরণ সমাপ্ত করা যাইতেছে।

বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত মহরাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর—বিনি আশ্রয়দাতা রূপে এই সাহিত্য-পরিষদরূপ শিশুকৈ রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত করিয়া নব উৎসাহ ও নব অমুরাগের সহিত পরিষদ দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিতেছেন।

কার্যনির্বাহক সভার অমুমতানুসারে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

সম্পাদক ।

}

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত,

সভাপতি ।

২৪শে চৈত্র, ১৩০১ সন

### পরিষদের আয়ব্যয় ।

( ১৮৯৪ এর ১৬ই জুলাই হইতে বাঙ্গালা ১৩০১ চৈত্র, পর্যন্ত । )

আয় ।	ব্যয় ।
সভ্য মহোদয়গণের নিকট হইতে	পত্রিকা ছাপান খরচ হিসাবে
চাঁদার হিসাবে	১, ২ ও ৩ সংখ্যা ২৬৭১/০
প্রবেশিকার হিসাবে	অগ্রাংশ ছাপা খরচ হিসাবে ২৪৬৮/১০
পত্রিকার মূল্য হিসাবে	ডাকটিকিট হিসাবে ৪৫১/৫
	কাগজ কলম ছুরি কাঁচি ইত্যাদি
	হিসাবে ২৩১/০
ভূতপূর্ব ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত লিওটার্ড	গাড়ীভাড়া ট্রামভাড়া ও নানাবিধ
সাহেবের নিকট প্রাপ্ত	খরচ হিসাবে ২৫/
	পিওনের মাহিনা হিসাবে ৩৮/
	সহঃ সম্পাদকের মাহিনা হিসাবে ৪০/
	চেয়ার টেবিল আলমারার কেনা
বাদ খরচ	হিসাবে ৪৬/
	কাগজে বিজ্ঞাপন হিসাবে ১২/
	পুস্তক খরিদ হিসাবে ৫/
	কৃতিবাসের রামায়ণের পাণ্ডুলিপি
	সংগ্রহ হিসাবে ২৮/
	ভৌগোলিক পরিভাষা নির্ণয়ার্থ পুস্তক
	আদি ক্রয় হিসাবে ২৩৮/১০
	বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রচলন
	সম্বন্ধে পত্রাদি ছাপান হিসাবে ১৫১/১৫
	প্রেসিডেন্সি কলেজে জমা ১০/
	৬০৩১/০

শ্রীচন্দ্রনাথ তালুকদার,

অবৈতনিক ধনরক্ষক ।

প্রথম বার্ষিক বিবরণী পাঠের পর উহা আলোচিত ও কোন কোন অংশে পরিবর্তিত হইলে পরিষদের নিয়মাবলী লইয়া বচস্কণ আলোচনা হইল। অবশেষে অনেক বিবেচনার পর পূর্ষ নিয়মগুলির কোন কোনটি পরিবর্তিত করিয়া এবং অনাবশ্যক হেতু কোন কোনটি একবারে তুলিয়া দিয়া নিম্নলিখিত নিয়মাবলী পরিগৃহীত হইল :—

### বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলী ।

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ বাঙ্গালা গ্রন্থ বা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যানুসঙ্গী যে কোন ব্যক্তি এক জন সভ্য কর্তৃক প্রস্তাবিত, অল্প কর্তৃক সমর্থিত এবং উপস্থিত সভ্যবৃন্দের ১/২ অংশ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

৩। সাধারণ সভা মাত্রকেই নির্ধারিত হইবার সময় প্রবেশিকা এক টাকা, এবং প্রতি মাসে অন্যান্য আট আনা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে।

৪। খ্যাতনামা লেখকগণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সভ্যরূপে পরিগণিত হইতে পারিবেন। কিন্তু উপস্থিত সভ্যের ১/২ অংশ কর্তৃক নির্ধারিত হইলে, প্রস্তাবিত বিশিষ্ট সভ্যের নাম পত্র দ্বারা সমস্ত সভ্যের নিকট প্রেরণ করা হইবে, এবং তাঁহাদের নিকট হইতে যে সকল পত্র পাওয়া যাইবে, তাহার ১/২ অংশের সম্মতি অনুসারে সেই ব্যক্তিকে বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্ধারিত করা হইবে।

৫। সভ্যগণ মাসে একবার করিয়া সম্মিলিত হইবেন। সম্মিলনের স্থান ও সময় সম্পাদক কর্তৃক যথাকালে বিজ্ঞাপিত হইবে। প্রয়োজন হইলে মাসিক অধিবেশন ব্যতীত বিশেষ অধিবেশনও হইবে।

৬। পরিষদের এক জন সভাপতি, তিন জন সহকারী সভাপতি, এক জন সম্পাদক এবং এক জন পত্রিকা-সম্পাদক নির্ধারিত হইবেন। সভাপতি, সহকারী-সভাপতিদ্বয়, সম্পাদক ও পত্রিকা-সম্পাদক, এই ছয় জন ব্যতীত অল্প আট জন সভ্য লইয়া পরিষদের কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হইবে।

৭। পরিষদ এক জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে বেতনভোগী সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিবেন। তিনি সহকারী-সম্পাদকের কার্য ভিন্ন পরিষদের ধনরক্ষক ও গ্রন্থরক্ষকের কার্যও করিবেন। কার্যনির্বাহক সমিতি তাঁহার কার্য নিদ্বারিত করিয়া দিবেন।

৮। পত্রিকা-সম্পাদক সমালোচনার্থ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলে স্বয়ং সমালোচনা কবিবেন, অথবা পরিষদের অল্প সদস্য দ্বারা সমালোচনা করাইয়া লেখকের নামে তাহা পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে পারিবেন। অল্প প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বা উল্লেখ সম্পাদক পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে পারিবেন। সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, এরূপ গ্রন্থ সম্বন্ধে

কোন লেখক বিস্তীর্ণ সমালোচনা লিখিয়া পাঠাইলে তাহাও প্রবন্ধরূপে প্রকাশ করিতে পারিবেন ।

৯। পরিষদের পত্রিকা তিন মাস অন্তর বাহির হইবে। পত্রিকাতে পরিষদের কার্য-বিবরণ, গ্রন্থসমালোচনা এবং সারবান্ প্রবন্ধাদি থাকিবে। কার্যনির্বাহক সভা পত্রিকার তত্ত্বাবধানের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১০। পরিষদের পত্রিকা সভারা বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। অপরে বাৎসরিক তিন টাকা মূল্য দিলে পাইবেন।

১১। পরিষদের কোন সভা ছয় মাস কাল চাঁদা প্রদান না করিলে, তাঁহাকে পত্র দ্বারা পরিষদের নিয়ম জানান হইবে, এবং পত্র প্রেরণের পর এক মাস মধ্যে চাঁদা না দিলে তাঁহাকে সভ্যপদ হইতে বিচ্যুত করা হইবে।

নিয়মাবলী নিদ্ধারিত হইলে পর পরিষদের কর্মকারক নির্বাচন লইয়া অনেক আলোচনা হইল, এবং সংশোধিত নিয়মালুসারে নিম্নলিখিতরূপ পরিষদের কর্মকারক নির্বাচিত হইল।

সভাপতি :—মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, এম্ ; সি, আই, ই আগামী বৎসরের জন্ত বঙ্গায়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন।

সহকারী-সভাপতি :—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন, এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহকারী-সভাপতি হইলেন।

পত্রিকা-সম্পাদক :—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত পরিষদ-পত্রিকার সম্পাদক হইলেন।

সম্পাদক :—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরিষদের সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন।

সহকারী-সম্পাদক :—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার পরিষদের সহকারী সম্পাদক হইলেন।

ধনরক্ষক ও গ্রন্থরক্ষক :—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার সহকারী সম্পাদকের কার্য ভিন্ন ধন-রক্ষক ও গ্রন্থরক্ষকের কার্যেও নিযুক্ত হইলেন।

কার্যনির্বাহক সমিতি :—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, এম, এ, বি, এল; শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বিনয়রক্ষ বাহাদুর; শ্রীযুক্ত ডাক্তার স্বর্ষ্যকুমার সর্বাধিকারী; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল; শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু; শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ, এই আট জনকে লইয়া পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইল।

অবশেষে সভাপতিকে যথারীতি ধন্যবাদের পর সভাভঙ্গ হইল।

### দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন।

২৫শে চৈত্র রবিবার অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় মহারাজকুমার বিনয়রক্ষ বাহাদুরের ব্যক্তির বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ধ্বজা পতাকা, পুষ্প ও পুষ্পমালায় পরিশোভিত হইল। প্রাঙ্গণের

চতুর্পার্শ্ববর্তী গৃহ সমূহ সুন্দর কার্পেট, সুন্দর চেয়ার, সুরঞ্জিত চন্দ্রাতপ প্রভৃতিতে সুসজ্জিত হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রায় চারি শত লোক সমাভূত পূর্ণ করিয়া বসিলেন। সমাপ্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন :—

মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এম্ ; সি, আই, ই (সভাপতি)। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সহকারী সভাপতি)। অনারেবল্ জষ্টিস্ জুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। অনারেবল্ জষ্টিস্ চন্দ্রনাথ ঘোষ। মহারাজ-কুমার গৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব। কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব। রাজা রাজরাজেশ্বরী প্রসাদ সিংহ। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত সি, এম্। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত সি, এম্। ডাক্তার প্রমথকুমার রায় ডি, এম্, সি। শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বহু এম্, এ ; সি, এম্। শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম্, এ ; সি, এম্। শ্রীযুক্ত বঙ্গবীন্দ্রনাথ বসু এম্, এ। ডাক্তার হৈলোক্যনাথ মিত্র এম্, এ, বি, এল। মিষ্টার কে, এম্, বনার্জি। মিসেস্ কে, এম্, বনার্জি। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাণ্ডে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী বসু বি, এ। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার এম্, এ, বি, এল। ডাক্তার শ্যামকুমার নন্দাধিকারী। ডাক্তার যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। ডাক্তার উমেশচন্দ্র মিত্র। ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস। ডাক্তার অমলাচরণ বসু। শ্রীযুক্ত গ্রামনাথ রায়। শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র সেন এম্, এ। শ্রীযুক্ত সিন্ধুধর রায়চৌধুরী। পণ্ডিত শ্রীনাথ শাস্ত্রী। শ্রীযুক্ত মতিলাল হালদার বি, এল। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু বি, এ। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার। শ্রীযুক্ত রামব্রহ্ম সাম্রাট। ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন। শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ মল্লিক। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম্, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম্, এ। শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর মিত্র। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত নৃদীপনাথ বসু এম্, এ। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী। কবিরাজ হরিনাথ বিদ্যারত্ন। কবিরাজ নবীনচন্দ্র সেন। কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন। কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার। কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র সমাজপতি। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ। শ্রীযুক্ত নিতাকৃষ্ণ বসু এম্, এ। জি, এন, দে স্কোয়ার। এল, এন, মিত্র স্কোয়ার। জে, ঘোষাল স্কোয়ার। সি, আর, দাস স্কোয়ার। শ্রীযুক্ত কালীকুমার মিত্র। শ্রীযুক্ত গোপাললাল মিত্র। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এম্, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ। শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র স্মারত্স সি, আই, ই। স্মারালঙ্কার নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল। ডাক্তার আর, জি, কর। কুমার রামেশ্বর মালিয়া। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ডাক্তার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র মিত্র। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্, এ, বি, এল। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ। শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত অম্বুপচন্দ্র মিত্র। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ। শ্রীযুক্ত হৈলোক্যনাথ সাম্রাট। শ্রীযুক্ত নীলমণি দে। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকালী ঘোষ। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু, এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক)।

প্রথমে ঢাকার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ পীড়া হেতু অধিবেশনে অস্থপস্থিতি ও পরিষদের কার্যে সম্পূর্ণ সহায়ত্বীত জ্ঞাপন পূর্বক তাঁরযোগে যে সংবাদ প্রেরণ করেন, এবং মহারাজা শ্রী যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, রাজা শ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কুমার গিরীন্দ্রনারায়ণ দেব উপস্থিত হইতে না পারিয়া হুৎ প্রকাশ পূর্বক যে সকল পত্র লিখেন, সভাপতি মহাশয় সেই গুলি পাঠ করিলেন। তাহার পর অধিবেশন উপলক্ষে রচিত একটি গান গীত হইলে পর সভাপতি কর্তৃক আহৃত হইয়া সম্পাদক পূর্বোক্তিত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিলেন। তদনন্তর আর একটি সংগীত হইলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালা জাতীয় সাহিত্য নামক একটি স্থলিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন (রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধটি বৈশাখ মাসের সাধনায় বাহির হইয়াছে, এজন্য উহা এস্থলে মুদ্রিত হইল না)। প্রবন্ধ পাঠান্তে সভাপতি মহাশয় কয়েকটি সারগর্ভ কথায় পরিষদের কার্যক্ষেত্র ও ভবিষ্যতের বিষয়ে মতামত প্রকাশিত করিলেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু কবির শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত-সংগীত নামক অল্পম কবিতাটি আবৃত্তি করেন। আবৃত্তি শেষ হইলে ঐক্যতান বাদন হয়, এবং বিখ্যাত গায়ক শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চক্রবর্তী অবশিষ্ট কয়েকটি সংগীত ও অন্ত গায়কদল বন্ধিমচন্দ্রের বিখ্যাত বন্দে মাতরং সুন্দররূপে গান করিলেন। তাহার পর সভায় সকলেই প্রাঙ্গণের সমুখবর্তী সজ্জিত, প্রশস্ত ও দীপালোক সমুজ্জল গৃহে উপস্থিত হইয়া দলে দলে বিভক্ত হইয়া সাহিত্যানাপ করিতে লাগিলেন। সেই গৃহের এক পার্শ্বে স্ত্রীতিভাজনেরও সামান্যরূপ ব্যবস্থা ছিল; সুতরাং কেহ স্বতন্ত্রভাবে, কেহ বা সম্মিলিত ভাবে আপন আপন ইচ্ছানুসারে মিষ্টান ও ফল মূল্যাদি আহার করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বিখ্যাত চণ্ডীগায়ক শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ স্বর্ণকার প্রাঙ্গণমধ্যে স্বদলের সহিত গানারম্ভ করিলেন। এ দিকে গৃহের ভিতর হার্মোনিয়ম সংযোগে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি স্মৃকণ্ঠ গায়কগণ সংগীতলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ আমোদ, উৎসাহ ও উচ্ছ্বাসের সহিত রাত্রি দশ ঘটিকা পর্যন্ত অতিবাহিত করিয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।

পরিষদের এই উৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত সংগীতগুলি রচিত হইয়াছে সংগীতগুলি এই ;—

### ( সমস্তের গীত । )

ইমন কল্যাণ—তেওরা ।

লক্ষ্যরূপে অধাংশি ঢালি,

বিরাজিত যিনি ত্রিভুবনে।

কত লত ভাষা হজিত ধীর,

বিতুষিত নানা ভূষণে।—

এই ধরাধামে আর গগনে।

বিহঙ্গ, গানে, ভটিনী, ডানে,

নির্মলিণী, মুহু নিম্বনে,

সেই নীরবি, নিকণে,

নব জলধর গর্জনে,

যাঁর গুণ গান করে সঘনে।

আজি উৎসবে, এসহে সবে,

প্রীতমনে হৃদি আসনে,

ডারে বসায় সযতনে,

করি প্রণিপাত চরণে,

সবে করি প্রণিপাত চরণে।

( শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত । )

মূলতান—তেতাল।

আর কেন দীনা হীনা শ্রীহীনা মলিমা বেশে—  
তাপিত। মা মাতৃভাষা—বাধিতা যেন কি ক্লেশে ?  
কনিতা-কাননে পশি, সম্মীত কমলে বসি,  
চিরদিন মুখ-শশী, ফুল ছিল নবরসে ।  
সভা-ভগত-বাসিনী, মা তব সব ভগিনী,  
শুনায় বিজ্ঞান-বাণী, হাসে সদা উপহাসে ।  
তাই কি নত বদনে, জানাতেছ পুত্রগণে—  
বিবিধ জ্ঞান-রতনে, ভূষিতে তব উরসে ?  
হ'তেছে মা সে সাধনা, পুরিব মনোবাসনা—  
সর্ব বিদ্যা-বিভূষণ, হবে মা অঙ্গদিবসে ।  
দেখ মা হুসমা আজি, বঙ্গ-বুধ-রত্ন-রাজি,  
নানা জ্ঞান-বস্ত্রে সাজি, মিলিত সেই শুভোদ্দেশে ।

( শ্রীগুরু বাবু মনোমোহন বসু প্রণীত । )

( সমস্বরে গীত । )

পরজ—আপতাল ।

নব আশা-উষা হাসি মাতৃভাষার পাশে ।  
মধুর কিরণে কিবা বিভা বিকাশে !  
ছন্দ, অনুশ্রাস, যতি, কবিতা, কল্পনা সতী,  
হুমঙ্গল সংগীত, গাহিছে বিভাষে ।  
ব্যাকরণ, ইতিহাস, দৃষ্টকাব্য, নবজ্ঞাস,  
পুরাণাদি স্তব কবে, হুমধুর ভাষে ।  
সাহিত্য-পরিষদ, পূজি মাঘের পদ,  
আরতি সম্বতনে, করিছে উল্লাসে ।

( শ্রীগুরু বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত । )

মূলতান—তেতাল।

( দেখ ) আসিছে, হাসিছে উল্লাসে ভাসিছে উৎসবে  
মিশেছে—দৃগ্ধ কি সুন্দর ।

এরা যে মা তোর সাধক কিঙ্কর—

এমা বঙ্গভাষা ! এরা যে মা তোর  
সাধক, সেবক, চালক, পালক, সম্মানপ্রবর ।  
এস, ভাতৃগণ ! নাতৃপূজা তরে,  
পরিষদরূপী পদ্মাসিনোপরে,  
বনায় মাঘেরে, সাজায় সাদবে,

জুড়াবে অন্তর ।

নানা বিদ্যারূপী তীর্থ-বারি আনি,  
অভিব্যেক কর স্মরি স্বস্তিবাণী,  
ধনী মানী জ্ঞানী, করি জয়জয়নি,  
হও অগ্রসর ।

বিশ্ব-তত্ত্ব-নিধি, গদ্যপদ্য হারে,  
গাথিয়া প্রতিভা, পরায়ে মাঘেরে,  
বিষপতিবরে, করিবে তাঁহায়ে,  
বিশ্বমনোহর ।

( শ্রীগুরু বাবু মনোমোহন বসু প্রণীত । )

( সমস্বরে গীত । )

সাহানা—ধামার ।

মহোৎসবে, আজি সবে,  
বঙ্গবাসী এস ভাই !  
প্রাণভরে, সমস্বরে,  
মাতৃভাষার জয় গাই ।  
অনন্ত মহাসাগর,  
নদ, নদী, সরোবর,  
গিরি শিখরে নিম্বর,  
কত শত দেখতে পাই ।  
যথা সে চাতকদলে,  
স্পর্শ না করে সে জলে,  
বিন্দু বরষণ চলে,  
পিপাসা মিটায় সদাই ।  
তেমনি থাকলে শত ভাষা,  
তাতে ত না মিটে তৃষা,  
মাতৃভাষা পুরায় আশা,  
এমন সুখ আর ত নাই ।  
নানাভাষা হতে ধন,  
করি সবে আহরণ,  
মাঘেরে করি অর্পণ,  
এস হে জীবন জুড়াই ।  
মাতৃভাষার গৌরবে,  
স্বরগীয় সে দোরভে,  
জন্মভূমির জয় হবে,  
বাসনা করি সবাই ।  
মিশাইয়ে প্রাণে প্রাণ,  
করি প্রীতি প্রতিদান,  
মাঘের জয়-নিশান,  
আনন্দে আজি উড়াই ।

( শ্রীগুরু বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । )

## পরিষদের সদস্য ।

১। মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর,	কলিকাতা।
২। মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এম্ ; সি, আই, ই,	"
৩। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত,	"
৪। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্	"
৫। " ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী,	"
৬। " গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	"
৭। " ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্বাধিকারী,	"
৮। " শারদাপ্রসাদ দে,	"
৯। " নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,	"
১০। " নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,	বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।
১১। " মতিলাল হালদার বি, এল্,	কলিকাতা।
১২। " জগদ্বন্দ্র সেন,	কুমিল্লা।
১৩। মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	কলিকাতা।
১৪। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই,	"
১৫। " নগেন্দ্রনাথ বোষ, বারিষ্টার,	"
১৬। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন,	"
১৭। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,	"
১৮। " মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	"
১৯। " স্কন্দরীমোহন দাস এম, বি,	"
২০। " মনোমোহন বসু,	"
২১। " সাতকড়ি হালদার বি, এল্,	রায়গ্রাম, দিনাজপুর।
২২। " গোসাইদাস গুপ্ত,	কলিকাতা।
২৩। " নন্দকৃষ্ণ বসু এম্, এ ; সি, এম্,	"
২৪। " দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম্, এ,	"
২৫। " ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম্, এ,	"
২৬। " উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম, এ ; সি, এম্,	বগুড়া।
২৭। " চারুচন্দ্র বোষ,	কলিকাতা।
২৮। " আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়,	

২৯।	শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়,	বেলেতোর, বাঁকুড়া।
৩০।	” চন্দ্রশেখর কালী এল্, এম্, এস্,	কলিকাতা।
৩১।	” ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন,	”
৩২।	” চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	”
৩৩।	” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,	”
৩৪।	” নবীনচন্দ্র সেন বি, এ ( বিশিষ্ট ),	”
৩৫।	মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি, এল্,	”
৩৬।	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ,	”
৩৭।	” শারদারঞ্জন রায় এম্, এ,	”
৩৮।	” দীননাথ সেন, স্কুল ইন্স্পেক্টর,	ঢাকা।
৩৯।	” কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল্,	হাবড়া।
৪০।	” অমৃতলাল রায় ( হোপ-সম্পাদক ),	কলিকাতা।
৪১।	” রাজনারায়ণ বসু ( বিশিষ্ট ),	দেওঘর।
৪২।	” প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	কলিকাতা।
৪৩।	” প্রমথনাথ বসু বি, এস্, সি,	”
৪৪।	Sir Monier William K. C. I. E. ( বিশিষ্ট ),	লণ্ডন।
৪৫।	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্,	বরাহনগর।
৪৬।	Sir William Hunter K. C. S. I. ( বিশিষ্ট ),	লণ্ডন।
৪৭।	শ্রীযুক্ত মনমথনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,	কালিকাপুর, কাটোয়া।
৪৮।	” রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ,	কলিকাতা।
৪৯।	” অমিনাশচন্দ্র দাস এম্, এ, বি, এল্,	আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।
৫০।	” হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্ ( বিশিষ্ট ),	খিদিরপুর।
৫১।	” যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ,	”
৫২।	John Beames Esqr. ( বিশিষ্ট ),	লণ্ডন।
৫৩।	শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাণ্ডে,	কলিকাতা।
৫৪।	” নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্,	”
৫৫।	” কালী প্রসন্ন ঘোষ ( বিশিষ্ট ),	ঢাকা।
৫৬।	” কৃষ্ণবিহারী সেন এম্, এ,	কলিকাতা।
৫৭।	” চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্ ( বিশিষ্ট ),	”
৫৮।	” গোবিন্দলাল দত্ত,	”
৫৯।	” নিত্যকৃষ্ণ বসু এম্, এ,	”
৬০।	Sir George Birdwood K. C. I. E. ( বিশিষ্ট ),	লণ্ডন।

৬১।	শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ( সাহিত্য-সম্পাদক ),	কলিকাতা।
৬২।	„ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ ( শিক্ষাপরিচয়-সম্পাদক ),	উত্তরপাড়া।
৬৩।	„ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( বিশিষ্ট ),	কলিকাতা।
৬৪।	„ মথুরানাথ সিংহ বি, এল্,	বাঁকীপুর।
৬৫।	„ পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্, এ, বি, এল্,	„
৬৬।	„ নবীনচন্দ্র দাস এম্, এ,	নদীয়া।
৬৭।	„ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ,	রঙ্গপুর।
৬৮।	„ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার,	চাঁইবাসা।
৬৯।	„ শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল্,	কলিকাতা।
৭০।	„ ক্ষীরোদনাথ সিংহ এম্, এ, বি, এল্,	তমোলুক।
৭১।	„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ,	কলিকাতা।
৭২।	„ শিবা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্,	„
৭৩।	„ হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,	„
৭৪।	„ বিপিনবিহারী গুপ্ত এম, এ,	„
৭৫।	„ বরদাকান্ত সেন গুপ্ত,	„
৭৬।	„ কৈলাসচন্দ্র দাস এম, এ,	„
৭৭।	„ চণ্ডীচরণ সেন,	ভবানীপুর।
৭৮।	„ ভুবনকৃষ্ণ মিত্র,	কলিকাতা।
৭৯।	„ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়,	হালিসহর।
৮০।	„ রাধানাথ মিত্র,	কলিকাতা।
৮১।	„ ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ,	„
৮২।	„ রজনীনাথ রায় এম্, এ ( ডেঃ কন্ট্রোলার ),	ভবানীপুর।
৮৩।	„ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ( ট্রিবিউন্-সম্পাদক ),	লাহোর।
৮৪।	„ চন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্, এ,	ভাগলপুর।
৮৫।	„ রায় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর,	„
৮৬।	„ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	বর্ধমান।
৮৭।	„ রামলাল মুখোপাধ্যায় বি, এল্,	„
৮৮।	„ সত্যতারণ মুখোপাধ্যায় বি, এ,	„
৮৯।	„ মনমথকুমার বসু এম্, এ,	„
৯০।	„ প্রমদানাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল্,	„
৯১।	„ বজ্রবিহারী সিংহ বি, এ,	কাটোয়া।
৯২।	„ জামাধব রায়,	কলিকাতা।

৯৩।	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন,	ঢাকা।
৯৪।	” ছর্গাদাস লাহিড়ী,	কলিকাতা।
৯৫।	” নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,	”
৯৬।	” অপরূপচন্দ্র দত্ত বি, এম্, সি,	জব্বলপুর।
৯৭।	” নন্দলাল বাগচি বি, এ,	তমোলুক।
৯৮।	” রমেশচন্দ্র দাস বি, এ,	বরিশাল।
৯৯।	” কুমুদবন্ধু দাস বি, এ,	ময়মনসিংহ।
১০০।	” বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত বি, এল্,	বরিশাল।
১০১।	” অবিনাশচন্দ্র মিত্র বি, এল,	সিউড়ি।
১০২।	” গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ,	”
১০৩।	” হরিনারায়ণ মিশ্র,	”
১০৪।	” নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ,	বহরমপুর।
১০৫।	” লোকেন্দ্রনাথ পালিত সি, এম্,	বরিশাল।
১০৬।	” চিত্তরঞ্জন দাস, বারিষ্টার,	কলিকাতা।
১০৭।	” আশুতোষ চৌধুরী এম্, এ, এল্, এল্, বি, বারিষ্টার,	”
১০৮।	” নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজ,	”
১০৯।	” শ্রীমাকুমুদ মুখোপাধ্যায়,	রাজসাহী।
১১০।	” পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়,	কলিকাতা।
১১১।	” যতীন্দ্রনাথ বসু,	”
১১২।	” শশধর রায় এম্, এ, বি, এল্,	রাজসাহী।
১১৩।	” শরচ্চন্দ্র রায় বি, এল্,	”
১১৪।	” ব্রজেন্দ্রনাথ দে এম্, এ ; সি, এম্,	বালেশ্বর।
১১৫।	” বিহারীলাল গুপ্ত সি, এম্,	বাথরগঞ্জ।
১১৬।	” দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ,	কুমিল্লা।
১১৭।	” শ্রী রমেশচন্দ্র মিত্র, নাইট,	ভবানীপুর।
১১৮।	” মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ,	কলিকাতা।
১১৯।	” শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্, এ ; সি, এম্,	হুগলী।
১২০।	” বরদাচরণ মিত্র এম্, এ ; সি, এম্,	ফরিদপুর।
১২১।	” পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,	কলিকাতা।
১২২।	” শ্রীযুক্ত দাশরথি ঘোষ এম্, এ, বি, এল্,	হুগলী।
১২৩।	” নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্,	কলিকাতা।
১২৪।	” কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ,	

১২৫।	শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	পিদিরপুর।
১২৬।	„ মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল্,	কলিকাতা।
১২৭।	„ রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়,	
১২৮।	„ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ,	বাঁকুড়া।
১২৯।	„ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ,	কলিকাতা।
১৩০।	„ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী,	ময়মনসিংহ।
১৩১।	কবিরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়,	কলিকাতা।
১৩২।	শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বসু এম্, বি,	„
১৩৩।	„ শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়,	উদয়পাড়া।
১৩৪।	„ অক্ষয়কুমার মৈত্র বি, এল্,	রাজসাহী।
১৩৫।	„ হেমাসুচন্দ্র বসু বি, এল্,	যশোহর।
১৩৬।	„ কুঞ্জলাল রায়,	কলিকাতা।
১৩৭।	„ মনমথনাথ দত্ত এম্, এ,	„
১৩৮।	„ মতিলাল মল্লিক বি, এ,	মেদিনীপুর।
১৩৯।	„ দামোদর মুখোপাধ্যায় এম্, আর, এ, এস্,	কলিকাতা।
১৪০।	„ মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার,	রঙ্গপুর।
১৪১।	„ অব্যোমনাথ ঘোষ বি, এল্,	বাঁকুড়া।
১৪২।	„ তারণচন্দ্র সেন,	„
১৪৩।	„ নয়নাঙ্গন ভট্টাচার্য্য এম্, এ,	„
১৪৪।	„ কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,	„
১৪৫।	ডাক্তার উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিভিল সার্জন,	„
১৪৬।	কুমার রামেশ্বর মালিয়া, জমিদার,	সিয়ারসোল।
১৪৭।	শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী,	হাবড়া।
১৪৮।	„ যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়,	কলিকাতা।
১৪৯।	„ গোবিন্দচন্দ্র দাস এম্, এ. বি. এল্,	„
১৫০।	„ সারদাচরণ মিত্র এম্, এ. বি. এল্,	„
১৫১।	„ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী এম্, এ,	দিনাজপুর।
১৫২।	„ অশ্বিনীকুমার দাস বি. এ,	কুমিল্লা।
১৫৩।	„ মাখনলাল সিংহ,	হাবড়া।
১৫৪।	„ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ. বি. এল্,	কলিকাতা।
১৫৫।	„ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্, এ. বি. এল্,	কৃষ্ণনগর।
১৫৬।	„ ভবেন্দ্রনাথ দে বি. এল্,	কলিকাতা।

১৫৭।	শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি. এল্,	কলিকাতা।
১৫৮।	” মন্থথচন্দ্র মল্লিক,	”
১৫৯।	” হেমচন্দ্র মল্লিক,	”
১৬০।	” প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়,	”
১৬১।	” যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়,	”
১৬২।	” যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	”
১৬৩।	” রায় রোহিণীকুমার সেনগুপ্ত,	কীর্তিপাশা, বরিশাল।
১৬৪।	” সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি. এন্,	সেতারা।
১৬৫।	” জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর,	কলিকাতা।
১৬৬।	” ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এ,	”
১৬৭।	” বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর,	”
১৬৮।	” গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর,	”
১৬৯।	” রাজা শ্রাব্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর,	”
১৭০।	” রজনীকান্ত চক্রবর্তী,	মালদহ।
১৭১।	” গোপালচন্দ্র মিত্র এল্. এম্. এন্,	হাবড়া।
১৭২।	” মন্থথনাথ ভট্টাচার্য্য এম্. এ,	কলিকাতা।
১৭৩।	” অমৃতলাল মিত্র,	টালা।
১৭৪।	” ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্. এ,	ছাপরা।
১৭৫।	” বরদাকান্ত চক্রবর্তী,	বহর, ঢাকা।
১৭৬।	” চন্দ্রনাথ তালুকদার,	কলিকাতা।
১৭৭।	” কেদারনাথ বসু বি. এ,	”
১৭৮।	” কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ,	রাজসাহী।
১৭৯।	” রাজা রাজরাজেশ্বরী প্রসাদ সিংহ বাহাদুর,	সুর্জাপুর, আরা।
১৮০।	” হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ, বি, এল,	কলিকাতা।
১৮১।	” রায় বাহাদুর কাশীনাথ বালকৃষ্ণ মরঠে,	সেতারা।
১৮২।	” জানেন্দ্রলাল দে এম্. এ,	কলিকাতা।
১৮৩।	” হৃদয়রঞ্জন খাঁ এম্. এ,	হাবড়া।
১৮৪।	” মন্থথনাথ মুস্তফি বি, এ,	কলিকাতা।
১৮৫।	” মতিলাল দত্ত,	”
১৮৬।	” দ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত,	”
১৮৭।	” প্রতুলচন্দ্র বসু,	”
১৮৮।	” শিবনাথ শাস্ত্রী এম্. এ,	”

১৮৯।	শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়,	কলিকাতা।
২৯০।	” শরচ্চন্দ্র সরকার,	”
১৯১।	” শান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,	”
১৯২।	” প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্,	আহুলিয়া।
১৯৩।	” পণ্ডিত অনন্তবাপু যোশী শাস্ত্রী,	ধারোয়ার।
১৯৪।	” গোপালকৃষ্ণ ঘোষ বি, এল্,	ছবরাজপুর।
১৯৫।	” রায় নৃসিংহচন্দ্র দত্ত বাহাদুর,	হাবড়া।
১৯৬।	” কুমার প্রমথনাথ মালিয়া,	সিয়ারমোল।
১৯৭।	” রামদাস মৈত্র,	হাবড়া।
১৯৮।	” ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম্, এ,	বহরমপুর।
১৯৯।	” অবিনাশচন্দ্র বসু এম্, এ,	বর্ধমান।
২০০।	” লালগোপাল চক্রবর্তী এম্, এ,	কলিকাতা।
২০১।	” কালিদাস মল্লিক এম্, এ,	বর্ধমান।
২০২।	” প্যারীলাল হালদার এম্, এ, বি, এল্,	কলিকাতা।
২০৩।	” উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	হাবড়া।
২০৪।	” সুরেশচন্দ্র সেন এম্, এ,	হুগলি।
২০৫।	” আনন্দচন্দ্র মিত্র,	কলিকাতা।

পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ ।

১। মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এম্ ; সি, আই, ই,	সভাপতি।	
২। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্.	}	সহকারী সভাপতি।
৩। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন,		
৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,		
৫। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,	সম্পাদক।	
৬। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত,	পত্রিকা-সম্পাদক।	
৭। শ্রীযুক্ত রজনীনাথ রায় এম্, এ,	}	আয়ব্যয়-পরীক্ষক।
৮। শ্রীযুক্ত শারদারঞ্জন রায় এম্, এ,		
৯। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার,	সহকারী সম্পাদক,	
	দলপক্ষক ও গ্রন্থপক্ষক।	

কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ।

শ্রীযুক্ত রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ,বি,এল্।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্ ।
„ মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর ।	„ মনোমোহন বসু ।
„ ডাক্তার স্বর্গ্যকুমার সর্কাদিকারী ।	„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
„ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ ।	„ রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী এম্, এ ।

# সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা ।

২য় ভাগ ; ২য় সংখ্যা । ]

[ শ্রাবণ, ১৩০২ ।

## মহাকবি মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ । ( প্রথম প্রস্তাব । )

বিগত বর্ষের মাঘ মাসের “সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা” শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর সম্বন্ধে ৪ চারিটা প্রশ্ন করিয়া এক খানি পত্র লেখেন। সেই পত্র-যোগে তিনি সাহিত্য-পরিষদে একটা প্রস্তাব করিয়া পাঠান। সেই পত্রখানি অগ্রে উদ্ধৃত করা যাউক। পশ্চাৎ তদ্বিষয়ে মতামত প্রদত্ত হইবে। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, এই সন্দর্ভে প্রশ্নাত্মক ও প্রশ্নাতিরিক্ত অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় বিচারার্থ গৃহীত হইবে। রামেন্দ্রসুন্দর বাবুর পত্র এই,—

“আমার একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের শেষ পত্রে নিম্নোক্ত কয়েকটা ছত্র আছে।

‘সমাপ্তোহয়ং দ্বাদশস্কন্ধঃ । সমাপ্তক্ষেদং শ্রীভাগবতং মহাপুরাণমিতি । শিবমন্ত্ৰ শকাব্দাঃ ১৬১২ ।

‘যমাক্ষরসভুসংখ্যে নত্বা গুরুপদাষুজম্ ।

শাকে লেখি মহাদেবশর্মণা কাক্স’নামকম্ ॥

শ্রীলশ্রীকবিকঙ্কণাখ্যজস্মৃতঃ পঞ্চাননাখ্যন্তৎস্মৃতো,

নত্বা দেবগুরুং লিলেখ ভগবৎশাস্ত্রং পরং মুক্তিদং ।

সারাংসারতরং পুরাণমমৃতং তারাকুরং সংপ্রিয়ং,

যৎ শ্রদ্ধা ন পুনর্ভবেদ্বববতাং সংসারবাসঃ সদা ॥

শ্রীহরিঃ ।

শ্রবণে গুরুপক্ষে তু তিথিযাত্মকরিপ্রিয়া ।

তস্তামিয়ং সমাপ্তা চ শ্রীভাগবতসংহিতা ॥’

“উদ্ধৃত শ্লোক-সম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাস্তা :—

“( ১ ) শ্লোকোক্ত কবিকঙ্কণ আর চণ্ডীপ্রণেতা কবিকঙ্কণ এক ব্যক্তি কি না ?  
প্রমাণের উপায় আছে কি না ?

“( ২ ) চণ্ডীমঙ্গলপ্রণেতা কবিকঙ্কণের কালনিরূপণের কি কি উপায় বর্তমান আছে ?

“( ৩ ) চণ্ডীপ্রণেতা কবিকঙ্কণের পুত্র পৌত্রাদির নাম জানিবার কোন উপায় আছে  
কি না, এবং তাঁহার কেহ বর্তমান আছেন কি না ?

“( ৪ ) উদ্ধৃত শ্লোকে ‘আয়জস্বত’ অর্থে পুত্র কি পৌত্র ?

“এই কয়েক প্রশ্নের উত্তর পরিষদ বা পরিষদের কোন সদস্য মহোদয় দিলে অমুগ্ধীত  
হইব। ইতি।

নিবেদক

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।”

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বাদে প্রথমাবধি চারি প্রশ্নের উত্তর, ক্রমে ক্রমে ধারাবাহিক নিয়মে  
লিখিত হইতেছে। কোন অসুবিধা-বশতঃ আপাততঃ দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সমাধান  
করিবার সুযোগ হইল না।

( ১ ) প্রশ্নকর্তা ত্রিবেদী বাবু কর্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকে যে কবিকঙ্কণের নাম দৃষ্ট হইতেছে,  
তিনি চণ্ডীপ্রণেতা হইতে যে অভিন্ন, শ্লোকান্তর্গত নিদর্শন ভিন্ন স্বতন্ত্র প্রমাণের প্রয়োজন  
কি ? কেননা উল্লিখিত কবিতায় যে “পঞ্চাননের” নাম রহিয়াছে, সেই পঞ্চাননই  
কবিকঙ্কণ পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, দেখা যাইতেছে। ত্রিবেদী বাবুর জিজ্ঞাসার  
মর্ম্মানুসারে এ স্থলে বলা আবশ্যক, “কবিকঙ্কণ” উপাধিযুক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি বঙ্গদেশে বর্তমান  
ছিলেন। তাঁহার পূর্ণ নাম ‘বলরাম কবিকঙ্কণ’। সেই কবি, মেদিনীপুর-নিবাসী। তাঁহার  
কৃত এক চণ্ডী আছে। কিন্তু তিনি উক্ত পঞ্চাননের পিতা নহেন। কেবল “কবিকঙ্কণ”  
উপাধি-সাদৃশ্যে বলরামকে পঞ্চাননের পিতা বলিলে চলিবে কেন ? কেননা, মুকুন্দরাম  
কবিকঙ্কণের পুত্রেরই নাম যে “পঞ্চানন”,—তাঁহার প্রমাণ, তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দেখাইব।  
সম্প্রতি বলরাম কবিকঙ্কণের বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইতেছে যে,  
বলরামের গ্রন্থে পঞ্চাননের কোন প্রসঙ্গ নাই।

এক দিন কথা-প্রসঙ্গে সাহিত্য-পরিষদ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়  
মহাশয়ের নিকট সংবাদ পাইলাম, শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানচন্দ্র বসুজ মহাশয়ের নিকট মুকুন্দরাম  
কবিকঙ্কণ হইতে পৃথক্ অপর কবিকঙ্কণের কৃত অপর এক চণ্ডীর প্রতিলিপি রহিয়াছে।  
দেখিলাম, তাঁহার নিকট কয়েক-পৃষ্ঠা পরিমিত প্রতিলিপি আছে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের প্রতিলিপি বা  
আদর্শ, তাঁহার নাই। সেই প্রতিলিপির কিয়দংশমাত্র অত্র উদ্ধৃত হইতেছে—

১। “অভয়র অভয় চরণে করি ধ্যান।

বলরাম শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ৪”

বলরাম কবিকঙ্কণের এই ভণিতায়ুক্ত কবিতায়, আর মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কণের ভণিতায় বিশেষ পার্থক্য নাই। তুলন্যর অনুরোধে মুকুন্দরামের কতিপয় লিপি উদ্ধৃত করা আবশ্যক হইল—

( ক ) “অভয়া-চরণে মজুক নিজ-চিত ।

শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥”

( খ ) “কুঁচ দিয়া কৈল মান,      ষোল রতি দুই ধান

শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ।”

সেই “অভয়া” “চরণে”—সেই “রস”—সেই “গান”—উভয়ত্র সমান। এখন কথা হইতে পারে, কে কাহার অনুকারী?

বলরাম, অত্ৰ বলিতেছেন—

২ । দক্ষমুখে সরস্বতী,      নিন্দন শুনিয়া অতি

সদানন্দ শিবের মহিমা ।

শিবানন্দা শুনি কোপে,      নন্দীশ্বর ধায় দাপে

বিরচিল কবি বলরাম ।”

এখানে ছন্দের অনুরোধে উপরের ছত্রের “মহিমা” শব্দের সহিত মিলনের নিমিত্ত আকারান্ত “বলরামা” ব্যবহৃত হইয়াছে। “বলরাম” তাঁহার যে প্রকৃত নাম, তাহা প্রথম উদ্ধৃতাংশের প্রতি লক্ষ্য করিলে, অনুধাবন করা যায়। প্রমাণান্তর দেখুন—

৩ । “অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত ।

দ্বিজ বলরাম গান মধুর সঙ্গীত ।”

কবির নাম বলরাম স্থিরীকৃত হইয়া এ স্থলে এক অতিরিক্ত কথা, পাঠকের প্রতীতি হইল। এই বলরাম কবিকঙ্কণ, ক্ষত্রিয়াদি অত্ৰ বর্ণের লোক নহেন। তিনিও মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের স্থায় “দ্বিজ”। ‘দ্বিজ’ শব্দ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সাধারণ উপাধি হইলেও, উহা প্রায়ই ব্রাহ্মণ-বাচী। অত্ৰ স্থান হইতে যথেষ্ট অংশ তুলিয়া দেখাইতেছি, বলরাম কবিকঙ্কণের কবিত্বে কিছু গুণশালিত্ব আছে কি না। আমাদের এ প্রকার করিবার একটা উদ্দেশ্য রহিয়াছে। একটা কথা উঠিয়াছে, এক জন, অত্ৰ জনের শিষ্য। তুলনার পক্ষে বিস্তর সুযোগ ঘটবে বলিয়া কিঞ্চিৎ সমুদৃত করিতে হইল।

“শুন সতী গণপতি ছাড়িয়া কৈলাসে ।

কোন্‌ গুণে অপমানে যাবে পিতৃবাসে ॥

তিনয়ন নিবেদন শুন গুণবতী ।

দেবানন্দা শিববৃন্দে দক্ষ প্রজাপতি ।”

যে যে স্থল প্রদর্শিত হইল, তন্মধ্যে কুত্ৰাপি বলরাম কবিকঙ্কণের বংশাবলির পরিচয় নাই। সুতরাং “পঞ্চানন” যে, বলরাম কবিকঙ্কণের পুত্র নন, তাহা স্থিরীকৃত হইতেছে। পঞ্চান্নের পাঠক, পঞ্চাৎ প্রমাণ পাইবেন, “পঞ্চানন” মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের পুত্র।

ঈশানচন্দ্র বাবুর নিকট “দক্ষবজ্র” পর্য্যন্ত প্রতিলিপি আছে। তাহাতেই ডিমাई কাগজের ( ছোট আকারের ) খাতার ২৬ ছাব্বিশ পৃষ্ঠা অধিকৃত। মেদিনীপুরের লোকদিগের সংস্কার, এই বলরাম কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের শিক্ষাগুরু। আমাদের এ বিষয়ে বক্তব্য এই, যদি গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ ধরিতে হয়, তবে মুকুন্দরামই গুরু, বলরাম তদীয় শিষ্য। পাঠকেরা উভয়ের রচনা তুলনা করিয়া স্বয়ং বিচার করিয়া দেখেন, আমাদের এই মাত্র অনুরোধ।

ত্রিবেদী বাবুর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর-প্রদানের সময়ে আমরা মুকুন্দরাম ও বলরামের আবির্ভাব-কালের তুলনা করিয়া পরস্পরের সহকর্মী হইবার প্রয়াস পাইব।

এক্ষণে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর সমাধানে অগ্রসর হওয়া যাইতেছে। কবিকঙ্কণের বংশ-তালিকা প্রদান করিলেই এই প্রশ্নের উত্তর সমাধান করা হইবে। মূল চণ্ডী হইতে কবিকঙ্কণের পূর্ব-পুরুষগণের নামাদি যত দূর জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই প্রথমতঃ আলোচ্য। মহাদেব-বন্দনার শেবাংশে কবিকঙ্কণ স্বয়ং নিজের পূর্ব-পুরুষগণের বর্ণনা করিয়াছেন,—

“মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত  
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।

তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই  
বিবচিল ক্রীকবিকঙ্কণ ॥” (১)

ইহার অর্থ এই—জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র হৃদয় মিশ্র। হৃদয় মিশ্রের ছুই সন্তান। জ্যেষ্ঠ কবিচন্দ্র, তদনুজ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ ভট্টাচার্য্য।

এই বংশতালিকা উক্ত অংশ হইতে সঙ্কলন করা গেল।

আমাদের কৃত বংশ-তালিকার ঐ ব্যাখ্যায় কাহারও কাহারও আপত্তি শুনিতে পাই-  
রাছি। আপত্তিগুলি একে একে উত্থাপিত হইতেছে।

(ক) “মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত” এ স্থলের অর্থ-সম্বন্ধে আপত্তিকারকদের মত এই,—‘জগন্নাথ মিশ্র’ হৃদয় মিশ্রের ‘পিতা’ নন, কিন্তু জগন্নাথ মিশ্র, হৃদয় মিশ্রের “পুত্র”। অর্থাৎ হৃদয় মিশ্র, জগন্নাথ মিশ্রের পিতা। তাঁহাদের এইরূপ বলিবার একটা ভিত্তি আছে। কেন না, “তাত” শব্দের অভিধেয়—পুত্র, পিতা ও পুজ্য ব্যক্তি। সেই অর্থানুসারে তাঁহার মহামিশ্র জগন্নাথকে হৃদয় মিশ্রের পিতা না বলিয়া পুত্র ঘটাইয়া থাকেন। এই আপত্তির খণ্ডন আমরা যথাস্থানে করিব। এখন আর আর আপত্তি লিপিবদ্ধ করিয়া যাই।

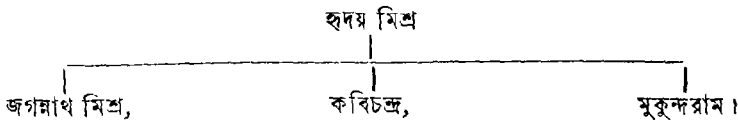
(খ) দ্বিতীয় আপত্তি এই বার বিবেচ্য। আপত্তিকারীরা “কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন” এই অংশের ব্যাখ্যা করেন,—‘কবিচন্দ্রের মনের আনন্দবর্দ্ধক’। ‘কবিচন্দ্র’ শব্দকে হৃদয় মিশ্রের বিশেষণ করিয়া তাঁহার ব্যবহার করিতে চাহেন।

(১) কেবল মহাদেব-বন্দনাতেই এই পরিচয় আছে, এমন নয়। ক্রীচৈতন্ত-বন্দনার শেষে ও অন্তর্য্যম  
উহার পুনরাবৃত্তি, পাঠকের নেত্র-পথে নিপতিত হইবে।

(গ) আমরা কেমন করিয়া “কবিকঙ্কণ” শব্দকে উপাধি—কবিত্ব-স্থখ্যাতি-বোধক উপাধি ধরিয়া “মুকুন্দরাম চক্রবর্তী” নাম বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ, ইহাই তৃতীয় আপত্তি ।

প্রথম ও দ্বিতীয় আপত্তি-খণ্ডন।—“তাত” শব্দের পুত্র অর্থ গ্রহণ করিলে এবং “কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন” হৃদয় মিশ্রের বিশেষণ করিয়া ও উহার অর্থ “কবিচন্দ্রের চিত্তানন্দদায়ক” বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে, সন্দর্ভটী অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। শব্দগুলি কতকটা যেন পরস্পর অসম্বন্ধ হয়। দৃষ্টান্ত দিয়াই বলি, ওরূপ ব্যাখ্যায় মহামিশ্র জগন্নাথের সহিত “তাহার অনুজ ভাই” এই অংশের কি সার্থকতা থাকে? “মহামিশ্র” এই বিশেষণটি জগন্নাথের, কিন্তু হৃদয় মিশ্রের নয়। ইহাও একটি বিবেচ্য বিষয়।

আপত্তিকারকগণের অর্থানুসারে বংশাবলী এইরূপ হইয়া উঠে,—



আমাদের তালিকায় যিনি পিতা, এই তালিকায় তিনি পুত্র। অর্থাৎ আমাদের তালিকায় হৃদয় মিশ্র, জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র—কিন্তু ইহাতে তদ্বিপরীত। আমরা যে কবিচন্দ্র ও কবিকঙ্কণকে জগন্নাথ মিশ্রের পৌত্র অবধারণ করিয়া আসিয়াছি, এখানে তাঁহারাই জগন্নাথের পৌত্র না হইয়া ভ্রাতা হইয়া দাঁড়াইলেন! এতদূশ সম্বন্ধ বিসদৃশ কি না, তাহাই দেখাইব।

আমাদের কৃত ব্যাখ্যা সঙ্গত কি না, বুঝাইবার নিমিত্ত আমরা আভ্যন্তরিক প্রমাণ আলোড়নার্থে চণ্ডীকাব্যের সম্যক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

কবির জন্মভূমি নিজ দামুস্তার বাটীতে যে চণ্ডীগ্রন্থ যত্রপূর্বক রক্ষিত হইতেছে, তাহার এক স্থানে আছে,—

“কয়ড়ি কুলের রাজা	স্বকৃতি তপন ওঝা
তনয় মাধব শর্মা,	ভক্ত হৃত উদ্যাপতি নাম ।
উদ্ধরণ, পুন্সর	স্বকৃতি স্বকৃতকর্মা
সর্বেশ্বর অনুজাত,	তায় নয় তনয় সোদর ।
বিশেষ পুণ্যের ধাম,	নিত্যানন্দ, হরেশ্বর,
অমুজ মুকুল শর্মা,	বাহুদেব, মহেশ, মাগর ।
শিবরাম বংশধর	মহামিশ্র জগন্নাথ
	একভাবে সেবিলা শঙ্কর ।
	হৃদয় হৃদয় নাম
	কবিচন্দ্র তাঁর বংশধর ॥
	স্বকৃতি স্বকৃতকর্মা
	নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় বিদ্বান্ ।
	কৃপা কর মহেশ্বর
	রক্ষ পুত্রে পৌত্রে জিনরন ॥” (২)

ইতিপূর্বোক্ত সন্দর্ভে অর্থাৎ “মহামিশ্র জগন্নাথ” ইত্যাদি অংশে জগন্নাথ মিশ্রই বংশের মূল পুরুষ হইয়া দাঁড়ান। কিন্তু “কয়ড়ি কুলের রাজা স্মৃতি তপন ওঝা” ইত্যাদি অংশ দ্বারা জগন্নাথেরও উর্দ্ধতন তিন পুরুষের সমাচার ও পরিচয় পাওয়া গেল। দামুতার পুঁথিতেই এই অংশটুকুর অস্তিত্ব রহিয়াছে। দামুতার পুস্তকের এই স্থলটি, কবির বর্তমান বংশধরদিগের পূর্বপুরুষ অর্থাৎ দামুতাস্থিত কবিকঙ্কণের সন্তানাদি কর্তৃক উত্তর-কালে সংযোজিত। উহা যদি কবির নিজের লিখিত হইত, তাহা হইলে সকল স্থানের ঠায়েই উক্ত অংশের অস্তিত্বভাবে কেন হইবে? উত্তর-কাল-সংযোজিত হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু উহার অন্তর্গত বর্ণিত ব্যাপার প্রকৃত। যেহেতু, উক্ত বর্ণনায় কবির ‘আরড়া যাত্রার’ আংশিক উক্তিও প্রকৃত বলিয়া প্রমাণীকৃত হয়। দামুতা ত্যাগ করিয়া আরড়া গমনবর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন, দামুতায় তাঁহার উপরিতন ৬৭ ছয় সাত পুরুষ অধিবাস করিতেন। এবিষয়ে কবিকঙ্কণের উক্তি এই,—

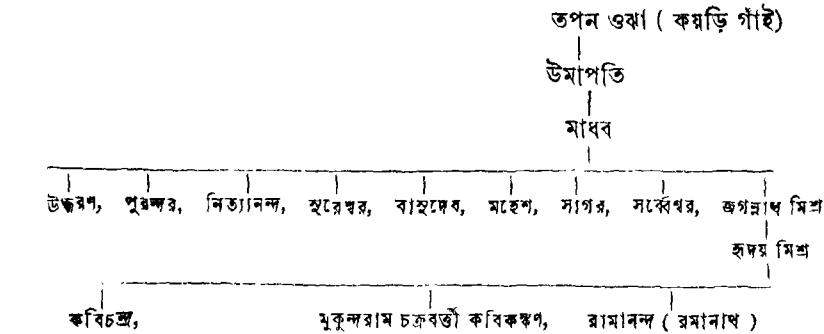
“দামুতার চাষ চষি  
নিবাস পুরুষ ছয় সাত।”

এই অংশে কাহারও প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই। কারণ, ইহা সর্বস্থানের পুঁথিতেই লিখিত আছে। জগন্নাথ মিশ্রকে কবিকঙ্কণের মূল পুরুষ ধরিলে, দামুতায় কেবল তিন পুরুষের বাসের উল্লেখ দেখিতে পাই। কেন না, জগন্নাথ মিশ্র, কবিকঙ্কণের পিতামহ। অতএব দামুতাস্থিত পুঁথির ঐ বর্ণনা কেবল প্রামাণিক নয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয়ও বটে। আর, দামুতার পুঁথির মতে যে “শিবরাম” কবিকঙ্কণের তনয়, সেই “শিবরামের” প্রসঙ্গও চণ্ডীকাব্যের অন্তর্গত দৃষ্ট হইতেছে। “কালকেতুর জন্ম”-বিবরণে “শিবরাম” উল্লিখিত হইয়াছেন।

“কালকেতুর জন্ম” সকল পুঁথিতেই আছে। উহা স্মরণে সর্ববাদিসম্মতই হইতেছে। “কালকেতুর জন্মের” এক স্থান এই,—

“উরহ কবির কামে,  
চিত্র লেখা যশোদা মহেশ।”

এই শিবরাম, কবিকঙ্কণের আত্মজ। চিত্রলেখা তদীয় পুত্রবধূ—শিবরামের গৃহিণী। কন্তার নাম যশোদা, মহেশ জামাতা। এই বৃত্তান্ত, আমরা চণ্ডীকাব্যে পাই নাই; কিন্তু উহা কবির বংশধরেরা কীর্তন করিয়া থাকেন। আমরা এত ক্ষণ অনেক কথাই বলিয়া আসিলাম। যে দুইটা পৃথক বৃত্তান্ত সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহাদের সামঞ্জস্য করিলে, সম্পূর্ণ বংশ-তালিকা এইরূপ হয়,—



যে বংশতালিকা প্রদত্ত হইল, তদ্বারা সহজেই আপত্তিকারক্যের পথম আপত্তি বা সংশয় খণ্ডিত হইল কি না, পাঠকগণ বুঝিয়া লউন ।

তৃতীয় আপত্তি-খণ্ডন ।—‘মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ’ ভট্টাচার্য্য এই লম্বা চণ্ডা উপাধি আমরা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলাম, তাহাই অত্রতা আলোচ্য বিষয় । চণ্ডী-কাব্যের একমাত্র স্থান হইতে উহা সপ্রমাণ করা সহজ-সাধ্য নয় ; বহু স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে একাধিক উদ্ধৃত অংশ আমাদের অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে সহায়তা করিবে ।

চণ্ডী প্রণেতার নাম যে “মুকুন্দ,” তাহা আমরা কোথায় পাইলাম, তাহারই প্রথমতঃ নিদর্শন দিলাম,—

“চণ্ডীর চরণ সেবি,  
 রচিল মুকুন্দ কবি,  
 প্রকাশে ব্রাহ্মণ নরপতি ।” (৩)

কবির নাম “মুকুন্দ” জানা গেল । অতঃপর “চক্রবর্তী” উপাধির কথা দেখাইতেছি,—

“গাইয়া তোমার আগে,  
 গোবিন্দ-ভকতি মাগে,  
 চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ।” (৪)

“ভট্টাচার্য্য” বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের সাধারণ উপাধি । সে হিসাবে কবিকঙ্কণে ঐ উপাধির সার্থকতা আছে । আর এক স্পষ্ট প্রমাণ এই যে—তাঁহার বংশীযেরা অদ্যাবধি “ভট্টাচার্য্য” উপাধিতে পরিচিত ।

যে কবিচন্দ্রের নাম কবিকঙ্কণ, গৌরব-সহকারে কীর্তন করিয়া গিয়াছেন, এখানে সেই কবিচন্দ্রের বিবরণ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । কবিচন্দ্রও কবি ছিলেন । তাঁহার বিরচিত সম্পূর্ণ কোন গ্রন্থ সুপ্রাপ্য নয় । তদ্রচিত “দাতাকর্ণ” ও “কলঙ্ক-ভঞ্জন” এই দুই কবিতা এখনও আমাদের জ্ঞান-গোচর । “কবিচন্দ্র” প্রকৃত নাম, কি উপাধি, ইহা নির্ণয় করা দুষ্কর নয় ; সুতরাং উহার তথ্যাবধারণ দুর্ঘট হইতেছে না । মৎসম্পাদিত ষষ্ঠ বর্ষের পাক্ষিক “অমুসঙ্কানে” আমার কনিষ্ঠ সোদরকন্য শ্রীমান্ অধিকাচরণ গুপ্ত লিখিয়াছেন,—

(৩) “সৃষ্টির” শেষ দেখ ।

(৪) “গণেশ-বন্দনায়” উপসংহারে উষ্টব্য ।



১। “নখচন্দ্রে উজ্জল চইল সভাস্থল ।

অযোধ্যাবাসে গতি ও পদ-কমল ॥”

২। “শিথিল চৌধুরি বিদ্যা ওক বিদ্যামানে ।

অযোধ্যাবাসে গতি ও রাজ্য চরণে ॥”

সমগ্র “গুরুদক্ষিণায়” ছয়টি স্থলে অযোধ্যাবাসের নামের ভণিতায়ুক্ত পদাবলী বিদ্যমান। তন্মধ্যে দুইটি মাত্র এখানে তুলিয়া দেখাইলাম।

“দাতাকর্ণ” কবিচন্দ্র-প্রণীত। উহারও ছয় স্থানে কবিচন্দ্র, নিয়নামের ভণিতা দিয়াছেন। যথা,—

১। “অনুমতি পেয়ে কর্ণ, হাসে থল থল ।

দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় গোবিন্দ-মঙ্গল ॥”

২। “কবিচন্দ্র” কহিলেন পালা চইল যায় ।

ধন-পুত্র লক্ষ্মীলাভ যে জন গাওয়ায় ॥”

আর অধিক উদ্ধৃত হইল না।

“কলঙ্গভঞ্জন”ও যে কবিচন্দ্রেরই বিরচিত, তাহাও প্রদর্শন করিতে উদাসীন থাকিলে, আমাদের ইষ্টসিদ্ধির অন্তরায় হওয়া অসম্ভাবিত নয়। তাহাতে এই বিষয়ের অঙ্গহানি ঘটিতে পারে। অতএব এখানে তাহাও প্রদত্ত হউক।

৩। “রাধা হইতে প্রিয় তাঁব নাহি দ্রিহুনে ।

অহঙ্কার চূর্ণ হয় কবিচন্দ্র ভণে ॥”

“কলঙ্গভঞ্জন” কবিচন্দ্রের ভণিতাবিশিষ্ট দশটি স্থলের মধ্যে একটি মাত্র অংশ প্রকটিত হইল। ইহাতেই আনাদের উদ্দেশ্য-সাধনের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। \*

এখানে আরও এক উল্লেখযোগ্য বিবরণ বলিতেই বা বাকী থাকে কেন? তাহা না করিলে প্রবন্ধের ত্রুটি ঘটিবার সম্ভাবনা। বিবরণ নিম্নে আলোচিত হইল।

কবিচন্দ্র ব্যতিরিক্ত কবিকঙ্কণের আবও এক ভ্রাতা ছিলেন। লিপি-ভঙ্গীতে বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মে, তিনি সর্লকনিষ্ঠ। তাঁহার নাম একমতে রমানাথ, অন্যমতে রামানন্দ। পাঠক ভাবিতে পারেন, এক জনের নামান্তর সত্যটন কিরূপ সম্ভবপর হইবে? তাহার স্মৃতিমাংসায় উপনীত হইবার নিমিত্ত পশ্চাৎ বিষয়টি অনূর্ণাণিত হইতেছে। দামুস্তাহিত পুঁথিতে ‘গ্রন্থোৎপত্তির কারণের’ একাংশে “রমানাথ” নামের উল্লেখ আছে,—

(ক) “দামুস্তা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রমানাথ ভাই” (৭)।

(খ) “দামুস্তা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রমানাথ ভাই” (৮)।

\* কৃত্তিবাসী রামায়ণে “অঙ্গদ-রায়বার” বলিয়া যে অংশ আছে, তাহার শেষাংশে কবিচন্দ্রের ভণিতা আছে। বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ. মহাশয়ের নিকট ইহার যে এক প্রতিলিপি ছিল, তিনি আমাকে তাহা দেখিতে দিয়াছেন। সময়-ক্রমে তদ্বিষয়ের আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

(৭) দামুস্তার পুঁথি।

(৮) বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মুদ্রিত পুস্তক।

ইহা সম্ভব পাঠ নয় । কেন না, ঐ অংশের প্রামাণিক পাঠ এই,—

(গ) “দামুস্তা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গ রামানন্দ ভাই” (৯) ।

ইহার অল্প পাঠও মিলাইয়া দেখুন,—

(ঘ) “দামুস্তা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গ রামানন্দ ভাই” (১০) ।

এস্থের অল্প দেখুন,—

(ক) সঙ্গ ভাই রামানন্দী, যে জানে স্বপ্নের সন্ধি” (১১) ।

ইহা দ্বারা অবধারিত হইতেছে, তাঁহার নাম “রামানন্দ” ছিল । “সন্ধি” শব্দের সহিত মিলনের অল্পরোধে এ স্থলে কেবল “রামানন্দী” পদ প্রযুক্ত । তত্ত্বনির্ণয়ের অল্পরোধে আমরা এ ক্ষেত্রে প্রচার করিতে বাধ্য যে, ঐ পাঠ সর্বসম্মত নয় । উহার পাঠান্তর দেখুন,—

(খ) “সঙ্গেতে জ্ঞানানন্দী, সে জানে স্বপ্নের সন্ধি” (১২) ।

(গ) “সঙ্গেতে দামালন্দী, সে জানে স্বপ্নের সন্ধি” (১৩) ।

(ঘ) “সঙ্গে দামোদবন্দী, যে জানে স্বপ্নের সন্ধি” (১৪) ।

বলা আবশ্যক, এই অংশের প্রথম পাঠই সমধিক গ্রাহ্য । তাহার কারণ এই যে, আরড়ার পুঁথিই প্রামাণিক । যেহেতু, কবির বর্ণিত গ্রাম, জনপদ, নদ, নদী, ব্যক্তির নাম ভিন্ন জন্তাঙ্গ বর্ণনাও আরড়ার পুঁথিতে ঠিক লিপিত আছে ।

এছাৎপড়ির দুই ভিন্ন স্থলের পাঠ বিভিন্ন হইলেও—এই সকল অনৈক্য সত্ত্বেও—আমরা দুইটা কারণে “রামানন্দ” নাম যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করি । প্রথম কারণ, “কবিচন্দ্র” ও “মুকন্দ” এই দুই জাতার নামে যথাক্রমে “ন্দ” ও “ন্দ” দেখিতেছি । সুতরাং কবিকঙ্কণের কনিষ্ঠ জাতার নাম দামুস্তার (১৫) পুঁথির মতে “রমানাথ” না হইয়া “ন্দ”-যুক্ত “রামানন্দ” যুক্তিবদ্ধ পাঠ বিবেচিত হয় । দ্বিতীয় বা প্রধান কারণ—আরড়াহিত পুঁথির পাঠই যে প্রামাণিক ও বিশ্বাস্য, তাহা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি । সেই পুঁথিতেই যখন “রামানন্দ” শব্দের প্রসঙ্গ রহিয়াছে, তখন তাহাই গ্রহণীয় ।

একটা সংশয় উত্থাপিত হইবার সম্ভাবনা আছে । “মহামিশ্র জগন্নাথ” ইত্যাদি বলিয়া কবি, যে যে স্থলে পরিচয় দিয়া বংশ বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে কেন রামানন্দের প্রসঙ্গাভাব? ইহার উত্তর আছে । এই রামানন্দ সর্দারস্বজ, অতএব বংশকনিষ্ঠ । কেবল তাহাই নয় । তিনি কবিচন্দ্রের মত স্বধী ছিলেন না, এ কারণে ঐরূপ স্থলে তাঁহার বৃত্তান্ত অল্পলিখিত ।

(৯) আরড়ার পুঁথি ।

(১০) বটতলার মুদ্রিত পুস্তক ।

(১১) আরড়া ব্রাহ্মণভূমির পুঁথির পাঠ ।

(১২) বাবু অক্ষরচন্দ্র সরকার-সম্বলিত চণ্ডীর পাঠ ।

(১৩) দামুস্তাহিত পুঁথির পাঠ ।

(১৪) বটতলার পুস্তকের পাঠ ।

(১৫) দামুস্তাক সচরাচর “দামিন্দ্ৰা” বলে ।

এই প্রসঙ্গাধীন কবিকঙ্কণের মাতার নাম ও কবিকঙ্কণ কোন্ ঋষির বংশসম্ভূত, তাহা লিখিত হওয়া আবশ্যক। “দেবকী” তাঁহার জননী। যথা,—

“চণ্ডীর চরিত, রচিত্য সঙ্গীত

দেবকী-নন্দন ভনে।” (১৬)

তিনি ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহার নিদর্শন দেখুন—

“আজি হৈতে আমার ধনে আছে তোরা অংশ।

শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গান ভৃগু-বংশ ॥” (১৭)

চতুর্থ জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেই রামেন্দ্রসুন্দর বাবুর সহিত এ প্রবন্ধে আমাদের কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। ইহাই তাঁহার শেষ প্রশ্ন। “আত্মজ-সুত” অর্থে পুত্র, কি পৌত্র—ইহাই এখানে জিজ্ঞাস্য। অন্তর্ভুক্ত হইলে, ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসের বলে আত্মজসুত শব্দে [আত্মজসুত সুতঃ (আত্মজের সুত)] পৌত্র বুঝাইবার পক্ষে কেহ কোন বাধা দিতে পারিত না। এখানে কৰ্মধারয় সমাস—(আত্মজঃ সুতঃ অর্থাৎ আত্মজ যে সুত)। ইহার অর্থ—“সুত” কেমন? না—আত্মজ। “আত্মজ” শব্দের অর্থ আত্মা হইতে জাত। সুতরাং “আত্মজ” শব্দটী “সুত” পদের বিশেষণ। অতএব ঐ অর্থানুসারে আত্মজ-সুত-শব্দের অর্থ পুত্রই দাঁড়াইতেছে।

আমরা তর্কে, অনুমানে বা যুক্তিতে নির্ভর করিয়া এই কথা বলিয়া যাইব, আর পাঠক তাহাই বিনা বিচারে গ্রহণ করিবেন, আমাদের এমত অসম্ভব অভিমত নয়। এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। “পঞ্চানন” মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কণের যে পুত্র, তাহার অখণ্ডনীয় নিদর্শন নিম্নলিখিত বংশাবলীতে প্রদর্শিত হইতেছে,—

জগন্নাথ মিশ্র (কয়ড়ি গাঁই)

↓  
হৃদয় মিশ্র

↓  
কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ, রামানন্দ বা রমানাথ

↓  
পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য (বীরসিংহ-নিবাসী)

↓  
রসিকচন্দ্র কয়ড়ি (১৮), (রধাবল্লভপুর-নিবাসী)

↓  
কালীচরণ কয়ড়ি

↓  
শ্রীতিরাম কয়ড়ি (৪র্থ পুত্র)

↓  
শঙ্করচন্দ্র কয়ড়ি

↓  
আদরমণি (কন্তা)

(১৬) “চণ্ডীকল্পবার” শেষ ভাগ।

(১৭) “কুন্দেরায় শঙ্কু মাসের ভ্রত”।

(১৮) রসিকচন্দ্রের আরও সহোদর ছিল।

পাঠক লক্ষ্য রাখিবেন, তালিকায় পঞ্চাননের উপাধি “ভট্টাচার্য্য” ; কিন্তু তৎস্মত রসিক-চন্দ্র “কয়ড়ি”—“ভট্টাচার্য্য” নহেন। ইহাতে অল্লেখ্যাবন করা কর্তব্য, রসিকচন্দ্র প্রভৃতি অবন্তন পুঙ্কষেরা শাস্ত্রজ্ঞান-বিবর্জিত হওয়াতেই, উক্ত উপনামে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

এই প্রবন্ধ রচয়িতার বাক্যে আস্থা-স্থাপনের উদ্দেশ্যেই ইহা নির্দেশ করা আবশ্যক মনে করি যে, মুকুন্দরামের অতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্রী অর্থাৎ বৃদ্ধ-প্রপৌত্র প্রীতিরামের তনয়া আদরমণি, এই প্রবন্ধ-লেখকের পিতামহী। আদরমণি, কবিকঙ্কণের অদন্তন পঞ্চম পুঙ্কষের সম-পর্য্যায়ের লোক। “পঞ্চানন” ভট্টাচার্য্য, কবিকঙ্কণের আয়ুজ (পুত্র), কিন্তু পৌত্র নহেন—তাহা এখন স্পষ্টই দৃষ্ট হইল।

অপ্রাসঙ্গিক নয়, এমন একটী বিষয় এ স্থলে গোপন করাও আমাদের অনভিপ্রেত। পূর্বে প্রদর্শিত তালিকায় মুকুন্দরামের পুত্র “শিবরাম” ; কিন্তু এই তালিকায় কবিকঙ্কণের পুত্রের স্থান “পঞ্চানন” কর্তৃক অবিকৃত। ইহার কোন সিদ্ধান্ত বা বিশেষ প্রামাণিক বৃত্তান্ত আছে কি না, অনুসন্ধিৎসুর মনে এ জিজ্ঞাসার উৎপত্তি অসম্ভব নয়। যদিও পঞ্চাননের সহিতই প্রবন্ধের সম্পর্ক বটে, তথাপি প্রকৃত-তত্ত্বপর্যায়ের নিকট এই তথ্য উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে তিনটী তত্ত্ব, এই ক্ষেত্রে আমাদের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল।

[ ক ] কবিকঙ্কণের পঞ্চানন ও শিবরাম নামে দুই অপত্য সজাত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কে অগ্রজ, কেই বা অন্তজ, তাহা প্রথমতঃ অনুসন্ধানেই অতীত ছিল। যুক্তি ও আল্লেখ্যসিক ঘটনা দ্বারা হির হইয়াছে, “পঞ্চানন” অন্তজ। এই দুইটী ভিন্ন তাঁহার অল্প পুত্র-কন্তা ( ১২ ) ছিলেন কি না, তাহাও এত কাল পরে নির্ণীত হওয়া চর্যট।

[ খ ] কবিকঙ্কণ, জন্মভূমি দামুড়ার ত্যাগ করিয়া আরড়া ব্রাহ্মণভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও, তাঁহার পুত্র পঞ্চানন, বীরসিংহে ( ২০ ) বসতি গ্রহণ করেন। আর, শিবরামের বংশধরেরা, মূল স্থানের [ দামুড়ার ] অধিবাসী রহিয়া গেলেন।

[ গ ] অদ্য পর্য্যন্ত যত দূর অনুসন্ধান করা গেল, তাহাতে অবধারিত হইয়াছে, কবিকঙ্কণের বংশ, তিন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিরাজমান।

( ১ ) মূল বাসস্থান দামুড়ায়—শিবরামের বংশধরগণের আবাস।

( ২ ) দ্বিতীয় ( ২১ ) উপনিবেশ বীরসিংহ—পঞ্চাননের বংশীয়গণের বসতি। তাঁহারও পঞ্চাননের ন্যায় “ভট্টাচার্য্য” উপাধিযুক্ত।

( ৩ ) তৃতীয় উপনিবেশ হুগলী জেলাসুর্গত রাধাবল্লভপুরে—পঞ্চাননের অন্যতম পুত্র রসিকচন্দ্রের “কয়ড়ি” উপাধিধারী সমস্তিসমূহের নিবাস।

( ১২ ) তাঁহার এক কন্তা ছিল। কন্তার নামা যশোদা। পুঙ্কহ এক স্থানে তাহার নির্দেশ করা হইয়াছে।

( ২০ ) বীরসিংহ, সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত।

( ২১ ) আরড়া গ্রাম—কবিকঙ্কণের প্রথম উপনিবেশ-স্থল। তথায় বা তন্নিকট “সেনাপত্তেপুরে” (যথায় আরড়ার ব্রাহ্মণ রাজারা সম্প্রতি বাস করেন, তথায়) তৎবংশধর কেহ নাই।

ত্রিবেদী বাবুর প্রেমের একাংশ এই, তাঁহার বংশের কেহ জীবিত আছেন কি না ? ইহার সংবাদ নিম্নে দেখুন ।

কবিকঙ্কণের অধস্তন দশম পুরুষ পর্য্যন্ত বংশ বিস্তৃত হইয়াছে ! তৎসংশীয় নবম পুরুষও বিদ্যমান আছেন । অধিক কি, সপ্তম ও ষষ্ঠ পুরুষ পর্য্যন্তও অদ্যাপি বর্তমান । পাঠক ভাবিয়া দেখুন, কবিকঙ্কণের অধস্তন ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম ও দশম পুরুষ অদ্যাবধি জীবিত ! রামেন্দ্রসুন্দর বাবুর প্রেমের সহিত আমাদের সম্পর্ক এই খানেই বিচ্ছিন্ন হইত, যদি দ্বিতীয় প্রেমের উত্তর দেওয়া হইত । আগামী বারে দ্বিতীয় প্রেমের উত্তর প্রদত্ত হইবে । সম্প্রতি জিজ্ঞাসাতিরিক্ত আর এক আবশ্যক বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হইল ।

এইখানে গ্রন্থোৎপত্তি হইতে কতকটা উদ্ধৃত না করিলে চণ্ডী-কাব্যবর্ণিত গ্রাম, নদী ইত্যাদির স্থান-সমাবেশ ও ইতিহাস সম্পর্কীয় অপর বিষয় জানিবার সুযোগ হইবে না বুঝিয়া তদ্বিষয়ের অবতারণা করিতেছি ।

বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রচারিত চণ্ডী গ্রন্থ হইতে নিম্নের অংশ গৃহীত হইল বটে, কিন্তু সেই অংশের পাঠান্তর-প্রদানে ওদাস্ত করি নাই । উদ্ধৃত ভাগে টাকার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই কত প্রকার বিভিন্ন পাঠ রহিয়াছে, সকলেই ধারণা করিতে সমর্থ হইবেন ।

### গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ ।

“শুন ভাই সভাজন

কবিশ্বের বিবরণ

এই গীত হইল যেন মতে ।

উরিয়া মায়ের বেশে

কবির শিয়র-দেশে

চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে ॥

সহর সিলিমাবাজ

যাহাতে সজ্জনরাজ

নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ ।

তাঁহার তালুকে বসি

দামিত্যাতে চাষ চষি

নিবাস পুরুষ ছয় সাত ॥

ধন্য রাজা মানসিংহ,

বিষ্ণুপদে যে বা ভূঙ্গ (২২)

গোড়-বঙ্গ-উৎকল মহীপ । (২৩)

(২২) আমাদের বিবেচনায় এখানকার পাঠ প্রকৃত নয় । “মানসিংহ” এইরূপ ছিল বলিয়া আমরা ধের সংস্কার । “ভূঙ্গ” পদের সহিত মিল রাখিবার জন্য উহাই সঙ্গত পাঠ ।

(২৩) “বিষ্ণুপদাধুনে ভূঙ্গ” এবং “সমীপে” পাঠান্তর ।

রাজা মানসিংহের কালে (২৪),      প্রজার পাঁপের ফলে  
 ভীহীদার মামুদ সরিফ ॥ (২৫)  
 উজির হইল রায়জাদা      বেপারিরে দেয় খেলা  
       ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের হ'ল অরি ।  
 কোণে কোণে দিয়া দড়া      পনর কড়ায় কুড়া  
       নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥  
 সরকার হইলা কাল      খিল (২৬) ভূমি লেখে লাল  
       বিনা উপকারে খায় ধুতি । (২৭)  
 পোদার হইল যম      টাকা আড়াই আনা কম  
       পাই লভা লয় দিন প্রতি ॥  
 ভীহীদার অবোধ খোজ      কড়ি দিলে নাহি রোজ  
       ধাতু গোকু কেহ নাহি কেনে ।  
 প্রভু গোপীনাথ নন্দী      বিপাকে হইলা বন্দী  
       হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে ॥  
 জমিদার প্রতীত আছে      প্রজারা পালায় পাছে  
       ছুয়ার চাপিয়া দেয় থানা ।  
 প্রজা হইল ব্যাকুলি      বেচে ঘরের কুড়ালি  
       টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা ॥  
 সহায় শীঘ্রস্থ থাঁ      চণ্ডীবাটী যার গাঁ,  
       যুক্তি কৈলা মুনিব খাঁর সনে । (২৮)  
 দামিলা ছাড়িয়া যাই      সঙ্গে রমানাথ ভাই (২৯)  
       পথে চণ্ডী দিলা দরশনে ॥ (৩০)

( ২৪ ) “সে মানসিংহের কালে” \* \* \* হৈল রাজা মামুদ সরিফ” ।—বটতলার পুস্তক ।

“অধম্মী রাজার কালে” অষ্ট পাঠ ।—আরড়ার পুঁথি ।

( ২৫ ) “খিলাত পায় মামুদ সরিফ”—দ্বিতীয় পাঠ ।—আরড়ার পুঁথি ।

( ২৬ ) “খিল ভূমি” অর্থে উত্তম জমি ।

( ২৭ ) ‘ধুতি’ শব্দের কি অর্থ ?

( ২৮ ) “যুক্তি কৈল গরিব খাঁর সনে” ।—বটতলার পুস্তক ।

“যুক্তি কৈল গজীর খাঁর সনে ।”—আরড়ার পুঁথি ।

( ২৯ ) “সঙ্গে রামানন্ড ভাই” ।—আরড়ার পুঁথি ও বটতলার পুস্তক ।

( ৩০ ) উক্ত পাঠ বটতলার ও অক্ষয়চন্দ্র বাবুর পুস্তকে আছে ; কিন্তু আরড়ার পুঁথিতে আছে—  
 “পাশে দেখা হৈল তার সনে” ।

ভেটনায় উপনীত (৩১), রূপরায় নিল বিত্ত (৩২)  
যহুকুণ্ড তিলি কৈল রক্ষা ।

দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর  
দিবস তিনের দিল ভিক্ষা ॥

বাহিয়া ঘড়াই নদী (৩৩), সদাই স্মরণে বিধি (৩৪)  
নেউটিয়া হইল উপনীত । (৩৫)

দাককেশ্বর তরি পাইল পাণ্ডুরপূরী (৩৬)  
গঙ্গাদাস বড় কৈলা হিত ॥ (৩৭)

নারায়ণ পরাশর এড়াইল দামোদর (৩৮)  
উপনীত কুচটা নগরে । (৩৯)

তৈল বিনা কৈলু স্নান করিলু উদক-পান  
শিশু (৪০) কাঁদে ওদনের তরে ॥

আশ্রম পুথরি আড়া নৈবেদ্য শালুক পোড়া  
পূজা কৈলু কুমুদ গ্রন্থনে ।

ক্ধায় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে  
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥

( ৩১ ) “ভাই নহে উপযুক্ত”—বটতলার পুস্তক ।

“তৈলি গায়ে উপনীত”—আরড়ার পুঁথি ।

( ৩২ ) “রূপরায় কৈল হিত”—আরড়ার পুঁথি ।

( ৩৩ ) “বাহিল গোড়াই নদী”—আরড়ার পুঁথি ও বটতলার পুস্তক ।

( ৩৪ ) “সর্বদা স্মরণে বিধি”—আরড়ার পুঁথি ও বটতলার পুস্তক ।

( ৩৫ ) “তৈউটিয়া হৈল উপনীত”—বটতলার পুস্তক ।

“তৈউটিয়া হৈল উপনীত”—আরড়ার পুঁথি ।

( ৩৬ ) “পাইল বাতনগিরি”—বটতলার পুস্তক ।

“পাইলু মাতুলপুরী”—আরড়ার পুঁথি ।

( ৩৭ ) “গঙ্গাদাস বহু কৈল হিত”—বটতলার পুস্তক ও আরড়ার পুঁথি ।

( ৩৮ ) “ছাড়িলেন দামোদর”—বটতলার পুস্তক ।

“ছাড়িলেন দামোদর”—আরড়ার পুঁথি ।

( ৩৯ ) “উপনীত কুচটে নগরে”—বটতলার পুস্তক ।

“উপনীত গোখড়া নগরে”—আরড়ার পুঁথি ।

( ৪০ ) “শিশু” শব্দে কবিকঙ্কণের দ্বিতীয় ভ্রাতৃ “পঞ্চানন” লক্ষ্যস্থল হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যায় ।

হাতে লইয়া পত্র মসী (৪১),      আপনি কলমে বসি  
 নানাছন্দে লিখেন কবিত্ব । (৪২)  
 পড়েছি অনেক তন্ত্র      নাহি জানি কোন মন্ত্র  
 আজ্ঞা দিল জপি নিত্য নিত্য ॥  
 দেবী চণ্ডী মহামায়া      দিলেন চরণে ছায়া  
 আজ্ঞা দিলেন রচিতে মঙ্গীত ।  
 চণ্ডীর আদেশ পাই      শিলা পার হৈয়া যাই (৪৩)  
 আরডায় হইল উপনীত ॥ (৪৪)  
 আরড়া ব্রাহ্মণভূমি      পুরুষে পুরুষে স্বামী (৪৫)  
 নরপতি ব্যাসের সমান ।  
 পড়িয়া কবিত্ববাণী      সম্ভাষিল নৃপমণি (৪৬)  
 পাঁচ আড়া মাপি দিলা ধান ॥ (৪৭)  
 স্নহত বাকুড়া রায়      ভাঙ্গিল সকল দায়  
 শিশু পাছে কৈল নিয়োজিত । (৪৮)  
 তার স্ত্রুত রঘুনাথ      রাজগুণে অবদাত  
 গুরু বলি করিল পূজিত ॥  
 সঙ্গে শীমানন্দী (৪৯),      সে জানে স্বপন সন্ধি (৫০)  
 অহুদিন করিল যতন ।  
 নিত্য দেন অহুমতি      রঘুনাথ নরপতি  
 গায়নেরে দিলেন ভূষণ ॥ (৫১)

- 
- ( ৪১ ) “করে লয় পত্র মসী” ।—বটতলার পুস্তক ।  
 ( ৪২ ) “নানাছন্দে লিখিল কবিত্ব” ।—বটতলার পুস্তক ।  
 ( ৪৩ ) “শিলাই বাহিয়া যাই” ।—বটতলার পুস্তক ।  
 ( ৪৪ ) “আরড়া নগরে উপনীত” ।—বটতলার পুস্তক ।  
 “আরডায় গিয়া উপনীত” ।—আরড়ার পুঁথি ।  
 ( ৪৫ ) “ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী” ।—আরড়ার পুঁথি ও বটতলার পুস্তক ।  
 ( ৪৬ ) “সম্ভাষিল নৃপমণি” ।—বটতলার পুস্তক ।  
 ( ৪৭ ) “রাজা দিল দশ আড়া ধান” ।—আরড়ার পুঁথি ও বটতলার পুস্তক ।  
 ( ৪৮ ) “স্ত্রুত পাশে কৈল নিয়োজিত” ।—বটতলার পুস্তক ।  
 ( ৪৯ ) “সঙ্গে দামোদর নন্দী” ।—বটতলার পুস্তক ।  
 “সঙ্গে ভাই রামানন্দী” ।—আরড়ার পুঁথি ।  
 ( ৫০ ) “যে জানে স্বপ্নের সন্ধি” ।—আরড়ার পুঁথি ও বটতলার পুস্তক ।  
 ( ৫১ ) “গায়কেরে দিলেন ভূষণ” ।—বটতলার পুস্তক ।

বীর-মাধবের স্মৃত

রূপে গুণে অদ্ভুত

বীর ঝাঁকুড়া ভাগ্যবান ।

তার স্মৃত রঘুনাথ

রাজ-গুণে অবদাত

শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান ॥ (৫২)

গ্রহোৎপত্তির কারণ-প্রকরণের বাঙ্গালা ভাষায় তাৎপর্য প্রদত্ত হইতেছে, তাহাতে প্রামাণিক পাঠ মূলে সন্নিবেশিত হইল। আমাদের জ্ঞানে যাহা প্রমাণযুক্ত, তাহা সর্বসাধারণের অন্তর্মোদিত ও বিচারিত করিবার নিমিত্ত টীকায় পৃথক্ পৃথক্ পাঠ সমাবেশিত করিলাম।

“হে সামাজিকগণ! কি প্রকারে এই চণ্ডীকাব্য-রচনার স্বত্রপাত হইল, বলিতেছি; আপনারা সকলে শুনুন। দেবী চণ্ডী, আমার মস্তকের নিকট অকস্মাৎ উপবিষ্ট হইলেন। সেলিমাবাজে গোপীনাথ নিয়োগীর নিবাস। সেলিমাবাজ, বর্দ্ধমান চাব্বলের অন্তর্গত। সেলিমাবাজ তৎকালে ‘সহর’ বলিয়া গণ্য হইত। দামুত্মা (দামিত্মা) তাঁহার তালুকদারিত্ব কর্তৃক থাকে। এই গ্রাম, আমার (কবিকঙ্কণের) উর্দ্ধতন ছয় বা সাত পুরুষ হইতে বসতি স্থান রূপে নির্ণীত হইয়াছিল। আকবরের সেনানী বঙ্গাধিপ মানসিংহের অধীন ভূম্যধিকারী মামুদ সরিফ নামে এক দুর্ভৃত ছিল। তাহার মন্ত্রীই সর্বস্বকাঃ হইয়া উঠিল। বিক্রেতাদিগকে খেদাইয়া দেওয়া হইত। তাহারা দ্বিজ ও বিষ্ণুভক্তের শত্রু হইয়া উঠিল। তদীয় অধিকার-কালে উৎপীড়নের পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। কুড়ি কাঠাতেই এক বিঘা জমি মাপিবার আবহমান-কাল-প্রচলিত ব্যবস্থা, কিন্তু সেই উৎপীড়ক অত্যাচারীর শাসন সময়ে জমির কোণে কোণে দড়ি ফেলিয়া পনের কাঠায় বিঘা ধরা হইতে লাগিল। স্মৃতাং স্ববিচারশা তিরোহিত হইল। প্রজাদের কোন কথাই শোনা হইত না। ভূমির উৎকর্ষানুকর্ষের কোন বিবেচনাই হইত না। মন্দ জমিকে উত্তম জমি লিখিয়া লওয়ায় জমি জমার মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রজাদের কোন হিতসাধন করা তাহাদের লক্ষ্য ছিল না। ষোল আনায় এক টাকা হয়। সেই সময়ে ষোল আনা সাড়ে তের আনা বলিয়া ধার্য্য হইয়া রাজস্ব আদায় হইতেছিল। টাকা প্রতি আড়াই আনা স্মদ নির্দিষ্ট হইল। অতথা টাকা কর্জ পাওয়ার সম্ভাবনা কি? তাহারা প্রতাহ এক পাই লাভ লইত। বিক্রেতা অনেক; কিন্তু ক্রেতা কৈ? প্রজারা অর্থের নিমিত্ত ধাত্ত-গোধন-বিক্রয়ে উদ্যত; কিন্তু ক্রয় করিবার লোক ছিল না। প্রভু গোপীনাথ বন্দী; তাঁহার মুক্তির উপায়

(৫২) আরডার পুঁথির পাঠ এই,—

“ধন্য রাজা রঘুনাথ,

কুলে লীলে অবদাত

প্রকাশিল নুতন মঙ্গল।

তাঁহার আদেশ পান,

শ্রীকবিকঙ্কণ গান

মম ভাগ্যে করিও কুশল ॥” (৫৩)

(৫৩) “সমস্তাষ করিয়া কুশল”।—বটভলার পুস্তক।

নাই। তিনি বিপন্ন হইয়া উঠিলেন। পাছে প্রজারা (ধনাদি লইয়া) পলায়ন করে, এই আশঙ্কায় তাহাদের দ্বারদেশ রুদ্ধ করা হইল। প্রজাগণ ব্যাফুল হইয়া উঠিল; অগত্যা তাহারা গৃহস্থিত কুঠারাদি বেচিতে লাগিল। টাকার জিনিষ দশ আনায় বিক্রীত হইতে থাকিল। চণ্ডীবাটী (৫৪) নামক স্থানের ভূস্বামী শ্রীমন্ত খাঁ কেবল প্রজাদের সহায় ছিলেন। আমি (মুকুন্দরাম) “গম্ভীর খাঁ” (৫৫) সহিত যুক্তি করিয়া ভাতা রামানন্দকে সমভিব্যাহারে লইয়া পলায়নের চেষ্টা করিলাম। তদনুসারে স্বীয় জন্মভূমির নিকট চির বিদায় গ্রহণান্তে লক্ষ্যহীন স্থানে গমন করিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে ভাগ্যক্রমে দেবানুগ্রহ ঘটিল। দেবী চণ্ডীর প্রত্যাদেশ হইল। তেলিগায়ে (৫৬) উপনীত হইলাম। তত্রত্য রূপরায় কর্তৃক বিশেষ উপকৃত হইলাম। যতকুণ্ড নামে এক তেলি আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিলেন। সদাই বিধাতার নাম স্মরণ পূর্ব্বক গড়াই বা গোড়াই (৫৭) (ইহার নামান্তর মুণ্ডেশ্বরী। ইহা দামিয়ার পশ্চিম দক্ষিণদিগ্ধর্তী দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত)। নদী উত্তীর্ণ হইয়া তেউটা (৫৮) গ্রামে উপস্থিত হইলাম। তৎপরে দারকেশ্বর পার হইয়া মাতুলপুরীতে (৫৯) গমন করিলাম। এখানে গঙ্গাদাস বহু হিত সাধন করেন। (অধিকাচরণ বাবু কোন ব্যক্তির নিকট অবগত হইয়াছেন, এই গঙ্গাদাস, কবিকঙ্কণের মামাতো ভাই)। নারায়ণ (রূপনারায়ণ), পরাশর ও আমোদর (৬০) নদী অতিক্রম করিয়া গোথড়া (৬১) নগরে পদার্পণ করিলাম। তথায়

(৫৪) “চণ্ডীবাটী” গোতান নামক গ্রামের একটা পলী। চণ্ডীবাটীতে “শ্রীমন্ত” নামক এক জলাশয়ের অন্তিত্ত্ব রহিয়াছে।

(৫৫) বটতলার পুস্তকের মতে “গরিব খাঁ”। অক্ষয়চন্দ্র বাবুর পুস্তকে “মুনিব খাঁ” উল্লিখিত। কিন্তু আরডায় পুথিতে “গম্ভীর খাঁ” নাম রহিয়াছে। ইহাই প্রামাণিক।

(৫৬) অক্ষয়চন্দ্র বাবুর মুদ্রিত পুস্তকে এ স্থলে “ভেটনায় উপনীত” আছে। “ভাই নহে উপগুত” বটতলার পুস্তকের এই পাঠ। বলা আবশ্যক, উহা অন্তর্জ। তেলিগাঁ বিশুদ্ধ পাঠ। জাহানাবাদের পশ্চিম দক্ষিণে তেলিগাঁ আনুমানিক এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

(৫৭) “গড়াই” নদী—অক্ষয়চন্দ্র বাবুর পুস্তক। “গোড়াই” “গড়াই” ও “গড়াই” তিন শব্দে প্রভেদ আছে।

(৫৮) অক্ষয়চন্দ্র বাবুর পুস্তকে “নেউটিয়া” লিখিত হইয়াছে। ইহা ভুল। কেননা এতৎপ্রদেশে এই গ্রামের সস্তাভাব। আরডায় পুথিতে ও বটতলার মুদ্রিত পুস্তকে “ভেউটিয়া” উল্লিখিত। ভেউটিয়া বা ভেউটা, জাহানাবাদের পূর্ব্বোত্তরে (ঈশান কোণে) অবস্থিত।

(৫৯) জাহানাবাদের অর্দ্ধ ক্রোশ পশ্চিমে “বালিবেলা” গ্রামে কবিকঙ্কণের মাতুলালয় ছিল। বটতলার পুস্তকে এখানে “বাতনগিরি” পাঠ আছে। অক্ষয়চন্দ্র বাবুর পুস্তকে “পাতুরপুরী” দৃষ্ট হয়। উভয় পাঠই অসঙ্গত। ঐ দুই নামের গ্রাম এতদঞ্চলে নাই—সুতরাং উহা কল্পিত গ্রাম হইয়া দাঁড়াইতেছে।

(৬০) এখানে বটতলার ও অক্ষয়চন্দ্র বাবুর পুস্তকে “দামোদর” লিখিত আছে। কিন্তু এখানে “দামোদর” প্রবাহিত নয়। “আমোদর” নদী ঐ স্থান দিয়া বহিয়া গিয়াছে।

(৬১) বটতলার ও অক্ষয়চন্দ্র বাবুর পুস্তকে এ স্থলে ক্রমাগত “কুচুটে” ও “কুচুটা” নাম নিবেশিত দেখিতেছি। উহা অসঙ্গত পাঠ। উক্ত নামে গ্রাম নাই। “গোথড়া” গড়মান্দার গ্রামের নৈঋত কোণে অবস্থিত।

রুক্ষ স্নান করিয়া জল পান করিলাম। শিশু (৬২) অগ্নের নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল। পৃথড়ি আড়া গ্রামে আশ্রয় লইলাম। শালুক ফুলকে (শলুক নাড়া; পোড়া শালুক) নৈবেদ্যের স্থানীয় করিয়া কুমুদ পুষ্প দিয়া অভীষ্ট দেবতার আরাধনা সমাপন করিলাম। পথ-ভ্রমণে শ্রান্ত ও ক্ষুধার ক্রান্ত হইয়া সুষুপ্তির ক্রোড়ে আশ্রয় লইলাম। দেবী অধিকা, স্বপ্নে দেখা দিয়া আমার কাব্য রচনার অমুজ্জা দিলেন।

দেবী কাগজ কালী কলম লইয়া নানাছন্দে কবিতা লিখিতে লাগিলেন। আমি অনেক তত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়াছি বটে, কিন্তু কোন মন্ত্রই অবগত নহি। দেবীর আজ্ঞাক্রমে প্রতিদিন মন্ত্রজপ আরম্ভ করিলাম। দেবী মহামায়া, চরণে আশ্রয় দিলেন। তিনিই সঙ্গীত রচনায় আদেশ করিলেন। চণ্ডীর অমুজ্জাক্রমে শিলা নদী (৬৩) অতিক্রম করিয়া আড়রায় সমুপনীত হইলাম। (এই গ্রাম, বর্তমান ঘাটাল থানার অধীন ও জেলা মেদনীপুরের অন্তঃপাতী।) আড়রা, ব্রাহ্মণ-ভূমি। পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণেরাই আরড়ার অধিস্বামী। এখানকার রাজা, ব্যাসদেবের সমান। কাব্য পাঠ করিয়া রাজাকে সম্ভাষণ করিলাম। তিনি দশ আড়া (৬৪) ধাক্স মাপিয়া দিলেন। সূর্য্য বাকুড়ায় সকল বিপত্তি দ্বীভূত করিলেন। তিনি আপন তনয় রঘুনাথের শিক্ষাদানার্থে আমাকে নিযুক্ত করিলেন। রঘুনাথ রাজগুণালঙ্কৃত। তিনি আমাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন। আমার সঙ্গ্রে ভ্রাতা রামানন্দী (৬৫) ছিল। সে স্বপ্নের তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত ছিল। সে প্রত্যহ যত্ন করিত। রাজা রঘুনাথ প্রতিদিনই গীত রচনা করিতে অনুমতি করিতেন। তিনি গায়ককে (কবিকঙ্কণকে) অলঙ্কার দিতেন। মাধবের পুত্রের নাম বাকুড়া রায়। মাধব, এক দিকে বীরোপযুক্ত গুণী জন, অত্র দিকে ব্যাস-সমান কৃতী। সূত্রাং তিনি রাজগুণালঙ্কৃত ও পাণ্ডিত্য-গুণ-ভূষিত। তাঁহার যেমন নৃপযোগ্য গুণ, তেমনই স্ত্রীতুল্য জ্ঞান। বাকুড়া রায়, রূপে গুণে অদ্বুত মহাব্য; তিনি দৌভাগ্যশালী পুরুষ। তিনিও পিতৃ-সদৃশ মহাপুং। তৎসম্মান রঘুনাথ নৃপোচিত গুণমণ্ডিত। আমি শ্রীকবিকঙ্কণ তাঁহারই অনুগ্রহে সরস মহাকাব্য কীর্ত্তন করিতাম।

(৬২) শিশু অর্থাৎ, কবিকঙ্কণের দ্বিতীয় পুত্র “পকানন”। কেহ কেহ বলেন “শিশু” শব্দের লক্ষ্য কবির “পৌত্র”। তাঁহারেব মতে কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবরামের পুত্র। ইহা হৃদঙ্গত নয়।

(৬৩) বটতলার পুস্তকে “শিলাই” নদীর নাম দেখিতেছি। “শিলাই প্রকৃত পাঠ। এতৎপ্রদেখে “শিলা” নদীর অস্তিত্বাভাব।

(৬৪) আরড়ার পৃথিতে ও বটতলার পুস্তকের সাহায্যে ১০ আড়া ধাক্সের কথা অবগত হই, কিন্তু অক্ষরচন্দ্র বাবুর পুস্তকে তৎস্থলে ৫ পাঁচ আড়া ধাক্সের কথা রহিয়াছে। “দশ আড়া ধাক্স” গ্রামাদিক পাঠ।

(৬৫) বটতলার পুস্তকে “রামানন্দী” পরিবর্তে “দামোদর নন্দী” এবং অক্ষরচন্দ্র বাবুর গ্রন্থে তৎস্থলে “শ্রীমদ্ নন্দী” আছে। “জামাল নন্দী” দামুন্ডার পাঠ। বলা বাহুল্য মনে করি, “রামানন্দী” ঠিক পাঠ।

এই প্রস্তাবের আলোচনায় এক গুরুতর বিষয়ের অমুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠিল। ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে ভিন্ন পাঠ দৃষ্টে আমরা প্রসঙ্গক্রমে এই প্রস্তাব করি যে, পৃথক পৃথক পুস্তকের পাঠ ঐক্য করিয়া এক খানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা চণ্ডী মুদ্রিত করা হউক। সাহিত্য-পরিষদ সে ভার গ্রহণ করুন। সেরূপ হওয়া নিতান্তই বিধেয় হইতেছে। পূর্বে বিস্তর পাঠান্তর সমুদ্বার করিয়া আসিয়াছি। অধুনা কেবল সুস্পষ্টরূপে অভিপ্রায়-প্রকটনার্থে এস্থলে কতিপয় শব্দ-বৈষম্য-মাত্র প্রদর্শন করিতেছি। যথা—

বটতলার পুস্তক ।	আরড়ার পুঁথি ।	অক্ষয়চন্দ্র সরকার সঙ্কলিত পুস্তক ।	সঙ্গত পাঠ ।
“ভাই হেন উপযুক্ত” গরিব খাঁ রামানন্দ ভাই গোড়াই ( নদী ) তেউটা ( গ্রাম ) বাতনগিরি দামোদর কুচুটে	“তেলিগায় উপনীত” গম্ভীর খাঁ রামানন্দ ভাই গোড়াই নদী তৈউটা ( গ্রাম ) মাতুলপুরী আমোদর গোথড়া	“ভেটনায় উপনীত” মুনিব খাঁ রমানাথ ভাই ঘড়াই নদী নেউটিয়া ( গ্রাম ) পাণ্ডুরপুরী দামোদর কুচট্যা	তেলিগায় উপনীত গম্ভীর খাঁ রামানন্দ ভাই গোড়াই নদী তেউটা ( গ্রাম ) মাতুলপুরী আমোদর গোথড়া

পাঠক লক্ষ্য রাখিবেন, আরড়ার পুঁথির পাঠই কেবল বিশুদ্ধ ।

আগামী বারে কবিকঙ্কণের কাল-নিরূপণের প্রয়াস পাইব। তাহা হইলেই রামেন্দ্র-সুন্দর বাবুর প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে সকল কথাই নিঃশেষ হইবে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ।

## দ্বানিক পরিভাষা ।

কয়েক— হইতে সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে আলোচনা  
চালায় ৭৯৯৯৯ আমার কিছু বক্তব্য আছে ।

স্বর্গীয় ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বাঙ্গালা পরিভাষা সম্বলন সম্বন্ধে যে কয়েকটি স্থল নিয়ম প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় আমার নিকট সম্ভবত বোধ হয় । কি প্রকার বৈজ্ঞানিক শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ বাঙ্কনীয়, আর কি প্রকার পাশ্চাত্য পারিভাষিক শব্দ বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতির (genius) প্রতি লক্ষ্য করিয়া কেবল বাঙ্গালা অক্ষরে রূপান্তরিত করা কর্তব্য, তাহা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন \* । তিনি নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিক শব্দ সমূহের অনুবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না :—

1. Scientific crude names, such as quinine, bromine &c.
2. Scientific double names of plants and animals.
3. Foreign names of instruments.

যে সমুদয় বৈজ্ঞানিক শব্দের ধাত্বর্থ দ্বারা বিষয়টির অর্থ ব্যক্ত হয়, কেবল তৎসমুদয়ের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ রচিত হউক, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল ।

এই মূল নিয়মটি সকলের নিকট আদৃত হইবে কি না, বলিতে পারি না । বাহা হউক, পারিভাষিক শব্দসৃষ্টির পূর্বে তাদৃশ শব্দরচনার মূল নিয়ম নির্ধারণ বাঙ্কনীয় । মূল নিয়ম নির্দিষ্ট হইলে শব্দসম্বলনে গণ্ডগোল হইবে না । শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় দুই একটি মূল নিয়মের প্রস্তাব করিয়াছেন । কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবের তেমন আলোচনা হইতেছে না ।

এই মূল নিয়মের অভাবে কি প্রকার অসুবিধা ঘটিতে পারে, তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি । Uranus ও Neptune গ্রহদ্বয়ের বাঙ্গালা নাম সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অপূর্ণচন্দ্র দত্ত এবং মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যে বিলক্ষণ মত ভেদ দেখা যায় † । অপূর্ণ বাবু Uranusকে ইন্দ্র এবং Neptuneকে বরুণ বলিতে চান ; কিন্তু মাধব বাবু Uranus এর নাম বরুণ এবং Neptuneএর নাম ইন্দ্র রাখিবার জন্ত অনেক নজীর উপস্থিত করিয়াছেন ।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, Uranus ও Neptuneএর কি এক একটা বাঙ্গালা নাম রাখিতেই হইবে ? তাঁহারা স্বর্গপতিই হউন কিংবা জলাধিপতিই হউন, তাঁহাদের বাঙ্গালা নাম রচিত

\* See Dr. Mitra's Scheme for the rendering of European Scientific terms into the vernaculars of India. (Thacker Spink & Co.)

† বর্তমান জুলাই মাসের 'দাসী' গ্রন্থে । অপূর্ণ বাবু ঐ দুই গ্রহের নামকরণ প্রথমে 'ভারতীতে' করিয়াছিলেন ।

হইলে জ্যোতিষিক জ্ঞান লাভের সুবিধা হইবে। কি ? উক্ত গ্রহদ্বয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রদত্ত নাম পরিত্যাগ করিবার কারণ আছে কি ? এক একটা বাঙ্গালা নাম দিলেই উহাদের উপর আমাদের স্বাধীনতা না। সপ্তগ্রহের বাঙ্গালা নাম আছে বলিয়া যে আর দুইটিরও বাঙ্গালা নাম রাখিতে হইবে, তত সঙ্গত বোধ হইতেছে না। এরূপ নিয়ম হইলে, অধুনা আবিষ্কৃত প্রায় ১০০ planetoids-এর নামের জন্ত তেত্রিশ কোটি দেবতার নামের বিচার আবশ্যক হইবে।

এই কারণে বলিতেছি যে, পারিভাষিক শব্দরচনার মূল নিয়ম নির্ধারণ আবশ্যক। Uranusকে ইউরেনাস, যুরেনাস, উরেন বা ঔরেন এবং Neptuneকে নেপচুন, নেপতুন বা নেপতুন বলিলে আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির কোন ক্ষতি হইবে না। বরং নাম পরিবর্তন না করিলেই জ্ঞানবৃদ্ধির সুবিধা হইতে পারে।

পারিভাষিক শব্দরচনা বিষয়ে রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার একটা কথা বলিবার আছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শব্দের বাঙ্গালা পরিভাষা সৃষ্টি করিবার জন্য আমাদের চিরকালের ধাতুপত্রাদির অর্থ লোপ বা পরিবর্তন করিবার সময় হইয়াছে কি ? তাহা রক্ষা করিলে দ্বিগত অর্থব্যঞ্জক শব্দ রচিত হইতে পারে না, তাহা রামেন্দ্র বাবু দেখান নাই। সুতরাং ‘সাধারণ গ্রন্থের’ জন্ত এক শব্দ এবং ‘বৈজ্ঞানিকের’ জন্য আর এক শব্দের ব্যবস্থা না করিলেও চলিতে পারে।

বাঙ্গালায় বিজ্ঞানের বীজ রোপিত হইয়াছে মাত্র। যুরোপে তাহার উদ্গম যৌবনের অবস্থা। সেই অতিবন্ধিযু বিজ্ঞানবৃক্ষের শাখা বাঙ্গালার অঞ্চল ভূমিতে সহজে অঙ্কুরিত হইবে কি ? কালক্রমে যখন বাঙ্গালা দেশে তাহা শাখা প্রশাখা বিস্তার করিবে, ভবিষ্যৎ-বংশীয়েরাও তখন তাহাদের নামকরণে বিরত থাকিবে না।

জড় বিজ্ঞানাদি কয়েকটি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এদেশে নূতন। যুরোপে তাহার ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। এজন্ত পারিভাষিক শব্দবিপ্লবও ঘটিয়াছে। ইহা অনিবার্য, সন্দেহ নাই। আমাদের জ্ঞান চিরকাল এক সীমায় আবদ্ধ থাকে না। আজ যে অর্থপ্রকাশের নিমিত্ত যে শব্দ প্রচলিত হইবে, ভবিষ্যতে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই শব্দ দ্বারা সেই সময়ের ভাব প্রকাশ করিবার অসুবিধা হইবে। অবশ্য শব্দ পরিবর্তন কেহই বাঞ্ছা করেন না, এবং “অমুবাদের সময় বর্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতের প্রতি অধিক লক্ষ্য” রাখারও দ্বিধা নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ বশতঃ অনেক চেষ্টা করিয়াও যুরোপে এখনও শব্দ-পরিবর্তন বন্ধ হয় নাই।

যুরোপে যাহা অনিবার্য, আমাদের দেশেও তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অনিবার্য বলিয়া মনে হয়। ‘সাধারণ গ্রন্থের’ জন্ত এক ভাষা এবং ‘বৈজ্ঞানিকের’ জন্ত অন্য এক ভাষার পক্ষপাতী হইতে পারিলাম না। ‘জড়িমা’ এবং ‘জড়ত্বের’ প্রভেদ বুঝা দূরে থাকুক, ভাপ এবং উষ্ণতার প্রভেদ কয় জন বুঝে ? এই প্রভেদ বুঝিলে এত দিন উষ্ণতামানের

পরিবর্তে তাপমাত্রা শব্দ ব্যবহৃত হইত না। এই সকল কারণে যাহাতে শব্দসাদৃশ্য দ্বারা অর্থ বিপ্লব না ঘটে, প্রথমে তাহার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। বিষয়টি গুরুতর বটে, কিন্তু সাহিত্য-পরিষদ উহার গৌরব রক্ষা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিলে ভাল হয়।

সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় আলোচিত কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। কয়েকটি শব্দের বিচার হইয়াছে। যে যে শব্দ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আছে, কেবল তৎ-সমুদয়ের উল্লেখ করিতেছি।

ফার্সি ভাষার প্রতি বোধ হয় রামেন্দ্র বাবুর কিছু মমতা আছে। নতুবা তিনি massএর বাঙ্গালা জড়মান বা সামগ্রী-পরিমাণ ছাড়িয়া ‘জিনিষ’ \*, lensএর কাচ ছাড়িয়া ‘পরকলা’, prismএর ত্রিশির বা ত্রিপার্শ্ব কাচ ছাড়িয়া ‘কলম’, windএর বাতাস ছাড়িয়া ‘হাওয়ার’ পক্ষপাতী হইলেন কেন? অবশ্য কোন পরকলা কিংবা কাচ দ্বারা lens বুঝাইবে না। ‘পর-কলা’ শব্দের অর্থ a pane of glass। এই অর্থেই উহা বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়। Prismএর বাঙ্গালা ত্রিশির বা ত্রিপার্শ্ব কাচ করিলে এই আপত্তি হইতে পারে যে, কোন prismএর তিনের অধিক শিরা বা পার্শ্ব থাকিতে পারে। Prismকে শিরাল কাচ বলিলে চলে না কি?

Spectrumএর বাঙ্গালা ‘ছটা’ করিলে চলিবে কি? ‘ছটা’ বলিলে সামান্ততঃ lustre বা splendour বুঝায়। এই অর্থেই ‘রূপের ছটা’, ‘দেবতার ছটা’ (aura?) ব্যবহৃত হয়। coronaএর বাঙ্গালা ছটা এবং spectrumএর অস্ত্র কোন শব্দ হউক।

Densityর বাঙ্গালা ‘ঘনতা’ না করিয়া ‘গাঢ়তা’ করিলে কি কিছু বেশী সুবিধা আছে? ঘন মেঘ, ঘন ছদ্ম ইত্যাদি স্থলে গাঢ় মেঘ, গাঢ় ছদ্ম ব্যবহার আছে সত্য, কিন্তু condensed ঘনীভূত, condensation = ঘনীভবন ইত্যাদি চলিয়া আসিতেছে।

Gravityর বাঙ্গালা ‘ভূ-মাধ্যাকর্ষণ’ রাখিলে চলে না? যদি Gravitation = মাধ্যাকর্ষণ হয়, Gravityর বাঙ্গালা ‘ধরাকর্ষণ’ না করিয়া উহাও যে Gravitation, তাহা বুঝাইবার জন্য ‘মাধ্যাকর্ষণ’ যোগ করিলে ভাল হয়। কিন্তু ‘মধ্যাকর্ষণ’ না করিয়া ‘মাধ্যাকর্ষণ’ কেন?

Kinetic ও Potential energyর বাঙ্গালা গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তি কিংবা চলশক্তি ও নিশ্চল শক্তি মনে আসিতেছে। Potential energyর বাঙ্গালা জড়শক্তি বলিলে চিৎ-শক্তির অভাব মনে আসে।

Rotationএর সংস্কৃত আবর্তন রহিয়াছে। পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী ব্রহ্ম-গুপ্ত হইতে এই প্রোকার্কে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

“আবর্তনমূর্ব্যাক্ষেত্র পতন্তি সমুচ্ছ্রয়াঃ কস্মাৎ।” এতদ্ভিন্ন ঐ শব্দের ব্যবহার দেখাইতে

অনেকেই ‘জিনিষ’ লিখিতে ‘ব’ ব্যবহার করেন। ‘স’ না হইয়া ‘ব’ হইবার কোন কারণ আছে কিনা জানি না। জিনিষ শব্দটা ফার্সি জিন্দ, লাতিন genus হইতে উৎপন্ন বলিয়া সোধ হয়। Matterএর বাঙ্গালা জড় বলিয়া থাকিতেছে। কিন্তু সংস্কৃত বর্ণনে Forces জড়মাত্র। Matterএর বাঙ্গালা ‘ভূত’ এবং Physical sciencesএর বাঙ্গালা ‘ভৌতিক বিদ্যা’ হইলে বর্ণন-সঙ্গত হইত।

অনেকে আধ্যাত্মিকতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। *Revolution* বুলিলে যদি ঐ শব্দের অর্থ পরিবর্তন করিতে হয়, তাহা হইলে কষ্টের সীমা থাকিবে না।

*Revolution* এর সংস্কৃত ভ্রম, ভ্রমণ, পরিভ্রমণ, প্রভৃতি অনেকগুলি শব্দ আছে। ভগণ দ্বারা *act of revolution* বুঝায় না। দ্বাদশ রাশি = ১ ভগণ, সূর্য্যাসিক্তান্তে এক্রপ সংজ্ঞা নির্দেশ আছে। তথায় *act of revolving* অর্থে পরিবর্তন' ব্যবহৃত হইয়াছে। “তেষাস্ত পরিবর্তেন পৌষান্তে ভগণঃ স্মৃতঃ।” ভগণ শব্দ দ্বারা দ্বাদশ রাশি এবং দ্বাদশ রাশির ভাগ কাল (or sidereal period) প্রায়ই বুঝায়। অতএব *revolution* এর বাঙ্গালা ‘পরিভ্রমণ’ করিলেই ভাল হয়।

*Inertia*—জড়তা অপেক্ষা নিশ্চেষ্টতা দ্বারা অর্থ আরও পরিষ্কৃত হয় না?

*Refraction*—বক্রণ বা বক্রীভবন করিলে কেমন হয়?

*Dispersion*,—বিস্ফারণ করিলেও চলিতে পারে।

মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী তৎকৃত দীর্ঘবৃত্তলক্ষণম্ গ্রন্থে *ellipse* এর নাম দীর্ঘবৃত্ত রাখিয়াছেন। *Major axis* = বৃহদ্ব্যাস, *minor axis* = লঘুব্যাস, *focus* = নাভি, *directrix* = অক্ষ, *vertex* = মূলবিন্দু, *centre of ellipse* = কেন্দ্র ইত্যাদি তথায় দৃষ্ট হইবে।

*Spiral* এর বাঙ্গালা শব্দাবর্ত আমারও মনে হইয়াছিল। দ্বিবেদী মহাশয় তাঁহার ছাত্রচরার পুস্তকে উহার নাম সর্পিলা এবং *cycloid* এর নাম চক্রালদ রাখিয়াছেন।

সংস্কৃত জ্যোতিষে অন্তর্যক্ষজ্যা = *linear eccentricity*; মাধব বাবুর নির্দিষ্ট উৎ-কেন্দ্র আপাততঃ মন্দ বোধ হইল না।

*Celestial* এবং *Polar latitude* উভয় অর্থেই প্রাচীনেরা শর, ক্ষেপ, বিক্ষেপ, প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতেন। ভাস্করাচার্য্য উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করিবার সময় *celestial lat.* অর্থে অক্ষুট শর এবং *polar lat.* or ধ্রুব প্রোত সূত্রস্থ শরকে ক্ষুট শর বা ক্ষুট বিক্ষেপ বলিয়াছেন। প্রাচীন জ্যোতিষের শব্দগুলির অর্থ স্থলবিশেষে একটু আধটু পরিবর্তন করিয়া লইলে অনেক শব্দের জল্প ভাবিতে হইবে না। এইরূপে শর অর্থে *celestial latitude* বুঝান যাইতে পারে।

*Celestial longitude of a planet* বুঝাইতে প্রাচীনেরা কেবল গ্রহ কিংবা গ্রহের কোন পর্যায় ব্যবহার করিতেন। বস্তুতঃ কেবল রবি, ক্ষুট-রবি, মধ্যরবি ইত্যাদি শব্দ দ্বারা রবির *long.* বুঝায়। কোন কোন স্থলে ‘রাশ্যাদি’ দ্বারাও ঐ অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে। যথা, রবি রাশ্যাদির অর্থ রবির *long.* ভাগ বা ভুক্তি দ্বারা প্রায়ই ভাগকাল বা রাশ্যাদি ভ্রমণকাল বুঝায়। তবে স্থলবিশেষে ভুক্তিও ঐ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

সিদ্ধান্ত তত্ত্ববিবেকে *R. A.* এর নাম বিষুবংশ আছে \*। তন্নিম্ন সিদ্ধান্তের নিরক্ষোদয়

\* খৃঃ ১৮৬২ অব্দে গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ‘গোলকের উপযোগিতা’ প্রকাশ করেন। ইহাতে *R. A.* = সরল উত্থান, *Long.* = দ্রাঘিমা প্রভৃতি অনেকগুলি শব্দ বুঝা রচিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোন কোন সিদ্ধান্ত শাস্ত্র-প্রকাশকও এই সকল সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করিয়া আদিত্যেছেন।

তত্ত্ব, সিদ্ধান্তের নিরক্ষোদগ লঙ্কোদয় শব্দ দ্বারাও right ascension বুঝি। তবে স্থল বিশেষে তাহাদের at of ascending in the right sphere কথা difference in the iods দেখা যায়। যাহা হউক, যখন বিবৃতাংশ শব্দ আছে, তখন আর লঙ্কো করিবার প্রয়োজন নাই। Celestial long. এর যদি একটা নূতন শব্দ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহা 'অপবৃতাংশ' করিলে চলে না ?

বাপুদেব শাস্ত্রী তৎশোবিত সিদ্ধান্তশিরোমণির শেষভাগে Differential Calculus এর নাম চলগণিত রাখিয়াছেন। Integral এবং Differential Calculus এর বাঙ্গালা সমাস ও ব্যাস গণিত কেমন হয় ? Integration = সমাসন, differentiation = ব্যাসন। তবে কেহ কেহ synthesis এর বাঙ্গালা সমাসন করিয়াছেন। কিন্তু synthesis এবং integration, এই দুইই ফলতঃ এক।

এরূপ এক আধটা শব্দের বিচার দ্বারা সবিশেষ ফল হইবে কি ? এক একটা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ধরিয়া তাহাতে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান শব্দের প্রতিশব্দ রচনা ও বিচার করিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় কতকগুলি জ্যোতিষিক পরিভাষার আলোচনা চলিতেছে। কিছুদিন হইল কয়েকখানি সংস্কৃত জ্যোতিষ পুস্তক অনুসন্ধান করিয়া কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন করিয়াছিলাম। তৎসমুদয় বিচার নিমিত্ত পরিষদসমীপে সেই তালিকাটি উপস্থিত করিতেছি।

দুই তিনখানি ইংরাজী জ্যোতিষ পুস্তকের নির্ঘণ্ট অবলম্বন করিয়া তালিকাটি প্রস্তুত হইয়াছে। এই তালিকায় প্রায় ৪০০ শব্দ আছে, তন্মধ্যে কয়েকটিকে প্রকৃত সাঙ্কেতিক বলা যাইতে পারে না। আবার কতকগুলির ব্যবহার আধুনিক জ্যোতিষে আবশ্যক হইবার সম্ভাবনা নাই। কয়েকটি শব্দ দুই তিন অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যাহা হউক, সঙ্কলিত শব্দগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করিলাম। যে গুলি প্রাচীন জ্যোতিষে পাইয়াছি, তাহাদের পূর্বে কোন চিহ্ন দেওয়া গেল না। যেগুলি আধুনিক সংস্কৃত বা প্রচলিত বাঙ্গালা পুস্তকে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের পরে একটি তারা চিহ্ন \* দেওয়া গেল। আর যেগুলি স্বকল্পিত, তাহাদের পরে দুইটি তারা চিহ্ন \*\* দেওয়া গেল। অধিকাংশ শব্দ হর্যাসিকান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি হইতে গৃহীত। স্থল বিশেষে অত্রান্ত পুস্তক হইতে শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে। যে পুস্তকে কোন শব্দ অর্থবিশেষে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই পুস্তকের সংক্ষিপ্ত নাম সেই শব্দের পরে যোজিত হইল। কমলাকরবিরচিত সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেক এবং মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সিংহ কৃত সিদ্ধান্তদর্পণ অনুসন্ধান করিতে পারিলে অনেক পারিভাষিক শব্দ পাওয়া যাইতে পারিবে। চন্দ্রশেখরের পুস্তক মুদ্রণ জন্ত সম্প্রতি যত্নসহ তাঁহার হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতেই কয়েকটি শব্দ গ্রহণ করিলাম।

পুস্তকের সংক্ষিপ্ত স্থচী এই,—

বৃহৎ সংহিতা	...	...	বৃঃ সং
পঞ্চসিদ্ধান্তিকা	...	...	পঃ সিঃ
শিষ্যাবীবুদ্ধিদত্ত	...	...	শিঃ তঃ
স্বর্গ্য সিদ্ধান্ত	...	...	স্বঃ সিঃ
সিদ্ধান্তশিরোমণি	...	...	সিঃ শিঃ
সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেক	...	...	সিঃ বিঃ
বাপুদেব শাস্ত্রিকৃত ত্রিকোণমিতি *	...	...	ত্রিঃ মিঃ
ভূ ভ্রম বিচার	...	...	ভূঃ বিঃ
মানমন্দির বর্ণন	...	...	মাঃ বঃ
সুধাকর দ্বিবেদিকৃত দ্ব্যচরচার	...	...	দ্ব্যঃ চাঃ
দীর্ঘবৃত্তলক্ষণ	...	...	দীঃ লঃ
সংশোধিত চন্দ্ররাজ প্রবোধিকা	...	...	চঃ প্রঃ
চন্দ্রশেখর সিংহ কৃত সিদ্ধান্তদর্পণ	...	...	সিঃ দঃ

### জ্যোতিষিক পরিভাষা নির্ঘণ্ট ।

Aberration	অপচার * *	Angle of the ver-
of light	আলোকাপচার * *	tical ক্ষুটগর্ভকোণ * +
spherical	গোলাপচার * *	position angle আয়নবলন
chromatic	বর্ণাপচার * *	Anomaly কেন্দ্র
Acceleration	গতিবৃদ্ধি * *	mean মধ্য কেন্দ্র
Albedo	দ্র্যতি * *	true ক্ষুট কেন্দ্র
Altitude	উন্নতাংশ, উন্নতি	Antarctic circle কুমেরুবৃত্ত *
sine of	উন্নতজ্যা, শঙ্কু	Arcic " স্কুমেরুবৃত্ত *
" in the		Aphelion মন্দোচ্চ (ভৌমাদির)
prime vertical সমশঙ্কু, সমমণ্ডল শঙ্কু		perihelion নীচোচ্চ
Amplitude	অগ্রাংশ, অগ্রকাংশ,	Apogée মন্দোচ্চ (রবি, চন্দ্র)
	অগ্রচাপাংশ	line of apsides মন্দোচ্চ রেখা
sine of	অগ্রা	point ( in an or- bit of ভৌমাদি )

\* অকৃত জ্যোতিষ ব্যাচীত ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি গণিত শাস্ত্রের শব্দ সকলিত হইল না। প্রাচীন সংস্কৃত জ্যোতিষে ত্রিকোণমিতি সঞ্চর্য যে কয়েকটি সংজ্ঞা পাইয়াছি, তৎসমুদয় মাত্র এই নির্ঘণ্টে প্রদত্ত হইল।

of greatest distance from the earth	শীঘ্রোচ্চ
Approximation	আসন্নমান
Aries, first point of	মেঘাদি, রবির গোলসন্ধি
moveable	সামান মেঘাদি
fixed	নিরয়ণ মেঘাদি
Ascension	উদয়
right	নিরক্ষোদয়, লঙ্কোদয়
R.A. in degrees	বিসুবংশ ( দিঃ বিঃ )
oblique	স্বদেশোদয়
Ascensional diff. (an arc of the diurnal circle between horizon and 6 o'clock circle)	চর, চরার্ধ
sine of, in a great circle	চরজ্যা
sine of, in a small circle	কুজ্যা, ভূজীবা, ক্ষিতিজ্যা
Brightness	হ্রতি, উজ্জ্বল্য
Circle	বৃত্ত, মণ্ডল, বলয়
concentric	সমান বৃত্ত
secondary	তির্য্যগত বৃত্ত
Colures, equinoctial	ক্রান্তিপাত বৃত্ত * *
solstitial	অয়নান্তবৃত্ত * *
Comets	ধূমকেতু
single disc, no train	বিকচ কেতু ( বৃঃ সংঃ )
long white, but	

faintly visible	তদ্বর কেতু ( ঐ )
without disc	অরুণকেতু ( ঐ )
head of	তারা
tail of	শিখা, পুচ্ছ
tail bent	বক্রশিখ ( বৃঃ সংঃ )
double	দ্বিশিখ ( বৃঃ সংঃ )
tail none	বিশিখ ( বৃঃ সংঃ )
Conics	শঙ্কুচ্ছিন্ন গণিত * ( বাপুদেব ), সূচীচ্ছেদ * *
cone	সূচী * ( চঃ প্রঃ )
centre of	কেন্দ্র * ( ঐ )
vertex of	শিরঃস্থান * ( ঐ )
Conjunction	
of sun and moon	দর্শ
of planets	গ্রহযুতি, গ্রহযুদ্ধ
discs touching each other	উল্লেক্ষ যুদ্ধ
rays mixing	অংশু বিমদ
discs crossing	ভেদ যুদ্ধ
when the distance is less than $1^\circ$	অপসর্বা
more than $1^\circ$	সমাগম
of a planet with the moon	সমাগম
planets at conjunction	
tion	সমকল গ্রহ, সমলিপ্ত গ্রহ
invisibility of a planet when near the sun	অন্তমন
Correction	সংস্কার, বীজকর্ম, কণ
amount of	বীজ, ফল
Co-ordinates	ভূজকোটি *
Constants, Elements	ক্রব, ক্ষেপ

Constellation	নক্ষত্র
principal star in a	যোগতারা
Cosmogony	ভুবনকোশ, জ্যোতি- বোপনিষৎ
Culmination	মধ্যাগমন * *
upper	মধ্যেচ্ছাগমন * *
lower	মধ্য নীচাগমন * *
Curvature	বক্রতা * *
Cycle	চক্র
Day	দিন, দিবস, ঘন্টা, ছাঃ, অহঃ
midday	দিনদল, মধ্যাহ্ন
solar ( nycthe- meron )	কুদিন, অক্ষুট সাবন, সাবন ( পঃ সিঃ )
lunar	চাক্রদিন, তিথি
sidereal	নাক্ষত্র দিন
planetary	গ্রহ সাবন দিন
civil	সাবন দিন
mean solar	মধ্যম সাবন দিন
true solar	ক্ষুট সাবন দিন
intercalary	ক্ষয়াহ, অবম
number of days elapsed	
from an epoch	অহর্গণ, দিনবৃন্দ
„ from কল্প	মহাহর্গণ
Declination	ক্রান্তি, অপম, অপক্রান্তি
of the sun	অক্ষুট ক্রান্তি
of planets	ক্ষুট ক্রান্তি
circle of	ক্রান্তিস্থত্র
„ through E and W	
points	উন্নতল
Degree	অংশ, লব, ভাগ

minutes	কলা, লিপ্তিকা, অকলা ( শিঃ তঃ )
seconds	বিকলা, বিলিপ্তা
Density	ঘনত্ব *
Diameter	ব্যাস, বিদ্রুস্ত
Differential Calculus	চলগণিত * (বাপু- দেব), ব্যাসগণিত * *
Integral Calculus	সমাস গণিত * *
Diffraction	ভঙ্গ * *
Disc	বিশ্ব, মণ্ডল
measure of	কলা, কলা-পরিমাণ
Distance	অন্তর, পরিসর
of a planet from the earth	কক্ষযোজন (পঃ সিঃ), কর্ণ
of a minor planet (ভৌমাদি) from the earth	চল বা শীঘ্রকর্ণ
of a planet from the sun	মান্দ্যকর্ণ
mean distance	মধ্য কর্ণ
Diurnal circle	অহোরাত্রবৃত্ত, দিনবৃত্ত
diameter of	দিন ব্যাস
radius of	ছায়া
Earth, centre of	গর্ভ, ভূগর্ভ
circumference of	ভূ-পরিধি, ভূ-বেষ্টন
„ at any lat.	ক্ষুট-ভূপরিধি
north hemisphere	সৌম্য গোল
south	যাম্য গোল
Eclipse	গ্রহণ, গ্রাস
duration of	স্থিতি কাল
„ of complete obscura-	

tion	বিমর্দকাল
total	সর্বগ্রাস, পূর্ণগ্রহণ
partial	গ্রাসন (বৃঃ সং), নান গ্রহণ
annular	বলয় গ্রাস (সিঃ বিঃ, সিঃ দঃ), নিরোধ (বৃঃ সং)
faint	আব্রাত (বৃঃ সং)
beginning of	স্পর্শ
end of	মোক্ষ
ingress	সম্মিলন, মেলন
egress	উন্মীলন
magnitude of	গ্রাসমান
" in digit	গ্রাসাঙ্গুলি
shadow	ভা, তমঃ
umbra	অন্ধতমঃ * (সিঃ দঃ)
penumbra	অবতমঃ * (সিঃ দঃ)
commencing on the	
right side	সবাগ্রাস
" on the left side	অপসবা গ্রাস
terminating at s. e	দক্ষিণ হ্রু (বৃঃ সং)
" at N. E	বাম হ্রু (ঐ)
Ecliptic	ক্রান্তিবৃত্ত, অপমমণ্ডল, অপবৃত্ত
obliquity of	অপবলন * *
nonagesimal point	বিক্রিভ, ত্রিভোন
" sine of	দৃকক্ষেপ
" vertical circle through	দৃকক্ষেপ মণ্ডল
point of, on the meridian	মধ্যলম্ব
" sine zenith dist. of	মধ্যজ্যা
" cosine	do. দৃগুগতি
Elevation	উচ্ছ্রুতি, উৎক্ষেপণ, উন্নতি
depression	নামন, অবনতি
Ellipse	দীর্ঘবৃত্ত * (দীঃ লঃ)
directrix	অক্ষ * (ঐ)

focus	নাভি * (ঐ)
vertex	মূলবিন্দু * (ঐ)
major axis	বৃহদ্ব্যাস * (ঐ)
minor axis	লঘুব্যাস * (ঐ)
radius vector	কর্ণ
eccentricity	উৎকেন্দ্রত্ব * * (মাধববাবু)
2 linear eccentricity	অস্থায়্যলজ্যা
do. in terms of degrees	
of a circle	মন্দ পরিধি
Ellipticity	
Elongation of moon	তিথি
of inferior planets	শীঘ্র ফল
Energy	শক্তি *
dissipation of	শক্তির অপব্যয় *
potential	স্থিতি শক্তি *
kinetic	গতি শক্তি *
work	কাজ
Enlargement	বিপুলতা
diminution	ক্ষীণতা, তনুতা
Equation	সমীকরণ
of the centre	মন্দফল
diff. between two successive	
amounts of do.	গতিফল
of time due to variable	
motion of the sun	
in the ecliptic	উদয়াস্তর
of time due to obli-	
quity of the ecliptic	ভুজাস্তর
Equator	নিরক্ষবৃত্ত, লঙ্কা
Equinoctial	বিষুবদ্রব্রুত, নাড়ী-
	মণ্ডল
points	ক্রান্তিপাত (মহা-

	বিশুব, জলবিশুব )	Horizon	ক্ষিতিজ, কুজবৃত্ত
points of intersection			ক্ষিতিবৃত্ত,
৩১ ( চন্দ্রের )	বিমণ্ডল চন্দ্রের গোল- সন্ধি		কুবৃত্ত, হরিজ (পঃ মঃ)
Equinoxes	বিশুবদিন	dip	নামন * *
precession of	অয়ন চলন, ক্রান্তিপাত	plane of	ধরাতল * *
amount of	অয়নাংশ	Horoscope i. e. orient point	
Force	বল *	of the ecliptic	লগ্ন
central	মধ্যস্থ বল * *	sine amplitude of উদয়া	
repulsive	অপসারণ বল * *	Hour angle	লগ্নন ঘটিকা
Galaxy	ছায়াপথ, সুরনদী, আকাশ গঙ্গা	from the horizon	উন্নত ঘটিকা
Geocentric	ভূ-কেন্দ্রিক, *	from the meridian	নত ঘটিকা
	ভূ-কেন্দ্রীয় * *	Hyperbola	
place of a heavenly		asymptote	অসীম পথ * (দ্র্যঃ চাঃ)
body	স্পষ্ট স্থান	Hypothesis	অভ্যুপগম
Gnomon	শঙ্ক, নর, কীলক	theory	বাদ
shadow of	শঙ্কুছায়া	Illumination of the moon's disc du- ring a lunar eclipse	শৌক্য, জ্যোৎস্না
midday shadow of		Immersion	নিমজ্জন
on the equinoxes	অক্ষতা, পলতা, বিষুব- ছায়া	emersion	নির্গমন
distance of the sun		Inclination of orbits of	
from the উদয়াস্ত সূত্র		planets	পাতকোণ * *
projected on a hori- zontal plane	শঙ্কুতল	Irradiation	পরিষ্করুণ * *
Gravitation	মাধ্যাকর্ষণ, মধ্যাকর্ষণ	Instrument	যন্ত্র
Gravity	ভূ-মাধ্যাকর্ষণ	construction of	বন্ধ, নির্মাণ
Halo	পরিবেষ	of observation	বেধযন্ত্র
double	বিমণ্ডল পরিবেষ	of measurement	মানযন্ত্র
treble	ত্রিমণ্ডল পরিবেষ	globe	ভূগোল, খ-গোল, ভ- গোল, দৃগ্গোল
Heliocentric	রবিকেন্দ্রিক, হেলিকেন্দ্রিক *	clepsydra	ঘটা, কপাল-যন্ত্র, তাত্রী
	হেলিকেন্দ্রীয় * *	hour-glass	বালুকাযন্ত্র
		sundial	শঙ্কু যন্ত্র
		armillary sphere	গোল যন্ত্র
		equatoreal	নাড়ীবলয় যন্ত্র

vertical circle	চক্র যন্ত্র	Meridian	যামোত্তর রেখা, রেখা (সিঃ বিঃ)
sem-circle	চাপ যন্ত্র	prime	ভূমধ্যরেখা, মধ্যরেখা
quadrant	তুরীয় যন্ত্র	of a place	স্বদেশরেখা, স্বরেখা (শিঃ তঃ)
rectangle	ফলক যন্ত্র	Meteor	উদ্ধা
staff graduated	যন্ত্রিযন্ত্র	detonating and circular	অশনি (বুঃ সং, " bent বিছাং (ঐ)
transit circle	যামোত্তরতিথিযন্ত্র (মাঃ বঃ)	blazing, with a small	
azimuth circle	দিগংশ যন্ত্র (ঐ)	trail	ধিক্ষ্য (ঐ)
Instrumental error	মান দোষ * *	moving horizontally or	
Jupiter's belt	বন্ধ * *	vertically (shooting stars)	তারা
Latitude terrestrial	অক্ষাংশ, পল, ধ্রুব	meteorites or aerolites	নির্ঘাত (thun- der bolt)
co-latitude	লম্বাংশ	Moon's phases	ভুর, ভুর পরিবৃদ্ধি, কলা (সিঃ বিঃ)
places having lat.	সাক্ষদেশ	gibbous	কুবৃত্ত
" " no lat.	ব্যাক্ষদেশ	circular	সদ্বৃত্ত
north lat.(English)	উত্তর অক্ষ	path in the heavens	চক্রের বিমণ্ডল
south lat. "	দক্ষিণ অক্ষ	cusps	শৃঙ্গ
celestial	শর, বিক্ষেপ, ক্ষেপ, অস্পষ্টশর, (সিঃ শিঃ)	position of cusps	শৃঙ্গোন্নতি
circle of	শর হৃত্র	augmentation	বিস্তোপচিতি * *
argument of lat.	বিক্ষেপ কেন্দ্র	parallax in long	তিথিনমন
polar	শর, ক্ষেপ, বিক্ষেপ, স্পষ্ট শর (সিঃ শিঃ)	libration	পরিলম্বন, আলম্বন * *
Libration (of the moon)	পরিলম্বন, আলম্বন *	annual equation	দিগংশ সংস্কার (সিঃ দঃ)*
Limb (of the sun's disc)	হ্রু (বুঃ সং)	variation	পাক্ষিক সংস্কার (ঐ) *
Longitude		evection	ভূস্তুতর সংস্কার (ঐ)
terrestrial in space	দেশান্তর যোজন	moon-culminating	
" in time	দেশান্তর ঘটিকা	stars	চক্রগন্ত তারা * *
" in arc	তুলাংশ (সিঃ বিঃ)	Month	মাস
celestial	গ্রহ, খেট, ভুক্তি, রাশ্যাং- শাদি, অপব্ভাংশ * *	lunar (synodical)	চন্দ্রমাস
Mass	জড়মান *	solar	সৌরমাস

civil	সাবন
intercalary	অধিমাस, অধিকমাস
Motion	গতি, চলন
angular	গতি লিপ্তিকা
mean	মধ্যগতি
true	স্ফুটগতি
mean direct	সমগতি
direct	অনুলোমগতি
retrograde	বক্র বা বিলোমগতি
stationary	বিকলাগতি
apparent and real	স্ফুটগতি
heliocentric	মন্দ স্পষ্টগতি
Nadir	অধোবিন্দু, পাদবিন্দু, অধঃস্ফটিক
Nebula	গগনকেতু, তারাপুঞ্জ- নিকাশ (বৃঃ সং)
Neptune	নেপচুন
Node	পাত, ক্ষেপপাত
ascending	পাত
of the moon	রাহু
descending	সমুদ্রপাত
„ of the moon	কেতু, রাহুপুচ্ছ
Observation	বেধ, অবলোকন, দৃষ্টি, দৃক
line of vision	দৃক সূত্র
line joining the ear- th's and planet's centres	গর্ভসূত্র
position of observer (centre of horizon)	দৃগ্‌মধ্য
Occultation;	অস্তগমন *
Opposition	পরস্পর সপ্তম রাশিগ বড় ভাস্তর ।

Orbit of a planet	কক্ষাবৃত্ত
of a mean planet (circular)	কক্ষাবৃত্ত
of a true planet (oval)	প্রতিবৃত্ত, কেন্দ্রবৃত্ত (শিঃ তঃ)
apparent path in the heavens (planets)	বিমণ্ডল, বিক্ষেপমণ্ডল, বিবৃত্ত, ক্ষেপবৃত্ত
of the sun	ক্রান্তিমণ্ডল
Parabola	
Parallax	লম্বন, নমন, হরিজ (স্থঃ সিঃ)
greatest horizontal	পরম-পব-লম্বন
in longitude	স্পষ্টলম্বন
in latitude	নতি, অবনতি
in altitude	দৃশ্য গুলে লম্বন, দৃগ্- লম্বন (সিঃ বিঃ)
Perigee (sun and moon)	নীচোচ্চ
Perihelion	নীচোচ্চ
Period sidereal	ভগণ, ভগণ কাল
synodic	... ..
Perturbation	মার্গান্তর (বৃঃ সং), মার্গান্তর গতি **
Planet	গ্রহ, খেট
other than sun and moon	তারাগ্রহ, ভৌমাদি
course of	গ্রহচার
place of	গ্রহস্থান
heliocentric place of	
superior planets	মন্দস্ফুট স্থান

of inferior planets	শীঘ্রস্থান	line joining the points of	উদয়াস্ত স্থান
geocentric place	•	correction for finding	
of planets	স্পষ্টস্থান, ক্ষুটস্থান	the point of the ecliptic	
Plumb-line	অবলম্বস্থত্র	rising with a planet	দৃক্কর্ম
Points of the compass	দিক্	Interval of time	
north or south	সম	(turned into arc) be-	
east and west	পূর্বাপর	tween the rising or	
Pole of the earth	মেরু	setting of the sun and	
north	মেরু, সূর্যমেরু ( সিং বিঃ )	that of a planet	কালংশ
south	বড়বা, কুমেরু ( সিং বিঃ )	Rotation	আবর্তন (ত্রকগুপ্ত, আধ্যাতিকান্ত)
of the equinoctial	ক্রব	Revolution	ভ্রম, ভ্রমণ, পর্যায়, পরিভ্রমণ
of the ecliptic	কদম্ব	period of	পরিবর্তন (সিং সিং)
path of কদম্ব	কদম্ব ভ্রমবৃত্ত,	Satellites	উপগ্রহ *
round ক্রব	জীনবৃত্ত ( জীন = ২৪ )	Saturn's ring	উপবীত **
Polar distance	লম্বাংশ	Scintillation of stars	বেপন ( ব্ঃ সং )
Position of a heavenly		Shadow of the earth	ভূতা
body	জ্যোতিষ স্থান	transverse	স্ক্রীক হইতে বিধ, মহীতা (রাপেশিঃ তঃ)
Position angle	আয়ন বলন	Signs of the zodiac	রাশি, গৃহ, ভ, ভবন
Prime Vertical	সমমণ্ডল	Solstice	অয়ন
sine altitude when on	সমশঙ্ক	Spectrum	বর্ণলেখা **
circle parallel with	উপবৃত্ত	dark lines in	কৃষ্ণরেখা **
Projection	পরিলেখ, অনুকরণ (পং সিং)	Sphere	গোল, বর্তুল
diagram	ছেদ্যক, ভঙ্গী	spheroid	গোলগ্রায় **
reduction of scale	অপবর্তন	spherics	গোল গণিত
compasses	কর্কট যন্ত্র, ভ্রমযন্ত্র	spherical excess	গোলোপচয় **
Reflection	মুচ্ছন	Stars	তারা, নক্ষত্র
Refraction	বক্রীভবন, বক্রণ	binary	দ্বিতারা **
Rising and setting,		double	দ্বুতারা **
heliacal	উদয়াস্ত	multiple	বহুতারা **

civil	সাবন	Orbit of a planet	কক্ষাবৃত্ত
intercalary	অধিমাस, অধিকमास	of a mean planet	
Motion	গতি, চলন	(circular)	কক্ষাবৃত্ত
angular	গতি লিঙ্গিকা	of a true planet	
mean	মধ্যগতি	(oval)	প্রতিবৃত্ত, কেন্দ্রবৃত্ত
true	স্বু টগতি		( শিঃ তঃ )
mean direct	সমগতি	apparent path in	
direct	অনুলোমগতি	the heavens (planets)	বিমণ্ডল,
retrograde	বক্র বা বিলোমগতি		বিক্ষেপমণ্ডল,
stationary	বিকলাগতি		বিবৃত্ত, ক্ষেপবৃত্ত
apparent and real	স্বু টগতি	of the sun	ক্রান্তিমণ্ডল
heliocentric	মন্দ স্পষ্টগতি	Parabola	
Nadir	অধোবিন্দু, পাদবিন্দু,	Parallax	লঘন, নমন, হরিজ
	অধঃস্বস্তিক		( হঃ সিঃ )
Nebula	গণককেন্দ্র, তারাপুঞ্জ-	greatest horizontal	পরম, পর-লঘন
	নিকাশ (বঃ সং)	in longitude	স্পষ্টলঘন
Neptune	নেপচুন	in latitude	নতি, অবনতি
Node	পাত, ক্ষেপপাত	in altitude	দৃশ্যগুণে লঘন, দৃগ্-
ascending	পাত		লঘন (সিঃ বিঃ)
of the moon	রাহ	Perigee (sun and moon)	নীচোচ্চ
descending	সযড়ভপাত	Perihelion	নীচোচ্চ
„ of the moon	কেন্দ্র, রাহপুচ্ছ	Period sidereal	ভগণ, ভগণ কাল
Observation	বেধ, অবলোকন, দৃষ্টি, দৃক	synodic	... ..
line of vision	দৃক স্বত্র	Perturbation	মার্গান্তর (বঃ সং),
line joining the ear-			মার্গান্তর গতি **
th's and planet's		Planet	গ্রহ, খেট
contres	গর্ভস্বত্র	other than sun and moon	তারাগ্রহ,
position of observer			ভৌমাদি
(centre of horizon)	দৃঙ্ মধ্য	course of	গ্রহচার
Occultation;	অস্তগমন *	place of	গ্রহস্থান
Opposition	পরস্পর সপ্তম রাশিগ	heliocentric place of	
	বড়ভাস্তর ।	superior planets	মন্দস্বু ট স্থান

of inferior planets	শীঘ্রস্থান	line joining the points of উদয়াস্ত স্থান
geocentric place		correction for finding
of planets	স্পাইহান, স্ফুট স্থান	the point of the ecliptic
Plumb line	অবলম্বস্থিত	rising with a planet দৃক্কর্ম
Points of the compass	দিক্	Interval of time
north or south	সম	(turned into arc) be-
east and west	পূর্বাপর	tween the rising or
Pole of the earth	মেরু	setting of the sun and
north	মেরু, স্বমেরু ( সিঃ বিঃ )	that of a planet কালাংশ
south	বড়বা, কুমেরু ( সিঃ বিঃ )	Rotation আবর্তন (ব্রহ্মগুপ্ত, আর্থাঙ্গিকান্ত)
of the equinoctial	ঋব	Revolution ভ্রম, ভ্রমণ, পর্যায়, পরিভ্রমণ
of the ecliptic	কদম্ব	পরিবর্তন (হুঃ সিঃ)
path of কদম্ব	কদম্ব ভ্রমবৃত্ত,	period of ভগণ, ভভোগ
round ঋব	জীনবৃত্ত ( জীন = ২৪ )	Satellites উপগ্রহ *
Polar distance	লম্বাংশ	Saturn's ring উপবীত * *
Position of a heavenly		Scintillation of stars বেপন ( বৃঃ সং )
body	জ্যোতিষ্ক স্থান	Shadow of the earth ভূভা
Position angle	আয়ন বলন	transverse sc. ১৮ বিষ্. মহীভা শঃ তঃ )
Prime Vertical	সমমণ্ডল	Signs of the zodiac রাশি, গৃহ, ভ, ভবন
sine altitude when on সমশঙ্খ		Solstice অয়ন
circle parallel with উপবৃত্ত		Spectrum বর্ণলেখা * *
Projection পরিলেখ, অনুকরণ (পঃ সিঃ)		dark lines in কৃষ্ণরেখা * *
diagram ছেদ্যাক, ভঙ্গী		Sphere গোল, বর্তুল
reduction of scale অপবর্তন		spheroid গোলপ্রায় * *
compasses কর্কট যন্ত্র, ভ্রমযন্ত্র		spherics গোল গণিত
Reflection মুচ্ছন		spherical excess গোলোপচয় * *
Refraction বক্রীভবন, বক্রণ		Stars তারা, নক্ষত্র
Rising and setting,		binary দ্বিতারা * *
heliacal উদয়াস্ত		double যুক্ত তারা * *
		multiple বহুতারা * *

variable	চকল তারা * *	arc less than $90^\circ$ whose
temporary	অচির তারা * *	sine = sine of the given
telescopic	দৃশ্য তারা	arc ভুজ (দোঃ, বাহু)
cluster of	তারাগুচ্ছ	complement of the
magnitude of	উজ্জ্বল্য * *	ভুজ of an arc কোটি
parallax of	কক্ষালম্বন * *	sine $(A + B) = \&c$ সমান ভাবনা
proper motion of	স্বগতি * *	sine $(A - B) = \&c$ অন্তর ভাবনা
Sun's disc	সূর্যমণ্ডল, সূর্যবিষ	logarithm প্রবাত মাপক (ত্রিঃ মিঃ)
spots	তামস কেতু, কীলককেতু (বঃসঃ)	Tropics রবিকাক্ষা প্রদেশ * *
photosphere	তেজোমণ্ডল * *	Twilight সন্ধ্যা
chromosphere	বর্ণমণ্ডল * *	redness of the sky দিগ্‌দাহ, সন্ধ্যারাগ
prominences	রক্ত জিহবা * *	Vertical circle দৃষ্টমণ্ডল, দৃষ্টমণ্ডল
corona	ছটা * *	through the nonagesi-
mock-sun	প্রতিসূর্য	mal দৃক্ষপেত্ত
Syzygy	পর্ব	Zenith খমধ্য, খম্বস্তিক,
Symbol	দ্যোতক *	খার্কিবিন্দু
Transit of Venus	শুক্রেণ রবিবিষ ভেদ	distance নতাংশ
Trigonometry	ত্রিকোণমিতি *	sine of নতাংশজ্যা
plane	ল " *	distance along the
spherical	গোল " *	meridian মধ্যাহ্ন নতাংশ
vertical diameter	উর্দ্ধরেখা	sine of দৃগ্‌জ্যা
transverse	তীর্থ্যগ্রেখা	sine of Z. D. of the
radius	ত্রিভুজ্য, ত্রিভুজ্য, ত্রিগুণ	nonagesimal দৃক্ষপে
1st and 3rd quadrant	বিষমপদ ওজপদ	Zodiac রাশিচক্র, ভ-চক্র, ভগণ
2nd and 4th	সমপদ, যুগ্মপদ	Zodiacal light.....ভ-চক্রকেতু * * কেতু
sine	জ্যা, শিঞ্জিনী, জীবা, গুণ	is any luminous appearance not
versed sine	উৎক্রম জ্যা	phosphorescent, including electri-
right sine	ক্রমজ্যা	cal phenomena (বঃ সঃ)
co-sine	কোটিজ্যা, কোটিজীবা	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় ।
tangent	স্পর্শরেখা (ত্রিঃ বিঃ)	

# রাসায়নিক পরিভাষা ।

## উদ্দেশ্য নির্ণয় ।

পারিভাষিক শব্দের অভাবে বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রচনা ও প্রচার ছুৎসাধ্য ব্যাপার হইয়াছে। পরিভাষা প্রণয়নের জন্ত আজ কাল অনেকেই চেষ্টা করিতেছেন। রসায়ন শাস্ত্রে পরিভাষার অভাব কথঞ্চিৎ পূরণের জন্ত এই প্রস্তাবের অবতারণা।

বলা বাহুল্যউপনোগী পরিভাষার আশ্রয় না পাইলে কেবল মাত্র প্রচলিত ভাষার সাহায্যে কোন বিজ্ঞানশাস্ত্রের সম্যক প্রচার বা সম্যক বিকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজি প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষায় রসায়ন শাস্ত্রের জন্ত নির্দিষ্ট প্রণালীবদ্ধ সুসঙ্গত পরিভাষা বর্তমান আছে। সেই পরিভাষা অবলম্বন করিয়া রসায়নবিজ্ঞানের বহুল প্রচার হইতেছে, এবং রসায়নবিজ্ঞান দিন দিন দ্রুতবেগে উন্নতি লাভ করিতেছে। মহামতি লাবোয়াশিয়র যে দিন আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের জন্মদান করেন, সেই দিনই উক্ত বিজ্ঞানের জন্ত স্বতন্ত্র পরিভাষা প্রণয়ন আবশ্যক হইয়াছিল। লাবোয়াশিয়র পরিভাষাগঠন কার্য্যও স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকর্তৃক প্রণীত রাসায়নিক পরিভাষাই বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হইয়াছিল; এবং আজ পর্য্যন্ত সেই পরিভাষাই মার্জিত ও সংস্কৃত হইয়া ইউরোপের সর্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে। লাবোয়াশিয়র প্রণীত সেই চারুগঠন পরিভাষা বর্তমান না থাকিলে রসায়ন বিজ্ঞানের এইরূপ উন্নতি সম্ভবপর হইত না।

ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন লৌকিক ভাষা প্রচলিত থাকিলেও সর্বত্র সকলেই বৈজ্ঞানিক ভাষা স্বকলনের সময় লাতিন ও গ্রীক হইতে ছুই হাতে ধণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত বিজ্ঞানের ভাষা বিষয়ে ইউরোপের সকল প্রদেশের মধ্যে একটা একতা দেখা যায়। এইরূপই হওয়া উচিত। বিজ্ঞানের সহিত দেশগত বা জাতিগত পার্থক্যের সম্বন্ধ যতদূর না থাকে ততই কল্যাণ। বিজ্ঞানের ভাষা সর্বজনীন ও সার্বভৌমিক ভাষা হওয়া উচিত। এরূপ হওয়া উচিত, যে যে কোন দেশের যে কোন পণ্ডিত সেই ভাষায় কথা কহিলে অত্যান্ত দেশের সকলে বিনা অনুবাদে যেন তাহা বুঝিতে পারেন। জগতের বৈজ্ঞানিক সমাজের মধ্যে ভাববিনিময় ও চিন্তাবিনিময় প্রতিনিয়ত আবশ্যক। নতুবা বিজ্ঞানের বিকাশ দ্রুতগতিতে ঘটে না। ইউরোপে সকল জাতির লাতিন ও গ্রীক ভাষায় সমপরিমাণে দাবী থাকায় সকলেই বৈজ্ঞানিক ভাষা স্বকলন কালে ঐ ছুই ভাষাকে মূলস্বরূপে অবলম্বন করেন; এই জন্ত ইউরোপে বিজ্ঞানের ভাষায় সম্পূর্ণ না হউক, কতকটা একতা দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের দেশে যদি কোন কালে ইংরাজি ভাষা সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া মাতৃভাষার পাশাপাশি দাঁড়াইতে সমর্থ হয়, তখন বিজ্ঞানের জন্ত স্বতন্ত্র পরিভাষার আশ্রয় লওয়া আবশ্যক হইবে না। ইংরাজি পরিভাষাই সশরীরে আমদানি করিলে

চলিতে পারিবে। কিন্তু ইংরাজি ভাষা সেক্ষেপে লোকায়ত ভাষা হইয়া কখন এদেশে দাঁড়াইবে কিনা সন্দেহ; ঐরূপ ঘটনা আমাদের স্বজাতির স্মরণীয় কি না, সে বিষয়েও যোর সংশয় আছে। আর দূর ভবিষ্যতে যদি বা সেই ঘটনা সম্ভবপর হয়, সে কালের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবার সময় নাই।

সম্প্রতি আমাদের মাতৃভাষাতেই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা গঠন করিতে হইবে। এবং আমাদের মাতৃভাষা সংস্কৃত মূলক। গ্রীক ও লাতিনের সহিত দূর জ্ঞাতিসম্বন্ধ থাকিলেও সে সম্বন্ধে আজকাল কোন কাজ হয় না।

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় ছুই চারি খানি মাত্র রাসায়নিক গ্রন্থ লিপিত হইয়াছে। তাহাও বালকশিক্ষার নিমিত্ত লিখিত। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবই এই ছুদৃশার কারণ, এবং এই কারণেই ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের নিকট রসায়নশাস্ত্রের প্রচার ঘটিতেছে না।

বাঙ্গালায় রাসায়নিক পরিভাষা সঙ্কলনের কোন চেষ্টা অদ্যাপি হয় নাই বলিলে চলে; ছুই চারিটি পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ হইয়াছে মাত্র। অধিকাংশ স্থানেই ইংরাজি শব্দ যথাসাধ্য উচ্চারণ বাহাল রাখিয়া অক্ষরান্তরিত করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। কিন্তু বিজাতীয় শব্দ বাঙ্গালীর কাণে বড়ই কঠোর ঠেকে; এবং বাঙ্গালীর বাগ্‌যন্ত্র তাহার উচ্চারণেও পরাধীন। সুতরাং সেই সেই পারিভাষিক শব্দের প্রচারের কোন আশা নাই। ছুদৃশ্যতা ও ঋতিকটুতা দোষে বিজাতীয় শব্দ সাধারণে যথাসম্মতি পরিহার করিবে। তাহার উপর ঐ সকল শব্দ আমাদের নিতান্ত অনাঙ্গীয়। যে সকল ব্যক্তি ইংরাজি ভাষায় শিক্ষালাভ করে নাই, উহাদের উচ্চারণ তাহাদের মনে সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ ভাব বা অর্থের উদ্বেক করে না। বাক্যের সহিত অর্থের হরগৌরী সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন অর্থ আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। কিন্তু বিজাতীয় অনাঙ্গীয় বাক্য আমাদের সাধারণের নিকট স্বতঃ অর্থহীন; বিশেষ অভ্যাসসহকারে ও চেষ্টাসহকারে অর্থকে ভাবিয়া আনিতে হয়, অর্থ আপনা হইতে আসে না। সুতরাং কেবলমাত্র ইংরাজি শব্দগুলি বাঙ্গালা হরণে বসাইয়া পরিভাষা প্রণয়নে চেষ্টা করিলে উহাতে কোন ফলোদয় হইবে না।

সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর প্রকৃতির উপযোগী বিজ্ঞানের ভাষা সঙ্কলন করিতে হইবে। বর্তমান প্রস্তাব সেই কার্যের প্রথম প্রয়াস মাত্র।

### উপযোগিতা নিরূপণ ।

সর্ব্বাংশে অসঙ্গতিহীন সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ পরিভাষাপ্রণয়ন অসাধ্য ব্যাপার। পাঁচ জনে পাঁচ কারণে পাঁচটা পারিভাষিক শব্দ একই অর্থে সঙ্কলন করিতে পারেন। কোনটি কোন কারণে, অপরটি অপর কারণে সঙ্গত বিবেচিত হয়। কোনটী বাছিয়া লইতে হইবে স্থির করা দায়, এবং উপযোগিতা লইয়া চিরদিন বিতণ্ডা চালান যাইতে পারে। সঙ্কলনকারিগণ চিরকাল বিতণ্ডা চালাইবেন, ও অপর সাধারণে দিশাহারা হইয়া তাঁহাদের মুখ চাহিয়া থাকিবে, এক্ষণ

বাঞ্ছনীয় নহে। কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না যে, এর চেয়ে উপযোগী শব্দ আর মিলিবে না। আজ একজন একটা পরিভাষা নিরূপণ করিয়া প্রচার করিলেন, কিছুদিন পরে আর একজন তাহার নানাবিধ অসঙ্গতি নির্দেশ করিয়া আর একটা নূতন পরিভাষা প্রণয়ন করিতে পারেন। ভাষার নিত্য পরিবর্তন দেখিয়া সাধারণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইবে, ও শাস্ত্র ও স্তম্ভিত ও নিশ্চল হইয়া রহিবে।

বিজ্ঞানের ভাষাকে অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি দোষ হইতে যথাশক্তি মুক্ত করিতে হইবে, ঠিক কথা। সুতরাং ভবিষ্যতের সঙ্কলকগণ নূতন পরিভাষা প্রণয়নে সম্পূর্ণ অধিকারী। কিন্তু পরিভাষার অল্প গুণ যে পরিমাণে থাক বা নাই থাক, পরিভাষায় স্থায়িত্ব গুণের আবশ্যকতা সর্বাপেক্ষা অধিক। পরিভাষা ভাষারই প্রকারভেদ; উহা কল্পিত ভাষা, অর্থাৎ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত রচিত ভাষামাত্র। কিন্তু স্থিতিশীলতা ভাষামাত্রেরই সর্ব প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য। ভাষা স্থিতিশীলতাবর্জিত হইলে অর্থাৎ নিত্য পরিবর্তনশীল হইলে তাহার আর ভাষাত্ব থাকে না। নিত্য পরিবর্তনশীল ভাষায় মানুষের কাজ চলে না। অধিকন্তু উহা একটা বিভ্রম্যনার মধ্যে দাঁড়ায়। সুতরাং ভাষা অথবা পরিভাষা স্থায়ী হওয়া আবশ্যক; কালসহকারে ক্রমিক পরিবর্তন বা সংস্কার হউক ক্ষতি নাই; কিন্তু নিত্য আকস্মিক ও মৌলিক পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নহে।

সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ পরিভাষাপ্রণয়নের জন্ত জেদ ধরিয়া বসিয়া থাকিলে কার্যনাশ মাত্র হইবে। সমাজের জীবন ব্যক্তির জীবনের স্থায় দ্রুতবেগে তাহার পরিণামের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। সকলকেই সেই স্রোতে গা ঢালিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে হইবে। নিষ্পন্দ ভাবে দণ্ডায়মান ও স্থির থাকিলে চলিবে না। অপেক্ষা করিবার সময় নাই। লাবোয়াশিয়ার রসায়নের জন্ত যে পরিভাষা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা সুন্দর ও মনোহর। এমন কি সমগ্র বিজ্ঞানশাস্ত্রে ঐ ভাষার তুলনা নাই বলা যাইতে পারে। কিন্তু উহাও দোষরহিত বা অসঙ্গতিবর্জিত নহে। এমন কি উহাতে এমন একটা প্রধান দোষ বর্তমান আছে, যাহাতে উহার মূল অবিশুদ্ধ। লাবোয়াশিয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যৌগিক পদার্থ মাত্রেরই দুইটি ভাগ; দুইটি বিপরীত ধর্মাক্রান্ত ভাগ একত্র মিলিত হইয়া যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। লাবোয়াশিয়ার এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ও তদনুসারে তাঁহার পরিভাষা প্রণয়ন করেন। লাবোয়াশিয়ারের সিদ্ধান্ত পণ্ডিতগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, এবং পরবর্তী রসায়নবিদেরা এই দ্বৈতবাদ আরও অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ কাল এই সিদ্ধান্ত অনেকটা উন্টাইয়া গিয়াছে। যৌগিক পদার্থমাত্রের দুইটি বিপরীত উপাদান রহিয়াছে, এখন এরূপ স্বীকৃত হয় না। তথাপি লাবোয়াশিয়ার প্রণীত পরিভাষা অদ্যাপি অবলম্বিত রহিয়াছে। এই মূলগত দোষ সত্ত্বেও সেই প্রাচীন পরিভাষাকে কেহই প্রত্যাখ্যান বা বর্জন করেন নাই।

সুতরাং কোন পরিভাষা যে নির্দোষ ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইবে এইরূপ আশা করা যায় না। সাহসের উপর ভর করিয়া যথাসাধ্য সঙ্গতি দেখিয়া ও অসঙ্গতি নিরাকরণ করিয়া পরিভাষা

সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। যদি সেই পরিভাষায় বিশেষ মূলগত ও সর্বতোভাবে পরিহার্য্য দোষ লক্ষিত না হয়, তবে সাধারণে ইহা গ্রহণ করিতে পারেন। তাহার আশ্রয়ে গ্রন্থরচনা ও জ্ঞানপ্রচার কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিবে। তাহাকেই ভিত্তিভূমি করিয়া তাহার উপর গাঁথন চলিতে পারিবে। আবশ্যকমত সংস্কারপ্রয়োগে কালসহকারে তাহাকে বিশোধিত করিয়া লইলেই চলিবে।

এই সকল বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালায় ব্যবহারের জন্ত রাসায়নিক পরিভাষার কিয়দংশ প্রণয়ন করিয়া তাহার নমুনা সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহসী হইলাম। সাধারণের নিকট বিচার প্রার্থনীয়।

### আমাদের অবলম্বন।

রসায়নশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা লাবোয়শিয়ের অসামান্য ব্যক্তি ছিলেন; পরিভাষা প্রণয়নেও তাঁহার অসামান্য প্রতিভাই পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের কর্তব্য কেবল পাশ্চাত্য ভাষার অনুবাদমাত্র। ইহাতে প্রতিভাপ্রয়োগের কোন আবশ্যকতা নাই; কোনরূপ মৌলিকত্ব প্রদর্শনের অবকাশ আছে কিনা সন্দেহস্থল। আমাদের কর্তব্যসাধনে বিশেষ শক্তির দরকার নাই,—হুখের বিষয়। তবে কর্তব্যের পরিসর বিস্তৃত, প্রয়োজনীয়তা অধিক। ইংরাজী পরিভাষা আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালীর প্রকৃতির উপরে দৃষ্টি রাখিয়া স্নবিধা, অস্নবিধা নিরূপণ করিতে হইবে মাত্র। একটু সাহস আবশ্যক।

এই প্রস্তাবে উপস্থাপিত পরিভাষা সাধারণ কর্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হইবে কি না বলিতে পারি না; অন্ততঃ পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে এইরূপ ভরসা করিতে পারি। ফলে যাহাই হউক একটা পরিভাষা নিরূপণ অবশ্যকর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। সকলে মিলিয়া একটা কর্তব্য অবধারণ শীঘ্রই আবশ্যক।

### ইংরাজি পরিভাষার বর্তমান অবস্থা।

কিন্তু হুখের বিষয়, যে ইংরাজি পরিভাষা আমাদেরকে অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাতে এখনও কতকগুলি দোষ বর্তমান রহিয়াছে। অনুবাদের সময় একবারে অন্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে না। সেই দোষগুলি পূর্ক হইতে অবহিত হইয়া যথাসাধ্য নিরাকরণের চেষ্টা করিতে হইবে।

পারিভাষিকত্বের এই কয়টি লক্ষণ নির্দেশ করা যাইতে পারে।

১। একটি শব্দ কেবল একটি অর্থে ব্যবহৃত হইবে। তাহার দ্বিতীয় অর্থ যেন না থাকে।

২। এক অর্থে কেবল একটি মাত্র শব্দ প্রযুক্ত হইবে। দুইটি শব্দ একার্থবাচী না হয়।

৩। প্রত্যেক শব্দ তাহার নির্দিষ্ট অর্থে সর্বত্র ও সর্বদা ব্যবহৃত হইবে। বিভিন্ন ব্যক্তির জন্ত যেন বিভিন্ন ভাষা না থাকে; ও ভাষা যেন ক্ষণে ক্ষণে রূপান্তর পরিগ্রহ না করে। (ইহা ভাষা মাত্রেরই সর্ববাদিসম্মত সাধারণ লক্ষণ; স্মরণ্য বিশেষরূপে ইহার নির্দেশ না করিলেও চলিতে পারে)।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের সময় প্রচলিত লৌকিক ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিতে হয়, আবার অনেক সময়ে অভাবে নূতন শব্দের সৃষ্টি করিতে হয়। প্রচলিত শব্দের একটা দোষ আছে; উহা লোকসমাজে কোন একমাত্র নির্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয় না। প্রচলিত ভাষার অন্তর্গত প্রায় অধিকাংশ শব্দেরই পাঁচ সাত দশটা অর্থ থাকে। সুতরাং উহারা পরিভাষিকত্বের অল্পতম লক্ষণ বর্জিত। পরিভাষিকত্ব সংস্থাপন করিতে গেলে একটা নির্দিষ্ট অর্থে উহাদিগকে সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে হয়; কিন্তু অনভ্যাস হেতু সাধারণে সহসা উহাদের পারিভাষিক প্রয়োগ বৃদ্ধিতে পারে না। নূতনসৃষ্ট অপ্রচলিতপূর্ব্ব শব্দে এই দোষটি ঘটে না; তাহাতে পাঁচজনে পরামর্শ করিয়া সাধারণের সম্মতি সহকারে যে অর্থ আরোপ করা যায়, তাহা সেই অর্থমাত্রই ব্যক্ত করে। তবে পরিচয়ের অভাবে প্রথমটা কাণে ঠেকে। তাহার উপায় নাই। কোন স্থানে প্রচলিত শব্দের গ্রহণ, কোথাও বা অপ্রচলিত শব্দের সৃষ্টি, বাধ্য হইয়া করিতে হয়। অনভ্যাস ও অপরিচয় হেতু প্রথম প্রথম যে একটু গোল ঠেকে, অভ্যাস ও পরিচয়ের সহিত তাহা আর থাকে না।

ফল কথা পাঁচ জনে সম্মত হইয়া যে শব্দে যে অর্থ আরোপ করা যায়, তাহার অর্থ তাহাই। শব্দের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহা আরোপিত সম্বন্ধ মাত্র। যে কোন অর্থে যে কোন শব্দ ব্যবহার করিতে আমাদের অধিকার আছে; তবে সকলে সম্মত হইয়া সেইরূপ ব্যবহার করিলেই হইল। নির্বাচনের সময় ঐতিকটুতা ছরুচ্চার্য্যতা প্রভৃতি দোষ পরিহারের দিকে লক্ষ্য রাখাই কর্তব্য।

প্রচলিত শব্দের পারিভাষিক ভাবে গ্রহণ না করিলে চলে না। তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। তবে সুবিধার জন্ত এইটুকু দৃষ্টি রাখিলেই চলিতে পারে, যেন প্রচলিত অর্থ পারিভাষিক অর্থের সম্পূর্ণ বিরোধী না হয়। এই নিয়ম সর্বত্র রক্ষা করা দুঃস্বপ্ন; তবে রক্ষার জন্ত যথাশক্তি চেষ্টা করা উচিত।

রসায়নের ইংরাজি পরিভাষা যে সম্পূর্ণ নহে, তাহা উল্লিখিত লক্ষণ সাহায্যে দুই একটি স্থলে বিচার করিলেই চলিবে। কয়লা পোড়াইলে যে বায়ু পাওয়া যায়, রসায়ন শাস্ত্রে তাহার একটা নির্দিষ্ট নাম নাই। পাঁচ জনে পাঁচ রকম, অথবা এক জনেই পাঁচ সময় পাঁচ রকম নাম ব্যবহার করেন। একই পদার্থের জন্ত carbonic acid, carbon dioxide, carbonic anhydride এই তিন নাম প্রচলিত আছে। আর একটি পদার্থ সোরা। ইহার প্রচলিত নাম দুইটি, nitre ও saltpetre; রসায়ন গ্রন্থে এই দুইটি নামও অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়। তাহা সেও-রায়ি nitrate of potash, nitrate of potassium, potassium nitrate, potassic nitrate এইরূপ ঈষদ্ বিভিন্ন চারিটি নাম যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যেও আবার শুধু উচ্চারণ গন্ত নহে, ভাবগত বিভেদও বর্তমান আছে। Nitrate of potash নামের সহিত একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত জড়িত আছে, সে সিদ্ধান্তটি প্রাচীন; বর্তমানে সে সিদ্ধান্ত ভ্রমমূলক বলিয়া স্থির হইয়াছে। Potassic Nitrate ঐ নামের আধুনিক আকার; সেই ভ্রম

সংস্কারের চেষ্টায় এই নাম গৃহীত হইয়াছে। তথাপি প্রাচীন ও আধুনিক উভয় নামই, এমন কি nitre প্রভৃতি লৌকায়ত নামও আধুনিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে যেখানে সামান্য সংস্কার প্রয়োগে একটা ভ্রমের অপনোদন হয়, সেখানে সংস্কার প্রয়োগের যুক্তিযুক্ততায় কেহ সন্দেহ করেন না। তথাপি কোন একটা প্রথা একবার চলিয়া গেলে তাহা স্থিতিশীলতাবশতঃ সহজে সংস্কৃত হইতে চাহে না।

ইংরাজিতে চারিটা নাম বর্তমান আছে বলিয়া বাঙ্গলায় অনুবাদেদের সময় চারিটা নাম খুঁজিতে হইবে এমন কি কথা আছে। দোষের অনুকরণ সর্বদা পরিহর্ষব্য। একটু সাবধান হইয়া চলিলে এই সকল সামান্য দোষ আমরা পূর্ব হইতেই পরিহার করিতে পারি।

যাঁহারা এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা এই সাবধানতা টুকু অবলম্বন করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। নতুবা oxygenএর বাঙ্গলায় অক্সিজান হইত না। Carbon dioxideএর বাঙ্গলায় দ্ব্যয়জনিত অঙ্গার বিশেষ মধুর বা স্রুতিমুখ নহে; উহার আরও মহত্তর দোষ রহিয়াছে। বর্তমান পদ্ধতি অনুসারে ঐ পদার্থের নাম carbonic anhydride; সম্ভ্রুতি রাসায়নিক গ্রন্থে উভয় নামেরই ব্যবহার থাকিলেও শেষোক্ত নামটিই বজায় থাকিবে, ও প্রথমটি লোপ পাইবে সন্দেহ নাই; তবে উভয় নামের অনুবাদে প্রয়াসের শ্রম কেন?

সুতরাং পাশ্চাত্য রাসায়ন গ্রন্থে নামকরণ সম্বন্ধে যে রীতি সর্বাপেক্ষা আধুনিক ও প্রণালী-বদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত, আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলা অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইব। যে সকল ইংরাজি নাম বর্তমানে গৃহীত প্রণালীর সহিত সঙ্গত নহে, অথচ প্রথামত ইংরাজি পুস্তকে অদ্যাপি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের একেবারে বর্জন করিব। নির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে একাধিক শব্দ থাকা উচিত নহে; এই লক্ষণে দৃষ্টি রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করা যাইবে।

### অনুবাদ ক্রিয়া ও অক্ষরান্তর ক্রিয়া ।

ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিজ্ঞানের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন থাকা কদাপি বাঞ্ছনীয় নহে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। ভাষার বিভেদ বিজ্ঞানের উন্নতির অন্ত-রায় হয় মাত্র। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ভাষা বিভিন্ন, কাজেই স্বজাতি-ভিন্ন মুখ চাহিয়া জাতীয় ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থ লিখিতে হয়। ইহাতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে জ্ঞানের আদানপ্রদান ও বিনিময় কার্যে ব্যাঘাত ঘটে। কিছু কাল পূর্বে ইউরোপে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকল লাতিন ভাষায় লিখিত হওয়া নিয়ম ছিল। নিউটনের প্রিন্সিপিয়া ল্যাটিনে লিখিত হইয়াছিল। অদ্যাপি উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক অনেক গ্রন্থ ল্যাটিনে লিখিত হইয়া থাকে। হকার সাহেবের ভারতবর্ষীয় উদ্ভিদবিষয়ক মহাগ্রন্থ ল্যাটিনে লিখিত। গ্রন্থের ভাষা বিভিন্ন হইলেও গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক নামগুলি অন্ততঃ বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন হওয়া উচিত নহে।

স্বতরাং রসায়নশাস্ত্রের পারিভাষিক নামগুলি একবারে সশরীরে আমাদের ভাষায় গ্রহণ করিবার পক্ষে প্রবল যুক্তি আছে। • ইংরাজি নামগুলি বজায় রাখিয়া অমুবাদের চেষ্টা না করিয়া কেবল বাঙ্গালা অক্ষরে বসান উচিত কিনা ইহা বিচার্য্য।

রসায়ন শাস্ত্রে প্রায় সত্তরটি মূল পদার্থের সত্তরটি নাম রহিয়াছে; তাহা ব্যতীত সেই সত্তরটি পদার্থের পরস্পর বিভিন্ন ভাগে সমবায়ে উৎপন্ন শত সহস্র যৌগিক পদার্থের শতসহস্র পারিভাষিক নাম রহিয়াছে। এই শত সহস্র নাম বাঙ্গালায় অমুবাদের চেষ্টা করিয়া খাটি বাঙ্গালা বা সংস্কৃতমূলক বাঙ্গালা নাম প্রচলনের চেষ্টা বিড়ম্বনা। একে এইরূপ অমুবাদ কার্য্য সম্ভবপর নহে; দ্বিতীয়তঃ সম্ভবপর হইলেও তাহাতে কোন ফললাভ নাই, প্রভূত অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে।

বাঙ্গালীর মধ্যে যদি কেহ রসায়নবিজ্ঞানে প্রকৃত অধিকার লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার এখন বাঙ্গালার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না; ইংরাজি ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। যদি বাঙ্গালায় কোন ব্যক্তি রসায়ন বিদ্যায় কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, তাঁহাকে তাহা ইংরাজি ভাষাতেই প্রচার করিতে হইবে। স্বতরাং প্রথমে কিছু দূর বাঙ্গালা ভাষার অবলম্বনে চলিয়া একটু দূরে গিয়াই ইংরাজির আশ্রয় ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। স্বতরাং প্রত্যেক বাঙ্গালী রসায়নবিৎ একসেট্ ইংরাজি ও একসেট্ বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দের ভাৱে মেহুদ ও নমিত করিয়া চলিতে থাকিবেন। স্বতরাং সৰ্বত্র পারিভাষিক শব্দের অমুবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার দরকার নাই। ইংরাজি শব্দের অক্ষরান্তর করিলেই চলিবে।

অক্ষরান্তর ব্যাপারে একটি মাত্র আপত্তি আছে, কিন্তু সে আপত্তিও এতদে দাঁড়াইবে না। আপত্তি এই যে ইংরাজি শব্দ উচ্চারণমাত্রেই ইংরাজের ছেলের মনে একটা ভাবের উদয় করে, বাঙ্গালীর ছেলের কেবল কাণে একটা ধাক্কা দিয়া যায়, মনের উপর রেখাপাত পর্য্যন্ত করে না। কিন্তু পারিভাষিক শব্দের বেলায় সে আপত্তি থাকে না। মনে কর একটি ধাতুর ইংরাজি নাম tungsten; ইংরাজের ছেলেই বল আর বাঙ্গালির ছেলেই বল, যে রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করে নাই, এই শব্দের উচ্চারণে তাহার মনে কোন ভাবের উদয় হয় না। Tungsten শব্দে হাতী কি বোড়া কি গাছ কিছুই মনে আসে না। ঐ শব্দটি রসায়নবিৎ পণ্ডিতবিশেষের সৃষ্টি, প্রচলিত ভাষায় উহার কন্মিন্ কালে ব্যবহার নাই; স্বতরাং উহার সহিত ইংরাজের ছেলের ও বাঙ্গালির ছেলের তুল্য সম্বন্ধ। স্বতরাং উহা যখন ইংরাজিতে চলিবে, তখন বাঙ্গালায় চলিবে না কেন। বাঙ্গালায় আবার উহার অমুবাদের প্রয়োজন কি? অক্ষরান্তরিত করিলেই যথেষ্ট।

স্বদেশীয় ভাষাকে মূল করিয়া পারিভাষিক শব্দের প্রণয়নে অবশ্য একটা বাহাদুরী আছে। প্রাচীন হিন্দুদিগের এই কার্য্যে একটা অদ্ভুত পরাক্রম ছিল। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে, ব্যাকরণ বা অলঙ্কার বা গণিত বা জ্যোতিষ বা চিকিৎসা, যে কোন শাস্ত্রেই দেখা যায়, পারিভাষিক শব্দের ছড়াছড়ি। শাস্ত্রকর্তৃগণ অমুমাত্র দ্বিধা না করিয়া শতে শতে

সহস্রে সহস্রে পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি করিয়া যাইতেছেন। সময়ে সময়ে নির্বাচন প্রণালী ও সঞ্চলন প্রণালীর মৌলিকতা ও কার্যকারিতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ব্যাকরণ শাস্ত্রে ‘হল্’ ‘হন্’ ‘ণিচ্’ ‘কিপ্’ প্রভৃতি যে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের মৌলিকতা ও তাহাদের কার্যকারিতার তুলনা কোথায়? স্থলান্তরে দেখিয়াছি পারিভাষিক শব্দগ্রন্থে এই অসীম পরাক্রম বর্তমান থাকিতেও প্রাচীন জ্যোতিষীরা বাবনিক ভাষা হইতে বিস্তর পারিভাষিক শব্দ অক্ষরান্তরিত করিয়া লইয়াছেন। স্মরণ্য আমাদের সেই প্রথাই প্রধানতঃ অবলম্বনীয়। এই হিসাবে tungsten, uranium, rhodium প্রভৃতি শব্দগুলি আমরা অক্ষরান্তরিত করিয়াই লইব।

ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। সত্তরটা মূল পদার্থের মধ্যে কতকগুলি পদার্থ পৃথিবীতে প্রভূত পরিমাণে বর্তমান, এবং তাহারা আমাদের জীবন প্রক্রিয়ায় ও আশাদের সাংসারিক কার্যে নিত্য ব্যবহৃত হয়। যেমন oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon, chlorine, calcium, sodium প্রভৃতি। এই সমুদয় জীবনের নিত্য সহচর পদার্থের জন্ত খাটি বাঙ্গালা নাম আবশ্যক। কয়লার মত পরিচিত পদার্থটিকে অক্ষরান্তরিত করিয়া কার্বন বলিতে নিতান্তই সঙ্কোচ বোধ হয়। অন্ততঃ বাঙ্গালা ভাষার সমৃদ্ধি বাড়াইবার জন্ত এই সকল পদার্থের বাঙ্গালা নাম থাকা আবশ্যক। কেবল অক্ষরান্তরিত করিয়া মনের তৃপ্তি হইবে না।

এতদ্ভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া সকলের, এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাধনের জন্ত যে সকল যন্ত্রাদির ব্যবহার হয়, উহাদের পারিভাষিক নামের জন্ত অনুবাদ ভিন্ন অত্র উপায় নাই। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উদাহরণ স্বরূপ oxidation, combustion, reduction, solution, distillation প্রভৃতির এবং যন্ত্রের উদাহরণ স্বরূপ retort, flask প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি। ইহাদের খাটী বাঙ্গালায় অনুবাদ আবশ্যক। এখানে শব্দগুলি অক্ষরান্তরিত করিলে চলিবে না। যুক্তি প্রয়োগ অনাবশ্যক।

এতদ্ভিন্ন আর এক শ্রেণীর পারিভাষিক শব্দ আছে। শব্দশাস্ত্রানুসারে ইহারা class names, দ্রব্যের জাতিবাচক বা শ্রেণীবাচক নাম। উদাহরণ,—element, compound, metal, nonmetal, alloy, acid, base, salt, fat, oil, alcohol, aldehyde ইত্যাদি। ইহাদেরও অনুবাদ আবশ্যক; অক্ষরপরিবর্তনমাত্রে চলিবে না। নচেৎ পরিভাষা সঞ্চলন বড়ই সহজ কার্য হইত।

### অক্ষরান্তরিত ক্রিয়া ।

তবেই এই পর্য্যন্ত দাঁড়াইল, যে রসায়ন শাস্ত্রে মূল পদার্থ বা যৌগিক পদার্থ সকলের যে সকল নাম বা অভিধান রহিয়াছে, যে গুলি প্রকৃতপক্ষে proper noun, তাহাদের মধ্যে সুপরিচিত ও স্থলভ পদার্থ গুলি বাদ দিয়া অপরের জন্ত কেবল ইংরাজি নাম অক্ষরান্তরিত করিয়া লইলেই চলিতে পারে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটা কথা আছে।

গ্রীকেরা উচ্চারণ সুরবিধার জ্ঞান আমাদের চক্ষুগুপ্তকে অক্ষরান্তরিত করিয়া Sandra cottusএ পরিণত করিয়াছিলেন, এবং চীনবাগিগণ বুদ্ধকে ফো' তে পরিণত করিয়াছেন। Sandracottus যে চক্ষুগুপ্ত, এবং বুদ্ধদেব যে ফো, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদন করিতে পুরাতত্ত্ববিদগণের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি এক জাতির লোকের নাম অত্র জাতির ভাষায় লিখিত হইলে কেবল উচ্চারণসৌকর্যের উপর দৃষ্টি রাখিতে গেলে ঘোরতর বর্করতা হইয়া দাঁড়ায়; তাহাতে অনর্থক জ্ঞানের পথে কাটা দেওয়া হয়। এক ভাষা হইতে অত্র ভাষায় শব্দ অক্ষরান্তরিত করিতে হইলে কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে বানান করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। শব্দটির প্রকৃত উচ্চারণ, অর্থাৎ যে জাতির মধ্যে সেই শব্দটি প্রচলিত আছে, সেই জাতির লোকে তাহাকে যেক্রমে উচ্চারণ করে, তিক্ সেই উচ্চারণ যাহাতে অবিকৃত থাকে, এই উদ্দেশ্যে বানানের এই নিয়মগুলি অব্যাহত হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার একতাবক্ষা যদি কৰ্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে ইংরাজি হইতে অক্ষরান্তর করিবার সময় এইরূপ কতকগুলি নিয়ম অবলম্বন করিয়া তদনুসারে চলাই উচিত।

কিছু একটা কথা আছে। বাঙ্গালায় পরিভাষা সঞ্চালনের উদ্দেশ্য কি? এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় যে দুই চারিখানি রসায়নবিষয়ক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজি শব্দের উচ্চারণ যথাশক্তি অবিকৃত রাখিয়া তাহাদিগকে অক্ষরান্তরিত করিয়াই ব্যবহার করা হইয়াছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড্, সলফেট অব্ পটাশ প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় প্রচলিত রাসায়নিক গ্রন্থে ও ডাক্তারি গ্রন্থে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। কিন্তু এই সকল শব্দ বাঙ্গালীর কোমল কর্ণ একরূপ তীব্রভাবে ভেদ করে, যে পরীক্ষকের ভীষণ কবলের সম্মুখীন ব্যক্তি কিছু দিনের জ্ঞান জরুরোগীর কুইনাইন্ সেবনের গ্রায় ঐ গুলিকে কোনরকমে কণ্ঠস্থষ্টে মতিস্থস্থ করে মাত্র। ঐরূপ অক্ষরান্তর প্রণালী প্রচলিত থাকিলে বাঙ্গালীর সম্ভান চিরদিন রসায়ন শিক্ষা একটা দৈবনিগ্রহ স্বরূপ গণনা করিবে সন্দেহ নাই। স্মরণ্য পুরাতত্ত্ববিৎ, ঐতিহাসিক ও শব্দশাস্ত্রজ্ঞদের নির্দিষ্ট মার্গ ত্যাগ করিয়া আমাদেরকে অত্র পন্থা দেখিতে হইবে। বিজাতীয় শব্দ গুলির ঐতিকটুতা দোষ সর্বতোভাবে বর্জন করিতে হইবে। কঠোর শব্দ গুলিকে কোমল ও মোলায়েম আকার দিয়া বাঙ্গালীর সম্মুখে আনিতে হইবে।

পুরাকালে এদেশেও এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল। যাবনিক helios শব্দ হেলি এবং aphrodite আফ্রুজিৎ আকারে সংস্কৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রে দেখা দেয়। যাবনিক helio-centric শব্দ হেলিকেন্দ্রক আকার গ্রহণ করিয়া ঠিক আত্মীয় ও পরিচিতের গ্রায় শুনায। অথচ উভয় শব্দের ঐক্যনির্ণয়ে কোন কষ্ট হয় না। সংস্কৃত কাস্তীর শব্দ যাবনিক kassiteros শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াও কেমন সংস্কৃতের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। স্থানান্তরে যাবনিক ভাষায় জ্যোতিষিক শব্দ সংস্কৃত জ্যোতিষশাস্ত্রে গৃহীত হইয়া কিরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার একটা তালিকা দিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

বলা বাহুল্য আমরা সেই প্রাচীনকালের অবলম্বিত পদ্ধতি অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ বোধ করি। এবং বর্তমান প্রস্তাবে সেই পদ্ধতিই অবলম্বিত হইবে।

### সূত্রাবধারণ।

পাশ্চাত্য ভাষায় মূল পদার্থের নামকরণ ব্যাপারে কোন একটা নির্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বিত হয় নাই। গাহার বা ইচ্ছা, তিনি সেই নাম দিয়াছেন; এবং সেই নামই সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে। পদার্থের শুণালুসারে নামকরণের চেষ্টা কয়েক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ Oxygen = অক্সোপাদক, Hydrogen = জলোপাদক, Rubidium = লোহিত (যাহা লোহিত বর্ণের আলোক উৎপাদন করে) ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে নামকরণ ব্যাপারে কেবল ব্যক্তিগত অভিরুচি ও খেয়াল ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। নামকরণ ব্যাপারেই সর্বত্র খেয়ালের উপর স্থাপিত; কাণা পুত্রের নাম পদ্মলোচন রাখিতে কোন আইনে নিষেধ নাই। উদাহরণ;—পারদের নাম mercury অর্থাৎ বুধ গ্রহ; ধাতু বিশেষের নাম cerium, সেই বৎসর Ceres নামক গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল এই সূত্রে; ধাতু বিশেষের নাম cobalt অর্থাৎ এক জাতীয় পিশাচ।

ফল কথা নামের দ্বিত পদার্থের শুণের বা ধর্মের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই; থাকিবার দরকারও নাই; সুতরাং সেই সেই নামের অর্থ ধরিয়া অনুবাদের চেষ্টা ভ্রমমাত্র। Oxygen ও nitrogen-এর জন্ত অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন কেন সৃষ্ট হইয়াছিল বলিতে পারি না। ঐ দুই বাঙ্গালা শব্দের বিশেষ উপযোগিতা কিছুই দেখিতে পাই না।

পদার্থ সকলের ইংরাজি নামের ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহাদিগকে কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।

১। কতকগুলি যৌগিক পদার্থ রসায়নবিজ্ঞানের উৎপত্তির পূর্বেই জনসমাজে বিশিষ্টরূপে পরিচিত ছিল। তাহাদের খাটি ইংরাজি নাম বিজ্ঞানের ভাষাতে গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণ gold, silver, sulphur, iron প্রভৃতি। যে সকল যৌগিক পদার্থে তত্ত্ব মূল পদার্থ বর্তমান আছে, তাহাদের নামকরণ কালে উহাদের লাতিন নাম ব্যবহার কখন কখন সুবিধাজনক বিবেচিত হয়। যেমন, auric acid, argentic nitrate, ferrous sulphate ইত্যাদি।

২। রসায়নবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার পর যে সকল মূল পদার্থ নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে, কতিপয় স্থলে তাহাদের কোন না কোন একটা শুণ অবলম্বন করিয়া নামকরণ হইয়াছে। উদাহরণ, Oxygen, Chlorine, Iodine, Phosphorus, Potassium, Calcium.

৩। তদ্ভিন্ন অপরও কোন একটা কল্পিত ব্যাপার অনুসারে খেয়ালের উপর নাম সঙ্কলিত হইয়াছে। উদাহরণ, Tellurium, Cobalt, Gallium, Germanium ইত্যাদি।

বর্তমান প্রস্তাবে বাঙ্গালায় নামকরণ ব্যাপারে নিম্নলিখিত কয়েকটি সূত্র অনুসারে চলা যাইবে।

১। পরিচিত পদার্থের মধ্যে যাহাদের নাম ভাষায় বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, সেই সেই নাম বজায় রাখা যাইবে। যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, গন্ধক, পারদ ইত্যাদি।

২। যে কয়টি নূতন নাম বাঙ্গালা ভাষায় কিছু পূর্বে হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা বজায় রাখিবার চেষ্টা করা যাইবে। অল্পজ্ঞান, যবক্ষারজ্ঞান প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালায় ইতঃপূর্বে গৃহীত ও প্রচলিত হইয়াছে। বিশেষ আপত্তির প্রমাণ না পাইলে উহাদিগকে রক্ষা করা যাইবে।

৩। কতকগুলি পদার্থ মনুষ্য জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিশিষ্ট, ও পৃথিবীতে তাহার প্রভূত পরিমাণে বর্ত্তমান। যেমন Iodine, Potassium, Calcium; ইহাদের জন্য সংস্কৃত মূলক অথবা ণ্টি বাঙ্গালা শব্দ আহরণের চেষ্টা করা যাইবে। আহরণকালে পদার্থের গুণ ও ধর্মের প্রতি সুবিধানুসারে দৃষ্টি রাখা যাইতে পারে।

৪। অপর সর্বত্র কেবল ইংরাজি শব্দ অক্ষরান্তরিত করা যাইবে। এবং উচ্চারণ সুবিধার জন্য যথামত কাটিয়া ছাঁটিয়া কঠোর শব্দগুলিকে মোলায়েম করিয়া লওয়া যাইবে। অতিসূত্র হওয়া দরকার; তাহাদের বিজাতীয় আকৃতিটা সম্পূর্ণ নিখুঁত বজায় না থাকে, চিনিতে পারিলেই যথেষ্ট।

উপরে যাহা বলা হইল, এবং নিম্নে যাহা বলা যাইবে, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে যে পারিভাষিক নামের অধিকাংশই খেলার উপর আবিস্কৃত, স্মরণ তাহাদের কোন সার্থকতা নাই। কাণা পুন্ডের পদ্যালোচন নামের যেমন নাই, সেইরূপ অধিকাংশ মূলপদার্থের নামেরও কোনরূপ সার্থকতা লক্ষিত হইবে না। আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত যে কিঞ্চিৎ পরিভাষা সংকলনের চেষ্টা হইয়াছে, তাহার সংকলনকালে সার্থকতা রক্ষার জন্য একটা উৎকট প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু এই চেষ্টার জন্য যে পরিশ্রমের ব্যয় হইয়া থাকে, তাহা অন্য গুরুতর কার্য সম্পাদনে নিযুক্ত করিলে মনুষ্যের উপকারে আসিবার সম্ভাবনা। পারিভাষিক নামের সার্থকতা থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, এই কথাটি স্মরণ রাখিয়া এই প্রস্তাব পঠিত হয়, লেখকের এই অনুরোধ। স্মরণ হইতেছে বেইন্ সাহেব স্বরচিত ইংরাজি ব্যাকরণে proper nounকে নিরর্থক শব্দ আখ্যা দিয়াছেন।

আর একটা কথা; এই প্রস্তাবে গৃহীত অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দে ব্যাকরণগত ভ্রম লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা। ব্যাকরণগত বিশুদ্ধির প্রতি যাহাদের অক্ষুণ্ণ শ্রদ্ধা রহিয়াছে, তাঁহাদের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করিয়া এই প্রস্তাব আরম্ভ করিতেছি। শব্দের বিশুদ্ধি রক্ষার অনুরোধে বিকট মূর্ত্তি আনয়ন করিতে প্রবৃত্তি আসিতেছে না।

### মূল পদার্থ।

OXYGEN—লাবোয়াশিয়ার এই পদার্থের আবিস্কর্তা ও তিনিই ইহার নামকরণ করেন। শব্দটির অর্থ অগ্নোৎপাদক; লাবোয়াশিয়ারের ধারণা ছিল অগ্নি উৎপাদনই

ইহার প্রধান ধর্ম । বাঙ্গালায় ইহার অনুবাদে অম্লজনক ও অম্লজান শব্দ কিছুদিন হইতে চলিত হইয়াছে ।

কিন্তু নামটির এক্ষণে সার্থকতা নাই । Oxygen ভিন্ন অল্পপদার্থেও অয়োৎপাদকত্ব গুণ বর্তমান আছে । কিন্তু তাই বলিয়া কোন ব্যক্তি চিরপ্রচলিত oxygen নাম পরিবর্তনে ইচ্ছা করিবেন না ; আমরাও অম্লজনক নাম উঠাইতে ইচ্ছুক নহি ।

কিন্তু এই শব্দ হইতে অপর কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, যথা oxide, oxidise, oxidation । এই শব্দগুলির রসায়ন শাস্ত্রে নিত্য প্রয়োগ । ইহাদিগকে ছাড়িয়া রসায়ন বিজ্ঞান এক পা চলিতে পারে না । শব্দগুলিও বেশ সুন্দর । অম্লজান হইতে এই-রূপ শব্দের উৎপাদনের কোন উপায় দেখি না । Oxide of Copper এর স্থলে অম্লজনিত তাত্র বলিলে বিকট হইয়া উঠে । অগত্যা অম্লজানের প্রতি মায়া ত্যাগ করিতে হইল ।

প্রাণধারণের জন্ত oxygen আবশ্যক ; এই জন্ত ৮ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র উহাকে ‘প্রাণপ্রদ’ বায়ু অভিধান দিয়াছিলেন । সংক্ষেপ করিয়া শুধু প্রাণবায়ু বলিলে চলিতে পারে । কিন্তু তাহা হইতেও oxide এর প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না । আর স্বভাবতঃ নীল রসায়ন শাস্ত্রে প্রতি নিম্নাঙ্গে ‘প্রাণ’ ‘প্রাণ’ উচ্চারণ করিলে মধুর রসের কিছু অধিক্য হইয়া পড়ে ।

OXYGEN—এর অপর প্রধান কার্য্য দহন ; এমন কি oxygen এর প্রধানতম কার্য্যই দহন ; সুতরাং দহন বা দহক বায়ু বলিলে প্রথমতঃ নামের সার্থকতা আইসে, দ্বিতীয়তঃ শুনিতে মিষ্ট হয়, তৃতীয়তঃ oxide, oxidation প্রভৃতির স্মৃতি প্রতিশব্দ পাওয়া যায় ।

প্রকৃত পক্ষে সাধারণ দহক পদার্থ মাত্রেই oxygen আছে, সুতরাং Oxide এর বাঙ্গালায় দহক পদার্থ ব্যবহার করিতে পারি । সে কথা পরে বিচার্য্য ।

আমাদের প্রস্তাবে oxygen = দহনবায়ু, oxidation = দহনক্রিয়া । Ozone নামক পদার্থ oxygen এর রূপান্তরমাত্র । Ozone শব্দের অর্থ জীবননাশক । ফলে উহা সাধারণ oxygen অপেক্ষা তীব্রশক্তিবিশিষ্ট । সামান্য oxygen কে দহন, ও ozone কে দাহন বলিব । ব্যাকরণবিৎ ক্ষমা করিবেন ।

HYDROGEN—অর্থ, জলোৎপাদক ; বাঙ্গালায় উদজনক, উদজন, উদজান প্রচলিত হইয়াছে । অজুনক একই অর্থ বোধক, অথচ উচ্চারণে বিশেষ সুবিধা । Hydrogen বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থের নামকরণে উদজানে সুবিধা হয় না । আমরা অজুন বা অজুনক গ্রহণ করিলাম ।

NITROGEN—যবক্ষারজনক চলিত হইয়াছে । Nitre শব্দের অর্থ সোরা বা যবক্ষার ; যবক্ষারে ঐ বায়ু বর্তমান আছে, এই কারণে ঐরূপ একটা প্রকাণ্ড ঐতিকটু নাম

সমর্থন করা যাইতে পারে না। যব নামধেয় ক্ষার যবক্ষার, এইহেতু ইহাকে কেবল যবজান বলিলে ছোট হইবে; ঐ অর্থও বাহাল থাকে। যবজানও আমাদের ভাল লাগিল না। মনে করিয়াছিলাম যবজানের জা'র লোপ করিয়া 'যবন' মাত্র রাখিব। যৌগিক পদার্থের নামকরণে 'যবন'ও ভাল শুনায় না; এবং অকারণে একটা জাতি বিশেষের নাম আনিয়া প্রথম শিক্ষার্থীর মনে ধাঁধা জন্মাইতে পারে বলিয়া সন্দেহ জন্মিল।

৬ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার নাম প্রাণহুং দিয়াছিলেন। ঐ বায়ুতে জীবের প্রাণ নাশ হয় এই কারণে উক্তরূপ নামকরণ। আমরা স্থির করিলাম 'মরুতক'।

মরুৎ শব্দে বায়ু বুঝায়; ভূবায়ুর চতুঃ পঞ্চমাংশ nitrogen; এই অর্থে কতকটা সার্থকতা পাওয়া যায়। সংস্কৃত মরুৎ শব্দের দুইটা ব্যুৎপত্তি দেখিলাম। 'মা রোদীঃ' ইতি পৌরাণিক উপাখ্যান মূলক যে ব্যুৎপত্তি আছে তাহা নিতান্ত কাল্পনিক। ত্রিয়তে অনেন ইতি মরুৎ, এই ব্যুৎপত্তি ধরিলে 'প্রাণহুং' শব্দের সহিত সমানার্থক হয়। শাস্ত্রিক পণ্ডিত হয় ত মারুতক বলিলে অধিক সম্ভষ্ট হইবেন। মারুতকে আপত্তি নাই। তবে আমরা কোমলতার অনুরোধে 'মরুতক'ই বলিলাম।

CHLORINE—হরিদবর্ণের বায়ু। রাধিকাবায়ুর স্বাস্থ্যরক্ষা গ্রন্থে হরিতীন দেখিলাম। চারি অক্ষরে না গিয়া তিন অক্ষরে বন্ধ রাখিয়া হরিত বলিলেই চলে। ইংরাজির সহিত উচ্চারণ সাদৃশ্য রাখিবার অনুরোধে 'হরিত'কে 'হরিণ' শব্দে পরিণত করিতে দোষ কি? 'হরিত' শব্দটা লৌকিক ভাষায় এত প্রচলিত এবং বর্ণ বিশেষার্থে বিজ্ঞানেও উহার সচরাচর ব্যবহার আবশ্যক, উহার পারিভাষিকত্ব বজায় রাখা কঠিন। এই জন্য 'হরিত' অপেক্ষা 'হরিণ' শব্দের পক্ষপাতী হওয়া গেল। পূর্বেই বলিয়াছি শব্দশাস্ত্রের অধীন হইতে বড় রাজি হইব না। সুতরাং chlorine gas = হরিণ বায়ু।

BROMINE—গ্রীক bromo অর্থে এক প্রকার গন্ধ বুঝায়। Bromine এর একটা তীব্র গন্ধ আছে, এই জন্য ঐ নাম। রাধিকাবায়ুর গ্রন্থে পুতীন দেখিলাম। Bromine এর গন্ধ তীব্র বটে, তবে পুতি গন্ধ বলা যায় না। Bromine এর বর্ণ রাস্তা, কতকটা বাল-সূর্যের ছায়া; সেই জন্য আমরা ইহাকে অরুণ বা 'অরুণক' বলিব।

Chlorine ও পরবর্তী Iodine উভয় পদার্থের বর্ণানুসারে নামকরণ হইয়াছে। Bromineও ইহাদের সজাতি পদার্থ; ইহারও সেইরূপ বর্ণানুসারে নামকরণ সম্ভব।

IODINE—গ্রীক ioeides = violet-colored, সুতরাং, iodine = নীলবর্ণ পদার্থ। বাঙ্গালায় নীলীন বলা যাইতে পারে। 'ঈদ' যোগে নীল শব্দে পারিভাষিকত্ব আরোপ করা গেল।

FLUORINE—এই নামের একটু ইতিহাস দেওয়া আবশ্যক। Fluo ধাতুর অর্থ to flow, গলিয়া পড়া; আকরিক পদার্থ হইতে বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাশন কালে ময়লামাটি গলাইয়া তুলিয়া করিবার জন্য যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সাধারণ নাম flux; চূর্ণজ এক

প্রকার প্রস্তর এই কার্যে ব্যবহৃত হয় ; উহার নাম fluo spar, যেহেতু উহা flux রূপে ব্যবহৃত হয়। fluo-spar হইতে যে বায়ু পাওয়া যায় তাহার নাম fluorine। সুতরাং দেখা যাইতেছে fluorine নামের সার্থকতা কতটুকু। এই নামের সহিত fluo ধাতুর সম্বন্ধ বড়ই দূরবর্তী। বাঙ্গালায় ঐ অর্থ ধরিয়া তর্জমার কোন দরকার নাই। ফ্লুরীণ বড়ই তীব্র বায়ু। এমন পদার্থ খুব কম, যাহা ইহার সংস্পর্শে জলিয়া না যায়। এই হেতু fluorine এর নাম দীপক দিলাম।

CARBON—আমাদের সুপরিচিত কয়লা ; ‘অন্ধারে’ কোন আপত্তি হইবার কারণ নাই।

SILICON—silica অর্থে বালি ; তাহাতে এই পদার্থ বর্তমান। বালির সংস্কৃত নাম সিকতা, siliconকে সিকতক বলা যাইতে পারে ; ইংরাজীর সহিত কতকটা উচ্চারণগত সাদৃশ্যও বজায় থাকে।

BORON—সোহাগায় বর্তমান ; সোহাগার সংস্কৃত নাম টঙ্গন ; টঙ্গন শব্দ হইতে জাত কোন শব্দ সুশ্রাব্য হইবে বোধ হয় না। ইংরাজি কথাই ভাল। Boron = বোরক, বিজাতীয়ের মত শুনায় না ; আর পদার্থটা ও সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না।

SULPHUR—গন্ধকে কোন আপত্তি হইবে না।

TELLURIUM—অর্থ ভূমিজ মৃত্তিকা বিশেষ ; লাতিন tellus = পৃথিবী, ভূমি ; এই হেতু tellurium বাঙ্গালায় ভৌমক বলা গেল।

SELENIUM—এই পদার্থ telluriumএর সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্যবিশিষ্ট ; tellurium নাম tellus অর্থাৎ পৃথিবী হইতে, কাজেই selenium নাম selene অর্থাৎ চন্দ্র হইতে। চন্দ্রের সহিত মনুষ্যের মস্তিষ্কের কখন কখন সম্বন্ধ থাকে শুনা গিয়াছে ; এই পদার্থের কি সম্বন্ধ আছে কখন শুনি নাই। যাহাই হউক, tellurium যদি ভৌমক হয়, selenium সৌমক হইতে ক্ষতি কি ?

PHOSPHORUS—আলোকবাহী পদার্থ ; এই পদার্থে আলোক দেয়। বাঙ্গালায় প্রস্ফুরক ব্যবহৃত হইয়াছে, মন্দ নহে। তবে উপসর্গে কাজ কি ? শুধু স্ফুরক বলিলেই চলিতে পারে।

ARSENICUM—পূর্বে arsenic বলিতে সৈকো বিব বুঝাইত ; এক্ষণে সৈকো বিবে বর্তমান ধাতুবিশেষ বুঝায়। হরিতাল ও গোদন্ত এই দুই পদার্থে arsenic আছে। গোদন্ত শব্দ বিকট ও পরিত্যাজ্য। হরিতাল শব্দের পর্যায়ভুক্ত শব্দসমূহের মধ্যে ‘তাল’ বা ‘তালক’ পাওয়া যায়। হরিতাল orpiment এর জন্ত নির্দিষ্ট রাখিয়া arsenicum অর্থে তালক বলা যাইবে। রসায়নের অভ্যাসসহকারে arsenic শব্দের অর্থ বদলাইয়াছে ; তালক শব্দেরও অর্থ বদলাইয়া দিতে হানি কি ? বিশেষতঃ তালক শব্দ খাঁটি বাঙ্গালায় ঐরূপ কোন অর্থে এ পর্যন্ত ব্যবহৃত হয় নাই।

গ্রীক অসীমি শব্দের অর্থ পুরুষ ; সেকালে ধাতুর মধ্যে স্ত্রীপুরুষভেদ  
সেঁকো বিষ পুরুষ স্থির হইয়াছিল ।

ANTIMONY—প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থে stimmi নাম পাওয়া যায় ; এই শব্দ হইতে  
ইহার অন্ততর নাম Stibium অদ্যাপি প্রচলিত । ইহার সহিত গন্ধক যোগে উৎপন্ন পদার্থ—  
যাহাকে sulphide of antimony বলা যায়—অতি প্রাচীন কাল হইতে পরিচিত । সুন্দরী-  
গণ চক্ষুর শোভার্থ ইহা অঙ্গন স্বরূপে ব্যবহার করেন, এবং এখনও ইহা এই জন্ত অনেক  
স্থানে ব্যবহৃত হয় । এই Sulphide পদার্থ stibium ও antimonium নামে পরিচিত  
ছিল ; নারীজাতির স্পৃহনীয় বলিয়া ইহার আরও কয়েকটি সরস নাম ছিল ; এক্ষণে তাহা  
লোপ পাইয়াছে ।

গল্প আছে, এই পদার্থে দৈবক্রমে কয়েকজন মোহান্তের ( Monk ) প্রাণনাশ হয় ; সেই  
জন্ত ইহার নাম antimoinc হইয়াছিল । কিন্তু এ গল্পের কোন মূল নাই ।

এ দেশে রসাজন নামে পদার্থ পাওয়া যায় । বৈদ্যাশাস্ত্রে চতুর্বিধ অঙ্গনের উল্লেখ দেখা  
যায় । অঙ্গনের অর্থ কজ্জল ও গুরমা ; চক্ষুর শোভা সম্পাদনের জন্ত ও কখন চক্ষুর রোগে  
অঙ্গন ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

নীলাঙ্গন, সৌবীরাঙ্গন, কাপোতাঙ্গন, স্রোতোহঙ্গনের উল্লেখ পাওয়া যায় । নীলাঙ্গন  
বোধ করি ভূঁতে ; রসাজন সম্ভবতঃ sulphide of antimony ।

রসাজন অর্থে রসজাত অঙ্গন, এবং রস অর্থে সচরাচর পারদ বুঝায় । পারদের সহিত এই  
( sulphide of antimony ) পদার্থের কোন সম্পর্ক দেখি না, তবে সেকালে কোনরূপ সম্বন্ধ  
আছে, হয়ত এইরূপ বিবেচিত হইত । Antimony ধাতু অধিক গরম করিলে বাষ্পীভূত হয় ;  
বোধ হয়, এইরূপ কোন একটা কারণে পারদও antimonyতে গোলযোগ ঘটিত । যাহাই  
হউক, রসাজন সর্বত্র না হউক, অধিকাংশ স্থলে এই sulphide কেই বুঝাইত সন্দেহ নাই ।

পূর্বে antimony ধাতুবিশেষের sulphide কে বুঝাইত ; এক্ষণে সেই ধাতুকে বুঝায় ।  
বাঙ্গালা গ্রন্থে এক্ষণে রসাজন antimony ধাতুর নাম স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে । এই নাম  
বাহাল রাখিলে সাধারণে ধাতু ও তাহার sulphide উভয়ের মধ্যে গোল করিতে পারে, এই  
হেতু রসাজন ত্যাগ করিয়া শুধু অঙ্গন বা অঙ্গনক শব্দ antimonyর জন্ত রাখিলাম । Anti-  
mony = অঙ্গনক ; কতকটা উচ্চারণগত সাদৃশ্যও থাকিল ।

BISMUTH—পূর্বোক্ত antimonyর সদৃশ ধর্ম্ম বিশিষ্ট । Bismuth নামের কোনরূপ  
স্বত্বপত্তি পাইলাম না । বাঙ্গালায় অক্ষরান্তর করিয়া বিম্বিতক নাম দেওয়া গেল ।

VANADIUM—উত্তর জর্ম্মণ জাতির উপাসিতা এক দেবীর নাম ছিল Vanadis ।  
স্ক্যান্ডিনেবিয়ায় এক ধনিজ পদার্থে প্রথম পাওয়া যায় বলিয়া সেই দেবীর নামানুসারে ঐ  
নাম । মনে কর সেই দেবী বনে পর্য্যটন করিতেন, এই হেতু Vanadis = বনাটী এবং  
vanadium = বনাটিক ।

•UM—নবাবিহীন ধাতু ; স্তব্ধ নবক ।

ANTALUM—বিখ্যাত Tantalusএর স্মরণার্থে। বেচারী সমুদ্রের খাদ্যপানীয় দুবাসন্যেও আহাৰ করিতে পাইত না। এই ধাতু জ্বাবকে ডুবাইয়া রাখিলে তাহা গ্রহণ করিতে চায় না। এই সূত্রে টাণ্টালসের সহিত সাদৃশ্য সম্বন্ধ ।

যে আইন মতে Tantalus এর সহিত সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছিল, আমরাও ঠিক সেই আইন অনুসারে তন্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলাম ও নাম দিলাম তন্তুলক ।

SODIUM—লাতিন নাম natrum । এই নামের ইতিহাস কৌতুকজনক । Natrum ও Nitrum একই শব্দ, একটা অপরটার বিকৃতিবস্থা । সোরা ও সাজিমাটি এই দুই ক্ষার পদার্থ বহুদিন হইতে মানবসমাজে ব্যবহৃত হইতেছে । তবে উহাদের পার্থক্য বিশেষরূপে অনুভূত হইত না । উভয়কেই সে কালে কখন nitrum কখনও বা natrum বলিত । Nitrum হইতে nitre ; সেকালে সোরাতেও nitre বলিত, সাজিমাটিকেও nitre বলিত । ক্রমে উভয় পদার্থের বিভেদ পরিষ্কৃত হইলে nitrum নাম সোরা ও natrum সাজিমাটির বাচক হইল ।

সাজি মাটিতে যে ধাতু বর্তমান আছে, এক্ষণে তাহাকেই natrum ইংরাজীতে sodium বলে । Natrum ও Sodium উভয় নামই এক্ষণে এই একার্থে বিজ্ঞানপ্রচলিত । Sodium বোধ করি লাতিন solidus = কঠিন এই শব্দ হইতে উৎপন্ন ।

রহস্য এই যে nitrogen বায়ু, যাহার নামের অর্থ nitro উৎপাদক, তাহার সহিত সে কালের nitro অর্থায় সাজিমাটির কোন সম্পর্ক নাই ।

সাজিমাটির ভাল নাম সর্জিক ক্ষার । আমরা এই জন্ত Sodium কে সর্জিক আখ্যা দিলাম । Sodium পূর্বে সাজিমাটি বুঝাইত, এক্ষণে তৎসংগত ধাতু বুঝায় ; সর্জিক প্রাচীন শাস্ত্রে সাজিমাটি বুঝাইলেও এক্ষণে তৎসংগত ধাতু বুঝাইবে ।

POTASSIUM—অপর লাতিন নাম Kalium ।

Al kali আল্-কালি শব্দ আরব্য ভাষা হইতে গৃহীত । কাঠ পাতা প্রভৃতি পোড়াইয়া যে ক্ষার পাওয়া যায়, তাহাকে আল্-কালি বলিত । এই ক্ষারের প্রধান উপাদান carbonate of potash, সাদৃশ্য হেতু অজ্ঞাত carbonate কেও al-kali বলা নিয়ম ছিল । দেখিতে পাওয়া যায় soda, potash, ammonia প্রভৃতির carbonate সেই একই alkali নামে কথিত হইত । ক্রমে ammonia carbonate = volatile alkali, soda carbonate = mineral alkali ও potashএর carbonate = vegetable alkali বলিয়া পৃথক্ করা হইত ।

এক্ষণেও soda, potash প্রভৃতি সমধর্মাত্মক কতকগুলি পদার্থকেই alkali বলে । Sodium, potassium প্রভৃতি ধাতুর সাধারণ নাম alkali metals । তবে kalium ( kalির লাতিন রূপ ) শব্দ potassium এই বিশেষার্থেও প্রযুক্ত হয় । Potassium শব্দ গাঁটা ইংরাজী pot ও ash হইতে উৎপন্ন । যে ash অর্থায় ক্ষার pot

( হাঁড়ী ) মধ্যে রাখিয়া জলে আবর্জন দ্বারা প্রস্তুত হয়, তাহার নাম pot-ash.

Potash খাঁটী ইংরাজি শব্দ । লাতিন ভাষায় আবার ইহাকে potassa করিয়া লওয়া হইয়াছে । Potash বা potassa নামক ক্ষারে অবস্থিত ধাতুর নাম Potassium ।

এই ধাতু প্রায় উদ্ভিদ মাত্রেই বর্তমান । গাছের পাতা পোড়াইলে এই ক্ষার মিলিবে এই হেতু উচ্চারণ সাদৃশ্য বাহাল রাখিয়া Potassium এর পত্রক অভিধান দেওয়া গেল ।

RUBIDIUM—লাতিন rubidus = গাঢ় লোহিত । এই ধাতুজ পদার্থ অগ্নিশিখাকে স্নন্দর গাঢ় লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করে । দীপশিখার রূপ বা সৌন্দর্য্য উৎপাদন করে বলিয়া আমরা রূপদক বলিব ।

CÆSIUM—লাতিন caesium = sky blue আকাশের রঙের মত নীল । এই ধাতুজ পদার্থও অগ্নি শিখা নীলপ্রভায় রঞ্জিত করে ।

ইজের পিতা কণ্ঠপকে আকাশে দেবতা স্বরূপে গ্রহণ করিয়া caesium কণ্ঠপক হইল ।

LITHIUM—লাতিন lithos শব্দে প্রস্তর বুঝায় । Lithia নামক ক্ষার ধর্ম্মগুক্ত প্রস্তরে পাওয়া যায় বলিয়া lithium. Lithium ধাতু উল্লিখিত rubidium ও caesium এর সম-শ্রেণীক । ইহাতে দীপশিখা লোহিত বর্ণ হয় ; এই অর্থে লোহিতিক বলা যাইতে পারে ।

CALCIUM—লাতিন calx শব্দের অর্থ খড়ী । Calculus, calculation প্রভৃতি এই শব্দ হইতে উৎপন্ন ; calculus—ছোট খড়ী ; calculation = খড়ী দ্বারা অঙ্কপাতন বা গণনা । এদেশেও অঙ্কের নাম খড়ী, গ্রাম্য পাঠশালায় প্রচলিত আছে । খড়ী হইতে উৎপন্ন ধাতুর নাম Calcium । চূর্ণজ পদার্থের সাধারণ নাম calcareous ; বলা বাহুল্য, খড়ী চূর্ণজ পদার্থ ।

খড়ীর সংস্কৃত নাম খটী, খটিকা, কঠিনিকা । আমরা এই হেতু calcium এর নাম খটিক রাখিলাম ।

BARIUM—লাতিন barus শব্দে ভারী বুঝায় । এই হেতু আকরিক barium sulphate বা heavy spar নামক পদার্থ হইতে উৎপন্ন ক্ষারকে barote বা baryta বলিত । তৎপূর্ণ ধাতু Barium । বাঙ্গলায় ভারিক ।

STRONTIUM—স্ট্রলণ্ডে Strontian নামক গ্রামে এই ধাতুগুক্ত পদার্থ পাওয়া গিয়াছিল, এই কারণে Strontium বাঙ্গলায় ত্র্যংশক বলা যাইতে পারে ।

MAGNESIUM } এই দুই সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রভৃতিক ধাতুপদার্থ ঘটনাক্রমে  
MANGANESE } এক নাম পাইয়াছে । Manganese শব্দ Magnesium  
এরই দ্বয় রূপান্তর ।

Pyrolusite নামে খনিজ পদার্থ পূর্বে একজাতীয় চুষক বলিয়া বিবেচিত হইত । চুষকের নাম magnea (magnet) ; সাধারণ লৌহজ চুষক হইতে পৃথক করিবার জন্য ইহাকে magnesia nigra অর্থাৎ কৃষ্ণ চুষক বলিত । একজন পাদরি এক পদার্থ

আবিষ্কার করিয়া ঔষধার্থে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন ও তাহার *magnesia alba* অর্থাৎ সাদা চূষক নাম দেন। ক্রমে আবিষ্কৃত হইল, *pyrolusite*-এর সহিত চূষকের কোন সম্বন্ধ নাই, এবং এই শেখোক্ত ঔষধটিরও *pyrolusite*-এর সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। *Pyrolusite*-এ এক ধাতু বর্তমান, *magnesia alba*-তে অন্য ধাতু বর্তমান; *magnesia alba*-তে যে ধাতু আছে, তাহার নাম হইল *Magnesium* এবং *pyrolusite* or *magnesia nigra*-তে যে ধাতু বর্তমান, তাহার নাম হইয়া *Manganese* অথবা *Manganese* ।

হুই পদার্থের বিভেদজ্ঞাপনার্থে আকারের একটু পরিবর্তন করা হয়। আমরা অক্ষরান্তরিত করিয়া *magnesium*-কে মগ্নক এবং *manganese*-কে মঙ্গলক বলিব।

**BERYLLIUM**—*beryl* নামক রত্ন মধ্যে এই ধাতু পাওয়া যায়; এই নিমিত্ত *beryllium* নাম। আমরা উহার বিরল প্রচার জ্ঞাপনার্থে বিরলক বলিব। এই ধাতুর অন্য একটি নাম *Glucinium*, মিষ্টত্ব বোধক *glucos* শব্দ হইতে প্রাপ্ত। এই ধাতু অনেক পদার্থে মিষ্ট স্বাদ উৎপাদন করে বলিয়া এই নাম দেওয়া হয়।

**ZINC**—প্রাচীন গ্রীকেরা পিত্তলের ব্যবহার জানিতেন। তাম্রের সহিত এক প্রকার খনিজ মিশাইয়া পিত্তল তৈয়ার হইত। প্লিনি এই আকরিকের নাম *cadmia* বলিয়া উল্লেখ করেন। *Cadmia* শব্দ রূপান্তরিত হইয়া এক্ষণে *calamine* দাঁড়াইয়াছে। বেসিল বালেন্টাইনের গ্রন্থে প্রথম *Zinken* নামক ধাতুর উল্লেখ পাওয়া যায়। *Calamine*-এ যে ঐ ধাতু বর্তমান আছে, তাহা স্থির করিতে বহুদিন লাগিয়াছিল। এমন কি সুবিখ্যাত Boyle সাহেবের সময়েও *zinc* ও *bismuth* উভয় পদার্থে গোল হইত। *Zinc*-এর সংস্কৃত নাম যশদ, বাঙ্গালা নাম দস্তা। ভাবপ্রকাশে যশদের উল্লেখ আছে, “যশদং রত্নসদৃশং রীতিহেতুশ্চ তন্মতম্।” পুনশ্চ “যশদং তুরবং তিক্তং শীতলং কক্ষপিত্তহৃৎ।” রীতি শব্দের অর্থ পিত্তল। পিত্তল, তাম্র ও যশদের যোগে উৎপন্ন উপধাতু (*alloy*) বলিয়া বৈদ্যক গ্রন্থে উল্লেখ দেখা যায়। বলা বাহুল্য আমরা যশদ নাম গ্রহণ করিব।

**CADMIUM**—এই ধাতুর সহিত দস্তার অনেক সাদৃশ্য আছে। *Calamine* বা *Cadmia* দস্তার প্রধান আকরিক। সেই আকরিকে দস্তা হইতে বিভিন্ন অথচ দস্তার সদৃশ এই দ্বিতীয় আকরিকও পাওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম *cadmium* হইয়াছে।

*Cadmia* শব্দে পূর্বে দস্তাই বুঝাইত। এই দ্বিতীয় ধাতু দস্তার সহিত একত্র পাওয়া যায় বলিয়া প্রথমে ইহাকে *cadmia fornacum* (that is, metal found in zinc furnaces) বলিত। ক্রমে ইনি দস্তার অতি প্রাচীন নামটি স্বয়ংই গ্রহণ করিয়া *cadmium* নামে পরিচিত হইলেন। দস্তা *zinc* থাকিলেন। *Cadmium*-কে অক্ষরান্তরিত করিয়া কদম্বক বলা যাইবে।

**COPPER**—সুবিখ্যাত ধাতু তাম্র। সাইপ্রস দ্বীপে উৎপত্তি বলিয়া গ্রীকেরা ইহাকে

aes cyprium (aes = অয়স, লৌহ বা প্রস্তর) বলিত। ক্রমশঃ cyprium, cuprum ও copperএ পরিণত হইয়াছে। Cyprusএ উৎপত্তি হেতু সেই দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী Venus দেবী ( শুক্র গ্রহ ) এই ধাতুর সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট, স্থির হইয়াছিল। আমাদের শাস্ত্রমতে তাম্র কার্তিকেয়ের পুত্র। মতান্তরে ইনি অগ্নিস্বরূপ; লোহিতবর্ণ স্নাতক্যং ক্রোধের মূর্তি। দক্ষযজ্ঞে বীরভদ্রের ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

MERCURY—অপর নাম Hydrargyrum = liquid silver, quick-silver ( ludor, water, and argynos, silver ); চঞ্চল স্বভাব হেতু পরে এই ধাতুর বুধগ্রহের ( Mercury, the messenger of gods ) সহিত সম্বন্ধনিরূপণ ও তদনুসারে নামকরণ হয়। রসায়নের ইতিহাসে এই ধাতু অতিশয় বিখ্যাত। ইহার গুণের সীমা নাই। শাস্ত্র-মতে ইহা স্বয়ং মহাদেবের পুত্র। সকল ব্যাধির পারে লইয়া যায় বলিয়া বোধ করি ইহার নাম পারদ। ইহার অত্র নাম রস। রস হইতেই ভেষজপ্রস্তুতকরণ বিদ্যার নাম রসায়ন। আমরা পারদ নাম ব্যবহার করিব।

SILVER—গ্রীক নাম argynos, উজ্জলতাব্যঞ্জক। ( argos = shining ) লাতিন নাম argentum। বোধ হয়, উজ্জল্যের জন্ত ইহার চন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ স্থির হয়। তজ্জন্ত ইহার অপর নাম Luna। কটিক ( silver nitrate ) এই জন্ত অদ্যাপি lunar caustic নামে খ্যাত। বৈদ্যাশাস্ত্রে ইহার রৌপ্য, তার, রজত প্রভৃতি অনেক নাম। আমরা রৌপ্য ও রজত শব্দ গ্রহণ করিলাম।

GOLD—ইনি ধাতুর মধ্যে দীপ্তিতে রাজা। সূতরাং ভাস্কর সূর্য্যদেব ইহার অধিষ্ঠাতা। উজ্জল্যে কেহই ইহার তুলনীয় নহে। ইহার সমুদয় নামই প্রায় উজ্জলার্থক। জর্জান নাম gold, রুশিয়ান zlato, গ্রীক chrysos, লাতিন aurum, সংস্কৃত হিরণ্য, সমুদয়ই শাব্দিকগণের মতে এক উজ্জলার্থক ‘জল্’ বা ‘ঘর’ এইরূপ একটা ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইংরাজি green, yellow প্রভৃতি শব্দ এবং সংস্কৃত জলিত, জালা, উজ্জল প্রভৃতি শব্দ এই মূল ধাতু হইতে উৎপন্ন বোধ হয়। সংস্কৃত ভাষায় ইহার শত নাম। স্বর্ণ, স্রবর্ণ, হেম, হিরণ্য প্রভৃতি যেগুলি অধিকতর প্রচলিত, আমরা সুবিধামত তাহারই একটি ব্যবহার করিব।

LEAD

MOLYBDENUM

} নীসধাতুর প্রাচীন গ্রীক নাম molybdos। নীসার সহিত সাদৃশ্য যুক্ত অত্যাশ্চর্য পদার্থেরও ঐ নামে উল্লেখ হইত।

নীসার অপর নাম plumbum। কাগজে টানিলে যাঁহাতে কাল দাগ পড়ে, সেই সকল পদার্থ কেই কখন molybdos কখন বা plumbum বলা হইত। যাঁহাতে পেন্সিল তৈয়ার হয়, উহা অজারের প্রকার ভেদ মাত্র। উহাকে অদ্যাপি plumbago অথবা black lead বলিয়া থাকে। এক শত বৎসর পূর্বে বিখ্যাত রসায়নবিদ স্কীল plumbago যে নীসা অথবা molybdena হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা স্থির করেন। এক্ষণে উহাকে graphite বলা যায়। Plum-

bum বলিতে এক্ষণে সীসা বুঝায়। Molybdenum অর্থে এক্ষণে সীসা না বুঝাইয়া স্বতন্ত্র ধাতু বুঝায়। সীসা অতি প্রাচীন কাল হইতে মানবসমাজে পরিচিত। ধাতুর মধ্যে সীসা মোটাবুদ্ধি; এই হেতু Saturn দেব ও শনিগ্রহ ইহার অধিষ্ঠাতা। সংস্কৃতে ইহার অপর নাম নাগ। আমরা সীস শব্দ ব্যবহার করিব। Molybdenum অক্ষরান্তরিত করিয়া মলীমস করা গেল।

TITANIUM—বোধ হয় Titan দেবের নামানুসারে। ঋগ্বেদে ত্রিত দেবের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই হুত্রে titanium=ত্রিতক।

TIN—লাতিন নাম stannum। ইহার সহিতও সীসার ভ্রম হইত। উভয় ধাতুর পার্থক্য বোধের জন্ত সীসকে *Plumbum nigrum* (কাল সীসা) ও টিনকে *plumbum candidum* (শাদা সীসা) বলিত। টিনের গ্রীক নাম kassiteros; আরবি নাম কাস্দীর; হেমচন্দ্র কোষে কাস্তীর শব্দের উল্লেখ আছে। কাস্তীর অর্থে টিন। ফিনিশীয় বণিকেরা দূরবর্তী দ্বীপ হইতে বোধ হয় টিন আমদানি করিত। ঐ দ্বীপের নাম Cassiterides। বিলাতে Cornwallএ টিন পাওয়া যায়। এই জন্ত অনেকে অনুমান করেন Cassiterides প্রাচীন বৃটন দ্বীপকেই বুঝাইত। প্রাচীন পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছিলেন, টিন বৃহস্পতিগ্রহ Jupiter। অজ্ঞ ধাতুর সহিত সংযোগে ইহা সেই ধাতুকে বিকৃত ও ভঙ্গ প্রবণ করে; এই দুই প্রবৃত্তির জন্ত কোন কোন পণ্ডিত ইহাকে ধাতুর মধ্যে শয়তান স্থির করিয়াছিলেন। বৈদ্যক শাস্ত্রে রঙ্গ ও বঙ্গ দুইটি একার্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়। রঙ্গ হইতে বাঙ্গালা রাঙ হইয়াছে। ইংরাজি টিন শব্দ বাঙ্গালায় প্রচলিত হইলেও আমরা রঙ্গ শব্দ ব্যবহারে কোন হানি দেখি না।

IRON—লাতিন নাম ferrum, গ্রীক sideros। ভারতবর্ষে ও প্রাচীন মিশরে ও আফ্রিকায় লৌহের ব্যবহার ছিল। ইংরাজী iron, জার্মান eisen, গ্রীক aes, এবং সংস্কৃত অয়স্, শাব্দিকগণের মতে একই শব্দের বিবিধ আকার। আমরা লৌহ এবং অয়স্, এই দুই শব্দ গ্রহণ করিলাম। ধাতুর মধ্যে লৌহ মঙ্গল গ্রহ বা দেবসেনাপতি Mars। বৈদ্যক শাস্ত্রে লৌহের নানাবিধ প্রকার ভেদের উল্লেখ দেখা যায়। কাস্তলৌহ বোধ করি ইস্পাত। ইস্পাতের চৌম্বক ধর্মহেতু বোধ করি এই নাম হইয়া থাকিবে। কাস্তলৌহ=অয়স্কাস্ত=চুম্বক।

NICKEL—জার্মানিতে একরূপ আকরিক পাওয়া যাইত; তাহার সহিত সাদৃশ্য হেতু উহাকে Kupfer-nickel (false copper) বলিত। ঐ আকরিক হইতে প্রাপ্ত ধাতু বিশেষ কালে Nickel আখ্যা প্রাপ্ত হয়। বাঙ্গালায় নিকেল নাম প্রচলিত হইয়াছে। আমরা পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখিলাম না।

COBALT—ভূগর্ভে খনির ভিতর এক রকম পিণ্ড বা যক্ষ বাস করিয়া মজুরদিগের প্রতি দোরাঙ্ক্য করিত। জার্মানির খনির মজুরেরা তাহাকে cobalt বলিত। কালক্রমে খনিজ ধাতু বিশেষ সেই পৈশাচিক খ্যাতি লাভ করে। Cobalt ধাতুর নামের সহিত এই যে কবিত্ব-টুকু জড়িত আছে, আমরা তাহা লোপ করিতে নারাজ। অতএব cobalt=কুহক।

**ALUMINIUM**—Alum হইতে উৎপন্ন। Alum এর নাম ফটিকারী বা ফটিকারী। অতএব Aluminium কে ফটিক বলা যাইতে পারে।

**GALLIUM**—ফরাসী রসায়নবিৎ কর্তৃক আবিষ্কৃত, এই জন্য ফ্রান্স বা গল দেশের মাহাত্ম্য স্মরণার্থ gallium নাম। বাঙ্গালায় গলিক বলিব।

**SCANDIUM** = স্কান্ড। কার্ভিকের সহিত আমরা সম্বন্ধ স্থাপনা করিলাম।

**CHROMIUM**—গ্রীক *chroma* অর্থে colour বা বর্ণ; যৌগিক পদার্থের বিচিত্র বর্ণ দেখিয়া এই ধাতুর chromium নাম। বাঙ্গালায় ক্রোমিক বলা যাইতে পারে।

**URANIUM**—এই ধাতুর আবিষ্কারের কিছু দিন পূর্বে Uranos গ্রহ আবিষ্কৃত হয়। এই ঘটনার স্মরণার্থ নাম। Uranos আৰ্য্যজাতির প্রাচীন দেবতা বরুণ। Uranosকে বরুণ গ্রহ ও uraniumকে বরুণক ধাতু বলাই সঙ্গত। \*

**CERIUM**—Ceres গ্রহের সহিত সমকালে আবিষ্কারস্মরণার্থ। Ceres শস্যসম্পত্তির দেবতা; আমাদের লক্ষ্মী বা ত্রী। Cerium = ত্রীক ধাতু বলিব।

**THORIUM**—বিখ্যাত বাজিলিয়ন্ প্রদত্ত নাম; বাঙ্গালা থোরক।

**INDIUM**—পুরাতন India শব্দ সিদ্ধুর অপভ্রংশ। অতএব Indium = সিদ্ধুক।

**ZIRCONIUM**—Zircon নামক আকরিক হইতে আবিষ্কৃত। শিকন বলা যাইতে পারে।

**TUNGSTEN**—জার্মান শব্দ, অর্থ heavy stone, ভারী পাথর; বাঙ্গালায় তুঙ্গষ্টক বলিব।

**THALLIUM**—গ্রীক thallos শব্দের অর্থ হরিদ্বর্ণ পল্লব বা কচিপাতা। এই ধাতু যে আলো দেয়, তাহা হরিষর্ণ। বাঙ্গালায় স্থলক হইতে পারে।

**DIDYMIUM**—গ্রীক didymos শব্দে মিথুন বা যুগ্ম বুঝায়। অপর একটি ধাতুর সহিত একসঙ্গে আবিষ্কৃত হয় বলিয়া এই নাম। মিথুন রাশির গ্রীক নাম didumos, সংস্কৃত জিতুম শব্দ ইহারই অপভ্রংশ; এই হুত্রে didymiumকে জিতুমক বলা যাইবে।

**LANTHANUM**—গ্রীক lanthano শব্দের অর্থ গুপ্ত থাকা। অল্প পদার্থের ভিতরে লুক্কায়িত ছিল বলিয়া আবিষ্কৃত। এই নাম দেন। অক্ষরান্তরিত করিয়া লান্থনক বলা যাইবে।

YTTRIUM	}	Ytterby নামক স্থানে এক আকরিক পাওয়া যায়, তাহার
ERBIUM		ভিতর হইতে এই তিন ধাতু বাহির হয়। Ytterby শব্দের
TERBIUM		yt, terb, ও erb মূল করিয়া এই তিন নাম তৈয়ার হয়।

বাঙ্গালায় yttrium = ইত্টিরিক, erbium = উর্বীক, terbiun = তুর্বীক বলা যাইবে।

\* অপূর্ণবায়ুর Neptuneকে বরুণ অভিধান দেওয়া সঙ্গত হয় নাই।

PLATINUM—বাস্কালা প্লাটিনম্ চলিত হইয়া গিয়াছে। বদলাইবার প্রয়োজন দেখি না।

PALLADIUM—Pallas গ্রহের সহিত এক সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়। এই ঘটনা নামে প্রকাশ করিতেছে। অক্ষরান্তরিত করিয়া পল্লদক হইল।

IRIDIUM—এই ধাতুযুক্ত পদার্থের বর্ণট্যেচিঅ্যাহেতু iridium নাম। Iris ইন্দ্রধনুস অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নবোদিত সূর্য্যের রশ্মির নাম হরিৎ। এই সূত্রে iridiumকে হরিতক বলা যাইতে পারে।

OSMIUM—osme = গন্ধ। এই ধাতু পোড়াইলে এক প্রকার গন্ধযুক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়। বাস্কালা অস্মক হউক।

RUTHENIUM—Ruthenia = রুশিয়া দেশের নামান্তর। ঐ দেশে প্রথম আবিষ্কার। এই ঘটনা স্মরণার্থ নাম। বাস্কালায় রুশক।

RHODIUM—রুদক বলা যাইবে।

GERMANIUM—Germany হইতে, মোক্ষমূলর Germanyকে শর্ম্মণ্য দেশ कहিয়াছেন। এই হেতু শর্ম্মণ্যক বলিলাম।

NORWEGIUM—নরবীজক।

ARGON ও HELIUM নামক দুইটি মূল পদার্থ এই বৎসর আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর্গনের পরিবর্তন দরকার নাই। Heliumএর অস্তিত্ব পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হইবার বহু দিন পূর্বে সূর্য্যমণ্ডলে ( Helios ) বাহির হইয়াছিল। সূর্য্যের সংস্কৃত নাম হেলি গ্রীক হইতে গৃহীত। সুতরাং Heliumকে হেলিক বলিতে পারি।

### সাক্ষেতিক লিপি ।

রসায়নশাস্ত্রে কতকগুলি সাক্ষেতিক চিহ্ন দ্বারা পদার্থ সকল ও তাহাদের পরস্পর সম্মিলনাদি ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। সাধারণতঃ মূল পদার্থের আদ্য অক্ষরমাত্র দ্বারা সেই মূল পদার্থ বুঝায় যেমন O = Oxygen, N = Nitrogen ইত্যাদি। কিন্তু মূল পদার্থের সংখ্যা প্রায় সত্তর, কিন্তু ইংরাজি বর্ণমালায় অক্ষর সংখ্যা ছাব্বিশটি মাত্র; কাজেই অধিকাংশ স্থলে আদ্য অক্ষর মাত্রে চলে না। আবার অনেক পদার্থের নামের আদ্য অক্ষর একই। এই সকল কারণে আদ্য অক্ষরে অপর একটি অক্ষর যোগ করিয়া সন্ধেত্বরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন Ba = Barium, Sr = Strontium।

আবার O কি N বলিতে কেবল Oxygen ও Nitrogen মাত্র বুঝায় না। ঐ ঐ পদার্থের একটি পরমাণু বুঝায়। পরমাণুর সংখ্যা একের অধিক হইলে, অক্ষরের নীচে ডাহিনে সেই সংখ্যা ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত হয়। যেমন O<sub>২</sub> = Oxygenএর দুইটি পরমাণু।

বাস্কালায় এইরূপ সাক্ষেতিক লিপির ব্যবহার চলিবে কি না বিচার্য্য। প্রথমতঃ ইংরাজি বর্ণমালায় অক্ষর গুলিতে গোল গোল বক্র রেখার বাহুল্য, কিন্তু বাস্কালা বর্ণমালায় সন্ধোণ

খুঁ রেখার আধিক্য দেখা যায়। এইজন্য ইংরাজি অক্ষর লিখিতে সুবিধা, দেখিতেও ভাল লাগে। বাঙ্গালার সংখ্যাসূচক অক্ষরগুলিরও ঐ দোষ। লিখিলে বা ছাপাইলে বাঙ্গালা অক্ষর ভাল দেখায় না; কিন্তু তাহার উপায় নাই। অক্ষরের আকৃতি পরিবর্তনের কোন চেষ্টা হইতে পারে কি না ভবিষ্যতের বিচার্য। বাঙ্গালা গ্রন্থে ইংরাজি অক্ষরগুলি সাক্ষেতিক স্থলে ব্যবহার করা যাইতে পারে কি না, সে কথাও উঠিতে পারে। দুই এক খানি ইতঃপূর্বে প্রকাশিত বাঙ্গালা রসায়ন গ্রন্থে ইংরাজি সাক্ষেতিক লিপি চালাইবারই চেষ্টা হইয়াছে দেখা যায়।

যাহাই হউক, আপাততঃ উপরে উদ্ভাবিত বাঙ্গালা নামগুলির আদ্য বর্ণ ও স্থলবিশেষে মধ্যস্থ বর্ণ ধরিয়া একটি সাক্ষেতিক লিপি তৈয়ার করা গেল। সাধারণের অভিপ্রায় হয়, এইগুলির ব্যবহার চলিতে পারে।

নিম্নে মূল পদার্থগুলির বাঙ্গালা নাম ও সাক্ষেতিক নাম ধরিয়া একটি তালিকা দেওয়া গেল।

### নামের তালিকা ।

ইংরাজি নাম ।		বাঙ্গালা নাম ।		সাক্ষেতিক নাম ।
Hydrogen	...	অজুনক	...	অ
Chlorine	...	হরিণ	...	হ
Bromine	...	অরুণ	...	রু
Iodine	...	নীলীন	...	নী
Fluorine	...	দীপক	...	দী
Oxygen	...	দহক	...	দ
Sulphur	...	গন্ধক	...	গ
Selenium	...	সৌমক	...	সৌ
Tellurium	...	ভৌমক	...	ভৌ
Boron	...	বোরক	...	বো
Carbon	...	অঙ্গার (কয়লা)	...	ক
Silicon	...	সিকতক	...	সি
Tin	...	রঙ্গ	...	র
Titanium	...	ত্রিভক	...	ত্রি
Nitrogen	...	মরুতক	...	ম
Phosphorus	...	ক্ষুরক	...	ফ
Vanadium	...	বনাটক	...	ব
Arsenic	...	তালক	...	ত
Antimony	...	অঙ্গলক	...	ঙ্গ

ইংরাজি নাম ।		বাঙ্গালা নাম ।		সংকেতিক নাম ।
Bismuth	...	বিস্মিক	...	স্ম
Lithium	...	লৌহিতক	...	লৌ
Sodium	...	সর্জিক	...	স
Potassium	...	পত্রক	...	প
Rubidium	...	রূপদক	...	রূ
Cæsium	...	কশ্যপক	...	শ
Silver	...	রজত	...	জ
Calcium	...	খটিক	...	খ
Strontium	...	ত্র্যাংশক	...	ত্র
Barium	...	ভারক	...	ভ
Magnesium	...	মগ্নক	...	ম্
Zinc	...	যশদ	...	য
Cadmium	...	কদম্বক	...	স্ব
Mercury	...	পারদ	...	পা
Copper	...	তাম্র	...	তা
Didymium	...	জিতুমক	...	জি
Lanthanum	...	লহনক	...	হ
Yttrium	...	ইত্তিরক	...	ত
Beryllium	...	বিরলক	...	বি
Erbium	...	উর্বীক	...	উ
Terbium	...	তুর্বীক	...	ব
Thallium	...	স্থলক	...	স্থ
Gold	...	হেম	...	এ
Platinum	...	প্লাটিনক	...	প্
Palladium	...	পল্লদক	...	প্
Osmium	...	অশ্মক	...	শ্ম
Iridium	...	হরিতক	...	ই
Ruthenium	...	রুষক	...	ষ
Rhodium	...	রুদক	...	হ
Lead	...	সীসক	...	সী
Molybdenum	...	মলীমস	...	লী

ইংরাজি নাম ।	বাঙ্গালা নাম ।	সঙ্কেতিক নাম ।
Tungsten ...	তুঙ্গস্থক	তু
Chromium ...	ক্রোমিক	ক্র
Manganese ...	মঙ্গলক	ম
Iron ...	লৌহ (আয়স)	ল
Cobalt ...	কোবাল্ট	কো
Nickel ...	নিকেল	নি
Uranium ...	বরুণক	ণ
Cerium ...	সেরিক	সে
Aluminium ...	ফটিক	ট
Thorium ...	থোরক	থো
Niobium ...	নবক	ন
Tantalum ...	ভন্তালক	ভ
Zirconium ...	জিরকন	জি
Indium ...	সিন্দুক	ক
Scandium ...	স্কান্দক	স্ক
Gallium ...	গলিক	লি
Norwegium ...	নরবীজক	বী
Germanium ...	জার্মানিক	জি
Helium ...	হেলিক	হে
Argon ...	আর্গন	আ

### যৌগিক পদার্থের নাম ।

রসায়নশাস্ত্রে যৌগিক পদার্থের নামকরণের প্রণালী সংক্ষেপতঃ এইরূপে বুঝান যাইতে পারে ।

যৌগিক পদার্থ যাত্রের দুইটা ভাগ, ও সেই দুইটা ভাগ পরস্পর বিপরীত ধর্মীকান্ত । যৌগিক পদার্থের নামটি এরূপ হওয়া আবশ্যিক, যাহাতে নামমাত্রেই তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায় ; অর্থাৎ তাহাতে কি কি উপাদান কি পরিমাণে বর্তমান আছে বুঝা যায় । উপাদান ও তাহাদের সংযোগ প্রণালী অনুসারে যৌগিক পদার্থকে কতকগুলি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে ; যেমন Oxides, Chlorides, Nitrates ইত্যাদি । সাধারণতঃ যৌগিক পদার্থ যাত্রের দুইটা ভাগ ধরা হয় ; এই দুইটা ভাগ কতকটা বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট । যেমন oxide of potassium নামক পদার্থ metal (ধাতু) po-

tassiumএর সহিত non-metal (অপদাত্ত) oxygenএর যোগে উৎপন্ন। আবার nitrate of potash এই পদার্থ কার্বনযুক্ত potash ও অম্লধর্মযুক্ত nitric acid এর যোগে উৎপন্ন। এইরূপ সর্বত্র। ইহাদের নাম শুনিগেই কোন্ কোন্ মূল পদার্থ কি পরিমাণে বর্তমান আছে বলিতে পারা যায়। যৌগিক পদার্থমাত্র যে ছইটী সদৃশ উপাদানে নির্মিত, তাহা লাবোয়াশিয়ার প্রথমে অনুমান করেন, এবং তদনুসারে তিনি নামকরণ প্রণালী প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি যৌগিক পদার্থের গঠন সম্বন্ধে এই দ্বৈতবাদ স্বীকৃত হয় না; তথাপি, ইহার মূলে কতকটা সত্য আছে, এবং এইরূপ নামকরণ প্রণালী বিজ্ঞানে বহুমূল হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার যে কোন কালে পরিবর্তন হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং আমরা বাঙ্গালাতেও সেই প্রণালী অবলম্বন করিব।

তবে প্রাচীন প্রণালীর এক্ষণে একটু রূপান্তর হইয়াছে; oxide of potash অথবা oxide of potassium না বলিয়া potassic oxide, এবং nitrate of potash না বলিয়া potassic nitrate বলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয়। একই অর্থে nitrate of potash, nitrate of potassium, potassic nitrate এই তিন শব্দ রসায়ন শাস্ত্রে অদ্যাপি প্রচলিত থাকিলেও আমরা অনুবাদ কালে শেষটি মাত্র গ্রহণ করিব। ফলকথা, একই পদার্থের পাঁচটা জৈবং বিসদৃশ নাম যেখানে বর্তমান, আমরা সেখানে যে নামটি সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত সেইটিই গ্রহণ করিব।

ইংরাজি potassic oxide, calcic nitrate ইত্যাদি স্থলে, oxide, nitrate প্রভৃতি অপদাত্তমূলক ভাগটি বিশেষ্য ভাবে ও potassic, calcic ইত্যাদি ধাতুমূলক ভাগটি বিশেষণ ভাবে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গলায় উন্টাইয়া অপদাত্তপ্রধান ভাগটিকে অগ্রে (বিশেষণ স্বরূপে) ও ধাতুপ্রধান ভাগটিকে পরে (বিশেষ্য স্বরূপে) ব্যবহারে সুবিধা হইতে পারে। উদাহরণে এ বিষয় স্পষ্ট হইবে।

### OXIDES.

Oxygenএর সহিত যোগে উৎপন্ন পদার্থের নাম oxide। Oxygenএর সহিত যোগ ক্রিয়ার রাসায়নিক নাম oxidation বা দহন। মূল পদার্থ পোড়াইয়া oxide প্রস্তুত হয়। অবশ্য সর্বত্র দহনকালে তাপ বা আলোক উৎপন্ন না হইতে পারে; তবে তাপোদ্ভবটা সাধারণতঃ দহন ব্যাপারের আন্তরঙ্গিক ধরা যাইতে পারে। আমরা oxide মাত্রকে দ্বন্দ্ব পদার্থ বলিব। রসায়নে oxide শব্দের উল্লেখের এত বাহুল্য, যে উহার জন্ত একটি সুখোচ্ছাৰ্য্য বাঙ্গলা শব্দের প্রয়োজন। ‘দ্বন্দ্ব’ এই শব্দের মত সার্থক অথচ ক্রটিহীন শব্দ খুঁজিয়া পাইলাম না। বস্তুতঃ oxide অর্থে দ্বন্দ্ব শব্দ প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছি বলিয়াই, oxygenএর প্রাচীন অল্পজান নাম উঠাইতে হইয়াছে ও তৎপরিবর্তে দহক বাহু নাম দেওয়া গিয়াছে।

অনেক গুলি মূল পদার্থের একাধিক oxide আছে। এই স্থানে এই পার্থক্য বোধের জন্ত বিশেষ উপায় নির্ধারণ আবশ্যক। লৌহের দুইটি oxide বিশেষ পরিচিত; একটির নাম *ferrous oxide*, অপরটির নাম *ferric oxide*; এই *ous* ও *ic* দ্বারা বিভেদ স্থিতি হইতেছে। যেটিতে oxygen এর পরিমাণ অল্প তাহার নামে *ous*, ও যাহাতে অধিক তাহার নামে *ic* ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ লৌহ যেন দুইটা অবস্থায় oxygen গ্রহণ করে; এক অবস্থায় যে পরিমাণ oxygen গ্রহণ করে, অল্প অবস্থায় তাহার দেড় গুণ oxygen গ্রহণ করে। প্রথম অবস্থায় লৌহের একটি পরমাণু একটি মাত্র oxygen পরমাণু আকর্ষণ ও গ্রহণ করে। দ্বিতীয় অবস্থায় লৌহের দুইটি পরমাণু তিনটি oxygen পরমাণু আকর্ষণ ও গ্রহণ করিতে পারে। পরমাণুর এই আকর্ষণ শক্তির ও গ্রহণ শক্তির ইংরাজি নাম *valency or atomicity*। *Atomicity*র বাঙ্গলায় পারমাণবিকত্ব বলিতে গেলে উৎকট হয়; পরমাণুর মাত্রা এই পর্য্যন্ত বলা যাইবে।

বাঙ্গলায় এই মাত্রাভেদ অর্থাৎ বিজাতীয় পরমাণু গ্রহণের শক্তিভেদ দুই উপায়ে নির্দিষ্ট হইতে পারে। এক, *ferric*=লৌহ, *ferrous*=লৌহ, *auric*=হৈম, *aurous*=হৈম, *argentie*=রাজত। *argentous*=রজত। কিন্তু এই উপায় সর্বত্র চলিবে না।

সংস্কৃত ভাষায় স্বার্থে ও অনার্থে ‘ক’ প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে। যেমন পুত্র=পুত্রক, মানব=মানবক। আমরা এই ‘ক’ প্রত্যয় দ্বারা মূল পদার্থের পরমাণুর মাত্রা ভেদ জ্ঞাপন করিব।

<i>ferrous</i> = লৌহ	<i>ferric</i> = লৌহক্
<i>cuprous</i> = তাম্র	<i>cupric</i> = তাম্রক
<i>manganous</i> = মঙ্গল	<i>manganic</i> = মঙ্গলক
<i>nitrous</i> = নরুত	<i>nitric</i> = নরুতক
<i>chlorous</i> = হরিন	<i>chloric</i> = হরিনক।

বহু স্থলে পরমাণুর মাত্রা দুইএর ও অধিক দেখা যায়। একরূপ স্থলে উপসর্গ ব্যবহার তির উপায় নাই। ইংরাজিতে *per*, *hypo* প্রভৃতি উপসর্গ ব্যবহৃত হয়, বাঙ্গালা *per* স্থলে ‘পরি’, *hypo* স্থলে ‘উপ’, ব্যবহার করা যাইবে। যথা—

*chloric* = হরিনক

*perchloric* = পরি-হরিনক

এবং

*chlorous* = হরিন

*hypo-chlorous* = উপ-হরিন

একগুণে কতকগুলি উদাহরণ দিলে বাঙ্গালার oxide গণের নামকরণ প্রণালী স্পষ্ট

হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে ইংরাজিতে oxide শব্দ পরে বসে, বাঙ্গালায় দক্ষ শব্দ পূর্বে বসিবে।

potassic oxide = দক্ষ পত্ৰক  
 calcic oxide = দক্ষ খটিক  
 magnesian oxide = দক্ষ মগ্নক  
 cuprous oxide = দক্ষ তাম্রক  
 cupric oxide = দক্ষ তাম্রিক  
 ferrous oxide = দক্ষ লৌহ  
 ferric oxide = দক্ষ লৌহক  
 antimonious oxide = দক্ষাজন  
 antimonic oxide = দক্ষাজনক  
 phosphorous oxide = দক্ষ ক্ষুর  
 phosphoric oxide = দক্ষ ক্ষুরক

শেষোক্ত নামে একটু গোল আছে। ধাতুজ oxide অর্থাৎ দক্ষ ধাতু জলের সহিত যুক্ত হইয়া সাধারণতঃ ক্ষারের কার্য্য করে। কিন্তু অপধাতুজ oxide অর্থাৎ দক্ষ অপধাতু সাধারণতঃ জলের সহিত মিলিত হইয়া acid বা অম্লের উৎপাদন করে। যেমন phosphorous oxide হইতে জলযোগে phosphorous acid, এবং phosphoric oxide হইতে জলযোগে phosphoric acid উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত উক্ত দুই পদার্থকে acid anhydride = উদকশূন্য অম্ল, সংক্ষেপতঃ anhydride মাত্র বলা প্রথা আছে। Phosphorous oxide কে phosphorous anhydride ও phosphoric oxide কে phosphoric anhydride বলা হয়। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে বাঙ্গালায় নিরুদক ক্ষুর ও নিরুদক ক্ষুরক বলা চলিতে পারে। ইংরাজি নামগুলিই উৎকট; বাঙ্গালাও উৎকট হইল। ক্ষুরান ও ক্ষুরকান বলায় হানি আছে কি ?

Phosphorus এ গোল লাগে না; নীচে নামিয়া গেলে লাগে। উপরে যে প্রণালীতে নামকরণ হইল তদনুসারে  $N_2O_2$  = nitrous oxide এবং  $N_2O_5$  = nitric oxide হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু nitrogen এর অনূন পাঁচটি oxide বর্তমান। এই ক্ষণ এই স্থানে সাধারণ নিয়মের ব্যতিচার করিয়া ইংরেজি নিম্নলিখিতরূপ নামকরণ প্রচলিত হইয়াছে।

$N_2O$  = nitrous oxide  
 $N_2O_2$  = nitric oxide  
 $N_2O_3$  = nitrous anhydride  
 $N_2O_4$  = nitric peroxide  
 $N_2O_5$  = nitric anhydride

সাধারণ নিয়ম অনুসারে nitrous oxide বলিলে  $N_2O_3$ , nitric oxide বলিলে  $N_2O_5$  বুঝান উচিত। কিন্তু তাহা বুঝায় না;  $N_2O_3$  ও  $N_2O_5$  হইতে জলযোগে অল্প উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাদিগকে যথাক্রমে nitrous anhydride ও nitric anhydride বলা হইয়া থাকে; এবং অল্প দুই oxide ( $N_2O$  ও  $N_2O_2$ ), nitrous oxide ও nitric oxide অভিহিত হয়। বলা বাহুল্য এই খানে ইংরাজি রসায়নে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। বাঙ্গালায় ব্যতিক্রম ও ব্যতিচারের অনুসরণ করিবার সম্যক্ কারণ দেখি না। সেই জন্য আমরা এই-এইরূপ বলিতে চাহি।

$N_2O$ (nitrous oxide)	=	উপদগ্ধ মরুত
$N_2O_2$ (nitric oxide)	=	আদগ্ধ মরুত
$N_2O_3$ (nitrous anhydride)	=	দগ্ধ মরুত
$N_2O_4$ (nitric peroxide)	=	আদগ্ধ মরুতক
$N_2O_5$ (nitric anhydride)	=	দগ্ধ মরুতক

আ এই উপসর্গে 'ঈষদূন' এই ভাব আইসে। সুতরাং যে oxide দগ্ধ মরুতকের ঈষৎ নিম্নবর্তী, তাহাকে আদগ্ধ মরুতক বলিব, যে oxide দগ্ধ মরুতের ঈষৎ নিম্নবর্তী তাহাকে আদগ্ধ মরুত বলিব।

$N_2O$  প্রকৃতপক্ষে hyponitrous anhydride হওয়া উচিত; কিন্তু hyponitrous acid আমাদের পরিচিত নহে বলিয়াই এই নাম অবলম্বিত না হইয়া nitrous oxide এই অসঙ্গত নাম প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু hyponitrous acid যে একেবারে অস্তিত্ব-হীন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং আমরা উহাকে উপদগ্ধ মরুত এই আখ্যা দিলাম।

Nitrogenএর পাঁচ oxide আছে; Chlorineএর সাতটি পর্য্যন্ত oxide হওয়া সম্ভব। উভয়ের মাত্রাগত ও নামগত সামঞ্জস্য রাখিবার অনুরোধে আমরা এস্থলেও ইংরাজি মতের সম্পূর্ণ অনুসরণ করিলাম না।

$Cl_2O$ (hypochlorous anhydride)	=	উপদগ্ধ হরিণ
$Cl_2O_2$ (chlorous oxide)	=	আদগ্ধ হরিণ
$Cl_2O_3$ (chlorous anhydride)	=	দগ্ধ হরিণ
$Cl_2O_4$ (chloric oxide)	=	আদগ্ধ হরিণক
$Cl_2O_5$ (chloric anhydride)	=	দগ্ধ হরিণক
$Cl_2O_6$ (অজ্ঞাত)		
$Cl_2O_7$ (perchloric anhydride)	=	পরিদগ্ধ হরিণক

Chlorine পক্ষে ঘাটা হইল, Bromine ও Iodine পক্ষেও সেই বিধান হইবে। তবে Bromine ও Iodineএর oxide এত গুলি বর্তমান নাই, অথবা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

অঙ্গারের দুইটি oxide ;  $\text{CO}$  = carbonic oxide,  $\text{CO}_2$  = carbonic anhydride ( carbonic acid or carbon dioxide ) ; এখানেও একটু গোল আছে । Formic acid হইতে জল বাহির করিয়া লইলে  $\text{CO}$  ( carbonic oxide ) পাওয়া যায় ; এবং carbonic acid হইতে জল বাহির করিলে  $\text{CO}_2$  পাওয়া যায় । এই হিসাবে formic acidকে carbonous acid ও  $\text{CO}$ কে carbonous anhydride বলা উচিত । তবে  $\text{CO}$  পদার্থ anhydride রূপে গণ্য হয় না ; উহাতে জল যোগ করিলে formic acid তৈয়ার হয় না, বোধ হয় এই কারণে ।

যাহাই হউক, এস্থলেও ইংরাজি নামকরণে অসঙ্গতি ও সাধারণ রীতির ব্যতিচার হইয়াছে সন্দেহ নাই । সুতরাং আমরা বাঙ্গালাতে এই অসঙ্গতি পরিহার করিয়া  $\text{CO}_2$  = দক্ষাঙ্গারক, ও  $\text{CO}$  = দক্ষাঙ্গার বজায় রাখিব ।

গন্ধকের দুইটি oxide পরিচিত ;  $\text{SO}_2$  ( sulphurous anhydride ) কে দন্ধ গন্ধ ও  $\text{SO}_3$  ( sulphuric anhydride ) কে দন্ধ গন্ধক বলা যাইবে ।

Non-metallic পদার্থের oxide সম্বন্ধে একরূপ ব্যবস্থা হইল । Metallic oxide সম্বন্ধে আরও কিছু বক্তব্য আছে ।

উপরে লৌহের দুইটি oxide এর উল্লেখ করিয়াছি ; —  $\text{FeO}$ , ferrous oxide = দন্ধ লৌহ, এবং  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , ferric oxide = দন্ধ লৌহক । এতদ্ব্যতীত আরও oxide আছে । যথা  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  এই পদার্থের ইংরাজি নামেরও অদ্যাপি স্থিরতা নাই । কেহ বলিতে চাহেন triferric tetroxide—লৌহ ও oxygen-এর পরমাণুর সংখ্যানুসারে এই নাম । কেহ বলেন ferrous-ferric oxide, কেন না  $\text{FeO} + \text{Fe}_2\text{O}_3 = \text{Fe}_3\text{O}_4$  অর্থাৎ কি না, ferrous ও ferric দুই oxide-এর যোগে ইহা উৎপন্ন । এই দ্বিতীয় নামটি অপেক্ষাকৃত সঙ্গত । বাঙ্গালায় তর্জমা করিতে গেলে দন্ধ লৌহ—লৌহক দাঁড়ায় । অকারণে উৎকটতা না বাড়াইয়া আমরা nitrogen ও chlorine-এর পক্ষে অবলম্বিত প্রথা অনুসারে ইহাকে আদন্ধ লৌহক বলিব ।

$\text{Fe}_3\text{O}_4$  = আদন্ধ লৌহক ; কেন না ইহাতে oxygen-এর আপেক্ষিক পরিমাণ দন্ধ লৌহক  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  অপেক্ষা জঁষং ন্যূন । উভয় স্থলের লৌহ পরমাণুর মাত্রা ভেদ ঐ ‘আ’ উপসর্গ যোগে নির্দিষ্ট হইতেছে ।

এই হিসাবে manganese, chromium প্রভৃতি স্থলে ঐরূপ নিয়ম চলিতে পারে ।

$\text{MnO}$  ( manganous oxide ) = দন্ধ মঙ্গল

$\text{Mn}_2\text{O}_3$  ( manganic oxide ) = দন্ধ মঙ্গলক

$\text{Mn}_3\text{O}_4$  ( mangano-manganic oxide ) = আদন্ধ মঙ্গলক

$\text{MnO}_2$  ( manganic peroxide ) = পরিদন্ধ মঙ্গলক

ইহাতেও রক্ষা নাই । মঙ্গলক ধাতু আরও oxygen গ্রহণ করিতে পারে ; যেমন

$MnO_3$  ও  $Mn_2O_7$ । Oxygen এর পরিমাণ বৃদ্ধিতে ইহারা অক্সোপাদকের কার্য করে।  $SO_3$  হইতে যেমন sulphuric acid তৈয়ার হয়,  $MnO_3$  হইতে সেইরূপ man-ganic acid তৈয়ার হয় ; এবং  $Cl_2O_7$  হইতে যেমন perchloric acid জন্মে,  $Mn_2O_7$  হইতে সেইরূপ permanganic acid জন্মে। বস্তুতঃ  $MnO_3$  ও  $Mn_2O_7$  এই দুই পদার্থ anhydride. আমরা পূর্বে anhydride শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহার প্রয়োজন বোধ করি নাই। এস্থলে তজ্জন্ত বিষয় অসুবিধায় পড়িতে হইতেছে।  $SO_3$  কে sulphuric anhydride না বলিয়া sulphuric oxide ধরিয়াছি ও তদনুসারে দন্ধ গন্ধক নাম দিয়াছি। কিন্তু এস্থলে  $MnO_3$  কে দন্ধ মঙ্গলক বলিলে চলিতেছে না ; কেন না  $Mn_2O_3$  আমা-দের মতে দন্ধ মঙ্গলক। আবার  $Cl_2O_7$  কে perchloric anhydride না ধরিয়া chlo-ric peroxide স্বরূপ ধরিয়াছি ও তদনুসারে পরিদন্ধ হরিণক বলিয়াছি। কিন্তু  $Mn_2O_7$  পরিদন্ধ মঙ্গলক হইতে পারে না, কেন না  $MnO_2$  আমাদের মতে পরিদন্ধ মঙ্গলক। এখন উপায় ?

উপায় এই  $MnO_2$  পরিদন্ধ মঙ্গলক বাহাল রাখিয়া  $MnO_3$  কে দন্ধ পরিমঙ্গল অথবা মঙ্গলকাল বলা যাইবে।  $Mn_2O_7$  কে কাছেই দন্ধ পরিমঙ্গলক অথবা পরিমঙ্গলকাল বলিলে গোল মিটিবে।

সৌভাগ্যক্রমে  $MnO_3$  ও  $Mn_2O_7$  ও তজ্জনিত অল্প পদার্থ আমাদের সেরূপ পরিচিত নহে। সুতরাং এই স্থলে একটু যে গোলযোগ ঘটিল, তাহার জন্ত বিশেষ তস্তুবিধা দাঁড়াইবে না। বিশেষতঃ ইংরাজিতেও যখন গোল রহিয়াছে, বিভিন্ন মহাজনের বিভিন্ন পথ, তখন আমাদের বিশেষ চুংখের কারণ নাই। বরঞ্চ উপরে যেরূপ নির্দিষ্ট করা গেল, তাহাতে ইংরাজি অপেক্ষা বাঙ্গালাতে গোল কম হইবে বলিয়াই বোধ হইতেছে। এক্ষণে উপরে নির্দ্ধারিত সূত্র কয়টি আশ্রয় করিয়া রসায়ন শাস্ত্রোক্ত প্রধান oxide গুলির বাঙ্গালা নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিম্নে দেওয়া গেল।

$H_2O$  = দন্ধাক্তনক

$H_2O_2$  = পরিদন্ধাক্তনক

$Cl_2O$  = উপদন্ধ হরিণ ( উপায় হরিণ )

$Cl_2O_2$  = আদন্ধ হরিণ

$Cl_2O_3$  = দন্ধ হরিণ ( অল্প হরিণ )

$Cl_2O_4$  = আদন্ধ হরিণক

$Cl_2O_5$  = দন্ধ হরিণক ( অল্প হরিণক )

$Cl_2O_7$  = পরিদন্ধ হরিণক ( পর্যায় হরিণক )

$Br_2O$  = উপদন্ধাক্তন

$I_2O_5$  = দন্ধ নীলীনক

$I_2O_7$  = পরিদন্ধ নীলীনক

$B_2O_3$  = দন্ধ বোরক

$CO$  = দন্ধাক্তার

$CO_2$  = দন্ধাক্তারক ( অল্পাক্তারক )

$SiO_2$  = দন্ধ সিকতক ( অল্প সিকতক )

$SnO$  = দন্ধ রঙ্গ

$SnO_2$  = দন্ধ রঙ্গক

$N_2O$  = উপদন্ধ মরুত

$N_2O_2$  = আদন্ধ মরুত

$N_2O_3$  = দন্ধ মরুত ( অল্প মরুত )

$N_2O_4$  = আদ্র দ্রবতক

$N_2O_5$  = দ্রব দ্রবতক (অল্প দ্রবতক)

$P_2O_3$  = দ্রব দ্রব ( অল্প দ্রব )

$P_2O_5$  = দ্রব দ্রব ( অল্প দ্রব )

$As_2O_3$  = দ্রব তাল ( অল্প তাল )

$As_2O_5$  = দ্রব তালক ( অল্প তালক )

$Sb_2O_3$  = দ্রব তাল ( অল্প তাল )

$Sb_2O_5$  = আদ্র তালক

$Sb_2O_6$  = দ্রব তালক ( অল্প তালক )

$Bi_2O_3$  = আদ্র বিস্মিত

$Bi_2O_5$  = দ্রব বিস্মিত

$Bi_2O_6$  = আদ্র বিস্মিত

$Bi_2O_7$  = দ্রব বিস্মিত

$S_2O_2$  = দ্রব গন্ধ ( অল্প গন্ধ )

$S_2O_3$  = দ্রব গন্ধক ( অল্প গন্ধক )

$SeO_2$  = দ্রব সেম

$TeO_2$  = দ্রব ভৌম

$TeO_3$  = দ্রব ভৌম

$K_2O$  = দ্রব পত্রক

$K_2O_2$  = পরিদ্রব পত্রক

$K_2O_4$  = দ্রব পরিপত্রক

$Na_2O$  = দ্রব সর্জিক

$BaO$  = দ্রব ভারক

$BaO_2$  = পরিদ্রব ভারক

$CaO$  = দ্রব খটিক

$MgO$  = দ্রব মথক

$ZnO$  = দ্রব বশদক

$Hg_2O$  = দ্রব পারদ

$HgO$  = দ্রব পারদক

$Cu_2O$  = দ্রব তাম্র

$CuO$  = দ্রব তাম্রক

$Ag_2O$  = দ্রব রজত

$Ag_2O$  = দ্রব রজতক

$Ag_2O_2$  = পরিদ্রব রজতক

$Am_2O$  = দ্রব হেম

$Am_2O_2$  = দ্রব হেমক

$PtO$  = দ্রব প্লাতিন

$PtO_2$  = দ্রব প্লাতিনক

$Pb_2O$  = দ্রব সীস

$PbO$  = দ্রব সীসক

$Pb_2O_4$  = অবাপরিদ্রব সীসক

$Pb_2O_5$  = অপরিদ্রব সীসক

$PbO_2$  = পরিদ্রব সীসক

$Al_2O_3$  = দ্রব ফটিক

$FeO$  = দ্রব লৌহ বা দ্রবায়স

$Fe_2O_3$  = দ্রব লৌহক, দ্রবায়সক

$Fe_2O_4$  = আদ্রায়সক

$CoO$  = দ্রব গুহ

$Co_2O_3$  = দ্রব গুহক

$Co_2O_4$  = আদ্র গুহক

$NiO$  = দ্রব নিকেল

$Ni_2O_3$  = দ্রব নিকেলক

$CrO$  = দ্রব ক্রোম

$Cr_2O_3$  = দ্রব ক্রোমক

$Cr_2O_4$  = আদ্র ক্রোমক

$CrO_2$  = পরিদ্রব ক্রোমক

$CrO_3$  = দ্রব পরিক্রোম ( অল্প ক্রোমক )

$MnO$  = দ্রব মঙ্গল

$Mn_2O_3$  = দ্রব মঙ্গলক

$Mn_3O_4$  = আদ্র মঙ্গলক

$MnO_2$  = পরিদ্রব মঙ্গলক

$MnO_3$  = দ্রব পরিমঙ্গল ( অল্প মঙ্গলক )

$Mn_2O_7$  = দ্রব পরিমঙ্গলক ( অল্প পরিমঙ্গলক )

### SULPHIDES, SELENIDES, TELLURIDES.

Oxide গণের নামকরণ স্থির হইয়া গেলে আর এখানে কষ্ট পাইতে হইবে না। Sulphur ( গন্ধক ), selenium ( সোমক ), ও tellurium ( ভৌমক ) সর্বতোভাবে oxygen-এরই অনুরূপ। Sulphide কে গন্ধক পদার্থ, selenideকে সোমক পদার্থ ও tellurideকে ভৌমক পদার্থ বলা চলিতে পারে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাউক।

$H_2S$ = গন্ধাজনক	$As_2S_3$ = গন্ধ তাল
$H_2Se$ = সোমাজনক	$As_2S_5$ = গন্ধ তালক
$H_2Fe$ = ভৌমাজনক	$Hg_2S$ = গন্ধ পারদ
$K_2S$ = গন্ধ পত্রক	$HgS$ = গন্ধ পারদক
$BaS$ = গন্ধ ভারক	$FeS$ = পরিগন্ধায়ক

### FLUORIDES, CHLORIDES, BROMIDES, IODIDES.

Oxygenএর স্থলে fluorine, chlorine, bromine, iodine, প্রভৃতি বসিয়া এই সকল পদার্থ প্রস্তুত হয়। সুতরাং যে যে oxideএর স্থলে যে যে chloride প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে, তদনুসারে নাম রাখিলেই চলিবে।

উদাহরণঃ -

$H F$ = দীপ্তাজনক	$P Cl_3$ = হরিণ ক্ষুবক
$H Cl$ = হরিণাজনক	$AsCl_3$ = হরিণ তাল
$H Br$ = অরুণাজনক	$AsCl_5$ = হরিণ তালক
$H I$ = নীলাজনক	$SbCl_3$ = হরিণাজন
$CaF_2$ = দীপ্ত খটিক	$SbCl_5$ = হরিণাজনক
$BaCl_2$ = হরিণ ভারক	$K F$ = দীপ্ত পত্রক
$HgCl_2$ = হরিণ পারদক	$PtCl_2$ = হরিণ প্রাণিন
$Hg_2Cl_2$ = হরিণ পারদ	$PtCl_4$ = হরিণ প্রাণিনক
$PbCl_2$ = হরিণ সীসক	$AuCl$ = হরিণ হেম
$PbCl_4$ = পরিহরিণ সীসক	$AuCl_3$ = হরিণ হেমক
$PCl_3$ = হরিণ ক্ষুর	ইত্যাদি।

### NITRIDES, PHOSPHIDES, ARSENIDES, ANTIMONIDES.

উল্লিখিত সূত্রানুসারে এই সকল পদার্থের নামকরণে কোন ভ্রমের সম্ভাবনা নাই।

যথা, —  $B N$  = মরুত বোরক

$H_3P$  = ক্ষুরাজনক।

ইত্যাদি।

$H_3N$ ,  $H_3P$ ,  $H_3As$ ,  $H_3Sb$  এই কয়েকটি পদার্থের ইংরাজি নাম যথাক্রমে hydrogen nitride, hydrogen phosphide, hydrogen arsenide প্রভৃতি ।

Phosphuretted hydrogen প্রভৃতি যে নাম প্রচলিত দেখা যায়, তাহা আমরা অবৈজ্ঞানিক বলিয়া ধরিব না। কিন্তু এই পদার্থগুলির আর কয়েকটি সংক্ষিপ্ত নাম প্রচলিত হইয়াছে, Organic Chemistryতে তাহা বিশেষ রূপে ব্যবহৃত ;

যথা,—

$H_3N$  = amine

$H_3P$  = phosphine

$H_3As$  = arsine

$H_3Sb$  = stibine.

এই কয়েকটির বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া দরকার। আমরা যথাক্রমে অমীন, স্কুরীন, তালীন, ও অঞ্জীন অভিধান দিলাম।

#### CARBIDES &c.

Carbide গণের মধ্যে  $CH_4$  অর্থাৎ hydrogen carbide প্রধান ; এবং এই পদার্থ Organic Chemistryর ভিত্তি স্বরূপ। ইহা সাধারণতঃ marsh gas নামে অভিহিত হয় ; বিজ্ঞানে ব্যবহৃত নাম methane ।

আমরা ইহাকে মিথীন বলিব।  $SiH_4$  = hydrogen silicide = সিকতাজনক অথবা silico-methane = সিকত মিথীন।

#### ACIDS AND BASES.

Acid শব্দের অর্থ অম্ল। কিন্তু acid মাত্রই অম্লগুণবান্ধ নহে। সুতরাং আজকাল এই নামের কোন স্বার্থকতা নাই। বিশেষতঃ বিজ্ঞানের চোখে acid ও salt ইহাদের মধ্যে বিশেষ মৌলিক প্রভেদ কিছু নাই। Hydrogen salt মাত্রই acid ; এই হিসাবে বাহাকে sulphuric acid বলা যায় তাহার প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক নাম hydrogen sulphate। তথাপি sulphuric acid নাম যে বিজ্ঞানে লুপ্ত হইবে, তাহার বিশেষ সম্ভাবনা দেখি না। সুতরাং acid শব্দের বাঙ্গালা দরকার।

বৈদ্যশাস্ত্রে দ্রবকজাবক, মহাদ্রাবক, শব্দজাবক প্রভৃতি দ্রাবকের উল্লেখ দেখা যায়। এই acid অর্থে দ্রাবক বজায় রাখা যাইতে পারে। যদিও সকল acid মধ্যে দ্রাবণ ক্ষমতা নাই, তথাপি এই নামে কোন আপত্তি ঘটিবে না।

Base অর্থে ক্ষার শব্দ কয়েকখানি রাসায়নিক গ্রন্থে চলিত হইয়াছে দেখিতে পাই। উদ্ভিজ্জ পোড়াইয়া যে ভস্মাবশেষ থাকে তাহাকে ক্ষার বলে ; সেই পদার্থে অবশ্য alkaline ধর্ম বিদ্যমান আছে। কিন্তু সংস্কৃত বৈদ্যক শাস্ত্রে অত্রান্ত অনেক ক্ষারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের alkaline অথবা basic ধর্ম নাই, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা

salt. উদাহরণ স্বরূপে যবক্ষার (nitre or সোরা), সর্জিক ক্ষার (সাজিমাটি, টঙ্কন ক্ষার (সোহাগা) প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি। যাহাই হউক, আজকাল ক্ষার বলিলে alkali বুঝায়। সুতরাং ঐ শব্দের ঐ অর্থ বাহাল রাখা মাইতে পারে।

Salt শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ স্থির করিতে পারি নাই। ভাস্ক শব্দ salt অর্থে ব্যবহারে ক্ষতি কি? বৈদ্যক শাস্ত্রে যে সকল ভাস্কের উল্লেখ আছে, তাহারা অনেকে oxide মাত্র, আবার অনেকে প্রকৃত salt। Oxideদের জন্ত ক্ষার শব্দ রাখিয়া salt শব্দে আপাততঃ 'ভাস্ক' বলা চলিতে পারে।

Basic oxide এ জল যোগে যে সকল পদার্থ জন্মে, তাহাদিগকে hydrate or hydroxide বলে। বাঙ্গালায় 'সোদ' ব্যবহার চলে না কি? যথা,—

potassic hydroxide = সোদ পত্রক

ferrous hydroxide = সোদ অয়স

ferric hydroxide = সোদ অয়সক

cuprous hydroxide = সোদ তাম্র

cupric hydroxide = সোদ তাত্রক

ইত্যাদি।

Oxideদের নামকরণ কালে যে কয়েকটি স্থল - যা গিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া কতকগুলি প্রধান প্রধান acid এর বাঙ্গালি পাড়ায়; নিম্নে তালিকা দিলাম :—

chlorous acid = হা

chloric acid = হরিণক দ্রাবক

hypochlorous acid = উপহরিণ দ্রাবক

perchloric acid = পরিহরিণক দ্রাবক

iodic acid = নীলক দ্রাবক

nitrous acid = মরুত দ্রাবক

nitric acid = মরুতক দ্রাবক

phosphorous acid = ক্ষুর দ্রাবক

phosphoric acid = ক্ষুরক দ্রাবক

hypo-phosphorous acid = উপক্ষুর দ্রাবক

arsenious acid = তাল দ্রাবক

arsenic acid = তালক দ্রাবক

manganic acid = মঙ্গলক দ্রাবক

permanganic acid = পরিমঙ্গলক দ্রাবক

chromic acid = ক্রোমিক দ্রাবক

জলের পরিমাণের তারতম্যানুসারে phosphoric acid ত্রিবিধ ;—ortho-phosphoric, meta-phosphoric, pyro-phosphoric । ইহাদের সম্বন্ধে এইরূপ প্রস্তাব করিতে চাই :—

ortho or ordinary phosphoric acid = ক্ষুরক দ্রাবক

meta-phosphoric acid = অভিক্ষুরক দ্রাবক

pyro-phosphoric acid = অধিক্ষুরক দ্রাবক ।

এই হিসাবে antimony খটত acid গুলি এইরূপ দাঁড়ায় :—

metantimonious acid = অভ্যঞ্জন দ্রাবক

antimonious acid = অঞ্জন দ্রাবক

metantimonic acid = অভ্যঞ্জনক দ্রাবক

antimonic acid = অঞ্জনক দ্রাবক

pyrantimonic acid = অধ্যঞ্জনক দ্রাবক

আরও কয়েকটি উদাহরণ :—

carbonic acid = অঙ্গারক দ্রাবক

silicic acid = সিকতক দ্রাবক

meta-silicic acid = অভিসিকতক দ্রাবক

boric acid = বরক

meta-boric acid = অরক দ্রাবক

sulphurous acid = সবক

sulphuric acid = গন্ধক দ্রাবক

pyrosulphuric acid (Nordhausen sulphuric acid) = অধিগন্ধক দ্রাবক ।

pyrochromic acid (bichromic acid) = অধিক্রোমক দ্রাবক

### SALT.

Salt অথবা ভস্ম সকলের নামকরণে ইংরেজের অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না । ইংরাজিতে এ বিষয়ে যে একটি শিথিলতা দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙ্গালায় তাহার পূর্ব হইতেই পরিহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে । এক পদার্থকেই ইংরাজিতে carbonate of potash, carbonate of potassium, potassic carbonate বলে । প্রথম নামটির সহিত একটি রসায়নশাস্ত্রবিদ প্রাচীন তত্ত্ব জড়িত রহিয়াছে । সে কালের মতে salt মাত্রই base এবং acid যোগে উৎপন্ন হয় । Potash নামক base ও carbonic acid যোগে যে salt হয়, তাহার নাম carbonate of potash. আজকালি সেই পুরাতন সিদ্ধান্তের মূলোচ্ছেদ হইয়াছে । রসায়নবিৎ তাহা জানেন । এই হেতু আধুনিক নাম potassic carbonate. আমরা অনুবাদ কালে আধুনিক প্রণালীই অবলম্বন করিব ।

বাগ্‌বাহুল্য ব্যতিরেকে একবারে উদাহরণ দেওয়া যাউক :—

- potassic nitrate = মরুতকীয় পত্রক  
 potassic nitrite = মরুতীয় পত্রক  
 sodic carbonate = অঙ্গারকীয় সজ্জিক  
 calcic sulphate = গন্ধকীয় খটিক  
 ferrous sulphate = গন্ধকীয় আয়স  
 ferric sulphate = গন্ধকীয়ায়সক  
 ferrous sulphite = গন্ধকীয় আয়স  
 ferric sulphite = গন্ধকীয় আয়সক  
 sodic phosphate = ক্ষুরকীয় সজ্জিক  
 sodic phosphite = ক্ষুরীয় সজ্জিক  
 sodic hypophosphite = উপক্ষুরীয় সজ্জিক  
 calcic metaphosphate = অতিক্ষুরকীয় খটিক  
 potassic pyrophosphate = অবিক্ষুরকীয় পত্রক  
 magnesic carbonate = অঙ্গারকীয় মগ্নক  
 potassic chlorate = হরিণকীয়  $\frac{2}{3}$  অক্স  
 potassic bromate = অঙ্গারকীয়  $\frac{5}{3}$  অক্স  
 potassic iodate = নীলকীয় পত্রক  
 sodic perchlorate = পরিহরিণকীয় সজ্জিক  
 potassic periodate = পরিনীলকীয় পত্রক  
 potassic manganate = মঙ্গলকীয় পত্রক  
 potassic permanganate = পরিমঙ্গলকীয় পত্রক  
 potassic chromate = ক্রোমকীয় পত্রক  
 potassic bichromate  
 (= potassic pyrochromate) = অধিক্রোমকীয় পত্রক

এই কয়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট বিবেচিত হইবে।

Acidকে hydrogen salt বিবেচনা করিলে sulphuric acid or hydrogen sulphate স্থানে গন্ধকীয় অক্সনক, ও sulphurous acid বা hydrogen sulphite স্থানে গন্ধকীয়অক্সনক দাঁড়ায়।

## RADICALS.

রসায়ন শাস্ত্রে কতকগুলি radical নামক পদার্থের উল্লেখ আছে ; ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। অজ্ঞাত পদার্থের যোগে তাহারা বিবিধ পদার্থ প্রস্তুত করে। তন্মধ্যে কতকগুলি radical এর নাম এইরূপ দেওয়া যাইতে পারে।

Hydroxyl = উদৎ

Nitroxyl = মরুদৎ

Carboxyl = অঙ্গারদৎ

Cyanogen = শ্যামৎ

Ammonium = অম্মীনৎ

Amidogen = অমৎ

Phosphonium ক্ষুরীণৎ

Carbinol = অঙ্গারৎ

Methyl = মিথৎ

Ethyl = ঈথৎ

Propyl = প্রপৎ

Butyl = তূরীয়ৎ

Pentyl = পঞ্চৎ

ইত্যাদি।

## উপসংহার।

রাসায়নিক পরিভাষা অতি বিস্তৃত। যৌগিক পদার্থের সংখ্যা নাই। নিত্য নূতন পদার্থ আবিষ্কৃত হইতেছে। নিত্য নূতন যৌগিক পদার্থ এবং radical এর নামকরণ দরকার। উপরে যাহা প্রস্তাবিত হইল, তাহা ভিত্তিস্বরূপ করিয়া কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে। জৈব রসায়ন বা Organic Chemistryতে হাত দিতে এখনও সাহস করি নাই। Inorganic Chemistryর পরিভাষা উল্লিখিত প্রস্তাব অবলম্বন করিলে একরূপ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে। এই আশায় আমার প্রস্তাব সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। প্রস্তাব যদি অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে ইহার প্রসার বর্দ্ধনের চেষ্টা করা যাইবে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

## সাহিত্যসমালোচনা।

ভারতমঙ্গল।—পূর্ব খণ্ড। শ্রীআনন্দচন্দ্র মিত্র বিরচিত। মূল্য ২৮ ছই টাকা। ভারতমঙ্গল অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত হইয়াছে। ইহার প্রথম খণ্ড ৩৯০ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। গ্রন্থকার কবি, ভাবুক এবং অমিত্রাক্ষর কবিতারচনায় সর্বিশেষ ক্ষমতাশালী। অসাম্প্রদায়িক ধর্ম ও উহার সাধনপ্রণালী বিবৃত করা এবং বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রভাবে যে সকল আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, কাব্যাকারে তৎসমুদয়কে বঙ্গীয়-সাহিত্যের অঙ্গীভূত করা এই কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই কাব্যের নায়ক। কবি দেখাইয়াছেন যে, রাজা রামমোহনের প্রতিভা ও কর্মশীলতায় ভারতের ধর্মরাজ্যে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। ধর্মবিষয়ে ভারতে যে বিপ্লব ঘটয়াছে, রাজা রামমোহন তাহার অধিনায়ক। এই বিপ্লব ও উহার অধিনায়ক কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, গ্রন্থকার কবি—ভাবুক। অমিত্রাক্ষর ছন্দোময় এত বড় কাব্য খানি পড়িতে কিছু মাত্র কষ্ট হয় না। ইহা গ্রন্থকারের অল্প প্রশংসার কথা নহে। ভারতমঙ্গলে স্বর্গ, মর্ত্য, রসাতলাদির বর্ণনা প্রসঙ্গে দেব, মানব গন্ধর্বাদিদি বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল বর্ণনা হৃদয়গ্রাহিণী। আমরা গ্রন্থকারের কবিত্বের প্রশংসা করি। কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়ের বর্ণনায় তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি না। তিনি মহাত্মা রাজা রামমোহন ও তৎপ্রবর্তিত মত লইয়া এক খানি মহাকাব্যরচনায় ব্রতী হইয়াছেন। গ্রন্থের স্থানে স্থানে (যেমন ১৫৯ পৃষ্ঠায় ধর্মরাজের প্রতি পঞ্চ দেবীর উক্তি) যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে, তৎসমুদয় কাব্যের অঙ্গীভূত না হইলেই যেন ভাল হইত। উক্ত বিষয় সাহিত্যপরিবাদের আলোচনীয় নয় বলিয়া এখানে সর্বিস্তর উল্লিখিত হইল না। যাহা হউক, গ্রন্থকার সুলেখক; তাঁহার ভারতমঙ্গলে তদীয় কবিত্বশক্তির বিকাশ হইয়াছে। এক্ষণে গ্রন্থে “নভোস্থল” প্রভৃতি কথা না থাকাই উচিত।

নুরজাহান।—শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ প্রণীত। ইহা এক খানি নাটক। সম্রাট জাহাঙ্গীর নুরজাহানের রূপে মোহিত হয়েন, এবং শেষে তাঁহার প্রাণ বিনাশ পূর্বক তাঁহাকে আপনার আয়ত্ত করিয়া লয়েন; ইহা একটি ইতিহাস-বর্ণিত ঘটনা। গ্রন্থকার এই ইতিহাস-বর্ণিত ঘটনা নাট্যকাব্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু পুস্তকে নাটকস্থের মাত্রা অতি অল্প বলিয়াই বোধ হয়।

অম্বা।—শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ প্রণীত ও প্রকাশিত। ইহাও এক খানি নাটক। শোভ-পতি শাণ্ডেয় সহিত কান্দীরাজদুহিতা অম্বার প্রণয় ও পরিণয় অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিত। গ্রন্থকার অম্বার চরিত্রে পতিভক্তির পরিস্ফুট চিত্র অঙ্কিত করিতে

চেষ্টা করিয়াছেন। শারমহিষীর সহিত দাসীর কথোপকথন অনেক স্থলেই সূত্রচিকর হয় নাই।

আত্মতত্ত্ব বা জন্মান্তরবাদ ।—শ্রীনারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। আত্মতত্ত্বের মত জটিল তত্ত্ব অতি অল্পই আছে। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিদিগেরে প্রায় সকলেই এই জটিল বিষয়ের মীমাংসা নিমিত্ত অল্লাধিক পরিমাণে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সচরাচর চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। আলোচ্য পুস্তকের রচয়িতা এই বিষয়ের আলোচনায় কোন নূতন তত্ত্বের উদ্ভাবনা করেন নাই। ভারতের তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ এই বিষয়ে যে সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন, এই পুস্তক খানি সেই সকলের পুনরবতারণা বা পুনরালোচনা বই আব কিছুই নহে। এই সকল বিষয়ের পুনরালোচনা যে হিতকর, তাহাতে সংশয় নাই। গ্রন্থের ভাষা অনেক স্থলেই ভাবের অসুসারিণী হয় নাই।

হীরাবাহী, হেমপ্রভা, অতুলচন্দ্র, প্রতিভা ।—শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত বিবচিত। এই চারি খানি পুস্তকই উপস্থাস এবং প্রায়ই এক শ্রেণীস্থ। এই শ্রেণীস্থ উপস্থাসের প্রচার আপাততঃ বন্ধ হওয়ারই বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে কল্যাণকর।

যুগপূজা বা ধর্ম্মভাববিকাশ ।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এ, প্রণীত। যুগপূজা কবিতাগ্রন্থ। গ্রন্থকার ধর্ম্মের ক্রমোন্নতিবাদে বিশ্বাসী। তাঁহার বিশ্বাস কত দূর সত্যমূলক, এই স্থল তাহার বিচারোপযোগী নহে। গ্রন্থকার যুগপূজার ধারাবাহিকতা কবিতার ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমে প্রেতপূজা, এবং পরিণামে অদ্বয় অব্যয় ব্রহ্মপূজা; এই মতবাদ আশ্রয় করিয়া বালা, যৌবন, কৈশোরাদি যুগ-ভেদে ধর্ম্মের বিভিন্ন মূর্ত্তির পরিচয় দিয়াছেন। এবিধি সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ বস্তুকে কাব্যকুহ্মে সুসজ্জিত করিয়া পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করা, গ্রন্থকারের পক্ষে প্রশংসার কথা বটে। বিশেষতঃ যে ভাষায় ভ্রমরগুঞ্জন ভিন্ন বিষয়ান্তর লইয়া কবিতারচনা একরূপ অসম্ভব, সে ভাষায় এইরূপ দ্রুত বিষয়ে কবিতাপ্রণয়ন নূতনত্বের পরিচয়ও বটে। যুগপূজার কবিতায় তাদৃশ গভীরতা না থাকিলেও অনেক স্থলেই আবেগ আছে। অধিকন্তু মালিনীরূত মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি ছন্দের অবতারণা করিয়া গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে আরও নূতন করিয়া তুলিয়াছেন।

বিদ্রূপ ও বিকল্প ।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এ, প্রণীত। গ্রন্থের আখ্যাত্যেই গ্রন্থ বর্ণিত ভাব কতকটা বুঝা যাইতেছে। গ্রন্থকার বিদ্রূপ-প্রিয় বটেন, কিন্তু বিদ্রূপ-পটু নহেন। গ্রন্থে বিদ্রূপকারিতার পরিচয় বেশ পাওয়া যায়, কিন্তু বিদ্রূপ-পটুতার পরিচয় তত পাওয়া যায় না। পটুতা এক দিনের শিক্ষার সামগ্রীও নহে। গ্রন্থকার চিন্তাশীল ব্যক্তি বটেন, তাঁহার চিন্তাপ্রকাশের শক্তিও আছে, কিন্তু তাঁহার চিন্তাগুলি অনেক স্থলেই যথাযথ বিস্তৃত হয় নাই। তাঁহার সায়াক্ষপ্রলাপে অনেক পণ্ডিতোচিত কথার আলোচনা আছে।

একতাব্রত কাব্য, কমলকলিকা কাব্য, হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন ও সংস্কার ।—শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। এই তিন খানি গ্রন্থে অনেক দেশহিতকর

কথার আলোচনা আছে। হিন্দুধর্মের আন্দোলন ও সংস্কার উদার ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

মা ও ছেলে।—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, ত্রিচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শিশুশিক্ষা কত দায়িত্বের কাজ তাহা গ্রন্থকার বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থে বাঙ্গালী পাঠক বা পাঠিকাকে সেই দায়িত্বের সুস্পষ্ট আভাস দিয়াছেন। কোন কোন দার্শনিক শিক্ষাবিহীন শিশুর মনের সহিত অনঙ্কিত লেখোর তুলনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার বোধ হয় এ তুলনা গ্রাহ্য করেন। এবং কি প্রণালীতে সেই শিশুর মনে জ্ঞান, নীতি ও ধর্মের রেখাপাত হইতে পারে, বিস্তৃত ভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। শিক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে সকল মত প্রচার করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। লেখকের মতামুযায়ী বাঙ্গালীশিশুর শিক্ষা সমাধান হইলে অনেক সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। লেখক কথাবার্তার ছলে গভীর শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন; স্মরণ্য পড়িবার কালে কিছুই অকচিকর হয় না।

কঙ্কাবতী (উপন্যাস ও রূপকথা)।—শ্রীযুত ত্রৈলোক্যানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কঙ্কাবতীর উপকথা অনেকেই ছেলেবেলায় শুনিয়াছেন। লেখক সেই রূপকথার ছায়া লইয়া একখানি সুপাঠ্য উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের এই অংশ বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কঙ্কাবতীর অদৃষ্টের সহিত আমাদের প্রগাঢ় সহানুভূতি হয়। সঙ্গে সঙ্গে লেখক কৌলীন্ত-গ্রন্থ সমাজের অংশ বিশেষের চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। এত গান্ধীর্ষ্যের পর রূপকথার অংশটা যেন বেশ খাপ খায় না। লোকের মনে হয়, বুঝি কৌলীন্তের বর্ণনাও রূপকথা! অবশ্য রূপকথার হিসাবে এ অংশের প্রশংসা করিতে হয়। আর শ্রেণীবিশেষের পাঠকের পক্ষে গান্ধীর্ষ্যের পর ভূত, মশা, বেঙ্গের উপাখ্যান প্রীতিকরই হইবে। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, শুধু রূপকথা বা শুধু উপন্যাস হইলে কঙ্কাবতী আরও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইত।

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

এখন আমাদের দেশে নাটক ও উপন্যাস লেখার স্রোত অবিচ্ছেদ্যে বহিতেছে। যে সকল প্রতিভাশালী সুশিক্ষিত ব্যক্তি এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে অনেকেই সমুৎসুক হইতেছেন। কিন্তু ইহাদের যেরূপ উৎসূহ, সেরূপ ক্ষমতা নাই, যেরূপ গ্রন্থপ্রণয়ন প্রবৃত্তি, সেরূপ লিপিকুশলতা নাই, যেরূপ সাহিত্যসেবানুরাগ, সেরূপ শিক্ষা ও দূরদর্শিতা নাই। প্রতিভাশালী মহৎ ব্যক্তির অনুসরণ করিতে গিয়া, ইহারা সাহিত্যক্ষেত্রে জঞ্জালপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন। ইহারা যদি আপন আপন ক্ষমতার পরিমাণ বিয়া, তদনুসারে কর্তব্যপালনে উদ্যত হইতেন, তাহা হইলে সমাজের কিয়দংশে উপকার হইতে পারিত। কিন্তু ইহারা আত্মাভিনানে প্রমত্ত হইয়া, আত্মক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন। অভিমান নিদ্রিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে, ক্রুরক অনিষ্টকর হইয়া উঠে, ইহারা তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। ইহাদের কাণ্ড হইতে অমৃতের বিনিময়ে গরলধারা প্রবাহিত হইতেছে। ইহাদের লিখিত গ্রন্থ সমাজে সুশিক্ষার পথ পরিষ্কৃত না করিয়া, কুশিক্ষার প্রায় বৃদ্ধি করিতেছে। কৰ্ম্মক্ষেত্রে ইহারা অকৃতী পুরুষ। সমাজের উপকারসাধনে ইহারা ক্ষমতামূল্য ব্যক্তি। আর সাহিত্যের উৎকর্ষবিধানে ইহারা সরস্বতীর অভিশাপগ্রস্ত সন্তান। ইহাদের অহঙ্কারে যে অনিষ্টের উৎপত্তি হইতেছে, তাহার প্রতীকার দুঃসাধ্য।

\* \*

\* \*

\* \*

লোকসমাজকে সুপথে পরিচালিত করা গ্রন্থপ্রণয়নের অত্যন্ত উদ্দেশ্য। শিক্ষা ও দূরদর্শিতা গ্রন্থকারের পরিচালক না হইলে, গ্রন্থকার সমাজের পরিচালক হইতে পারেন না। কিন্তু ইহাদের লেখনী হইতে এখন অজস্র অপঠ্য গ্রন্থাবলীর উৎপত্তি হইতেছে, তাঁহারা সুশিক্ষিত বা দূরদর্শী নহেন। বিবেক তাঁহাদের কর্তব্যবুদ্ধির উদ্দীপক হয় নাই। তাঁহারা কেবল অল্পচিত্ত অভিমানে আত্মহারা হইয়া, গ্রন্থকাররূপে আবির্ভূত হইতেছেন। এদিকে গ্রন্থবিক্রেতার তাঁহাদের গ্রন্থ স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতেছেন। এই সকল নাটক ও উপন্যাসের প্রাচুর্য্যে আমাদের চিরমাত্র রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির প্রতিপত্তির হ্রাস হইতেছে। বাহারা পূর্বে রামায়ণ প্রভৃতি পড়িয়া স্মৃতিবলী মর্যাদা রক্ষা করিত, তাহারা এখন অপকৃষ্ট উপন্যাস পড়িয়া কুরুচিস্রোতে ভাসমান হইতেছে। অধুনা আমাদের সমাজের যে শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে পাশ্চাত্যভাবমূলক অপকৃষ্ট উপন্যাস প্রভৃতিও একটি কারণ বলিয়া পরিগণিত হইবে। অল্পশিক্ষিত লোকে স্মৃতিবন্ধনে আবদ্ধ না থাকিলে সহজেই অপথে পদার্পণ করিয়া থাকে। তাহাদের বন্ধনরঙ্জু শিথিল হইয়াছে। তাহারা এখন নানাবিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সমাজ অশান্তিময় করিয়া তুলিতেছে।

\* \*

\* \*

\* \*

আমাদের সমাজে আপনা হইতে এই অশান্তি ও উপদ্রবের উৎপত্তি হয় নাই। ইহারা

বীজ ভিন্ন দেশ হইতে আসিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশের সহিত সঘন হুপিহ হওয়াতে আমাদের সমাজে কতকগুলি পাশ্চাত্য পাপ প্রবেশ করিয়াছে। অপকৃষ্ট নাটক উপস্থাসে কুরুচির প্রসার বৃদ্ধি করা পাপ বলিয়াই পরিগণিত হওয়া উচিত। পাশ্চাত্য সমাজে এই পাপের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। একজন ইংরেজ গণনা করিয়া বলিয়াছেন—গত বৎসর ইংলণ্ডে ১,৩১৫ খানি নূতন উপন্যাস প্রকাশিত হয়। স্বকুমারমজ্জি বালকদিগের জন্য কথাগ্রন্থ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট নহে। প্রকাশকেরা যদি শতকরা ৩ খানি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে গণনাহুসারে এক বৎসরে ৪০,০০০ হাজারেরও অধিক উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প্রকাশকদিগের নিকট সমপিত হইয়াছিল। বিলাতে উপন্যাসলেখকের অভাব নাই। সংবাদপত্রের সম্পাদক উপন্যাস লিখিয়া থাকেন। উকীল আপনার ব্যবসায়ের হতাশ হইয়া উপন্যাসে অর্থোপার্জনর পথ দেখেন। চিকিৎসক রোগী না পাইয়া, উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়েন। যুবক, যুবতী, বালিকা, বিধবা, উপন্যাস প্রণয়ন করিয়া, অর্থলাভ ও প্রতিপত্তি সঞ্চয়ের স্বপ্ন দেখেন। এইরূপে সর্বত্র উপন্যাস ও উপন্যাসকারের ছড়াছড়ি। পূর্বোক্ত ১,৩১৫ খানি উপন্যাসের মধ্যে কেবল ৩০০ খানির পুনঃসংস্করণ হয়। অবশিষ্ট এক হাজার খানিরও অধিক উপন্যাস অপাঠ্য। কতিপয় উপন্যাসকারের সৌভাগ্য দেখিয়া ইংলণ্ডের প্রায় সকল শ্রেণীর লোকেই ঐরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন। সহৃদয় ইংরেজ মহোদয় স্বদেশের উপন্যাস সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, আমাদের দেশেও তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। উপন্যাস প্রবাহের প্রবল আঘাতে আমাদের সমাজ প্রতিমুহূর্ত্তে আন্দোলিত হইতেছে। অল্পশিক্ষিত যুবকদল লেখনীরূপ দ্রবীর অন্ত পরিগ্রহ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে জয়লাভে অগ্রসর হইতেছেন। পাশ্চাত্যসমাজে যে বিষবৃক্ষ রোপিত হইয়াছে, তাহার বীজ এখানেও অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিতেছে।

\* \*

\* \* \*

\* \*

উপন্যাসকারের ন্যায় আমাদের দেশে আর এক শ্রেণীর গ্রন্থকারের আবির্ভাব হইয়াছে। অপরিপক্কমতি উপন্যাসকারগণ যেমন সমাজে বিষবৃক্ষের রোপণ করিতেছেন, এই শ্রেণীর গ্রন্থকারগণও সেইরূপ বালক বালিকাদিগের শিক্ষার পথ কণ্টকিত করিয়া তুলিতেছেন। ইংলণ্ডে প্রধানতঃ সুশিক্ষিত, স্নেহলব্ধ ও দূরদর্শী গ্রন্থকারগণ বালকদিগের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়া থাকেন, এখানে সর্বশ্রেণীর লোক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ভার গ্রহণ করিতেছেন। বালক, বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত না করিয়াই বিদ্যালয়পাঠ্যপুস্তক লিখিতে বসিতেছেন। অল্পমতি যুবক অন্য কোন দিকে না গিয়া বিদ্যালয়পাঠ্যপুস্তকে সৌভাগ্যসম্পদের অধিকারী হইবার প্রত্যাশা করিতেছেন। কর্মচারী বালকদিগের পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া অর্থসংগ্রহের চেষ্টা পাইতেছেন। এইরূপে যিনি অবলম্বিত ব্যবসায়ের অকৃতকার্য্য হইয়েন, যিনি লংসারতাড়নে নিরস্ত্রিশর কাতর হইয়া পড়েন, অথবা যিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহে

মনোনিবেশ করেন, তিনিই আপন অভাব মোচনের জন্য অথবা ভোগবিলাসের পথ উন্মুক্ত করিবার নিমিত্ত বিদ্যালয়পাঠ্যপুস্তকের লেখক হইয়া থাকেন। ইহাদের লিপিক্ষমতা থাকুক, বা নাই থাকুক, শাস্ত্রজ্ঞান সহায় হউক, বা নাই হউক, ইহারা পাঠ্যপুস্তক লিখিতে কখনও পরাজুথ হইয়া নাই। সুকুমারমতি বালকেরা ইহাদের নিকট ভাষা শিক্ষা করিতে গিয়া, মাতৃভাষাকে বিন্দুতিসাগরে ডুবাইতেছে। আত্মীয়স্বজনের ক্ষমতাতেই হউক, বন্ধুপ্রীতির আতিশয্য প্রযুক্তই হউক, বা গ্রন্থপরীক্ষক মহোদয়গণের বুদ্ধির বিকৃতি বশতঃই হউক, ইহাদের প্রভাবে এখন সাগর গোম্পদে পরিণত হইয়াছেন, অক্ষয় ক্ষয়োন্মুখ হইতেছেন, সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত সুলেখকগণ শীতসঙ্কুচিত বুদ্ধির ন্যায় আত্মগোপন করিতেছেন। ইহাদের গ্রন্থাবলী পাঠে চিরদিনের জন্য মাতৃভাষার সহিত বালকদিগের সম্বন্ধবিচ্ছেদ হইতেছে।

\* \*

\* \*

\* \*

বিশ্ববৃক্ষের বীজ ক্রমে বহুশাখাসম্বিত মহাবৃক্ষে পরিণত হইতেছে। কিছুতেই ইহা উৎপাটিত হইতেছে না। পাঠ্যপুস্তকনির্বাচনী নামে একটি সভা আছে। সভা, কোন্ পুস্তক বালকদিগের পাঠোপযোগী, তাহার নির্ধারণ করিয়া থাকেন। যে সকল বঙ্গ-বিদ্যালয়ের সহিত গবর্ণমেন্টের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, তৎসমুদয়ে সভার নির্বাচিত পুস্তকগুলির অধ্যাপনা হয়। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, সভা সকলদিকে সমভাবে দৃষ্টি রাখিতে পারেন না। অলক্ষ্যভাবে নিন্দনীয় গ্রন্থও সভার নিকট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে! এতদ্ব্যতীত অজ্ঞাত স্থলে নানাকারণে অপকৃষ্ট গ্রন্থের অধ্যাপনা হয়। ইহাতে ক্রমশঃ ক্ষুদ্রমতি গ্রন্থকারদিগের প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইতেছে। এই অনিষ্টের প্রতীকার বাঞ্ছনীয়। সমাজের সংস্কার, রীতিনীতির সংস্কার, যে সংস্কারই হউক না কেন, শিক্ষার সংস্কার না হইলে কোনও বিষয়ে সুফল লাভ হয় না। বালকগণ যদি প্রথমেই অপশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা সুশিক্ষায় একান্ত বঞ্চিত হইয়া থাকে। তাহারা সমাজের পরিচালক বা রীতিনীতির সংশোধক হইতে পারে না এবং জাতীয় ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া জাতীয় ভাবের মর্যাদারক্ষায় সমর্থ হয় না। ইহারা এই অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়ের সংস্কারে সিজিলাভ করিবেন, তাঁহারা সমাজের অক্ষয় আশীর্বাদে পাত্র হইবেন, এবং প্রকৃত সংস্কারক বলিয়া চির প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন।

\* \*

\* \*

\* \*

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালাপ্রবর্তন সম্বন্ধে পরিষদের নিয়োজিত সমিতি যাহা করিয়াছেন, তাহার বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। পরিষদের সদস্য মহোদয়গণ সবিশেষ বিবেচনা করিয়া কর্তব্যপথে অগ্রসর হইয়া, ইহাই বাঞ্ছনীয়। বিষয়টি অতি প্রয়োজনীয়। ধীরতা ও সমীক্ষাকারিতার সহিত এ বিষয়ের বিচার করা কর্তব্য। ইহারা জাতীয় ভাষার গৌরবরক্ষণে তৎপর, আশা করি, তাঁহারাও এ বিষয়ে বিচারবিতর্ক করিয়া, কর্তব্যনির্ধারণ করিবেন।

# পরিষদের কার্যবিবরণ ।

প্রথম অধিবেশন ।

৩০শে বৈশাখ, রবিবার ।

উপস্থিত সদস্যগণ ।

সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এম্ ; সি, আই, ই ।

২। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।	১৮। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল্ ।
৩। „ কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ ।	১৯। „ ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ।
৪। „ মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর ।	২০। „ গোসাইদাস গুপ্ত ।
৫। „ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ।	২১। „ রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী ।
৬। „ দ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত ।	২২। „ ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন ।
৭। „ মতিলাল দত্ত ।	২৩। „ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।
৮। „ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ।	২৪। „ চণ্ডীচরণ সেন ।
৯। „ প্রতুলচন্দ্র বসু ।	২৫। „ মনোমোহন বসু ।
১০। „ রজনীকান্ত গুপ্ত ।	২৬। „ গোবিন্দলাল দত্ত ।
১১। „ শিবা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্ ।	২৭। „ ভবেন্দ্রনাথ দে এম্, এ ।
১২। „ সুরেশচন্দ্র সেন এম্, এ ।	২৮। „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
১৩। „ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ( বারিষ্টার ) ।	২৯। „ বীরেশ্বর পাণ্ডে ।
১৪। „ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ।	৩০। „ নন্দকৃষ্ণ বসু এম্, এ; সি, এম্ ।
১৫। „ মতিলাল হালদার বি, এল্ ।	৩১। „ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৬। „ ক্ষীরোদ প্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম্, এ ।	(সম্পাদক)
১৭। „ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ ।	

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইল :—

১। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ষষ্ঠারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের

সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন ।

১। শ্রীযুক্ত ভুবনকৃষ্ণ মিত্র ।	৬। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় ।
২। „ রাখানথ মিত্র ।	৭। „ রাজা স্তার শৌরীন্দ্রমোহন
৩। „ নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজ ।	ঠাকুর, নাইট ।
৪। „ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ।	৮। „ রজনীকান্ত চক্রবর্তী ।
৫। „ যতীন্দ্রনাথ বসু ।	৯। „ গোপালচন্দ্র মিত্র ।

২। তাহার পর শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলেন। পঠিত প্রবন্ধে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কবিরঞ্জনের সঙ্গীতশক্তি, সংসার-বিরক্তি, ঈশ্বরভক্তি ও তদ্বিরচিত বিদ্যাসুন্দর, কালীকীর্তন প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ এবং তৎসঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গুণগ্রাহিতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ বিশদ ভাষায় বর্ণিত করেন। প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বলিলেন যে, সাহিত্যাংশে আরও কিছু বলিলে প্রবন্ধটি আরও উৎকৃষ্ট হইত, অর্থাৎ এই প্রবন্ধে কবিরঞ্জনের সাহিত্যামূল্যবোধের ধারাবাহিকতা তৎপ্রণীত সঙ্গীত ও কবিতা প্রভৃতি দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের কিরূপ পুষ্টি সাধন হইয়াছে; এবং রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তৎপ্রণীত বিদ্যাসুন্দরের কিরূপ অমূল্যকরণ করিয়াছেন, ইত্যাদি সাহিত্যসংক্রান্ত কথা লিখিলে প্রবন্ধটি আরও ভাল হইত। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন এম্, এ বলিলেন, কবিরঞ্জনের সঙ্গীতসমূহে তিন প্রকার ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়, এক প্রকার “দ্বিজ রামপ্রসাদ” অথবা প্রকার “রামপ্রসাদ দাস” এবং তৃতীয় “রামপ্রসাদ”। অতএব ইহার একটা নীমাংসা করা উচিত। তিনি আরও বলিলেন, রামপ্রসাদের কোন কোন সঙ্গীত গ্রন্থে পূর্ববঙ্গপ্রচলিত অনেক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্য স্বরূপ তিনি একখানি গ্রন্থের কোন কোন অংশ পাঠ করিলেন। ইহার উত্তরে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বলিলেন, বৈদ্যোরা আপনাদিগকে (ব্রাহ্মণ) বলিয়া পরিগণিত করেন, এই হেতু ভণিতাতে “দ্বিজ রামপ্রসাদ” থাকিবার সম্ভাবনা অনুমান করা যায়। অন্তর্দেশে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ রচয়িতাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক বলিলেন, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু অল্প-পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করিয়া তদ্বারা কেবল একটি গৃহ প্রস্তুত করিলে, তাহাতে প্রকৃত পক্ষে স্মৃতিচিহ্নের কার্য হইবে না; একটি অতিথিশালা ও একটি চতুষ্পাঠী স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তাহা বহুব্যয়সাপেক্ষ। সাহিত্যপরিষদের আপাততঃ এরূপ অবস্থা নয় যে, তদ্বারা এই বিষয়ে কোন অর্থ সাহায্য হইতে পারে। আমার বিবেচনায় স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির নিমিত্ত যে ফণ্ড স্থাপিত করিয়াছেন, তাহা হইতে এই বিষয়ের জন্ত সাহায্য চেষ্টা করিলে ভাল হয়। আর এক কথা, প্রবন্ধের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কোন চিহ্নই নাই, সুতরাং তাহা লইয়া আলোচনা করিবার আবশ্যিকতা কি ?

৩। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর প্রস্তাব উপস্থিত হইলে তাঁহার পত্রখানি পঠিত হইল। তাঁহার প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, এখন বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক সকলের মধ্যে ভাষা বিষয়ে অনেক গোলযোগ দেখা যায়, আর বালাশিক্ষার ফল চিরকাল স্থায়ী হইয়া থাকে, এই হেতু বালকেরা অন্তর্ভুক্ত ভাষা শিক্ষা করিলে পরিণামে অন্তর্ভুক্ত ভাষারই পক্ষপাতী হইয়া থাকে। তন্নিমিত্ত যাহাতে বিদ্যালয়পাঠ্যপুস্তকে বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহার জন্ত সাহিত্যপরিষদের চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ সেন্ট্রাল টেক্‌ষ্ট-বুক কমিটিতে সাহিত্য-

পরিষদের দুই তিন জন ব্যক্তিকে প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা হউক। অবশেষে আলোচনা করিয়া স্থির হইল যে, এই বিষয়ে পরিষদের অন্ততম সদস্য ও সেন্ট্রাল টেক্‌ষ্ট্‌ বুক কমিটির সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা কর্তব্য হয়, তাহা করা যাইবে।

৪। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিষদের বর্তমান বর্ষের কার্যনিরূপণ বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থিত হইলে স্থির করা হইল যে, যিনি যে কার্যে ভার গ্রহণ করিয়াছেন, শীঘ্র সেই কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হউক, আর এই প্রস্তাব উপস্থিত করার নিমিত্ত প্রস্তাবকর্তাকে ধন্যবাদ প্রদান করা যাউক।

৫। স্থির হইল যে, ডাক্তার বৈদ্যনাথ মিত্র সাহিত্য-পরিষদের অন্ততম উৎসাহী সদস্য ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে পরিষদ গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদের পর সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।

সম্পাদক ।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত ।

সভাপতি ।

দ্বিতীয় অধিবেশন ।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার ।

উপস্থিত সদস্যগণ ।

১। সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, এম্ ; সি, আই, ই ।

২। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় ।	১৭। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্ ।
৩। „ রাজাবিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ।	১৮। „ নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্ ।
৪। „ বীরেশ্বর পাড়ে ।	১৯। „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল্ ।
৫। „ রজনীকান্ত গুপ্ত ।	২০। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ ।
৬। „ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।	২১। „ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।
৭। „ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ ।	২২। „ ভবেন্দ্রনাথ দে এম্, এ ।
৮। „ চারুচন্দ্র ঘোষ ।	২৩। „ গোসাইনাস গুপ্ত ।
৯। „ স্বরেশচন্দ্র সেন এম্, এ ।	২৪। „ সারদাপ্রসাদ দে ।
১০। „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।	২৫। „ প্যারীলাল হালদার এম্, এ, বি, এল্ ।
১১। „ দুর্গাদাস লাহিড়ী ।	২৬। „ যতীন্দ্রনাথ বসু ।
১২। „ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ।	২৭। „ নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজ ।
১৩। „ প্রতুলচন্দ্র বসু ।	২৮। „ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ ।
১৪। „ মনোমোহন বসু ।	২৯। „ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ( সম্পাদক ) ।
১৫। „ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ।	
১৬। „ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্ ।	

১। পূর্ববর্তী অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত ও কোন কোন অংশে পরিবর্তিত হইলে পর তাহা সভা কর্তৃক পরিগৃহীত হইল।

২। তাহার পর সভাপতি মহাশয় পরিষদের অল্পতম সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু তাহার অনুমোদন করিলেন।

৩। অল্পতম সদস্য কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে পরিষদ গভীর দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

৪। বথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাহিত্য-পরিষদের সদস্য-শ্রেণী ভুক্ত হইলেন।

- |    |   |
|----|---|
| ১। | শ্রীযুক্ত ডাক্তার আশুতোষ মুখো-<br>পাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্। |
| ২। | ,, প্রিয়নাথ ঘোষ।   |
| ৩। | ,, নরেন্দ্রনাথ সেন।   |
| ৪। | ,, যোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ।                                 |
| ৫। | ,, শ্রীমাচরণ মিত্র।   |

- |    |  |
|----|--|
| ৬। | শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত এম্, এ,<br>বি, এল্। |
| ৭। | ,, হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী।                        |
| ৮। | ,, কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়<br>রায় সাহেব।     |

৫। তাহার পর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ, নাটকের ইতিবৃত্ত বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ মধ্যে তিনি নাটক কি, অভিনয় কি, অভিনয় কত প্রকার, ভারতীয় নাটকের ধারাবাহিক ইতিহাস এবং সেই সঙ্গে সংক্ষেপতঃ অপরাপর দেশের নাটকের ইতিহাসের কথা হৃদয়গ্রাহণী ভাষায় বর্ণিত করেন। প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় পাঠকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্বক বলিলেন, লেখক প্রবন্ধের নিমিত্ত অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন।

৬। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল্ মহাশয়ের বাঙ্গালার প্রবাদবাক্য সম্বন্ধে প্রস্তাব পঠিত হইলে পর স্থির করা হইল যে, পরিষদের সদস্যদিগকে বাঙ্গালাদেশ প্রচলিত প্রবাদবাক্য সকল যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করা হউক। আর এই অনুরোধ সমস্ত সদস্যকে জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হউক।

৭। তদনন্তর সভাপতি মহাশয় পরিভাষা ও কৃতিবাসী রামায়ণের কিরূপ কার্য্য হই-তেছে ও হইয়াছে, তাহা আলোচনা পূর্বক বলিলেন, এই সকল কার্য্য যথাসম্ভব সম্ভব সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে কর্তব্য। ভূগোলের পরিভাষা ছই এক মাসের ভিতর সম্পন্ন হইলে যদি বুঝা যায় যে, কমিটির প্রতি অর্পণ না করিয়া একজন ব্যক্তির প্রতি অর্পণ করিলে পরিভাষার কার্য্য সম্ভব হইবে, তাহা হইলে তাহাই করিতে হইবে। কৃতি-বাসী রামায়ণের সমগ্র অংশ একবারে বাহির না করিয়া এক এক কাণ্ড করিয়া বাহির করি-লেও হইতে পারে। আমার বিবেচনায় কৃতিবাসী রামায়ণের শ্রায় কাশীরাম দাসের মহা-ভারত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন পুঁথি সকল ক্রমশঃ বাহির করিতে চেষ্টা করাও পরিষদের একটি প্রধান কার্য্য। পরিষদের পত্রিকাকে মাসিক করিতেও অনেকে ইচ্ছা

প্রকাশ করিতেছেন। পরিষদ-পত্রিকা যে, এখন অনিয়মিত রূপে বাহির হইতেছে, আমার বোধ হয়, অপরের প্রেসে ছাপানও ইহার একটি কারণ। এই সকল কারণে পরিষদের নিজের একটি প্রেস হওয়া আমি কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। প্রেসের নিমিত্ত যে টাকার প্রয়োজন হইবে, সেই টাকা দেশের সদাশয় ও সাহিত্যানুরাগী রাজা জমীদারদিগের নিকট সংগ্রহ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করি, এবং টাকা সংগ্রহের ভার লইতেও আমি প্রস্তুত আছি।

সভাপতি মহাশয়ের কথা শেষ হইলে সকলেই এই প্রস্তাবের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেন, এবং স্থির করিলেন যে, আমাদের এই উদ্দেশ্যের কথা জানাইবার নিমিত্ত একখানি অনুষ্ঠানপত্র সভাপতি মহাশয়ের নামে প্রচারিত করা হউক, তাহার পর প্রয়োজনানুসারে টাকা সংগৃহীত হইলে পর প্রেস প্রভৃতি ক্রয় করিবার চেষ্টা করা হউক।

তাহার পর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,  
সম্পাদক।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত,  
সভাপতি।

### তৃতীয় অধিবেশন।

২৪শে আষাঢ়, রবিবার।

### উপস্থিত সদস্যগণ।

- |  |   |
|--|---|
| ১। সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এম্, সি ; সি, আই, ই। |   |
| ২। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।                            | ২০। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্।                  |
| ৩। „ কুঞ্জলাল রায়।  | ২১। „ শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল্।                                      |
| ৪। „ সারদাপ্রসাদ দে।   | ২২। „ সারদারঞ্জন রায় এম্, এ।   |
| ৫। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি এল্।                               | ২৩। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, এল্। |
| ৬। „ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।                                       | ২৪। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্।              |
| ৭। „ শিবা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্।                              | ২৫। „ নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্।  |
| ৮। „ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।   | ২৬। „ মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।   |
| ৯। „ প্যারীলাল হালদার এম্, এ, বি, এল্।                               | ২৭। „ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল্।                                    |
| ১০। „ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ( বারিষ্টার )।                                 | ২৮। „ যোগীন্দ্রনাথ রায়।  |
| ১১। „ নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজ।   | ২৯। „ মতিলাল দত্ত।  |
| ১২। „ কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ।   | ৩০। „ গোবিন্দলাল দত্ত।  |
| ১৩। „ রামেন্দ্রশুল্কর ত্রিবেদী এম্, এ।                               | ৩১। „ মাখনলাল সিংহ।   |
| ১৪। „ মতিলাল হালদার বি, এল্।   | ৩২। „ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ( সম্পাদক )                             |
| ১৫। „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল্।                                      | ৩৩। „ চন্দ্রনাথ তালুকদার (সহ সম্পাদক)                                   |
| ১৬। „ নন্দকৃষ্ণ বসু এম্, এ; সি, এম্।                                 |   |
| ১৭। „ নবীনচন্দ্র সেন (সহঃ সভাপতি)                                    |   |
| ১৮। „ বীরেশ্বর পাণ্ডে।   |   |
| ১৯। „ মনোমোহন বসু।   |   |

১। পূর্ববর্তী অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত ও কোন কোন অংশে পরিবর্তিত হইলে পর/তাহা পরিগৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাহিত্য-পরিষদের সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| ১। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সেন বি, এ।         | ৪। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ।      |
| ২। „ কবিরাজ বিধুভূষণ সেন কবি-<br>রঞ্জন। | ৫। „ ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি, এল্। |
| ৩। „ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।                   | ৬। „ কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া। |
|   | ৭। „ রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল্।    |

৩। সাহিত্য-পরিষদের প্রস্তাবিত মুদ্রায়ন্ত্র সম্বন্ধে কথা উঠিলে সভাপতি মহাশয় এই কার্যে যাহারা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন বা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম ও টাকার পরিমাণ উল্লেখ পুষ্টক বলিলেন, ইহাতে যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হয়, তাহা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। তাহার পর প্রস্তাবিত গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি ধার্য্য হইল :—

(১) বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য ও অস্তিত্ত্য সারগর্ভ গ্রন্থ প্রকাশের নিমিত্ত পরিষদ কর্তৃক একটি গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতি স্থাপিত হউক। সভাপতি, সহকারী সভাপতিগণ, সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদীকে লইয়া গ্রন্থপ্রকাশসমিতি গঠিত হউক। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির ধনরক্ষক হউন।

(২) গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত একটি যন্ত্রালয় স্থাপন করা হউক। যন্ত্রালয়ের নাম সাহিত্য-পরিষদ যন্ত্র হইবে। ইহাতে পরিষদপত্রিকার মুদ্রাকার্য্য এবং পরিষদসংক্রান্ত অন্যান্য মুদ্রাকার্য্য বিনা মূল্যে সম্পাদিত হইবে।

(৩) গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত যে চাঁদা উঠিবে এবং যন্ত্রালয় হইতে যে আয় হইবে, এই সমিতি তাহার পৃথক হিসাব রাখিবেন, এবং সেই টাকা প্রথম নিয়মের উল্লিখিত বিষয়ে ব্যয় করিবেন।

(৪) গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতি কর্তৃক যে যে প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করা মত হইবে, সাহিত্য-পরিষদ যন্ত্র হইতে তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে।

(৫) পরিষদের মুদ্রাকার্য্য এবং প্রাচীনকাব্য ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকাদি কেহ যথোচিত মূল্য দিয়া সাহিত্য-পরিষদ যন্ত্রে মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার প্রস্তাব সমিতির নিকট উপস্থিত করিয়া নিষ্পত্তি করিতে হইবে। সমিতি ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ের সমস্ত ভার সম্পাদকের হস্তে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৬) যন্ত্রের কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে এবং কাব্য-প্রকাশ সম্বন্ধে গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতি আবশ্যকমত নিয়মাদি করিতে পারিবেন।

৪। তাহার পর শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রস্তাব অনুসারে সাহিত্য-পরিষদ রেজেস্টারি করিবার কথা উঠিলে, স্থির করা হইল যে, সাহিত্য-পরিষদ রেজেস্টারি করা হউক, এবং এই কার্য নির্বাহের জন্ত সভাপতি, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও সম্পাদককে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত করা হউক ।

৫। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কৃতিবাসী রামায়ণ কিরূপ অবিগুহ ও বিশিষ্ট ভাব ধারণ করিয়াছে এবং কিরূপে ইহার উদ্ধার সাধন করা যাইতে পারে, সেই বিষয় অনেক কথা বলিলেন । তাহার পর কৃতিবাসী রামায়ণ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে সাহায্য করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায় এম্, এ, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল্, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু এবং শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত আপন আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পর পরিষদ তাঁহাদিগকে সেই কার্যে নিযুক্ত করিলেন । শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রতি রামায়ণ সম্পাদনের ভার অর্পিত হইলে পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদন করিবার নিমিত্ত আমি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে ভার প্রদান করিতে ইচ্ছা করি । ইহার জন্ত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পদকল্পতরু প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ চাহিয়াছেন, সভাপতি মহাশয় তাহারও উল্লেখ করিলেন । অবশেষে পরিষদ আনন্দের সহিত সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব অনুমোদন পূর্বক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উক্ত ভার দিতে ইচ্ছুক হইলেন ।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভার কার্য শেষ করা হইল ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

সম্পাদক ।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত,

সভাপতি ।

পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ ।

১।	মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এম্ ; সি, আই, ই,	সভাপতি ।
২।	শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্,	} সহকারী সভাপতি ।
৩।	” নবীনচন্দ্র সেন,	
৪।	” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,	
৫।	” দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,	
৬।	” রজনীকান্ত গুপ্ত,	সম্পাদক ।
৭।	” রজনীনাথ রায় এম্, এ,	} পত্রিকা-সম্পাদক ।
৮।	” সারদারঞ্জন রায় এম্, এ,	
৯।	” চন্দ্রনাথ তালুকদার,	আয়ব্যয়-পরীক্ষক ।
		সহকারী সম্পাদক,
		ধনরক্ষক ও গ্রন্থরক্ষক ।

কার্য্যানির্বাহক সমিতির সদস্য ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ ।	শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্ ।
” রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ।	” মনোমোহন বসু ।
” ডাক্তার হর্যাকুমার সর্কাদিকারী ।	” চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
” রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ ।	” রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ ।

- ১। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর, কলিকাতা।
- ২। মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এম্ ; সি,  
আই, ই, কলিকাতা।
- ৩। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, "
- ৪। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্ "
- ৫। " ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, "
- ৬। " গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, "
- ৭। " ডাক্তার স্বর্ষাকুমার সর্গাধিকারী "
- ৮। " সারদাপ্রসাদ দে, "
- ৯। " নবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, "
- ১০। " নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,  
বেলভাঙ্গা, মূর্শিদাবাদ।
- ১১। " মতিলাল হালদার বি, এল্, কলিকাতা।
- ১২। " জগদ্বন্দ্র সেন, কুমিল্লা।
- ১৩। মাননীয় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,  
কলিকাতা।
- ১৪। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই, "
- ১৫। " নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, বারিষ্টার, "
- ১৬। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরঙ্গ, "
- ১৭। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, "
- ১৮। " মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "
- ১৯। " হুম্মারীমোহন দাস এম, বি, "
- ২০। " মনোমোহন বসু, "
- ২১। " সাতকড়ি হালদার বি, এল্,  
রায়গ্রাম, দিনাজপুর।
- ২২। " গোস্বাইদাস গুপ্ত, কলিকাতা।
- ২৩। " নন্দকৃষ্ণ বসু এম্, এ ; সি, এম্, "
- ২৪। " দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম, এ, "
- ২৫। " কীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম, এ, "
- ২৬। " উদয়চন্দ্র বটগ্যাল এম, এ ; সি, এম্,  
বগুড়া।
- ২৭। " চরচ্চন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা।
- ২৮। " আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, "
- ২৯। " শ্রীযুক্ত বদন্তরঞ্জন রায়,  
বেলেতোর, বাঁকুড়া।
- ৩০। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী এল্, এম্, এম্,  
কলিকাতা।
- ৩১। " ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন, "
- ৩২। " চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "
- ৩৩। " রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "
- ৩৪। " নবীনচন্দ্র সেন বি, এ ( বিশিষ্ট ) "
- ৩৫। " মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস  
বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, এল্, কলিকাতা।
- ৩৬। " রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী এম্, এ, "
- ৩৭। " সারদারঞ্জন রায় এম্, এ, "
- ৩৮। " দীননাথ সেন, স্কুল ইন্সপেক্টর, ঢাকা।
- ৩৯। " কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল্, হাবড়া।
- ৪০। " অমৃতলাল রায় (হোপ-সম্পাদক),  
কলিকাতা।
- ৪১। " রাজনারায়ণ বসু ( বিশিষ্ট ), দেওঘর।
- ৪২। " প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
- ৪৩। প্রমথনাথ বসু বি, এম্, সি, "
- ৪৪। Sir Monier William K. C. I. E.  
( বিশিষ্ট ), লণ্ডন।
- ৪৫। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,  
বরাহনগর।
- ৪৬। Sir William Hunter K. C. S. I.  
( বিশিষ্ট ), লণ্ডন।
- ৪৭। শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,  
কালিকাপুর, কাটোয়া।
- ৪৮। " রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ, কলিকাতা।
- ৪৯। " অবিনাশচন্দ্র দাস এম্, এ, বি, এল্  
আজমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
- ৫০। " হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল (বিশিষ্ট),  
খদিরপুর।
- ৫১। " যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, "
- ৫২। John Beames Esqr. ( বিশিষ্ট ), লণ্ডন।
- ৫৩। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাণ্ডে, কলিকাতা।
- ৫৪। " সুসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্  
কলিকাতা।
- ৫৫। " কালীপ্রসন্ন ঘোষ ( বিশিষ্ট ), ঢাকা।

৫৬।	শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্ (বিশিষ্ট), কলিকাতা।	৮৪।	শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান।
৫৭।	„ গোবিন্দলাল দত্ত, „	৮৫।	„ রামলাল মুখোপাধ্যায় বি, এল্ „
৫৮।	„ নিতাকৃষ্ণ বসু এম্, এ, „	৮৬।	„ সত্যভারণ মুখোপাধ্যায় বি, এ, „
৫৯।	Sir George Birdwood K. C. I. E. (বিশিষ্ট), লণ্ডন।	৮৭।	„ মন্থনকুমার বসু এম্, এ, „
৬০।	শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সমাজপতি (সাহিত্য-সম্পাদক), কলিকাতা।	৮৮।	„ প্রমদনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল্, „
৬১।	„ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ (শিক্ষাপরিচয়- সম্পাদক), উত্তরপাড়া।	৮৯।	„ বঙ্কবিহারী সিংহ বি, এ, কাটোয়া।
৬২।	„ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশিষ্ট), কলিকাতা।	৯০।	„ জামাধব রায়, কলিকাতা।
৬৩।	„ মথুরানাথ সিংহ বি, এল্, বাঁকীপুর।	৯১।	„ অক্ষয়কুমার সেন, ঢাকা।
৬৪।	„ পুণেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্, এ, বি, এল্, „	৯২।	„ দুর্গাদাস লাহিড়ী, কলিকাতা।
৬৫।	„ নবীনচন্দ্র দাস এম্, এ, নদীয়া।	৯৩।	„ নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, কলিকাতা।
৬৬।	„ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ, রঙ্গপুর।	৯৪।	„ অপূর্ণচন্দ্র দত্ত বি, এম্, সি, জব্বলপুর।
৬৭।	„ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, চাঁইবাঁসা।	৯৫।	„ নন্দলাল বাগচি বি, এ, তমোলুক।
৬৮।	„ ফারোদনাথ সিংহ এম্, এ, বি, এল্, তমোলুক।	৯৬।	„ রমেশচন্দ্র দাস বি, এ, বরিশাল।
৬৯।	„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ, কলিকাতা।	৯৭।	„ কুমুদধ্বজ দাস বি, এ, ময়মনসিংহ।
৭০।	„ শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্, „	৯৮।	„ বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত বি, এল্, বরিশাল।
৭১।	„ হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, „	৯৯।	„ অবিনাশচন্দ্র মিত্র বি, এল্, সিউড়।
৭২।	„ বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্, এ, „	১০০।	„ গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, „
৭৩।	„ বরদাকান্ত সেন গুপ্ত, „	১০১।	„ নৃতাগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বহরমপুর।
৭৪।	„ কৈলাসচন্দ্র দাস এম্, এ, „	১০২।	„ লোকেন্দ্রনাথ পালিত সি, এম্, বরিশাল।
৭৫।	„ চণ্ডীচরণ সেন, ভবানীপুর।	১০৩।	„ চিত্তরঞ্জন দাস, বারিষ্টার, কলিকাতা।
৭৬।	„ ভুবনকৃষ্ণ মিত্র, কলিকাতা।	১০৪।	„ আশুতোষ চৌধুরী এম্, এ, এল্, এল্, বি, বারিষ্টার, কলিকাতা।
৭৭।	„ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হালিসহর।	১০৫।	„ নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজ, „
৭৮।	„ রাধানাথ মিত্র, কলিকাতা।	১০৬।	„ শ্যামাকুমার মুখোপাধ্যায়, রাজসাহী।
৭৯।	„ ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, „	১০৭।	„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
৮০।	„ রজনীনাথ রায় এম্, এ (ডেংকন্টোলায়), ভবানীপুর।	১০৮।	„ শশধর রায় এম্, এ, বি, এল্, রাজসাহী।
৮১।	„ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (ট্রিবিউন্স-সম্পাদক, লাহোর।	১০৯।	„ শরচ্চন্দ্র রায় বি, এল্, „
৮২।	„ চন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্, এ, ভাগলপুর।	১১০।	„ ব্রজেন্দ্রনাথ দে এম্, এ; সি, এম্, বালেশ্বর।
৮৩।	„ রায় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, „	১১১।	„ বিহারীলাল গুপ্ত সি, এম্, বাবরগঞ্জ।
		১১২।	„ দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, কুমিল্লা।
		১১৩।	„ জগৎ রমেশচন্দ্র মিত্র, নাইট, ভবানীপুর।

১১৪। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ ঘোষ,	১৪১। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়,	কলিকাতা।
কলিকাতা।	১৪২। „ গোবিন্দচন্দ্র দাস এম্, এ, বি, এল্, „	
১১৫। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্, এ; সি, এস,	১৪৩। „ সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্, „	
১১৬। „ বরদাচরণ মিত্র এম্, এ; সি, এস,	১৪৫। „ অধিনীকুমার দাস বি, এ, কুমিল্লা।	
১১৭। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, কলিকাতা।	১৪৭। „ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি,	এল্, কলিকাতা।
১১৮। শ্রীযুক্ত দাশরথি ঘোষ এম্, এ, বি, এল্,	১৪৮। „ ভবেন্দ্রনাথ দে বি, এল্, „	
১১৯। „ নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্, কলিকাতা।	১৫০। „ মন্থনচন্দ্র মল্লিক,	„
১২০। „ কৃষ্ণবিশারী বহু বি, এ, „	১৫১। „ হেমচন্দ্র মল্লিক,	„
১২১। „ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐদ্বিপপুর।	১৫২। „ শ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়,	„
১২২। „ মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল্,	১৫৩। „ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়,	„
১২৩। „ রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়, „	১৫৫। „ রায় বেহীলীকুমার সেনগুপ্ত,	কীর্তিপাশা, বরিশাল।
১২৪। „ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বাঁকুড়া।	১৫৬। „ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, এস, সেতারা।	
১২৬। „ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ, কলিকাতা।	১৫৭। „ জ্যোতিরন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা।	
১২৬। „ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী, ময়মনসিংহ।	১৫৮। „ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, „	
১২৭। কবিরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, কলিকাতা।	১৫৯। „ - following the	„
১২৮। শ্রীযুক্ত অমলাচরণ বসু এম্, বি, „	১৬০। „ - tent, of the	„
১২৯। „ শিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া।	১৬১। „ - ion -	„
১৩০। „ কৃষ্ণচন্দ্র বসু বি, এল্, যশোহর।	১৬২। „ রাজা আব্দুল শেরাফ মোহন ঠাকুর,	নাইট, সি, আই, ই, কলিকাতা।
১৩১। „ কুঞ্জলাল রায়, কলিকাতা।	১৬৩। „ রজনীকান্ত চক্রবর্তী, মালদহ।	
১৩২। „ মন্থননাথ দত্ত এম্, এ, „	১৬৪। „ গোপালচন্দ্র মিত্র এল্, এম্, এম্, হাবড়া।	
১৩৩। „ মাতলাল মল্লিক বি, এ, মেদিনীপুর।	১৬৫। „ মন্থননাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, কলিকাতা।	
১৩৪। „ মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, রঙ্গপুর।	১৬৬। „ অমৃতলাল মিত্র,	ঢালা।
১৩৫। „ অব্যোমনাথ ঘোষ বি, এল্, বাঁকুড়া।	১৬৭। „ কীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, এ,	ছাপরা।
১৩৬। „ ভারগচন্দ্র সেন, „	১৬৮। „ বরদাকান্ত চক্রবর্তী, বহর, ঢাকা।	
১৩৭। „ নয়নাঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্, এ, „	১৬৯। „ চন্দ্রনাথ তালুকদার, কলিকাতা।	
১৩৮। „ কুলদ্বাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, „	১৭০। „ কেশবনাথ বহু বি, এ, „	
১৩৯। ডাক্তার উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	১৭১। „ কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ,	রাজসাহী।
১৪০। কুমার রামেশ্বর মালিয়া, জমিদার,		
১৪১। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বাসু চৌধুরী, হাবড়া।		

৬৬।	শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বহু এম্, এ, বি, এল্ (বিশিষ্ট), কলিকাতা।	৮৪।	শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান।
৬৭।	গোবিন্দলাল দত্ত, ,	৮৫।	রামলাল মুখোপাধ্যায় বি, এল্ ,
৬৮।	নিত্যকৃষ্ণ বহু এম্, এ, .	৮৬।	সত্যভারণ মুখোপাধ্যায় বি, এ, ,
৬৯।	Sir George Birdwood K. C. I. E. (বিশিষ্ট), লণ্ডন।	৮৭।	মন্মথকুমার বহু এম্, এ, ,
৭০।	শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র সমাজপতি ( সাহিত্য-সম্পাদক ), কলিকাতা।	৮৮।	প্রমদানাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল্, ,
৭১।	শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ ( শিক্ষাপরিচয়-সম্পাদক ), উত্তরপাড়া।	৮৯।	বন্ধুবাহারী সিংহ বি, এ, কাটোয়া।
৭২।	বিজ্ঞাননাথ ঠাকুর(বিশিষ্ট), কলিকাতা।	৯০।	জামাধব রায়, কলিকাতা।
৭৩।	মথুরানাথ সিংহ বি, এল্, বাঁকীপুর।	৯১।	অক্ষয়কুমার সেন, ঢাকা।
৭৪।	পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্, এ, বি, এল্, ,	৯২।	জুগাধাস লাহিড়ী, কলিকাতা।
৭৫।	নবীনচন্দ্র দাস এম্, এ, নদীয়া।	৯৩।	নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, কলিকাতা।
৭৬।	যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ, রঙ্গপুর।	৯৪।	অপূর্বচন্দ্র দত্ত বি, এম্, সি, জবলপুর।
৭৭।	শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, চাঁইবাসা।	৯৫।	নন্দলাল বাগচি বি, এ, তমোলুক।
৭৮।	স্কোরোদনাথ সিংহ এম্, এ, বি, এল্, তমোলুক।	৯৬।	রমেশচন্দ্র দাস বি, এ, বরিশাল।
৭৯।	ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ, কলিকাতা।	৯৭।	কুমুদবন্ধু দাস বি, এ, ময়মনসিংহ।
৮০।	শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্, ,	৯৮।	বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত বি, এল্, বরিশাল।
৮১।	হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ,	৯৯।	অবিনাশচন্দ্র মিত্র বি, এল্, সিউড়ি।
৮২।	বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্, এ, ,	১০০।	গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ,
৮৩।	বরদাকান্ত সেন গুপ্ত, ,	১০১।	নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বহরমপুর।
৮৪।	কৈলাসচন্দ্র দাস এম্, এ, ,	১০২।	লোকেন্দ্রনাথ পালিত সি, এম্, বরিশাল।
৮৫।	চণ্ডীচরণ সেন, ভবানীপুর।	১০৩।	চিত্তরঞ্জন দাস, বারিষ্টার, কলিকাতা।
৮৬।	ভুবনকৃষ্ণ মিত্র, কলিকাতা।	১০৪।	অাত্তোষ চৌধুরী এম্, এ, এল্, এল্, বি, বারিষ্টার, কলিকাতা।
৮৭।	দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হালিসহর।	১০৫।	নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজ, ,
৮৮।	রাধানাথ মিত্র, কলিকাতা।	১০৬।	শ্যামাকুমার মুখোপাধ্যায়, রাজসাহী।
৮৯।	ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ,	১০৭।	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
৯০।	রজনীনাথ রায় এম্, এ (ডেঃ কন্ট্রোলার), ভবানীপুর।	১০৮।	শশধর রায় এম্, এ, বি, এল্, রাজসাহী।
৯১।	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (ট্রিবিউন্-সম্পাদক, লাহোর।	১০৯।	শরচ্চন্দ্র রায় বি, এল্, ,
৯২।	চন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্, এ, ভাগলপুর।	১১০।	ব্রজেন্দ্রনাথ দে এম্, এ; সি, এম্, বালেশ্বর।
৯৩।	রায় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাজুর, ,	১১১।	বিহারীলাল গুপ্ত সি, এম্, বাধরগঞ্জ।
		১১২।	দীপেন্দ্রচন্দ্র সেন বি, এ, কুমিল্লা।
		১১৩।	জাহ্নবী রমেশচন্দ্র মিত্র, নাইট, ভবানীপুর।

১১৪।	মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ ঘোষ,	কলিকাতা।	১৪১।	শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়,	কলিকাতা।
১১৫।	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্, এ ; সি, এম্,	হুগলী।	১৪২।	„ গোবিন্দচন্দ্র দাস এম্, এ, বি, এল্, „	„
১১৬।	„ বরদাচরণ মিত্র এম্, এ ; সি, এম্,	ফরিদপুর।	১৪৩।	„ সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্, „	„
১১৭।	পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি,	কলিকাতা।	১৪৪।	„ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী এম্, এ, দিনাজপুর।	„
১১৮।	শ্রীযুক্ত দাশরথি ঘোষ এম্, এ, বি, এল্,	হুগলী।	১৪৫।	„ অধিনীকুমার দাস বি, এ, কুমিল্লা।	„
১১৯।	„ নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্, কলিকাতা।	„	১৪৬।	„ মাখনলাল সিংহ,	হাবড়া।
১২০।	„ কুঞ্জবিহারী বহু বি, এ, „	„	১৪৭।	„ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি,	এল্, কলিকাতা।
১২১।	„ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর।	„	১৪৮।	„ ভবেন্দ্রনাথ দে বি, এল্, „	„
১২২।	„ মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল্,	কলিকাতা।	১৪৯।	„ অমৃতকুমার মল্লিক বি, এল্, „	„
১২৩।	„ রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়, „	„	১৫০।	„ মনমথচন্দ্র মল্লিক, „	„
১২৪।	„ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বাঁকুড়া।	„	১৫১।	„ হেমচন্দ্র মল্লিক, „	„
১২৫।	„ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ, কলিকাতা।	„	১৫২।	„ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, „	„
১২৬।	„ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী, ময়মনসিংহ।	„	১৫৩।	„ বজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, „	„
১২৭।	কবিরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, কলিকাতা।	„	১৫৪।	„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, „	„
১২৮।	শ্রীযুক্ত অমলাচরণ বহু এম্, বি, „	„	১৫৫।	„ রায় কোহিলীকুমার সেনগুপ্ত,	কীর্তিপাশা, বরিশাল।
১২৯।	„ শিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া।	„	১৫৬।	„ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, এল্, দেতারা।	„
১৩০।	„ হুমেন্দ্রনাথ বসু বি, এল্, যশোহর।	„	১৫৭।	„ জ্যোতিরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা।	„
১৩১।	„ কুঞ্জলাল রায়, কলিকাতা।	„	১৫৮।	„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, „	„
১৩২।	„ মনমথনাথ দত্ত এম্, এ, „	„	১৫৯।	„ „ „ „ „ „	„
১৩৩।	„ মতিলাল মল্লিক বি, এ, মেদিনীপুর।	„	১৬০।	„ গণ্, „	„
১৩৪।	„ মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, রঙ্গপুর।	„	১৬১।	„ রাজা শ্রী শ্রীমোহন ঠাকুর,	নাইট, সি, আই, ই, কলিকাতা।
১৩৫।	„ অরোরনাথ ঘোষ বি, এল্, বাঁকুড়া।	„	১৬২।	„ রজনীকান্ত চক্রবর্তী, মালদহ।	„
১৩৬।	„ তারণচন্দ্র সেন, „	„	১৬৩।	„ গোপালচন্দ্র মিত্র এল্, এম্, এল্, হাবড়া।	„
১৩৭।	„ নয়নাঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্, এ, „	„	১৬৪।	„ মনমথনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, কলিকাতা।	„
১৩৮।	„ কলদাশ্রমদ মুখোপাধ্যায়, „	„	১৬৫।	„ অমৃতলাল মিত্র, টালা।	„
১৩৯।	ডাক্তার উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	সিবিলা সার্জন, „	১৬৬।	„ ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, এ,	ছাপরা।
১৪০।	কুমার রাঘবেন্দ্র মালিহা, জমিদার,	সিয়ারসোল।	১৬৭।	„ বরদাকান্ত চক্রবর্তী, বহর, ঢাকা।	„
১৪১।	শ্রীযুক্ত রাজকুমার রায় চৌধুরী, হাবড়া।	„	১৬৮।	„ চন্দ্রনাথ তালুকদার, কলিকাতা।	„
			১৬৯।	„ কেশবনাথ বহু বি, এ, „	„
			১৭০।	„ কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ,	রাজনাথী।

১৭১।	শ্রীযুক্ত রাজা রাজরাজেশ্বরী প্রসাদ সিংহ বাহা- দুর, হরাজপুর, আরা।	১৯৭।	শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ এম্, এ, কুচবিহার।
১৭২।	„ হারাগচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল, কলিকাতা।	১৯৮।	„ নরেন্দ্রনাথ সেন, কলিকাতা।
১৭৩।	„ রায় বাহাদুর কালীনাথ বালকৃষ্ণ মরঠে, সেতারা।	১৯৯।	„ যোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ, কটক।
১৭৪।	„ হৃদয়রঞ্জন বর্মা এম্, এ, হাবড়া।	২০০।	„ আশাচরণ মিত্র, কলিকাতা।
১৭৫।	„ মন্থনাথ মুস্তফি বি, এ, কলিকাতা।	২০১।	„ যোগেশচন্দ্র দত্ত এম্, এ, „
১৭৬।	„ মতিলাল দত্ত, „	২০২।	„ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় রায় সাহেব, হুগলী।
১৭৭।	„ বিজ্ঞানচরণ গুপ্ত, „	২০৪।	„ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভবানীপুর।
১৭৮।	„ প্রভুলচন্দ্র বসু, „	২০৫।	„ শশীভূষণ সেন বি, এ, রামপুরহাট।
১৭৯।	„ হরিশাধন মুখোপাধ্যায়, „	২০৬।	„ রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল, কলিকাতা।
১৮০।	„ শরচ্চন্দ্র সরকার, „	২০৭।	„ ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি, এল, ভাগলপুর।
১৮১।	„ শান্তীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, „	২০৮।	„ কুমার দক্ষিণেশ্বর মালীয়া, দিঘাড়সোল, রাণীগঞ্জ।
১৮২।	„ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল, আমুলিয়া।	২০৯।	„ মনোরঞ্জন গুহ, হাজারিবাগ।
১৮৩।	„ পণ্ডিত অনন্তবাণু যোশী শাস্ত্রী, ধারওয়ার।	২১০।	„ বাদশকিশোর গাঙ্গুলী বিদ্যারত্ন, কলিকাতা।
১৮৪।	„ গোপালকৃষ্ণ ঘোষ বি, এল, হরাজপুর	২১১।	„ বিজয়কেশব মিত্র বি, এল, „
১৮৫।	„ রায় নৃসিংহচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, হাবড়া।	২১২।	„ শরচ্চন্দ্র দে বি, এল, „
১৮৬।	„ কুমার প্রমথনাথ, সিরারসোল।	২১৩।	„ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এম, এ, বি, এল, „
১৮৭।	„ রামদা হাবড়া।	২১৪।	„ নরেন্দ্রনাথ রায়, জমিদার, নড়াইল কাপ্তানপুর।
১৮৮।	„ ত্রজেন্দ্রনাথ শীল, এ, বহরমপুর।	২১৫।	„ কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।
১৮৯।	„ অমিনাশচন্দ্র বসু এম্, এ, বর্ধমান।	২১৬।	„ অধিকাচরণ গুপ্ত, ভাঙ্গামোড়া, হুগলী।
১৯০।	„ লালগোপাল চক্রবর্তী এম্, এ, কলিকাতা।	২১৭।	„ ব্যোমকেশ মুস্তফি, কলিকাতা।
১৯১।	„ কালিদাস মল্লিক এম্, এ, বর্ধমান।	২১৮।	„ হরিমাধব সেন, „
১৯২।	„ প্যারীলাল হালদার এম্, এ, বি, এল, কলিকাতা।	২১৯।	„ যশোদানন্দন প্রামাণিক এম্, এ, বি, এল, „
১৯৩।	„ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হাবড়া।	২২০।	„ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এম্, ডি, কলিকাতা।
১৯৪।	„ হরেশচন্দ্র সেন এম্, এ, হুগলী।	২২১।	„ মনোমোহন সেন গুপ্ত, „
১৯৫।	„ আনন্দচন্দ্র মিত্র, কলিকাতা।	২২২।	„ ত্রিগুণাচরণ সেন এম্, এ, „
১৯৬।	„ ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, ভবানীপুর।		

To

THE PRESIDENT,

BANGIYA SAHITYA PARISHAD.

SIR,

1. At a meeting of the *Parishad* held on the 26th August 1894, we the undersigned were requested to consider the following proposals and submit a report thereon.

(I) That it is desirable that in the Entrance Examination of the Calcutta University, candidates be examined in their own vernaculars in such subjects as History, Geography and Mathematics on text-books written in such vernaculars.

(II) That it is desirable that for the F. A. and B. A. Examinations of the Calcutta University, vernacular text-books be prescribed with those in the Classical second languages, viz.—Sanskrit, Arabic, and Persian; or that in such examinations, Composition in and Translation into the vernaculars be made a part of the required test.

2. Before submitting our report we thought it desirable to elicit the opinions of educationists and leaders of the Hindu and Mahomedan communities. To that end issued a circular letter to about 20 gentlemen. We requested them to give their opinions in reply to the following questions:—

Whether you approve, and if so, to what extent, of the proposal to make vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance examination of the Calcutta University in the following subjects, viz:—History, Geography, and Mathematics; or whether you would for the present restrict the proposal up to the standard of Middle English Examination up to the fourth class of Entrance Schools.

(I) Whether you approve, and, if so, to what extent, of the proposal to make the study of vernacular languages a part of the curriculum

F. A. and B. A. Examinations, not in substitution of Sanskrit, Arabic, or Persian, but in addition to these languages.

Twenty gentlemen have responded to our call and have favoured us with their opinions.

The above tentative proposals were laid before the *Parishad* with a view to secure two objects, viz:—

(I) to improve vernacular literature and develop a taste for it among educated classes.

(II) to effect an improvement in the system of education and general enlightenment of the people.

4. We shall take the second proposal first, chiefly because the majority of the gentlemen who have honored us with their opinions are more or less in its favor. The objections that have been taken to this proposal may be summarized as follow :—

(a) Vernacular literature requires no teaching in Colleges.

(b) Vernacular text-books if prescribed in lieu of a portion of the course in Classics will have the effect of discouraging the study of the Classics and if prescribed in addition to those in the Classical languages would add to the burden of the pupils.

(c) Apart from their intrinsic worth, books in classical languages have a linguistic interest which vernacular books can not have for students who speak those vernaculars.

(d) Books of high intrinsic worth are but rare in the vernacular languages.

5. We do not think there is much force in any of the objections noted above, excepting the second. Most of these objections appear to us to be based upon a misapprehension of the proposal which does not, as has been erroneously supposed, seek to encourage the study of the vernaculars at the expense of the Classical languages.

The first objection is, we think, sufficiently answered by the fact that London University prescribes English and other modern languages as subjects of examination. As regards the third objection, though from a quararian point of view the linguistic interest attaching to the study of languages must be great, we do not think it can fairly be asserted that the study of vernaculars is without any linguistic interest from a philological point of view.

The fourth objection involves merely a matter of opinion, and we are by no means prepared to accept it as correct.

To the second objection which in our opinion has some force, we reply so far that we do not think it desirable at present that text books in vernacular languages should be prescribed as subjects of examination. we see no objection to books being recommended as models of style.

We would therefore content ourselves for the present with proposing that in the F. A. and B. A. Examinations, composition in and translation, the vernaculars be made a part of the test. This is already the case in the Entrance Examination, and we do not see why the same test should be prescribed for the F. A. and B. A. We may therefore suggest that the University be moved to adopt the following regulation for the F.A. and B.A. Examinations.

“That at the F. A. Examination and in the A Course of the B. A. Examination (when a classical language is taken as a third subject) a paper should be set, containing (i) passages in English to be translated

one of the Vernaculars of India recognized by the Senate, and (ii) a subject for original composition in one of the Vernaculars recognized by the senate, text books being recommended as models of style.

6. We now come to the first proposal. It has been broadly objected that "encouragement of the study of the vernaculars is not a prime function of the University."

It is unnecessary for us to go into the history of the establishment of the Calcutta University, though it may not be amiss to mention here that the Court of Directors in their famous Education Despatch of 1854, stated that the object they had in view was to impart knowledge in European science, literature, and philosophy to the people of India, and not to teach the English language only. It can scarcely be denied that the knowledge of European science and philosophy at least in the lower standards, will be more largely disseminated through the medium of the vernacular languages.

A large majority of the gentlemen whom we have consulted are dead against the first proposal and even the modified form of that proposal does not commend itself to the majority. Their objections may be summarized as follow :—

(a) That there is a want of suitable vernacular text-books which can take the place of English text-books.

(b) That the several vernacular languages in Bengal alone are in different stages of development, and some of them are still rude and have little, if any, literature of their own. Either the candidates must be examined in those vernacular languages only which possess a rich literature, or they must be examined in their own vernaculars however rude they may be. In the former case, the less developed vernaculars will suffer by the official adoption of comparatively rich vernaculars and in the latter case, the standard of education will be lowered.

(c) That most of the Entrance Students instructed on the vernacular basis will be unable to compete for the F. A., the standards of which are not contemplated to be altered.

(d) That a student brought up in a school on a vernacular basis does not learn English so well as a student getting his instruction through the medium of the English tongue.

(e) That one of the chief objects of English education being the extended employment of the natives of the country in the public services or the learned professions, in all of which a knowledge of the English tongue is essential, any measure calculated to weaken the students in English, must be retrograde and reactionary.

(f) It has also been asserted that, as one of the useful purposes which English education was expected to perform, viz :—to enrich vernacu-

lar literature and to lead to production of vernacular books both for school use and for general reading—has been very effectively served under the existing system of examinations, no case has been made out for any change in the system.

7. We do not think there is much force in any of the objections stated above. In the opinion of several persons whose opinion carries great weight, the proposal, if given effect to, far from weakening the students in English, as suggested in the fourth and fifth objections, would rather strengthen them in that language, by checking the system of cram now unfortunately in vogue and by setting free a great deal of mental energy, now wasted for the extended study of English literature. If the above view is correct, it is difficult to see why students instructed on the vernacular basis should not be able to compete for the F.A. Examination as has been broadly stated in the third objection.

8. As regards the first objection, it can scarcely be said that there are no text books in Bengali which may suitably take the place of English ones in the Entrance Examination, and we think there are now suitable books in Hindi and Urdu as well.

It will appear from the following comparative table that, students having Bengali for their vernacular language form the great majority of Entrance candidates, being 70·1 per cent of the total number in 1893. After them come candidates speaking Urdu and Hindi who form respectively 9·1 and 6·4 per cent of the total number. The number of candidates speaking other vernaculars is quite insignificant.

	1892	1893
Total number of candidates ...	5208	5719
Bengali ... ..	3611	4009
Urdu ... ..	577	528
Hindi ... ..	362	374
Uriya ... ..	82	80
Assamese ... ..	29	49
Burmese ... ..	82	77
Mahratti ... ..	193	242
Telugu ... ..	1	9
Guzrati ... ..	4	4
Tamil ... ..	14	23
Kasia ... ..	6	6
Parbati ... ..	2	3
English ... ..	245	311

To arrive at a correct percentage, however, we should subtract from the total number of candidates 680 and 359 respectively representing those who came in 1892 and 1893 from such provinces as the North Western Provinces and Oudh, Rajputana, the Punjab, Central Provinces, Central Indian States and Ceylon. The percentage of Bengali-speaking candidates would then become 76·6 in 1892 and 74·6 in 1893, and of Urdu and Hindi speaking candidates 8 in 1892 and 7·4 in 1893, and 5·3 in 1892 and 4·3 in 1893 per cent respectively. So that, in any case there are suitable textbooks available for at least 75 per cent and, if we add Hindi and Urdu speaking candidates, for 58 per cent of the total number of candidates.

9. As regards the second objection, it is no doubt true that the vernacular languages of Bengal (including in that term Bengal proper, Behar, Orissa, and Assam) are in different stages of development; but it is likewise true that the vernaculars of the great majority of the candidates for University Examination (*viz.*—Bengali, Hindi and Urdu) are sufficiently advanced to become the media of instruction up to the Entrance Standard. By making our proposal an optional one with the candidates, as we have hereinafter recommended, the point of the objection, so far as it has reference to Assamese and Uriya or other candidates, would be taken away.

10. With regard to the sixth objection, we have to observe that the assertion that the enrichment of vernacular literature is attributable to the present system of examination, is too broad. No doubt, education in English has brought within the field of vision of the natives of this country the world of modern living thought, but it cannot be fairly held that a knowledge of their own vernaculars coupled with a deeper understanding of English literature, philosophy and science, would not lead to further enrichment of the vernaculars of the country.

11. Although to our mind the advantages of studying different branches of knowledge in one's mother tongue are obvious, and although we are firmly convinced that instruction on a vernacular basis up to the Entrance Examination will impart better knowledge with a less waste of mental energy, we feel we shall not be justified in asking the University to make a hard and fast rule on the subject in view of the great diversity in the vernacular language of the candidates for examinations, and also in view of such information as has been disclosed by the opinions given on the subject like this, it is desirable to proceed with caution and in reliance on public opinion, however ill-advised we may consider it to be, and we, therefore, suggest that, for the present, the University be moved to adopt the following regulation, *viz.* :—that in Geography, History and Mathematics the answers to be given in any of the living languages recognized by the

Senate. A similar permissive rule was provided in 1857 on the first regulation of the University for the Entrance Examination, but was withdrawn in 1861-62. The reasons which probably led to its withdrawal do not exist now, and we think that the University should not stand in the way of those who honestly consider that instruction on a vernacular basis would lead not only to the improvement of the vernacular literature, but also to a deeper knowledge and a wider diffusion of European literature, philosophy and science among the educated classes, but that it should give the rule, which has been suggested above, a fair trial. We are of opinion that the University may without difficulty devise means to counteract the advantage that is likely to be gained by candidates answering in their vernacular languages over those answering in the English language, e.g. by making the full number of marks in their case lower than in the case of the latter. Such a procedure is not unknown in the history of examinations.

12. As regards the modified form of the first proposal, *viz* :- to place the instruction in the lower classes on a purely vernacular basis, the use of English as medium of instruction being confined to the four upper classes, there is also a difference of opinion but not so strong as for the first proposal itself. It is but natural that the instruction in the lower classes will be regulated by the examinations of the University. And so long as Examination in Mathematics, History and Geography is conducted in English for the Entrance Standard, there will be a broad line of separation between schools in which the *media* for imparting instruction differ,—a state of things which we, by no means, approve.

Yours faithfully,  
 Rabindranath Tagore,  
 Gooroodass Banerjee,  
 Nandakrishna Bose,  
 Rajanikanta Gupta,  
 Hirendranath Datta.

---

Opinions of the men of light and leading.

1

From

BABU BHOLA NATH PAUL, M. A.

To

THE SECRETARY, BANGIYA SAHITYA PARISHAD.

Dated, 45 Simla Street, the 22nd January, 1895.

SIR,

In reference to your Circular letter dated the 5th January, 1895, I have the honour to inform you that I do not think it advisable to make any Vernacular tongue the medium of instruction in History, Geography, and Mathematics in the Entrance Examination. This would materially affect the progress of our boys in the study of English language and science, efficiency in which should be one of the most important aims of every Indian student. I may be permitted to state it as my opinion that, Bengali language and literature are to be improved not so much by the original writings of pure Hindu scholars as by the original productions of such Hindu scholars as have had their minds saturated and illuminated by the deep and thorough study of European Language and Science. Neither do I see any necessity for making any change in its existing curriculum of the F.A. standard in the Second Language.

I have the honour to be

SIR,

Your most obedient Servant,

BHOLA NATH PAUL.

2

From

THE OFFICIATING PRINCIPAL,

Krishnagur College.

To

THE SECRETARY TO THE BANGIYA SAHITYA PARISHAD,

CALCUTTA.

Krishnagur, the 4th February 1895.

SIR,

In reply to your letter dated the 5th January 1895, I have the honour to state that I consider that it would be a retrograde measure to make the Vernacular languages the instrument of instruction in History, Geography and Mathematics in any class above the 4th of Entrance Schools.

As regards the proposal to introduce the Vernacular languages into the F. A. and B. A. courses in addition to the Classical languages

I would premise that there is a difference, and an important one, between language and literature, and, bearing this in mind, I hardly think it portion of the work of a University to impart instruction to undergraduates in their mother tongues : the home is the place where this should be taught. Taking literature, not merely language as the question to be considered I would ask whether the Vernacular literatures are capable of supplying the intellectual stimulus and discipline which is the object in all literary study. On this point I am not competent to offer an opinion.

But, were the question affirmatively answered, I should certainly deprecate any addition to the existing F. A. and B. A. courses : in the former especially a mere smattering is too often the only result of two years study of six or seven subjects ; to bring in another subject would only make bad worse : and the same objection applies, I think, only with somewhat less force to the B. A. Examination. I have asked my colleagues to state their own views which, in such a case, are, I think, naturally entitled to more consideration than my own.

I have the honour to be

SIR,

Your most obedient Servant

J. R. BILLING.

Officiating Principal.

3

From

BABU BECHARAM NANDI, B. A.

Head master, Purulia Zillah School.

To

BABU RABINDRA NATH TAGORE,

Member of the Bangiya Sahitya Parishad,

Purulia, 21st January, 1895.

SIR,

With reference to your letter dated 5th instant, asking for an expression of opinion as to whether it is desirable to examine candidates for the Entrance Examination in Mathematics, History and Geography on text books written in their Vernaculars and whether the Vernacular languages should form a part of the curriculum of studies in the F.A. and B.A. examinations, I have the honour to make the following remarks :—

The object which the majority of our students have in view in passing the Entrance Examination is, to fit themselves to get on well in the world. In other words they look upon the Entrance Certificate as a passport for entering service under Government, in Mercantile Firms or

under private gentlemen or for continuing their studies with a view to gain a professional knowledge in Engineering, Law or Medicine. If we accept this to be the aim of our training, we ought to impart instruction through the medium of English. To know the principles of Arithmetic through that medium has a Commercial value. A boy who learns Arithmetic from text books written in English has an advantage in securing a place. Take for instance two boys—one of whom is taught Arithmetic through the medium of English and the other through that of Bengali. The other things being equal, the first would, as an Accountant, prove superior to the second, for he would not find any difficulty in knowing the meanings of *lb., oz., £., s., d., cwt., dwt., ft., &c.* and would not take the figure “8” as four which the other might do. An Entrance Certificate would be at a discount and Merchants of Calcutta and other places might prefer lads who would be taught Arithmetic through the medium of English. But the true aim of instruction is culture which can be best secured by the development of a boy’s faculties. Arithmetic, as it is at present, is taught mechanically. *Most of the boys find difficulties in understanding its principles* and, if Arithmetic be taught through the medium of Bengali, the boys will learn the “science of numbers” and they will not simply, as they do now ‘learn to reckon.’ The gain would thus be greater than any loss that might arise from the working out of the proposed scheme as far as Arithmetic is concerned.

Euclid and Algebra if taught through the medium of Bengali would also be learnt in a better manner. I do not know whether modern geometry would not be preferable to Euclid, but in this connection I cannot resist the temptation of quoting the following remarks from Mathew Arnold’s French Eton (p. 379). “I must not forget to add that our geometry-teaching was in foreign eyes sufficiently condemned when it was said that we still used Euclid. I am bound to say that the Germans and the Swiss entirely agree with the French on this point. Euclid, they all said, was quite out of date, and was a thoroughly unfit text-book to teach geometry from. I was, of course, astounded ; and when I asked why Euclid was an unfit text-book to teach geometry from, I was told that Euclid’s propositions were drawn out with a view to meet all possible cavils, and not with a view of developing geometrical ideas in the most lucid natural manner.”

The proposal to teach history through the medium of Bengali does not commend itself to my judgment for the following reasons. In Bengali there are not many good historical works which may be used as text-books for Entrance candidates. Even if this defect be removed by the publication in the immediate future of excellent historical works there will still remain the objection that such historical works will compare

unfavorably with Macaulay's History of England or Green's History of the English People or Hunter's Ruler's Series which the best boys that go in for the Entrance Examination study and master, and from which they receive taste for historical studies. It need not be stated that text-books on history form a portion of the literature of the pupils attending our schools. If then the knowledge of historical facts be communicated through Bengali, they will have less literature, less humanising instruction and the disproportion between the amount of positive information and the low degree of culture will be greater than what it is at present.

No history of England written in Bengali will convey to the minds of our pupils an adequate idea of the constitution of Great Britain and Ireland as the standard works in English on the same subject will do. The study of history through the medium of English is calculated to strengthen the knowledge of English on the part of our boys, in as much as it keeps them in touch with the works of Freeman and Froude. It will also enable them to seize the spirit and power of English literature more than the study of similar works in Bengali. No historical work written in Bengali will enable the boys to understand the allusions implied in the expressions 'All is lost, save honour', 'Had I but served my God with half the zeal with which I served my prince, He would not have given me up in my gray hairs', 'When Adam delved and Eve span, where was then the gentleman?' 'sense of honour', 'a bill of attainder', 'Thirty-nine Articles of Faith,' 'Peter's pence,' 'impeachment,' 'Chivalry' &c.

I am also not in favour of placing the teaching of geography in the upper classes of our schools on a vernacular basis, for in that case the boys will not be able to pronounce the names of places properly. Physical Geography and Science may be taught through the medium of Bengali.

In my humble opinion Bengali might form a part of the programme of studies for the F.A. and B.A. examinations. Its instruction would be of immense benefit to the students with aptitudes for literary or philosophical studies. It might be made an optional subject in the F.A. examination and form part of Sanskrit in the A course of the B.A. examination.

I have the honour to be

SIR,

Your most obedient Servant

BECHARAM NANDI,

Head master, Purulia Zilla school.

From

BABU ASWINI KUMAR DUTT.

Brojomohun Institution. Barisal, January 29, 1895.

SIR,

With reference to your Circular dated the 5th Instant inviting our opinion as to whether the medium of instruction in History, Geography and Mathematics up to the Entrance or Middle English standard should be the vernacular languages and whether the study of these languages should be a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations, we beg to submit the following observations :—

1. We would make the vernacular languages the medium of instruction in the subjects referred to up to the 5th Class of Entrance Schools. Most of the failures at the Entrance Examination are due to the boys being weak in English, and if they shall have to study most of the subjects in Vernacular up to the Entrance class, their knowledge of English would be weaker still. In order to see boys well-grounded in English at the Entrance class, we think, it is necessary that they should begin studying History, Geography &c. in English from the 4th Class. Up to the 5th, we are of opinion, study of such subjects may with advantage be conducted in Vernacular, as that would create an interest in the minds of the boys which can never be expected from their study of such subjects in English, as the mental strain necessary to understand English is apt to deaden the interest in the subjects.

2. We should like very much to see students appearing at the F. A. and the B. A. Examinations required to submit original compositions in the Vernacular languages. To awaken a livelier interest in the study of such languages it would be very reasonable, we suppose, to cut down a small portion of the course in the Classical second languages for the introduction of good thoughtful text books in the Vernacular.

Yours faithfully,  
ASWINI KUMAR DUTT,  
BRAJENDRANATH CHATTERJEE.

From

BABU AMBICA CHARAN SARKAR.

Head Master, Nawab's H. E. School, Murshidabad.

To

THE MEMBERS OF THE BANGIYA SAHITYA PARISHAD.

Dated, Murshidabad, the 28th January, 1895.

SIR,

With reference to your letter dated the 5th January 1895, for an expression of my opinion on the subject of making Vernacular languages the

medium of instruction in certain subjects up to the Entrance Examination of the Calcutta University, and of making Vernacular languages a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations of the University, I beg humbly to submit my views on the questions mooted therein.

With reference to your 1st proposal I should think that should the Vernacular languages be made the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in the following subjects, viz : History, Geography and Mathematics, it might facilitate the study of those subjects in our schools. But in view of the mixed character of the population of many of our schools, it may fairly be doubted whether such a step, however desirable on more grounds than one it might be, would be feasible. For, schools consisting of Hindi, Urdu, Uriya and Bengali speaking students, two or three sets of teachers would be required to teach the subjects now taught by one set, thus making the management of schools more expensive than at present. It would necessitate not only the entertainment of additional teachers (Pundits or Moulvis), but in many cases an increase of accommodation. Were it practicable to adopt one of the Vernaculars of these provinces as the medium of instruction, the proposal, if carried out, would, in my humble opinion, be a change for the better. I would even go so far as to recommend its gradual extension to higher examinations of the University.

With reference to the second part of the 1st proposal regarding the use of Vernacular languages as the medium of instruction in all subjects of study except the English language up to the standard of M. E. Examination *i.e.* to the 4th class of Entrance schools, I see the same difficulties would arise in carrying out the proposal as stated above.

As regards the second proposal to make the study of Vernacular languages a part of the curriculum in F. A. and B. A. Examinations in addition to Sanskrit, Arabic or Persian, the utility of the change proposed would, I should think, be admitted on all hands. For the present, however, instead of prescribing additional text books in vernaculars along with those in the classical languages, the proposal might be advantageously restricted to composition in and translation into the Vernaculars being made a part of the required test.

I have the honor to be

SIR,

Your most obedient Servant.

AMBIKA CHARAN SARKAR.

Nawab's High School

Murshidabad.

## THE PRESIDENCY COLLEGE.

Calcutta, 30th January 1895.

From

MOULVIE ABDUL MONAIM,

Professor of Arabic Presidency College.

SIR,

In reference to your Circular letter dated the 5th of January 1895, I beg leave to say that, though nothing is nearer and dearer to my heart than the advancement of vernacular languages, yet I cannot approve of the proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to Entrance Examination of the Calcutta University in History, Geography, and Mathematics. Such an attempt, in my humble opinion, would greatly tend to defeat the object the University has in view namely, the English education.

Text books on history, I believe, form no weaker vehicle of teaching a language, specially when it is a foreign one than the text books on literature itself. Consequently by the substitution of vernacular text books for English text books on the subject, one of the chief means of teaching English would be taken away. As to Geography and Mathematics I am afraid, the same amount of precision and exactness that is desirable in the instruction of any subject would not be secured if they be taught in vernaculars.

As regards suitable text books on these subjects, it is doubtful whether the vernaculars marginally noted possess good and suitable works on these subjects. I know that the Bengali language alone is rich and can, to some extent, supply the want. But Urdu which is emphatically the language of the Mohammedans does not possess suitable books at all on these subjects.

It is a notorious fact that our young gentlemen, passing their Entrance examination, cannot write few simple lines in English. Under these circumstances if one of the principal mediums of teaching English to the learners be taken away, the students at large will have greatly to suffer. We should no doubt try to enrich our vernaculars with various useful works on important sciences. By the substitution of Bengali histories in place of English books, our language will have only some translations and translations indeed do not enrich a language.

Therefore, the step which deprives our students of one of the two principal mediums of imparting English education to our youths, and, at the same time, does not tend to the real development and progress of our vernaculars, is not a desirable one.

As to the 2nd part of the 1st question I would not say anything more than this—that it would entail upon the students the same difficulties under

which those that join Entrance schools on passing their vernacular examinations are well-known to labour.

I am not opposed to the proposal of making the study of vernacular a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations, but, for the present, the study of such languages may be optional and not compulsory.

Yours faithfully,  
 ABDUL MONAIM  
 Professor of Arabic and Persian  
 Presidency College,  
 CALCUTTA.

7

From

BABU ABINASH CHANDRA CHATTERJEE

Head Master, Chittagong College.

To

THE PRESIDENT OF THE BANGIYA SAMITYA PARISHAD.

SIR,

In reply to the queries contained in your Circular letter of the 5th January 1895, I have the honour to state :—

1. That, as the English language requires to be learnt much more generally and effectively by natives of British India than a foreign language is studied by a native of England, and as the opportunities or appliances for so thorough a mastery are not always available to the general body of Bengali students, I am of opinion that the Vernacular languages should not now be made the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in History and Mathematics ; these may however be employed for purposes of instruction for the subjects aforesaid up to the standard of the Middle English Examination or to the 5th class of Entrance schools.

2. I do not approve of the proposal to make the study of Vernacular languages as part of the curriculum for the F.A. and B.A. Examinations in addition to the Indian Classics. The course for the Examinations especially the F.A., is already a little too expanded to admit of any further additions without burdening the brains of the examinees somewhat injuriously.

The vernaculars are already optional subjects in the Entrance Examination and these might further be allowed to be taken up optionally in the F.A. though not in the B.A. Examination.

Yours faithfully,  
 ABINASH CHANDRA CHATTERJEE  
 Chittagong College.

From

BABU BROJO NATH RAY

Head-master, Andul High English School.

To

BABU RABINDRA NATH TAGORE,

Bangiya Sahitya Parishad.

Calcutta, the 28th January, 1895.

SIR,

In reply to your favour of the 5th instant asking my opinion on the useful additions intended to be made to the curriculum of the University Examinations, I most respectfully beg hereby to convey to you my unqualified approbation of the movement made by the Bangiya Sahitya Parishad.

(2) Its object is no other than making our youths wise, discreet and practical men. It is, therefore, necessary, in determining the subjects of their studies, to attend to their destinies and their surroundings. They have, all of them, very often to express themselves in their own vernaculars, very often to make their accounts according to the Suvankari system of arithmetic, very often to deal with the prevailing manners and customs of their country. That students of the University should be in the dark with regard to all these their close and important questions, is a matter of great regret, and calls forth upon the Bangiya Sahitya Parishad to take what steps are well-calculated to better their sad and sorrowful circumstances. The success of this movement is very likely to bring forth more valuable consequences than that of the best plan the National Congress has been able to chalk out by this time.

(3) Its utility, however, depends upon the extent of the subjects taught and upon the manner in which the teaching is conducted. Instead of solid advantages, splendid evils may arise if the selections be not adequate and judicious. Multiplicity of books can never be the sources of any complaint in this special case. The facility of the students in understanding the subjects written in their vernaculars, is very likely to overcome all the difficulties in this way. The advantages deriveable from these studies of pleasure and easiness, are such as to ensure their proficiency in all the respects.

(4) The Entrance candidates will scarcely reap any advantage from the study of their vernaculars, if they cannot learn fully the Zemindary and Mahajany accounts from it, if the facts and figures of History, Geography be not firmly impressed upon their minds by it, and if their deficiency in Composition and Translation be not made up by their Exercises in the

mother tongue. The students of the college department may learn great deal about our sociology from the Vernacular books placed in their hands.

I have the honor to be  
Sir,  
Your most obedient Servant  
BROJONATH RAY.

9

From

BABU BRAJENDRANATH SEAL M.A.  
Principal, Berhampur College.

To

THE COMMITTEE OF THE SAHITYA PARISHAD,  
Appointed to consider the question of the introduction  
of the Vernaculars in the University Examinations.

DEAR SIRS,

I have much pleasure in sending the following note on the questions on which you desire to have my opinion :—

1. I consider it highly desirable that the Calcutta University should recognise a vernacular like Bengali in the F. A. Examination ; and I would have text-books of Bengali literature appointed for those candidates whose vernacular is Bengali. A paper of mere translation into or original composition in Bengali would, in my opinion, be a sorry makeshift, and I should be decidedly opposed to it, as a similar arrangement for the Entrance Examination has notoriously failed of its purpose. On the third day of the F. A. Examination I would have for candidates whose mother tongue is Bengali one paper on a classical (second) language and one paper on Bengali language and literature as studied in appointed text-books. I would adopt a similar plan for the Entrance Examination also. The Sanskrit Course would in each case be left untouched and in its integrity.

The theoretical considerations in favor of the reform I advocate are too many and too important to be here mentioned in any but the most cursory manner. The broad question of a vernacular *versus* bare classical education has been already fought out in other countries ; and a thorough course of English education—thanks to the efforts of Drs. Hales, Morris Skeat and other veteran educationists—is now incorporated into the scheme of secondary instruction in England, even in the most renowned public schools and other historic centres of classical learning. The English settlement of the question is no doubt radically different from the continental solution, for, while the latter provides for a vernacular (or non-classical) and a classical side, the former seeks to combine vernacular with classical studies

throughout the course of secondary education. Still, it should be borne in mind that before the bifurcation of studies takes place in the German and French schools, a course of vernacular studies has to be undergone by all pupils alike ; and that, even in the classical side, all subjects other than the classical languages are studied in the vernacular. It may be urged that the recognition of the vernacular in the studies of the Lycees, the Gymnasion, or the great public schools of England does not as such justify its inclusion in this country in the F. A. course. This is true, but I am here contending for the principle of the organisation of vernacular studies in the upper secondary stage. Once the principle is admitted—and I submit that our educational system would stand utterly condemned in the light of modern ideas and methods unless this great end is sought to be secured—the question will turn upon the best means of giving effect to the principle. I submit that though in England and other countries of Europe independent educational organisations exist (as the great public schools of England) outside the University for controlling the scheme of public education in the secondary stage, here in Bengal there are no such organisations, and the University must take in hand work of a kind that in more advanced countries might be left to other than University agency. As a matter of fact the neglect of the vernacular by our University has led to the deplorable result that the vernacular is all but ignored in the secondary studies of the High schools. The translation into the vernacular in the scheme of the Entrance Examination has notoriously failed, as it was bound to fail of its purpose, if indeed its purpose was anything so serious as the encouragement or organisation of vernacular studies in the secondary stage of education. This hateful piece of dilattantism or dandyism in the treatment of the vernacular, this playing fast and loose in the gay Lothario style, amounts to very much like an outrage on its fair name and fame ; and the ‘bastard’ Bengali of the University stamp, in the paper of translation from the Vernacular into English, adds but insult to the injury.

Besides, here in Bengal, owing to political exigencies, a foreign language must always take the place of the vernacular, in the University Stage of education, in the lectures and expositions of the class-room, in the study of subjects like history, logic, the physical sciences, mathematics &c., and the result is that the vernacular is starved in the University to an extent unknown in any other civilised country. This is another important ground for giving separate and independent recognition to the vernacular in the Calcutta University in the way I have proposed. This may be a deviation from the practice of European Universities, but this formal and superficial difference will really bring us into closer conformity to their animating spirit and acknowledged principles.

**Taking, as I do, a definite stand on the memorable historic triumph,**

achieved in the last half-century, of the great principle of vernacular education in secondary studies, I do not consider it necessary to re-open the question ;—the only debateable grounds are (1) whether, as a matter of fact, an organisation of vernacular studies is worked into the course of secondary instruction that leads up to our University, and (2) whether, if this is not so, it is not necessary that, in order to secure this result, as well as for other reasons applicable to the peculiar circumstances of this country, that the University should give a separate recognition to the vernacular by appointing text-books for the Entrance and F. A. Examinations, instead of merely setting a paper of translation or original composition at either examination.

I have already stated (1) that, in Higher English Schools, no well-organised and systematic course of vernacular instruction is pursued as a matter of fact, (2) that the University alone can give effect to the principle and in the way I have mentioned, and (3) that the peculiar circumstances of this country, displacing the vernacular in the University from most of its normal and legitimate spheres, make such a recognition doubly necessary.

I have said I do not wish to enter into the grounds that may be urged in favour of a vernacular education in the secondary stage in addition to a classical grounding, as that question has been fought out as a historic *cause celebre*, and the vernacularists have achieved a memorable triumph ; but I may be pardoned if I briefly touch on one consideration, which, as inapplicable to European countries, has never been urged before in the controversy as carried on in Europe but which is of paramount importance in its bearing on this country and its people. One reason why the educated Bengali is intellectually barren is that he is an intellectual hybrid. Biologists tell us that in the case of a cross between two species the organisation of cells and tissues goes on too imperfectly for the complete differentiation of the reproductive from the Somatic cells, and there is consequent sterility of the hybrid offspring. The mental organisation of the present day educated Bengali with its incoherent and imperfectly integrated layers of tissues furnished by two hostile and uncongenial civilizations, resembles too closely the condition of a hybrid in the Animal Kingdom to reach that stage of reproductive maturity in which life gives off life, and the death of the individual is but a step in the endless, the ever-renewed resurrection of the species. Thus it is that the great meeting point of two civilizations in India, instead of giving birth to a new and invigorated stock, has been bringing forth an ever-dwindling race of pigmies. The promise of our golden harvest has turned to ashes and stubble : Saxon and Norman of old built up the all-conquering English type, the sovereign type of the world to-day ;—the *Vaterland* and the Giant Republic of the Far-West, have witnessed mighty broods brought forth of the commingling of races and civilizations ;—the

Age of Pericles and the Age of the Renaissance show the rich constructive and inventive fertility peculiar to epochs of expansion and movement ;—but here in India the intercrossing of civilizations, the unsettlement and movement of ideas, on a more gigantic scale than the world ever before witnessed, threaten to end in giving birth to mere half-breeds and half-castes of the intellectual world, with all the well-known moral and intellectual characteristics of mulattoes ! The curse has been in great part brought on by the circumstance that an organic assimilation of the new ideas and sentiments, of the new ways of a new civilization, has been rendered impossible for us by the fact of our neglecting the national and traditional medium of the vernacular speech and idiom in the growth and development of our new intellectual life. For speech is the body of thought,—the forms and idioms of language are the mould of our ideas and sentiments ;—and we do not assimilate these unless we successfully recast them in the mould of our native speech. Whenever the new ideals have been sought to be made genuinely our own through their representation and embodiment in the forms and modes of our native idiom, great results have been achieved—witness the prose of Bankimchandra and Rabindranath, and the poetry of Michael Madhusudan, Hemchandra and Rabindranath.

The practical difficulties that may be urged against the proposal are :—

(1) The want of suitable text-books in the vernacular for the University Examinations.

So far as Bengali is concerned, the objection is flimsy. In the literary sphere proper, Bengali text-books are available for the B. A. and even for the M.A. Examination. For most other Indian vernaculars, text-books may, I believe, be appointed for the Entrance Examination. Where text-books for the F. A. are wanting the existing system may be maintained.

(2) The want of uniformity consequent on the recognition of the vernacular for some candidates for the F.A. Examination, in addition to a classical language, and of a classical language only in the case of others.

Here it may be urged in reply that for the great majority of candidates there will be one Sanskrit paper, and one Bengali paper, on the third day of the F. A. Examination. It is true that for a small number there will be two papers on a classical language ;—but the sacrifice of uniformity to this extent is nothing new in the Calcutta University, e. g. the afternoon paper on the first day of the Entrance Examination. At the same time the proposed arrangement for the F. A. Examination will be free from most of the practical difficulties attendant on the Entrance Translation paper. Of course, there is no pretence of uniformity in the higher examinations of the University.

(3) The possible injury to the cause of Sanskrit education.

It will be seen that I do not propose to touch the Sanskrit F. A. or En-

trance course at all. I would simply appoint Bengali text-books in addition to the Sanskrit ones and this would not interfere with Sanskrit studies. As for the latter, I may note *enpassant* that the eight years or so devoted to Sanskrit are usually wasted, for want of a systematic course of education in the Sanskrit language ; and it is simply scandalous that the only classical language for the majority of candidates for the University Examinations\* should be so perfunctorily taught. A more thorough grounding in Sanskrit grammar, composition and literature is a crying necessity in our University. It is natural to expect that in the Indian Universities Sanskrit teaching should be as well organised and should meet with as remarkable success as Greek in the English and Latin in the German Universities ; but here in Calcutta the expectation has been completely falsified. Our University has deliberately chosen to be satisfied with a mere smattering of Sanskrit in the candidates for even its higher examinations.

(4) The additional burden cast on the students by the compulsory introduction of the vernacular.

I do not deny the fact, but I do not think there is much in this objection. Our boys learn far too little at the Entrance stage. This is certainly owing to their having to learn everything through the medium of a foreign language, but still the addition of a vernacular text-book for Entrance students should not in my opinion prove too heavy a burden. As for the F. A. candidates, the Sanskrit course, which used to cover five cantos of the Bhattikavyam and eight of the Raghuvansam has now been reduced to seven cantos only of the Raghu, and our Sanskrit Professors generally complain of too little work for a course of two years' study. I would improve matters by requiring a more thorough knowledge of Sanskrit grammar and a more ready practice in Sanskrit composition on the one hand, and by the introduction of text-books of vernacular literature on the other. The latter will prove in some respects a source of relief and recreation to our students, for an appreciative study of works like the Meghnadbadha or the Virtrasanhara in the vernacular class will familiarise them with the higher conceptions and uses of the poetic art, and will be of the greatest service to them in their understanding of English classics. English literary studies in our college classes will at once be lifted from the dead level of mere soulless cram to the higher plane of intelligent and æsthetic appreciation.

II. The second question referred to me for opinion is whether subjects like history, geography, mathematics &c., should for the purposes of the Entrance Examination be taught through the medium of the vernacular, *i.e.* by means of vernacular text-books or whether, if that is not advisable,

it is desirable to extend instruction in these subjects through vernacular text-books up to the fourth class of Higher-class English Schools.

The plan of conveying instruction in subjects like geography, mathematics, physics &c., in the stage of secondary education through the medium of the vernacular, *i.e.* by using vernacular text-books has my full sympathy in the abstract ; and the course is so natural that I am convinced it is bound to be adopted sooner or later. The existing method of conveying secondary instruction through a foreign medium is *per se* so unnatural and preposterous that were it not for the political circumstances of the country it would not be tolerated for an instant. Imagine English boys taught through the medium of German, or French boys through the medium of English ! I put little store by the opinion of the philologists that English will become the universal language eight hundred years hence. It may, and, no doubt, will become a sort of *lingue franca* for the world ; but the learned Doctors who dream of one *vernacular* for mankind may be placed in the same transcendental category as the squarers of the circle and the inventors of perpetual motion, or as the fourth-dimension or the fifth monarchy fanatics. But India being an English dependency, and our political salvation lying in the direction of federation with the rest of the British Empire rather than in isolation and consequent political death or destruction, the English language must ever possess for us a paramount importance. I would therefore strengthen rather than weaken the position that English occupies in the existing scheme of secondary as well as University education ; but I do not think that it will always be necessary to teach subjects like Mathematics, Physical science and Geography through English text-books for the sake of giving English its rightful supremacy in the scheme of secondary education. I think that in time, mathematics, physics, and geography political as well as physical may, for the purposes of the Entrance Examination, be taught by means of vernacular text-books, while the history of England may continue to be taught in English. Such an arrangement may at first be suspected to weaken the hold of the pupils on the English tongue, but I do not think that this will really be the case. Rather, by setting free much of the energy that is now wasted or frittered away in senseless efforts to cram down matters of information in the forms of English speech, this will give scope for a better grounding in English composition. Besides (1) the Entrance standard will then be more advanced than it is at present, which is highly desirable in the true interests of University education ; and there will be possible not only greater progress in knowledge, but also increased grasp of mind at the Entrance stage ;—(2) mere unintelligent rote or cram will cease to have its present all but universal sway ;—(3) one of the causes that have led to the intellectual hybridity

of the educated Bengali will then be removed as already pointed out ;—and (4) the development of the vernacular literature will receive an impetus in certain directions.

This is the proper place to touch on the influence of Universities on the growth of vernacular languages and literatures in certain aspects and directions. It must be noticed that in the fields of literature proper the great vernaculars of Europe developed themselves outside the limits of University influence. Whether we look to the master-pieces of literary prose, or of poetry and the drama, the Universities as such have directly exercised no influence on their production in any European language. In some countries indeed the vernacular language and literature have been greatly influenced by the corporate action of other bodies—I mean the academies ; and in this respect, that parent of academies, the *Accademia della Crusca*, and next to it the Academy of Paris, have done Knight's service to their mother-tongue. The *Sahitya Parishad*, it is to be hoped, will in no way prove itself unworthy of these high traditions. But the Universities as such have exercised no influence on the development of the vernaculars in the literary sphere. On the other hand, the scientific and philosophical departments, the departments of special technical knowledge—the literature of information or knowledge pure and simple, as contrasted with the literature of power—have in every language grown and developed under the fostering influences of Universities and academies or learned societies, especially of the former. In Bengal what little of mathematics, physics, chemistry, botany, hygiene, geography physical or political, &c. there is in the vernacular has been due to the necessities of primary or vernacular secondary education ; and higher developments of these and other subjects may be expected when corresponding studies in the vernacular will enter into the scheme of the Entrance Examination of the University.

While therefore I have full sympathy with the principle of instruction through the vernacular up to the Entrance standard or during the upper secondary stage of instruction and believe that it is bound to come in time, I must say I do not consider that things are ripe for such a change.

At the outset I would state that though I would have the vernacular language and literature recognised as a subject in the F. A. and ultimately in the B. A. Examination, I am unhesitatingly of opinion that University education in subjects like the physical or philosophical sciences must in the paramount interests of the country always continue to be conducted wholly through the medium of the English language. If this entails great restrictions on the growth of a scientific, philosophical or technical vernacular literature, the evil is a necessary one ; and means must be sought to obviate these disadvantages in other ways, and it will be incumbent on us to seek to foster

the scientific, philosophical or technical branches of vernacular literature by the influence of corporate bodies like academies and learned societies without the direct and helpful co-operation of the University. But instruction in subjects like Geography political or physical, the physical sciences and mathematics may, as I have said, up to the Entrance standard or during the upper secondary stage, be profitably given through the medium of the vernacular *i. e.* by the use of vernacular text-books when the two following conditions are fulfilled :—

(1) The vernacular literature must make sufficient independent progress in these subjects, and demonstrate its capabilities in such directions, before it will deserve to be recognised by the University as the medium of instruction, or what is the same thing, of examination, in such subjects up to the Entrance standard. In the meantime it will be the work of bodies like the Sahitya Parishd to help in the development of these and cognate departments of vernacular literature.

(2) The University—an exotic institution and necessarily under English and Government tutelage in the first stage—must take deep root in the national life and reach the period of maturity or independent adult existence before it boldly and definitely takes in hand problems of such importance to the national life as the development of vernacular literature in its scientific or other departments. I do not believe that the present race of educated Bengalis can conduct an institution like a University on sound honourable and fruitful lines. I am sure that neither by love of learning and a sense of its high ideals, nor by familiarity with the theory and practice, and with the historic development of education in civilised countries, are we yet competent to take charge of the higher educational interests of our country. European guidance and control are almost as necessary to-day—I say it in the bitterness of spirit—as twenty five years ago. I am pained to find that whenever the modern improvements in educational theory and practice or the established principles of national educational organisation in civilised countries, are sought to be introduced in our University, my countrymen with a few bright and honourable exceptions generally form a stolid phalanx of ignorant obstructionists. The University has not yet come home to us in many of its commending aspects, is not yet truly an independent national foundation for the encouragement of learning and the endowment of research. Until that is so, it is too early to talk of importing the interests of national literature or considerations touching these, into the University,—too early to talk of conducting the Entrance Examination and prescribing the Entrance scheme of studies in the vernacular. The dangers of too early nationalising before the nation itself is awakened to a sense of its responsibilities—of a vulgar vernacularised University conducted by hucksterers and

hirelings in a free and easy vernacular fashion—rise too vividly in my mind to enable me to contemplate without a shudder such a position for our decent if not yet venerable Alma Mater.

For the present, therefore, I should be content with the recognition of the vernacular language and literature as a compulsory additional subject in the F.A. Examination in the case of the Indian candidates whose vernaculars are in a suitable state of development. I suppose that Urdu and Hindi, besides Bengali, Maratti and Guzerati, may be safely recognised in this way. At any rate even if this be not so, the resulting want of uniformity does not appear to me to be a sufficient deterrent, when weighty considerations touching wide and important issues urge such a course. For, it would be absurd to suppose that, where the people is not homogeneous, and where the languages and literatures of the different communities are in different stages of development, the rule of uniformity can be rigidly observed in any matters so closely connected with their internal social life and condition as scheme or systems of education. The Sphere of 'high politics'—the scope and functions of Government—may in this country affect to stand aloof from the sentiment of nationality or the heterogeneous needs and instincts of a heterogeneous people ; and the University as an institution wholly under Government control in the first stage was bound to show the same front of rigid uniformity and neutrality. But as the problems of national education are more and more taken in hand, and as the University gets a deeper national footing, it will begin to give free and healthy scope to the varying educational needs and requirements, of the various sections, interests and classes of the people. Hence it is that the scheme of conducting the Entrance Examination of the University in subjects like Geography and Mathematics in the different vernaculars,—though I do not countenance it in the present state of things—does not offend me by its violation of a fancied standard of absolute equality or rigid uniformity.

I will now conclude with a brief reference to the history of the question in this country, for the question has had an interesting and instructive history. The pioneers of public education in India at the commencement of this century were much agitated by questions relating to the lines on which the system of public instruction for the natives of the country should be laid. In the course of the controversy three lines of policy shaped themselves. The "Orientalists," who were ultra-classicists, would found centres of Sanskrit, or Arabic learning, and did not think of introducing the natives of India to the advances of modern science for which they had a fine classical contempt. The vernacularists, among whom we find illustrious statesmen like Munro, Metcalfe and Elphinstone, would provide

for the instruction of the natives of India in European science and useful knowledge through the medium of the Indian vernaculars and the creation of suitable vernacular literatures. As a matter of fact, the first educational grant by the East India Company, a lakh of rupees a year proposed at the revision of its Charter in 1813, favourably inclined by its terms to the lines of policy advocated by the vernacularists. The Anglicists were for instructing the natives in the modern science and learning of the West through the medium of the English language. The victory of the Anglicists under Macaulay and Bentinck proved for a time highly detrimental to the interests of vernacular education. Fortunately, Sir Charles Wood's Despatch of 1854, the Magna Charta of Indian public instruction, took a more Catholic and statesman-like view of the situation. It provided for all kinds and grades of instruction. All classes of institutions—English, vernacular as well as 'Oriental' (classical) were recognised in principle. All grades of education—primary, secondary as well as collegiate, were organised. The responsibilities of the State for all kinds and grades of education were solemnly acknowledged. State Universities and Colleges, aided colleges and unaided colleges as well, came within this statesman-like survey and forecast. At first the Anglicists were too powerful in Bengal and in their narrowness of view neglected the provisions for vernacular education. Lord Stanley's Revised Code five years after the original Despatch found it necessary to emphasize the interests and position of vernacular and indigenous instruction in the country. As a result we have the existing organisation of public instruction with its three well-knit grades—primary, secondary and collegiate. Modern science and useful knowledge, as the vernacularists demanded, are conveyed through the medium of the vernacular, in the primary and (vernacular) secondary stages of instruction. Happily, the transition from one stage to the next higher is not unnecessarily difficult. But unfortunately the English secondary stage, instead of marking an advance on the vernacular secondary instruction, involves a distinct retrogression. There is a want of filiation and harmonious co-adaptation between the vernacular secondary, and the English secondary stages of instruction. These evils can be best remedied by a re-organisation of secondary English instruction in such a way as to make its upper stage a progressive continuation of the vernacular secondary education. This will be secured in time by the adoption of the plan of teaching subjects like Mathematics, Geography, Science &c., for the Entrance standard through the medium of the vernacular. This somewhat fuller recognition of the vernacularist policy in the organisation of secondary instruction may, I believe, be predicted from a careful study of past educational history in this province.

Finally, I would state that in one or two subjects (*e. g.* History)

vernacular text-books are occasionally used up to the fourth or fifth class of Higher Class English schools, and that any thing more systematic in this direction is scarcely practicable so long as the Entrance standard and scheme of examination remain what they are.

CALCUTTA  
The 28th February 1895.

I have the honor to be  
DEAR SIRS,  
Your most obedient Servant,  
BRAJENDRA NATH SEAL.

10

From

BABU BRAHMA MOHAN MULLIK.

To

The Members of the Committee appointed by the Bangiya Sahitya Parishad to deliberation on certain motions with reference to the Calcutta University Examinations.

Dated, Hooghly, the 4th February 1895.

GENTLEMEN,

In acknowledging the receipt of your letter dated the 5th January 1895, I beg with reference to the two motions brought forward at the 4th ordinary monthly meeting of the Bangiya Sahitya Parishad held on the 24th August 1894, to state as follows :—

2. With regard to the first Motion *viz.* that it is desirable that in the Entrance Examination of the Calcutta University, candidates be examined in Mathematics and certain subjects of information such as History and Geography, in their own vernacular, it may be at the outset be observed that the proposal admits of consideration from different points of view. First of all, if the proposal be adopted by the Calcutta University, it is likely that better books than those we have at present in the subjects named, will be written in the several vernaculars, and thus gradually these languages will be enriched. Secondly, the generality of our students will attain a greater proficiency in their own vernacular; and in the third place boys will more easily and quickly learn certain subjects, such as History, Physical Geography and Elementary Science. But on the other hand, whatever facility they now acquire in writing and talking English, will unquestionably to a certain extent at least, be diminished. In reading history from English books, our students in addition to the information they get regarding historical facts, make a certain amount of progress in their knowledge of English, as such books afford them copious reading in that language. Again, in learning Elementary Mathematics (Euclid, Algebra and Arithmetic) through the

medium of English they begin to acquire the habit of thinking in English which becomes useful to them when they go through a higher course in Mathematics in Colleges where the subject is taught in English. It may also be contended that if they study Elementary Mathematics in High schools through the medium of their own vernacular they will for some time at least, meet with technical and other difficulties in pursuing their College Course in higher Mathematics, and Professors will have to undergo greater labour in teaching them. Further, as in Government offices, some of the Courts of Justice, Banks and other Counting Houses, Railway and Telegraph offices, Merchants' offices, and in many other private Firms and Factories, current business is done in English, such of the students as finish their education on passing the Entrance Examination, and their number is large, will meet with difficulties in entering the world if they learn elementary mathematics through the medium of their own vernacular. It is chiefly owing to these reasons and also on account of the Entrance Examination of the Calcutta University in Mathematics, History and Geography not being conducted through the medium of the several vernaculars that the experiment lately made by the Education Department of constituting High English Schools on a vernacular basis, has not proved so successful as was ardently hoped for by certain officers of the Department.

3. Though I know that the measure proposed is not likely to be a popular one yet considering the needs of the Bengali and other vernacular languages and at the same time the present requirements of the country which cannot be ignored, I am for adopting a moderate course, *viz.* to move the University to examine the candidates appearing at the Entrance Examination in their own vernacular, only in such subjects as History, Geography and Elementary science. I should for the present leave the examination in elementary mathematics to be conducted as hitherto in English.

4. The second motion of the Bangiya Sahitya Parishad, *viz.* that it is desirable that for the F. A. and B. A. Examinations of the Calcutta University, vernacular text-books be prescribed in addition to those in the classical languages, has my unqualified approval. I am, however, for shortening a little the Sanskrit, Arabic or Persian course now prescribed for the F. A. and B.A. Examinations, in view of the increased pressure which students will have to bear in going through a vernacular in addition to the classical course. It will not answer the purpose of helping to enrich the vernacular languages and turning out from our students good vernacular scholars, simply by making composition in and translation into the vernaculars a part of the required text.

Yours faithfully,

BRAHMA MOHAN MALLIK.

11

From

BARU BISVESVAR CHAKRAVARTI

Head Master, Hindu School, Navadwipa.

To

Babu Rabindranath Tagore,  
The Hon'ble Gurudas Banerjee, M.A., D.L.  
Mr. N. K. Bose, M.A. C.S,  
Pandit Rajani Kanta Gupta  
Babu Hirendranath Datta, M.A., B.L.

Dated, Navadwipa, the 24th January 1895.

GENTLEMEN,

With reference to your Circular letter, dated the 5th January 1895 ; I beg to submit my views as to the questions put forth in your letter.

1. I fully approve of the proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in History, Geography and Mathematics. The vernacular of our school students is in a way neglected, and the result is that even the senior students are often at a loss to express their ideas in their own mother tongue without the help of the English vocabularies here and there. It is contended by some that if History be taught in the higher classes through the vernacular languages of the boys, it would tell on their proficiencies in English ; but I beg humbly to maintain that the loss on one side is more than counterbalanced by the gain on the other. I am, however, for introducing the change gradually and I would for the present restrict the proposal up to the 4th class of Entrance Schools ; and I beg humbly to add that the school I am in charge of is founded on the vernacular basis, and it is one of the causes of the efficiency of the institution.

2. It is desirable, no doubt, on the national point of view, that the study of vernacular languages be made a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations. For the encouragement of vernacular literature, it would be better, in my humble opinion, to prescribe vernacular text-books with those in the classical second languages, than to make simple composition in and translation to the vernacular languages a part of the required test. Such has been the test of the Entrance candidates for years together, but it does not produce the intended result, as the candidates seldom study vernacular books to better their style of writing, being sure of securing 25 per cent pass marks simply by answering papers on the Classical second languages.

Yours faithfully,  
BISVESVAR CHAKRAVARTI,  
Head Master, Navadwipa Hindu School.

From

BABUS HARIPRASANNA MUKERJEE AND  
CHARU CHANDRA BASU,

T. N. Jubilee College, Bhagalpur.

To

THE MEMBERS OF THE COMMITTEE,  
Bangiya Sahitya Parishad.

Dated, Bhagalpur, the 29th January, 1895.

SIRS,

We the undersigned have the honor to acknowledge receipt of your Circular letter, dated the 5th instant, addressed to each of us severally. In reference to the first of the proposals mentioned in your letter we beg to state that looking at the standard of eligibility the youths of the country have to attain to for entitling themselves to academical honors as well as for qualifying themselves for service and various kinds of profession, we consider it essentially necessary that training in the case of students, preparing for the Entrance Examination, should be so directed as to enable them to have a fair knowledge of English. We beg humbly to state it as our opinion that the system of instruction proposed in your letter, in reference to History, Geography and Mathematics, may not be a helpful one for the purpose. Such a system may with advantage, so far as instruction in History alone is concerned, be introduced in the lower classes of Entrance schools *i.e.* in classes lower than the Fourth, as the study of English text-books in the subject is a task too difficult for students of those classes to manage. In regard to the other two subjects, however, we would be for English text-books being used even in those classes, in order that the technical expressions in reference to the subjects may be mastered by the students in English.

In reference to your second proposal we beg to state that a cultivation of the vernacular by the youths of the country, we consider to be really desirable, and in view of this we should advocate that fair proficiency in their vernacular should be demanded as an item of qualification on the part of candidates for the F. A. and B. A. Examinations. We may state, however, that students preparing for the said examinations have already to attend to good many subjects, and so we should suggest that instead of separate text-books being prescribed for the candidates in their vernacular, composition in and translation to it be made a part of the required test.

Yours faithfully,

HARIPRASANNA MUKERJEE,  
Principal, T. N. Jubilee College.  
CHARU CHANDRA BASU,  
Head Master, T. N. Jubilee College.

13

From

THE HON'BLE H. J. S. COTTON C.S., C.S.I. &C.

SIRS,

Both proposals seem calculated to discourage a study of English, and are, I think, open to objection on that ground. Encouragement in the study of the vernaculars is no doubt very important but I do not look on it as a prime question of the University of Calcutta.

H. J. S. COTTON.

14

From

BABU DEBENDRA NATH BASU M.A.,  
Lecturer in English Krishnagar College.

To

THE SECRETARY,  
Bangiya Sahitya Parishad.

Dated, Krishnagar, the 20th January, 1895.

DEAR SIR,

I am in due receipt of the Circular letter dated the 5th instant issued in the name of your society and beg to offer the following remarks in reply to it.

1. I do not approve of the idea of History, Geography and Mathematics being taught to Entrance students in a vernacular, and that for the following reasons:—(a) If English remains the medium of instruction in those subjects in the college classes and candidates are to answer in English all the papers set in the higher University Examinations they shall have to learn anew and unlearn many things learnt before in a vernacular. This applies specially to Mathematics. (b) The practical difficulty of conducting the Entrance Examination in those subjects will be very great. It will be necessary to appoint as many sets of Examiners in each of them as there will be languages; and all attempt at securing uniformity in the Examination will be at an end.

2. I think the time has come for making the vernacular languages compulsory in the Entrance together with the classical ones. Most, if not all, of the vernaculars recognized by the University have advanced enough for the purpose. In order to introduce them all that is necessary in my opinion is to abolish the paper on translation from English into a vernacular, and to put in its place one on vernacular text-books. But I am afraid,

the time for introducing the vernaculars in the higher examinations has not come as yet. Even assuming that the Bengali language has got a few works fit to be prescribed for those examinations, most of the other languages recognized by the University are still far too backward for the purpose. The Calcutta University is not for Bengal only, and it ought to take into account circumstances affecting other provinces under its jurisdiction.

Yours faithfully,

DEBENDRA NATH BASU.

Lecturer, Krishnagar College.

15

From

Babus Debendranath Basu M.A., Sivendra Nath Gupta  
M. A., Mohinimohan Chaudhuri M. A., Satischandra  
Acharya M.A., and Govindalal Set M.A.,

Lecturers, Krishnagur College.

#### Note

#### On the Proposals of the Bengal Academy of Literature.

1. It is not desirable to make the vernaculars the media of instruction in History, Geography and Mathematics for Entrance candidates for the following reasons :—(a) If English remains the language of examination in those subjects in the higher examinations of the University youths preparing for them will have to learn anew and unlearn many things learnt before in a vernacular. This applies specially to Mathematics. (b) The practical difficulty of conducting the Entrance Examination will be very great. It will be necessary to appoint as many sets of Examiners in each of those subjects as there will be languages, and all attempt at securing uniformity in the Examination will be at an end.

2. The time has come for making a vernacular compulsory in the Entrance Examination together with a classical language. Most, if not all, of the vernaculars recognized by the University have advanced enough for the purpose. The only change necessary for introducing them is, to substitute a paper on vernacular text-book for the one on translation from English into a vernacular now in force. But the time for introducing the vernaculars in the higher examinations has not come as yet. Even assuming that the Bengali language has got literature enough for the purpose, the other languages recognized by the University are yet far too backward for it. The University of Calcutta is not for Bengal only, and ought not

to have out of account circumstances affecting other provinces under its jurisdiction.

DEVENDRA NATH BASU,

Lecturer in English.

Sivendranath Gupta—Lecturer in Philosophy.

Mohini Mohan Chaudhuri—Lecturer in Mathematics.

Satis Chandra Acharyya—Lecturer in Sanskrit.

Govindalal Set—Lecturer in Physics.

16

From

BABU DINA NATH SEN

Inspector of Schools,

Eastern Circle.

To

*The members of the Committee of the Bangiya Sahitya Parishad for considering the proposal to substitute the vernacular language for English, for instruction in History, Mathematics &c. in Entrance schools.*

Dated, Faridpur, the January 15, 1895.

GENTLEMEN,

I received your Circular of 5th January last at Faridpur yesterday, on my return to this place from a tour in the interior of the district.

I consider the proposal, which your committee has been appointed to examine, to be one of very great importance. I have had, on several occasions, to express my views, (in favour of the proposed change) in my official reports, or other communications addressed to the Director of Public Instruction. But I am not quite sure whether I would not be overstepping the limits of official etiquette if I were to enter upon a discussion of, or formally to express my views regarding this question, or any other question falling within the range of my official duties, in a private letter which has the chance of being alluded to in public discussions.

I would, however, take the liberty to add that it seems to me that the best way, for the Committee to get a full expression of the views of the officers of the Education Department, would be to have its enquiries circulated among those officers through, or with the countenance of, the Director of Public Instructions.

Yours truly,

DINANATH SEN,

Offg. Inspector of Schools

Eastern Circle.

From

THE HEAD MASTER, GOVERNMENT HIGH SCHOOL,  
Sylhet.

To

Babus Rabindra Nath Tagore,  
Gurudas Banerjee,  
Nanda Krisna Basu,  
Rajani Kanta Gupta,  
Hirendra Nath Datta.

Dated, Sylhet, the 25th January, 1895.

GENTLEMEN,

I have the honour to acknowledge receipt of your Circular letter, dated 5th January, 1895, and in reply beg to say that for the present the proposal to make the vernacular languages the medium of the instruction should, I think, be restricted up to the standard of middle English examination. It would, in my humble opinion, be a mistake to extend it to the Entrance examination without making at the same time corresponding changes in the curriculum of the college course, for which I am afraid the time is hardly ripe yet in the present condition of the vernacular literature of our country. Students learning History and other subjects in their vernacular will, after passing the Entrance Examination, find it rather difficult, in the beginning at any rate, to follow the college lectures if English continues to be the medium of instruction there. If the University desires to encourage the vernacular literature, and thus prepare the way for a sounder system of education, the best thing in my opinion would be to prescribe an Anglo-vernacular course for the several arts Examinations, not as a substitute for the present English Course, but as an alternative to it, making the vernaculars, as far as practicable, the medium of instruction in History, Mathematics, and other subjects.

2. In reference to your second proposal I believe that at the F. A. Examination candidates have already got rather too many subjects to learn, and I would not add another subject to it ; but there can be no objection to prescribe vernacular text-books, as a separate subject, for the B. A. Examination in the Arts course, at least for those candidates who take up a classical second language as an optional subject.

I have the honour to be

GENTLEMEN,

Your most obedient Servant

DURGA KUMAR BASU,

Head Master,

Sylhet, Government. High School.

18

From

BABU DWARKANATH BASU,  
Head-Master, Rungpur Zillah School.

To

BABU RABINDRA NATH TAGORE,  
Dated, Rungpur, the 12th January, 1895.

SIR,

I beg to acknowledge receipt of your Circular letter, dated the 5th January 1895, and to submit my views with reference to the questions you have been pleased to favour me with.

As regards the first question I am humbly of opinion that vernacular languages should not be made the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in History, Geography and Mathematics. Nor I am for restricting the proposal up to the fourth class of Entrance Schools. For the High English Schools that have worked on vernacular basis have been hitherto sad failures. But I may be permitted to observe here by the way that up to the fourth class boys should be made first to explain everything in their own vernacular languages, and then do that into English.

As for the second question I am in favour of making the study of vernacular languages a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations, but in that case the Sanskrit text-books should be reduced in number, otherwise the boys would fare very badly having too many irons in the fire.

Yours faithfully,  
DWARKA NATH BASU,  
Head Master,  
Rungpur Zillah School.

19

From

A. C. EDWARDS ESQ. M. A.  
Principal, Dacca College.

To

THE BENGAL ACADEMY OF LITERATURE,  
Calcutta.

Dated, Dacca, the 28th January 1895.

SIRS,

With reference to your letter of the 5th instant asking for my opinion on certain points connected with the study of the vernacular languages I have the honor to forward herewith the opinion of the Head Master of the Dacca Collegiate School, and to state that I do not myself approve of

he proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Examination in History, Geography and Mathematics.

In my opinion the knowledge of English now acquired by students before matriculation is generally inadequate considering that all their studies at the University have to be carried on in that language, and any change which would tend in any way to diminish that knowledge would, I consider, be undesirable. As regards the proposal to make the study of vernacular languages a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations, while fully recognizing the advantage of a thorough acquaintance with these languages, I think that considering the number of different subjects already included in the University curriculum it is hardly desirable to add thereto by requiring pass students to take up the vernacular languages.

I have the honor to be

SIRS,

Your most obedient Servant

A. C. EDWARDS,

20

From

BABU RATANMONI GUPTA

Headmaster, Dacca Collegiate School.

To

The Principal, Dacca College.

Dated, Dacca, the 17th January 1895

SIR,

I have the honour to request the favour of your forwarding my views on the questions raised by the Bengal Academy of Literature, who have also separately addressed you on the subject.

With regard to making the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in History, Geography and Mathematics, I do not think it will be advantageous to teach those subjects in the vernacular, for the adoption of such a course is sure to lower the Entrance standard. Nor am I inclined to make the vernacular the medium of instruction up to the fourth class of the Entrance Schools. The substitution of the vernaculars for the English will be, I am afraid, productive of much greater harm not to be made up by any other possible means. History is very useful for the boys to learn the English language with great facility, making them familiar with the different forms of construction, as well as words and phrases in the language they come across in the course of their studies, and enabling them thereby to get some insight into

the style and structure of a language which is quite foreign to them and which is, by no means, an easy thing for a beginner to learn. At the same time it gives them an ample opportunity of being conversant with the various modes of expressing the multifarious civil and political relations of life in English. Of course the facts and the philosophy it teaches are the same in whatever garb they may be presented before the boys.

The effect of the conversion of many schools into the vernacular basis, has not been quite satisfactory. The former Middle Vernacular Schools turned out excellent vernacular scholars, who subsequently distinguished themselves in the Entrance schools, and always passed the Entrance Examination very creditably, but such good scholars cannot be expected from the class of Middle English schools thus converted. The reason seems to be this :—In the Middle English schools boys are taught only in the English text, while the other subjects are taught in the Vernaculars. The result has been that those boys who after passing the Middle Examination come for admission into the Entrance Schools, are admitted into the fourth class, which corresponds to the highest class of Middle English schools, from which they come, *i. e.* they read two years the same English course ; and that they are much inferior in English to most of the boys who are systematically trained in the Entrance Schools from the very beginning.

I am far from under-rating the value and importance of a vernacular language being systematically taught in our High Schools and Colleges. I heartily agree to the proposal of making the study of vernacular languages an additional subject of the curriculum in the F. A and B. A. Examinations by making composition in and translation into the vernaculars a part of the required test.

I have the honour to be,

SIR,

Your most obedient Servant,

RATANMANI GUPTA,

Headmaster, Dacca Collegiate School.

21

From

BABU GOLAP CHANDRA SARKAR M.A., B.L.

Vakil, High Court.

To

The Members of the Committee

of the Bangiya Sahitya Parishad.

Dated, Calcutta, 1st February 1895.

SIRS,

I beg to acknowledge the receipt of your letter about the desirability of introducing the Bengali and the other vernacular languages as the

medium of instruction to the students in the Entrance Schools, and of requiring students in college classes to read some standard vernacular work, and to state in reply thereto my views on the same as follows :—

I feel a very strong conviction that the interests of sound education require that in our schools the instruction in History, Geography, Arithmetic, Algebra and Geometry ought to be imparted to the students in their own vernacular, and that they should be permitted to answer questions on these subjects in the Entrance examination in their mother tongue. The present system of teaching these subjects through the medium of English—a foreign tongue, is unique the like of which is unknown in the annals of education, and being unnatural is attended with evils of a grave character. This system have given rise to the necessity for cramming of the worst type, it entails useless waste of mental energy, it causes destruction of the youthful mind, it requires unhealthy exercise of memory at the expense of judgment and natural association of ideas, it has deprived pursuit of knowledge of its pleasure, and has failed to promote the healthy growth and development of the intellectual faculties. To this vicious system may be attributed the utter failure of our University education to create a taste for learning, as is testified by the notorious fact that our graduates, as a general rule, do not engage themselves in the prosecution of study after leaving the college, to the majority of whom acquisition of knowledge seems to be distasteful. Although the University may have been perfectly justified in adopting this abnormal system at the commencement of its existence, there is no reason why it should be permitted to continue even now that the Bengali language has made such rapid strides towards improvement.

It appears, therefore, to be absolutely necessary in the interests of education that, this useful change in the mode of instruction should be adopted and introduced without delay. But two objections may be raised against it. First, that it will prejudicially affect the acquisition of the knowledge of English. Second, that names of persons, places &c., will be misspelt by the students while writing English.

As to the first objection, my answer is that there are cogent reasons for considering the apprehension to be groundless; on the contrary, students having a good knowledge of their own language are likely to learn more easily the English idioms by marking the difference between the two languages with respect to the forms of expression, than under the present system.

The second objection may be obviated by placing in the hands of students such books in the vernacular language, as will give within parenthesis the names of persons, places and the like in English, just after the words in vernacular, and by requiring them to learn the English names

and spelling. The same process may be followed with respect to mathematical terms of importance.

To disarm all opposition, the two systems may be made optional.

As regards the higher examinations, I would not interfere with them at present, but prepare to wait to see how the change in the Entrance course works. I am opposed to add any fresh subject in the F. A. which appears to be already overburdened. I would, however, allow the F. A. students to read the optional subjects, and answer questions on them in their own vernacular. The proposal to introduce Bengali as part of Sanskrit by reducing the quantity of the latter subject will, I think, impose an additional burden. It is a fallacy of the mathematical process of reasoning to say that if the number of pages to be read of both Sanskrit and Bengali be the same as that of the former now, the burden would remain the same. There cannot be a shadow of doubt that practically the burden would be considerably increased, for the students will have to master two languages instead of one : the fallacy would clearly appear if one were to propose to introduce Latin by diminishing the extent of text books in English.

The Bangiya Sahitya Parishad would very greatly advance the cause of education in this country, should they succeed in inducing the University to adopt this change. The present Vice-chancellor who has spent the best portion of his life in imparting and watching education in this country has had to observe in his first convocation speech that the graduates are not found to be engaged in the pursuit of knowledge, as they are expected to be. The fact cannot but be admitted, though its cause has not been ascertained yet. The learned Vice-Chancellor dismissed this subject by simply asking whether the fault is in the seed, or in the soil, or in the manner in which the seed is sown ? My answer is that the fault lies in the mode of sowing the seed.

I have the honor to be

Sir,

Your most obedient Servant

GOLAPCHANDRA SARKAR

22

From

BABU GANGADHUR BANERJEE M. A.

Head-Master, New Indian School.

Calcutta, the 24th January 1895.

To

The Members of the Committee of Bangiya Sahitya Parishad

SIRS,

In considering the Bangiya Sahitya Parishad's proposal that candidates be examined in their own vernacular in such subjects as History, Geography and

Mathematics, the most important fact that should not be lost sight of is, that the study of History through the medium of English helps a boy to learn that language far better than the reading of the English text-book itself. The standing complaint that Entrance boys now cannot write two sentences in English correctly has mainly arisen from the absence of suitable History text-books from the curriculum and the introduction of too many subjects for the Entrance Examination. If Bengali were substituted for English, as the Parishad proposes, the English that boys would learn would be far below the mark. This alone is a disadvantage which, to my mind, far outweighs the advantages sought to be gained by the Parishad's proposal. For, the lowering of the standard in English would disqualify our young men from receiving higher education at college and, in the case of a large number of those that are obliged to give up their studies, from filling up posts of small value in government or mercantile offices. Those gentlemen of light and leading that have time and inclination to think of the welfare of those that are now at school or college would, I humbly think, do well to arrange for the better learning of English and Arithmetic so as to fit them for work in an office or elsewhere ; and in going to do so nothing will be a greater mistake than the substitution of Bengali for English in the History Examination. It is desirable to think of our bread first and the cultivation of vernacular literature (which does not yet pay well) afterwards.

The safer course would be to stimulate the study of Bengali (in this part of the country) without lowering the standard of English. This may be done.

(1) By removing the disability under which candidates choosing to be examined in Bengali literature are declared ineligible to scholarships in the Entrance Examination.

(2) By dividing the total marks assigned to the second language paper equally between Sanskrit and Bengali by raising the value of the second language afternoon paper from 40 to 60 and lowering the value of the Sanskrit paper from 80 to 60.

(3) By appointing suitable text-books in Bengali literature for the second language afternoon examination and confirming the examination to writing essays, summaries &c. from the text-books in addition to translation from English to Bengali that candidates are now asked to do.

Much depends upon the examiners, I mean those who set papers. If they expect a detailed knowledge of Sanskrit Grammar that they now seem to do little good will come of it. Their duty should only be to see if the candidates can understand easy Sanskrit and difficult Bengali and if they can express their thoughts in simple Sanskrit and good Bengali. The

candidates should also be able to write letters in Bengali. A similar scheme may be formed for the F. A. Examination.

Yours faithfully,  
GANGADHAR BANERJEE.

23

From

BABU GAURI SANKAR DEY, M.A.

Professor of Mathematics,

The General Assembly's Institution.

Dated, Calcutta, the 26th January, 1895.

SIRS,

With reference to the two points of your letter dated the 5th January, 1895, I send the following as my opinion :—

1. I approve of the proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Standard in History, Geography and Mathematics.

2. I approve of the proposal to make the study of the vernacular languages a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations in addition to Sanskrit, Arabic &c.

Yours most sincerely,  
GAURISANKAR DE  
G. A. Institution.

24

From

BABU GOUR MOHAN BASAK,

Head-master, Mymensing, Zillah School.

Dated, Mymensing, the 28th January 1895.

GENTLEMEN,

With reference to your Circular letter dated the 5th instant anent the introduction of the vernacular languages into the curriculum of University Examinations, I beg to state that, I fully approve of the proposal to make the vernacular languages a part of the studies for the F. A. and B. A. Examinations, in addition to the second classical languages—Sanskrit, Arabic, and Persian, already prescribed for those Examinations. I am also of opinion that in such examinations not only vernacular text-books should be prescribed, but composition in the vernaculars, as also translation to them, should be made a part of the required test. This change, if adopted by the University, would be a great stimulus to the improve-

ment of the vernacular languages of the country, which, to say the least of them, are yet in their infant state, and are not expected to thrive unless under University patronage and recognition. The deficiency which most of our educated youths show in their own vernacular is indeed lamentable, and you will have rendered a signal service to the cause of the vernacular languages of the country when you have succeeded in your laudable attempt.

2. But while heartily wishing for the improvement of the vernacular languages, I must express myself against the proposal to make them the medium of instruction up to the Entrance Examination, either in Mathematics, Geography, or History. Mathematics can advantageously be taught in English only ; the terms and expressions, so very peculiar to this science, cannot properly be expressed through the medium of any vernacular language of this country, and in consideration of the greatest importance attached to this subject ; owing to its being the chief means of a rapid development of the mental faculties of our youths, and English being the only convenient medium to Indian students for reading the works of the greatest Mathematicians and Scientists in general of the British Isles and the Continent, I am decidedly of opinion that any change in the existing method would result in more harm than good.

3. As for Geography the instruction of it through the vernacular languages will be equally objectionable ; the Geographical terms and the names of places if rendered into and spoken in the vernacular languages, will greatly deviate from their original signification and correct pronunciation, so as to make them unintelligible to the English, and other foreign nations with whom we are daily being brought into closer contact by the steady spread of civilization, and rapid development of trade and commerce of our country. Those boys who read in our High English Schools after passing the Middle English or Middle Vernacular Examination, have to unlearn much of what they are taught of Geography in the vernacular, so as to arrive at the correct import of the Geographical terms and expressions, as well as the correct pronunciation of the names of places. Besides, the instruction of this subject in the vernacular languages is not likely to improve those languages in any way, or be of any use to any Indian traveller to a remote country, and, as Geography is taught only up to the Entrance Examination and not in higher classes, it is in my opinion undesirable that our youths should gain an imperfect, nay, mistaken knowledge of it, by having to learn it through the vernacular languages.

4. The learning of History in English has always been looked upon as a great aid to the study of the English language. In fact, our boys have to depend no less on history, than on English text-books, for acquiring a

good knowledge of the English language ; and as such the proposal to teach history in the vernacular languages, do not commend itself to me.

5. In view of encouraging the vernacular languages, and of preserving a continuity of their study from the Middle Scholarship Examinations to the B.A. Examination, I beg to suggest that in the Entrance Examination candidates be examined in their own vernacular on text-books written in such vernaculars in addition to the second classical languages in which they are at present examined. But as this new subject will add to the already too heavy curriculum of the Entrance Examination which a boy of average intellect is hardly capable of coping with, I beg to point out the advisability of reducing the standards in History and Geography which may be done by a judicious selection of books written in compressed forms and in easier style, thereby enabling the students to devote the time thus set free to the study of the new subject. The little disadvantage in thus lowering the standards in history will however be made good by the study of larger editions of English and Indian Histories in the higher classes.

I have the honor to be  
GENTLEMEN,  
Yours most obediently & faithfully  
GOUR MOHAN BASAK,  
Head-master, Zilla School  
Mymensing.

25

From

BABU GOPAL CHANDRA SARKAR,  
Head Master, Puri Zillah School.

To

The Secretary, Bangiya Sahitya Parishad.

Dated, Puri, the 18th January, 1895.

SIR,

In reply to your Circular letter dated, Calcutta, the 5th January I beg to express my opinion on the questions as follows :—

1. I strongly advocate the necessity of imparting instruction to our boys through the medium of their own vernacular in all such subjects of their study as History, Geography and Mathematics. The present system of making boys who have only gone through a primer in their own vernacular

cular, begin their study of those subjects in a foreign tongue, is one of the chief causes of the large number of failures at the Entrance Examination, and of rote-learning and want of accuracy and thoroughness which are characteristics of the successful candidates at that examination. I have seen that boys who join an English School after having received some sort of instruction in their own vernacular, turn out in the majority of cases, to be the best boys in the school in the long run. Not only the Vernacular and the Middle English Scholars, but those who come with a pass certificate also are generally found to be the best boys of the class everywhere. The supposed advantage of the system of imparting instruction in English, that it facilitates the acquisition of a knowledge of that language by studying all subjects through its medium, is far outweighed by the evils it produces by putting an undue strain upon the minds of the learners. This is the only country where the experiment of teaching boys the rudiments of their language in quite foreign tongue is being tried.

But although I advocate the advisability and the necessity of substituting vernacular text-books in all subjects of study, I think there are some obstacles in the way of carrying out the desired change. The vernacular at present recognised by the Calcutta University are Bengali, Hindi, Urdu, Urya, Assamese and Parbattia in the province of Bengal. If all these vernaculars are to be recognised, then it is desirable to preserve uniformity of standard, that the same text-books written in all these languages should be prescribed. But that is not practicable considering the present stage in which some of these languages are. The second part of your proposal, therefore, seems to be the only practicable one, *viz.* to impart instruction in History, in the vernacular of the student up to the Middle English standard.

I beg to differ from the opinion of the Parishad as regards the proposal to make the Vernacular language a part of the curriculum in the F. A. Examination in addition to Sanskrit or any other classical language. This would make the study of both for the purpose of Examination a great burden to the learners and will prevent the attainment of thoroughness in either of them. In my humble opinion Vernacular language should be made an alternative branch of study with a classical language in the F. A. examination, such a change will necessarily involve a corresponding change in the curriculum of the Entrance Examination and, by removing the disadvantage under which those who now take up a vernacular language for the Entrance Examination labour, will give a greater scope to its study in the High English school. A vernacular language may be made an additional subject of study for the Arts course of the B. A. Examination for which both a vernacular as well as a classical language may be prescribed. But the difficulty of finding suitable text-books in some of the vernaculars recognised by the

University will be felt all the more in introducing this otherwise much desirable and necessary change.

I have the honour to be  
SIR,  
Your most obedient Servant.  
GOPAL CHANDRA SARKAR,  
Head Master, Puri Zilla School.

26

From

THE HEAD-MASTER, ZILLAH SCHOOL,

Noakhali.

To

THE SECRETARY TO THE BANGIYA SAHITYA PARISHAD.

Dated, Noakhali, the 23rd January, 1895.

SIR,

In reference to your Committee's Circular letter of the 5th Instant, anent the two questions taken up by the Parishad in connection with the School and College curricula, I have the honour briefly to state my views in regard to them.

As to the first question, I quite concur in the importance of the change proposed by the Parishad up to the standard of the Entrance Examination of the Calcutta University. It may be observed here that from the number of subjects and the necessarily limited time that our little children have, to learn them in a foreign tongue, the result is generally a mere superficial acquaintance on their part with several, instead of a thorough grasp of one or two great subjects. I would fain believe that, were provision made in the University course for their study in their own vernaculars, of such minor subjects as those mentioned by the Parishad, they might have at their disposal ample time to devote to the cultivation of English literature, which is in my humble opinion, quite in keeping with their taste and requirements. It is but superfluous to add that under the present regime they are constrained to trust more to memory than to sense, which is not a happy augury for their future improvement.

3. With regard to the second question, it occurs to me that the plan of setting at the F. A. and B. A. Examinations of the Calcutta University, a paper on Composition in and Translation into vernaculars is well cal-

culated to stimulate our young men to read such vernacular books as are extant and, what is better, to add to the stock of literature of the country by their own productions. I need scarcely say that the study of vernacular languages on their part ceasing with the Entrance Examination or, more properly speaking, with the Middle Scholarship ones, they generally fail to express themselves correctly enough in those languages, and that this defect can, in my humble opinion, be removed only by adoption of the plan in question.

I have the honour to be  
Sir,  
Your most obedient Servant,  
GOLOK CHANDRA CHAKRAVARTI,  
Head Master,  
Zillah School, Noakhali.

27

From

G. A. GRIERSON ESQ., B.A., C.S.  
Collector, Howrah.

To

Babu Rabindranath Tagore, and other gentlemen.

DEAR SIRs,

With reference to your printed Circular dated the 5th January 1895, I have the honour to reply as follows :—

(1) As at present advised, I am not prepared to state that I approve of the proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in the following subjects, viz. History, Geography and Mathematics.

At the same time I am so impressed with the necessity of imparting a scholarly knowledge of the vernaculars to every educated native of India that,—

(2) I strongly approve of the proposal to make the study of vernacular languages a part of the curriculum in the F. A., and B. A. Examinations, not in substitution of Sanskrit, Arabic, or Persian but in addition to these languages.

Yours faithfully,  
GEORGE A. GRIERSON.

From

N. L. HALLENARD ESQ., M.A.

Principal, Ravenshaw College,

Dated, Cuttack, the January 10th, 1895.

GENTLEMEN,

I have received your Circular dated, Calcutta, January 5th 1895. I will briefly indicate my views as to the proposals therein contained.

(1) The adoption of the first proposal would revolutionise the whole basis of University education, which has hitherto been founded on the study of English. It must be clearly recognised that this is the meaning of the step proposed to be taken. The abandonment of the teaching of History, Philosophy, Mathematics, and Science in English, for the F.A. and B.A. examinations also, would be the immediate logical outcome, and the practical relegation of English to the place of a foreign language would speedily follow.

To say nothing of the difficulty that would arise in teaching advanced subjects of study in most of the vernaculars, owing to the poverty or absence in them of terms for the expression of scientific and philosophical notions, the literary character of University education would be destroyed by confining the study of English within such narrow limits.

Moreover, the step would be a reactionary one from another point of view. The gradual unification of the Indian Races will be rendered, humanly speaking, impossible, if the study of English be so seriously discouraged and retarded. As it is, the knowledge of the English language is the chief medium of communication, which renders intercourse possible between the numerous jarring tongues, races and religions of India. The knowledge of this language is the key which opens for educated men an access to the accumulated stores of knowledge which western civilization has gradually amassed. Without it, they remain outside the pale of modern thought, outside the community of civilized nations.

(2) The second proposal contains two alternative suggestions : (a) that papers be set on the vernacular languages in the F. A. and B. A. Examinations (b) that translations from the Oriental classics be made into the vernaculars, not into English, as at present.

(a) None of the vernaculars has a literature of a high order while some vernaculars cannot be said to have any literature at all. Until a vernacular language has developed a worthy literature of its own, it cannot be an adequate medium of culture. In the not distant future we may hope that these languages will have created for themselves a not un-

worthy instrument for educational purposes. At present, I consider the proposal premature.

(b) I am inclined to regard this suggestion as less open to objection, and it presents at least one advantage as likely to arise, the realization of which would be of importance in its bearing on the former suggestion.

The habit of translating from the Oriental classics into their own vernaculars, and *vice versa*, gives promise of cultivating the literary taste of students and raising their standard of composition in their own languages. This would pave the way for serious literary efforts in those languages.

On the otherhand, from an educational point of view, translation into English or any other Western language is a more valuable exercise than translation into the vernaculars, on account of the greater dissimilarity in modes of thought and forms of expression, and the consequent difficulty which demands a greater effort from the student to overcome it.

I am, Gentlemen,  
Yours faithfully,  
N. L. HALLENARD  
Principal, Revenshaw College.

29

From

BABU HARICHARAN RAY,  
Head Master, Midnapur High School.

To

THE SECRETARY, SAHITYA PARISHAD.

Dated, Midnapur College, the 22nd January, 1895.

SIR,

In reference to the letter dated the 5th instant addressed to me by some of the members of the Academy inviting my opinion as to the two questions raised therein, regarding certain educational reforms, I have the honour to state as follows :—

1. It does not admit of any doubt that national progress depends in a great measure on the development of a national literature. Every well-directed effort in furtherance of it should therefore be welcomed. But too much care cannot be taken in introducing extensive measures of reform, specially such as involve sudden and radical changes in the established order of things. For, unless the circumstances be favourable and the time ripe for their reception, the introduction is too often apt to produce more evil than good and provoke powerful reactions. Now, the change contemplated by

the proposal to impart instructions up to the Entrance class through the medium of the vernacular languages seems to be sudden as well as radical.

Objection may also be taken to it on the ground of its being untimely. It cannot be denied that to use the vernacular languages as the medium of instruction up to the Entrance standard in History, Geography and Mathematics means to teach less English to the Entrance candidates than now. For, so long as a tolerably fair knowledge of English is regarded as *sine qua non* for employment in Government Service, any measure tending to lower the standard of the knowledge of English required for passing the Entrance Examination can not fail to be regarded by our countrymen as an unmitigated evil, in as much as the bulk of our youngmen can hardly afford to read up to a higher standard than the Entrance.

There is also a third consideration that would seem to render the measure undesirable. It can not be gainsaid that to require less proficiency in English from our Entrance candidates will affect the proficiency of the generality of our graduates also. And in view of the present poverty of our vernacular literature, I am not in a position to say that the introduction of the proposed measure will not thwart its growth specially as it has hitherto been drawing its nourishment mainly from English which it has taken for its model. For, I am by no means sure that our vernacular literature has already reached that stage of development at which its supply of nourishment can be safely curtailed without prejudice to its unimpeded growth.

The same remarks apply, though with less force to the alternative proposal of making the vernacular languages the medium of instruction up to the fourth class of Entrance Schools. It may be argued that the Middle English Scholars generally, after passing the Entrance Examination, do not show themselves inferior in English to others who pass the Entrance Examination without going through the M. E. Course. But it may be safely affirmed as a matter of experience that these boys have to devote greater time and attention to English than the others and this they can afford to do without prejudice to the other branches of their study because of their advantageous position with regard to those branches and also because these few that pass the M. E. Examination with credit are of more than average intelligence and older than their fellow students of the English Schools.

The introduction of both these proposed measures, however, labours under a more serious objection. Now a days, the children of such of the middle classes as are comparatively well off resort to the Entrance Schools from the very commencement of their education in preference to the M. E. Schools, simply with a view to obtaining better training in English, notwithstanding that the latter class of schools charge a smaller rate of fee besides affording

opportunity of competing for the M. E. Scholarship. Here, I would point out, in passing, the significance of the fact that the single consideration of receiving a better training in English outweighs all considerations of pecuniary advantage. Now, if either of the proposed measures be introduced, the only incentive for these boys to join the H. E. School in the face of so many disadvantages, will be taken away from them. None of them will care any longer to join these schools below the third class and as it costs more to maintain the higher than the lower classes, the inevitable consequence will be that the very existence of these institutions will be threatened. Now, in these days when government have deemed it fit to withdraw from high education and are busy in carrying out their policy, it would be extremely unwise to add to the disadvantage in which high education is already being placed by our rulers.

2. As to the second proposal, it has my hearty approval and I should further suggest that a paper on translation and composition similar to that now set in the Entrance Examination be set in the F. A. and B. A. Examinations and that the candidates be required to pass in their paper independently of the paper in the second language. I should also propose that unlike what is done at present, candidates for the Entrance Examination be also required to pass in the paper on vernacular translation and composition independently of the paper on the second language. For the present, let this serve as a stimulus both to the boys and their teachers to pay greater attention to their vernacular language until we can see our way to the introduction of reforms involving greater changes in the established order of things.

I have the honour to be

SIR,

Your most obedient Servant,

HARI CHARAN RAY

30

From

BABU HARI MOHAN SEN,

Head-master, Barisal Zillah School.

To

The Hon'ble Justice Gooroodas Banerji, M.A., D.L.

Babu Rabindra Nath Tagore,

Pandit Rajani Kanta Gupta,

Mr. N. K. Basu M.A., C.S. &

Babu Hirendra Nath Datta M.A., B.L.

Dated, Barisal, the 22nd January 1895.

Sms.

In reference to your Circular letter dated the 5th January 1895, I

have the honor to submit that I fully approve of the proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Examination in such subjects as History, Geography and Mathematics. But I should like to see it for the present restricted up to the fourth class of our Entrance Schools. Though I believe that the change when carried out in its integrity will do immense good to our student community and national literature, yet for a successful working of the system we ought to be content with giving it a fair trial up to the standard of the Middle English Examination.

As for introducing Bengali into the curriculum of the F. A. and the B. A. Examinations in addition to Sanskrit, there appears to me little difficulty except that the students taking up the literary course in the B. A. Examination will have to submit to a harder examination than those who will take up Latin or Arabic as their second language.

Yours faithfully,

HARI MOHAN SEN.

Head-master Zillah School, Barisal.

31

From

THE HEAD MASTER,

Pubna Zillah School.

To

Babu Rabindra Nath Tagore and other Members of the  
Bengal Academy of Literature.

Dated, Pubna, the 12th January, 1895.

SIRS,

In reference to your Circular letter of the 5th Instant, I have the honour to record my humble opinion about the two proposals contained therein.

As regards the first proposal, I beg to say that I was Head Master of the Jessore Zillah School for full twelve years after the Vernacular Basis System had been introduced into it ; and I found by experience that by imparting education to the boys in History, Geography, and Mathematics in Bengali up to the 5th class only, their progress in the English language and literature was retarded so much so, that, with our best exertion, we could hardly send up two-third of the passed candidates at the Middle Vernacular Scholarship Examination to the University Entrance Examination at the end of the fourth year. Mr. Garrett's, the originator of the Vernacular Basis System,

main argument (this I know from personal conversation with him on many an occasion) for introducing that system was, that the Middle Vernacular Scholars generally turn out to be the best scholars ; but I need not point out to such an intelligent body of gentlemen as you are that, those that will get scholarships at any examination are far superior to their fellows. I have not much objection to teaching general Geography, Arithmetic and Algebra in Bengali if parts of a subject may be allowed to be taught in one language and the remaining parts in another language ; but I do not approve at all that Geometry and History should be taught in Bengali even up to the 4th class. In my humble opinion, History (including Physical Geography and Science Primer) is one of the best means of teaching literature ; so, to permit the boys to read it in Bengali means to weaken them in English. When Geometry forms a part of the curriculum of studies for the F. A. Examination, and that must be taught in English, I cannot approve that up to the Entrance or the Middle Scholarship Examinations, it should be taught in Bengali. The boys who were promoted to the fourth class having passed the Middle Vernacular Scholarship examination and thus finishing the whole of the Book I. with deductions and riders, did not understand a bit of Geometry when they began to read it in English ; in fact, the labour bestowed upon that subject in the sixth and fifth classes by us and the boys, was entirely lost, and we had to commence Geometry *de novo* in the fourth class. This was the case not with one or two boys nor even with half the boys, but with the whole batch ; (with one or two exceptions), and I found this not in one or two years, but every year of the period of twelve years mentioned above. I fear, similar will be the fate of the F. A. students, if Geometry be taught in Bengali up to the Entrance Examination. Again, there are very few technical terms in Mathematics up to the Entrance Examination some of which are equally difficult to learn both in Bengali and English, for examples :—বকুদ্রসংখ্যান, কুশীদব্যবহার, চক্রবৃদ্ধি, ব্যাভাবেশ, সমীকরণ, শঙ্কু, চতুর্ভুজ, &c. are not, in my humble opinion, a whit easier than Fellowship, Simple Interest, Compound Interest, Involution, Equation, Gnomon, Square &c. I approve of your second proposal entirely. If this proposal be accepted by the Syndicate, it will not only benefit the students, but further the progress of the vernacular literature.

I have the honor to be

SIR,

Your most obedient Servant

JOGOBANDHU BHADRA,

Head Master.

From

BARU JAGAT BANDHU LAHA,  
Head Master, Dacca Training School.

Dated, Dacca, the 29th January, 1895.

GENTLEMEN,

I have the honor to acknowledge the receipt of your Circular letter dated the 5th Instant and to thank you for the honour you have done me by consulting me on the very important subject which you have taken up.

For a long time, I have been of opinion that in the lower classes of our English schools, a great deal of the time and the energy of the boys are unnecessarily taken up in consequence of their being compelled to read History, Geography, Grammar and Mathematics in English. They have not only to understand the language, but they have also to commit it to memory to be able to answer questions put to them in those subjects properly.

Thus a great deal of strain is put on their powers, which cannot but be detrimental to their progress. At the same time, it cannot be said that they clearly understand the facts of History and Geography and the definitions of Grammar, or follow and grasp satisfactorily the reasoning in Geometry. Nor do they make that progress in learning English as a language, which those who advocate the present system, expect. If the reform which you suggest be introduced, a great deal of the time of the boys will be saved and they will be able to devote greater time and attention than they are able to do now to their text-books in English and to parsing, composition and translation and retranslation. Thus, while on the one hand, they will understand and learn their Grammar, Geography, History and Geometry better, they will make greater progress in English than they do now and in a shorter time. I am therefore of opinion that up to the Fourth Class of Entrance Schools at least, the vernacular languages should be the medium of instruction in the subjects named above. The only restriction that I think it desirable to put is, that, while the body of the books treating of these subjects should be in the vernacular, the terms used (such, for example, as orthography, etymology, noun, verb, mood, tense &c., in Grammar; island, lake, strait &c., and the names of places in Geography; angle, straight line, parallelogram, axiom, postulate &c., in Geometry; the names of foreigners in History; and the figures 1, 2, 3, 4 &c., and the names units, tens, hundreds &c., in Arithmetic) should be written in English. Several English Grammars for beginner have been written on this principle, and if it be accepted, similar book on the other subjects will no doubt be published without delay.

As for the proposal of making the vernacular languages a part of the

curriculum in the F. A. and B. A. Examinations, I think it will answer all necessary purposes if a paper on Composition in and Translation to the vernaculars be set in addition to the paper on Sanskrit, Arabic or Persian.

I have the honour to be,  
SIR,  
Your most obedient Servant,  
JAGAT BANDHU LAHA,  
Head Master, Dacca Training School.

33

From

BABU JYOTISH CHANDRA BANERJEE  
Principal, Rajchandra College, Barisal,

Dated, Barisal, 29th January, 1895.

To

The Members of The Bengal Academy of Literature.

GENTLEMEN,

In acknowledging with thanks the receipt of your Circular letter dated the 5th instant, asking for an expression of opinion as to the desirability or otherwise of adopting the vernaculars as the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in History, Geography and Mathematics, and of introducing them into the curriculum of the F. A. and B. A. Examinations, "not in substitution of Sanskrit, Arabic or Persian, but in addition to these languages," I beg to make the following brief observations :—

1. While admitting that the general principle underlying the Academy's proposals embodied in the letter under reply, has my fullest sympathy, I cannot help thinking that the scheme contemplated by the Academy if given effect to in its entirety, will result in a multiplicity of subjects impairing the quality of instruction sought to be imparted by our University. I need hardly point out that, any additions to the already heavy F. A. and B. A. syllabuses would practically mean the abandonment of *thoroughness*, the supreme necessity of which our successive Chancellors and Vice-chancellors have from year to year been seeking to impress upon the minds of the rising generation.

2. As for the proposal of making the vernaculars the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University, in History, Geography and Mathematics, I must confess, I cannot subscribe to it, seeing, that such a course would tend to bring about a marked deteriora-

tion in the English scholarship of our boys, which has already suffered a good deal owing to a variety of causes, a full discussion of which it is not possible within the short limits we propose to ourselves. I venture to think, it would be no exaggeration to say, that the English of University going-young Bengal of to-day is a curious admixture of bad Grammar and worse idiom, if not worst orthography. In the face of such a palpable fact I cannot bring myself to see the advisability of relinquishing English in favour of the vernaculars as the medium of instruction in any of our Arts Examinations.

3. In conclusion, I beg to say that, the adoption of the above proposal so far as the Middle English Examination is concerned, fully recommends itself to me as a move in the right direction.

I am, Gentlemen,

Yours faithfully,

JYOTISH CHANDRA BANERJEA.

Principal.

34

From

BABU KAILAS CHANDRA BHATTACHARVA,

Head-master, Zilla School, Comilla.

To

The Secretary to the Bengal Academy of Literature.

Dated, Comilla, the 25th January, 1895.

SIR,

In reference to the Circular letter dated the 5th January, 1895, signed by Babu Rabindra Nath Tagore and four other Members of the Academy on the subject of furthering the cause of the vernacular languages by introducing them more largely into the curriculum of the University examinations, I have the honor to state as follows :—

2. As regards the proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Examination in History, Geography and Mathematics, it appears to me that, so long as in the higher examinations of the University the text-books in such subjects remain in English, no useful purpose would be served by teaching them in the vernacular languages for the Entrance Examination. For it would only have the effect of placing the candidate for higher examinations at a disadvantage in learning them then through the medium of English without any previous study of the subjects through that medium. But, as I am for pushing the vernacular medium as further up as possible without detriment to the higher prospects of the candidate, it occurs to me that Geography which is not

a subject in the higher examinations of the University, might be very well taught through the medium of the vernacular languages up to the Entrance Examination, though in regard to History and Mathematics I would restrict the proposal up to the standard of the Middle English examination only.

3. With regard to the second proposal, *viz.*, making the vernacular languages a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations in addition to the existing classical second languages, my opinion is, that, so far as the Bengali speaking candidates of the Calcutta University are concerned, Bengali should be included in the list of the second languages for those higher examinations. The status of the Bengali literature has at present advanced so far that, I think there is no more fear of the standard of high education deteriorating at all by the proposed elevation of Bengali. Regarding Hindi, Urdu and the other spoken dialects I am not competent to give any opinion.

I have the honour to be

SIR,

Your most obedient Servant.

KAILAS CHANDRA BHATTACHARYA

Head Master,

Comilla Zillah School.

35

From

The Head Master Khulna Zillah School,

To

Babu Robindra Nath Tagore and other gentlemen.

Dated, Khulna, the 16th January 1895.

GENTLEMEN,

In compliance with your Circular letter dated the 5th Instant asking my views regarding the making of certain changes thought desirable in the Calcutta University Examinations, I have the honour to state :—

(1) That, bearing in mind that students learn English not only through the medium of the text-books prescribed in that language, but also, to a certain extent, through the medium of History, Geography and Mathematics, I do not approve of the proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in these subjects. I have seen from experience that a student brought up in a high school on a vernacular basis does not, as a rule, learn English, when he comes up to the Entrance class, so well as a

student brought up in the school in which all the subjects save the second language are taught through the medium of English. I admit that History, Geography and Mathematics are learnt more easily and within a shorter space of time, when these subjects are taught through the medium of the vernacular languages. But experience has clearly shewn that this apparent advantage is of no real value when it is gained at the expense of English.

(2) That I approve of the proposal to make the study of Bengali a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations, not in substitution of Sanskrit, Arabic or Persian, but in addition to these languages.

I have the honour to be

SIR,

Your most obedient Servant,

KEDARNATH GANGULY.

Head Master,

Khulna Zillah School.

36

From

BAHU KEDARNATH GHOSH,

Head Master, Maldah Zilla School.

To

The Members of the Bengal Academy of Literature,

Calcutta.

Dated, Maldah, the 29th January, 1895.

SIRS,

Some of the honourable and distinguished members of the Bengal Academy of Literature, instituted of late in Calcutta, having, in their Circular letter dated the 5th January 1895, invited the opinions and views of the educated public on the desirability of making the vernacular languages the medium of instruction in high schools in the subjects, *viz.* History, Geography and Mathematics, I have the honour to submit, at the outset, before dwelling on the main proposal, mentioned in the honourable members' Circular letter under reply, a few words in connection with the present system of teaching in High Schools competing for the Entrance Examination of the Calcutta University.

1. The want of practical tendency exhibited in the teaching in Middle Vernacular, Middle English and High Schools competing for public examinations, has been felt from a long time without any practical solution of the problem being arrived at. Sir George Cambell, while Lieutenant-Governor

of Bengal had expressed his views, on too much cramming of languages in schools and colleges, and directed that Sanskrit and other classical languages should no longer be compulsory in schools ; but that, English being adopted as the language of higher education, the knowledge-producing and bread-winning language should be taught not through the medium of vernacular languages artificially concocted, but through the medium of English language which our countrymen so highly appreciate.

2. The three classes of recognised Government Schools are the Middle Vernacular, the Middle English and the High schools, of which the two former are constituted on a vernacular basis, English teaching which was originally intended as supplementary to the vernacular course in Middle English Schools, is being taught as language through the medium of vernacular. The High English Schools—the most important class of Schools established by Government, serve as feeders of colleges chiefly intended for higher education.

3. Now, as to the main proposal, the sum and substance of which is, whether candidates for the Entrance Examination of the Calcutta University should be examined in Vernacular text-books in such subjects as History, Geography and Mathematics, whether it is desirable to make the study of vernacular language a part of the course of study in the F. A. and B. A. Examinations in addition to the languages, viz. Sanskrit, Arabic or Persian, I beg to submit that, the introduction of text-books in vernacular in these subjects and the making of vernacular the medium of instruction in the Entrance class in High schools, would be to lower them down on a vernacular basis, or to place them on the same footing with the Middle Class English Schools competing for the Middle Scholarship Examination. The mere substitution of text-books in vernacular in History, Geography and Mathematics is not commendable on principle, it is opposed to the spirit of the Education Despatch of 1854, dated July 19th, a reference to which clearly shows the object of Government in the direction of high education in this country, and the medium through which knowledge is to be conveyed to the people of India.

4. To make vernacular the medium of imparting instruction in high schools, would not only lessen the value of English education in the eyes of our countrymen, but it would strike at the root of higher education. The teaching of any subject of study through the medium of vernacular text-books in the face of original works, will be no way beneficial to those students whose aims and aspirations in life are higher than those of the generality of students.

5. To make vernacular a part of the curriculum in the F. A. and B. A.

Examinations in addition to text-books in Sanskrit, Arabic or Persian, would be over-burdening a student with too many text-books.

6. I do not understand the necessity of such an innovation as the introduction of text-books in vernacular in such subjects, History, Geography &c., nor do I approve the proposal as to the addition of vernacular text-books to the curriculum of the F. A. and B. A. Examinations.

7. The proposal as to the restriction of vernacular text-books up to the standard of the Middle English Examination, *i.e.* to the fourth class of Entrance schools, is desirable to a certain extent on the ground of diffusion of vernacular knowledge among the people.

Yours faithfully,  
KEDAR NATH GHOSH,

37

From

BABU KHUDIRAM BOSE,  
Principal, Central Institution.

To,

The Committee appointed by the Bengal Academy of Literature, to deliberate upon a scheme for the promotion of the study of vernaculars in English Educational Institutions and the Calcutta University Examinations.

Dated, Calcutta, the 30th January, 1895.

DEAR SIR,

With reference to the points mooted in your Circular letter dated the 5th January 1895, I venture to make the following observations :—

(1) I do not approve of the proposal to make optionally the vernacular languages of the country the exclusive medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in History, Geography and Mathematics, or even up to the standard of Middle Examination or the fourth class of High schools, in those subjects.

Such a plan should not be pursued above the four lower Forms of an Entrance School. As a pretty large number of the *alumni* of such schools are compelled, chiefly on account of their straitened circumstances and failures at class-examinations, to leave off their studies from the Entrance class or the classes below it, and betake themselves to petty clerical services in Mercantile Firms and Railway Establishments, it would, I am afraid,

be rather inhuman to place them, in the awkward predicament of unskilfully manipulating Arithmetical Figures in English, and of shamefully mispronouncing and misspelling Geographical names and names of other sorts in that tongue. The teachers in most schools in imparting tuition to their pupils on the aforesaid subjects, avail themselves largely, I am aware, of the medium of the vernaculars. To this extent, I should think, the medium in question may be safely utilised in the present circumstances of the country, but no farther.

(2) The second proposal commands my hearty approval. Even in the face of the most obvious and lamentable dearth of standard works in Bengali literature (I do not know how the matters stand in the literature of other vernaculars) I am in full sympathy with the suggestion of making the study of Bengali in the F. A., and B. A. Examinations of the University, *supplementary* to the study of Sanskrit classics.

Yours faithfully,  
KHUDI RAM BOSE.

38

From

BABU KUNJA LAL NAG,  
Principal, Jagannath College, Dacca.

To

The Hon'ble Justice Goorodass Banerjee, M. A., D. L.  
Babu Rabindra Nath Tagore,  
„ Rajani Kanta Gupta,  
Mr. Nanda Krishna Bose, M.A., C.S.  
Babu Hirendra Nath Datta, M.A., B.L.

Dated, Dacca, 29th January, 1895.

GENTLEMEN,

In reference to your Circular letter, dated the 5th January last, inviting expression of opinion upon the wider recognition of the Indian vernaculars as a medium of instruction and a subject of examination, I have the honour to say that, in my opinion, these languages ought not to be made the medium of instruction in the Entrance Examination, unless they are to be recognized vehicles of thought in the higher examinations as well. With all the importance attached to and all the attention extorted in behalf of English by the University, it continues to be the most fatal of all subjects. A third part of the total number of marks is assigned to it in the Entrance and

in the B. A. Examination, and a fourth part in the F. A., but, as if that was not enough, its real proportionate value will be found to stand more than doubly as high, seeing that the examination in other subjects is, to no inconsiderable extent, one in English as well, not excepting Mathematics and even Sanskrit, which latter may be said to have, of late years, got within a measurable distance of the anything but welcome position,—on its own account, and for Bengali—of Anglo-Sanskrit *minus* Sanskrit. With all this incense burnt at the altar of English, it a voracious, youth-killing, life-consuming monster, and I would not add to its deadly fatality by its eviction in favour of other media of instruction and other vehicles of thought.

With regard to the proposal to make the study of vernacular languages a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations, I beg to say that I cannot bring myself to approve of it, and that for the following reasons :—

(1) Education up to the Entrance standard means seven years or more of intellectual training,—a pretty long period for the study of one of these languages, a study to be followed up, supplemented, and perfected by as much of classical learning as the student acquire in the course of his subsequent academic career. The barbarisms and solecisms that disfigure the pages and columns of many a Bengali book, newspaper, and periodical of the present day are traceable, not so much to the neglect of Bengali as to the want of a decent grounding in Sanskrit.

(2) To propose an addition to the curriculum of studies in the F. A. and B. A. Examinations, particularly in the former, would be to propose something akin to death to already mercilessly overburdened young people. Should the proposal be made at all, it ought, in my opinion, be coupled with a requisition to reduce the number of text-books in English and to lighten students' work in some of the other subjects. The alternative proposal, *viz.* that in favour of Composition and Translation, need also be accompanied with such requisition.

Under no circumstances, in my opinion, should a vernacular language be proposed in substitution of Sanskrit. Such a proposal would only defeat its own object, and I am glad of the support you give to my view. To ensure proper devotion to Sanskrit, in the interests of the vernacular itself, it should be treated as a distinct subject, with separate passing marks prescribed.

I have the honour to be,  
GENTLEMEN,  
Your most obedient Servant,  
KUNJA LAL NAG,  
Principal, Jagannath College, Dacca.

FROM

BAKU LOKENATH CHAKRAVARTI, B. A.

Second master, Boalia Coll. School.

TO

The Hon'ble Justice Gooroodas Banerjee, M. A. D. L., And other members of the Committee appointed to consider the question of larger introduction of the Vernacular Languages into the curriculum for the University Examinations

Rampur Boalia, 27th January, 1895.

SIRS,

In answering your particular questions relating to larger introduction of the Vernacular Languages into the curriculum for the University Examination, I would first state my general views on points that, I think, are involved in a consideration of the subject

I think it will not be disputed that, as long as the English Government continues in this country, a good knowledge of English will continue to be not only a passport to preferment in service under the Government but also an indispensable element in the fitness of a person to take any leading part in movements affecting the welfare, political or other, of the country as a whole. Apart from considerations of this nature, there is the patent fact that, in recent times, the best writers of the country have been men with a liberal English education, the improvement in the country's literature of the day having been owing to ideas and modes of thought that were the result of such education. Any course of action, therefore, that is likely to affect unfavorably the acquisition of a good knowledge of English will be, I fear, of doubtful wisdom, specially in view of the agitation that is being carried on by the country to secure, for the children of the soil, a larger share in its higher administration, by means of Simultaneous Civil Service Examinations in this country and in England

Though it is not undesirable that encouragement should be given to the study of the Vernacular Languages, by their recognition by the University, the fact of their not being so recognised has, in my thinking, scarcely any material bearing upon the progress of the country's literature. No doubt, some impetus would be given to production, in the Vernacular Languages, of higher text books in the branches of University education other than English and the classics, if instruction in these branches of

knowledge were conveyed in the mother-tongue of the students ; but that is a change that does not seem to be contemplated in your proposal. To create a demand for books in the higher branches of knowledge and ultimately to get up a reading public that would support such productions. I think, it were better we get on foot a movement for making the existing Normal schools the basis of a University teaching through the Vernacular with the *tole* in the country amalgamated with it, not in substitution of, but in addition to, the existing University with English as its medium of instruction. The Vernacular School of the country might be made the feeders of such a University, with the standard of education in them raised, and the benefits of High Education could be thus made to filter down to village communities with greater rapidity than at present, rendering the regeneration of the people comparatively a much easier task than it is with the existing arrangements for their education. With the English-teaching University to meet the other demands of our present political situation, the portion of the work of regeneration that would devolve upon the scholars coming out of the *proposed* University would be almost entirely amongst the people. With reasonable prospects in life for its students, such a University will attract pupils and the Vernacular Schools in the country with their tutorial staff consisting of graduates and undergraduates from it, will be centres of enlightenment to the community around. Such a scheme, if it could be carried into effect, would besides open a wider scope for sanskrit-teaching, while it will remove the want of breadth that, at present, characterises *tol* education.

With this preliminary statement of my views, I would, for my answers to your questions, draw upon my experience instead of theorising on the subject. Candidates for the Middle English Scholarship Examination were at one time, required to answer questions in History, Geography, and Mathematics, in the English Language, and passed candidates, if they joined High English schools for farther prosecution of their studies, were, without objection, taken into the Second or Preparatory Entrance class in such schools. Since the change, more than a quarter of a century ago, prescribing the study of these subjects in the Vernacular, the knowledge in English of this class of students has become so deteriorated that they are now found not fit even for the fourth class. Within a few years back, I have known boys from Middle English Schools who, by reason of their knowledge in English not coming up to the standard have been constrained to join the Collegiate School here in the fifth class. I have also some experience of Entrance Schools on what is called "the Vernacular basis," i. e., of schools in which the medium of instruction is Bengali up to the fourth or, I think,

up to and including the fifth class. I have not been very favourably impressed about the boys' knowledge of English in these schools. Nor is this circumstance unaccountable. Boys taught from their early boyhood to study the English Language in a more extended form than is now required of the Middle English students, must, as far as their general progress in education goes, be necessarily more thoroughly well grounded in it than otherwise. I mean the deterioration in knowledge of English referred to has been, in a considerable measure, due to the use of Vernacular text books in all subjects other than English Language, though there may be other causes, not quite tangible at present, that have operated towards this result. I am not, therefore, in favor of instruction by Vernacular text books, even in the lower forms of High English Schools, not to speak of the introduction of such a mode of teaching up to the Entrance Class. The argument, that much energy is wasted away by Indian boys in learning History, Geography, and Mathematics, through the medium of a foreign tongue, does not appear to have much force when it is remembered that the teachers are natives of the country who, in the case of young boys, explain every thing in their own Vernacular, while the use of English text books helps the boys in acquiring, at every step on ward in their education, a wider acquaintance with English words and modes of expression than they could expect to gain from one single text book in English Literature. To the other proposal of requiring students at the F. A. and B. A. Examinations to translate to and compose in their mother language, I see no special objection, although, considering that the study of the Vernaculars is not necessary to the fulfilment of the objects of High education, it would not seem to be quite right to include this in the compulsory parts of the courses for these examinations. To make any Vernacular, whether in the form of translation and composition, a part of the corresponding classical second language would mean so much attention drawn away from the study of the classic itself, and many boys, if they can hope to obtain the pass-mark in the subject by the Vernacular part of the test, will neglect the classic altogether.

Yours faithfully

LOKENATH CHUKRAVARTI.

---

FROM

BABU LAL GOPAL CHAKRAVARTI M. A.

Professor, Ripon College.

TO

The Committee of the Bangiya Sahitya Parisad for deliberating upon some very important proposals regarding the necessity of recognition of the importance of Vernacular languages by the University of Calcutta.

Calcutta, 7th February 1895.

GENTLEMEN,

In reply to your circular letter dated the 5th ultimo, which unfortunately reached me only yesterday, requesting me to inform you my views regarding your proposals, I beg to make the following remarks :—

(1) With reference to the first part of the first proposals, that is, that part which bears upon the advisability of making the Vernacular languages the media of instruction up to the Entrance Examination of the University of Calcutta in History, Geography and Mathematics, I must first of all say that I entirely approve of the principles upon which the proposal itself is based.

The way in which History is taught in our schools, is in my humble opinion highly defective. Young students in consequence of the rotten method adopted by teachers in the lower forms naturally come to regard History as merely a string of facts. This limited view of the province of History, inspite of the fact that it has the sanction of one of the oldest historians of the world (Herodotus), ought now-a-days to be systematically discouraged. Our young students are never sought to be impressed with the idea that History is the biography of national life, and that if "Lives of great men all remind us that we can make our lives sublime," lives of great nations are equally calculated to awaken those dormant energies of the collective soul of the community which alone can elevate a nation in the scale of life. His supreme utility of the study of History, viz.—that which consists in the knowledge and regulation of those complex forces which govern the destinies of nations, is never sought to be derived. Nor can this deep significance of an apparently dry collection of facts be fully appreciated when the margin of time which young students can possibly set apart for historical study is all exhausted in understanding the meanings of foreign words and expressions. The language of the History of England or of India which Entrance students have got to read is almost invariably a little more

stiff than that of their English Course. When superficial penetration into a subject exhausts all the energies of young minds, it is but natural to expect that the value of the most precious treasure which lies beneath the hard outer crusts will never be appreciated by the same. Hence it is that the study of the noblest scenes of English, Greek or Roman History fails invariably to electrify our youths with noble sentiments and sublime thoughts. The study of Histories of other nations in our own vernacular will prove a source of inestimable benefit, in so far as it is calculated to make our young students appreciate the real significance of historical facts. In another respect the proposal is also likely to prove beneficial. It will inevitably put a stop to the habit of cramming to a very great extent. As a rule students of the Entrance class get by heart their History without understanding the meanings of words and expressions. This violent and unnatural exercise of memory often produces deplorable results. These most undesirable results may to a certain extent be avoided if History be taught in our Vernacular languages.

There is one very plausible objection which may be raised against the arguments that I have adduced in support of the first part of the first proposal ; and that objection itself is in my opinion based upon a very highly fallacious notion, viz., the study of History in English language is calculated to enable the students to acquire greater mastery over the English language than when they read History in their own Vernaculars. I have never come across a more sophistic idea than this ; though much to my regret I must admit that I have heard this opinion put forth by many of my most esteemed friends whose erudition and experience do draw from me my most unqualified admiration. I humbly beg to state that I most emphatically differ from those friends of mine who regard this objection as irrefutable. English is taught in our schools, that is up to the Entrance standard for the most part, excepting some very rare cases, by those whose command over the language itself is most questionable. The teacher in the lower forms of our schools who are entrusted with the task of moulding the intellects of our children, have themselves got most unripe intellect. Besides our Alma Mater, to whom all gratitude is due, has got the least possible control over the way in which instruction is sought to be imparted in the lower forms. I do therefore hold in an unqualified form the theory that deficiency in the knowledge of English so frequently noticed in students of the school department is solely due to the fact that the lower teachers themselves have not the least idea as to how to enable their pupils to acquire command over a language. I have not the least doubt in my mind that if History be taught in the Vernacular languages upto the Entrance Standard, it will in no way

affect the students' command over the English language. The above objection appears to me to be altogether flimsy and of a highly gossamer character.

On the above grounds I give my most hearty support to the first part of the first proposal.

With regard to Geography I most unhesitatingly declare myself an enthusiastic advocate of the scheme; and my sentiments with regard to Mathametic are the same.

But inspite of the fact that my sentiments run parallel to yours I can not but at the same time notice some very practical difficulties that lie in the way of the realisation of the scheme proposed :—

(a) Suppose in an Entrance class there are hundred boys out of which the Vernacular of seventy-five is Bengali, that of ten is Urdu, that of the remainder are Hindi and Assamese. Let us now see how the work of the class would be conducted. If the University allows that History, Geography and Mathematics should be taught through the media of Vernacular languages would not such a school with such a class, be under the necessity of keeping four teachers of History, four of Geography and four of Mathematics? Can an ordinary institution Government or private, afford to keep so many teachers for teaching such subjects? Education in our country is yet in its elementary stage and the practical difficulty which I have suggested above will inevitably lead to a very serious confusion of work in many of the institutions, having such a miscellany of boys, are rare. But it is equally true that in the event of our University's accepting the above proposal, such institutions however rare will come to suffer. If all the boys having one Vernacular language belong to one school the difficulty I doubt not will not be felt. But as a matter of fact institutions there are where at least a small fractional portion of the boys have got Varnacular languages different from the Bengali. If the above proposal be accepted by the University the result will be that boys speaking one Vernacular language will flock to one school. And in my opinion if this does actually take place it will go against the development of friendly feelings between boys thatspeak different tongues. 'The Assamese student will there by lose a chance of freely mixing with those that speak Bengali, Hindi, or Urdu. School life appear to me to be the best field for the cultivation of friendly feelings between those whom nature has alienated. The more we mix with those that have different languages from our own, the more comprehensive become our ideas and the stronger the ties of friendship binding soul with soul. This loss is in my opinion a serious one and before the proposal I have already supported can be carried into effect some practical steps must be taken to make up for it.

(b) There is however another difficulty which students passing over to college classes will inevitably have to meet with if the proposal come to be adopted by the University of Calcutta. The difficulty I refer to is one likely to arise from a sudden change of Historical, Mathematical and Geographical terms. There is a good deal of difference between a cape and *অঙ্গরীপ*, David and *দাবু*, Darious and *দারিউস*, Heptarchy and its Bengali or Urdu Version whatever it may be. This sudden transition from Vernacular terminology to the English, will in my opinion, prove a source of incalculable difficulty to the F. A. Students. They will take a good deal of time to be assured of the identity of the meanings of such names; just as students passing the Middle English Examination, in spite of their acquaintance with the principles of Mathematics &c up to the Entrance student take a lot of time to master the English terminology in the same branches of learning. Even now it is admitted on all hands that the leap from the Entrance to the F. A. is a wider one than that from the B. A. How much more difficult will it appear to the successful Entrance candidates, to master their own text books with an entirely new nomenclature within the same fixed period of two years. Not that I am going to support the cause of inherent laziness in the majority of students; but all that I mean to say is, that such a change as is proposed by the Parishad is inevitably calculated, by introducing a sudden change of terminology to perplex to a certain extent the young brains of Indian Students.

(c). Next, there is another difficulty in the way of carrying out the first part of the first proposal, which I beg leave to point out. Students up to the Entrance Class, in so far as they read History, Geography, &c. in English, come to acquire mastery of accuracy of pronunciation. If however they are taught these subjects in their own vernaculars it will take them no doubt a very long time even after passing the Entrance Examination to acquire proficiency in that respect.

(2). The remarks I have made above will I hope give you at the same time an accurate idea of my opinions with regard to the second part of your first proposal.

I think I have set forth sufficiently, arguments in favour, as well as against the first proposal. On comparing the advantage with the probable disadvantage it appears to me, (though for the sake of brevity I omit a detailed comparison) that Indian students will inevitably gain much if our University is wise enough to see through the wisdom of what you propose.

With regard to your second proposal, that is that one which bears upon the advisability of introducing vernacular languages in the F. A. and B. A.

Examinations I need only tell you at the outset that the number of text books in the F. A. is already a little too many. But at the same time I must admit that all these text-books are not of equal importance and some of them in my opinion may be safely spared to make room for the vernacular languages. To illustrate what I mean by concrete examples, I beg leave to point out to you that such a book as Mr. Taylor's or Dr. Mukerjee's Conic Sections is in my opinion altogether superfluous. One may safely manage to live and die peacefully without taking the trouble of going through such a text book as that. As a rule F. A. students fail to digest the fundamental principles of Conic Sections and in my opinion the omission of such a book, will in no way affect their intellectual development. I should only feel over-joyed, if instead of such hard morsels as only have the effects of breaking the young jaws of native students and spoiling their intellectual digestion, some text-books in their own vernacular be introduced by the University of Calcutta.

In the B. A., Examination instead of introducing Vernacular text-books I should like to propose a compulsory Essay paper, in Vernacular of course, together with questions calculated to test the student's general knowledge of their own Vernacular language and literature.

Yours faithfully,

LAL GOPAL CHAKRAVARTI,

Professor, English and Philosophy, Ripon College

From

BABU LOLIT KUMER BANERJEE M. A.

Professor, Ripon College.

To

BANGIYA SAHITYA PARISHAD,

Calcutta.

Calcutta, 31st January 1895.

GENTLEMEN,

In reply to your Circular letter dated the 5th instant, I beg leave to offer you the following suggestion *anent* the question of the inclusion of Bengalee in the University Curriculum.

I may start with the observation that the necessity of the recognition of Bengalee as one of the subjects of study in the lower University Exmans. appears to paramount and that the present system of such recognition is clumsy, perfunctory and productive of more harm than good.

Thus at present we count Bengalee as an optional subject in the Entrance Examination the majority of students choose sankrit in preference to Bengalee those, again, who take up Bengalee do it more in spite to Sankrit (in which they are dreadfully deficient,) than out of love to their own Vernacular. Those, however, have almost in every case, no sort of systematic training in the subject of their choice. Very few schools care to arrange for a regular class in Bengalee; in a few of them, there is such an arrangement only in the highest class. The Bengalee class, thus, is a glorious illusion in the majority of instances; and the students shift for themselves as best they may. Their is a grave defect. Bengalee occupies an important place in two other papers set for the Entrance Examination. There is a half paper on translation from Bengalee to English in the after-noon of the first day examination. The after-noon paper of the third days work is, also, on translation from English to Bengalee and an Essay in Bengalee. But however much we may praise the University for this kindness we cannot be contented with this meagre recognition of the Vernacular. Translation goes a little way towards the object we have in view. And then again, we have no minimum marks that the candidate must secure in these papers. The recognition of Bengalee to be of any real good should be thorough. Bengalee should be included in the present curriculum of the Entrance and F. A. Examination, as a distinct subject of study in no way "substitutable" for Sanskrit. There must be two papers on Bengalee:—I. Text (with questions on grammar arising therefrom); II. Translation from English to Bengalee, from Bengalee to English and Composition. In the degree Examinations, I find no present necessity for a similar innovation.

In the September issue of the *Calcutta University Magazine* I discussed the subject with great care and fullness and I brought a "scheme" forward in the October number, allowing a place to Bengalee as a distinct subject of study. I am of opinion that this object may be secured by omitting the subjects—History of England, Physical Geography, and Science Primer from the Entrance Curriculum and by lightening the Mathematical Course in the First Examination in Arts. This will relieve the majority of students, of a cumbrous weight they can hardly bear and substitute instead subjects infinitely more interesting and valuable.

Whilst thus professing the fullest and warmest sympathy with the cause taken up by the Parshad, I must aver that I am entirely opposed to the method in which the Parshad thinks of accomplishing their object. Both the schemes provisionally proposed by this learned body seem to me fraught with the greatest danger to the cause of High Education in Bengal. It is with the utmost diffidence that a person in my position may propound ideas

contrary to those set a-going by such men of light and leading. But it is not unlikely that practical workers in the education Department are in possession of facts and convictions that could not so easily be attained at by the Parishad. And the very fact that the opinions of practical workers have been invited is a clear proof that the Parishad is not un-willing to suppliment the experience of its members with the ideas and methods that others are in possession of.

Now, as to the schemes. The first runs thus :—" That it is desirable that in the Entrance Examination candidates be examined in their own vernacular in such subjects as History, Geography and Mathematics, on text-books written in such vernaculars ;" " or the present proposal may be restricted for the present to the fourth class." As regards the amendment, the learned body should bear in mind that the University has no direct control over the subjects taught and text-books used in the lower classes. The University sets text-books for the Entrance Examination and examines on them ; its business begins and ends there. The schools conform, by natural ideas of convenience, to the requirements as prescribed by the University and the sooner a school conforms to the University Standard, the better for its weal as measured by the University results. Slightly to vary the words of the poet,

Hence every school, to one loved blessing prone,  
Conforms and models life to that alone.  
Each to the favourite happiness attends,  
And spins the plan that aims at other ends.

This is the very curse of University legislation in this country, that the schools and Colleges find their hands tied and have thus no free power of dispensing education according to their ideas of soundness. How will the Parishad meet this difficulty ? A rule may be made to the effect that instruction will be given through the medium of Bengalee up to the fourth class but who is to enforce its application ? Certainly, not the University, since its responsibility begins and ends at the Examinations ; what is done in the lower classes is none of its concern. It may be urged, surely, that if the Managers of schools are once convinced of the fairness of the rule, they will make it a point to adopt it in their institutions. Alas, we know not the conditions of University Education in our schools. There is no rule that the English and Sanskrit text-books for 1896, should be read and re-read from 1894, but yet this is done. The moment it is known that a certain text-book is prescribed for the Examination, the Head Masters of schools make it a point that it must at once be taught in the class, even if they were going

through another book in ignorance of the University text-book, it is at once set aside and this new book they are to take up. Why? For the purposes of sound education? No, for in that case the students might have increased their stock of knowledge and range of studies by reading the other book. It is only that they may bring all their intellectual weight to bear upon that one Book—which is to be their salvation at the University Examination. They must “grapple” the book “to their heart with hoops of steel!” Such being the condition of affairs, the Parishad cannot expect that the amendment will at all be workable. Bengalee is singularly neglected in almost every school in the lower classes, simply because they find no pressure laid by the University, and unless the University comes to the rescue, this condition of affairs bids fair to be permanent.

Leaving aside the amendment, I may now take up the original Resolution. The study of History and Mathematics through the medium of Bengalee is not likely to contribute much towards a real acquisition of the Language. There will be an economy of labour, one doubts not, for the candidates in getting up these subjects; but that is not the object the Parishad has in view. The real knowledge and clear appreciation of the Literature must be the only way of securing this object; and thus nothing short of the inclusion of Bengalee as a distinct subject of study should satisfy the Parishad. There is again the positively mischievous side of the scheme proposed. Should the medium of instruction in the Entrance Examination be Bengalee, there will be insuperable obstacles in the way of the candidates, when they go in or study for the higher Examinations. The very same inconveniences, that the majority of students come to be under after having passed the Middle English and Middle Vernacular Examinations, will come over all these matriculates. The cause of High Education will thus be seriously damaged—unless the Parishad, in an expiatory and consistent spirit adopt in a future meeting the Resolution that subjects like History &c. should always be studied—in the lower as well as the higher Examinations—through the medium of Bengalee. Should we now push the present attitude of the Parishad to its necessary *reductio ad absurdum*, our institutions will be but a more refined species of Normal Schools as under the Director of Public Instruction; and surely the most orthodox amongst the members of the Parishad will not deem such “consummation most devoutly to be wished.” No interchange of thought in the distant future will be possible between Bengal and Europe. Bengal will be denied her place in the re-public of letters and no contributions to the Mathematical or Scientific literature of England may be expected of us in self-centred Bengal. What sorry specimens of humanity must our graduates then be!

Another injury to follow from an adoption of the scheme should not be lost sight of. Our students are even now dreadfully deficient in English ; and when their sole chance of acquiring correct English will be limited to about one hundred pages of the English text, they will fare still worse. They will thus be "in both ways lost," having obtained neither a thorough mastery over their own vernacular nor a solid grounding in English.

I have, I hope, clearly exposed the injuriousness of the first proposal. It remains now with me to consider the second scheme adopted by the Select Committee, which runs thus —“That it is desirable that for the F. A. and B. A. Examinations of the Calcutta University, Vernacular text-books be prescribed with those in the classical languages ; or that in such Examinations composition in and translation to the vernaculars be made a part of the required test.”

If accepted in this exact form, this would mean that Sanskrit and Bengalee are to compute as one subject and that candidates will be required to secure a minimum in the two subjects or papers put together. If so, it will be a serious blunder. It will be positively detrimental to the cause of Sanskrit, as many will devote their attention to Bengalee alone and thus make a shift of obtaining marks high enough in the Bengalee paper to secure a pass in the two papers. Or the scheme may defeat its own end, if the candidate may secure the minimum for both the papers in the Sanskrit paper alone. It will not do therefore to have the two subjects recognised as one for purposes of the awarding of marks, they must be treated as two distinct Branches. With this necessary safe-guard alone, I am ready to accept the first part of the Resolution.

The second part of the same Resolution and indeed the whole of the Resolution (already dealt with) seem to be conceived in a spirit of compromise and conciliation. Now, this is an attitude that we fail to appreciate in the Parishad. As a collective body of men whose grand aim is to foster and encourage the study of the national literature (as also to help its growth), the Parishad must consider it to be their duty to urge upon the University the necessity of the adoption of Bengalee in its curriculum. The true recognition of the subject can only be secured by the inclusion of its literature as a subject of study. What else may be proposed must only be looked upon as miserable make-shifts and patch-work plans to keep off absolute justice. The true study of a language is always through its living literature and not merely by the grue-some process of getting up its grammar or by the supremely clever but grossly mechanical process of composition in and translation to the

vernacular. Let not, therefore, the Parishad delude themselves with the conviction that they have done a good day's work if they have secured a hearing for the above scheme of theirs. In accepting such a compromise, they will be ruining the cause they have so nobly and so worthily espoused. For the true needs of the people, for the true ends of education, there must be a thorough recognition of the language of the people. The path of duty lies clear before them let them employ all the arts of organisation in order to achieve this great end; and it must not be forgotten that they may hope to find their cherished object accomplished only after years of discussion and opposition; for it is not in a day that the University will shake of its innate conservatism and portentous lethargy.

*In conclusion, I crave pardon of the illustrious body whom I address, for the improper tone adopted in the present letter. It is only my zeal for the cause espoused by the Parishad that has carried me beyond the limits of a formal reply. I doubt not, that my words will be accepted and understood in the spirit in which they have been conceived.*

I have the honour to be,

GENTLEMEN,

Your most Obedient Servant,

LALIT KUMAR BANERJI.

Professor of English Literature, Ripon College, Calcutta.

From

MAHAMAHOPADHAYA MOHES CHANDRA NYAYARATNA, C. I. E.

To

The members of the Sub-Committee of the Bangiya Sahitya Parishad appointed for eliciting and collecting opinions on the subject of the encouragement of Vernacular Languages.

Dated 11, Krishnaram Boses Lane Shambazar,

Calcutta, the 31st January 1895.

GENTLEMEN,

I have the honor to acknowledge receipt of your Circular dated the 5th January 1895 on the subject of making the Vernacular Languages, instead of English, the medium of instruction in our schools in History, Geography and Mathematics.

Before addressing myself to the two questions with reference to which you have specifically desired to have my views, I beg to state that the proposed plan was practically tried for some time in the Sanskrit Collegiate School up to the 4th Class and to lay before you some of the advantages that followed and the objections that were raised against the system.

The advantages were that the above-mentioned subjects were learnt with greater facility and were better grasped when they were taught through the medium of the Vernacular (Bangali). This was not only practically found out, when the system was tried in the Sanskrit College, but it is fairly admitted by all teachers that boys who go through a course of teaching in a Vernacular school up to M. V. Standard before joining an English School distinguish themselves in the class for proficiency in History, Geography and Mathematics. The practice was, however, abandoned in the Sanskrit College on the complaints of guardians that their boys had, under that system of training, acquired a bad habit in the pronunciation and spelling of proper names and that they often failed to recognise places and persons in their English garb, though they had been quite familiar with them in their Bengali text-books.

These disadvantages, however, can be obviated by little care in the preparation of the text-books in the vernaculars. Geographical and Historical names should always be written in Roman characters with their euphonic equivalents in the Vernacular. No attempt should be made to present translated forms of such names as the Cape Good Hope, the Mediterranean Sea &c. Bangali translations of such familiar English words as Telegraph, Railway &c. should also be avoided, as being more unintelligible than the originals. When for want of appropriate words in the Bengali Language an author is forced to look elsewhere for them, I do not see why preference should be given to Sanskrit words, or words newly-coined from Sanskrit roots. In my opinion the foreign words should be retained and allowed to settle themselves in the Bengali Language. A false sense of purism need not deter a Bengali author from enriching his mother-tongue by the transplantation bodily of foreign words.

I therefore beg to say that I approve, on the whole, of the proposal to make the Vernacular Languages the medium of instruction in our schools in such subjects as History, Geography and Mathematics. Though I am not averse to carrying it up to the Entrance Standard. I would rather proceed more cautiously in the matter and restrict the proposal up to the 4th class of Entrance Schools, for the present; at least until Vernacular books prepared on the lines suggested by me are forth-coming.

In regard to your second question I beg to say that I approve in general of the proposal to make the study of the Vernacular Languages a part of curriculum in F. A. and B. A. Examinations. But I am strongly opposed to the proposal of adding a Vernacular Language to the F. A. and B. A. curriculum *only* so far as those candidates who take up Sanskrit, Arabic or Persian, are concerned, if the proposed addition be made by lowering the

standard in these subjects. If the addition be made without lowering the standard in these subjects then the proposal would impose an additional burden on candidates taking up Sanskrit, Arabic or Persian, without imposing a corresponding burden on the rest of the F. A. and B. A. examinees. This will consequently deter candidates from taking up these subjects. It is needless to say that, in my opinion, it is not desirable to lower the existing standard in these Languages.

I would therefore recommend the introduction of Vernaculars for all F. A. and B. A. candidates including B. course candidates and also such candidates in A. course as do not take up Languages at all. The introduction of Vernacular Language as a compulsory subject is more desirable for such candidates as take up no second Language at all, than for those who take up a Classical Language closely allied to their own Vernaculars. My experience is that a Sanskrit Scholar can very easily acquire mastery over the Bengali Language if he tries to do so, and the task becomes very much easier if he has, besides, a competent knowledge of English. I am therefore of opinion that the arguments in favour of introducing a vernacular language as part of the F. A. and B. A. Examinations in addition to Sanskrit, Arabic and Persian, apply with greater force so far as B. course candidates and such A. course candidates as do not take up a Language are concerned.

I may remark here, in passing, that seeing that there are European and Eurasian candidates whose vernacular is English, the test in Vernacular Languages at the F. A. and B. A. Examinations cannot be made by setting a paper on any appointed text-books in the Vernaculars, as this would entail European and Eurasian candidates being examined twice over in the same subject—English. I would therefore suggest that instead of appointing text-books in Vernacular Languages at the F. A. and B. A. Examinations, a paper of translations may be set requiring the candidates to translate into their respective Vernacular, passages in the languages taken up by the candidates as their second language at the F. A. Examination and the candidates may further be required to write an essay in their own vernaculars.

I have the honor to be

Gentlemen

Your most obdt. servant

MOHES CHANDRA NYAYARATNA.

---

From

C. A. MARTIN ESQ., L. L. D.

Inspector of Schools Rajshahi and Burdwan Circle.

To

HONORABLE JUSTICE GOOROO DAS BANERJI, M. A. D. L.

and 4 others.

Chinsura, the 10th January 1895.

Gentlemen,

Referring to your circular letter dated the 5th January 1895, asking my opinion on a proposal to have the candidates for Entrance into the Calcutta University Examined in their own Vernacular in the subjects History Geography and Mathematics, I have the honour to say that had the proposal been sent up to me for opinion two or three years ago I should have given it my unqualified support.

I have however, lately been going into statistics comparing the success of Entrance candidates appearing from schools placed upon a vernacular basis and from schools on an English basis respectively and I have found that where as the proportion of passes in *English* from both these classes of schools was very much the same and the failures in 2nd language were from schools on an English basis as one in seven candidates against one in 45 from schools on a Vernacular basis, yet on the other hand the failures in the very subjects to which you refer were very much higher from schools on a Vernacular basis—thus in History and Geography the proportion of failures from schools on a Vernacular basis were as 2 to 5 and from schools on an English basis as 1 to 24 only.

My figures have been taken from the results of the schools in the Rajshahi Division in the years 1891, 1892 and 1893, and I have been reluctantly compelled to abandon my former opinion that it was desirable to place High English Schools upon a Vernacular basis.

I have the honour to be

Gentlemen,

Your most obedient Servant

C. A. MARTIN.

Inspector of Schools Rajshahi and Burdwan Circle.

To

THE BENGAL ACADEMY OF LITERATURE.

Calcutta, 2/2 Nabakrishen's Street.

From

MOHESH CHUNDRA BOSE,

Pingla, 31st January 1895.

GENTLEMEN,

Thanks to you for your kind condescension in asking the opinion of one who feels himself far inferior to you in learning and experience. Circumstances stood in my way of giving you a prompt or timely reply for which I beg to be excused. The questions with reference to which you wish to have my views are, I believe, of vital importance to society involving much difficulty. Poor as my experience is, I venture not to say that the opinion which I shall herein express, with a brief statement of the grounds on which it is based, should meet the approval of your learned body.

Bengali language as it stands at present requires further amelioration or the regeneration of our nation can not be expected to be founded upon a firm and lasting footing. On the other hand the cultivation of the Sanskrit language caused by the introduction of it in the curriculum fixed for examinations in the Calcutta University has brought about, it can not be denied, brilliant results in the way of social regeneration and a spirit of nationality. We are already aware of the bitter results which in many instances, English education, unaccompanied with Sanskrit education, brought about in days gone by, it went to anglicise our youths, estrange them from family charities, and make them abhor any thing that was native. Now, such is not the case. Our youths come out from Colleges imbued with ideas which Sanskrit records have imparted to them regarding their nation as the offspring of illustrious ancestors, in short, they contract a love of nationality and hope for amelioration fully realising their present degeneracy. Besides, Bengali owes its vitality to Sanskrit, a language which you gentlemen must concede, can not be over-estimated. We can not therefore expect amelioration of our language without a simultaneous cultivation of the parent language Sanskrit.

More-over the introduction of Bengali in place of English in the teaching of History, Geography and Mathematics in Entrance Schools will be in my humble opinion of no great advantage to the youths, for History Geography and Mathematics in Bengali cannot but be translations from the English. It is highly desirable also, that English education must be widely

diffused and the introduction of such a system as you propose, which will in effect do away with English teaching, save in pure literature is by no means desirable. Compare the knowledge in English of the youths who are now out with academy distinctions with those who came out from Colleges without such distinctions 40 years before and you will see the vast difference. On a little deliberation the cause will be apparent. It was nothing, but that English was taught to them from the lowest classes and this is not the case now.

Under these considerations I would restrict the teaching of History Geography and Mathematics in Bengali up to the fourth class of Entrance Schools and make the following alterations in your proposals. viz.—

(1) That Bengali without being made one of the optional classical second languages should be made compulsory with the Sanskrit from the Entrance up to the B. A. Examinations.

(2). That there should be two papers in the second language one of Sanskrit and another of Bengali, in both of which the candidates should pass.

If Bengali be made optional with Sanskrit, candidates as a matter of necessity would take Bengali for their course and thus Sanskrit would be disregarded. Such a state of things is by no means desirable. I must own the paucity of Bengali works of high standard fit to be introduced into the curriculum of second languages in the F. A. and B. A. Examinations and we must lay our heads together to meet this desideratum.

In conclusion I beg to add that in my humble opinion, unless we adopt the course prescribed above our object viz, the improvement of the Bengali Language and a revival of a spirit of nationality cannot be attained to.

From

THE REV. JOHN MORRISON, M. A.

Principal, General Assembly's Institution.

Church of Scotland Mission. The General Assembly's Institution.

Cornwallis Sq. Calcutta 7th Feb. 1895.

To

BABU RABINDRANATH TAGORE,

THE HON. JUSTICE GOOROODAS BANERJEE, M. A. D. L.

and others, members of the Committee of the Bengal Academy of Literature.

GENTLEMEN,

You do me the honor of requesting my opinion upon certain points connected with the question of the fuller recognition of Bengali,

and other Vernaculars by Calcutta University. Although the **general question** is not referred to your correspondents I take upon myself, even at the risk of being misinterpreted, to express my opinion—1. That in the F. A. course and B. A. (A)course the study of languages, other than the Vernacular viz, the study of English and Sanskrit, occupies an undue proportion of the time of students. This I hold in view, first, of the fact that the mental discipline to be got from such studies can be got in very considerable measure from a careful study of the Vernacular, and second, of my experience, that only a limited number of students have any natural aptitude for linguistic studies. The time and energy of all beyond that limited number is wasted in professedly advanced linguistic study.

II. That all education to be real and not merely superficial, must find expression for itself in the medium of ordinary speech and ordinary thinking. The neglect of the vernacular by students and the use of unassimilated English or Sanskrit terms during the training in would-be exact thinking and exact knowledge produce much of the loose thinking and superficiality which we regret in many of our students.

III. That while the vernacular is so much neglected as it is, a proper vernacular literature cannot arise. The learning of the country and its culture and cultured feeling are cut off from the main body of the country.

IV. That except for specialist, a knowledge of Sanskrit is no longer the key to the Religion History, or Ancient Philosophy of the country, any more than a knowledge of Greek or Latin is, except for specialists, a key to the Religion History or Learning of Ancient Greece or Rome. Students fitted to be specialist in such subjects would be those possessing among other qualities, an aptitude for linguistic study and such would naturally take up the study of Sanskrit as a part of their course.

V. That the disproportionate study of Latin and Greek in Europe is now giving way before such considerations as the foregoing.

For these reasons I would welcome any proposal that the University recognise the vernacular in larger measure than at present.

With reference to Q. 1 in your circular, it is not quite clear whether you assume that the University Entrance Examination in History, Geography and Mathematics would be conducted in the Vernacular supposing the Vernacular were the medium of instruction up to Entrance in these subjects. Assuming that that is your meaning and without specifying subject, I see no objection to such a method of encouraging and testing knowledge of the Vernacular. On the other hand, if your question be simply which language or languages ought to be used as the medium of instruction, I

would reply that that should be left to teachers as at present. They will bear in mind which language is to be used at the Entrance Examination and within the College classes.

V. With reference to Q. II. I am of opinion that the combination of the two subjects therein suggested does not offer the true remedy for the very important educational necessity which you have under your consideration.

I am,

Gentlemen,

Yours faithfully,

JOHN MORRISON,

Principal Gen. Assembly's Inst.

From

NYALANKER NILMONEY MUKERJEE, M. A. B. L.

To

BABU HIRENDRANATH DUTT, M. A. and others.

Dated 15th January 1895.

SIRS,

1. I would restrict the use of the vernacular languages as a medium of instruction in history, geography and arithmetic up to the 4th class of an Entrance school.

2. I do not at all approve of the proposal to add the vernacular language to Sanscrit and thereby emasculate the latter in the F A examination. But I would have an alternative course in Bengali under certain restriction.

3. A vernacular F A course should, in my opinion, consist of prose poetry and grammar and rhetoric and the marks assigned should not exceed one-half of the marks allotted to Sanskrit.

4. On no account and under no limitations would I have a vernacular alternative or additional course for the B A examination, simply for the reason that in the present state of vernacular literature (I speak of Bengali in particular) no such course can be fixed, as is likely to be read by advanced students of our college with interest and profit.

I remain yours truly,

NILMONI MOOKERJEE.

From

H. M. PERCIVAL ESQUIRE, M. A.

To

THE COMMITTEE OF THE BANGYA SAHITYA PARISHAD.

Dated 19th January 1895.

SIRS,

In reply to your circular of 5th instant, I beg to say that:—

1. I do not approve of the proposal to examine for *any* subject in the Vernacular in the Entrance Examination in so far as it is a test for admission into a course of university as college studies, the medium of conducting test in which and of imparting instruction for which is English. But so far as the entrance is a *final* test of school instruction, after passing which a candidate does *not* intend to prosecute a course of collegiate studies, I approve of the proposal. But I wish to add that it is a question requiring further consideration whether it is not desirable to institute a separate examination by a recognised body, for this second purpose (of a *final* test) that the entrance has hitherto served, in addition to its proper primary purpose.

As for confining the proposal up to the middle standard, I agree, provided there is time enough between the middle examination and the entrance for a boy to acquire a sufficient knowledge of English so as to be able to answer all the papers in all subjects at the Entrance in English, and presumably to follow lectures delivered in that language in all subjects in the F. A. classes.

2. I approve of the proposal to introduce vernacular into the F. A. and B. A. *in addition to, not in substitution of*, a classical language. The question that arises upon this *viz* whether the present courses of studies for the F. A. and B. A. will admit of any such addition, is one no doubt which the Parishad will consider in due course. Allow me to add that I think the B. A. course most certainly admits of the addition.

I am sirs,

Yours faithfully

H. M. PERCIVAL.

---

From

THE HEAD MASTER,

Zealah School, Bogra.

To

THE HON'ABLE JUSTICE GOOROODAS BANERJEE, M. A. D. L.

BABU ROBINDRA NATH TAGORE,

PANDIT RAJANI KANT GUPTA,

MR. N. K. BASU, M. A. C. S.

BABU HIRENDRA NATH DATTA, M. A. B. L.

Dated, Bogra the 21st January 1895.

SIRS,

In reference to your circular letter of the 5th instant, I humbly beg to inform you that the Annual Examination of the Bogra Zilla school has been commenced from the 16th instant and the promotion to the boys must be given on or before the 1st February. I have therefore very little time now to deliberate on such important subject and to lay before you the results of my deliberate thought ; however, when you have kindly condescended to ask my opinion I humbly submit to you my cursory view on the subject and request the favour of your kindly gleaning the idea from it.

I humbly beg to state that I am unable to agree with you in thinking that vernacular languages may be made medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in Mathematics, History and Geography. It would be difficult for the students to go on with the higher parts of Geometry and Algebra in English in the college classes after reading those subjects in vernacular languages up to the Entrance Examination. They would take a long time to learn the peculiar terms which are explained at the beginning of those subjects and are learnt before the Entrance Examination. The mathematical terms rarely occur in books on Literature ; so, there is every likelihood of the boys, taught under the proposed system, failing at the F. A. Examination. It is not a surmise, I say so from my personal experience. The Jessore Zilla school was on vernacular basis & History, Geography and Mathematics written in Bengali were taught to the boys up to 5th class. Except the brilliant students the boys going up to the 4th class could not go on with the boys who were taught those subjects in English. The boys of Vernacular basis could not understand miscellaneous examples involving terms explained at the beginning of Arithmetic and Geometry. And consequently became deficient in Mathe-

matics. Learning Geography and History in the Vernacular Language their acquirement in English also fell short of the required standard. Students of High English School learn English not only from books on Literature but from History, Geography, and Mathematics. If History, Geography, and Mathematics be taught in the vernacular languages up to the Entrance Examination most of the candidates at F. A. Examination will likely be plucked not only in Mathematics but also in English. The little time saved in learning Mathematics, History and Geography written in vernacular languages cannot, practically, as may be supposed theoretically be devoted to English. If the candidates be examined in History, Geography, Mathematics and Science up to the M. A. Examination in Vernacular Languages and the standard of Examination in English be a little lowered this objection can to a certain extent, be removed and much advantage also can be derived from the system. The nation can be master of those subjects, the vernacular languages will be enriched and the money for the purchase of books on those subjects will cease to be remitted to England. The students also then can easily grasp the subjects, remember their contents and reproduce the fact easily in their mother-tongue. But the time is far remote when books on those subjects will be made in the vernacular languages.

Secondly as the Court language in India is English and the best English knowing man has the greatest advantage, every one wishes to acquire as much knowledge in English as possible. Introduction of text books on History, Geography and Mathematics in vernacular languages will deprive him of one of the ways of acquiring knowledge in English. It would be difficult for him to give vent to his ideas on any subject relating to Geometrical figures when he comes in contact with any of the rulers of the country. For the reasons stated above I am against the proposal of introducing text books on History, Geography and Mathematics written in vernacular languages in any class of the Higher class English Schools, but they should continue in Middle English Schools, as at present, although M. E. scholars make up, after great struggle, their deficiency in English in advanced years. Notwithstanding palpable detriment to the knowledge of English, text books on History and Geography written in vernacular languages might be admitted into the curriculum of the Entrance Examination even at the present time as books in vernacular languages are available up to the standard of that examination. But there is a great obstacle in the way which seems to me to be insurmountable. There are six different vernacular languages recognised by the Calcutta University. Although the number of candidates examined in Hindi, Urdu, Uriya, Asamese and Burmese are very small in proportion to the number of candidates examined in Bengali, yet their existence can not

be overlooked. If text books on History, Geography and Mathematics written in vernacular languages be introduced into the Higher class English Schools as many teachers will be required to teach one class as there will be students of different vernacular languages in it. It would be utterly impossible to employ so many teachers in any school. On the other hand unless sufficient number of teachers knowing the different vernacular languages of the Calcutta University be engaged in each institution, many will be deprived of their desired education. In Bengal proper the number of students reading Hindi, Asamese, Urdu and Uriya is very small. Under the proposed scheme there must be either teachers who know those languages or the students whose vernacular languages are Hindi, Urdu, Asamese and Uriya must be refused admission. It is impossible to set up separate schools for boys having separate vernacular. Bengalis serving in Urisya and Behare can not establish schools there for their children. For this reason I think the proposal falls to the ground. For the improvement of the mother tongue I propose that the status of the Normal schools and the Madrasas be improved. Instead of three classes there should be four classes in Normal schools and Madrasas. English should be made an optional subject from fourth year class to the last class of the Model schools and all the privileges of the Bachelors of Arts should be allowed to the English knowing students who pass their final examination from those institutions History, Geography and Mathematics may, then, be of the same standard as they are in Colleges. English being optional subject, opportunity will be offered to the poor boys to go up to the fourth year class as they do now to the third year class and turn out Pandits and Mokteers as they chance to be. Rate of fees, should be higher for those who take up English as their optional subject. In that case the Higher Class English Schools will gradually dwindle and the Middle English Schools, Normal Schools and the Madrasas will every day flourish. The rich students only will then attend the Higher Class English Schools and Colleges. Great improvement will then be made to History Geography, Mathematics and Science of this country and the vernacular languages will improve as their importance will gradually increase. Those who intend to go over to England for Civil Service or education or those, whose aim is to master all those subjects in English for improving them in the vernacular languages, may join the Higher Class English Schools and Colleges. Books on all those subjects may then be translated into the Vernacular Languages by those who will master them in Colleges either here or in England. As the number of students will then positively increase in Normal Schools and Madrasas the translation of books on History, Geography, Mathematics and Science will be profitable to the translators.

As Latin was the Court Language in England when it was under the Romans, Persian was the Court Language in India during the reign of the Mahomedans, so English must be the Court Language in India as long as the English reign here. Consequently no measure should be adopted to the detriment of knowledge of English in this country.

The curriculum of F. A. and B. A. Examinations is already heavy. It is not desirable to make it heavier by including Vernacular Languages in it as a separate subject in addition to sanskrit, Arabic and Persian. But it is highly desirable that composition in and translation to the Vernacular Languages be made a part of the curriculum of the F. A. and B. A. Examinations to draw the attention of the candidates to the improvement of their mother-tongue.

Yours faithfully,

PRASANNAKUMAR GHOSE,

Head Master, Zillah School

Bogra.

From

Raja Peary mohun Mukerjee M. A. B. L., C. S. I.

To

BABU RABINDRA NATH TAGORE

Sir,

In reply to your circular letter of the 5th Ultimo I beg to state as follows—

(1) I do not approve of the proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Examination, in History, Geography and Mathematics, or even to the middle English Examination.

I am of opinion that the earlier boys study these subjects in English the better they learn to pronounce proper names correctly, to acquire a familiarity with the language and to get exact ideas on the subjects.

I am also opposed to the proposal to make a vernacular language a part of the F. A. or B. A. course.

I think the difficulty of making an appropriate selection of books would be great by reason of the limited field for selection and that the proposal,

if carried, would either lead to a partial neglect of Sanscrit or Arabic or impose an additional burden upon the students to an undesirable extent.

Utrapara

Yours faithfully

February 1, 1895.

PEARY MOHUN MOOKERJEE.

From

BABU PURNENDU NARAIN SINGH, M. A. B. L.

To

THE COMMITTEE OF THE BANGYA SAHITYA PARISHAD  
FOR CONSIDERING THE INTRODUCTION  
OF BENGALI TEXT-BOOKS.

DEAR SIR,

With reference to your circular letter dated the 5th of January 1895, I beg to offer the following remarks.

As regards the introduction of vernacular text-books in History, Geography and Mathematics, I am of opinion that in the higher classes, boys should be in touch with original writings on those subjects, specially History and Geography. The existing English text-books on those subjects, though not original works, fairly convey the spirit of such works. The vernacular languages are still poor in that respect. And I do not think the poverty can be remedied, till original works are written in the vernacular languages. But I think a trial may be given for the introduction of vernacular text-book in history and Geography up to the 8<sup>th</sup> class

As for Mathematics, there <sup>is</sup> ~~is~~ not be much objection to the introduction of vernacular text-books even in the highest classes, provided that the boys be taught the technical English words at the same time. For the present however, I should think, that English text-books be retained in Geometry.

I do not think we have yet got a Bengali literature, that can take the place side by side with the classical vernaculars in F. A. and B. A. Examinations. On principle also I object to such a course being adopted, as the work of assimilating the thoughts conveyed in Sanscrit is still very, very incomplete.

Bankipur }  
1 Feb. 1895 }

Yours faithfully  
PURNENDU NARAIN SINGH.

From

BABU RAJERDRA NATH BANERJEE,

Head Master Ravenshaw Collegiate School.

To

THE SECRETARY BANGIYA SAHITYA PARISHAD.

CALCUTTA.

Dated Cuttack, the 29th January 1895.

SIR,

In reference to your Parishad's circular letter dated the 5th January 1895, I have the honour to state that the proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Examination in History, Geography and Mathematics is, in my humble opinion, objectionable on the following grounds.

1. Want of suitable text-books in all the Vernacular Languages.

2. Under the existing system the percentage of failure in English in the Entrance and other Arts Examination is comparatively very high, and under the proposed system, not only will the percentage be abnormally higher but most of the students after passing the Entrance, will hardly be able to successfully compete at the F. A. Examination, the standard of which will continue to be fixed. A serious blow will thus be dealt to high education, which in these days of hard competition is scarcely to be desired.

As regards the proposal to make a vernacular language an additional subject of study in the F. A. and B. A. Examinations, I would beg to throw out a suggestion. As a classical language is one of the many alternative subjects in the B. A. Examination, it is desirable to have a paper on a vernacular language as an alternative to one of the two sanskrit papers now set in the F. A. Examination. It would in my opinion, save a great deal of time and labour of those who are now, against their will, compelled to continue the study of a classical language up to the F. A. Examination; and at the same time it would serve the end of both the Parishad and the University, the former having in view the encouragement of vernacular literature and the

latter, the inculcation of a taste for classical language as is to be presumed from the subject having been made optional at the B. A. Examination.

I have the honor to be,

Sir,

Your most obdt. servant,

RAJENDRA NATH BANERJEE,

Headmaster, Ravenshaw Collegiate School

Cuttack.

From

BABU RAMDASS CHAKRAVARTI,

To

BABU RABINDRA NATH TAGORE,

HONORABLE DR. GOOROO DAS BANERJI,

N. K. BOSE Esq.

PANDIT RAJANI KANTA GUPTA.

BABU HIRENDRA NATH DATTA.

GENTLEMEN,

I beg to acknowledge receipt of your communication dated the 5th instant.

In reply to the two points on which you ask for my opinion, I should beg to observe that I do not approve at all of the first proposal I should consider it a suicidal measure if it were carried into effect. I am not aware of any Bengalee books that can fitly take the place of English books in teaching History, Geography and Mathematics to Entrance candidates nor can I conceive the possibility of such books coming into existence in the near future and supplanting the use of English books. The English language has been enriched in the course of ages, and for precision, clearness and expressiveness will hold its own against its Bengalee rival. It does not seem to me how a language that is not yet formed but is in process of formation can supplant a language that is full and well-developed.

2. Then again the English is a Universal language ; it is the language of the civilised world, it is the language not only of Englishmen but of

Americans and Australians. If our country-men were ever to emerge from their lethargy into trade and commerce, they could never hold their own against those civilized nations without having the full benefit of the English language. In this connection I should beg to quote the memorable words of Macanlay :—

“In India English is the language spoken by the higher class of natives at the seat of Government. It is likely to become the language of commerce throughout the seas of the East. It is the language of the two European communities which are rising, the one in the South of Africa, the other in Australasia ; communities which are every year becoming more important and more closely connected with our Indian Empire. Whether we look to the intrinsic value of our literature or at the particular situation of this county, we shall see the strongest reason to think that \* \* \* \* the English tongue is that which would be most useful to our native subjects.”

Besides, English being the language of our rulers, it is but proper that our youths should have the best training in that language. Otherwise it is quite clear they will be distanced in the race of life by those who shall have a better knowledge of that language.

3. Now by the innovation that is proposed by the Parishad,—i.e. making the vernacular language the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University, in History, Geography, and Mathematics—the axe will be laid at the root of the acquisition of the English language. At present we teach English for four hours in our schools and our boys acquire a certain amount of knowledge in that language. This knowledge will without doubt greatly deteriorate if English be taught for one or two hours only. It is a Rule-of-Three calculation. I thought this contention was set at rest by committee which sat about twenty-five years ago and which was composed of such veteran Educationists as the late Dr. Rajendra Lala Mitter, Mr. Woodrow. Dr. Rajendra Lala expressed the same views in a learned and masterly way.

4. My opinion being then decidedly against the innovation, I would for the present restrict the proposal only to Middle English Schools. But I would by no means introduce it into High English Schools or Public Schools. I believe the system is at present confined to Middle English Schools, and to a very few Public Schools; and that in the latter it has been pronounced to be a failure. I should think that High Schools (Private or Grand-in-aid) and Public Schools supported by Government should be reserved solely for English teaching, Bengalee and Sankrit being taught of course, for one hour daily, as is done now.

5. I find no objection to the second proposal, i.e., the study of a vernacular language in addition to Sankrit, Arabic or Persian in the First Arts course.

I have the honor to be,

GENTLEMEN,

Hughii Branch School

Your most obedient Servant,

The 19th January 1895.

RAMDASS CHAKRAVARTI.

Head Master, Branch School.

From

BABU RAJANI NATH RAY, M. A.

The Calcutta University regulates high education through the medium of the English language and fits men for following occupations like the bar, the public services, tutorial and clerical duties in which the use of the English language is in constant demand—Any measure calculated in any way to reduce the chances of acquiring a thorough knowledge of this difficult Foreign language will greatly impair the practical usefulness of the university by seriously handicapping its graduates and undergraduates in the battle of life. It is notorious that the great majority of graduates and undergraduates, even under present arrangements, do not acquire a high degree of skill in the use of the English language and deficiency in this respect often stands in the way of their success in life. If the range of reading in English is so materially curtailed by instruction in mathematics, in geography and especially in history being imparted through vernacular text books the disability arising from the present defective knowledge of English will be most seriously aggravated. Then again when the students pass the Entrance Examination and enter college and have to read History and Mathematics in English they will be placed at a great disadvantage by want of familiarity with the language of these subjects especially the technical terms of mathematics—And whatever may be said about facility of learning history through ones mother tongue, there can be no difficulty to a student who can understand the English Entrance course in having geography and Mathematics through the medium of the English language, as the technical terms have to be specially acquired in both the languages—Of course when the names of familiar places in India are misspelt or mispronounced some confusion is created—But this difficulty is not worth serious consideration when weighed against the difficulty of guessing the English spelling of the names of foreign places the sound of which only has been seen represented in vernacular characters, sometimes in a very distorted form.

The first proposal on which the committee invites opinion is, therefore to be strongly deprecated—The proper place of the vernaculars is in the scheme of primary and secondary education—It can also with great advantage be employed in imparting technical education in which manipulation of material agents plays the chief part and the use of language only a subordinate part though even in these the storehouses of knowledge are at present accessible only through the English language.

The second proposal *viz* to make the study of vernacular languages a part of the curriculum in the F A and B A examinations, not in substitution, but in addition to oriental classics, is less open to objection as it brings the vernaculars into competition with the classics on which the earning of a livelihood is not so closely dependent as on the English language—But as the study of the classics is a matter of national pride and as a thorough knowledge of them is essentially necessary for the improvement of the vernaculars any detraction from the scanty time now devoted to it is undesirable—Of course the question may well be asked as to whether the knowledge of sanskrit now acquired in the English colleges is of any practical use—The answer will naturally be that it is too superficial—The remedy is either to make it more thorough or to dispense with it altogether. The proposal of the committee will do neither.

The practical course for the wide diffusion of vernacular knowledge seems to be to confine attention to the vast field outside the operations of the university—The latter has objects with which the proposals of the committee seriously clash.

R. N. Roy,

Dated 8th March 1895

From

SIR ROMESH CHANDRA MITTRA, KNIGHT.

#### NOTE

In my opinion, the Calcutta University should pass a rule allowing the candidates in the Entrance Examination to answer questions on History Geography and Mathematics in their own vernacular, and should fix text books written on these subjects in such vernaculars. The rule should be made to come into operation at best three years after its passing. Where no text books in such vernaculars exist the candidates should still be allowed to

answer the questions on these subjects in their own vernacular although they may have studied them from the English Text books set upon these subjects.

I fully feel the force of the objection against the proposed rule, that it may tend to make the knowledge in English of the successful candidates more imperfect than it is now. To meet this objection I would raise the pass marks in English and would assign separate marks in English Translation and fix a pass marks on this subject alone making it sufficiently high.

The reasons which weigh with me in forming this opinion are, amongst others, 1st it would encourage the cultivation of vernacular literature, 2nd diminish cramming and 3rd thereby it would secure a better training of the thinking faculty. These benefits in my opinion outweigh the disadvantages generally urged against the suggested rule.

In the F. A. and B. A. Examinations I would not make the study of text books in vernacular as compulsory but would pass a rule to the effect that it would be left to the option of a candidate to write an essay in his own vernacular on a subject to be set by the examiner in the classical languages, and if he exercises this option, the marks obtained by him should be taken into account in the aggregate pass marks. Such a rule as this would encourage cultivation of vernacular literature.

ROMESH CHANDRA MITTRA

20 January 1895.

To

BABU ROBINDRA NATH TAGORE.

HON'BLE GOOROODAS BANERJI.

&c. &c.

MEMBERS, BANGIY-SAHITYA PARISHAD COMMITTEE.

GENTLEMEN,

In reply to your letter of the 5th instant, I beg to state that I am highly in favor of the scheme for teaching English as a language and the subjects in the vernacular in the schools that teach up to the Entrance standard in all the classes. I do not for the present, advocate any change in the F. A., and B. A., courses except adding a Bengalee book to the Literature portion and requiring the students to write an Bengalee essay on a given thesis at the Examination. The question paper in Sankrit should contain

questions on the Bengalee Book as well the thesis alluded to above. This arrangement is to continue until suitable books appear in the Bengali Language on the subjects of History Mathematics and Philosophy that can properly displace the English books or those subjects in the said courses. It is hoped that a time will come when English could be taught only as a language and the subjects in the vernacular to all Entrance, F. A., and B. A., candidates belonging to the Bengali race without injury to Sankrit as it is now thought.

As the Bengalis are of weak physique the acquisition of such a foreign language as the English totally dissimilar to their instinctive acts as a great strain upon their brain and is fast diminishing their longevity. It is highly to be regretted that the larger portion of a Bengalis, life short as it has become should be spent in learning a foreign language.

Yours faithfully,

RAJ NARAIN BOSE.

P. S.—About thirty-eight years ago, I proposed the above scheme to Mr. Hodgson Pratt late of the Civil Service, the then inspector of Schools in Bengal.

---

From

BABOO RAJESWAR GUPTO

Head Master Training School

Chittagunge

To

THE SECRETARY TO THE BENGAL  
ACADEMY OF LITERATURE.

Calcutta

Chittagong The 31st January 1895.

Dear Sir,

In reply to your circular letter of the 5th instant about the extension of the vernacular languages I beg to give my views below.

The improvement of a country depends to a great extent on the improvement of its mother tongue. I therefore warmly sympathise with your noble cause and thank you sincerely for your arduous undertaking.

History, Geography and Mathematics should be taught at the beginning in the Vernacular language and thereby the little boys will have the opportunity of understanding those subjects clearly and thoroughly. This change would be an improvement on the present system of teaching in our High English schools I therefore heartily approve your suggestion of introducing vernacular books on those subjects upto the 4th class of our High English schools. I beg here to draw your attention to para 56 of the Resolution of the conference on the Management of High English schools held at Dacca in May 1891. Which runs as follows :—

“There can be no doubt of the fact that Geomentry, Arithmetic, History and Geography can be best taught through the medium of the pupil's own vernacular. But the University requires the examination in these subjects to be in English. Hence the question, which it is really important to consider, is whether teaching these subjects at first through the vernacular, and afterwards in English is really more effective and expeditious than teaching them through the English from the beginning ; also whether any advantage that the former system may have over the latter would not be more than neutralized by the loss of such advantage to progress in English as the latter method may be supposed to possess. As very few teachers and guardians of boys in Eastern Bengal have had any experience of the system of placing Entrance schools upon a vernacular basis, it is considered desirable that no definite opinion be expressed, on one way or the other, on the subject at this conference, in order that headmasters may have full liberty to adopt whichever of the two methods mentioned above they may choose, so that there may be a sufficient amount of experience gain on the subjects.”

As regards your 2nd point I think an essay in the Vernacular language may be added to the question papers in Sankrit, Arabic and Persian.

Yours faithfully,

RAJFSWAR GUPTA,

Head Master Chittagong Sraining School.

---

FROM

THE INSPECTOR OF SCHOOLS, PRESIDENCY CIRCLE.

TO

THE SECRETARY,

BENGAL ACADEMY OF LITERATURE.

4, Dalhousie Square, Calcutta, the 2nd February 1895.

SIR,

I have the honor to acknowledge receipt of your circular letter dated the 5th January 1895, in which you have asked my opinion as to the extent to which the Vernacular languages of this country may be made the medium of instruction in the Arts Colleges and High English schools.

2. In reply I beg leave to state that though a firm believer in the theory that the instruction in the lower classes should be conveyed chiefly through the pupil's mother-tongue, the persistent agitation against what is known to educational officers as the amalgamated system under which pupil's reading in the fifth class of a very few high English Schools have so long been made to undergo an examination in the middle vernacular standards as a condition of promotion to the fourth class has convinced me that education on a vernacular basis is unfortunately very unpopular among my countrymen including some of the best educated and most highly placed. The system above referred to consisted in dividing a high English school into 10 or 11 classes the lowest beginning the vernacular alphabet, the next higher classes up to the fifth reading English literature, and the middle vernacular standards in a progressive, and the upper section, i. e. from the 4th upwards, preparing for the Entrance and being—practically the Anglo Sanskrit Department to render it attractive higher grants were offered to school that adopted it and scholarships and free-studentship were set apart for pupils who might stand high at the middle scholarship examination, clearly advantageous as these terms were, the system was never tried in any parts of Bengal, except the Presidency and Rajshahye Division, and the few school that tried it became gradually unpopular, and at last the Department had to yield to the pressure of public opinion and consent to the virtual abolition of the system.

3. The ground of the popular dislike appears to be the notion that reading subjects like History Geography and mathematics in English enriches the pupil's stock of words and expressions in that language and give him greater mastery over its literature, plausible as this argument

certainly is, it ignores the obvious advantages so palpable by practical educationists, which are derived from an early intellectual development resulting from the study of different subjects in one's mother tongue. I would accordingly still advocate the adoption of the vernacular of the country as the medium of instruction in classes lower than the fourth if such a system could be made compulsory on all schools alike; but for the present I would leave the higher forms alone, the system of education pursued in them being in my opinion better suited to the exigencies of the situation than the one suggested in your letter.

4. As regards the collegiate classes, the multiplicity of subjects is already a fruitful source of reasonable complaints and it seems undesirable therefore that Bengli or any other vernacular could be introduced as an additional subject. In the B. A. examination moreover the B. course students have no Sanskrit or Persian to learn.

I have the honor to be

SIR,

Your most obedient servant

Radhikaprosanna Mukharjee,

Inspector of Schools,

Presidency Circle.

From

BARU SURANATH CHATTERJI,

Head Master, Bhagalpore, Zilla School.

To

BARU RABINDRA NATH TAGORE.

DR. GURUDAS BANNERJI.

NANDA KRISHNA BOSE Esq.

PANDIT RAJANI KANT GUPTA.

BABU HIRENDRA NATH DATTA.

GENTLEMEN,

I have the honour to acknowledge the receipt of your circular letter of the 5th instant, and in reply beg leave to state that, in my

humble opinion, History, Geography and Mathematics may be taught advantageously through the medium of the vernacular languages. For the present, this change may be introduced up to the standard of Middle English Examination, i.e., to the 4th class of Entrance Schools. When this measure is attended with success, as it is earnestly hoped it would be, it may be gradually extended up to the Entrance Standard.

2. Vernacular languages may be taken up in the F. A., or B. A., Examinations in addition to Sanskrit, Arabic, provided the classical languages do not run the risk of being altogether neglected.

I have the honour to be

GENTLEMEN,

Bhagalpur,

Your most obedient servant,

The 29th January 1895

SURANATH CHATTERJI.

Head Master Zilla School, Bhagalpur.

From

BABU SASI BHUSAN SINHA, B. A.

To

THE SECRETARY, BENGAL PARISHAD.

CALCUTTA.

SIR,

On receipt of your circular letter dated the 5th of January 1895 through a member of your Academy, I have the honour to record my observations as follows :—

1. As for schools in Bengal are concerned, the scheme can be successfully worked out in all its details. But I do not like that the proposal should be restricted up to the 4th class for the little Bengalee, that the boys will learn in the first five years of their school-life, will be wholly forgotten in the next three years and so one of the prime objects of the proposal, namely the cultivation of Bengalee Language and literature and the consequent lessening of pressure, will be defeated. If the scheme is to do any good at all it must not be stopped in the middle when it has got a good start but must be carried up to the end of school-life.

2. But as far as schools in Behar are concerned two difficulties present themselves to me which, to my thinking, is very difficult to get rid of. The first difficulty that occurs to me is that the lower classes of all Entrance class English Schools in Behar are worked by Bihari Hindu teachers who

know only Hindi and Urdu and in some cases, though till now very few, by Mahamedan teachers who know only Urdu and have a smattering of Hindi but are perfect strangers to Bengalee. The second difficulty that I beg to mention is that there is a sprinkling of Bengalee boys in almost all the Entrance Class Schools in Behar. These Bengalee boys, who do not know Urdu or Hindi, will have to read, if the scheme is to be carried out universally, Bengalee versions of History and Geography. Now the teachers in most cases being conversant only with Hindi and Urdu and in some cases with Urdu only, will be unable to explain and mark lessons on History and Geography and so the sorry sight will be presented of teachers teaching boys in a language which they themselves do not know. This difficulty can however be obviated if there be two sets of teachers, Bengalee and Behari, to teach History, Geography and Mathematics and in the case of Mahamedan teachers not knowing Hindi, three sets of teachers. In these days of educational retrenchments, I do not know how far will the Government approve of the proposal. The owners of private institutions are out of question in the matter for every pice they save by curtailment of expenditure is a gain to them.

As to the second proposal how far it is feasible to make the study of vernacular languages a part of the curriculum in the F. A. and B. A. Examinations, the difficulty noticed above does not occur. But if you wish to make the study of vernacular languages a living reality, the first measure you ought to adopt is to move the University to place the vernaculars on the same footing with the classical second languages. If the rule that the candidate who take Bengalee or Hindi will not be entitled to a scholarship continues in force, no boy will be attracted towards its study. It is a notion, generally prevalent among University under graduates that had there been any real value in Bengalee or in Hindi, the University would not have put this depreciative mark on it. Once the recognition is made that the vernaculars rank with the classical second languages, the battle you fight for will be half won. But if there be any difficulty in the way of such a recognition, it is better that in such examinations composition in and translation to the vernaculars should be made a part of the required test.

I remain.

Sir,

Your most obedient servant,

SASI BHUSHAN SINHA, B. A.

Bankipur }  
The 25th Jan. 1895 }

Head Master T. K. Ghosh's  
Academy Bankipur.

From

BABU SARADA CHARAN MITRA, M. A. B. L. &c. &c.

To

BABU RABINDRA NATH TAGORE,  
HON'BLE JUSTICE GOOROODAS BENERJEE, M. A. D. L.  
PANDIT RAJANIKANT GUPTA,  
MR. NANDAKISHNA BOSE, M. A. C. S.  
AND BABU HIRENDRANATH DATTA, M. A. B. L.

Dated, Calcutta the 21st January 1895.

SIRS,

I have the honor to acknowledge the receipt of yours dated the 5th January 1895, and to state in reply that in my opinion the time is come for modifying the educational policy inaugurated in 1854. I think that knowledge should be imparted through the medium of the vernacular languages especially in History, Geography, Mathematics and the Physical Sciences, English and Sanskrit should be made compulsory merely for examination in the languages.

In the middle English Examination, students are now examined in English only as a language ; they are required to answer questions in History, Geography, Mathematics and the Sciences in their vernaculars. This, I think, is working in the right direction.

I also think that the system now followed in the Middle English Examination may with great advantage be adopted in all the University Examinations including the F. A. and the B. A. As soon as it is announced that the system will be extended to the higher examinations I believe books written in the vernacular languages will be published in numbers and translations from the English and the French Books will be available.

I have the honor to be

Sirs,

Your most obedient servant

SARADA CHARAN MITRA.

---

From

Dr. SURYI KUMAR SARBADHICARY.

To

BABU RABINDRA NATH TAGORE,  
DR. GURUDASS BANNERJI D. L.,  
MR. NANDA KRISHNA BOSE C. S.,  
PANDIT RAJANIKANT GUPTA,  
BABU HIRENDRA NATH DUTT.

DEAR SIRs,

I am in receipt of your letter dated the 5th instant and in reply beg to inform you that I do not at all approve of the proposal to make the vernacular languages the medium of instruction up to the Entrance Examination of the Calcutta University in the subjects of History, Geography and Mathematics, but would restrict the proposal up to the standard of the Middle English Examination i. e., to the 4th class of Entrance Schools. I would however suggest the addition of an essay in the vernacular language to be written by a candidate who goes up for the Entrance Examination.

2. I approve of the proposal to make the study of vernacular languages a part of the curriculum in the F. A., and B. A., Examinations not in substitution of Sanskrit, Arabic, but in addition to these languages.

It is at all times necessary for us to bear in mind that English is a foreign language difficult for us to master and our students should be always kept in constant familiarity with that language whether in the study of Literature, History, Geography and Mathematics then and then only shall they be able to cope with the difficulties of that language and master the same and hold their position in the competitive Examination both here and elsewhere.

I have the honor to be,

SIRs,

Your most obedient servant,

SOORJU COOMAR SARBADHICARY.

From

BABU SYAM LAL DUTT,

Head Master, Jessore.

The 25th January 1895.

DEAR SIR,

In reply to your circular letter dated the 5th instant I beg to state as follows :—

1. I fully approve of your proposal to teach Entrance candidates History, Geography and Mathematics in their own vernacular.

I would be glad if for the F. A., and B. A., Examinations History, Philosophy and Science were taught in the Vernaculars or in some Indian Vernacular say Hindi.

No nation can be efficiently taught their subjects except in their own vernacular.

2. Secondly I do not approve of the proposal to add Indian Vernaculars to the classical second languages.

May I request the favor of your moving the University to give yearly effect to the rule that candidates would have to write answers in the Dev Nagar character. This would do much good to us. For when our country men learn to read and write Dev-Nagar we can print Bengali Books and Books in the other Languages in India in Dev-Nagar and so may have in time only one alphabet used throughout the continent of India as the Roman character is used throughout Europe.

Yours faithfully,

SYAM LAL DATTA.

Head Master, Jessore Zilla School

From

BABU SASI BHUSAN SEN M. A.,

Lecturer, Dacca College.

To

THE HON'BLE JUSTICE GURUDAS BANNERJI, M. A. D. L.

BABU RABINDRA NATH TAGORE,

PANDIT RAJANI KANT GUPTA,

N. K. BOSE Esq., M. A. C. S.,

BABU HIRENDRA NATH DATTA.

Dated Dacca College, the 29th January 1895.

SIRS,

In reference to the two questions which you have done me the honour to ask my opinion about,—I beg leave to make the following observations.

If the Calcutta University allowed examinations in Bengali on History, Mathematics, and Geography, the student would find it some what easier to get up those subjects, and some addition would take place to the existing vernacular literature through publication of Historical, Geographical, and

Mathematical text-books written composed in the native tongue. Such addition to native literature would be a gain, no doubt, though not gain of a very high order. At the same time, certain disadvantages would arise. In the first place, the successful Entrance Examinee, on beginning his college career, would experience greater difficulty than now in perusing his Mathematical books. In the second place, really good text-books on English History, fit for the Entrance class, are rare even in the English language. They would obviously be rarer in the Bengali tongue. Thus the Entrance student would get up his knowledge of English History out of inferior text-books to those available now. If it be said in answer that the last existing English manuals might be translated into the Vernacular, and adopted as text-books, the reply is that they might be translated, but that there is no certainty that they would be adopted as text-books. Those generally whether good or bad, would be appointed as text books, the authors of which would have most influence with the native part of the Board of studies; and there is no assurance in this circumstance that the last books would be chosen. In the third place, English pronunciation is ever now very defective with a large number of Bengal students. If History and Geography and Mathematics were learnt in Bengali, the Bengal boy's pronunciation—of Historical and Geographical names, at any rate would grow more defective still.

Thus the introduction of Vernacular text-books on History, Geography, and Mathematics, would result in some good and much evil, and in view of the evil, I am unable, I regret very much to say, to sympathise with the proposal that the vernacular language be the medium of instruction in the above subjects up to the Entrance Examination.

With reference to the second question, the objection—is that it would be difficult, probably impossible, to organise a course of study in Bengali, the getting up of which would involve, to a Bengali boy, the same amount of labour as the existing courses in the Sanskrit in the F. A., and B. A., examinations. The majority of the Bengal boys would therefore take to the vernacular course, and Sanskrit would be neglected.

Yours faithfully,

SASIBHUSAN DUTT,

From

BARU SYAMA CHARAN GANGULI,

Principal, Uttarpara College.

To

The Gentlemen on the Committee appointed by the Banigya Sahitya Parishad on the 26th August 1894.

Calcutta, the 30th January 1895.

In response to the questions contained in your circular letter of the 5th instant, I beg to submit the following observations :—

# সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা ।

২য় ভাগ ; ৩য় সংখ্যা । ]

[ কান্তিক, ১৩০২ ।

## জগৎরাম রায়ের রামায়ণ ।

কাব্যজগতের কল্পতরু স্বরূপ রামায়ণ রচনা করিয়া কবিগুরু বাম্পদীক অমর কীর্তি লাভ করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে তৎকৃত বাগ্‌দ্বারে প্রবেশ করিয়া, কালিদাস, ভর্তৃহরি (ভট্ট ?) প্রভৃতি মহাকবিগণও রামকথাশ্রয় মহাকাব্য প্রণয়ন পূৰ্ণ করিয়াছেন। “সংস্কৃত কাব্যে বাম্পদীকির যে স্থান, বাঙ্গালা কাব্যে কবিগণের অনেকটা তাহাই। তিনি বাঙ্গালীর কবিগুরু।” বাম্পদীকির পদাঙ্কস্বরূপ করিয়া, কবিগণ সংস্কৃত কাব্য রচনা দ্বারা “মহীয়সী কবিত্বকীর্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, শব্দশিত পথে বিচরণ করিয়া” অজ্ঞাত অনেক কবি বাঙ্গালা কাব্যেও তদ্রূপ প্রতিষ্ঠাভাজ হইয়াছেন। গত বৈশাখ মাসের ‘পরিষদ-পত্রিকা’য় শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় কবিদিগের মধ্যে নদীয়া জেলার অন্তর্গত মাটীয়ারি গ্রামবাসী ৬রামমোহন বসু মহাশয় ও তৎকৃত রামায়ণের কতক পরিচয় দিয়াছেন, এবং বীরভূম ও বর্ধমান অঞ্চলের ‘রামরসায়ন’ নামক অপূর্ণ একখানি রামলীলাবিষয়ক কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। বাম্পদীক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রমুখ সহস্রদয় পণ্ডিতগণ যেমন বাঙ্গালার আদি কবি কীর্তি হইয়াছেন, কুন্তিবাস সেবক অজ্ঞাত কবিকৃত রামায়ণেরও উদ্ধার সাধনে তদ্রূপ যত্নবান হওয়া কর্তব্য। বিকৃত ভাবে হইলেও বটতলার কুপায়, কুন্তিবাসের গ্রন্থ এখন ন্যূনাধিক, বাঙ্গালীমাত্রের গৃহেই বিরাজমান, কিন্তু অন্যান্য কবির গ্রন্থ এখনও জীর্ণ ও কাঁটদষ্ট পুঁথির আকারে কোন অজ্ঞাত পল্লীর নির্জন গৃহে অবহত রক্ষিত। কুন্তিবাসের অকৃত্রিম গ্রন্থে যে রূপ বাঙ্গালা কাব্যের মৌলিক ভাব অবগত হওয়া যায়, তৎপরবর্তী কবিগণের গ্রন্থালোচনায়, কালসহকারে কাব্য সাহিত্যের শ্রোতৃ কি ভাবে পরিকল্পিত ও কোন অবস্থায় পর্যাবসিত হইয়াছে, এবং অনুকরণশীল হইলেও, তাঁহাদিগের গ্রন্থ, কুন্তিবাসকৃত গ্রন্থের তুলনায়, কাব্যাংশে কিরূপ আসন পাইবার যোগ্য, নিরূপণ করা যাইতে পারিবে। এরূপ নিরূপণ সাহিত্যসেবীর পক্ষে সামান্ত সূচ্যবান্ নহে। এই জন্ত বলিতেছিলাম, কুন্তিবাসী রামায়ণোদ্ধারের সঙ্গে অজ্ঞাত কবিকৃত রামায়ণের উদ্ধার সাধনে চেষ্টা করাও বিধেয়।

নীলরতন বাবু স্বীয় প্রবন্ধে, রামমোহনের রামায়ণ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, “এই দুই খানি ( কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও রামরসায়ন ) ব্যতীত আরও একখানি রামায়ণ আছে।” এতদ্বারা অনুমান করা যায়, ঐ তিন খানি রামায়ণের অতিরিক্ত অল্প কোন রামায়ণের অস্তিত্ব তিনি অবগত নহেন। আমরা আজ চতুর্থ একখানি রামায়ণের উল্লেখ করিব। এই রামায়ণ ৮ জগৎরাম রায়ের বিরচিত। সাক্ষি দুই শত বৎসরের অধিক কাল পূর্বে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত মহিষাড়া পরগণার উত্তরপশ্চিম ভাগে দামোদরতীরে ভুলুইনামক গ্রামে জগৎরাম রায় আবিস্কৃত হইলেন। ইনি প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা মহাভারতকার কাশীরাম দাসের সমসাময়িক; যে সময় কাশীরাম সিঙ্গিগ্রামে বসিয়া অষ্টাদশ পর্ক মহাভারত লিখিতেছিলেন, প্রায় ঠিক সেই সময়ে ভুলুইয়ে বসিয়া জগৎরাম সমগ্র রামায়ণ কবিতার রসশালিনী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। অতএব প্রাচীনতাংশে জগৎরামের রামায়ণ রামমোহনের রামায়ণ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান। জগৎরাম সমগ্র রামায়ণ মহাকাব্য শেষ করিয়া, ভগবতীকে প্রসন্ন করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় শরৎকালে যে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন—তদবলম্বন পূর্বক স্বীয় কল্পনাপ্রভাবে ‘দুর্গাপঞ্চরাত্রি’ নামে খানি খণ্ডকাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাহার ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমীর বিষয় ২ ‘ক নিজপুল রামপ্রসাদকে নবমী ও দশমীর পালা লিখিতে আদেশ দেন। কাব্যের

পুল রামপ্রসাদ এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন :—

১. মোর রামপরায়ণ,

২. রচিলা অদ্ভুত রামায়ণ,

৩. গান মণ্ডে—শুন বিবরণ—

৪. সের গান করিলা রচন;

৫. নব মী দুই দিবসের গান,

৬. রচ. রিতে মোরে দিলা আজ্ঞাদান।

৭. আর কৈলু আমি পিতার বচনে,

৮. ও পাছু কিছু মাত্র না গণিলু মনে।

\* \* \*

ভূজ-রন্ধু-রস-চন্দ্র শক পরিমাণে,  
মাধব মাসেতে, শুক্লপক্ষ শুভদিনে,  
ষোড়শ দিবসে পুঁথি হৈল গুরুবারে,  
সমাপ্ত দশমী পালা হৈল এতদূরে।”

শেষোক্ত চারি পঙ্ক্তি পাঠে বুঝা যায়, ১৬০২ শকের ১৬ই বৈশাখ শুক্লপক্ষীয় বৃহস্পতি-বারে ‘দুর্গাপঞ্চরাত্রি’ গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হয়। জগৎরামের রামায়ণ যে, ইহার পূর্বেই রচিত হইয়াছিল, “যেহ কাব্য রচিলা অদ্ভুত রামায়ণ” ছত্রটিই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। উল্লিখিত কবিতাপ্রসঙ্গে রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন :—

“শিশুমতি, মূৰ্খ অতি, জ্ঞানবিবর্জিত,  
 ছন্দ-শব্দ-আদি কাব্যবিষয়ে রহিত ।  
 বালকে বলয়ে যদি অক্ষুট বচন,  
 তাহা শুনি’ পিতামাতা হরষিত মন ।  
 সেহ জন্ত মোর কাব্যে নাহি রসলেশ,  
 পিতারে কি ভাল তেঁই দিলা উপদেশ ।”

কেবল বিনয় প্রকাশের জন্ত এইরূপ লিখিত না হইলেও, রামপ্রসাদ গ্রন্থ-রচনা-কালে অন্যান্য বোড়শ অপেক্ষা শিশুবয়স্ক বা বালক ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, এবং তদনুসারে সেই সময়ে জগৎরামের বয়ঃক্রম আনুমানিক চত্বারিংশৎ হওয়া সম্ভব । অতএব, ( ১৬০২-৪০ ) ১৫৬২ শকে, অর্থাৎ এক্ষণ হইতে ২৫৫ বৎসর পূর্বে, জগৎরাম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে । স্বর্গীয় রামগতি ত্রায়দত্ত মহাশয় স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

“কাশীরাম এক্ষণে ( সংবৎ ১৯৩০, আষাঢ় মাস ) হইতে ২০০ বৎসরের কিঞ্চিদধিক পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই ।” \*

সেও আজ ২২ বৎসরের কথা । অতএব, জগৎরাম, কাশীরাম অপেক্ষা প্রাচীন না হইলেও, তাঁহার সমনামিক—একথা সাহস পূর্বক বলা যাইতে পারে ।

কবি রায় মহাশয় গ্রন্থ মধ্যে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

“পিতা রঘুনাথ রায়, মাতা শোভাবতী,—  
 দৌহে জন্মদাতা, আমি অধম অকৃতী ।  
 সে দৌহার পাদপদ্মে নতি বায়ে বার,  
 জিহ্বাতে বলরে নাম, পদে নমস্কার ।

\* \* \*

শ্রীমাধব, রাধাকান্ত, রামকান্ত আর,  
 শ্রীরামগোবিন্দ,—ভ্রাতা কনিষ্ঠ আমার ।”

১২৯১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে মজঃফরপুর গবর্ণমেন্ট স্কুলের তদান প্রধান শিক্ষক ভক্তিবাজন শ্রীযুক্ত শিবদাস ভট্টাচার্য মহাশয় ‘পাক্ষিক সমালোচক’ নামক সাময়িক পত্রে এই জগৎরাম রায় ও তাঁহার রামায়ণ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেন, এবং কবির রামায়ণ হইতে ‘ভরতসংবাদ’ নামক অংশ বহুশঃ প্রকাশিত করেন । ঐ ‘পাক্ষিক সমালোচক’ এখন বিশ্বতির অন্তরালে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে ; শিবদাস বাবু এখন কোথায় ও কি অবস্থায় আছেন, তাহাও আমরা অবগত নহি । কাৰ্য্যসূত্রে ত্রিহিতে অবস্থানকালে ঐ সাময়িক পত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায়, ভট্টাচার্য মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ আমাদের হস্তগত হয় ; জগৎরাম সম্বন্ধীয় বিবরণ তাঁহারই প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত । এই সংগ্রহের উদ্দেশ্য উপরে

কিঞ্চিৎ ব্যস্ত করিয়াছি। কৃত্তিবাসী রামায়ণ উদ্ধারের সঙ্গে জগৎরামের রামায়ণোদ্ধারের চেষ্টা সাহিত্যপরিষদের অন্যতম কর্তব্য বোধ হয়। শিবদাস বাবু এই সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশিত করিতে নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন, কেবল (আমরা যত দূর জানি) অর্থের অসঙ্গতি প্রযুক্ত কৃতকাৰ্য্য হয়েন নাই। পরিষদ কর্তৃক সেই অভাব বিদূরিত হইবার আশা করা যায়; আমাদের এই প্রবন্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বা তাঁহার কোন আত্মীয় বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এবং তদ্বারা পরিষদ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় গ্রন্থের উদ্ধার সাধন হইতে পারে—বর্তমান প্রবন্ধের ইহাই অন্যতর উদ্দেশ্য।

ভুলুই গ্রাম এবং জগৎরাম রায় ও তাঁহার রামায়ণ সম্বন্ধে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উল্লিখিত প্রবন্ধ ব্যতীত, আমরা অন্যত্র কোন উল্লেখ দেখি নাই; এমন কি ‘বাক্সালা ভাষা ও বাক্সালা সাহিত্যবিষয়ক প্রত্নাবে’ স্বর্গীয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ও তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই, আর নীলরতন বাবু তদীয় প্রবন্ধে “আরও এক খানি রামায়ণ আছে” নির্দেশ করিতেও পরিষদ পক্ষায় কেহই অল্প রামায়ণের অস্তিত্ব নির্দেশ করেন নাই। একরূপ অবস্থায়, কার্য্যালয়ে বা কুড়া জেলায় অবস্থান কালে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঐ সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, ‘পরিষদ-পত্রিকা’র পাঠকগণের পক্ষে তাহা প্রীতিকর হওয়া সম্ভব বিবেচনায় আমরা তদীয় প্রবন্ধের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

“(ভুলুই) স্থানটী এখনও অতি রমণীয়। দক্ষিণে অল্পদূরে বিহারীনাথ শৈল, পশ্চিমে কিছু দূরে পঞ্চকোট শৈলশ্রেণী ও অরণ্য, উত্তরে অতি নিকটে শীর্ণ দামোদর ছই পার্শ্বে বিস্তীর্ণ বালুকাস্তূপের মধ্য দিয়া তরল রজতরেখার ন্যায় ধীরে বহিয়া যাইতেছে। আমি চৈত্র মাসে গিয়াছিলাম। কিংবা আর তিন চারি মাস পরে এই দামোদরের যে প্রতাপ, তাহা মনে হইলেও ভয় হয়।

“\* \* \* জগৎরাম রায়ের বংশের কাহাকেও পাই নাই। ভুলুই ও অর্দ্ধগ্রামের অনেক ব্রাহ্মণের উপাধি- । তাহাদিগের কেহই জগৎরাম রায়ের জ্ঞাতিত্বও স্বীকার করিল না। তাঁহার বংশে অদ্য, কেহ জীবিত আছেন কি না, সন্দেহ। সেই গ্রামে ও তন্নিকটস্থ গ্রামে অনেক অহুসন্ধান কাহাকেও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু অনেকের মুখেই শুনিলাম, ৭৮ পুরুষ পূর্বে তিন গ্রামে বাস করিতেন, ও তিনিই রামায়ণরচয়িতা। তাঁহার বাসভূমির স্থান কেহ কেহ নদীগর্ভদিকে দেখাইয়া দিল।

“ঐ গ্রামের অনেকের ঘরেই এই রামায়ণের কোন না কোন অংশের হাতে লেখা পুঁথি আছে এবং ত্রীপঞ্চমী উপলক্ষে তাহার পূজা হইয়া থাকে। তথাকার সকলেই উক্ত রামায়ণকে অতি আদর করিয়া থাকেন ও প্রায়ই তাঁহাদের দ্বারা উহা গীত হইয়া থাকে। পঞ্চকোট রাজ্য মধ্যে সর্বস্থানেই উহার আদর। ছই এক স্থানে কবির ভণিতিতে পাওয়া যায় যে, পঞ্চকোটের গর্গবংশীয় রঘুনান্য সিংহ ভূপের আদেশে ও অল্পগ্রহাশয়ে তিনি ঐ কাব্য রচনা করেন।”

জগৎরামকৃত রামায়ণ কৃত্তিবাসের রামায়ণ অপেক্ষা কোন অংশে নূন নহে; বরং অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। উহার সরলতা, ববিভ্রময়তা ও করুণরসের উচ্ছ্বাস প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের গৌরবস্বরূপ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন :—

“কৃত্তিবাস কবির নিন্দা করা অথবা তুলনায় জগৎরামের গৌরব বৃদ্ধি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; তথাচ কৃত্তিবাসের ভরত-সংবাদে ও জগৎরামের ভরত-সংবাদে যে অনেক ভারতম্য আছে, তাহা পাঠক মাঝেই বৃদ্ধিতে পারিবেন।”

কিন্তু তুলনায় আলোচনা করিয়া তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন দেখেন নাই। ‘পরিষদ-পত্রিকা’র অনেক পাঠকের নিকটেই বোধ হয়, জগৎরামের ‘ভরত-সংবাদ’ নূতন; তাহা-দিগের কৌতূহল-পরিভূষ্টির জন্ত আমরা এস্থলে কৃত্তিবাস ও জগৎরামের গ্রন্থ হইতে দুই এক স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। প্রথমতঃ—স্বপ্নদর্শন; মূল রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়, ভরত দ্বঃস্বপ্নদর্শন-বৃত্তান্ত প্রথমে কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই, তবে তাঁহার প্রিয়বাদী বয়সাগণ বাহু লক্ষণে তদীয় মানসিক অস্থিত বৃদ্ধিতে পারিয়া, সেই অস্থিত-শাস্তির নিমিত্ত বীণাবাদন, নাটক-প্রহসনাদি পাঠ, ও নৃত্যগীতাদি আরম্ভ করিয়া দিলেন, এবং কিছুতেই তাঁহাকে হর্ষিত করিতে না পারায় এরূপ অস্বাভাবিক ব্যাকুলতার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া ভরতের মুখে প্রকৃত তথ্য অবগত হইলেন। কৃত্তিবাসের ভরত বয়সাগণকে বলিয়া নিবৃত্ত হয়েন নাই, তিনি ‘আম দরবারে’ পাত্র, মিত্র, অমাত্য, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সভাসদ, সর্বজনকে স্বপ্ন-বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন; জগৎরামের ভরত এসকল কিছু না করিয়া মাত্র প্রিয় ভ্রাতা শত্রুরকে নিভৃত মন্দিরে ডাকিয়া কহিলেনঃ—

“আরে তাই শত্রুঘন,                      হেথা আসি                      শুন,  
স্বপ্ন কত বিঘ্নময় দেখি।”

যাহা হউক, এই সকল সামান্য বিভিন্নতায় কোন দোষ লক্ষিত না। অতঃপর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত; কবিগুরু বাল্মীকির যুগে অনৈসর্গিক ঘটনা-বর্ণন কবিত্বের অন্ততম উপাদান ছিল, তাই মূল রামায়ণে এইরূপ অদ্ভুত বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায় :—

\* \* \* \* \* আজি রাত্রিশেষে  
জনকেরে দেখিয়াছি আমি স্বপ্নাবেশে;  
মলিন হয়েছে তাঁর দেহের বরণ,  
সে চারু মুখশ্রী আর নাইক তেমন।  
তিনি এক পর্বতের শিখর হইতে  
মুক্তকেশে পড়ি’ছেন ঘুরিতে ঘুরিতে।  
তলায় গোময়ময় হৃদ ভয়ঙ্কর;  
গিরিহ’তে পড়ে’ পিতা তাহার উপর।

দেখিলাম, তিনি সেই গোময়ের হ্রদে  
ভাসি'ছেন—ঘণা নাই—মাতিয়া আমোদে ।  
হাসিয়া হাসিয়া যেন অঞ্জুলি পুরিয়া  
তৈল পান ক'রিছেন থাকিয়া থাকিয়া ।

\* \* \* \*  
\* \* \* \*

আবার দেখিছু আমি পিতা মহেশ্বাস  
পরিধান ক'রেছেন কৃষ্ণবর্ণ বাস ।  
লৌহময় পীঠোপরি আছেন বসিয়া,  
নিরুত্তর, কিন্তু ভয়ে চক্ষু বিক্ষারিয়া ।  
কৃষ্ণকলেবর আর পিঙ্গল আকার  
প্রমদা সকলে তাঁরে করি'ছে প্রহার ।  
রক্তচন্দনেতে পিতা চর্চিত হইয়া,  
রক্তমালা গলদেশে ধারণ করিয়া,  
গর্দভযোজিত রথে করি' আরোহণ,  
দক্ষিণাভিমুখে দ্রুত করি'ছে গমন ।'

— ৬ রাজকৃষ্ণ রায় কৃত মূলের অনুবাদ । \*

কৃতিবাস উল্লিখিত বৃত্তান্তের ছায়া অবলম্বন করিয়া সংক্ষেপে লিখিয়াছেন :—

স্বপ্ন দেখেছি আজি রাত্রি অবশেষে ।  
এন চন্দ্র সূর্য্য থসি পড়িল আকাশে ॥  
বপ্ত্রে এক বৃদ্ধ আসি কহিল বচন ।  
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা গিয়াছেন বন ॥  
দেখিলাম মৃত পিতা তৈলের ভিতর ।  
এই স্বপ্ন দেখি আমি কম্পিত অন্তর ॥\*

ইহাতে বিচিত্র অতিরঞ্জনের মাত্রা অল্প হইলেও, দশরথের তৈলে পতনের ব্যাপারটা বাস্তবিকর অল্পকরণে কিঞ্চিৎ স্থান পাইয়াছে। কৃতিবাস যেরূপ সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন না, জগৎরামও, বোধ হয়, তদ্রূপ সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ছিলেন; উভয়েরই রামায়ণ লোকপরিম্পরাগত আখ্যায়িকার ভিত্তিতে এবং স্বকপোলকল্পনার উপকরণে গঠিত। কিন্তু কৃতিবাস তৎকালীনরুচিসম্মত অতিরঞ্জনের প্রবৃত্তি পরিহার করিতে পারেন নাই,—জগৎরাম

---

\* কবিতার তুলনা কবিতার সহিত করা হস্রস্তু বোধে এই পদ্যানুবাদ গ্রহণ করিলাম। কৃতিবাসের উক্ত ভাংশের লক্ষ্য আমাদের অগত্যা ঘটতলার আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

তাহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন, তাঁহার বর্ণনা সর্বত্রই সরল ও স্বাভাবিক ; এই স্বপ্নবৃত্তান্ত পড়িলেই তাহা অনেক পরিমাণে বুঝা যায় । তিনি লিখিয়াছেন :—

এমন স্বপ্ন ভাই,                      আমি কভু দেখি নাই,  
একি আমি দেখি নিশি শেষে ।  
শুন ভাই মন দিয়া,                      'বলিতে বিদরে হিয়া,  
সর্বনাশ হৈল বুঝি দেশে ॥  
সত্যবন্ধী ছিল পিতা,                      বর মাগি নিল মাতা,  
রামে রাজা করিতে না দিলা ;  
শ্রীরাম বাকল পরি,                      চিকুরেতে জটা ধরি,  
রামধন বনে প্রবেশিলা ।  
লক্ষণ জানকী সনে,                      বনে গেলা তিন জনে,  
হেন কালে প্রভু মোরে কন ;  
শুন রে ভরত ভাই,                      মায়ে তোর সঁপি যাই,  
জননীর করিহ পালন ।

\*                      \*                      \*

তার শোকে সব লোকে,                      ভূমে পড়ি লড়ি থাকে,  
হাহাকার করে প্রজাগণ ।  
শ্রীরাম লক্ষণ সীতা,                      বনে পাঠাইয়া পিতা,  
শোকাকুলে ভাজেছে জীবন ।”

স্বপ্নাবেশে অভূতপূর্ব অনৈসর্গিক দৃশ্য দেখা নিতান্ত বিচিত্র ন। আর সংস্কারবশে ঐরূপ দৃশ্য অশুভের নিদান বলিয়াও আমাদের ধারণা আছে ; স্বপ্নে উদ্ভাস্ত হইয়া শৈবলিনীকেও আমরা অলৌকিক দৃশ্যে শঙ্কিত হইতে দেখিয়াছি। সত্য স্বাভাবিক দৃশ্যও যখন স্বপ্নের বহির্ভূত নহে, তখন জগৎরামের উল্লিখিত স্বপ্ন-বর্ণনাকে 'হৃদ পূর্বক সরল ও সুন্দর বলা যাইতে পারে। তার পর দূতমুখে অযোধ্যার সংবাদ য গ্রন্থে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় :—

### কুন্তিবাস ।

ভরত বলেন বল পিতার মঙ্গল ।  
শ্রীরাম লক্ষণ ভাই আছেন কুশল ॥  
কৈকেয়ী কৌশল্যা আর সুমিত্রা জননী ।  
সকলের মঙ্গল বল হে দূত শুনি ॥  
দূত বলে রাজপুত্র সবার কুশল ।  
সবারে দেখিবে যদি শীঘ্র দেশে চল ॥

### জগৎরাম ।

আরে আরে চরবর না কর উত্তর ।  
কেমন আছেন মোর পিতৃনৃপবর ॥  
রাম ধনশ্যাম মোর আছেন কুশল ।  
প্রাণধন লক্ষণের বল সুমঙ্গল ॥  
মন্ত্রিবর্গ সব প্রজা আছে আনন্দিত ।  
বন্ধু বান্ধবের তত্ত্ব জিজ্ঞাসি বিহিত ॥

কিছু নাহি কহে দূত রয় অধোমুখে ।  
 তাহা দেখি ভরত বিকল হৈল শোকে ॥  
 কত ক্ষণ গতে পুনঃ কহে সেই চর ।  
 মোরে নিষ্ঠা পাঠালে বশিষ্ঠ মুনিবর ॥  
 স্বরা করি চল ঘর গুন মোর বাণী ।  
 অত্র কথা বলিতে নিষেধ কৈল মুনি ॥  
 আর যদি কোন জিজ্ঞাসিবে বিবরণ ।  
 গুরুর বচন তবে হইবে লজ্জন ॥

এই স্থলে জগৎরামকে বান্দীকি অপেক্ষাও কল্লনাংশল দেখিতে পাওয়া যায়। কৃতি-  
 বাসের দোষ নাই,—তিনি এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণরূপে বান্দীকির অনুগমন করিয়াছেন ; মূলগ্রন্থেও

“দূতেরা বিনীতভাবে কহিলা তখন ;—

‘বাজপুত্র ! যাহাদের তুমি এইক্ষণ

কুশল কামনা করি’ করি’ছ জিজ্ঞাসা,

যাহাদের শুভ তব মন করে আশা,

তাহারা সবাই, বীর ! আছেন কুশলে ;—”

বস্তুতঃ, তখন কেহই কুশলে নাই,—জগৎরামের ভরত স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলেন,  
 অযোধ্যায় সেই ঘটনা অক্ষরে অক্ষরে ঘটিয়াছে। কিন্তু দূত অনায়াসে মিথ্যার অবতারণা  
 করিয়া বলিল, “সকলে কুশলে আছেন।” সত্যের সুন্দর ছবি অঙ্কিত করা রামায়ণ মহা-  
 কাব্যের অত্যন্ত উদ্দেশ্য —। সত্য রক্ষা করা প্রত্যেক সন্নীতিপরায়ণ সুকবির প্রধান কর্তব্য ;  
 এরূপ অবস্থায় প্রভুর স. ক ভূত্যের এই মিথ্যা বর্ণনা বড়ই দুঃখের বিষয়। জগৎরাম সুকৌ-  
 শলে এই মিথ্যার পন্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, অথচ ও ভ সমক্ষে অবাধ্যতাপ্রকাশরূপ  
 পাপেও ভৃত্যকে হইতে হয় নাই ; তিনি পরম গুরু বশিষ্ঠদেবের দোহাই দিয়া এক  
 ক্ষেত্রে ভূত্যের রায়গতা এবং ভরতের গুরুভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গুরুর নিষেধ-  
 বাণী শুনিবামা এরত আর দ্বিকৃতি না করিয়া একবারে স্থির করিলেন—

“ধাওয়াধাই যাই দেখি কি বটে কারণ।”

জগৎরামের রামায়ণ সর্বত্র এইরূপ সুন্দর ও সুরচিসম্পন্ন ভাবে পরিপূর্ণ। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে  
 তাহার সকল অংশের আলোচনা করা সম্ভব নহে ; যদি কখন তাহার সমগ্র রামায়ণ মুদ্রিত ও  
 প্রচারিত হয়, তাহা হইলে সুন্দর পাঠকগণ তাহার পরিচয় পাইতে এবং রসসম্ভোগ করিতে  
 পারিবেন। আমরা আর ছইটি স্থলের উল্লেখ করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।  
 কৃতিবাসের শত্রুর উদ্ধতস্বভাব, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবর্জিত, অর্ধাচারের মত কার্য্য করিয়া-  
 ছেন ; তিনি কুজা মন্ডরাকে শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন ও তজ্জনিত পিতার মৃত্যুর কারণ অনুমান  
 করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে দর্শনমাত্র

“—————ধরে তার চূলে ।

চূলে ধরি কুঁজীরে যে ফেলে ভূমিতলে ॥

হিছড়িয়া ল’য়ে যায় তাহারে ভূতলে ।

কুমারের চাক ঘেন ঘুরাইয়া ফেলে ॥

\* \* \* \*

চূলে ধরি লয়ে যায় কুঁজে যায় ছড় ।

শক্রয়ে দেখিয়া কৈকেয়ী দিল রড় ॥

\* \* \* \*

চূলে ধরি চেড়ীরে মাটিতে মুখ ঘসে ।

দেখিয়া কৈকেয়ী দেবী কাঁপিছে তরাসে ॥

বুকে হাঁটু দিয়া সে কুঁজীর ধরে গলা ।

মুগ্ধের ঘায়েতে ভাঙ্গিল পায়ের নলা ॥

কৃত্তিবাসের শত্রুর যখন এইরূপ অশ্রুতপূর্ব বীরত্ব ও বিক্রম প্রকাশে ব্যস্ত, জগৎরামের শত্রুর তখন জ্যেষ্ঠ ভরতের শোকবিহ্বলতাপ্রশমনে নিরত,—তিনি

“—————করপুটে নিকটেতে বলে ।

মন দিয়ে শুন দাদা বলি পদতলে ॥

দৈবকালে ধৈর্য্য হ’লে তবে সে নিস্তার ।

উগ্রমতি কৈলে বাড়ে দুর্গতি অপার ॥

\* \* \* \*

যে কালের যে উচিত সেই সে কর্তব্য ।

হঠাৎকারে করে কর্ম সে অতি অভব্য ॥

\* \* \* \*

বিমুখ হইল বিধি, এ সব লিখিল যদি,

এ কলঙ্ক কেবা ধুওঁইবে ।

কোপলোপ কর দাদা, ধর্ম্মে পাপ হবে বাধা,

ধর্ম্ম গেলে সহায় কে হবে ॥

ধর্ম্ম অস্তুর গতি, ধর্ম্মে বৃদ্ধি স্মৃতি,

ধর্ম্ম করে কলঙ্ক বারণ ।

ধর্ম্ম অনাথের বন্ধ, ধর্ম্মে তরে দুঃখ সিন্ধু,

ধর্ম্ম হৈতে বিপাক তারণ ॥

ধর্ম্ম যে ভয়েতে রাখে, পরব্রহ্ম রাখে তাকে,

ধর্ম্মের অসাধ্য কর্ম্ম নাই ।

ধর্ম যেবা করে নষ্ট,                      সে পায় সদত কষ্ট,  
 স্পষ্ট বলি শুনু জ্যেষ্ঠ ভাই ॥

বিষ খেতে কর সত্য,                      তাতে হবে আত্মহত্যা,  
 মায়ে বধি মাতৃহত্যা হবে ।

যার জন্ত অতিকোপে,                      করিবারে যাও পাপে,  
 তবু রামধন না পাইবে ॥

এ অবোধ্য অন্ধকার,                      দেখে এলে দশা তার,  
 পিতা কোথা আছেন কি মতে ।

পিতার না হ'লে গতি,                      ইথে না গণিলে ক্ষতি,  
 মতি কর দেশান্তরে যেতে ॥

ভেবে দেখ মনে মনে,                      ঘনশ্রাম ঘোর বনে,  
 বুঝি সূর্য্যবংশ ধ্বংস হয় ।

যুক্তি দিতে নাহি লোক,                      ত্যাগ কর সব শোক,  
 আর কি বলিব তব দায় ।

আমি সে কিস্করাভাস,                      তোমার দাসের দাস,  
 তোমা বুঝাবারো কিবা ক্ষম ।

দৈর্ঘ্য হ'য়ে কার্য্য কর,                      মানসে সন্তোষ ধর,  
 বিচারিয়ে কর উপক্রম ।”

এতদ্বারা জগৎরামে— বিদ্যে সহৃদয়তা ও ধর্মপ্রাণতার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় । সুরচিপ্রবণতাও তাঁহার বোঝা অত্যন্ত লক্ষণ ; অশ্লীলতাদোষে কৃত্তিবাসের গ্রন্থ অনেক স্থলে গুরুজনের নিকট অপাঠ্য, কিন্তু সুরচিগুণে জগৎরামের গ্রন্থ অকুণ্ঠিত ভাবে পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, সকলের নিকট পাঠ করা যাইতে পারে । “ভরদ্বাজাশ্রমে ভরতসৈন্তের আতিথ্যে কৃত্তিবাস কবি কি অরুচিকর ও অশ্লীল ভাব মিলিত করিয়া দিয়াছেন !” পিতৃশোকাতুর জ্যেষ্ঠের চরণদর্শনলোলুপ, কাতরপ্রাণ ভরতের সমভিব্যাহারী সৈন্তগণের পরিতৃপ্তির জন্ত মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজের পক্ষে তদ্বর্ণিত আয়োজনও নিতান্ত অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক বোধ হয় । স্বপ্নদর্শী জগৎরাম সে স্থলে অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন :—

“শুদ্ধ জানি মহামুনি করিলা অতিথি ।

সে দিবস রাখিলেন প্রীত হ'য়ে অতি ॥”

জগৎরামের ভরদ্বাজকে কৃত্তিবাসের ভরদ্বাজের ন্যায় অতিথিসেবার ৬৩ ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিশ্বকর্মা দি দেবগণের কৃপা ভিক্ষা করিতে হয় নাই, তদ্বর্ণিত ভরতের সৈন্তগণও এক রাত্রির জন্য পাশব বস্ত্রি চরিতার্থ করিয়া উদ্যম প্রকৃতির পরিচয় দেয় নাই । তাহার দ্রুত তাপ-সের পবিত্র আশ্রমে কোনরূপে রাত্রিযাপন করিয়া—

“প্রভাতে উঠিয়ে যান রামের নিকটে।”

এখন সাহিত্য-পরিষদের সম্বন্ধে সদৃশপণ স্বর্গীয় কবি জগৎরামের রামায়ণ ও দুর্গাপঞ্চ-  
রাত্রির উদ্ধারসাধনে তৎপর হইলে আমরা পরম আনন্দ লাভ করিব। এ কার্যের সহায়তা  
পক্ষে আমাদের ক্ষুদ্রশক্তি নিয়োজিত করিতেও পশ্চাৎপদ হইব না \*

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ ।

শিলং সাহিত্য সভার সমালোচনী শাখা।

---

\*শ্রীযুত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নাতিশয়ে রামমোহনের রামায়ণের আদর্শ পরিষদের অধিগত  
হইয়াছে। জগৎরামের রামায়ণের আদর্শ সংগ্রহের যদি কোন উপায় থাকে, উপস্থিত অবস্থাপেক্ষে মহাশয়  
নির্দেশ করিয়া দিলে পরিষদ উপকৃত হইবেন। —প, প, স।

---

## বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ।

গত শ্রাবণ মাসের “সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায়” শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র রায় এম্. এ, মহাশয় “জ্যোতিষিক পরিভাষা নির্ঘণ্ট” দিয়া বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন । এখন সকলেই দেখিবেন, ইংরাজি জ্যোতিষিক শব্দের মধ্য কতগুলি শব্দের সমতুল্য লংঘিত শব্দ পাওয়া যাইতে পারে ; কতগুলি বাঙ্গালা ভাবে প্রস্তুত হইয়া চলিতেছে, এবং কতগুলি বা বাঙ্গালায় রচিত, নির্দোষিত, অন্তিমোদিত বা গৃহীত হইতেছে ।

আমি পড়িতে পড়িতে, কখন কখন, কোন ইংরাজি কথার মনের মত যে বাঙ্গালা শব্দ কোন পুস্তকে দেখিয়াছি, কিংবা নিজে ভাবিয়া চিন্তিয়া গড়িয়াছি, তাহা টুকিয়া রাখিয়াছি ; যোগেশ বাবুর প্রবন্ধে যদি সে সকল শব্দের মধ্যে কোন কোনটা না থাকে, তবে তাহা শেষ পরিচ্ছেদে লিখিব ; এক্ষণে তাহার প্রবন্ধোক্ত শব্দগুলির মধ্যে কোন কোনটির সম্বন্ধে এক আধ কথা বলিবার অন্তিমতি প্রার্থনা করি ।

URANUS শব্দতঃ ও অর্থতঃ বে বরুণ, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই, এবং Neptune যদিও সাগর হ্রদ, নদ প্রভৃতির অধিপতি, তথাপি তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা দূরস্থিত গ্রহের অধিষ্ঠাতৃয়ে নিয়োজিত করায় তাঁহার ইচ্ছা লাভ হইয়াছে । Uranus এবং নেপতুনের আবিষ্কারের এবং তন্ময়ের নামকরণের ইতিহাস ইউরোপের ও আমেরিকার প্রায় যাবতীয় প্রধান প্রধান জ্যোতিষ গ্রন্থে স্বল্প বিস্তর আছে । সেই ইতিহাস পাঠ করিলেই প্রতীতি হইবে যে, ঘটনা ক্রমে দুইটি উল্টা পাল্টা হইয়া গিয়াছে । আমার মত সমর্থনার্থে গত জুলাই মাসের “দাসীতে” যের প্রমাণ প্রদর্শনে ক্রটি করি নাই, কিন্তু অধ্যাপক যোগেশ বাবুর বিচারে কোনটাই ফলাপধারী হইল না । তিনি নবাবিকৃত গ্রন্থদ্বয়ের বাঙ্গালা চান না, কেন বে চান না, তাহার বিশিষ্ট কারণ কিছু দেখান নাই ; ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের নিয়ম অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, পারিভাষিক “শব্দ রচনার মূল নিয়ম নির্ধারণ বাঞ্ছনীয় ; মূল নিয়ম নির্দিষ্ট হইলে শব্দসঙ্কলনে গণ্ডগোল হইবে না ।”

আমি “দাসীতে” কি লিখিয়াছিলাম, তাহা বোধ করি, পরিষদের সদস্যের মধ্যে অনেকেই জানেন না ; আমি “দাসী” হইতে নীচের পরিচ্ছেদটি উদ্ধৃত করিলাম ।

“নেপতুন্ বিলাতি জলাধিপতি বলিয়া আমরা কেন তাঁহাকে বরুণ বলিব ? যখন দেবলোকে তাঁহার উচ্চতম আসন দেখিতেছি, তখন তাঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিব । হর্শেলের আবিষ্কারের পর আর নূতন গ্রহ বাহির হইবার সম্ভাবনা নাই, এই বিশুদ্ধ-বিমূঢ় হইয়া তাদানীন্তন জ্যোতিষিদেরা হর্শেলের ইরেনস্ নাম রাখিয়া ছিলেন ; যখন নেপতুন্ বাহির হইল, তখন নেপতুন্ প্রাপ্তব্যবহার হইয়াছেন, জ্যোতিষ জগতে তাঁহার নাম জারি হইয়াছে, কাজেই নাম বদলাইবার আর অবকাশ হইল না ; আর বদলাই বা

কত বার হইবে; সূতরাং ইন্ড্রের উপর বরুণকে বসাইতে হইল। আমরা যখন ৬ চাঁদের স্থানে ৬০০ চাঁদের খোকার নামকরণ করিতেছি, তখন গুণাত্মক সার্থক নাম ভিন্ন উপনাম দিবার আবশ্যক কি? আর এক কথা, বিলাতি বরুণকে আমরা বরুণ বলিব কি বিলাতি ইন্ড্রকে আমরা ইন্ড্র বলিব, তাহার কোন নজির দেখি না; তাহা হইলে সুরসুন্দরী কাম-প্রসবিনী বিনস কেমন করিয়া অসুরগুরু শুক্র হইলেন? এবং শনিতনয় যুপিতর (দেবপিতৃ) কেমন করিয়া সুরগুরু বৃহস্পতি হইলেন? এই সকল কারণ বশতঃ Uranusকে বরুণ এবং Neptuneকে ইন্ড্র বলা সঙ্গত বোধ হয়।”

অপূর্ব বাবুতে, আর আমাতে যে মত ভেদ হইল, তাহার কারণ কি? তাহার কারণ কি মূল নিয়ম অতিক্রম করিয়া আমরা শব্দরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম? Uranus এবং Neptune কি quinine এবং bromine জাতীয় crude নাম? অতএব তাহার বাঙ্গালা করা হইবে না? U-ra-nus = ব-রু-ণঃ = ব-রু-ণ, অর্থ ইউরোপীয় মতে ও এদেশের মতে একই নভোমণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বরুণকে যে জলদেবতা বলি, তাহার কারণ “দাসী”তে লিখিয়াছি। বরুণে আর ইউরেনসে যদি অর্থবিরোধ হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি Uranusকে বরুণ বলিয়া বরুণকেই বরুণ বলিয়াছি; ইউরেনস্, যুরেনস্ উরেন্ বা ওরেন্, এক বরুণেরই বিকৃত ভিন্ন ভিন্ন রূপ। বৈদিক কালে ইউরেনস আর বরুণ একই ছিলেন, পৌরাণিক সময়ে বরুণ অপূ-পতিত্বে অভিষিক্ত হন। ত্রিদশালয়ের ইতিহাসের এই অংশ ইউরোপীয় পুরাণবেত্তারা জ্ঞাত নহেন।

যোগেশ বাবু বলেন, “নেপতুনকে নেপতুন বলিলে কোন ক্ষতি হইবে না। বরং নাম-পরিবর্তন না করিলেই জ্ঞানবৃদ্ধির সুবিধা হইতে পারে”। হনকে ইন্ড্র বলিলে কি অসুবিধা ঘটবে? মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, বরুণ ও নেপতুন, পাঁচটি প্রবর গ্রহমধ্যে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, এই তিনটির সম্বন্ধে কোন কথাই হইতে পারে না, নবাবিকৃত বরুণকে বরুণ বলিলে কোন বিরোধই ঘটিল না, এখন নেপতুন বেচারার গতি কি হইবে? সাতটি তারা গ্রহের মধ্যে ছয়টির বাঙ্গালা নাম হইল, একটির আর বিলাতি নাম থাকিয়া যায় কেন? উক্তিকে ইন্ড্রই বলুন, ইন্ড্র বলিতে কেন বলি, তাহার কারণ “দাসী”তে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছি। Neptune যদিও রুঢ় শব্দ (Neptunus = সাগর বা তিমি), তথাপি একটা রুঢ় শব্দের বাঙ্গালা করিলে মূলনিয়ম ভঙ্গের জন্ত সর্বশেষ দোষ হইবে না। যোগেশ বাবু বলেন, “সপ্তগ্রহের বাঙ্গালা নাম আছে বলিয়া যে, আর দুইটিরও বাঙ্গালা নাম রাখিতে হইবে, এ যুক্তি তত সঙ্গত বোধ হয় না”। কেন “সঙ্গত বোধ হয় না”, তাহার কিছু কারণ দেখাইলেন না। আমি যদি বলি, যখন সকল গ্রহগুলির বাঙ্গালা নাম আছে, তখন একটির বিদেশী নাম রাখিতে হইবে, এ যুক্তি তত সঙ্গত বোধ হয় না। এ মতই বা মন্দ কি? যোগেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, Neptuneকে ইন্ড্র বলিলে জ্যোতিষিক জ্ঞান লাভের সুবিধা হইবে কি? অসুবিধাই বা কিসে ঘটবে? মানুষের প্রকৃতিই এমন যে, আপনার

ভাষায় জিনিষের নাম রাখিতে পারিলে অস্ত্রের ভাষা চাহে না, অস্ত্রের ভাষা কাণে কেমন কেমন লাগে। এ দেশকে কেহ কেহ ভারতবর্ষ বলে, কেহ কেহ ইণ্ডিয়া বলে, কেহ কেহ হিন্দুস্থান বলে, তাহাকে কি রাজকার্যের বা বাণিজ্যের কোন ক্ষতি হইতেছে? Egyptকে মিশ্র বা মিসর বলে, তাহাতেই বা কি?

Constantinople,

কোন্স্টেন্তুনিয়া, ক্তম্বুল, রুম।

Alexandria

যবনপুর

Allemagne

Germany

English man

Anglais ইংরেজ

Scotch

Scotians.

Dutch

Hollanders ওলন্দাজ

Spaniards

Spagnols

Clyza

গিরজা

পেপে

অমৃতভাণ্ড

তামাকু

খুঁয়াপত্র

নিসেদল

এই কথাটি বাঙ্গালা, কি ইংরাজি, বোধ

করি, তাহা অনেকেই জানেন না।

এইরূপ কত রকমের কত কথা আছে। অর্থ বা ধাতু বুঝিয়া সকল সময় সকল কথা হয় না। এই যে আলাল সাজি সাজি ফুল তোলা ঘাইতেছে এবং যাহাকে আমরা প্রায় সকলেই দোপাটা বা ছোলা হরগোরী বলি, ইহার যে প্রকৃত নাম ছুঁটি (দ্বিবৃত্ত = ঘ'হার দুই বোটা আছে) তাহা কি কখন ভাবি? কখন কি ভাবি যে, আর কোন ফুলের দুই বোটা নাই।

আর Neptuneকে ইন্দ্র বলিয়াছি বলিয়া আমি যে পৌনে তিনশ ক্ষুদ্র গ্রহের নামের জন্ত, দশ অবতার, দশ মহাবিদ্যা, ষোড়শ মাত্রিকা, এবং শ্রদ্ধা, ভক্তি, হু, শ্রী, প্রভৃতিকে শিরিস, পাল্লাস, জুনো ইত্যাদিতে অধিষ্ঠান করিতে পাঠাইব, এ ভয় নিতান্ত অমূলক। কার্যোপলক্ষ উপস্থিত সত্ত্বের প্রধান প্রধান দশ পনর জনের নামোল্লেখ করা যায়, অবশিষ্ট ২০০০। ৩০০০ এর তো আর নাম দেওয়া যায় না। এই যে শুধু চক্ষু ৫৬ হাজার তারা দেখা যায়, তাহার মধ্যে একাল পর্যন্ত কটার নাম দেওয়া হইয়াছে? কেবল প্রয়োজন বশতঃ ২৭টা যোগ তারা, অভিজিত, মৃগশ্যা, অগস্ত্য, প্রভৃতি গোটাকত অত্যাঙ্কল তারা; বিলাতি জ্যোতিষে না হয়, আর কিছু বেশি আছে, মোটে ১০০ আন্দাজ। Neptune আর শিরিস এক জাতীয় গ্রহ নহে। হিমালয়, আল্পস, আন্দিস প্রভৃতি পর্বতের নাম আছে বলিয়া প্রত্যেক উইটিপিঙ্গ নাম কি আবশ্যক?

যোগেশ বাবু আর এক কথা বলিয়াছেন; এক একটা বাঙ্গালা নাম দিলেই কি উহাদের

( গ্রহদ্বয়ের ) উপর আমাদের স্বত্ব জন্মাইবে ? আমাদের স্বত্বান্বত্বের কথা পাড়া কেবল লজ্জার কথা উপস্থিত করা । যখন আমাদের জন্মভূমিকে ভারতবর্ষ বলিয়া দখলে রাখিতে পারিলাম না, তখন ইন্দ্রলোকে আমাদের অধিকার জন্মিবে ? এ বামনদিগের মধ্যে এত অহম্মুখ কেহই নাই যে, এরূপ প্রাংগুলভ্য ফলের জন্ত প্রণাদ হইয়া হাত বাড়াইবে । যখন অতি প্রাচীন ঋষিপ্রণীত বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ত্রিংশ আচার্য্যপ্রণীত সিদ্ধান্ত মাত্রকেই গ্রীক ভাণ্ডার হইতে অপহৃত ব্রাহ্মণচারপিহিত রত্ন বলিয়া কুলোকে অপবাদ দেয়, তখন Neptuneকে ইন্দ্র বলিলে তিনি যে আমাদের সহস্রলোচন সুরপতি হইবেন, সে বাসনাকে মনেও স্থান দিই না ; তবে দানাপাওয়া মড়ার মত কেহ কেহ লর্ড লিটনের দিল্লীর দরবারকে রাজস্বয় যজ্ঞ বলিয়া থাকেন । উত্তমাশা অন্তরীপ, লোহিত সাগর, কৃষ্ণসাগর, মিশ্রদেশ, ইহার কোনটাই তো আমাদের নহে । অধিকন্তু আমরা ইংরাজি কথা দেখিয়া তাহার বাঙ্গালা গড়িতেছি, যে বিজ্ঞান বা যে গণিতের অন্তর্গত ঐ সকল কথা, সে বিজ্ঞান আর সে গণিতে আমাদের যত দখল, তাহাতো জগতের সকলেই দেখিতেছে ।

আর একটা কথা মনে হইল, এটা অনেক পূর্বে লেখা উচিত ছিল । যদি বলেন, Neptuneএর ধাত্ত্ব ( Neptunus তিমি বা সাগর ) দ্বারা ইন্দ্র লাভ হয় না । তাহা হইলে Parabola, Hyperbola, Focus, Latus Rectum প্রভৃতি শব্দ গুলির কি বাঙ্গালা করা হইবে না ?

অন্ততঃ ত্রিদশালয়ের শোভাসম্পাদনার্থে ইন্দ্রকে একটি গ্রহে স্থান দেওয়া কর্তব্য ; সুরলোকে চন্দ্র, সূর্য্য, বৃদ্ধ, প্রজাপতি, ধ্রুব, সাক্ষরুতি বশিষ্ঠ, অশ্বিনীকুমার, ইত্যাদি সকলেই আছেন, রাজা না থাকিলে কি শোভা পায় ? যদি বলেন যে, ঠাকুর দেবতাদি গা এরূপ রঙ্গভঙ্গ ভাল লাগে না ; আমি দিবা করিয়া বলিতে পারি, আমি রঙ্গভঙ্গ কই নাই ; আমি ব্যঙ্গপ্রিয় নহি । নবাবিস্কৃত গ্রহদ্বয়ের নামকরণ কালে লালগু, লিচেনবর্গ, পোয়াঁসিনে, প্রস্পেরিন্ হার্শেল প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ এইরূপ পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন ।

ইন্দ্রের পক্ষ হইতে আমার আপিলের মর্ম্ম এই, এখন সাহিত্য-পরিষদ কি বিচার করেন, বলিতে পারি না । পরিষদ বিচারকালে অবশ্য বিবেচনা করিবেন যে, অদ্যাপি বাঙ্গালা ভাষায় এক খানিও জ্যোতিষ নাই, এখন নেপত্বনের একটি সার্থক বাঙ্গালা নাম দিলে কোন গোলযোগের আশঙ্কা হইতে পারে না ; আশঙ্কাই বা কেন হইবে ? মরকুরিকে বুধ, বিনস্কে শুক্র, মার্সকে মঙ্গল বলাতে এখনই বা কি অনিষ্ট ঘটিতেছে ? যাহা হউক, ইন্দ্রের কপালে কি আছে, দেখা যাউক ; ইন্দ্রকেও কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় ; “নমন্তুঃ কর্ম্মভোযেভ্যো বিধিরপি ন প্রভবতি ।”

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রস্তাবিত শব্দসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে । তাঁহার জিনিস, পরকোলা কলম, হাওয়া, চারিটিই পারসী ; তাহা হউক, জাতির জন্ত জাতি যায় না, দোষের জন্ত জাতি যায় । জিনিস ও হাওয়ার যথেষ্ট বাঙ্গালা আছে, অতএব

ও দুটি না হইলেও চলে, এবং জিবেদী বাবু উহাদিগের মায়া ছাড়িলেও ছাড়িতে পারেন। কিন্তু পরকোলা ও কলম, এই দুইটি শব্দ বড় মান লাগিয়াছে, যখনই অপবাদে এ দুইটিকে বিসর্জন দেওয়া কর্তব্য নহে। পরকোলা যদিও কাচ মাত্র বটে, তথাপি ব্যবহারতঃ ওটা যেন যাহা দিয়া দেখা যায়, তাহাতেই প্রয়োগ হয়; আর যাহাকে Pane বলেন, সে শিশা, যাহার অপভ্রংশ শাশী বা শার্শী; আয়নাও এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফলতঃ শিশা, আয়না, পরকোলা, কোনটারই পারিভাষিকত্ব নাই বলিয়া বোধ হয়, তাহার মধ্যে পরকোলার যাহা কিছু বিশেষত্ব আছে, তাহা এখনই বলা হইল।

প্রিজমের বদলে কলম কথা ব্যবহার করায় কোন দোষ দেখি না। কলম যে কি, তাহা আমরা সকলেই জানি; উহার শিরা তিন বা চারি হউক, তাহা খবরে আইসে না। তবে উহাকে আলোকে ধরিলে যে, উহার ভিতর দিয়া ইন্দ্রধনুর (রামধনুকের) বর্ণ দেখা যায়, তাহা আমরা ছেলে বেলা হইতে বেস দেখিয়াছি। শিরাল কাচ বলিলে বোধ করি, লক্ষণে কিছু দোষ পড়ে, কারণ যাহাতে বিস্তর শিরা আছে, তাহাকেই শিরাল বলি, যেমন কাঁটাল = কাঁটাল ফল (পনস) শাঁসাল, সারাল, দাঁতাল ইত্যাদি শব্দের ভাবের ত্রায় ভাব আসিতে পারে। কাঁটাল যেমন পুনসকে বুঝায়, তেমনই শিরাল শব্দে কামরাজ বা করমজা বুঝায়। অতএব কলমের উপর কলম চালাইবার পয়োজন দেখি না।

সংস্কৃত জ্যোতিষ হইতে সংলিখিত শব্দ সম্বন্ধে কোন কথাই হইবার সম্ভাবনা নাই; কেবল দুই এক স্থলে সন্দেহ আছে। যোগেশ বাবুর সংগৃহীত সকল শব্দই সুন্দর ও সুসঙ্গত; যাহা হউক, যে গুলিতে যতভেদের সম্ভাবনা, সেইগুলি নিম্নে লিখিত হইল। কোন কোন স্থলে আমার পড়া দুই টি শব্দও দেওয়া গেল। আমার উপভ্রান্ত শব্দগুলির দক্ষিণে পতঙ্গ + চিহ্ন রহিল।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের তালিকা।

Adjacent	সংস্কৃত, (চাপজাতা ত্রিভুজ সাধনের লর্ড নেপিয়ারকৃত সঙ্কেতে যে Adjacent ব্যবহৃত) বাপুদেব।	Andromeda	অন্তর্মদা।
Aerolite	বোমাম্ম +।	Angle of the Vertical	ফুট গর্তকোণ ** ; ভৌগোলিক ও ভূ-কেন্দ্রিক কোণ-দ্বয়ের যে অন্তর, তাহাকেই Angle of the vertical বলে, অর্থাৎ ভৌগোলিক অক্ষাংশ হইতে Angle of the vertical বিরোধ
Alcor	অরুদত্তী।		
Alcyon	কৃত্তিকার যোগতারা		
Aldebaran	রোহিণী।		
Alioth	মরীচি।		

	করিলে বিয়োগফল	Betelgeux	আর্জী ।
	ভূকেন্দ্রিক কোণ	Bootes	গোপাল + ।
	(ক্ষু টগর্ভ কোণ) হয়,	Camelus	ক্রমেল + ।
	ফলতঃ Angle of	Canopus	অগস্ত্য ।
	the vertical অক্ষাংশ	Canis	শ্বা ।
	শঙ্কুজি + হইল ।	Capella	ব্রহ্মহৃদয় ।
Angular	চাপায়ক বা চাপীয় ।	Cassiopeia	কাশ্মপেয়ী ।
Angular motion	গতিলিপ্তিকা ; চাপীয়া গতি ।	Centaurus	মহিষাসুর + ।
Antares	জ্যেষ্ঠা ।	Cepheus	কপেয় ।
Aphelion	মন্দোচ্চ (ভৌমাদির) । ইউরোপীয় জ্যোতিষে এই শব্দ পুনঃ পুনঃ দেখা যায় । অতএব ইহার অর্থানুসারে অপহেলিক + শব্দটি চালাইলে ভাল হয় ।	Complement	কোটি ।
	মন্দোচ্চ (রবিচন্দ্রের) অপপার্শ্বিক + ।	Conic Sections	স্থিতিছেদ । বৃত্ত ব্যতীত ellipse, parabola, hyper- bola এই তিনটি শব্দের বাঙ্গালা দাঁড়া- ইতেছেন না । Ellipse এব বাঙ্গালা বৃত্তাভাস যদিও বেশ চলি- তেছে, তথাপি অনেকেই নূতন শব্দ আনিয়া উহাকে স্থান- চ্যুত করিবার সবি- শেষ চেষ্টা পাইতে- ছেন, parabolaর বদলে ক্ষেপণী ও কম জোরে চলিতেছেন না, তথাপি উহার আর একটি বাঙ্গালা শব্দ রচিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে । Hyper- bolaর বাঙ্গালা দেখিনা ; উহার
Apogee			
Arcturus	স্বাতী ।		
Argo	নৌ ।		
Argument	উপকরণ । উপাদান ।		
Asymptote	স্পর্শপৃষ্ঠিকা + । যে রেখা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ও স্পর্শ করিতে অক্ষম । বস্তুতঃ এটি ভাব্যমরেখার স্পর্শিনী ।		
Auriga	শাকটিক ।		
(ডেন্টা) Aaurigæ	প্রজাপতি ।		
Belt of Orion	ইষকা ( অমরকোষ ) ইহাকে অগ্রহায়ণের উপবীতও বলে ।		

স্থানে আমি, ভান্নম  
 রেখা চলে কি না,  
 দেখিতে প্রার্থনা  
 করি। ভান্নমরেখা  
 অর্থে Loos of the  
 extremity of a  
 Gnomon's sha-  
 dow । যেমন Path  
 of a projectile  
 পেরাবোলা বলিয়া  
 উহার বাঙ্গালা ক্ষে-  
 পণী করা হইয়াছে,  
 তেমনই শঙ্কুছায়ার  
 চলঅন্ত Hyperbola  
 হয় বলিয়া উহাকে  
 ভান্নম রেখা বলিতে  
 বলি। ভান্নম রেখাটি  
 স্তিক ভা শব্দে  
 । ইচ্ছা হয়  
 ষাট, Rhyme ও  
 Reason অর্থাৎ  
 যমক এবং যুক্তি  
 একাধারে লাভ  
 হউক, কিন্তু তাহা  
 প্রায়ই ঘটে না,  
 নচেৎ যদি উক্ত  
 রেখাত্রয়ের ক্ষেত্র  
 থাকিত, তবে সম-  
 ক্ষেত্র, অবক্ষেত্র, এবং  
 অতিক্ষেত্র, এই তিনটি  
 শব্দ শুনিতে বেশ  
 লাগিত এবং ব্যাকৃত

## Constellation

স্থীছেদ অনুসারে  
 উহাদের সমস্ত, অপক্স  
 ও অতিক্স বেশ  
 খাটিত । তেমনই  
 অপবৃত্ত, পরাগুবৃত্ত ও  
 প্রত্যগুবৃত্ত, এই  
 তিন শব্দ প্রতিমধুর,  
 ও সার্থক, কিন্তু অদৃষ্ট  
 বশতঃ Ellipse ভিন্ন  
 অপর দুইটির বৃত্তত্ব  
 নাই । Ellipse  
 অথগুবৃত্ত ; Para-  
 bola ও Hyper-  
 bola খগুবৃত্ত ।  
 তাই বলি Ellipse  
 যেমন বৃত্তভাস  
 আছে, তেমনই থা-  
 কুক, Parabola  
 ক্ষেপণীই থাকুক,  
 কেবল Hyperbola  
 ভান্নমরেখা হয় কি  
 না, তাহারই বিচার  
 করুন।  
 নক্ষত্র \* \* ।  
 Constellation কে  
 নক্ষত্র করিলে Lu-  
 nar mansion কে  
 হবে ? Censtella-  
 tionএর মধ্যে যে  
 গুলি রাশিচক্রস্থ,  
 সে গুলিকে রাশিই  
 বলা হয় এবং অব-

	শিষ্টে গুলিকে উপ- রাশি শব্দ দ্বারা দ্যক্ত করা হয় ( ১৮০৩ খৃঃ অঃ এর Asiatic So- ciety's Research দেখুন ) ।
Co-tidal-line	সমসাময়িক উচ্ছ্বাস রেখা + ।
Corona (Constella- tion)	কিরীট + ।
Crocyus	হস্তা ।
Curtate	খর্ব্বাকৃত + ।
Cygnus	রাজহংস + ।
( বিটা ) Delphini	শ্রবিষ্ঠ, ধনিষ্ঠা ।
Density	ঘনতা, সান্দ্রত্ব + ।
Differential and in- tegral Calculus	ব্যাস ও সমাস গণিত । এই দুইটির যত প্রকার বাঙ্গালা দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে যোগেশ বাবুর রচিত ব্যাস ও সমাস গণিত সৰ্ব্বাপেক্ষা উত্তম বোধ হয় । আমি কেবল এই অনুবোধ করি যে, Calculusএর ঠিক অর্থ বজায় রাখিবার জন্ত উহাকে গণিত না বলিয়া খড়ী বলুন ; খড়ী = গণিত ; যেমন সদা-

	শিব খড়ীর অর্থাৎ গণিতজ্ঞ, শুভকর খড়ী অর্থাৎ তাহার কৃত অক্ষ ।
*Detonating meteors	নির্ঘাত ?
Dip of the horizon	অবপাত + ।
Direct (as a planet)	মার্গী ।
Directrix	অক্ষ । সত্য সত্যই কি মহামহোপাধ্যায় দ্বিবেদীজী Direc- trixকে অক্ষ করি- য়াছেন, না যোগেশ বাবুর দেখিবার ভুল ? অক্ষ শব্দে যত রকম অর্থ দেখিতে পাই, তাহার কোনটাই তো Directrix বুঝায় না । অক্ষের মধ্যে Directrixএর সম্বন্ধ কি ? যাহার উপর ঢাকা ঘুরে সেই অক্ষ ; যেমন “আম অথ চক ভাগি গেলা”, আমার অক্ষ চক্র ভাগিল ; ঢেঁকীর আকশলী, ঢেঁকীর অক্ষশলা, — যাহার উপর ঢেঁকী ঘুরে । Directrix = Go- verness অনুশা- সিনী + এবং এই অর্থে ব্যাকৃত হুটী-

	ছেদে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে ; অতএব অক্ষ যাউক Axisএ আর Diretrixএর অর্থ অনুশাসিনী ইউক ।		leus ভে উত্তম স্থান ।
Dispersion	বিচ্ছারণ ; বিচ্ছারণ কি করিয়া হইল ? Dis- persion = state of being scattered or seperated. বিচ্ছারণ্য মহাশয়ের “পদার্থ বিচ্ছার” প্র- তিক্ষিপ্ত শব্দ ২১ বৎসর চলিতেছে ।	Geocentric Gibbous Heliocentric Hyperbola Inferior planets Jupiter's belt Latus rectum	= ভূকেন্দ্রিক । কুণ্ডিত, নানরত । = হেলিকেন্দ্রিক । Conic Sections দেখুন = অবর গ্রহ = বন্দ * * কোটিবন্দ । = উভেজনী ; Focus যদি অধিশ্রয়ণ হয়, তবে Latus rec- tumকে উভেজনী ( poker ) বলা যাইতে পারে কি ? নচেৎ Rectum = Right, Latus = Side এতদ্বারা কিছু অর্থলাভ হয় না ।
Draco	তক্ষক ।।		
Dubhe	ক্রতু ।।		
Ellipse	Conic Sections ( )	Libration of the moon	= পরিলম্বন ; এ শব্দ দ্বারা কি দাড়ী পাল্লায় একটু এদিকে ও দিকে ঝুকিয়া পড়া বুঝায় ? আমি তুলা- য়ণ + কথাটি পরীক্ষা করিতে অমুরোধ করি। To librate তুলয়তি ।
Epoch	অ-ধি । (বাপুদেব) ।		
Equinoctial colure	ক্রান্তিপাতবৃত্ত কেন ? সিদ্ধান্তীরা “ পাতপ্রোতবৃত্ত ” বলেন ।		
Focus	= নাতি ; ৫০:৫১ বৎসর হইল ৬ বিদ্যা মাগর মহাশয়ের অধিশ্রয়ণ চলিতেছে । Focus অর্থে উন্ন বা চুলা । অধিশ্র- য়ণ অর্থেও তাই । নাভির পক্ষে nuc-	Longitude terres- trail in arc	= তুলাংশ ; কমলাক- রের এশব্দটি কোথা হইতে আসিল,

	বলিতে পারি না, তিনি মুসলমান সম্রাট আওরঙ্গজে- বের দাশত্বের ছিলেন, বোধ করি, তাঁহার পরিতোষার্থে তুলাংশ কথাটি কোন আরব পুস্তক হইতে লইয়া থাকিবেন। উজ্জয়ি- নীর পরিবর্তে তাঁহার খালিদত্ত যেমন, “চাপীয় দেশান্তর” + পরিবর্তে তুলাংশও তেমন । তুলাংশ কোন আরবী কথার তরজমা হইবে।	Navis Nebula	উহাদিগকে চক্ষাসন্ন তারার বলিলে চলেনা? নৌ। গণক-কেতু তারার- পুঞ্জ-নিকাশ। এই জুইটি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না; তবে কি বিদ্যাসাগ- রের নীহারিকা বিস্তৃতি সাগরে নিমগ্ন হইবে? আর পরিবদ কুলে দাঁড়াইয়া এই শোকাবহ ব্যাপার নিশ্চেষ্ট ভাবে অকা- তরে দেখিবেন?
Mirak	= পুলহ।	Normal	লম্বিনী + প্রতিম্প- শিনী + বা মাটামী +।
Mizar	= বশিষ্ঠ।	Oblique angl 1	অজাত্য। (সৈদ্ধান্তিক)
Mock sun	= প্রতি-সূর্য্য, ভাস্কর্য্য কোথা দেখিয়াছি।	Oblique ang 4 spherical tri- gle	চাপাজাত্যত্রিভুজ (সৈদ্ধান্তিক)
Moon culminating stars	= চক্ষুগ্রস্ততারার * * যে সকল তারা ও চক্ষু, প্রায় সমক্রান্তি এবং সমবিষুবংশ, এবং দেশান্তর নিরূ- পণ জ্ঞাত চক্ষুসহ যাহা দিগের বেধের প্রয়ো- জন, সেই সকল তারার- কেই তো moon culminating star বলে, তাহা হইলে	Occultation Opposite	অস্তগমন * ; চক্ষু- কর্তৃক তারার যে আচ্ছাদন বা গ্রাসন তাহাই তো Occul- tation. অস্তগমন কি Heliocal set- ting নহে? পৃথগৃহ। চাপজাত্য ত্রিভুজ সাধনে লড- নেপিয়ারের সঙ্কেতে যে Opposite শব্দ।

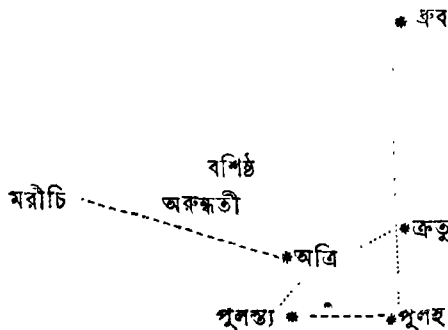
Orion	অগ্রহায়ণী, বটু কালপুরুষ, দত্তাত্রেয়, প্রজাপতি যজ্ঞ । মর বাল গঙ্গাধর তিলকের "The Orion দেখুন"	Refraction	বক্রীভবন, বক্রণ বিদ্যারণ্য মহাশয়ের আলোক বিবর্তন ২১ বৎসর যাবৎ নির্ঝিবাৎ চলি- তেছে ।
Parabola	Conic Sections দেখুন ।	Regal	বটুস্তম্ভ ।
Pegasus	ভাদ্রপদ ।	Retrograde ( planet )	বক্রী ।
Perigee	অনুপার্থিব +	Right angled triangle	জ্যোতির্ভুজ ( সিদ্ধান্ত ) ।
Perpendicular	লম্বা, খাড়া শব্দটি মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিলে আরাম বোধ হয় ।	Right angled spherical triangle	চাপজ্যোতির্ভুজ
Persues	পারসিক ।	Saturn's ring	উপবীত * * উষ্ণীষ+ বা দামলা Orion বটু, এবং তাহার Belt উপবীত । মর বাল গঙ্গাধর তি- লকের The Orion দেখুন ।
Perturbation	মার্গান্তর, মার্গান্তর গতি, বিক্ষোভ + । যি দাভ ব্যবহার কর কারণ পরি- র পূর্ক পত্রিকায় দেখাইয়াছি ।	Shadow	ভা, তম ; ছায়া কি দোষ করিল ?
Penumbra	অবতম ; — বহুকাল পর্যন্ত উপচ্ছায়া চলিতেছে ।	Sirius	মৃগবাধ, লুক্ক ।
Photosphere	তৌজোমণ্ডল * দীপ্তিকোষ + ।	Solstitial colures	অয়নান্ত বৃত্ত * * অয়ন প্রোতবৃত্ত ( সিদ্ধান্ত ) ।
Procyon	প্রশ্না ।	Spectrum	বর্ণ লেখা, বর্ণপটিকা+
Radial force	প্রাণিক বল । Ra- dus vector চল- কর্ণ বা শ্রবণ ।	Spica	চিত্রা
Reflection	মূর্ত্তণ, প্রতিফলন ব্যবহার হইতেছে ।	Spiral	শঙ্খাবর্ত্ত যেমন সার্থক, দ্বিবেদীজীর দর্পিল সেৱগ নহে, সর্পের

	গতিতে spiral স্ব নাই, স্থিতিতেও সে তাবের কিঞ্চিৎ অভাব দেখি ।	Sub-normal	অবলম্বিনী + বা জের মাটামী + ; জের মাটা মীটা পারসী হইয়া গেল ।
Sword of Orion	দণ্ড ।	Superior planet	প্রবর গ্রহ + ।
Stars binary	দ্বিতারা * * যুগল- তারা + ।	Suppliment	স্পর্কী (বাপুদেব) ।
„ double	যুক্ততারা * * দ্বিতারা + ।	Subtangent	অপস্পর্শিনী + ।
Stars variable	চঞ্চল তারা ** বহরুপা তারা + ।	( বিটা ) Tauri	অগ্নি ।
Statement ( of question )	ন্যাস ।	Tropics	রবিকর্ষা প্রদেশ ** । অয়নান্তবৃত্ত(সিদ্ধান্ত) ।
Stationary	বিকলা গতি ; ইহা অপেক্ষা মহাশ্মা চন্দ্র- শেখরের স্তম্ভিতা ভাল ।	Ursa major	সপ্তর্ষি, চিত্র- শিখণ্ডী (ক) ।
		Ursa-minor	শিশুমার, ক্রবমংস্ত্র
		Vega	অভিজিৎ ।
		( ডেল্টা ) Virgins	আপঃ ।
		( আই ওটা ) Virgins	অপামবৎস ।

১০৬ নং শ্রামবাজার ষ্ট্রীট,  
কলিকাতা। ১০ই আশ্বিন, ১৩০২ ।

শ্রীমাধবচন্দ্র চ গুপ্তাধ্যায় ।

( ক ) সপ্তর্ষি, ক্রতু, পুণহ, পুণস্ত্য, অত্রি, অঞ্জিরা, বশিষ্ঠ এবং মরীচি । ঋষিদিগের  
অবস্থান এইরূপ ;—



## কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন \* ।

ধর্মজগতের ইতিহাসে, ঈশ্বরের হস্ত দেখিয়া বিশ্বয়াবিত হইতে হয়। যখন লোকে সত্য পথ ত্যাগ করিয়া বিপথে গমন করে, তখন পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি করুণা প্রকাশ পূর্বক মহাপুরুষদিগকে প্রেরণ করেন। এই সকল ধর্মবীর অগ্রিময় বাক্য সমুহদ্বারা পথভ্রষ্ট ব্যক্তিগণকে প্রবোধিত করেন এবং নানা প্রকার সচুপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে সংপথে লইয়া যান। লোকের অন্তঃকরণে যে সকল কুসংস্কার দৃঢ় হয়, সেই সমুদয়কে নিশ্চূল করা তাঁহি জ বাপার নহে। এই জন্ত সেই সমস্ত ধর্মবীরগণকে কুসংস্কারসমূহের বিরুদ্ধে যোৱতর সংগ্রাম করিতে হয়। তাঁহাদের সাধু অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, অনেকে তাঁহাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করে। কিন্তু মেঘ কতক্ষণ সূর্য্যকে লুকাইয়া রাখিতে পারে? প্রবল বেগে পবন বহিলে মেঘ কোথায় উড়িয়া যায়, এবং তখন আপনার প্রভাব চারি দিকে বিস্তার করেন। সেইরূপ কুসংস্কার সকল তিরোহিত হয়, এবং সত্য উজ্জল প্রভাধারণ পূর্বক চারি দিক উদ্ভািত করে। যখন মুসা (Moses) এবং তাহার পরবর্তী মহাপুরুষগণ কর্তৃক প্রবর্তিত এক ঈশ্বরের উপাসনা ক্রমে বিকৃত ভাবধারণ করিল, তখন একজন ধর্মসংস্কারকের প্রয়োজন হইল। উপযুক্ত সময়ে ঈশা খ্রীষ্ট (Jesus christ) আবির্ভূত হইয়া, ইহুদী জাতিকে সংপথে ইয়া যাইবার জন্ত ধর্ম প্রচার করিলেন। আবার যখন ঈশা কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, লোকে তাঁহাকে এবং তাঁহার জননী ও প্রবান প্রবান ষাাকে পূজা করিতে আরম্ভ করিল, তখন আর একজন ধর্মবীরের প্রয়োজন হইল, এবং যথানময়ে মহম্মদ সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করিলেন। পাছে তাঁহার অনুবর্তিগণ তাঁহাকে ঈশ্বরের স্থানে বসায়, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, পরমেশ্বরই সকলের উপাস্ত; তিনি তাঁহার একজন ভৃত্য মাত্র। ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও ঈশ্বরের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে ধর্মবিপ্লবের প্রাক্কালে ধর্মবীর বুদ্ধদেব প্রাদুর্ভূত হইলেন, এবং আন্তরিক পবিত্রতা ও জীবের প্রতি অহিংসাকে পরম ধর্ম বলিয়া প্রচার করেন। আবার যখন তত্ত্ব সকলের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া লোকে ভ্রষ্টাচারী হইয়া উঠিল, তখন পবিত্রতা এবং প্রেমের অবতার চৈতন্ত্য দেব সমুদিত হইয়া প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিলেন। ভক্তি ও দয়া চৈতন্ত্য দেবের মূলমন্ত্র ছিল। এই মন্ত্রের দ্বারা তিনি আপামর সাধারণকে দীক্ষিত করিলেন। চৈতন্ত্য দেবের অন্তর্ধানের পর, বৈষ্ণবদল প্রবল হইয়া উঠিল, শাক্তগণ তাহাদের দমন করিবার জন্ত বহু-পরিকর হইল। শাক্ত ও

\* পরিষদের ৩০ শে বৈশাখের মাসিক অধিবেশনে পঠিত ।

বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব হইতে লাগিল। এমন সময় ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদ সেন দেখা দিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি কালীর উপাসক হইয়াও, কৃষ্ণ ও কালীর একত্ব সাধারণকে বুঝাইয়া দিলেন।

সাধুদিগের আবির্ভাবের মধ্যে ঈশ্বরের আর একটী কার্য্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ জাত্যাংশে নীচ হইয়াও পৃথিবীর বড় বড় লোক কর্তৃক পূজিত হইতেছেন, এবং কেহ কেহ তাঁহাদের সময়ের আচরিত কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও, ধর্ম্মরাজ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। ঈশা সূত্রধরের পুত্র ছিলেন। মহম্মদ দোকানদারের পুত্র এবং নিজে মেঘপালক ছিলেন, কিন্তু ইহাদের ধর্ম্মজীবনের এমনি প্রভাব ছিল যে, কত শত সম্রাট, রাজা এবং বড়লোক, ইহাদের সমক্ষে মস্তক অবনত করিতেছেন। ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমাদের অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আ বিভিন্ন জাতিতে আবদ্ধ। লোকে হীনজাতি-সম্ভূত সাধুগণকে ব্রাহ্মণোচিত সম্মান প্রদান করিয়াছে। দক্ষিণপথে তুকারাম এক জন শূদ্র ছিলেন, কিন্তু তিনি বেদপ্রতিপাদ্য উপদেশ সকল আপামর সাধারণের সমক্ষে প্রচার করিতেন। যদিও ব্রাহ্মণগণ প্রথমে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, শেষে তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে হইয়াছিল, এবং বলিতে কি, তাঁহাদের মুখপাত্র রামেশ্বর ভট্ট, যিনি তুকারামকে বৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিয়াছিল, তিনি এই মহাপুরুষের এক জন বিখ্যাত শিষ্য হইয়াছিলেন। অবিক আর কি বলিব, বর্ত্তমানসময়ে দক্ষিণপথের লোকের কাছে তুকারাম পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। তুকারাম ত এক জন সংশূদ্র ছিলেন। কিন্তু দেখুন, রয়দাসী নামক একটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ঈশ্বর, রয়দাস এক জন চর্ম্মকার ছিলেন, অথচ চিতোরের রাণী ও অনেক গুলি ব্রাহ্মণ তাঁর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রসাদী অন্ন ভোজন পূর্ব্বক আপনাদের বন সার্থক জ্ঞান করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব জাতিতে ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি মুসলমানদিগকে স্বীয় দলভুক্ত করিয়াছেন। অথচ তিনি বর্ত্তমান সময়ে, অনেকের ন্যায় একটু দেবতার আশ্রয় পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। এই সকল সাধুদিগের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে অস্তঃকরণ আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া থাকে। অদ্য আমরা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের উজ্জ্বল চরিত্র ও কীর্ত্তি আপনাদের সমক্ষে বিবৃত করিব।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তাঁহার অক্ষয় কাব্যের এক স্থলে বলিয়াছেন—“চারি সমাজের পতি, কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি”। এই কতিপয় সমাজের মধ্যে কুমারহট্ট নামে একটী সমাজ ছিল। অনেকগুলি শাস্ত্রবেত্তা চিকিৎক এবং বদান্ত ব্যক্তি কুমারহট্টে অবস্থিত করিতেন বলিয়া, ইহা রাজপ্রদত্ত সমাজ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের আবাস স্থান বলিয়া ইহা অধিকতর খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

ভারতবর্ষ এক সময়ে অনেক বিষয়ে সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে সকল মহাপুরুষদিগের প্রতিভায় ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত হইয়াছিল, তাঁহাদের

জীবনযাত্রা সঞ্চলন করিবার জন্ত কেহই যত্নবান্ হইবেন নাই। এই মহানুভাবগণ যশের প্রার্থী ছিলেন না। তাঁহারা আপনাদের যত্নে সাধারণের মঙ্গল হইলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। কাহ্না কর্তৃক ইহা সম্পাদিত হইল, সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না। এই জন্ত আমরা দেখিতে পাই, কত প্রাচীন গ্রন্থে গ্রন্থকর্তাদের নাম নাই। আবার দেখিতে পাই, কেহ কেহ তাঁহাদের প্রস্তাবিত বিষয় সাধারণের আদরণীয় হইবার আশায় আপন নাম গোপন করিয়া খ্যাতনামা গ্রন্থকারদিগের নামে সেই সমুদায় প্রচার করিয়াছেন। এতদ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, তাঁহারা নাম চাহিতেন না, তাঁহাদের প্রস্তাবিত বিষয় অথবা উপদেশ সকল সাধারণে গ্রহণ করে, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল। তাঁহারা ত তাঁহাদের আত্মলোপের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমাদের যে, হুংখ রাখিবার স্থান নাই।

এদের রচিত গ্রন্থাদি অপেক্ষা তাঁহাদের জীবনের ঘটনা সকল অবগত হইয়া, কত শিক্ষা লাভ করিতে পারিতাম। আবার, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া মনোমধ্যে কত আনন্দ লাভ করিতাম। অতি প্রাচীন কালে ভারতে সাধু পুরুষগণের মধ্যে এইরূপ আত্ম-গোপনরূপ প্রচলিত থাকলেও মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয়সময়ে তদেখে ইতিহাস লিখিবার ও সাধুদিগের চরিত্র সঞ্চলন করিবার পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। প্রত্যেক রাজার সময়ে রাজ্যের ইতিহাস লিখিত হইত। ইহা বখার নামে প্রসিদ্ধ। এই বখার সকল হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ইতিহাস সঞ্চলিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক সাধুর জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে। বিখ্যাত মহীপতি অনেকগুলি সাধুর জীবনী একত্র সঞ্চলন করিয়াছেন। আবার, জ্ঞানদেব হইতে দেব মানলেন্দা পর্যন্ত সাধুগণের জীবনী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের দক্ষিণাপথবাসী ভ্রাতাদের এই কার্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে অন্তঃকরণ যেমন আনন্দে ফুল্ল হইয়া উঠে, বঙ্গদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের তেমন ত্রিয়মাণ হইতে হইবে। বিগত দুই শতাব্দীর মধ্যে কত সাধু ও কবির আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু হুংখের কথা এক বলিবে, তাঁহাদের জীবনী কেহই লিপিবদ্ধ করেন নাই। সুবিখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় অনেক অল্পসন্ধান করিয়া, কতিপয় কবির জীবনের কতকগুলি ঘটনা সংগ্রহ পূর্বক তৎসম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ইহাদের মধ্যে এক জন। তাঁহার স্বর্ণারোহণের প্রায় এক শত বৎসর পরে সেই সংগ্রহটী প্রকাশিত হইয়াছিল। গুপ্ত মহাশয়ের পরে দয়ালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও এতদ্বিষয়ে সমধিক অল্পসন্ধান করিয়া কবিরঞ্জনের কবিতাসমূহ প্রকাশ করেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁহার একটা সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করেন।

✓ অহুমান ১১২৫ এবং ১১৩০ বঙ্গাব্দের মধ্যে রামপ্রসাদ সেন হালিসহর কুমারহাট গ্রামে বৈদ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি নিজের এবং নিজ বংশের পরিচয় স্বয়ংই দিয়াছেন। রামপ্রসাদ স্বরচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে কুন্তিবাস সমৃদ্ধিশালী, এবং নানাগুণে ভূষিত ছিলেন। ইনি দানশীল, দয়ালবান, শিষ্ট,

শাস্ত্র” ছিলেন এবং ইহার কীর্তি চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইহার পর অনেকগুলি “সর্বগুণযুত” ব্যক্তি এই বংশকে উজ্জ্বল করেন। অবশেষে রামেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রামপ্রসাদের পিতামহ ছিলেন। ইনি “সরলহৃদয়” ছিলেন। পরে তাঁহার পিতা রাম রাম জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার সত্বে রামপ্রসাদ বলিয়াছেন যে, ইনি “মহাকবি” এবং “গুণধাম” ছিলেন। এই কাব্যের আর এক স্থলে, রামপ্রসাদ তাঁহার ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র এবং কন্যাদিগের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে রামহুলালনামে এক পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরীনারী দুইটি কন্যার উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রামমোহন নামক আর একটি পুত্র ছিল। সম্ভবতঃ ইনি বিদ্যাসুন্দর লেখার পর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামমোহনের প্রপৌত্র গোপালকৃষ্ণ সেন কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন। ইনি হালি-সুহর ত্যাগ করিয়া বিষয়কর্মের চেষ্টায় কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদের পিতা রাম রাম সেন সম্ভতিপন্ন ছিলেন না। তথাপি তিনি তাঁহার পুত্রকে উত্তমরূপে লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ফারসী এবং হিন্দীতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার জাতীয় ব্যবসায় গ্রহণ করেন নাই। অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃদেবের দেহাত্যয় হয়। এই সময়ে সংসারের গুরু ভার তাঁহার উপর নিপতিত হয়। রামপ্রসাদের মন ধর্মপ্রবণ ছিল। বিষয়সুখ তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। অল্প বয়সেই তাঁহার কবিত্বশক্তির বিকাশ হয়, বিষয়নবা করিবার ইচ্ছা না হইলেও, কর্তব্যের অনুরোধে তাঁহাকে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিতে হইল। বাইশ বৎসর বয়সে তিনি বিষয়কর্মের অনুরোধে জন্ম কলিকাতায় আগমন করেন। এই স্থানে তিনি এক জন ধনী ব্যক্তির গৃহে মুহুরীর কর্ম পাইলেন। রামপ্রসাদ জমাখরচের হিসাব রাখিতেন। কিন্তু এ কার্য তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি প্রায় দিন কার্য শেষ করিয়া, খাতার যে যে স্থান খালি পাইতেন, সেই সেই স্থানে দেবতাদের নাম এবং স্বরচিত সঙ্গীত লিখিয়া রাখিতেন। একদা উল্লিখিত ধনী ব্যক্তির কার্যাদ্যক্ষ কার্যালয়ে আগমন পূর্বক রামপ্রসাদ কর্তৃক লিখিত হিসাবের খাতা দেখিলেন; দেখিয়া রামপ্রসাদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ভৎসনা করিলেন। ইহাতেও তাঁহার ক্রোধশান্তি হইল না। তিনি কর্তার নিকটে গিয়া সবিশেষ বলিয়া, রামপ্রসাদকে কর্মচ্যুত করিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। ধনী ব্যক্তি খাতা খানি দেখিলেন, এবং এক একটি করিয়া যেমন সংগীত গুলি পড়িতে লাগিলেন, রামপ্রসাদের ধর্মভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তিনি আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিম্নোক্ত গানটী তাঁহার নয়নগোচর হইল :—

আমায় দেও মা তবীলদারী।

আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী ॥

পদ-রত্নভাণ্ডার সবাই লোটে, ইহা আমি সহিতে নারি ॥

ভাঁড়ার জিন্মা যার আছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি ।  
 শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিন্মা রাখ তাঁরি ॥  
 অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর, মা গো তবু শিবের মাইনে ভারি ।  
 আমি বিনা মাইনের চাকর কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী ॥  
 যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি ।  
 যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে ত মা পেতে পারি ॥  
 প্রসাদ বলে অনন বাপের বালাই লয়ে আমি মরি ।  
 ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥”

এই পদটি পাঠ করিয়া গৃহস্থানী একবারে মোহিত হইলেন । ইহার অপূর্ণ ভাব হৃদয়-  
 জন্ম করিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, রামপ্রসাদ সামান্য ব্যক্তি নহেন এবং সামান্য মুহুরী-  
 গিরি তাঁহার কার্য্য নহে । তিনি বিশ্বেশ্বরের প্রকৃত কিস্কর, তাঁহার সেবায় জীবন যাপন  
 করাই তাঁহার প্রকৃত কার্য্য । গৃহস্থানী যেমন ধর্ম্মপ্রবণ, তেমনি বদান্য ছিলেন । তিনি  
 রামপ্রসাদকে ডাকাইয়া বলিলেন—“পার্থিব-প্রভুর কার্য্যে তোমার অমূল্য জীবন নষ্ট  
 করা উচিত নহে । তুমি/যে ব্রহ্মময়ীর পদ-রত্ন লাভের জন্ত বাগ্ন হইয়াছ, বাহাতে তাহা  
 প্রাপ্ত হও, সেই কার্য্য কর ; তোমার ধর্ম্মপথে আমি কণ্টকস্বরূপ হইব না । তুমি মুহুরী-  
 গিরি কার্য্য হইতে অন্যসর গ্রহণ কর, এবং তোমার অবশিষ্ট জীবন পরমায়ার চিন্তায়  
 অতিবাহিত কর । সংসারমাত্রা নির্বাহের জন্ত তোমাকে অর্থোপার্জন করিতে হইবে না ।  
 তুমি যত দিন জীবিত থাকিবে, আমি তোমাকে প্রতি মাসে ৩০ টাকা করিয়া দিব ।”

চাকরি হইতে অব্যাহত পাইয়া, রামপ্রসাদ তাঁহার বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন ।  
 তিনি তত্ত্বমতাবলম্বী ছিলেন, এবং সেই পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার বাটার মধ্যে পঞ্চমুণ্ডী  
 আসন প্রস্তুত করিয়া, তার উপর উপবেশন পূর্ব্বক শক্তির উপাসনা করিতে লাগিলেন ।  
 কথিত আছে যে, অবস্থাকার উপাসনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহার ভাব-পূর্ণ  
 পদগুলি তাঁহার উপারনাকার্য্যে সমধিক সাহায্য করিত । তিনি এই সকল সঙ্গীত গাইয়া  
 যেমন আপনি সন্তোষ লাভ করিতেন, তেমনি সাধারণকে মোহিত করিতেন । তিনি  
 যে, গৃহে বসিয়া সঙ্গীত রচনা করিতেন, এরূপ নহে । পথে ঘাটে ভ্রমণ করিতে করিতে  
 যে কোন ঘটনা তাঁহাকে আকর্ষণ করিত, তাহাই অবলম্বন করিয়া পদ রচনা করিতেন । এরূপ  
 বলা যাইতে পারে যে, সরস্বতী তাঁহার মুখাগ্রে অবস্থিতি করিতেন । তিনি ইচ্ছা  
 করিয়া মাত্র তাঁহার মুখ হইতে সন্তাবপূর্ণ রসময়ী পদাবলি বহির্গত হইত । ✓

সঙ্গীত ব্যতীত রামপ্রসাদ কয়েক খানি কীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন । যথা, শিবকীর্ত্তন,  
 কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন । এতদ্ভিন্ন সীতাবিলাপ নামক একটা কবিতা তাঁহার রচিত বলিয়া  
 তদীয় কবিতাবলির মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে । কিন্তু ইহা তাঁহার রচিত কি না, তদ্বিশয়ে  
 সন্দেহ আছে । বাহা ইউক, ক্রমে রামপ্রসাদের স্মৃতিচিহ্ন চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইল ।

লোকে দলে দলে আসিয়া তাঁহার সঙ্গীত মঙ্গমুগ্ধের ভ্রায় শ্রবণ করিত এবং বিদায় কালে তাহা লিখিয়া লইয়া যাইত। এই প্রকারে তাঁহার পদগুলি বঙ্গদেশের সকল স্থানে প্রচারিত হইল। অনেক যাত্রা ও কীর্তনওয়ালাও তাঁহার নিকটে আসিত; সম্ভবতঃ তাহাদের অনুরোধে রামপ্রসাদ উল্লিখিত কয়েকটা কীর্তন রচনা করিয়াছিলেন।✓

এই প্রকারে রামপ্রসাদ তাঁহার পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যে, মাসিক বৃত্তি পাইতেন, তাহাতে তাঁহার ব্যয় নিক্রাহ হইত না। তাঁহার সন্তান সন্ততি জন্ম গ্রহণ করিতে, সাংসারিক ব্যয় বৃদ্ধি হইল। এ দিকে তিনি বদান্য ছিলেন। কাহারও ক্রোধ দেখিতে পারিতেন না। নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়াও, লোকের দুঃখ দূর করিতেন। জগজ্জননী তাঁহার সন্তানের দুঃখ দেখিয়া আর কত কাল স্থির থাকিতে পারেন? অবিলম্বে এমন একটা ঘটনা উপস্থিত হইল যে, তাহাতে রামপ্রসাদের সাংসারিক দুঃখ ঘুচিয়া গেল।

কুমারহট্ট রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় স্থান ছিল। তিনি এখানে একটা দেবমন্দির এবং প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে আসিয়া ঐ প্রাসাদে অবস্থিত করিতেন। নবধীপাৎপতি, হিন্দুধর্মের পরিপোষক ছিলেন, বিদ্বান্ ও ধার্মিক ভক্তিদিগের প্রতি তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। যেমন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্ন বিরাজ করিত, সেইরূপ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাতেও পঞ্চরত্ন শোভা পাইয়াছিল। রাম প্রসাদের যশঃসৌরভ চারি দিকে বিকীর্ণ হইল, কৃষ্ণচন্দ্র তাহা জানিতে পারিলেন। একদা হুমারহটে অবস্থিত কালে তিনি রামপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; তাঁহার সহিত সদা সঙ্গ করিয়া, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ তৃপ্তি লাভ করিলেন, সেইরূপ তদীয় সংগীত শ্রবণ করি মোহিত হইলেন। রাম-প্রসাদের অপূর্ণ ভক্তিময়ী কবিত্বশক্তিতে কুমারহট্ট তাঁহার নিত্য অধিকতর প্রিয় হইল। তিনি প্রায়ই ঐ স্থানে আসিতেন, এবং রামপ্রসাদের সহিত স্নেহে কথোপকথন করিতেন। কিন্তু ইহাতেও রাজার তৃপ্তিলাভ হইল না। রামপ্রসাদ সর্বদা তাঁহার কাছে থাকেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা হইল। এই অভিলাষ পূর্ণ করিবার দ্বারা তিনি তাঁহাকে রাজসভার এক জন সভ্য রূপে বরণ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রামপ্রসাদ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। বিশ্বজননীর কিঙ্কর হইয়া তিনি কি পার্থিব প্রভুর দাসত্ব স্বীকার করিতে পারেন? রাজা উদারচেতা ছিলেন। রামপ্রসাদ তাঁহার কথা রক্ষা করিলেন না বলিয়া, তিনি তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন না। প্রত্যুত, এই মহাপুরুষের স্বাধীন ভাব দেখিয়া, তিনি তাঁহার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রামপ্রসাদের সাংসারিক ক্লেশের বিষয় অবগত

তিনি তাঁহার এক শত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিলেন।✓

মঙ্গলেশ্বর রাজা ও ভূমি  
দিগের মঙ্গল কোতুকপ্রিয়  
কবি ও ভাড়া

কোতুকপ্রিয় ছিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা কবি ও  
বলি শুনিয়া, প্রভূত আমোদ পাইতেন। এই ভ্রাতৃ তাঁহারা  
ন দিয়া আপন প্রাসাদে রাখিতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয়

প্রসাদে গোপাল ভাঁড়ের কৌতুকপূর্ণ বাক্য শুনিয়া পুলকিত হইতেন। আবার যখন কুমারহুটে আসিতেন, সেই স্থানবাসী আজু গোঁসাইয়ের সহিত রামপ্রসাদের কবিতাকলহ বাবাইয়া দিয়া কৌতুক দেখিতেন। এই কলহের নমুনা স্বরূপ রামপ্রসাদের একটি সঙ্গীত এবং গোস্বামী মহাশয় কৃত তাহার প্রত্যুত্তর নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

মনরে আমার এই মিনতি ।

ভূমি পড়া পাখী হও করি স্ততি ॥

যা পড়াই তাই পড় মন, পড়লে শুনলে দুধি ভাতি ।

ওরে, জান না কি ডাকের কথা, না পড়িলে তৈয়ার স্ততি ॥

কালী কালী কালী পড় মন, কালীপদে রাখ স্ত্রীতি ।

ওরে, পড় বাবা আশ্বারাম, আশ্বজনের কর গতি ॥

উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও স্ত্রীতি ।

ওরে, গাছের ফলে কদিন চলে, কর রে চার ফলের স্থিতি ॥

প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন, শুন যুক্তি ।

ওরে, সে মূলে, কালী বলে, গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি ।

গোঁসাই কবির উত্তর :—

হয়োনো মন পড়া পাখী ।

ওরে বন্দী হলে হয় না সুখী ॥

পাখী : ১ তত্ত্ব ভুলে দিন বাবে পিঞ্জরে থাকি ।

ভূমি : ২ বলবে পরের বুলি পরমতত্ত্বের জানিবে কি ॥

ভবি : ৩ আছে মুক্তি ফলে, সে ফল উড়ে খাওগে দেখি ।

খেলে, মায়ার ফাঁদে পড়বে না আর, শমনব্যাধে দিবে ফাঁকি ॥

গোঁসাই কবির উত্তরটা উপযোগী হইয়াছে। ইহাতে কবিত্ব এবং ধর্মভাব, উভয়েরই সমাবেশ আছে। রামপ্রসাদ এক ভাবে মনকে পড়া পাখী হইতে অল্পরোধ করিয়াছেন। গোঁসাই কবি আর একটি ভাবের অবতারণা করিয়া, মনকে পড়া পাখী হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

এই রূপে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রামপ্রসাদের সহবাসে নানাপ্রকার সংপ্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিতেন। প্রসাদের সঙ্গীতগুলি তাঁহার কর্ণে সুধা বর্ষণ করিত। তিনি উহার উৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কবিরকে পুরস্কার স্বরূপ কিছু প্রদান না করিয়া, স্থস্থির থাকিতে পারিলেন না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে “কবিরঞ্জন” উপাধি দিলেন। ২ আছে যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি ৩, তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া, তাঁহাকে উপহার স্বরূপ অর্পণ করিয়াছি ৪। রাজা গুণগ্রাহী ছিলেন তিনি গুণশালী ব্যক্তির সমাদর করিতেন। ৫ আজু গোঁসাই রামপ্রসাদ অপেক্ষা অনেক

ন্যূন হইলেও, রাজার অমুগ্রহলাভের যোগ্য পাত্র ছিলেন। হয়ত পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন নিদর্শন নাই।

এক সময়ে রামপ্রসাদ তাঁহার সঙ্গীতপ্রভাবে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার হৃদয়াকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। একদা কুমারহটে অবস্থিতি কালে -রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নৌকাযোগে মুর্ষিদাবাদ অভিমুখে ভ্রমণ করিবার জন্ত আয়োজন করিয়া, রামপ্রসাদকে তাঁহার সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। স্বভাবের সৌন্দর্য্য মানবমাত্রকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ কবি এই সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়েন। রামপ্রসাদ এই প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মতি প্রদান করিলেন। যেমন ভাগীরথীর উপর দিয়া তরঙ্গী গমন করিতে লাগিল, রামপ্রসাদ সুরচিত অমৃতনিশ্চিন্দিনী গীতাবলি গাইতে লাগিলেন। যাহার কর্ণে এই মধুর স্বর প্রবেশ করিল, তিনিই মোহিত হইলেন। রাজার তরঙ্গী অনেক দূর গমন করিল, এমন সময়ে, মুর্ষিদাবাদের নবাব হাঙ্গামেবনার্থে তরঙ্গীঘোঁসে আসিতেছিলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, নবাব বাহাদুরের নৌকামনোমুগ্ধকর অনেক শ্রব্যে পূর্ণ ছিল। গায়ক ও গায়িকাগণ মধুর স্বরে গাইতেছিল; এমন সময়ে রামপ্রসাদের হৃদয়-স্পর্শী ধর্ম্মসুখ-পূরিত পদ নবাবের কর্ণে প্রবেশ করিল। অমনি ধর্ম্মের প্রভাবে আমাদের ধর্ম্মপ্রবণ কবির ক্ষমতা প্রকাশ পাইল। পার্থিব সুখ অতীত। অসার বলিয়া নবাবের নকট প্রতীয়মান হইল। লাংঘাবতী রমণীর গীত ধর্ম্মসঙ্গীতের কাছে পরাভব স্বীকার করিল। দূর হইতে রামপ্রসাদের গান শুনিয়া, নবাব তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তিনি রামপ্রসাদকে তাঁহার তরঙ্গীতে আসিয়া গান করিতে বলিলেন। রামপ্রসাদ নবাবের আজ্ঞা মানিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে এই ধারণা হইল যে, নবাব বাহাদুর মুসলমান, কালীনাম-সম্বলিত সঙ্গীত তাঁহার মনঃপূত হইবে না। এই বিবেচনা করিয়া, তিনি হিন্দী ভাষায় কোন সাংসারিক ভাবপূর্ণ একটা গান গাইতে আরম্ভ করিলেন। নবাব অমনি রামপ্রসাদকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, “আমি এ গান শুনিবার জন্ত তোমাকে আহ্বান করি ই। তুমি কালী কালী বলিয়া যে গানটা গাইতে ছিলে তাহাই গান কর।” রামপ্রসাদ ই গানটা গাইলেন। নবাব বাহাদুর উহা আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিলেন, শুনিয়া ক্রমাগত মোহিত হইলেন। অবশেষে, সম্মানসহকারে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। রামপ্রসাদ বীরের জ্ঞান। লোকে বাহার নামে সর্বদা সশঙ্ক থাকিত, রামপ্রসাদ, প্রিয় মুসলমানকে কালীনাম-সুখ পান করাইয়া মোহিত করিলেন। এই রামপ্রসাদের প্রকৃত জয়লাভ হইল।

কৃষ্ণচন্দ্র ব্যতীত অস্তান্ত বড় লোকও সঙ্গীত শুনিবার জন্ত রামপ্রসাদের নিকট গেলেন। তন্মধ্যে এই মহানগরের সুবিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ এক জন ছিলেন ইনি রামপ্রসাদের নিকট গিয়া, সমরোপযোগী নূতন সঙ্গীত শুনিতে চাহিতেন। রামপ্রসাদকে লইয়া পদ রচনা করিতে হইত না তাঁহার মুখ হইতে সঙ্গীত-স্রবণ হইত।

রাজা মহোদয় মনের আনন্দে তাহা পান করিতেন এবং ভক্তপ্রবরকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেন ।

রামপ্রসাদ প্রায়ই নিজ গ্রামে থাকিয়া সাধন ভজন করিতেন, এবং গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণকে তাঁহার রচিত সঙ্গীত শুনাইতেন । তবে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অমুরোধে কখন কৃষ্ণনগরে, কখন বা অপর কোন স্থলে ভ্রমণ করিতে যাইতেন । তিনি রীতিমত তীর্থ পর্য্যটন করেন নাই । একবার কাশীধাম দর্শন করিবার জন্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন । কিন্তু, ত্রিবেণীর নিকট গিয়া আর অগ্রসর হয়েন নাই । এতৎসম্বন্ধে একটা জনশ্রুতি আছে যে, অন্নপূর্ণার প্রত্যাশে পাইয়া, তিনি কাশীতে যাইতেছিলেন, পরে ত্রিবেণীতে পুনরায় প্রত্যাশে হইল যে, কাশীতে যাইবার প্রয়োজন নাই ! তাঁহাকে সেই স্থানে গান শুনাইলেই হইবে । যাহা হউক, রামপ্রসাদ গৃহে বসিয়া ব্রহ্মময়ীর চরণসেবাই এক মাত্র কর্তব্য মনে করিয়াছিলেন ।

তাৎপৰ্য্যটন না করিয়াও এই পবিত্র সাধনাতে সংযতচিত্ত হইলে ইষ্ট সিদ্ধ হইবে বলিয়া, তিনি মনে করিতেন । এতদ্বিষয়ে তাঁহার কয়েকটা সঙ্গীত এই :—

আমি কবে কাশীবাসী হব ।

সেই আনন্দ-কাননে গিয়ে নিরানন্দ নিবাসিব ॥

গঙ্গা ল বিষদলে, বিশ্বেশ্বর নাথে পূজিব ।

ঐ বারাগসী জলে স্থলে, মোলে পরে মোক্ষ পাব ॥

অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ লব ।

আর ব বম্ বম্ ভোলা বলে নৃত্য করে গাল বাজাব ॥

মন আমার যেতে চায় গো আনন্দ-কাননে ।

বট মনোময়ী, সাধনা কেন কর না এই মনে ॥

শিবকৃত বারাগসী, সেই শিব পদ-বাসী,

তব্ মন ধায় কাশী, রব কেমনে ।

অন্নপূর্ণা রূপ ধর, পঞ্চক্রোশী পদে কর,

নখজালে গঙ্গা মণিকর্ণিকার সনে ॥

দ্বিপদে অলক্ত আভা, অসিবরণার শোভা,

হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে ।

প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শাস্ত করা উপযুক্ত,

কিবা কাজ অভিযুক্ত, পুরী গমনে ॥

আর কাজ কি আমার কাশী ।

ওরে কালীপদ-কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ॥

কালীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি।

ওরে সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার দাসী ॥”

রামপ্রসাদ মনের আনন্দে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যশঃসৌরভ চারি দিকে বিকীর্ণ হইল। সকলেই তাঁহার সমাদর করিতে লাগিল। কিন্তু দর্শন-শাস্ত্রের সহিত ভক্তিশাস্ত্রের চিরকালই বিরোধ। দার্শনিক, তত্ত্বকে অবজ্ঞার ভাবে দেখিয়া থাকেন। অস্ত্রের কথা কি কহিব, স্বয়ং চৈতন্যদেবই, তাঁহার নবজীবন লাভ হইবার পূর্বে, বৈষ্ণবদিগকে নানা প্রকারে লাঞ্ছনা করিতেন। সুতরাং বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় দার্শনিক বলরাম তর্কভূষণ মহাশয় যে, রামপ্রসাদকে ঘৃণা করিবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। একদা রামপ্রসাদ তর্কভূষণ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহার কোন ছাত্রকে সযোজন করিয়া বলিলেন, “ঐ দেখ মাতালটা যাচ্ছে।” রাম-প্রসাদ কোন কথা বলিলেন না, কিন্তু নিয়লিখিত গান জুইটী গাইতে গাইতে গমন করিলেন :—

“ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুখা খাই জয় কালী বলে।

মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে।

গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তিমসলা দিয়ে মা,

আমার জ্ঞানস্বরীতে চুয়ায় ভাঁটী, পান করে মো’ মাতালে।

মূল মন্ত্র বস্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা মা ;

রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্কর্গ মে’

“রসনে কালী নাম রটরে।

মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছ জঠরে ॥

কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে।

এ কেবল বাদার্থ মাত্র, খুজুতেছে বট পটরে ॥

রসনারে কর বশ, শ্রামানামামৃত রস।

তুমি গান কর পান কর, সে পাত্রের পাত্র বটরে ॥

সুধাময় কালীনাম কেবল কৈবল্যধাম।

করে জপনা কালীর নাম কি তব উৎকট রে ॥

প্রতি রাখ সঙ্কণ্ঠে দ্বি অক্ষরে কর মনে।

প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া কালী বলে কাল কাট রে ॥”

বোধ হয়, ইহার পর তর্কভূষণ মহাশয়, রামপ্রসাদের প্রতি আর কোন প্রকার ঘৃণা-সূচক বাক্য প্রয়োগ করেন নাই।

রামপ্রসাদ কোন্ সময়ে মর্ত্য-লীলা সংবরণ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। অমুমান ১১৬৮ বঙ্গাব্দে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। কথিত আছে যে, আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, রামপ্রসাদ কালীর একটা প্রতিমা গড়িয়া রজনীযোগে তাহার পূজা করিলেন, এবং পর দিবস তাহার কয়েক জন প্রতিবাসীর সহিত সেই প্রতিমা থানিকে গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। কেহ জানিত না যে, রামপ্রসাদের শেষ দিন উপস্থিত। যে হেতু, তাহার দেহে কোন প্রকার পীড়ার চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। যাহা হউক, রামপ্রসাদ গঙ্গায় অবতরণ করিলেন, এবং এক গলা জলে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত চারিটা সংগীত গাইলেন। চতুর্থ গানটার শেষ চরণটা “মাগো, ও মা আমার দফা হলো রফা, দক্ষিণ হয়েছে” উচ্চারণ করিয়া মাত্র তাহার ব্রহ্মরন্ধু কাটিয়া গেল। তাহার পবিত্র আত্মা দিব্য ধামে যাত্রা করিল।

আমরা সংক্ষেপে রামপ্রসাদ সেনের জীবনী বিবৃত করিলাম। এখন তাহার কবিতাবলী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। আমরা তাহার রচিত বিদ্যাসুন্দরকে এই আলোচনার অন্তর্গত কবিলাম না, যে হেতু, এক জন ঐর্ষ্যাশালী ব্যক্তির মনোরঞ্জন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি উহা রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং উহাতে তাহার প্রাণের কথা নাই। যে কবিতা পাঠককে চরিত্র সংশোধনের উপদেশ দেয়, সার তত্ত্বসমূহ দ্বারা তাহার মনকে প্রবেশিত করে এবং বিশেষণের সহিত বিঘোষিত করিয়া, তাহার অন্তঃকরণকে সেই দিশপিতার দিকে লইয়া যায়, সে কবি সাহিত্যসংসারে পবিত্র এবং সমধিক আদরীয়। যুদ্ধের বৃত্তান্ত-পূর্ণ বা নায়কনায়িকার সম্বন্ধিত অসার আমোদময় কবিতা উহার নিকট পরাজিত হয়।

আদিম কাল হইতে কবিতা অতি পবিত্র ভাব ধারণ করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন কালে আমাদের পূর্ব পুরুষগণ কবিতায় পরমেশ্বরের স্তব করিতেন। প্রাচীন সময়ে অত্যাশ্রিত দেশেও উহার সম্মান। এ। ইসরেলবংশীয় দাউদ এবং অত্যাশ্রিত মহাত্মারা এই কবিতায় ভগবানকে ভাকিতেন। গ্রীষ্ম প্রভৃতি দেশের ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের আরাধনাকালে এই কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। যে বাক্য সম্ভাব প্রকাশ করে, তাহাই সকলের আদরীয়। প্রথম হইতেই বাক্য অতি পবিত্র ভাব ধারণ করিয়াছে। এই জন্ত সরস্বতী বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া পূজিতা। তাহার বাক্য সঙ্গীতে পরিণত হইয়া সমগ্র সংসার পবিত্র করিয়াছে। কিন্তু মানুষ কি পামর! এমন দেবতার সে অনাদর করিল! পবিত্র সংগীতকে অপবিত্রভাবে পরিণত করিল! মা সরস্বতীকে তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে দূর করিয়া দিল।

✓রামপ্রসাদ তাহার পদাবলীতে এবং সংকীর্ণনে কবিতার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। তিনি পরমাত্মার স্বরূপবর্ণনে এবং তাহার উপাসনাসম্বন্ধে যে সকল উচ্চ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়। ঈশ্বরের আকার নাই। উপাসকের হিতের জন্ত তাহার বিবিধ রূপকল্পনা হইয়াছে। রামপ্রসাদও এই ভাবটা প্রকাশ করিয়াছেন। যথা কালীকীর্তনে ;—

আকার তোমার নাই অক্ষর আকার, গুণভেদে গুণময়ী হোয়েছ সাকার।  
বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য, সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য।

তিনি স্বীয় সঙ্গীতে প্রতিমাযোগে ঈশ্বরের আরাধনারও আবশ্যকতা দেখাইয়াছেন :—

“কালীরূপ যে না হেরে, পাপচক্ষু বলি তারে,  
ওরে সেই সে ছরন্ত মন, না ভূবে চরণতলে।  
যে করে উদয় ভয়ে, সে করে কি সাধ করে।  
ওরে না পুরে অঞ্জলি চন্দন জবাবিষদলে।  
সে চরণে কাজ কিবা, মিছা শ্রম রাত্রি দিবা,  
ওরে কালীমূর্তি যথা তথা ইচ্ছা স্মৃতে নাহি চলে ॥”

স্থানান্তরে :—

“দিবানিশি ভাবরে মন অন্তরে করালবদনা।  
নীলকাদম্বিনী রূপ মায়ের এলোকেশী দিগ্ধসনা ॥  
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা পূরাইতে অবিক বাঁসনা।  
সাকারে সাযুজ্য হবে-নির্ঝাণে কি গুণ বল না ॥

যোগপরায়ণ মানব তত্ত্বজ্ঞানের শেষ সীমায় পদার্পণ করিলে যে ঐশ্বরিক ভাবে পুলকিত হয়, সাধকবর রামপ্রসাদও সেই বেদান্তপ্রতিপাদ্য পবিত্র ভাবের সাধনা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার একটি সঙ্গীত এই :—

“মন তোমার এই ভ্রম গেল না।

কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না ॥

ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি, জেনেও কি তা জা না।

মাটির মূর্তি গড়িয়ে মন কব্ধে চাও তার উপাসন ॥

জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণ।

ওরে কোন লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয় দিয়ে ছার ডাকের গহনা।

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, স্নমধুর খাদ্য নানা।

ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয়, আলো চাল আর বুট ভিজানা ॥

\* \* \* \* \*

প্রসাদ বলে ভক্তি মন্ত্র, কেবল রে তাঁর উপাসনা।

তুমি সোক দেখানে করবে পূজা, মা ত আমার ঘুষ থাকে না ॥”

আর একটি সঙ্গীতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাব :—

“এমন দিন কি হবে তারা।

ধবে তাম্রা তারা তারা বলে, হুনয়নে পড়বে ধারা ॥

হৃদি পদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে ।  
 তখন ধরা তলে পড়বে লুটে, তারা বলে হব সারা ॥  
 তাজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,  
 ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা ॥  
 শ্রীরাম প্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,  
 ওরে আঁখি মেলি দেখ মাকে, তিমিরে তিমিরহবা ॥”

এই রূপে রামপ্রসাদ নিরাকারভাবে তারার উপাসনা করিয়া, ঈশ্বরের সহিত একতাবাপন্ন হওয়া, আত্মার চরম অবস্থা বলিয়া, স্থির করিতেন । তিনি বলিয়াছেন :—

“গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে ।  
 আছি কাঠের মূবাদ খাড়ামাত্র গণনাতে সবে ॥  
 প্রসাদ বলে আমি গেলে তুমিও সে হবে ।  
 তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল, তুমিই বিচারিবে ॥”

কোন কোন ভক্ত ক দেখা যায় যে, তাঁহারা কোন সময়ে তাঁহাদের ঈশদেবতার ভাবে বিভোর হইয়া রোদন করিতেছেন এবং ভাবাবেশে নাচিয়া গাইয়া, দেশকে মাতাইয়া তুলিতেছেন, আবার আর এক সময়ে নীতির পথ ত্যাগ করিয়াছেন । রামপ্রসাদ জানিতেন যে, মনের কুপ্রবৃত্তিগুলি দমন করা আবশ্যিক । এই জন্ত তিনি বলিতেন :—

“রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় কর জয় ।  
 মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই করে হাঁক ॥”

চরিত্র পবিত্র না হইলে যে, দেবতাকে বশীভূত করা যায় না, তাহা তিনি বলিয়াছেন :—

“ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার ।  
 রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে, আত্ম কি কখন ফলে ॥”

মনের মধ্যে বিদ্রোহের পোষণ করা যে, অতি অশ্রুত, রামপ্রসাদ কবিতাতে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । তিনি শাক্ত ছিলেন । বিশেষতঃ তাঁহার সময়ে শাক্ত ও বৈষ্ণবে ঘোরতর বিবাদ হইত । এই বিসংবাদে তিনি বলিতেন :—

“কাল বরণ ব্রজের জীবন ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী ।  
 হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী বাঁশী ত্যজে করে অসি ॥

প্রসাদ ভণে অভেদ জানে, কালোঁরূপে মেশামিশি ।

ওরে একে পাঁচ, পাঁচই এক, মন করোনাক ছেবাধেষি ॥”

তাঁহার কালীকীৰ্ত্তনেও, কৃষ্ণ ও কালীকে এক ভাবে দেখিয়াছেন, যথা—

“একবার ভুলায়েছ ব্রজাঙ্গনা বাজাইয়া বেণু ।

এবে নিজে ব্রজাঙ্গনা বনে রাখো ধেমু ॥”

রামপ্রসাদ শাক্ত হইয়াও তাঁহার মায়ের সমক্ষে পশু বলিদান সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

“মেঘ ছাগ মহিষাদি, কাজ কি রে তোর বলিদানে,

তুমি জয় কালী, জয় কালী বলে, বলি দেও ষড়রিপুগণে ।”

আর একটা সংগীতে :—

“জগৎকে পালিছেন যে মা, সাদরে তাও কি জাননা ।

তবে কেমনে দিতে চাম্ বলি, মেঘ মহিষ আর ছাগলছানা ।”

এই সকল কবিতা রামপ্রসাদের গভীর তত্ত্বজ্ঞানের পরিচায়ক । তাঁহার মনোমধ্যে যখন যে ঐশ্বরিক ভাব সমুদিত হইয়াছে, তখন তিনি উহা মধুর কবিতায় নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ।

রামপ্রসাদের কবিতা সম্বন্ধে আমরা সামান্যভাবে আলোচনা করিলাম ; এখন তাঁহার জীবনের কার্য সম্বন্ধে কিছু বলিব । তাঁহার বাক্যে এবং কার্যে সামান্যতম আছে, সেই ব্যক্তির প্রকৃত প্রকার পাত্র । রামপ্রসাদের তাহাই ছিল । তিনি উচ্চ ধর্ম্মভাবসমূহের দ্বারা যেমন তাঁহার কবিতাগুলিকে উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহার কার্যকলাপও তাঁহার জীবনকে সেই প্রকার প্রভাবিত করিয়াছে । সংসারের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া কি প্রকারে জীবন যাপন করা উচিত, রামপ্রসাদ তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন । পরিজনকে প্রতিপালন করিবার জন্য তাঁহাকে বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল ; কিন্তু ইহার মধ্যে তিনি ব্রহ্মময়ীকে ভুলিলেন না । তিনি যেমন তাঁহার খাতায় টাকা জমা করিতে লাগিলেন, সেইরূপ ধর্ম্মধন সঞ্চয় করিবার আবশ্যকতাও তাঁহার মনোমধ্যে জাগরুক রহিল । যেমন তাঁহার হিসাবের মধ্যে টাকা জমা হইল, অমনি তাঁহার ইষ্ট দেবতার নামরূপ ধন জমা হইতে লাগিল । খাতার প্রতি পৃষ্ঠায়, জগৎমাতার নিকট প্রার্থনা এবং তাঁহার মহিমাপ্রকাশক বাক্য লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল । এই স্বর্গীয় ভাবটী হৃদয়ঙ্গম করিলে, আমরা আমাদের হীনতা বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারি । আমরা যখন বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি, তখন কেবল পার্থিব প্রভুর মনস্তৃষ্টি সাধন জন্য ব্যগ্র হই, ভুলিয়াও একবার ঈশ্বরকে স্মরণ করি না । বিষয়কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের ভাব উপলব্ধি করা যে, প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য, রামপ্রসাদ আমাদের মনে ইহা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন ।

অতিথিসেবা গৃহস্থের বে, একটা প্রধান কর্তব্য, রামপ্রসাদ ইহা প্রকৃষ্টরূপে দেখাইয়াছেন । তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন । তাঁহার গৃহ একটা অতিথিশালরূপে পরিণত হইয়াছিল । তৎ-

কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কালীমাতার প্রণামী স্বরূপ যাহা পাইতেন, তাহা দ্বারা অতিথি সংকারি উত্তমরূপে সমাধা হইত না। তিনি তাঁহার মাসিক বৃত্তি হইতেও কিছু কিছু এই মহাত্রতে ব্যয় করিতেন। নিজেৱ ক্লেশকে ক্লেশ জ্ঞান করিতেন না। অপরকে সুখী করা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল।

সাংসারিক ক্লেশকে কি প্রকারে তুচ্ছ করা উচিত, রামপ্রসাদ তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার কোন কোন পদে অর্থাভাব জন্ত কাতর উক্তি দেখা যায় বটে, কিন্তু কোন কোন সময়ে সাতিশয় কষ্টে পড়িয়াই যে, তিনি এবশ্প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। তিনি ক্লেশকে তুচ্ছ বোধ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন :—

“আমি কি ছুঃখেৱে ডরাই।

আমার ছুঃখে ছুঃখে জন্ম গেল, আর কত ছুঃখে দেও দেখি, চাই।

\*

\*

\*

দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ক করে, আমি করি ছুঃখের বড়াই ॥”

✓ যে ব্যক্তি ধর্মধনে ধনী, সেই যে যথার্থ ধনী, রামপ্রসাদ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি এক সময়ে তাঁহার মনকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন :—

“ও মন তুই কাঙ্গালি কিসে।

ও তুই জানিস্নে রে সর্বনেশে।

\*

\*

\*

ও তোর ঘরে চিন্তামণিনিধি,

দেখিস্নারে বসে বসে।”

ধার্মিক ব্যক্তির যে বিষয়সুখের আশা করা উচিত নহে, তাহা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন :—

“মন করোনা সুখের আশা।

যদি অভয় পদে লবে বাসা ॥

\*

\*

\*

হরিষে বিবাদ আছে মন, করোনা এ কথায় গোঁসা।

ওরে সুখেই ছুঃখ, ছুঃখেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা ॥”

[ চক্রৱ ]

✓ ধর্মের উচ্চ মঞ্চে উঠিয়া, রামপ্রসাদ স্থির করিয়াছিলেন যে, প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির পক্ষে বিষয়সুখ ভোগ করা একবারে অসম্ভব। তিনি তাঁহার একটা পদে বলিয়াছেন :—

“তারো নামে সকলি ঘুচার।

কেবল রয়ে মাত্র ঝুলি কাঁথা, সেটাও নিত্য নয় ॥”

এ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদের পদ গ্রহণ না করাতেই তাঁহার পার্থিব সুখের প্রতি তাক্খিয়া প্রকাশ পাইয়াছে ।

অবশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, যে কাব্য মনের কুপ্রবৃত্তি সকল জয় করাকে প্রকৃত জয় বলিয়া বর্ণনা করে এবং যে কাব্য প্রকৃত ঈশ্বরভক্তের বিজয়ঘোষণা করে, সেই কাব্যই পবিত্র কাব্য বলিয়া অভিহিত হওয়া উচিত । আর, যে কবি এইরূপ বীরত্ব নিজ জীবনে দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত ধর্মবীর । তুলসী দাস যথার্থই বলিয়াছেন :—

“রাজা করে রাজা বশ্  
যোধ করে রণজয়ী ।  
আপ্না মন যো বশ করে,  
সব সে সেরা ওহি ॥”

। ৫ ।

আমরা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তাঁহার কবিতাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম । এখন তাঁহার জন্মস্থান এবং তাঁহার বংশধরদিগের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বিবেচনা করি । বহুকাল হইল, তাঁহার বাসগৃহ ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে । তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে বিসংবাদই ইহার কারণ । আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি যে, রামপ্রসাদ সেনের প্রপৌত্র গোপালকৃষ্ণ সেন এতদ্বগরে অবস্থিতি করিতেছেন । তাঁহার পুত্র হালীপদ সেন, উড়িষ্যার অন্তর্গত অঙ্গুল নামক স্থানে ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেছেন এবং তাঁহার চারিটা পৌত্র ভাবী উন্নতির পরিচয় দিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে তিন জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য । যে ভূমিখণ্ডের উপর রামপ্রসাদের বাসগৃহ ছিল, তাহা দেখিলে মনে বড় দুঃখ হয় । বহুকাল, তাহা জঙ্গলপূর্ণ ছিল । সম্প্রতি হালিসহরবাসিগণ এই মহাপুরুষের মহত্ব বুঝিতে পারিয়া, সেই পবিত্র স্থানটির প্রতি যত্ন প্রকাশ করিতেছেন । এই ভূমিটার পূর্ব দিকে, তিনটা বৃক্ষ একত্র বিরাজ করিতেছে—একটা বট, একটা আম্র এবং আর একটা গাব বৃক্ষ । গাব গাছটী বহু কালের বলিয়া বোধ হয় । একদা জনশ্রুতি আছে যে, একদা মহাত্মা রামপ্রসাদের ইচ্ছা হইল যে, পদ্মফুল দিয়া ব্রহ্মমরীর পূজা করেন । কিন্তু সে সময়ে পদ্ম পুষ্প না পাওয়াতে তিনি গাব বৃক্ষে উঠিলেন এবং সেই বৃক্ষ হইতে পদ্ম ফুল তুলিয়া, মায়ের চরণে অর্পণ করিলেন । এই কয়েকটা বৃক্ষকে ত্রিবাণী বলা যাইতে পারে । স্থানীয় পূর্ণিমা-ব্রত-সমিতির সভ্যগণ এই বৃক্ষ তিনটির তলে একটি বেদী নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন । মধ্যে মধ্যে সম্মানীয়

৬ ব্রহ্মচারিগণ এই পবিত্র স্থান দর্শন করিতে আসিয়া বেদীর উপরে অবস্থিতি করেন। এই সমিতির সভ্যগণের যত্নে গত দশ বৎসর হইতে মহাত্মা রামপ্রসাদের স্মরণার্থে একটা মেলা হইতেছে। ইহা প্রসাদমেলা নামে অভিহিত। প্রতি বৎসর কালীপূজার সময়ে ইহার অনুষ্ঠান হয়, এবং তৎপক্ষে কালীদেবীর পূজা হইয়া থাকে। এই মেলা হালিসহরগ্রাম-বাসীদের মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত নহে। ইহাকে জাতীয় মেলাতে পরিণত করা, বঙ্গবাসী মাত্রেই কর্তব্য। মেলার স্থলে উক্ত সমিতির সভ্যগণ একটি পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়াছেন। ইহার পরিবর্তে একটা ইষ্টকালয় সংগঠিত হওয়া উচিত। আহ্লাদের বিষয় এই যে, হালিসহরবাসিগণ এতদ্ব্যতীত যত্নবান্ হইয়াছেন। হালিসহরের হিতৈষিণী সভা একটা “প্রসাদ-প্রাসাদ” নির্মাণ জন্ত অর্থসংগ্রহ করিতেছেন। এতৎসত্তার সভ্যগণের ইচ্ছা এই যে, প্রাসাদটী চারিটা গৃহে সম্পূর্ণ হয়—একটা দেবালয়, একটা অতিথি-শালা, একটা পুস্তকাগার—এই চতুষ্পাশ্বিকপে ব্যবহৃত হয়। প্রস্তাবিত প্রাসাদটী নির্মিত হইলে উহা সকল লোকের পক্ষে আশ্রয় প্রদান হইবে। এই পুণ্যভূমি দেখিবার জন্ত নানান স্থান হইতে ভক্তগণ আগমন করেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রসাদী-পদ গাইয়া থাকেন। দেবালয়টী তাঁহাদিগকে পরম আনন্দ প্রদান করিবে। রামপ্রসাদ অতিশয় বদান্ত ছিলেন। অতিথি-সংস্কার তাঁহার একটা দৈনন্দিন কার্য ছিল। তাঁহার স্মরণার্থে অতিথিশালা সবিশেষ উপযোগী। একটা পুস্তকালয় সাহিত্যসেবকাদিগের প্রীতিপ্রদ হইবে। চতুষ্পাশ্বের উল্লেখ আর কি করিব? এক সময়ে হালিসহর সংস্কৃতির আলোচনার একটা প্রধান স্থান ছিল। ইহা কুমারহট্ট-সমাজ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। এখন এ সমাজ প্রায় পণ্ডিতশূন্য হইয়াছে। বাহ্যতে ইহা পূর্ণিকার খ্যাতি লাভ করিতে পারে, তৎপক্ষে যত্নবান্ হওয়া সকলেরই কর্তব্য। যে পর্ণকুটীরটীর উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এখন চতুষ্পাশ্বের কার্য করিতেছে। এক জন অধ্যাপক তথায় কতিপয় ছাত্রকে উপদেশ দিয়া থাকেন। হালিসহর-বাসীদের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত হউক, ঈশ্বরের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ।

## প্রাচীন কবিসঙ্গীত ।

শ্রীযুত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সংগৃহীত গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবিসঙ্গীত-সংগ্রহ ।

শ্রীযুত রাজনারায়ণ বসু প্রণীত সে কাল আর এ কাল ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত মাসিক সংবাদপ্রভাকর, ১২৬১ সাল ।

প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ।

শৈলশ্রেষ্ঠ হিমগিরির অনন্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারের মধ্যে যেমন হ্রদধূনীর আবেগময়ী সলিল-রেখা, কবির অনন্ত ভাবপ্রবাহের মধ্যে সেইরূপ রসময়ী সঙ্গীতধারা । উভয়ই স্নিগ্ধতায় সস্তাপহারিণী, উভয়ই অনাবিলভাবে জীবনতোষিণী, উভয়ই অপূর্ণ মাধুর্য্যগুণে শাস্তি-বিধায়িনী । একটি স্থলীতল জলধারায় ভূখণ্ড প্রাবিত করিয়া, তরঙ্গরঙ্গে বহিয়া যাই-তেছে, অপরটি মানবহৃদয় বিমল রসসাগরে ডুবাইয়া, অপাখিব সৌন্দর্য্য-গোরবের পরিচয় দিতেছে । কবির সঙ্গীত কবিত্বে উদ্ভাসিত, কবিত্বে গোরবাসিত এবং কবিত্বে স্বাভাবিক-ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত । উহাতে কষ্টকল্পনা নাই, ভাবের জটিলতা নাই বা অপ্রাকৃত ও অসম্বন্ধ বিষয়ের ব্রণাবেশ নাই । বর্ণনার চাতুরীতে, স্থূললিত \* সম্পত্তিতে, সর্বোপরি স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের আবির্ভাবে, উহা তুলনারহিত ।

বাঙ্গালা সাহিত্যে এই রূপ রসশালী সঙ্গীতের অভাব নাই । বাঙ্গালার উচ্চশ্রেণীর দর্শন, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব না থাকিতে পারে, কিন্তু গীতিকবিতায় বঙ্গীয় সাহিত্যভাণ্ডার চিরকাল সমৃদ্ধ । কেন্দুবিরের চিরপ্রসিদ্ধ কবি, কোমলকান্তিপদময়ী দেবভাবানুধার স্বতপাত করিয়া-ছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে । জয়দেব \* মধুর সঙ্গীতে মৈথিল কবির মাধুর্য্যের উৎস উছলিয়া উঠিয়াছে । চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস প্রভৃতির সঙ্গীতমালাতেও সেই মাধুর্য্যস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে ।

ন্যূনাবিক সাক্ষ্যত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালায় আর এক শ্রেণীর সঙ্গীতকার কবির আবির্ভাব হইয়াছিল । ইহারা সাধারণতঃ কবিওয়ালার নামে প্রসিদ্ধ । ইহাদের সঙ্গীত সর্বত্র কবিসঙ্গীত নামে পরিচিত । অধুনা যাহাদিগকে শিক্ষিত বলা যায়, কবিওয়ালাগণ তাঁহাদের শ্রেণী-ভুক্ত ছিলেন না । তখন ইংরেজীশিক্ষার আঁর্বুদ্ধি হয় নাই, সর্বত্র ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছড়াছড়ি দেখা যায় নাই, যুবকদিগের উচ্চ শিক্ষাভিমান পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই । তখন গুরুমহাশয়ের পাঠশালার সাধারণতঃ শিশুবোধ বাঙ্গালা শিক্ষার শেষ সীমা বলিয়া পরিগণিত হইত । চতুশ্চাঠীতে সংস্কৃত ভাষার সবিশেষ অনুশীলন ছিল । অধ্যাপকগণ প্রায়ই সংসার-চিন্তায় বিমর্জ্জন দিয়া, সংযতভাবে শাস্ত্রানুশীলন করিতেন । বৈষয়িক লোকে সামান্যভাবে ইংরেজী শিখিয়া বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত হইত । যে পরিমাণে ইংরেজী শিখিলে সাহেবদিগের

সহিত কথা কহিতে পারা যায়, ইহারা সেই পরিমাণে ইংরেজী শিখিয়া, আপনাদিগকে শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত করিতেন। আধুনিক প্রণালীসম্মত বিদ্যালয় গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত না হইলেও বিদ্যালোচনার অভাব ছিল না। তখন কৃতিবাস কাশীরামের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা ছিল। মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্রের গৌরব রক্ষা করিতে পারিলে সকলে চরিতার্থ হইত। কবিরঞ্জনর অপূর্ণ কবিত্বময়ী সঙ্গীতস্বরায় লোকে বিভোর হইয়া থাকিত। অধ্যাপকগণের শাস্ত্রানুশীলনে বঙ্গভূমি মহিমান্বিত ছিল। গ্রাম, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির আলোচনার জন্য ভারতের দূরবর্তী প্রদেশের শিক্ষার্থীগণ বঙ্গদেশে সমাগত হইত। হিন্দুস্থানী, তৈলঙ্গী, মৈথিল, দ্রাবিড়ী প্রভৃতি বাঙ্গালী অধ্যাপকদিগের পাদতলে বসিয়া, সংযতভাবে শাস্ত্রাভ্যাস করিত। এক সময়ে এই অধঃপতিত দেশেই, ভারতের এই রূপ একপ্রাণতার নিদর্শন লক্ষিত হইত। এখন সে দিন অন্তহিত হইয়াছে, সারস্বত সমাজের সে অপূর্ণ দৃশ্যেরও বিলোপদশা ঘটয়াছে। শাস্ত্রানুশীলনপ্রাধায়ে সে সময়ে বাঙ্গালার এইরূপ সৌভাগ্য ছিল, আর সৌভাগ্য ছিল কবিসঙ্গীতে—স্বভাবসিদ্ধ কবিত্বসম্পত্তিতে চিরসমৃদ্ধ কবিওয়ালাদিগের গীতমাধুর্য্যে।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, কবিওয়ালাগণ বিদ্যালয়ে যথারীতি শিক্ষা লাভ করেন নাই, উচ্চ শিক্ষার অভিমানে ঐশ্বর্য্য হইয়া, তাঁহারা অধুনাতন শিক্ষিতদিগের গ্রাম সকল বিষয়ে আড়ম্বরের পরিচয় দিই নাই। পরদাসত্ব, পরতোষামোদ তাঁহাদিগকে সংসারের সঙ্গীর্ণ নামায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। অহঙ্কারে তাঁহাদের মতিদ্ধ বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয় নাই। পল্লবগ্রাহিত্য তাঁহাদের কলনা সঙ্কুচিত এবং হৃদয়ের উন্নত ভাব অবনত হইয়া পড়ে নাই। বিদ্যালয়ে শিক্ষিত না হইলেও, তাঁহারা সুশিক্ষিতের বরণীয়, নানা শাস্ত্র পাঠ না করিলেও, তাঁহারা সরস্বতীর প্রিয় পুত্র, নানা দেশ হইতে জ্ঞানরত্নসংগ্রহে তৎপর না হইলেও, তাঁহারা নিঃসমাজ ও জনসাধারণের চিরন্তন শ্রদ্ধার পাত্র। কমলে কমলীয় নাভণ্যের বিকাশ না হইতে পারে, পূর্ণচন্দ্রে মিত্তভাবের পূর্ণতা না থাকিতে পারে, স্রোত-বর্তী মৃদুতরঙ্গজনিত কলনাদে মাধুর্য্যের আবির্ভাব না হইতে পারে; কিন্তু এই কবিওয়ালাদিগের সঙ্গীতমালায় নিঃসন্দেহ সৌন্দর্য্য, মিত্ততা ও মাধুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর সঙ্গীতের মনোহারিত্বে তাঁহাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তাঁহারা স্বভাবদত্ত ক্রমতায় লোকের হৃদয়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে কোন রূপে প্রাচীন শিক্ষার উপর নির্ভর করিতে হয় নাই। কুসুমমস্তক যেমন প্রকৃতির মনোহর রাজ্য—চিরহরিৎ কাননে আপনা আপনি প্রস্ফুটিত হয়, এবং আপনার অপূর্ণ সৌন্দর্য্যে আপনিই কাননভূমি উজ্জ্বল করিতে থাকে, তাঁহাদের কবিত্বও সেইরূপ আপনা আপনি বিকশিত হইত, এবং আপনার গৌরবে গরীয়নী জন্মভূমির জয় ঘোষণা করিত। তাঁহারা এই রূপে স্বভাবের রাজ্যে বিচরণ করিয়া, স্বাভাবিক ভাবে বিভোর হইয়া, যে শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত সঙ্কয়সমাজে তাঁহাদিগকে গৌরবাঙ্কিত করিয়া রাখি-

যাচ্ছে। তাঁহাদের সঙ্গীতসমূহ সাহিত্যভাণ্ডারে অমূল্য রত্নের মধ্যে পরিগণিত। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতে নিম্ন শ্রেণীর মুচী এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ইউরোপীয় পর্য্যন্ত, সকলেই বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে এই রত্নরাশি ছড়াইয়া গিয়াছেন। সারস্বতী শক্তি যেন এক সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধির জন্ত, সকল সম্প্রদায়কেই অপূর্ণ কবিত্বসুধার অধিকারী করিয়াছিলেন। যাহারা এই সুধাপানে সমর্থ হইতেছেন, তাহাঁরাই অপরিমিত বিশ্বয়ে অভিভূত, অনাস্বাদিতপূর্ণ প্রীতিরসে পরিভূত এবং অচিন্ত্যপূর্ণ আনন্দপ্রবাহে অভিষিক্ত হইতেছেন।

প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের মধ্যে গোঁজলা গুঁই, রাস্ত নুসিংহ, হক্কাকুর, রাম বসু, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্রকার (কেষ্টা মুচী) প্রভৃতি প্রধান ছিলেন। হক্কাকুর ও নিত্যানন্দ দাস বৈরাগীর সময়ে কবিওয়ালার দল অধিকতর প্রসিদ্ধ হয়। রামবসু ইহার চরমোৎকর্ষ সাধন করেন। গোঁজলা গুঁই অতি প্রাচীন কবি। কবির দ্বন্দ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২৬১ সালের ১লা অগ্রহায়ণের সংবাদপ্রভাকরে লিখিয়াছিলেন, “১৪০ এক শত চল্লিশ বৎসরের এ দিক নহে, বরং অধিক হইবে, গোঁজলা গুঁই গান প্রস্তুত করেন”। ইহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার রচিত সঙ্গীতসমূহও সংগৃহীত হয় নাই। কেবল দুই একটি গান প্রচারিত হইয়াছে। একটি গান এই :—

“এসো এসো চাঁদবদনি।

এ রসো নীরসো কোরোনা ধনি।

তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,

তুমি কমলিনী আমি সে ভঙ্গ,

অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,

তুমি আমার তায় রতনমণি।

তোমাতে আমাতে একই কায়,

আমি দেহ প্রাণ তুমি লো ছায়া,

আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া,

মনে মনে ভেবে দেখ আপনি॥”

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালার কবিগান এইরূপ ছিল। এই গানে রচনাচাতুরীর সহিত দার্শনিক ভাবের সমাবেশ আছে। রচয়িতা যে, প্রকৃতিসিদ্ধ কবিত্বশক্তিতে মহৎ ছিলেন, এই একটি গানেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

রাস্ত ও নুসিংহ দুই সহোদর। ইহারা কাম্বুজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ফরাসডাক্ষার নিকটবর্তী গ্রামে ইহাদের বাস ছিল। উভয় ভ্রাতাই কবি ছিলেন কিনা, তাহা যেন কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। বাহা হউক, ইহাদের এক জন সুকবি ছিলেন। প্রায় দেড় শত

বৎসরের পূর্বে ইহাদের সঙ্গীত রচিত হয় । এই সঙ্গীতের স্থানে স্থানে ভাবের পারিপাট্য ও ললিত পদাবলির সমাবেশ আছে । জয়দেব, বিরহবিধুর কৃষ্ণের উক্তি লিখিয়াছেন :—

“হৃদি বিষলতা হারো নাশং ভুজঙ্গমনায়কঃ  
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলছাতিঃ ।  
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়াবিরহিতে ময়ি,  
প্রহর ন হর ভ্রান্ত্যানঙ্গ ! জুধা কিমু ধাবসি ॥”

জয়দেবের এই ভাব বিদ্যাপতির সঙ্গীতে এই রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে :—

“কতি হুঁ মদন তনু দহসি হামারি ।  
হাম নহ শঙ্কর হুঁ বর নারী ॥  
নাহি জটা ইহ বেণীবিতঙ্গ ।  
মালাতীমালা শিরে নহ গঙ্গ ॥  
মোতিমবন্ধ মৌলি নহ ইন্দু ।  
ভালে নয়ন নহ সিন্দুরবিন্দু ॥  
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ সার ।  
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার ॥  
নীল পটাস্বর নহ বাঘছাল ।  
কলিকমল ইহ না হয় কপাল ॥  
বিদ্যাপতি কহে এ হেন স্বেচ্ছন্দ ।  
‘স্বপ্নে ভসম নহ মলয়জপঙ্ক ॥’

পরবর্তী প্রসিদ্ধ বৈণ্যমালা রাম বহুও এই ভাব লইয়া একটি সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন :—

‘হর নই হে আমি যুবতী ।  
কেন জালাতে এলে রতিপতি ॥  
কোরো না আমার দুর্গতি ।  
বিচ্ছেদে লাষণ্য, ছোয়েছে বিবর্ণ,  
ধোরেছি শঙ্করের আকৃতি ॥’ ইত্যাদি ।

জয়দেব, শঙ্করের সহিত বিরহী কৃষ্ণের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন । বিদ্যাপতি শঙ্করের সহিত বিরহিণী নারীর তুলনা করিয়াছেন । উভয়ের কবিতাতেই অনঙ্গকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, যে হেতু, অনঙ্গ শঙ্করের প্রতি শরনিক্ষেপে কৃতহস্ত । রাস বা নৃসিংহও, হর ও হরির সমতা বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু তিনি মহাজনপ্রবর্তিত পথে পদার্পণ করেন

নাই । জয়দেব বা বিদ্যাপতির কবিতা তাঁহার আদর্শস্থানীয় হয় নাই । তিনি সখী সংবাদে কল্পনাবলে অন্তভাবে শঙ্করের সহিত কৃষ্ণের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন :—

মহড়া — “প্রাণোনাথো মোরো সেজেছেন শঙ্করো,  
দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে ।  
অপরূপো দরশনো আজু প্রভাতে ।  
বুঝি কারো কাছে রজনী জেগেছে  
নয়ন লেগেছে ঢুলিতে ॥

চিতেন — পার্শ্বতীনাথেরো অর্ধ শশধরো  
সবিতা অর্ধ কপালেতে ।  
আমারো নাগরো, সেজেছেন সুনরো,  
চন্দ্রনোঃসিন্দূর ভালেতে ॥

অন্তরা — হায় ! মথনেরো বিষো, ভথিয়ে মহেশো,  
নীলকণ্ঠদেশে নিশানা ।  
নীলকণ্ঠ নাম, অতি অল্পম,  
জগতে রোয়েছে ঘোষণা ॥

চিতেন — আমার নাগরো গিয়েছিলেন কারো,  
কলঙ্কসাগরো মথিতে ।  
ফুরায়ে মস্থনো, এনেছেন নিশানো,  
আঁথির অঞ্জন গলাতে ॥

অন্তরা — হায় ! ত্রিলোচনো হরো, জগতে প্রচাে,  
এক চক্ষু যার কপালে ।  
কৃষ্ণপ্রেমে ভোরা, পাগলের পারা,  
ধুতুরা অবগণ্যগলে ।

চিতেন — ইহারো সেই মতো, সপত্র সহিতো,  
কদম্ব অবগণ্যগেতে ।  
ত্রিলোচনচিহ্ন, দেখ দীপ্তমানো,  
কপালে কঙ্কণ আঘাতে ॥”

এক শত বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে প্রাচীন সঙ্গীতে এই রূপ স্লেষোক্তি দেখা যায় ।  
এরূপ কল্পনাপ্রসূত সাদৃশ্যকে অতি সুন্দর বলিতে হইবে । সুকবি জৈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এসম্বন্ধে  
লিখিয়াছেন, “আহা! আহা! কবিওয়ারীরাগের মধ্যে এবসৃত স্নেহঘটিত সরস রূপকরচনা  
প্রায় কখনই অবগণ্যপথের পথিক হয় নাই । এই গীতটির তুল্য নাই, মূল্য নাই । এ বিষয়ে

কি বাক্যে কবির স্মৃতি কবির, তদ্বর্ণনে বর্ণ বিবর্ণ হইল।” রাস্তা বা নৃসিংহের সখী-  
সংবাদের আর একটি সঙ্গীতের কিয়দংশ এই :—

চিঠেন—“শ্রাম এই ভূমণ্ডলে, আধো গঙ্গাজলে,  
রাধাকৃষ্ণ বলে নিদানে ।  
এখন কুঞ্জীকৃষ্ণ বোলে, ডাকিবে সকলে,  
ভুবনো তরাবে দুজনে ॥

অন্তরা—“শ্রাম, তেজিলে শ্রীমতী, তাহাতে কি ক্ষতি,  
যুবতী সকলি সহিলো ।  
ভুজঙ্গমাণিক্য, হোরে নিলো ভেকো,  
মরমে এ ছথো, রহিলো ॥

চিঠেন—“শ্রাম, পদীপেরো আলো, প্রকাশ পাইলো,  
চক্ষু লুকালো গগনে ।  
ওহে গো-খুরের জলো, জগতো ব্যাপিলো,  
সাগরো শুকালো তপনে ॥”

এ সঙ্গীত অতি সুন্দর।—প্রকৃত কবিত্ব পরিপূর্ণ। কবি বিরহসঙ্গীতেও এইরূপ  
কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন —

মহড়া—“কই সখি ! কিছু প্রেমের কথা ।  
ঘুচাও আমারো মনের ব্যথা ॥  
কালে শ্রবণো, হয় দিব্য জ্ঞানো,  
প্রেমধনো, উপজে কোথা ।  
তুমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে,  
স্মৃতি-প্রয়াগে মুড়াব মাথা ॥

\* \* \* \*

অন্তরা—“হায় ! কোন্ প্রেম লাগি, প্রহ্লাদো বৈরাগী,  
মহাদেবো যোগী কেমন প্রেমে ।  
কি প্রেম কারণে, ভগীরথজনে,  
ভাগীরথী আনে, ভারতভূমে ॥

চিঠেন—“কোন্ প্রেমে হরি, ব’ধে ব্রজনারী,  
গেল মধুপুরী কোরে স্নানাখা ।  
কোন্ প্রেমফলে, কালীন্দীর কূলে,  
ককপদ পেলে মাধবী যত ॥” ইত্যাদি ।

৷ নৃসিংহকৃত বিরহ ও সখীসংবাদের সকল সঙ্গীতই এই রূপ উৎকৃষ্ট । কবি এক  
গয়াছেন :—

মহড়া—“সখি, এ সকল প্রেম নয় ।

ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখেরো উদয় ।

সুহৃদ ভঞ্জনো, লোকগঞ্জনো,

কলঙ্কভাজনো হোতে হয় ॥

চিতেন—এমনো পীরিতি করি, যাতে তরি হৃদিকো,

ঐহিকো আর পাথিকো ।

শ্রীনন্দনন্দনো, হৃথভঞ্জনো,

সদা রাখি মনো তাঁরি পায় ॥

\* \* \* \*

চিতেন—ধ্বজবজ্রাঙ্কুশো পদ, সে নীরদ হইতে,

জাহ্নবী হোলেন যাহাতে ।

সেই কুপাজলে, মন ডুবাবে,

কালেরে করিব পরাজয় ॥

অন্তরা—অমিয় আর গরলো, হই রাখিয়ে সাক্ষ্য ত

নয়ন দিয়েছেন বিধাতা, দেখিয়ে ভঞ্ঝিতে ।

তেজিয়ে এ সুধারসো, কেন বিষো ভঞ্ঝিবো,

কলুষকূপে ডুবিবো ।

থাকিতে নয়নো, অক্ষ যেই নো,

পেয়ে প্রেমধনো সে হারায় ॥”

বিরহসঙ্গীতে কবিকৃত শ্লেষোক্তি এই :—

“তোমার চরিত, পথিক যেমত,

হোয়ে শ্রান্তিযুত, বিশ্রাম করে ।

শ্রান্তি দূর হোলে, যায় সেই চোলে,

পুন নাহি চায় ফিরে ॥”

এই সকল সঙ্গীতে কবির ভাবকোশল ও রচনাক্ষমতা পরিষ্কৃত হইতেছে ।

পরবর্তী সঙ্গীতকারের মধ্যে হরঠাকুর প্রধান । হরেকৃষ্ণ ঠাকুর সাধারণতঃ হর ঠাকুর  
নামে প্রসিদ্ধ ; ইহার কৌলিক উপাধি দীর্ঘাড়ি । ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া, ইনি সর্বত্র ঠাকুর  
উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন । ১১৪৫ সালে কলিকাতা, সিমুলিয়ায় হরেকৃষ্ণ দীর্ঘা-  
ড়ির জন্ম হয় । ইহার পিতা কল্যাণচন্দ্র (ঐযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,

কালীচন্দ্র) দীর্ঘাড়ি তাদৃশ সঙ্গতিপর ছিলেন না। হরঠাকুর বাল্যকালে লেখা পড়ায় মনো-যোগী হয়েন নাই। ইনি সে সময়ে কেবল আমোদপ্রমোদে কাল যাপন করিতেন। কিন্তু ইহার কবিত্বশক্তি অসাধারণ ছিল। ইনি যেমন সুকবি, সেইরূপ সুগায়ক ছিলেন। ইহার যখন ৮১০ বৎসর বয়স, তখন সখের দলে ইহার কবিত্ব শক্তির উন্মেষ হয়। পঞ্চদশ বা ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি সখের দলে স্বরচিত সঙ্গীতে প্রসিক্তি লাভ করেন। সঙ্গীতরচনা কালে হরঠাকুর উহার সুরও প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এইরূপে হরঠাকুরের কবিত্বকীর্তির সূত্রপাত হয়। হরঠাকুর প্রথমে সৌখীন ছিলেন। আমোদপ্রমোদে আসক্তি প্রযুক্ত অর্থোপার্জনে মনোনিবেশ করেন নাই। এক দিন তিনি রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে কোন পেশাদারি দলে সখ করিয়া গান করিতেছিলেন, রাজা নবকৃষ্ণ তদীয় সঙ্গীতনৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে কবির দল করিতে অনুরোধ করেন। এদিকে হরঠাকুরের অর্থান্ধারও ঘটিয়াছিল, এজন্য সঙ্গীতবাবসায় প্রবৃত্ত হইতে তাঁহার উদ্যত জন্মে নাই। হরঠাকুর স্বয়ং দল করিলে অনেকেই তদীয় সঙ্গীত শ্রবণে আগ্রহান্বিত হয়েন অবলম্বিত ব্যবসায় হরঠাকুরের যেরূপ অর্থাগম হয়, সেইরূপ তাঁহার প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হইয়া উঠে। হরঠাকুর প্রথমে রঘুনাথ দাস নামক এক জন তত্ত্বাবধায়কীয় কবিওয়ালার দ্বারা স্বরচিত কবিতা সংশোধন করিয়া লইতেন। এজন্য তিনি আপনার সঙ্গীতসমূহে রঘুর নামে ভণিতা দিয়াছেন। কালক্রমে হরঠাকুর কবিতারচনায় গুরুকে অতিক্রম করিয়া উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যথাপি তিনি গুরুর জন্ত আয়োগপনে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এক দিনের জন্তও গুরুর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার হ্রাস হয় নাই। এক্ষণে যাহারা সুশিক্ষিত বলিয়া, আপনারাই আপনাদের গৌরববোধনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, দুনিবার অহঙ্কার যাহাদিগকে অনুদারতার সন্ধান সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহারা এই অশিক্ষিত কবি-ওয়ালার পদতলে বসিয়া হস্ত শিক্ষা করিতে পারেন, এবং মানুষ বিদ্যালয়ের চতুঃসীমায় পদার্পণ না করিয়াও যে, সারল্যে ও সদাচারে মহেশ্বরের অধিকারী হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া, আপনারদের অহুচিত শিক্ষাভিমানে বিসর্জন দিতে পারেন। ৭৫ বৎসর বয়সে হরঠাকুরের দেহাত্যয় হয়। হরঠাকুর স্বভাবকবি ছিলেন। বাগ্‌দেবী সরস্বতী যেন তাঁহার রসনায় অলুক্ষণ লীলা করিয়া বেড়াইতেন। বিনা চেষ্টায়, বিনা চিন্তায়, বিনা সাধনায়, অমৃতময়ী কবিতাবারা তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইত। উপস্থিত রচনায় হরঠাকুরের এমন ক্ষমতা ছিল যে, কেহ কোন পদ বলিয়া দিলে, হরঠাকুর তৎক্ষণাৎ সেই পদ অবলম্বন করিয়া পাঁচ সাত “অন্তরা গান প্রস্তুত করিয়া দিতেন।” কবিপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যত্নে হরঠাকুরের ঐ সকল সঙ্গীতের অধিকাংশ সংগৃহীত হইয়াছে। এই স্থলে হই একটি প্রবন্ধরূপ পদ এবং হরঠাকুর কৃত উহার পূরণ উদ্ধৃত হইতেছে :—

প্রশ্ন।

“তোমার আশাতে এ চারি জন।”

পূরণ ।

মহড়া — “তোমার আশাতে এ চারি জন ।

মোর মনো প্রাণো শবণো নয়ন্ ।

আছে অভিভূতো হোয়ে সৰ্কক্ষণ্ ।

দরশো পরশো, শুনিতে স্খভাবো, করিতেছে আরাধন ॥

চিৎনে — অন্তরূপো আঁখি না হেরে আর ।

শবণো প্রাণো তুমি জুড়াবার ।

শয়নে স্বপনে, মনো ভাবে মনে, কবে হইবে মিলন ॥

অন্তরা — প্রাণ, ইহার কি বলো উপায় ।

আমি যে ঠেকিলাম বিষমো দায় ॥

চিৎনে — অস্থির হোলো এ চারি জনে ।

প্রবোধি প্রবোধো নাহি মানে ॥

ইহারো দিহিতো, যে হয় অরিত কর প্রেমসি এপন ॥” ইত্যাদি ।

৩৫শ্র ।

“পীরিতি নাহি গোপনে থাকে ।”

পূরণ ।

মহড়া — “পীরিতি নাহি গোপনে থাকে ।

শুনলো সজনি বলি তোমাকে ॥

শুনেছো কখনো, জল মাগুণো,

বসনে বন্ধনো, করিয়ে রাখো ॥

চিৎনে — প্রতিপদের চাঁদো, হরিষে বিবাদো,

নয়নে না দেখে, উদয়ো ৫ থা ।

দ্বিতীয়ের চাঁদো, কিঞ্চিতো প্রকাশো,

তৃতীয়ের চাঁদো জগতে দেখে ॥”

উপস্থিত রচনাকালে এরূপ কবিত্বের পরিচয় দেওয়া সামান্য ক্ষমতার কৰ্ম্ম নহে । উল্লিখিত দুইটি পূরণেই কবির ভাবকোশল পরিস্ফুট হইয়াছে । স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও, দ্বিতীয় সঙ্গীতের অবশিষ্টাংশ প্রাপ্ত করেন নাই । তিনি ১২৬১ সালের ১লা পৌষের সংবাদপ্রভাকরে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—“এমত চমৎকার কবিতা, এমত আশ্চর্য্য ভাব, প্রায় কখনই শ্রবণ করি নাই । যিনি ইহার সম্পূর্ণ প্রদান করিবেন, তিনি আমাদের বিনা মূল্যে ক্রয় করিবেন । “তৃতীয়ের চাঁদ জগতে দেখে” এ কথার মূল্য নাই ।

অতি অমূল্য ধন।” হরঠাকুর অনেক স্থলেই এইরূপ অমূল্য ধন বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় রাজা নবরুক্ষ বাহাদুরের নগরকীর্তন সময়ে হরঠাকুর কয়েকটি গান রচনা করিয়া দেন, তন্মধ্যে একটি গানের কিয়দংশ এই :—

“হরিনাম লইতে অলসো কোবোনা রসনা,  
যা হবার তাই হবে।  
ভবেরো তরঙ্গ বেড়েছে বোলে কি,  
চেউ দেখে লা ডুবাবে ॥” ইত্যাদি।

এই একটি গানে যেরূপ অগাঢ় তত্ত্বজ্ঞান ও গভীর দীপ্তরত্নমূলক ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। দূরদর্শী শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন :—“হর ঠাকুরের একটি কবিতাতে এইরূপ দেখা যায় :—

“নাম প্রেম তার, সাকার নহে, বস্তুট সে নিরাকার,  
জীবন, যৌবন, ধন কিবা মন, প্রাণ, বশীভূত তার।  
মুখে লোক বলয়ে পীরিতি স্বথের সাব;  
প্রাণের বাহিরও হয় সে যখন, জীবনে যেন মরে রই \*।”

কি চমৎকার ভাব! ইহা প্রেটো অথবা কোলরিজের উপযুক্ত! কোলরিজ এক স্থানে বলিয়াছেন :—

‘All thoughts, all passions, all delights,  
Whatever stirs this mortal frame,  
Are all but ministers of love,  
And feed this sacred flame.’

হরঠাকুরের কবিতাটি ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বোধ হয় না”।

হরঠাকুরের পরবর্তী কবিগুণ্যঃ দিগের মধ্যে নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী সঙ্গীতনৈপুণ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি জনসাধারণের মধ্যে “নিতৈ বৈষ্ণব” নামে পরিচিত ছিলেন। ১১৫৮ সালে চন্দননগরে ইহার জন্ম হয়; ১২২৮ সালে অর্থাৎ সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে, ইহার দেহাত্যয় ঘটে। নিত্যানন্দ দাস সঙ্গীতে যেরূপ পারদর্শী, সঙ্গীতরচনায় সেরূপ ক্ষমতালালী ছিলেন না। গৌর কবিরাজ এবং নবাই ঠাকুর, এই দুই জন কবি, গান প্রস্তুত করিয়া ইহাকে দিতেন। কলিকাতা, সিমুলিয়ায় গৌর কবিরাজের নিবাস ছিল। নবাই ঠাকুরের প্রকৃত নাম কি, এবং ইনি কোন্ স্থানবাসী ছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। কথিত আছে, নবাই ঠাকুর সখীসংবাদরচনায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। গৌর কবিরাজ উৎকৃষ্ট বিরহসঙ্গীত রচনা

\* এই কবিতাটি শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বল্লভাচার্য্যের সংগৃহীত হরঠাকুরকৃত সঙ্গীতমালায় মধ্যে পাওয়া গেল না।

করিতে পারিতেন। নিত্যানন্দ সুমধুর স্বরসংযোগে ইহাদের সঙ্গীত গান করিয়া, শ্রোতা-দিগকে মোহিত করিতেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠস্বরে পণ্ডিতগণের ত্রায় জনসাধারণও অপরিণীম সন্তোষ লাভ করিত। ভট্টপন্নীর অধ্যাপকগণ তাঁহাকে নিত্যানন্দ প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন—“এমত জনরব যে, বসন্তকালে কোন রজনীতে কোন স্থানে ইনি (নিত্যানন্দ) সখীসংবাদ ও বিরহ গাহিয়া, আসর অত্যন্ত জমাট করিয়াছেন, তাবৎ ভদ্রেই মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন ও পুনঃ পুনঃ বিরহ গাহিতেই অনুরোধ করিতেছেন, তাহার ভাবার্থ গ্রহণে অক্ষম হইয়া ছোটোলোকেরা আসরে দাঁড়াইয়া চীৎকার পূর্বক কহিল, “হাদে দেখ্ লেতাই ফ্যার যদি কালুকিলির গান ধল্লি, তো দো, দেলাম খাড়াগা,” নিতাই তচ্ছবণে তৎক্ষণাৎ মোটা ভজনের থেউর ধরিয়া তাহারদিগের অস্থির চিত্তকে স্থতির করিলেন।”

নিত্যানন্দ দাস বৈরাগীর দলের কোন সঙ্গীত কে রচনা করিয়া দিয়াছেন, তাহার কোনও নির্ণয় নাই। রচনাকর্তাদেরও কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কথিত আছে, নিত্যানন্দ যে সকল ভাল বিরহ গাইয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন, তৎসমুদয়ের অধিকাংশ গৌর কবিরাজের রচিত। নিত্যানন্দের দলের এক একটি সঙ্গীতে এত উৎকৃষ্ট যে, তাহা যখন শ্রবণগোচর হয়, তখনই হৃদয় অমৃতরসে অভিষিক্ত হইয়া থাকে। সখীসংবাদের একটি গান এই :—

মহড়া—“বধুর বাণী বাজে বুঝি বিপিনে।

শ্রামের বাণী বাজে বুঝি বিপিনে ॥

নহে কেন অঙ্গ, অবশো হইতে।

সুখা বরষিলো শ্রবণে।” ইত্যাদি।

এই গানটি জনসাধারণের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত সজীব ভাবে রহিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত এই গানে লোকের হৃদয় উৎফুল্ল হইতেছে। রচয়িতা কেবল লোকান্তরিত হইয়াছেন, নির্ণয় নাই। কিন্তু তাঁহার এই সঙ্গীত আজ পর্য্যন্ত লোকের রসনায় লীলাৎকারিয়া, তদীয় অক্ষয় কীর্তির জয় ঘোষণা করিতেছে। এই দলের একটি বিরহসঙ্গীত :—

মহড়া—“প্রেম ভাঙ্গে কি হোলে।

যার প্রেম ভাঙ্গে তার নাহি বাচে প্রাণ,

যারে লোকে প্রেমিক বলে।

জীবনের সাথী হয় যে পীরিত,

জীবনে মরে পীরিত গেলে।

\* \* \* \* \*

অন্তরা—প্রাণ, সতীর পীরিত দেখ পতির সহিতে।

চির দিন সমভাবে যাস স্নেহেতে ॥

ঢিটেন—আশ্চর্য্য মিলন হয় সেই ভজনে ।

বিচ্ছেদ কাহার নাম না শুনে কাণে ।

জীবন্তে মিলন আবার মিলন মোলে ॥” ইত্যাদি ।

এই সঙ্গীত অতি মনোহর । পতিব্রতা সাক্ষীর বিস্তৃত প্রেমের ভাব ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে । এই সকল স্নানধূন সঙ্গীতের রচয়িতার পরিচয় পাওয়া যায় না । কাহার অমৃতময়ী লেখনী হইতে এই চিত্তবিমোহিনী সঙ্গীতাবলি নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাও জানিবার উপায় নাই । ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যেব অল্প চর্চাগোচর বিষয় নহে ।

নিত্যানন্দ বৈরাগীর পর স্প্রাণিক রাম বসুর দল, গুণগৌরবে ও রচনাবৈভবে সাতিশয় খ্যাতিলাভ করে । রামমোহন বসু সাধারণতঃ রাম বসু বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন । ১২২৩ কি ১৪ সালে ভাগীরথীর তটবর্তী শাপিন্দ্র গ্রামে রাম বসুর জন্ম হয় । রামবসু ভদ্র-বংশোদ্ভব কৃষ্ণ কায়স্থের সন্তান । তিনি হরুঠাকুর প্রভৃতির ত্রায় বাল্যকালে সৌখীন ভাবে প্রমত্ত হইয়া, বেখাপড়ায় তাদৃশ উদাস্য প্রকাশ করেন নাই । রামমোহন বসু কলিকাতায় থাকিয়া লেখা পড়া করিতেন । পাচ বৎসর বয়সে তাঁহার কবিত্বশক্তি পরিস্ফুট হয় । এই সময়ে তিনি যখন পাঠশালায় পাঠাভ্যাস করিতেন, তখন স্বয়ং কবিতা রচনা করিয়া, কলাপাতে লিখিয়া রাখিতেন । এই স্বভাবকবি কবিত্বগৌরবে অল্প সময়ের মধ্যেই অপরের নিরতিশয় শ্রদ্ধা পাই হইলেন । তাহার বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর, তখন তিনি যে সকল সঙ্গীত রচনা করিয়া, ভবানী বনিক নামক একজন কবিওয়ালা, তাঁহার অনেক সাধনা করিয়া, তৎসমুদয় সংগ্ৰহ করিয়া লইত । কথিত আছে, ঐ সকল সঙ্গীতে ভবানী বনিকের দল সাতিশয় ও তপতিশালী হইয়া উঠিয়াছিল । ইহা দ্বাদশ বর্ষীয় বালক কবির অল্প গৌরবের বিষয় নহে ।

রামমোহন বসু কিছু হরাজী শিখিয়া, কেরাণীর কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন । কিন্তু এই কর্ম তাঁহার প্রীতিকর হয় নাই । শৈশবে তিনি বাগ্‌দেবীর কোড়ে পালিত হইয়াছিলেন, এখন বাগ্‌দেবীর উপাসনা ভিন্ন আর কোনও বিষয়, তাঁহার সন্তোষসাধনে সমর্থ হইল না । রামমোহন বসু কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, কবিতারচনায় ব্যাপ্ত হইলেন । প্রথমে তিনি ভবানী বেণে, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার, প্রভৃতির দলে গান প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিলেন । শেষে, তাঁহার নিজের দল হইল । ইহাতে তাঁহার যেরূপ প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল, সেই রূপ তদীয় কবিত্বকীর্তি দিগন্তব্যাপিনী হইয়া উঠিল । রামবসু ৪২ বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকেন নাই । এই অনতি দীর্ঘ সময়ের মধ্যে, তিনি যে সকল কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় বঙ্গীয় সাহিত্যভাণ্ডারের অমূল্য রত্নের মধ্যে পরিগণিত হইয়া আছে ।

কবিওয়ালাদিগের মধ্যে রামমোহন বসু নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন । তাঁহার সপ্তমী, সখীসংবাদ, বিরহ প্রভৃতি গানগুলি অতি মনোহর । শেষতঃ

বিরহ তুলনারহিত। কবির ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যথার্থই বলিয়াছেন—“যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাসলা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রামবসু। যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে পুত্রসন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেই রূপ ভাবকের পক্ষে রামবসুর গীত।” রামবসুপ্রণীত উৎকৃষ্ট সঙ্গীত গুলি সঙ্গীতপ্রিয় সঙ্গদয়দিগের অবিদিত নাই। এস্থলে কয়েকটি সঙ্গীতের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

সপ্তমী ।

মহড়া—“তবে নাকি উমার তব্ব কোরেছিলে ।

গিরিরাজ ! ওহে শুন শুন, তোমার মেয়ে কি বলে ॥

\* \* \* \*

তুমি গিয়েছিলে কই, উমা বলে ঐ হে,

আমি আপনি এসেছি জননী বোলে ॥

চিঠেন—“ভারাহারা হোয়ে নয়নেব, ভারাহারা হোয়ে রই ।

সদা কই, উমা কই, আমার প্রাণ উমা কই ॥

আমার সেই হারা তারা, ত্রিজগতের সারা, বিধি এনে মিলালে ।

উমা চন্দ্রবদনে, ডাক্ছে সঘনে, মা, মা, মা, বোলে ।

উমা যত হেসে কথা কয়, ও তো হাসি ন' হে,

যেন অভাগীর কপালে অনল জলে ॥

অস্তুরা—“ভাল হোক হোক ও হে গিরি,

যাই আমি নারী, তাই ভুলি বচনে ।

তোমার কি মনে, হোতো না হে সাধ,

হেরিতে উমার চক্ষাননে ॥

চিঠেন—“আশাবাক্যে আমার পাপ প্রাণ,

রহে বল কত দিন্ ।

দিনের দিন্ তহু ক্ষীণ, বারিহীন যেন মীন ।

যারে প্রাণ পাব দেখে, সংবৎসরে তাকে,

অনুতে তো যেতে হয় ।

যেন মাহীনা কণ্ঠে, তিন দিনের জন্তে,

এলো হে হিমালয় ।

মুখে করি হাছা রব, ছিলেম যেন শব হে,

গৌরী মৃত দেহে এসে জীবন দিলে ॥”

রামবন্দু এই সপ্তমী নিজের দলে গাইয়া শ্রোতাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন। এ সঙ্গীতে স্নেহময়ী জননীর স্নেহপ্রবাহ যেন উদ্বেল সমুদ্রের স্থায় উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে। অনির্বচনীয় সন্তানস্নেহে, হৃদয়নিহিত অপূৰ্ণ বাৎসল্যে, এ সঙ্গীত অতুল্য ও অমূল্য।

রামবন্দুর সখীসংবাদ :—

মহড়া—মান্ কোরে মান রাখ্তে পাবিনে।

আমি যে দিকে ফিরে চাই, সেই দিকেই দেখতে পাই,

সজল আঁখি জলধরবরণে।

অতএব অভিমান মনে করিনে।

আমি কৃষ্ণপ্রাণা রাধা, কৃষ্ণপ্রেমডোরে প্রাণ বাধা,

হেরি ঐ কালোৰূপ সদা।

হৃদয়মাঝে, শ্রাম বিরাজে,

বহে প্রেমধারা ছনয়নে ॥’ ইত্যাদি।

এ সঙ্গীতে প্রেমের বিপুল ভাব কিরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা সহৃদয়গণ বিবেচনা করিবেন। কবি, বিরহিণী সতীর উক্তিচ্ছলে কহিয়াছেন :—

মহড়া—“মনে রৈল সই মনের বেদনা।

প্রবাসে যখন যায় গো সে,

তারে বলি, বলি, আর বলা হোলনা।

স মে মরমের কথা কওয়া গেল না।

যা নারী হোয়ে সাধিতাম তাকে।

লিজ্জা রমণী বোলে হাসিতো লোকে।

থ দিক্ থাক্ আমারে, দিক্ সে বিধাতারে,

নারী জনম্ যেন করে না ॥

চিতেন—“একে আমার এ ঘোবন কাল,

তাহে কাল বসন্ত এলো।

এ সময় প্রাণনাথ, প্রবাসে গেল।

যখন হাসি হাসি, সে আসি বলে।

সে হাসি, দেখে ভাসি নয়নজলে।

তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন্ চায় ধরিতে,

লজ্জা বলে ছি ছি ধোরো না ॥” ইত্যাদি।

স্থপণ্ডিত শ্রীযুত রাজনারায়ণ বন্দ্য মহাশয় এই সঙ্গীতে বিমুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন :—“কি বিপুল দাম্পত্য প্রেম! সাধবী কুলকামিনীদিগের লজ্জার কি মনোহর চিত্র!” এইরূপ

মনোহর চিত্রে রামবন্ধুর গীতাবলি সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে । নিতান্ত দুঃখের বিষয়, পূর্বোক্ত সধীসংবাদ ও বিরহগানের সমুদয় অংশ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই । সুকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এ বিষয়ে কৃতকার্য হইতে না পারিয়া, অনেক আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন ।

উল্লিখিত সঙ্গীতের স্থায় রামবন্ধুর অত্যন্ত সঙ্গীতেও পতিব্রতা নারীর বিগুহ প্রণয়—হৃদয়ের মহান্ উদার ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে :—

মহড়া — “বসন্তের সুধাও সখি !

আমার নাথের মঙ্গল কি ।

নিবাসে নিদ্রয় নাথ, আসিবে নাকি ।

তার অভাবে ভেবে তনু ক্ষীণ, দিনে শত বার গণি দিন,

আসার আশয়ে আছি, আশাপথ নিরখি ॥

\* \* \*

অন্তরা — “হায় ! কাল আসিবো বোলে নাথ কোরেছে গমন ।

ভাগ্যগুণে যদি, হোলো সে মিথ্যাবাদী,

চারা কি এখন ।

চিতেন — “সে যদি ভুলেছে আমারে, মনে না করে

আমি কেমনে ভুলিবো তারে ।

পতি, গতি, মুক্তি অবলার,

সুখ, মোক্ষ সেই গো আমার ।

তাহার কুশল শুনে, কুশলে কুল রাখি ॥”

গীতান্তরে :—

মহড়া — “প্রাণ্ তুমি আপনার নহ, আমার হবে কি ।

মনে মনে মনাগুণে, আমি জ্বলিবো বই আর বোল্বে কি ।

অনেক দিনের আলাপ বোলে, আদরে ডাকি ।

কেমন আছ তুমি প্রাণ্, শুনি শ্রবণে ।

প্রাণ্, গেলে প্রাণ, নিজ ছুত্ তোমায় বলিনে ।

ফলহীন বৃক্ষের কাছে, সাধ্লে কাঁদলে ফোলেবে কি ॥ ইত্যাদি ।

যিনি এই সকল সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্তা, তিনি যে, প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতায় অসামান্য পুরুষ ছিলেন, তাহা সন্দেহ নাই । সতীর কোমলতায় যে, অপার্থিব সৌন্দর্য্য আছে, স্নিগ্ধভাবে যে, অপূৰ্ণ মহত্ত্ব আছে, সর্বোপরি পাতিব্রতা ধৰ্ম্মে যে, অনির্কচনীয় পবিত্রতা আছে, তাহা কবির রচনাকৌশলে সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে । একটি সঙ্গীতে কোমলতাময়ী পতিব্রতার পতিভক্তির সহিত হৃদয়ের অসাধারণ কোমল ভাব পরিষ্কৃত হইতেছে । অপরটিতে

উষার্গগামী ও সুনীতিব্রত স্বামীর জন্ম পতিপ্রাণার ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া ঘাইতেছে । “পতি, গতি, মুক্তি অবলার” এই একটি বাক্যে কবি পতিভক্তির অতি সুন্দর ভাব পরিব্যক্ত করিয়াছেন । পক্ষান্তরে “প্রাণ, তুমি আপনার নহ, আমার হবে কি” এই কথাটিতে যে, কিরূপ কবিত্বকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে । উৎপথবর্তী স্বামীর প্রতি এইরূপ উক্তিতে স্বাধী নারীর পতিপ্রেম, পতিভক্তি ও পতির উচ্ছৃঙ্খল ভাবের জন্ম হৃদয়গত গভীর বেদনার অভিব্যক্তি হইতেছে । “ফলহীন বৃক্ষের কাছে সাংঘ্লে কাঁদলে কোন্‌বে কি” এই উক্তি অতি মনোহর । মহাকবি কালিদাস, “প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ” এই কথায় উপমাকৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন । রামবসুর কবিতাপাঠে ঐ সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাটি মনোমধ্যে উদ্ভিত হয় । উভয়ই লোকপ্রসিদ্ধ বিষয় হইতে পরিগৃহীত, উভয়ই উৎকট কল্পনার বহির্ভূত এবং উভয়ই জনসাধারণের সহিত সুপরিচিত । কবিত্বকৌশলে উভয়েরই গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে । স্বাভাবিক মৌল্যে উভয়ই কবির সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে ।

কৃষ্ণচন্দ্র চর্য্যকার (কেষ্ঠা মুণী) এবং অণ্টনি সাহেবও উৎকৃষ্ট কবিওয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধ । কৃষ্ণচন্দ্রের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না । কথিত আছে, তাহার গানে অনেক সময়ে কবিপ্রধান হরুঠাকুরকেও মস্তক অবনত করিতে হইত । অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কৃষ্ণচন্দ্রকৃত সঙ্গীত শুনিয়া পরিতোষ প্রাপ্ত করিতেন । অনেক “ওস্তাদি” দলের লোকে কৃষ্ণচন্দ্রের গান শইয়া, আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিত । কবির ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কৃষ্ণচন্দ্র চর্য্যকারের সঙ্গীতসমূহের সংগ্রহে মণিশিব চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই । কেবল নিম্নলিখিত গানটির একাংশ মাত্র তাহার হস্তগত হয় :—

মহড়া—“হরি, কে বুঝে, তোমার এ লীলে ।

ভাল প্রেম করিলে ॥

হইয়ে ভূপতি, কুবুজা যুবতী, পাইয়ে শ্রীপতি,

শ্রীমতী রাধারে রহিলে ভূলে ॥

চিতেন—“শ্রাম, সেজেছ হে বেশ, ওহে স্ববীকেশ,

রাখালের বেশ্‌ এথন্‌ কোথা লুকালে ।

\* \* \* \*

গোপোগোপীকূলে গোকূলে অকূলে ভাসায়ে দিলে ॥

ইত্যাদি ।

গানের অবশিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতেই চর্য্যকারের মননাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় ।

আণ্টুনি কিরিশী এক জন করানী। শাস্ত্রদর্শী শ্রীযুত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, “একজন কিরিশী হিন্দু কবিগোলাদিগের দলে প্রবিষ্ট হইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, এই অশ্রুচর্য্য! শুনা গিয়াছে, আণ্টুনি করানডাঙ্গার এক জন সম্ভ্রান্ত করানিশের পুত্র। তিনি যৌবনের আরম্ভে কদাশডাঙ্গার বিখ্যাত গাধিয়ালদিগের সংসর্গে পড়িয়া বয়ে গিয়াছিলেন। তৎপরে কবিগোলাদিগের দলে প্রবিষ্ট হইয়া, এক জন বিখ্যাত কবিগোলা হইয়া উঠিয়াছিলেন।” কালের পরিবর্তনে আণ্টুনির অদৃষ্টকর এইরূপ পরিবর্তিত হইয়াছিল। সম্ভ্রান্ত করানী পরিশেষে হিন্দুর দশভূজা জগার সমক্ষে নৃত্য করিয়া গাথাইছিলেন:—

“জয়া, যোগেন্দ্রজায়া, মহামায়া মহিমা অসীম তোমার।

এক বার ভগ্নী, ভূগ্নী, ভূগ্নী বোসে, যে ডাকে মা তোমায়,

তুমি কর তার ভবদিক্ পার ॥” ইত্যাদি

এতদ্ব্যতীত কলিকাতানিবাসী কায়স্থকুলসম্মত রামচন্দ্র রায় এক জন স্ক্রকবি ছিলেন। কথিত আছে, ইহার খেউড়ে এক সময়ে হরু ঠাকুরও পরাজিত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র রায়ের সমৃদ্ধ গান সংগ্রহীত হয় নাই। বিশেষতঃ কোন কোন সঙ্গীত হহার প্রণীত, এখন তাহার নিয়ম করা ভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কতিপয় প্রধান কবিগোলাদিগের রচনার পরিচয় এবং তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। এই সকল কবিগোলা বহিঃশ্রুতি সাহিত্যসমাজের বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ইহাদের রচনার সাহিত্য বাঙ্গালী গীতিকবিতার উন্নতি ও পরিপূর্ণতার বিবরণ একপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ যে, ঐ সকল রচনা পরিভাষ্য করিলে বাঙ্গালী সাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ হয়। ইহারা আত্মবিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই; সুরচিত সংগীত অক্ষতভাবে রাখিতেও বজ্রশীল হয়েন নাই। শ্রোতার চিত্তার্পিতের স্থান নিশ্চলভাবে থাকিয়া, ইহাদের পীযুষবর্ষী সঙ্গীত শ্রবণ করিত; ইহারাও শ্রোতাদিগের তৃপ্তি সাধন করিয়াই, আপনারা তৃপ্তি লাভ করিতেন। ইহাদের রচনা যে, উত্তর কালে বাঙ্গালী সাহিত্যের কত দূর উপকার সাধন করিলে, তাহা ইহারা ভাবিতেন না। শ্রোতাদিগের সন্তোষ ও তৃপ্তির সহিত ইহাদের যে সন্তোষ ও তৃপ্তি লাভ হইত, তাহাই ইহারা আপনাদের প্রকৃষ্ট পুরস্কার বলিয়া মনে করিতেন। অপরিসীম উদারতা ও মহত্বের জন্ত ইহাদের অনেকে আপনাদের অস্তিত্ববিজ্ঞাপনেরও পথ করিয়া গিয়াছেন। ইহারা স্বরচিত সঙ্গীতে অপরের নামে ভণিতা দিয়াছেন; অপরের নামে আত্মসঙ্গীত স্বধীসমাজে পরিচিত করিয়াছেন এবং অপরের গুণগৌরবের নিকট আপনাদের গুণগৌরব সম্বুচিত করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ ইহাদের আত্মত্যাগের একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ইহারা শ্রেষ্ঠ কবি—ইহাদের রচনা বঙ্গীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ইহারা প্রকৃতির প্রিয়তম সন্তান—সারস্বতী ব্যক্তির মহিমায় গৌরবান্বিত মহাপুরুষ। ইহারা উচ্চ স্থানে নীরবে বসিয়া কল্পনার উপাসনা করিতেন না। পেশমলিনা জাহ্নবীর জল-মায়ার স্থান ইহাদের আবেগময়ী কবিতাধারা সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই থর বেগে

প্রবাহিত হইত। ঢোলক বা কাঁদিস গগনভেদী রবের মধ্যেও ইহাদের কল্পনা সঙ্কুচিত হইত না, বা লোকারণ্যের দিম্ব্যাবহ দৃশ্যেও ইহাদের কবিত্বশক্তি অবনত হইয়া পড়িত না। কলরবে উপক্ষ দেখাইয়া, লোকারণ্যে দৃকপাত না করিয়া, ইহারা আপনাদের অপূর্ণ কবিত্বের পরিচয় দিতেন। সারস্বতসমাজে সরস্বতীর এইরূপ উপাসকদিগের অস্তিত্ববিলোপ কখনও বাঞ্ছনীয় নহে। যে কোনরূপে হউক, ইহাদের কবিতা এবং ইহাদের বিবরণ সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক হইতেছে। কবির ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিভক্ত ও কবির মর্যাদারক্ষায় তৎপর ছিলেন। তাঁহার যত্নাতিশয়ে অনেক কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী সঙ্কলিত এবং তাঁহাদের কবিতাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে সর্বাংশে পূর্ণমনোরথ হইতে পারেন নাই। তাঁহার একান্ত যত্নেও অনেক কবির উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের সমুদয় অংশ সঙ্কলিত হয় নাই। পরবর্ত্তী সংগ্রাহকগণও ঐ সকল অপ্রাপ্য অংশের সমুদ্বারে অকৃতকার্য হইয়াছেন। এখন সাহিত্যসেবক সঙ্গদয়গণের নিকট সন্নিয় প্রার্থনা যে, তাঁহারা বঙ্গীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্ত কবিচিত্রিত সহ বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন সঙ্গীতগুলির সংগ্রহ করিলে একটি মহৎ কার্য সম্পন্ন হয়। তাঁহাদের সংগ্রহ সাদরে সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।



# মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা ।

## ধর্মনীতি এবং নীতিকথা ।

নীতিসংক্রান্ত গ্রন্থের মধ্যে ১৮০১ অব্দে প্রথমে হিতোপদেশ প্রকাশিত হয়। ১৮৪১ অব্দে এক ব্যক্তি উহার পরিশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। ঐ বৎসর বত্রিশ সিংহাসন প্রচারিত হয়। ১৮০৩ অব্দে ডাক্তার গিলক্রাইষ্ট, উদ্দু, গারসো, আরবো, ব্রজ-ভাষা এবং বাঙ্গালায় স্ট্রিপের গল্প এবং অন্যান্য নীতিগল্প প্রকাশ করেন। এগুলি রোমক অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। তারিখীচরণ মিত্র নামক এক ব্যক্তি বাঙ্গালা করিয়া ছিলেন। ১৮২০ অব্দে ষ্টুয়ার্ট সাহেবের উপদেশকথা অর্থাৎ ঐতিহাসিক নীতিগল্প ইংরেজী ও বাঙ্গালায় মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থে মাতাপিতার প্রতি সম্মান, মিত্রতা, মিথ্যাবাদিতা, পরিশ্রম, অহঙ্কার, ক্রোধ, অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে ইতিহাসমূলক কথানালা সন্নিবেশিত হইয়াছিল। ১৮২৯ অব্দে শ্রীরামপুর প্রেস হইতে সদ্গুণ ও বীর্য নামক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহাতে গ্রীশ, আফ্রিকা, কশিয়া, প্রশিয়া এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস হইতে ৯৫টি নীতিকথা বিবৃত হইয়াছিল। মূল্য ১।০ টাকা। ১৮২৬ অব্দে স্কলবুক সোসাইটি কর্তৃক কবিতামূলকূপ প্রকাশিত হয়। পত্রসংখ্যা ৪৪। মূল্য ১।০ আনা। ইহাতে ১০৬টি সংস্কৃত কবিতা এবং উহার বাঙ্গালা অনুবাদ ছিল। ১৮৩০ অব্দে ভ্রমরাষ্টক প্রকাশিত হয়। ১৮৩১ অব্দে ভর্তৃহরির নীতিকথা প্রকাশিত হয়। ভর্তৃহরি রাজা বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা। ইনি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নীতিকবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থের লাতিন অনুবাদ জার্মানিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রায় এই সময়ে পুত্রের প্রতি লর্ড চেম্বারফিল্ডের উপদেশ অনূদিত হয়। ১৮৩০ অব্দে হরিনাভির একজন পণ্ডিত কোতুকসর্বস্ব নাটক প্রকাশ করেন। এই নাটকে বাঙ্গালা অনুবাদ সহ সংস্কৃত শ্লোকমালা সংগৃহীত হইয়াছিল। কোন উৎকৃষ্ট নীতিমূলক ইংরেজী গ্রন্থ পরিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অনূদিত হয়, ইহা বিশপ টর্নরের ইচ্ছা ছিল। তাঁহার পরামর্শে ১৮৩৩ অব্দে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর জন্মনকৃত রাসেলাসের অনুবাদ করেন। ১৮৩৮ অব্দে রামচন্দ্র মিত্রের সম্পাদকতায় স্ত্রীানোদয় নামক একখানি সাময়িক পত্রের প্রচার হয়। ইহাতে নীতি ও ইতিহাসসংক্রান্ত বিবিধ গল্প এবং ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ববিষয় প্রবন্ধাবলী থাকিত। ১৮৩৪ অব্দে নীলরত্ন হালদার দম্পতিশিক্ষা প্রকাশ করেন। ইহাতে পতিপত্নীর শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্য বিবৃত হইয়াছিল। ১৮৩৪ অব্দে শরৎ বসুর উপদেশকথা প্রকাশিত হয়। ইহা রোমক অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৩৪ অব্দে মার্শমাক সাহেব স্ট্রিপের গল্প প্রকাশ করেন। ১৮৩৬ অব্দে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর

গের গল্পমালার অনুবাদ করেন। এছাড়া তিনি হলুদের রাজার নিকট স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৪০ অব্দে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ নীতিদর্শন নামক কতকগুলি নীতিমূলক উপদেশ প্রকাশ করেন। এই সকল উপদেশ হিন্দু লেজ পাঠশালার ছাত্রদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। উপদেশগুলি বিদ্যালুশীলনের আবশ্যকতা, সত্যপ্রিয়তা, অসত্যপ্রিয়তা, কৃত-জ্ঞতার আবশ্যকতা, বাঙ্গালাভাষা, হিন্দু সাহিত্য, বিদ্যালুশীলনের ইতিকর্তব্যতা, ধর্মনীতি, মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে বিবৃত হইয়াছিল। উপদেষ্টা স্বকীয় মতের সমর্থন জন্ত উপদেশমালার নানা শাস্ত্র হইতে বচন সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গালার জন্মায়ের এইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হয়, ইহা উপদেষ্টার অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন সম্বন্ধে তাদৃশ উৎসাহ না থাকিতে ইহা ব্যর্থ হয়। স্বদেশান্তরাগ, পরিভ্রমণের উপকারিতা, জুগোপেলা, আইনের আবশ্যকতা, বচবিবাহের অপকার, কৃতজ্ঞতার আবশ্যকতা, মাতাপিতা ও পুত্রের পরস্পরব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দিবার অভিপ্রায় ছিল। ১৮৪০ অব্দে হিন্দু লেজ পাঠশালার জন্ত নীতিদর্শক প্রকাশিত হয়। পত্রসংখ্যা ২২। ইহাতে প্রাকৃতিক, পরিচ্ছন্নতা, বিদ্যালয়ে ছাত্রের ব্যবহার, পরিশ্রম, শিক্ষা, মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য, সত্যবাদিতা, বিনয় প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ ছিল। ১৮৪৩ অব্দে মর্টন সাহেব সন্মতের প্রবাদমা নারী অনুবাদ প্রকাশ করেন। পত্রসংখ্যা ৭৬। বাঙ্গালাভাষায় মর্টনের পারদর্শিতা ছিল। তৎকাল উৎকৃষ্ট অনুবাদে মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য্য প্রতি-ফলিত হইয়াছিল। ১৮৩৬ অব্দে জ্ঞানান্দুর প্রকাশিত হয়। পত্রসংখ্যা ১৬। কবিতা-রসাকর প্রেম। ইহাতে মাতাপিতার প্রতি সম্মানের কর্তব্য, অসংসংসর্গের অপকারিতা, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক নীতিগত বিবৃত হইয়াছিল।

সদাচারদীপক। পত্রসংখ্যা ৪৮। ট্রাক্ট সোসাইটি। মূল্য অর্দ্ধ আনা। প্রথম সংস্করণ, ১৮৩৬। শেষ সংস্করণ, ১৮৫৫। ইহাতে মৃত্যুভয়, বাইবেলের প্রতি একটি বালকের শ্রদ্ধা, একটি বালকের মিথ্যা কথা বা চুরি করার ভয়, ঔষধনিষ্ঠ মহিলা, উদারপ্রকৃতি নারিক প্রভৃতি নান্য বিষয়ের গল্প ছিল।

আনোয়ার মোহেলী। গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত। প্রথম ভাগ। আংলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন প্রেস। ১৮৫৫। পত্রসংখ্যা ২৮৪। মূল্য ৮০ বার আনা। নির্দয়ের প্রতি বিধাসংস্থাপনের অবিবেচনা, মিত্রতা, আলস্য, ক্ষমা প্রভৃতি সম্বন্ধে নীতিকথা। গদ্য ও পদ্যে রচিত। পারশী গ্রন্থের অনুবাদ। পারশী গ্রন্থ খানি আবার সংস্কৃত হিতোপদেশ হইতে অনূদিত।

বানরীফটক। পত্রসংখ্যা ৪। ১৮৫৪। রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রতি বানরীর প্রশংসা। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর উহার ইংরেজী অনুবাদ করেন।

বানরীফটক। পত্রসংখ্যা ৩। রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রতি বানরবিশ্বাসী এক ব্যক্তির প্রশংসা। ১৮৩৪ অব্দে উহা রাজা কালীকৃষ্ণ কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত হয়।

বত্রিশসিংহাসন। নীলমণি বসাক প্রণীত। পত্রসংখ্যা ২০২। মূল্য ৮০ বার আনা।

বত্রিশসিংহাসন। সংবাদপূর্ণচন্দ্রেশ্বর সম্পাদক কর্তৃক হিন্দী হইতে অনুদিত। পত্র-  
সংখ্যা ৩২০। মূল্য এক টাকা, পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রেস্। রেট সাহেবের বাঙ্গালা রচনাসংগ্রহের  
দ্বিতীয় খণ্ডে ইহা হইতে ১৪টি গল্প উদ্ধৃত হইয়াছিল।

বত্রিশসিংহাসন। রাজকৃষ্ণ নিয়োগী প্রণীত। পদ্য। ভাস্কর প্রেস্। পত্রসংখ্যা  
২০৪। ১৮৪৮।

চাণক্য। প্রথম সংস্করণ, ১৮১৭। চাণক্য শ্লোকের অনেক সংস্করণ প্রকাশিত  
হইয়াছে। পল্লীগ্রামের পাঠশালা ছাত্রেরা এই সকল শ্লোক মুখস্থ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে  
ওয়াটের সঙ্গীতমালার যে স্থল, বঙ্গদেশে চাণক্যশ্লোকও সেই রূপ স্থল অধিকার করিয়াছে।  
চাণক্য-শ্লোক স্বতন্ত্রভাবে কদাচিৎ পাওয়া যায়। উহা শিশুবোধকের সহিত একত্র প্রকাশিত  
হইয়া থাকে। দিগম্বর রায় নামক এক ব্যক্তি ১৮৪০ অব্দে উহার ইংরেজী এবং বাঙ্গালা  
অনুবাদ প্রকাশ করেন। উহা অধুনিক গ্রীক এবং ইতালীয় ভাষাতেও অনুদিত হইয়াছে।

নীতিবোধ। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইংরেজী হইতে অনুদিত। তৃতীয়  
সংস্করণ। ১৮৫৩। সংস্কৃত প্রেস্। পত্রসংখ্যা ১০৭। মূল্য ১০ আনা। ভাষা পরিমার্জিত।  
তিন বৎসরে উহার তিন সংস্করণ হইয়াছে চতুর্থ সংস্করণ বস্তুহ।

চাতকাটক। সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা। কালিদাসের নীতিমূলক রূপকথা। পত্র-  
সংখ্যা ৫। ১৮৫৪। রোজারিও এণ্ড কোং। মূল্য অর্দ্ধ আনা। এই গ্রন্থ জরমান ভাষায়  
অনুদিত হয়। ভ্রমরাষ্টক—এই শ্রেণীর অন্য এক খানি পুস্তক।

পঞ্চরত্ন। সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা। পত্রসংখ্যা ৫। ১৮৫৪। রোজারিও এণ্ড  
কোং। মূল্য অর্দ্ধ আনা। বাহিরগাছীনিবাসী নবকান্ত কর্তৃক অনুদিত। ইহাতে কতক-  
গুলি প্রশ্নের রাজা বিক্রমাদিত্যপ্রদত্ত নীতিমূলক উত্তর আছে। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর  
উহার ইংরেজী অনুবাদ করেন।

স্ট্রীশিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব। প্রথম সংস্করণ, ১৮১৮। চতুর্থ সংস্করণ, ১৮৫৪। স্কুল-  
বুক সোসাইটির প্রকাশিত। মূল্য ৮০ দুই আনা। ইহাতে সরল ভাষায় স্ট্রীশিক্ষার ঠিকতা  
প্রতিপন্ন হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কস্তুরী, খনা, অহল্যা বাই প্রভৃতির উল্লেখ আছে। কোন  
কোন বাঙ্গালা সংবাদপত্রে এই পুস্তকের বিপক্ষে তীব্র সমালোচনা হইয়াছিল। ১৮৪০ অব্দে  
ইহার বিরুদ্ধে স্ট্রীর চুরাচার প্রকাশিত হয়। ইহাতে স্ট্রীগোকে নিন্দনীর কর্মের  
বিষয় বিবৃত হইয়াছিল।

স্ট্রীগণের বিদ্যা। তারাকরুর রচনা। পত্রসংখ্যা ৫৮। দ্বিতীয় সংস্করণ। রোজা-  
রিও এণ্ড কোং। এই পুস্তকের ৬,০০০ ছয় হাজার খণ্ড একবারে প্রকাশিত হয়। লেখক  
সম্প্রদায়, বর্তমান সময়ে নারীজাতির অজ্ঞতা, তাহাদের হ্রবস্থা, কোলিঙ্গপ্রথা,  
স্ট্রীশিক্ষা-বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রের সপক্ষতা, বিধবাগণের অবস্থা, নয়টি বিহবী হিন্দু মহিলার

বিবরণ, বিহুবী মহিলার কার্য, ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত, নারীগণের পরিচ্ছদ, বালিকাবিদ্যালয়, পাঠাগ্রন্থ, শিক্ষক, নারীসমাজ প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। ত্রীশিক্ষাবিষয়ক রচনার মধ্যে উৎকৃষ্ট হওয়াতে এই রচনা ১৮৫০ অব্দে হেয়ার সাহেবের প্রাইজ ফণ্ড হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞানপ্রদীপ । গোবীন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ভারত প্রেস। প্রথম সংস্করণ ১৮৪৮। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৮৫০। প্রথম ভাগ। পত্র সংখ্যা ৭৮। মূল্য ৥০ আট আনা।

জ্ঞানপ্রদীপ । গোবীন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। দ্বিতীয় ভাগ। পত্র সংখ্যা ৭৮। মূল্য ৥০ আট আনা। ১৮৫০। ভারত প্রেস। নীতিবিষয়ক গল্প। এগুলি প্রথমে ভারত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

হিতকথা । রাজকিশোর প্রণীত। একশতটি সংস্কৃত নীতিশ্লোক এবং উহার বাঙ্গালা অনুবাদ। চন্দ্রিকা প্রেস। পত্রসংখ্যা ১৪। ১৮৪৯। পুস্তকে যে যে কথার উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে দৃষ্টান্তরূপ কয়েকটি লিখিত হইল :—বিদ্যা সামান্য গুণের অভ্যস্তের মুক্তির ঠায়; রসনা কোমল ও অস্থিহীন হইলেও সবল এবং ক্ষমতাপন্ন; ধনী রূপণ, বৃষ্টি-শূন্য মেঘের ঠায়; রাজার অনুগ্রহ বায়ুর ঠায় পরিবর্তিত হয় ইত্যাদি।

হিতোপদেশ । প্রথম সংস্করণ, ১৮০১। শ্রীরামপুর প্রেস। শেষ সংস্করণ ১৮৫৫। কথাগুলো নীতিশিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ। স্ত্রাব উইলিয়ম জোন্স এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—নিরতিশয় প্রাচীন না হইলেও এগুলি পৃথিবীর মধ্যে নিরতিশয় সুন্দর কথামালা। ইহা কুড়িটির অধিক ভাষায় নানাস্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচারিত রহিয়াছে।” উপস্থিত সংস্করণ সংস্কারযোগ্য। হিতোপদেশের স্ত্রাব উইলিয়ম জোন্স কৃত ইংরেজী অনুবাদ, পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রেসে এক টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। বাইবেলের পর এই গ্রন্থই বহুসংখ্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহার দুই খানি স্বতন্ত্র বাঙ্গালা অনুবাদ আছে, এক খানি গোলকনাথ কৃত; আর এক খানি মৃত্যুঞ্জয় প্রণীত। এতদ্ব্যতীত ইহার সংস্কৃত, ইংরেজী এবং বাঙ্গালা লক্ষ্মীনারায়ণ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণ ১৮৩০ অব্দে মুদ্রিত হয়। পত্র সংখ্যা ৪২৪। হিতোপদেশের বাঙ্গালা অন্ততঃ দুই লক্ষ খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছিল। টেলিমেকসের ঠায় হিতোপদেশও রাজপুত্রকে কথাগুলো নীতিবিষয়ক উপদেশ দিবার জন্য প্রণীত হয়। (“কথাগুলো বালানার নীতিস্তম্ভিহ কথ্যতে”)।

হিতোপদেশ । য়েট্‌স কৃত পরিশোধিত সংস্করণ। প্রথম সংস্করণ, ১৮৪১। শেষ সংস্করণ, ১৮৫১। পত্রসংখ্যা ১২৮। মূল্য ৮/০ আনা। শেষ সংস্করণের পত্রসংখ্যা ১৫৮। স্কলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত।

জোসেফের ইতিহাস । ট্রাস্ট সোসাইটি। পত্রসংখ্যা ৫১। মূল্য অর্দ্ধ আনা। এই পুস্তক মুসলমান এবং খ্রীষ্টান, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সুপরিচিত। ইহাতে সত্যিকার এবং সন্তানস্নেহ সম্বন্ধে সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে।

**জ্ঞানার্ণব ।** প্রেমচাঁদ রায় রূত । ১৮৪২ । দ্বিতীয় সংস্করণ । পত্রসংখ্যা ১২৪ । মূল্য ১১০ টাকা । সংস্কৃত এবং অত্যাশ্চর্য্য হইতে সংগৃহীত ও অনূদিত । ইহাতে মাতাপিতা এবং শিক্ষকের প্রতি কর্তব্য, জ্ঞান, নিবুদ্ধিতা প্রভৃতি সম্বন্ধে নীতিকথা সঙ্কলিত হইয়াছে ।

**জ্ঞানচন্দ্রিকা ।** হিন্দুকলেজের পূর্ব্বতন ছাত্র গোপাল মিত্র প্রণীত । পত্রসংখ্যা ১২২ । মূল্য ১৫০ এক টাকা বার আনা । ১৮৩৮ । শিক্ষাসমাজ এই গ্রন্থের গ্রাহক ছিলেন । ইহাতে প্রবোধচন্দ্রিকা, হিতোপদেশ এবং পুরুষপরীক্ষা ইহাতে নীতিবিষয়ক প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে ।

**জ্ঞানোন্মাস ।** বড়বাজার নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মল্লিক প্রণীত । বিন্দুবাঁসিনী প্রেস, ১৮৫৪ । পত্র সংখ্যা ১৮ । ইহাতে দাতৃত্ব, অতিথ্যেয়তা, দয়া, ধৈর্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে নীতি-বিষয়ক উপদেশ আছে । পরিশোধনযোগ্য ।

**কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব নাটক ।** মেট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পণ্ডিত রামনারায়ণ শর্ম্ম প্রণীত । সংস্কৃত প্রেস । ১৮৫৪ । পত্রসংখ্যা ১২৭ । মূল্য ১ এক টাকা । রঙ্গপুরের জমীদার কালীচন্দ্র চৌধুরী কুলীনদিগের বহুবিবাহের দোষ প্রদর্শন সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট রচনার জন্য ৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । কুলীনকুলসর্ব্বস্বকার ঐ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন । এই নাটক টমকাকার কুটীরের দ্বারা একটি বিশেষ দোষ-বহু বিষয়ের নির্দেশ করিয়াছে । রচনাপ্রণালীতে এবং বর্ণনায় বিষয়ে লেখকের যথোচিত ক্ষমতা আছে । গ্রন্থখানি নিরতিশয় প্রয়োজনীয় ।

**ছোট হেন্‌রি ।** প্রথম সংস্করণ, ১৮২৪ । শেষ সংস্করণ, ১৮৪৯ । ট্রাক্ট সোসাইটি । পত্রসংখ্যা ৬০ । মূল্য এক আনা । শ্রীমতী সিয়রউডের অনাথ বালক সম্বন্ধে সুন্দর গল্প । ইহার সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মতত্ত্বের উপদেশ সম্মিলিত আছে ।

**মোহম্মদগার ।** ১৮৫৪ । পত্রসংখ্যা ৮ । মূল্য অর্দ্ধ আনা । রোজারিও এণ্ড কোং । সংসারবৈরাগ্য সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট কবিতাগ্রন্থ । অার উইলিয়াম জোন্স ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন । বর্ত্তমান বৎসরে ( ১৮৫৫ অব্দে ) ইহার দুই সংস্করণ প্রকাশিত হয় । এক খানি বাঙ্গালা, আর একখানি সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা । প্রাচীন যুগের সলমনের গ্রন্থের ভাষা এই গ্রন্থে সংসারবৈরাগ্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । ছয় শতাব্দী পূর্ব্বক সুবিখ্যাত শঙ্করাচার্য্য-কর্ত্তক ইহা প্রণীত হয় । ইহা জার্মান এবং ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে ।

**রাজদূত ও সরলতার পুরস্কার ।** কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত । ইংরেজী ও বাঙ্গালা । ১৮৪৯ । পত্রসংখ্যা ৩২০ । ইংরেজী বাঙ্গালা সংস্করণ দুস্তাপ্য । রাজদূত আডামপ্রণীত উৎকৃষ্ট গল্পের ( The shadow of the Cross ) অনুবাদ । সরলতার পুরস্কার কুমারী এঞ্জেলার্কৃত Reward of honesty ইহাতে অনূদিত ।

**কাফরিদাস ।** ইংরেজী হইতে অনূদিত । পত্রসংখ্যা ৩০ । মূল্য অর্দ্ধ আনা ।

নকলও অনেক হইয়াছে, ৭৯৯

এক প্রকারের? কেহ বা আসল ভ্রমে নকল ।

জানিয়া শুনিয়া নকল দ্বারা আসলের সাধ মিটাইতে গিয়া আপা ।

পরকেও ঠকাইতে চেষ্টা করিতেছেন। প্রেম স্বর্গীয় জিনিস, জানি, কিন্তু এই পৃথিবীতে  
বুঝি ইহারও ঐ অবস্থা ঘটয়াছে। কারণ এক দিকে প্রেম যেমন অমূল্য, অন্য দিকে  
তেমন ইহার নকল ও প্রবঞ্চনা প্রভাবও অনন্ত। হীরাসোণার প্রবঞ্চনা বরং সহ্য যায়;  
প্রেমের প্রবঞ্চনা দুঃসহ। হীরাসোণা বরং না কিনিয়া, না ব্যবহার করিয়া, প্রবঞ্চনার  
দায় হইতে মুক্তি লাভ করা যায়; প্রেমের হাত হইতে কাহারও অব্যাহতির সম্ভাবনা নাই।  
কারণ ভবের বাজারে এ জিনিসটা সকলেই চাই। অথচ অনেকেই আবার জিনিসটা যে  
কেমন, তাহা জানেন না। এমন ছদ্মবেশে হেমেন্দ্রবাবু “প্রেম” বড়ই আদরের জিনিস।  
ইহাতে প্রেমের সর্বাবয়বের বর্ণনা আছে, সর্বগুণের বিবরণ আছে। প্রকৃত প্রেম যে কি  
পদার্থ, তাহা এই “প্রেম” বুঝিলেই বুঝা যায়। আমরা হেমেন্দ্রবাবুর “প্রেম” দেখিয়া পরম  
প্রীতলাভ করিয়াছি এবং মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—হেমেন্দ্রবাবু প্রেমিক বটেন। তাঁহার এই  
“প্রেমের” আশ্বাদনে প্রেমিক পাঠকবর্গ যে, পরিতুষ্ট হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।  
তবে আমাদের এ সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা এই যে, গ্রন্থকার যেরূপ অবিচ্ছেদ্য এক ভাবের  
তরঙ্গ ছুটাইয়াছেন, তাহাতে সাধারণের স্ব্থের কিছু ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। মধ্যে মধ্যে  
বিশ্রামের অবকাশ না পাইলে, অমৃতের তরঙ্গেও কেহ গা পাতিতে অস্বীকার করিতে  
পারেন। বৈচিত্র্য না থাকিতে তাঁহার গ্রন্থপাঠে হৃদয় ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং  
ভাবগ্রহণের শক্তি কমিয়া যায়।

স্ত্রী ও স্বামী (সংসারচিত্র)—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য আট আনা।

গল্পের পুস্তক। তা’হউক, লেখায় গুণগণনা “আমার স্ত্রী” নামক গল্পে যে  
তিনটা সহোদরার বিভিন্ন চিত্রের রেখাপাত উপস্থাসের উপকরণ বটে। গল্প  
লিখিতে লেখক পরিপক্ব। সুখপাঠ্য গল্প পদের প্রসক্তি আছে, তাঁহারা এই  
পুস্তক পাঠে পরিতুষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই। সত্যি এক প্রকার আদর্শচিত্র থাকতে  
“আমার স্বামী” শিক্ষাপ্রদ গল্পও বটে।

... বাড়লে, ভারতের ইতিহাসও

... ২২ ভাগে প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠা হইবেক। কিন্তু ইহা পাঠে

ধর্যা স্থলিত হইয়াছে। একুপ গ্রন্থের এ বড় কম প্রশংসার কথা নহে।

এহ সকল গ্রন্থ সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ করিতে গ্রন্থকারের বর্ণনীয় বিষয়ের নির্বাচন এবং সরল ও মধুর ভাষায় তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা এবং কিয়ৎ পরিমাণে রহস্তপটুতা থাকা আবশ্যক। গ্রন্থকারের এই শৈক্ষোক্ত ক্ষমতার এখনও পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। যাহা হউক, মোটের উপর গ্রন্থ ভাল হইয়াছে।

প্রাচীন আর্য্যায়ণীগণের ইতিবৃত্ত—শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় বিজ্ঞানিধিপ্রণীত  
মূল্য নাড়ে ছয় আনা।

সংগ্রহের হিসাবে পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট। গ্রন্থকার সাধারণের অবিদিত ভারতের গৌরব-স্থানীয়া অনেক রমণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই সকল রমণী কেবল ভারতের কেন, সমগ্র জগতেরই গৌরবরূপ। গ্রন্থকার যেক্রপ পাণ্ডিত্যের সহিত চরিত্রগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, যদি কবিত্বের প্রভাৱ উহাদিগকে সেইরূপ আলোকিত করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভাল হইত। যাহা হউক, বাঙ্গালা ভাষার একুপ গবেষণাপূর্ণ সংগ্রহের প্রচার নিরতিশয় আশ্লাদের বিষয়।

আশা-কাব্য। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বি. এ. প্রণীত। মূল্য কাপড় বাধান ১ টাকা। কাগজে বাধান ৮০ আনা।

গ্রন্থকার প্রস্তারম্ভে লিখিয়াছেন “৪৪ বৎসরের কল্পনা বেশভূষায় সজ্জিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার স্বাভাবিক লাবণ্য, ক্ষুভ্তি, ভাবকমনীয়তা ও মাধুর্যা থাকে না।”

ইহা অবশ্য গ্রন্থকারের বিনয়ের কথা। হউক, তবু সত্য কথা। কথাটা সত্য বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ কথা নহে। গ্রন্থকার বিন - স্তিয়া, তাঁহার প্রোচা কল্পনার দোষের ভাগটাই দেখাইয়াছেন, গুণের কথা কিছুই - নাই বলুন, ভাবুক মান্নেই অবগত আছেন,

প্রোচার যেমন শতসহস্র দোষ আ - আবার লক্ষ লক্ষ গুণও আছে। দোষের কথা গ্রন্থকার বলিয়াছেন, গুণের কথা আমরা কিছু বলিলেই গ্রন্থের সমালোচনা সম্পূর্ণ হয়।

আশা-কাব্যের বিষয়, বর্ণনা, ভাব, রস, প্রায়ই প্রৌঢ়জনোচিত হইয়াছে। ইহাতে প্রৌঢ়ের

ধীরতা, প্রোঢ়ের প্রীতি, প্রোঢ়ের পরিপকতা, অতীত দৃষ্টি, চিন্তা, সমবেদনা সকলই পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত আছে। ইহাতে যৌবনের লাভণ্য, ক্ষুধা, কমণীয়তা না থাকিলেও ইহা মনোহর গ্রন্থ বটে। জগতে ত চিরকাল বসন্ত বিরাজ করে না, গগনে ত চির দিন জ্যোৎস্না জ্বীড়া করে না, তবে এক্ষণ গ্রন্থের উপযুক্ত পাঠক না মিলিবে যেন ?

আমরা প্রোঢ়। আশাকাব্যের প্রোঢ়া কল্পনার স্থির ও গভীর মূর্ত্তি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। তবে যে ছই এক স্থানে প্রোঢ়া আপনার বয়স ভুলিয়া যুবতীর অভিনয় করিতে গিয়াছেন বা অতিবৃদ্ধার স্থান অধিকার করিতে চাহিয়াছেন, সেই সকল স্থল আমাদের ভাল লাগে নাই। আর ভাল লাগে নাই নিম্নোক্ত রচনাপ্রণালী—

“নাই সেই ধর্মবল সতীত্বের প্রভা,

ভারতে এখন যেন কবির কল্পনা-

সৃষ্ট বলে জ্ঞান হয় ধ্রুব ও প্রহ্লাদ—

সাবিত্রী, বিজুলা, সীতা—

এই “কল্পনাসৃষ্ট” কথাটির বিস্তার। অনেক স্থলে তিনি এইরূপ একটি কথাকে ছই পঙ্ক্তিতে ভাগ করিয়া বসাইয়া লেখার প্রাজ্ঞতা নষ্ট করিয়াছেন। গ্রন্থকারের মন্তব্যের ছই এক স্থলও আমাদের মতানুযায়ী নহে, কিন্তু আশাকাব্যের প্রায় কাব্যে তাহার সমালোচনা নিম্নয়োজন। দোষগুণ সকল পর্যালোচনা করিয়া আমরা বলিতে বাধ্য যে, আশাকাব্যের লেখক কবি; আশাকাব্য একধাণি মনোহর খণ্ডকাব্য। তবে যাহারা মলয়ের সুহ হিল্লোল, চক্রমার চক্রম লাভণ্য, প্রণয়ের মোহিনী মদিরা না দেখিলে পরিতৃপ্ত হন না, তাহারা এই গ্রন্থ পাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন না। ইহার লেখক প্রোঢ়, বিষয় “মানবজীবনের দুঃখসম্প্রাপকাদিনী।” নিদাঘের ঝটিকায়, অমানিশার গাভীর্ঘো, বিবেকের বিকাশেও যাহারা কাব্যের উপাদান দেখিতে পান, তাহারাই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন।

শিশুরঞ্জন রামায়ণ—শ্রীনৃক্ষ ভট্টাচার্য প্রণীত। মূল্য চারি আনা।

পুস্তক খানি “পাঠানির্বাচনী সভা” কর্তৃক মধ্যবর্তী স্কুলসমূহের তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালার লেখকশ্রেষ্ঠ বঙ্কিম বাবু গ্রন্থ সম্বন্ধে গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন,—“তোমার প্রণীত ‘শিশুরঞ্জন রামায়ণ’ দেখিয়া প্রীত হইলাম, কিন্তু ইহা বালকদিগের শিক্ষার্থ বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত না হইলে ‘প্রীত হইলাম’ বলা সার্থক হয় না।—ইহা বালকদিগের শিক্ষার উপযোগী বটে।” শিক্ষা বিষয়ে পারদর্শী, শিক্ষাবিভাগের নেতা জুদেব বাবুও একুশে গজেটে লিখিয়াছিলেন—“পুস্তক খানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বিদ্যালয় সমূহের নিম্নশ্রেণীস্থ বালকদিগের জন্য এইরূপ সমস্ত পুস্তকই পাঠ্য স্বরূপ নির্দিষ্ট হওয়া উচিত।” ইহার উপর আমাদের অধিক কিছু না বলাই ভাল। গ্রন্থের বিষয় বৈষ্ণব শিক্ষাপ্রদ, রচনাও সেইরূপ সরল ও মনোহর। গ্রন্থকার কবিতার চর্চায় ক্ষমতাশালী।

বালক পাঠ—শ্রীনবরুঞ্চ তট্টাচার্য্য প্রণীত । মূল্য ৮/১০ মাত্র ।

পুস্তক খানি পড়িয়া আমরা পরম প্রীত লাভ করিয়াছি। বিষয় গুলির নির্বাচন যেমন সুন্দর, ভাষা সেইরূপ সরল ও সুমধুর। গ্রন্থখানি বালকদিগের সবিশেষ উপযোগী।

অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক (বঙ্গানুবাদ)—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায় রুত । মূল্য দশ আনা ।

অনুবাদক লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার শকুন্তলার অনুবাদ তদীয় কীর্তি রক্ষা করিতেছে। অনুবাদকের কবিত্বশক্তি এবং সুমধুর শব্দবোজনা-প্রণালী পাঠকের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইবে। তিনি অনুবাদে গুণগণনা দেখাইয়াছেন। দুই এক স্থলে সামান্য ত্রুটি থাকিলেও আমরা অকৃত্রিমচিত্তে বলিতে পারি, শকুন্তলার উপস্থিত বঙ্গানুবাদ সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালা পাঠকের অতি আদরের সামগ্রী হইয়াছে। তাঁহারা ইহা পড়িয়া মহাকাবির অভিজ্ঞান শকুন্তলের সেই অপূর্ণ রস অনেকটা অনুভব করিতে পারিবেন। আমরা এরূপ অনুবাদের প্রশংসা করি।

রঘুবংশ (বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ) প্রথম ভাগ (১ম হইতে ৮ম সর্গ) মূল্য ১ টাকা,

”

দ্বিতীয় ভাগ (৯ম হইতে ১৫শ সর্গ) ১ টাকা

শ্রীনবীনচন্দ্র দা, এম. এ. প্রণীত।

এই পদ্যানুবাদ পড়িয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। আজ কাল সংস্কৃত, কি ইংরেজী গ্রন্থ যেরূপ দক্ষতা সহকারে বঙ্গ ভাষায় অনূদিত হইয়া থাকে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, বাঙ্গালা ভাষা এখন সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছে এবং বাঙ্গালা লেখকগণও এখন ভাষায় বিশিষ্ট অধিকার লাভ করিয়াছেন। ভাষান্তরিত করিবার সময়েই ভাষার প্রকৃত বলাবল বুদ্ধিতে পারা যায়। ষাঁহার সংস্কৃত রঘুবংশের সহিত এই অনুবাদ মিলাইয়া পড়িবেন, তাঁহারাই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমরা অনুবাদকে ধন্যবাদ প্রদান করি।

## সাময়িক প্রসঙ্গ ।

সদগ্রন্থের অমূল্যলন একটি বিস্তৃত আমোদ । নিবিষ্টচিত্তে সদগ্রন্থের আলোচনা করিলে আমোদের সহিত যেরূপ অভিজ্ঞতা জন্মে, সেইরূপ নীতিজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে । অধুনা বাংলাভাষায় অপাঠ্য নাটক উপন্যাসের মধ্যে অনেক ভাল পুস্তকেরও প্রচার হইতেছে । পূর্বে ইংরেজীতে সুশিক্ষিত বাংলার বাঙ্গালা পুস্তকের প্রতি অশ্রদ্ধা ছিল । এখন স্রোত ফিরিয়াছে । বাংলা ইংরেজীতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছেন, তাঁহারা এখন বাংলা গ্রন্থ-পাঠে অভিনিবিষ্ট হইতেছেন । অনেকে বাংলা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, মাতৃভাষার ত্রিবৃদ্ধি-সাধনে অগ্রসর হইতেছেন । ইহা একটি সুলক্ষণ । যে কোন সভ্যজাতির ইতিহাস পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায় যে, জাতীয় ভাষার উন্নতি ও পরিপুষ্টির সহিত জাতির উন্নতি ও পরিপুষ্টি সাধিত হয় । বাংলা সাহিত্যের যত উন্নতি হইতে থাকিবে, এবং বাংলার বাংলা পাঠপ্রবৃত্তি যত বলবতী হইবে, দেশের জনসাধারণও স্বদেশভক্তিতে স্বজাতির প্রতি প্রীতিতে তত জাতীয় প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিবে । আমাদের দেশে পুস্তকপ্রচারের ভাল বন্দোবস্ত নাই । উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বহুলপ্রচার না হইলে তদ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধিত হয় না । অধুনা বাংলা পুস্তকপ্রচার সম্বন্ধে বটতলার দোকানদারদিগের প্রতিপত্তি আছে । কিন্তু বটতলায় অপাঠ্য পুস্তকের সংখ্যাই বেশী । প্রায়শঃ অন্ধশিক্ষিত লোকে ঐ সকল অপাঠ্য পুস্তক পড়িয়া, আমোদিত হয় । ইহাতে তাহাদের রুচিবিকৃতির সহিত শিক্ষার বিবৃতি ঘটে । এইরূপ রুচির গতিরোধ করা এখন কর্তব্য হইতেছে । যাবৎ ভাল ভাল পুস্তক অধিক পরিমাণে প্রচলিত ও পঠিত না হইতেছে, তাবৎ এই অনিষ্টের প্রতীকার হইবে না । এক সময়ে স্কুলবুক সোসাইটি বাংলা গ্রন্থপ্রচারের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন । বাংলা মাতৃভাষার অমুরাগী—মাতৃভাষার গৌরববিস্তারে প্রয়াসী, উপস্থিত বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ হইলে দেশের উপকার হয় ।

\* \*

\* \*

\* \*

পুস্তকের মূল্য কম হইলে উহার প্রচারের অধিকতর সুবিধা ঘটে । নির্ধন দেশে নিরন্ন-লোকের মধ্যে পুস্তকের মূল্য বেশী না হওয়াই ভাল । স্কুলেতে গ্রন্থের সংস্করণবিশেষে মূল্যের তারতম্য হয় । কোন কোন সংস্করণ অতি অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে । এজন্য জনসাধারণের মধ্যে ঐসকল গ্রন্থের প্রচার অধিক হয় । আমাদের দেশে পুস্তকবিশেষে বিলাতি পদ্ধতি অবলম্বিত হইতেছে বটে, কিন্তু এখনও উহা অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রহিয়াছে । অল্প গ্রন্থ দূরে থাকুক, সময়ে সময়ে বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকের মূল্যও এত অধিক হইবে, তাহাতে শিক্ষার্থীগণের অভিভাবকবর্গের বিস্তর অসুবিধা ঘটয়া থাকে । ছোট ছোট

স্কুল বহির এক টাকা মূল্য নির্ধারণ করা, নিঃসন্দেহ অতিলোভের কৰ্ম্ম। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই, শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষও এই অতি লোভ দেখিয়া, আত্মহারা হইতেছেন। তাঁহারা যদি প্রকৃতিস্থ থাকেন, তাহা হইলে গরীব ছেলেদিগকে এরূপ উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয় না। অভিভাবকবর্গও পাঠ্য বা অপাঠ্য পুস্তকের জন্ত অর্থ যোগাইতে অবসন্ন হইবেন না।

\* \*

\* \*

\* \*

পূর্বে এক বার নব্যভারতে আসামী ভাষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধলেখক দেখাইয়াছিলেন যে, আসামী ভাষা ও বাঙ্গালা ভাষা এক ; কেবল উচ্চারণভেদে ভিন্নরূপ বোধ হয়। কার্তিক মাসের নব্যভারতে আর এক জন লেখক আসামী ভাষা সম্বন্ধে উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, শঙ্করদেব ও তৎশিষ্যগণ আধুনিক আসামী ভাষার শ্রীর্দ্ধি সাধন করেন। শঙ্করদেব আসামবাসী ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ বাঙ্গালায় লিখিত। প্রবন্ধলেখক শঙ্করদেবের লিখিত কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিয়া এবিষয়ের প্রমাণ দিয়াছেন। কবির ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমকালে হলিরাম ঢেঁকিয়াল ফুকন প্রভাকরের একজন লেখক ছিলেন। তিনিও বাঙ্গালা ও আসামী ভাষার পার্থক্য স্বীকার করিতেন না। এখন আসামবাসীরা আখিনাদের ভাষায় বহুল পরিমাণে অপভ্রংশ ও গ্রাম্য শব্দ প্রবেশিত করিয়া, উহাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। তাঁহারা “শিষ্য” না লিখিয়া “শিষ” “বৎসর” না লিখিয়া “বচর” “চক্ষু” না লিখিয়া “চকু” লিখেন। এইরূপ অদ্ভুত রীতিতে আসামের ভাষা যেন একটি স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এভাবে উভয় প্রদেশের ভাষাগত পার্থক্যবিধান কখনও বাঞ্ছনীয় নহে। সকল প্রদেশেই কথিত ভাষা ও লিখিত ভাষার মধ্যে বৈষম্য দেখা যায়। গ্রাম্য লোকে যে ভাষায় কথাবার্তা কহে, তাহার সহিত সাহিত্যের ভাষার সাদৃশ্য নাই। তাই বলিয়া, বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের কথিত বাঙ্গালাকে সাধারণ বাঙ্গালা ভাষা হইতে পৃথক করা কখনও সম্ভব নহে। আসামবাসিগণ যদি অনৈক্যে পরিচালিত না হইয়া, একতার দিকে অগ্রসর হইবেন, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল হয়।

\* \*

\* \*

\* \*

ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের সাহিত্যে শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ভূঁইকলাসের রাজা স্বর্গীয় জয়নারায়ণ ঘোষালের লিখিত একখানি কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন। কাব্যখানি মূল কাশ্মী-খণ্ডের অনুবাদ। প্রায় এক শত বৎসর হইল, রাজা জয়নারায়ণ বারাণসীধামে অবস্থিতিকালে কাশ্মীখণ্ডের অনুবাদ করেন। অনুবাদের শেষে কাশ্মীর বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা গ্রন্থবিশেষ হইতে পরিগৃহীত হয় নাই। ইহা অনুবাদকারের মৌলিক রচনা। অনুবাদকার কাশ্মীতে বাহা দেখিয়াছেন, প্রাঞ্জল কবিতায় বিশদভাবে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। বাহা বারাণসীতে

শতবৎসর পূর্বের বিবরণ জানিতে চাহেন, উক্ত বর্ণনায় তাঁহাদের কৌতূহলের তৃপ্তি হইতে পারে। গ্রন্থখানি অনতিপ্রাচীন হইলেও রচনাগুণে আদরীয়। উহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

শ্রাবণ মাসের অন্তর্শীলন ও পুরোহিতপত্রে ঐতিহাসিক পরিভাষাসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে, ঐতিহাসিক নামগুলির বর্ণবিজ্ঞাসের একতা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব করেন। পরিষদে স্থির হয় যে, স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঐতিহাসিক নামের তালিকা করিয়া থাকিলে, উহা পরিষদপত্রিকায় মুদ্রিত হইবে। এখন ভিন্ন ভিন্ন ভূগোলে যেমন স্থানের নাম গুলি ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিত হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসে লোকের নাম ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিত হইয়া থাকে। গ্রন্থকারেরা প্রকৃত উচ্চারণের দিকে দৃষ্টি রাখেন না। শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে নামের বিভিন্ন বর্ণবিজ্ঞাস দেখিয়া, গোলযোগে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। বিদ্যানিধি মহাশয় এই অশ্রুতির প্রতীকারে যত্নশীল হইয়াছেন। এজন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদের পাত্র। যাহার যত্ন সাহিত্যক্ষেত্রের জঞ্জাল দূরীকৃত এবং শিক্ষার পথ পরিষ্কৃত হয়, বিদ্যৎসমাজে তাঁহার মহৎকার্য্যের কখনও অগোরব হয় না। বিদ্যানিধি মহাশয় স্বকীয় পত্রে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, উহা ঐতিহাসিক নামের সম্পূর্ণ তালিকা বলিয়া বোধ হইল না। তিনি শ্রীযুত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে ঐ তালিকা আনাইয়াছেন। ক্ষীরোদ বাবুর ভারতবর্ষের ইতিহাস পাইয়া, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার নিকট যে পত্র লিখেন, সেই পত্রখানিও অন্তর্শীলন ও পুরোহিতে মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত পত্রপাঠে বোধ হয়, ক্ষীরোদ বাবুর ইতিহাসে যে সকল ব্যক্তির বা স্থানের নামের বর্ণবিজ্ঞাস ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের নিকট অসমীচীন বোধ হইয়াছিল, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল তৎসমুদয়ের নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন মাত্র। এইজন্য তালিকায় ইলতমস, বহরাম, মুসায়দ প্রভৃতি বাদশাহগণের নামের সহিত গট্টরসরকার, পুলোপেনাং, ডিঙিগল প্রভৃতি জনপদের নাম স্থান পাইয়াছে। অধিকন্তু তালিকায় নামগত বিশেষ্যবিশেষণ, কোন বিশেষ ব্যক্তি রাজা কি উজীর, ফরাসীভাষায় ডকারের অভাব ইত্যাদি নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঐতিহাসিক নামের তালিকায় এ সকল বিষয়ের নির্দেশ থাকা সম্ভব নহে। ফলতঃ, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঐতিহাসিক নামের সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন কি না, সন্দেহ। উক্তরূপ কোন তালিকা থাকিলে পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচনী সভার কার্যালয়ে উহা পাওয়া ঘাইতে পারে। কিন্তু শুনিয়াছি, বিদ্যানিধি মহাশয়, ঐ স্থানে অল্পসন্ধান করিয়াও উহা প্রাপ্ত হইয়েন নাই। বাহা হউক, তিনি অংশতঃ কতকগুলি নাম প্রকাশ করিয়া ভাল

করিয়াছেন। নাদাসার মুসলমান অধ্যাপক মহাশয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া, প্রকৃত উচ্চারণ অনুসারে বাদশাহদিগের নামগুলি লিখিয়া লইলে বোধ হয়, ভাল হয়। পরিষদ এখন ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে যে নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন, ঐতিহাসিক নামের তালিকা সম্বন্ধেও সেই নিয়মের অনুসরণ করিতে পারেন। ঐতিহাসিক নামের তালিকা না হউক, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভৌগোলিক নামের অক্ষরান্তর সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। পাঠ্যপুস্তকনির্বাচনী সভার সভাপতি হইয়া, তিনি এ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, পত্রিকার পরিশিষ্টে তাহা প্রকাশিত হইল। অভিমতলিপি থানি ইংরেজীতে লিখিত। মূল লিপির সহিত উহার ভাবানুবাদও প্রকাশ করা গেল।

\* \*

\* \*

\* \*

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রচলন সম্বন্ধে পরিষদের সভাপতি মহোদয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেরজিষ্ট্রার মহোদয়ের নিকট যে পত্র পাঠাইয়াছেন, পরিশিষ্টে উহা মুদ্রিত হইল। মাতৃভাষার উন্নতিবিধানে যাহাদের যত্ন আছে, তাঁহারা উপস্থিত বিষয়ে অগ্রগণ্য ও আস্থা পূর্ণ পরিচয় দেন, ইহা বাঞ্ছনীয়। সূক্ষ্মজ্ঞানভাবে স্বস্বত্ত্বির সহিত আন্দোলন করিলে প্রস্তুতি কার্যে পরিণত হইতে পারে।

\* \*

\* \*

\* \*

শ্রীযুত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয় কতকগুলি প্রবচন সংগ্রহ করিয়া দেওয়াতে পরিষদ উপকৃত হইয়াছেন। লং সাহেব ব্যতীত শ্রীযুত দ্বারকানাথ বসু মহাশয় কতকগুলি প্রবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অনেক প্রবাদ বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল প্রবাদ অপ্রকাশিত রহিয়াছে বসুজ মহাশয় তৎসমুদয়ের নির্দেশ করিয়া দিলে ভাল হয়। ঐ সকল অপ্রকাশিত প্রবচন পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে পারে।

## চতুর্থ অধিবেশন ।

২৭শে শ্রাবণ, রবিবার ।

### উপস্থিত সদস্যগণ ।

১। মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, এন্স ; সি, আই, ই ।

২। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর।	১৪। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার।
৩। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্,এ,বি,এল্।	১৫। „ প্রতুলচন্দ্র বসু।
৪। „ মনোমোহন বসু।	১৬। „ কবিরাজ লক্ষীনারায়ণ রায়।
৫। „ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।	১৭। „ চন্দ্রশেখর কালী এল্. এম্. এন্স।
৬। „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।	১৮। „ বীরেশ্বর পাড়ে।
৭। „ কুঞ্জবিহারী বসু বি, এ।	১৯। „ মাননীয় শুকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৮। „ কুঞ্জলাল রায়।	২০। „ হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ,
৯। „ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী।	বি,এল।
১০। „ মতিলাল হালদার বি, এল।	২১। „ রাধানাথ মিত্র।
১১। „ দেগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী এম্, এ।	২২। „ চন্দ্রনাথ তালুকদার (সহ-সম্পাদক)।
১২। „ নন্দকৃষ্ণ বসু এম্, এ, সি, এন্স।	২৩। „ হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
১৩। „ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।	(সম্পাদক)।

১। পূর্ববর্তী অধিবেশনের কার্যবিবরণ পঠিত হইলে পর তাহা পরিগৃহীত হইল :—

২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন :—

১। শ্রীযুক্ত যাদবকিশোর গোস্বামী বিদ্যারত্ন।	৭। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার
২। „ বিজয়কেশব মিত্র বি, এল্।	এম্, ডি।
৩। „ শরচ্চন্দ্র দে বি, এল।	৮। „ ত্রিগুণাচরণ সেন এম্, এ।
৪। „ সুরেন্দ্রনাথ রায়।	৯। „ কবিরাজ মনোমোহন সেন গুপ্ত।
৫। „ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এম্, এ,	১০। „ কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।
বি, এল।	১১। „ অধিকাচরণ গুপ্ত।
৬। „ যশোদানন্দন প্রামাণিক এম্, এ,	১২। „ ব্যোমকেশ মুস্তফি।
বি, এল।	১৩। „ হরিমদ্যব সেন।

৩। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালা প্রচলন কি উপায়ে হইতে পারে, তদ্বিষয়ে ভার্যাপিত পাঁচ জনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, তাহার কোন মীমাংসা করা হইল না। কারণ বিলম্ব

হেতু মুদ্রিত প্রস্তাবটি মকসলের কোন সভ্যের নিকটেই প্রেরণ করা হয় নাই এবং স্থানীয় অধিকাংশ সভ্যও প্রস্তাবটির আলোচনা করিতে পারেন নাই। তন্নিমিত্ত আগামী মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাবটির মীমাংসা করা হইবে, ইহা স্থির করা হইল। তবে এই সম্বন্ধে উপস্থিত সভ্যদিগের ভিতর কেহ কেহ কিছু বলিলেন এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় সংগৃহীত মতামত হইতে দুই এক ব্যক্তির মতামত পাঠ করিলেন।

৪। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসুকে গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির অগ্রতম সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইল।

৫। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাবানুসারে শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে পরিভাষিক সমিতির অগ্রতম সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইল।

৬। মকসলে সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপন প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাব পঠিত হইলে, তাহা মীমাংসা করিবার ভার কার্যানির্বাহক সভার প্রতি অর্পিত হইল।

তাহার পর সভাপতি মহাশয়কে যথারীতি দণ্ডবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ করা হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মু. পাধ্যায়,  
সম্পাদক }

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত,  
সভাপতি।

পঞ্চম অধিবেশন।

৩০শে ভাদ্র, রবিবার।

উপস্থিত সদস্যগণ।

১। সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, এন্স ; সি, আই, ই।

২। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু ( সহ-সভাপতি )।

৩। " নবীনচন্দ্র সেন ( সহ-সভাপতি )।

৪। " রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর।

৫। " মতিলাল হালদার বি, এল্।

৬। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি, এল্।

৭। " রজনীকান্ত গুপ্ত।

৮। " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।

৯। " যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

১০। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়।

১১। " চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২। " কবিরাজ নবীনচন্দ্র সেন।

১৩। " নন্দকৃষ্ণ বসু এম্ এ ; সি এন্স।

১৪। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৫। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্।

১৬। " মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সরকার ।	২৭ । শ্রীযুক্ত ভুবনকৃষ্ণ মিত্র ।
বহু ।	২৮ । „ কবিরাজ মনোমোহন সেন গুপ্ত ।
শাস্ত্রী এম্, এ ।	২৯ । „ কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ।
দ্যানিধি ।	৩০ । „ ত্রিগুণাচরণ সেন এম্, এ ।
স্ব বি, এ ।	৩১ । „ দ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত ।
দত্ত ।	৩২ । „ ব্যোমকেশ মুস্তফি ।
„ চরিত্রাচার্য্য বি, এল ।	৩৩ । „ নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্ ।
„ চরিত্র ঘোষ ।	৩৪ । „ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
। „ কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া ।	( সম্পাদক ) ।
। „ যাদবকিশোর গোস্বামী ।	৩৫ । „ চন্দ্রনাথ তালুকদার (সহ-সম্পাদক)

১। সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কমিশনের পদে উন্নীত হইয়া কিছু-নের নিমিত্ত উড়িষ্যা গমন করিতেছেন, এই কারণে তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভাপতির কার্য্য স্বীকারে জন্ত সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রতি ছয় মাসের জন্ত ভার ওয়া হইল। আর সভাপতি মহাশয় পরিষদের উন্নতির জন্ত যে পরিশ্রম করিয়াছেন ও রিতেছেন, তন্নিমিত্ত পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার অতঃপূর্বে হইতে পারিষদ দ্বারা প্রকাশ পূর্বক বাহাতে তিনি আগামী বৎসরে উপস্থিত হইয়া আমন্ত্রণকে উৎসাহিত করেন তন্নিমিত্ত আশা করিতেছেন।

২। পূর্ববর্তী অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে পর তাহা পরিগৃহীত হইল।

৩। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত বক্তৃতা পরিষদের সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইলেন :—

১। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সেনগুপ্ত এম্,এ ।	৭। শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সোম ।
২। „ রমানাথ ঘোষ ।	৮। „ নগেন্দ্রনাথ বসু ।
৩। „ কুমার মনুনাথ মিত্র ।	৯। „ রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ।
৪। „ সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস (ব্যাপ্তিষ্টার) ।	১০। „ শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, বি, এল্ ।
৫। „ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য ।	১১। „ নন্দলাল গোস্বামী ।
৬। „ মতিলাল ঘোষ ।	

৪। তাহার পর ভারাপিত পাঁচ জন সদস্যের প্রস্তাবানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও এফ, এ, এবং বি, এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রচলনের কথা উত্থাপিত হইলে, অনেক আলোচনা হইল। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—“আমরা আপাততঃ প্রথম প্রস্তাবটি গ্রহণের নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে অনুরোধ করিলে কৃতকার্য্য হইবার আশা করিতে পারি। কারণ এই প্রস্তাবটির অমূল্যে এখন অনেকেরই মত দেখা যাইতেছে।” অবশেষে স্থির করা হইল যে, প্রথম প্রস্তাবটি অর্থাৎ ফার্স্ট, অর্ডার ও বি, এ

পরীক্ষার সংস্কারের সহিত বাঙ্গালায় একটি করিয়া প্রবন্ধ রচনার প্রণয়।  
পরিষদের সভাপতি মহাশয় সিঙিকিটের নিকট একখানি পত্র লিখুন।  
পাঁচজন সদস্যের বিপোর্ট ও পাঠাইয়া দেওয়া হউক। সভাপতি মহা  
শয় পত্রখানি লিখিবেন, সেই পত্রখানি খসড়া করিয়া দিবার ভার  
পাধ্যায় গ্রহণ করায় পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলেন।

৫। কণ্ঠাশ্রম দাসের মহাভারত বিশুদ্ধভাবে বাহির করিবা  
প্রকল্পচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রখানি পঠিত হইল। তিনি  
সংস্করণ প্রকাশের ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন, এই কথাই পত্রে লিখিয়াছেন।  
শেষে স্থির করা হইল, এই কার্যের ভার প্রকল্প বাবুর প্রতি সমর্পণ করা হউক;  
তাঁহাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্ত শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ  
বিদ্যানিধি ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাহাদিগকে তাঁহার সহকারীরূপে নিযুক্ত করা হউক।

৬। কবিকঙ্কণের চণ্ডিকাব্য বিশুদ্ধভাবে পরিষদ কর্তৃক বাহির করিবার কথা উঠি।  
তৎসঙ্গে ভান্সানোড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অধিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের পত্রখানিও পঠিত হই।  
অবশেষে স্থির করা হইল, এই ভার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রতি অর্পিত হউ।  
তাঁহাকে এই কার্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শি  
প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অধিকাচরণ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি ইচ্ছা প্রকাশ  
করায়, তাহাদিগকে সহকারীরূপে নিযুক্ত করা হইল।

৭। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে  
রামায়ণ সম্পাদন কার্যের অন্ততন সহকারীরূপে গ্রহণ করা হইল।

৮। শারদীয় উৎসব উপলক্ষে সভাখন স্থানান্তরিত হইবার সম্ভাবনা থাকায়, আশ্বিন  
মাসে পরিষদের মাসিক অধিবেশন স্থগিত করা স্থিরীকৃত হইল। শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র সর-  
কার মহাশয় প্রস্তাব করেন, পরিষদের কার্যবিবরণীতে যে সকল পত্রের উল্লেখ থাকে, উহা  
পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে ভাল হয়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত শুকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়  
তাঁহার পোষকতা করিলে স্থিরীকৃত হয় যে, আবশ্যক মত পত্রের অংশ অথবা পত্রের মর্ম  
অতঃপর পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে।

তাঁহার পর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভার কার্য শেষ হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,  
সম্পাদক।

}

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু,  
অস্থায়ী সভাপতি।

পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ ।

১।	শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এম্ ; সি, আই, ই,	সভাপতি ।
২।	শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল্,	সহকারী সভাপতি ।
৩।	” ” নবীনচন্দ্র সেন,	
৪।	” ” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,	
৫।	” ” রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ,	সম্পাদক ।
৬।	” ” রজনীকান্ত গুপ্ত,	পত্রিকা-সম্পাদক ।
৭।	” ” রজনীনাথ রায় এম্, এ,	আয়ব্যয়-পরীক্ষক ।
৮।	” ” মারদারঞ্জন রায় এম্, এ,	

কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ ।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ।	শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্ ।
” ডাক্তার স্যাকুনার সর্বাধিকারী ।	” ” মনোমোহন বসু ।
” রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ ।	” ” চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল হালদার বি এল্ ।	” ” রামেত সুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ ।

পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত যে সকল টাঙ্গা স্বীকৃত ও প্রদত্ত হই-  
য়াছে তাহার তালিকা :—

স্বীকৃত টাঙ্গা ।

১। শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর স্যার বতীন্দ্র- মোহন ঠাকুর কে, সি,এন্ আই * ১৫০	১৫। শ্রীযুক্ত রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ গঙ্গ মহিষদল ১০০
২। শ্রীযুক্ত সার রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি আই, ই, ১৫০	১৬। শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরাণী* সন্তোষ ১০০
৩। „ রাজা রাজরাজেশ্বরী প্রসাদ সিংহ ২০০	১৭। „ রাণী মৃণালিনী* পাইক- পাড়া ৫০
৪। „ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ১৫০	১৮। শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কপূর্ব* ৫০
৫। „ কুমার রামেশ্বর মালিয়া ১৫০	১৯। „ বাবু কানাইলাল ণা মানকুণ্ড* ৫০
৬। „ কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া ১০০	২০। „ বাবু ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়* ৫০
৭। „ সার রমেশচন্দ্র মিত্র * ১০০	২১। শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই, কাশিমবাজার ২০০
৮। „ মাননীয় জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়* ১০০	২২। শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বাহাদুর রামগোপালপুর ১০০
৯। „ রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই* ১০০	২৩। „ বাবু নন্দলাল গোস্বামী* শ্রীরামপুর ৫০
১০। „ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টা ১) ১০০	২৪। „ „ ললিতমোহন সিংহ রায় চকদীঘি ৫০
১১। „ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর* ১০০	২৫। „ „ শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া ৫০
১২। „ „ হীরে ভ্তি এম,এ* ১০০	২৬। „ কুমার প্রমদানাথ রায় দীঘাপতিয়া ২০০
১৩। „ „ হেমফ স্বামী* রামপুর ১০০	
১৪। „ রাজা প্য মোহন মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া ১০০	

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী,

সম্পাদক ।

- ১। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর, কলিকাতা।
- ২। মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এম; সি,  
আই, ই উড়িষ্যা।
- ৩। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, কলিকাতা।
- ৪। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, "
- ৫। " ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, "
- ৬। " গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, "
- ৭। " ডাক্তার সত্যকুমার সর্বাধিকারী, "
- ৮। " সারদাপ্রসাদ দে, "
- ৯। " নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, "
- ১০। " নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,  
বেলভাদ্রা, মুর্শিদাবাদ।
- ১১। " নতিলাল হালদার বি, এল, কলিকাতা।
- ১২। " জগজ্ঞান দেন বুর্মিঙ্গা।
- ১৩। মাননীয় শ্রীযুক্ত শ্রীবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,  
কলিকাতা।
- ১৪। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই, "
- ১৫। " নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বারিষ্টার "
- ১৬। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরঙ্গ, "
- ১৭। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "
- ১৮। " হুমায়ুন মোহন দাস এম, বি, "
- ১৯। " মনোমোহন বহু, "
- ২০। " সাককড়ি হালদার বি, এল,  
রায়গ্রাম, দিনাজপুর।
- ২১। " গোসাইদাস গুপ্ত, কলিকাতা।
- ২২। " নন্দকৃষ্ণ বহু এম, এ; সি, এম, "
- ২৩। " দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম, এ, "
- ২৪। " ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য এম, এ, "
- ২৫। " উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম, এ; সি, এম,  
বগুড়া।
- ২৬। " চারুচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা।
- ২৭। " আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, "
- ২৮। " বসন্তরঞ্জন রায়, বেলেতোর,  
বাগুড়া।
- ২৯। " চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এম,  
কলিকাতা।
- ৩০। শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন, কলিকাতা।
- ৩১। " চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়;
- ৩২। " ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "
- ৩৩। " নবীনচন্দ্র সেন বি, এ (বিশিষ্ট) "
- ৩৪। " মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস  
বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল, কলিকাতা।
- ৩৫। " বামেন্দ্রচন্দ্র জিবেদী এম, এ, "
- ৩৬। " সাবদাবজ্ঞান বায় এম, এ, "
- ৩৭। " দীননাথ সেন, স্কুল ইন্সপেক্টর, ঢাকা।
- ৩৮। " কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বি, এল, হাবড়া।
- ৩৯। " অমৃতলাল রায় (হোপ-সম্পাদক),  
কলিকাতা।
- ৪০। " রাজনারায়ণ বহু (বিশিষ্ট), দেওঘর।
- ৪১। " প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
- ৪২। " প্রমথনাথ বহু বি, এম, সি, "
- ৪৩। Sir Monier Williams K. C. I. E.  
(বিশিষ্ট), লণ্ডন।
- ৪৪। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,  
বরাহনগর।
- ৪৫। Sir William Hunter K. C. S. I.  
(বিশিষ্ট), লণ্ডন।
- ৪৬। শ্রীযুক্ত মঙ্গলনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,  
কালিকাপুর, কাটোয়া।
- ৪৭। " রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, বি, এল,  
কলিকাতা।
- ৪৮। " অবিনাশচন্দ্র দাস এম, এ, বি, এল,  
আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
- ৪৯। " হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল (বিশিষ্ট),  
খিদিরপুর।
- ৫০। " যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, "
- ৫১। John Beames Esq. (বিশিষ্ট), লণ্ডন।
- ৫২। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাণ্ডে, কলিকাতা।
- ৫৩। " সুদীপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,  
কলিকাতা।
- ৫৪। " কালীপ্রসন্ন ঘোষ (বিশিষ্ট), ঢাকা।

- ৫৫। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বহু এম্, এ, বি, এল্ (বিশিষ্ট),  
কলিকাতা।
- ৫৬। „ গোবিন্দলাল দত্ত, „
- ৫৭। „ নিতাকৃষ্ণ বহু এম্, এ, „
- ৫৮। Sir George Birdwood K. C. I. E.  
(বিশিষ্ট), লণ্ডন।
- ৫৯। শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র সমাজপতি (সাহিত্য-সম্পাদক), কলিকাতা।
- ৬০। „ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ (শিক্ষাপরিচয়-সম্পাদক), উত্তরপাড়া।
- ৬১। „ স্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর(বিশিষ্ট), কলিকাতা।
- ৬২। „ মথুরানাথ সিংহ বি, এল্, বাঁকীপুর।
- ৬৩। „ পুণেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্, এ, বি, এল্, „
- ৬৪। „ নবীনচন্দ্র দাস এম্, এ, নদীয়া।
- ৬৫। „ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ,  
রঙ্গপুর।
- ৬৬। „ ক্রীশচন্দ্র মজুমদার চাঁইবাস।
- ৬৭। „ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ, কলিকাতা।
- ৬৮। „ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্, „
- ৭৯। „ হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, „
- ৭০। „ বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্, এ, „
- ৭১। „ বরদাকান্ত সেন গুপ্ত, „
- ৭২। „ কৈলাসচন্দ্র দাস এম্, এ, „
- ৭৩। „ চণ্ডীচরণ সেন, ভবানীপুর
- ৭৪। „ ভুবনকৃষ্ণ মিত্র, কলিকাতা।
- ৭৫। „ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হালিসহর।
- ৭৬। „ রাধানাথ মিত্র, কলিকাতা।
- ৭৭। „ নবীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, „
- ৭৮। „ রজনীনাথ রায় এম্, এ, (ডেঃ কন্ট্রোলার)  
ভবানীপুর।
- ৭৯। „ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (ট্রিবিউন্-সম্পাদক),  
লাহোর।
- ৮০। „ চন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্, এ, ভাগলপুর।
- ৮১। „ রায় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, „
- ৮২। „ অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান।
- ৮৩। „ রামলাল মুখোপাধ্যায় বি, এল্, „
- ৮৪। শ্রীযুক্ত মন্থকুমার বহু এম্, এ, বর্দ্ধমান।
- ৮৫। „ প্রমদানাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল্, „
- ৮৬। „ বঙ্কবিহারি সিংহ বি, এ, কাটোয়া।
- ৮৭। „ শ্যামাধব রায়, কলিকাতা।
- ৮৮। „ অক্ষয়কুমার সেন, ঢাকা।
- ৮৯। „ দুর্গাদাস লাহিড়ী, কলিকাতা।
- ৯০। „ নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্,  
কলিকাতা।
- ৯১। „ অপূর্বচন্দ্র দত্ত বি, এন্, সি, জব্বলপুর।
- ৯২। „ নন্দলাল বাগচি বি, এ, তমোলুক
- ৯৩। „ রমেশচন্দ্র দাস বি, এ, বরিশাল
- ৯৪। „ কুমুদবন্ধু দাস বি, এ, ময়মনসিংহ।
- ৯৫। „ বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত বি, এল্,  
বরিশাল।
- ৯৬। „ অবিনাশচন্দ্র মিত্র বি, এল্, সিউড়ি।
- ৯৭। „ গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, „
- ৯৮। „ নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ,  
বহুবলপুর।
- ৯৯। „ লোকেন্দ্রনাথ পালিত সি, এন্, „  
বরিশাল।
- ১০০। „ চিত্তরঞ্জন দাস, বারিষ্টার, কলিকাতা।
- ১০১। „ আশুতোষ চৌধুরী এম্, এ, এল্, এল্,  
বি, বারিষ্টার, কলিকাতা।
- ১০২। „ নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজ, „
- ১০৩। „ শ্যামাকুমার মুখোপাধ্যায়, রাজসাহী।
- ১০৪। „ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
- ১০৫। „ শশধর রায় এম্, এ, বি, এল্, রাজসাহী।
- ১০৬। „ শরচ্চন্দ্র রায় বি, এল্, „
- ১০৭। „ ব্রজেন্দ্রনাথ দে এম্, এ ; সি, এন্,  
বালেশ্বর।
- ১০৮। „ বিহারীলাল গুপ্ত সি, এন্, বাথরগঞ্জ।
- ১০৯। „ দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, কুমিল্লা।
- ১১০। „ স্তার রমেশচন্দ্র মিত্র, নাইট,  
ভবানীপুর।
- ১১১। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বোম্ব,  
কলিকাতা।

১১২।	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ ; সি, এম, কুরদা।	১৪২।	শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী এম, এ, দিনাজপুর।
১১৩।	,, বরদাচরণ মিত্র এম, এ ; সি, এম, ফরিদপুর।	১৪৩।	,, অম্বিনীকুমার দাস বি, এ, কুমিল্লা।
১১৪।	পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, কলিকাতা।	১৪৪।	,, মাধনলাল সিংহ, হাবড়া।
১১৫।	শ্রীযুক্ত দাশরথি ঘোষ এম, এ, বি, এল, তগলি।	১৪৫।	,, রাতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, কলিকাতা।
১১৬।	,, নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল, কলিকাতা।	১৪৬।	,, ভবেন্দ্রনাথ দে বি, এল, ,,
১১৭।	,, কৃষ্ণবিহারী বসু বি, এ, ,,	১৪৭।	,, অমৃতকৃষ্ণ মলিক বি, এল, ,,
১১৮।	,, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর।	১৪৮।	,, মনোজচন্দ্র মলিক, ,,
১১৯।	,, মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এম, এ, বি, এল, কলিকাতা।	১৪৯।	,, হেমচন্দ্র মলিক, ,,
১২০।	,, রত্ননাথ চট্টোপাধ্যায় ,,	১৫০।	,, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, ,,
১২১।	,, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বাঁকুড়া।	১৫১।	,, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ,,
১২২।	,, হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ, কলিকাতা।	১৫২।	,, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ,,
১২৩।	,, কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী, ময়মনসিংহ।	১৫৩।	রায় রোহিণীকুমার সেনগুপ্ত, কীর্তিপাশা, বরিশাল।
১২৪।	কবিরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, কলিকাতা।	১৫৪।	,, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, এম, সেতারা।
১২৫।	শ্রীযুক্ত অমলাচরণ বসু এম, বি, ,,	১৫৫।	,, জ্যোতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা।
১২৬।	,, শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া।	১৫৬।	,, দ্বিতীয় নান্দ ঠাকুর বি, এ, ,,
১২৭।	,, হেমাজচন্দ্র বসু বি, এল, যশোহর।	১৫৭।	,, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ,,
১২৮।	,, কৃষ্ণলাল রায়, কলিকাতা।	১৫৮।	,, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ,,
১২৯।	,, মনোজনাথ দত্ত এম, এ, ,,	১৫৯।	,, রাজা কুমার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, নাইট, সি, আই, ই, কলিকাতা।
১৩০।	,, মতিলাল মলিক বি, এ, মেদিনীপুর।	১৬০।	,, রজনীকান্ত চক্রবর্তী, মালদহ।
১৩১।	,, মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বি, এ, রঙ্গপুর।	১৬১।	,, গোপালচন্দ্র মিত্র এল, এম, এম, হাবড়া।
১৩২।	,, অঘোরনাথ ঘোষ বি, এল, বাঁকুড়া।	১৬২।	,, মনোজনাথ ভট্টাচার্য এম, এ, কলিকাতা।
১৩৩।	,, তারণ চন্দ্র সেন, ,,	১৬৩।	,, অমৃতলাল মিত্র, টালা।
১৩৪।	,, নয়নাঞ্জন ভট্টাচার্য এম, এ, ,,	১৬৪।	,, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ, ছাপরা।
১৩৫।	,, কুলদাশমাদ মুখোপাধ্যায়, ,,	১৬৫।	,, বরদাকান্ত চক্রবর্তী, বহর, ঢাকা।
১৩৬।	ডাক্তার উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিবিএল মার্জিন, ,,	১৬৬।	,, চন্দ্রনাথ তালুকদার, কলিকাতা।
১৩৭।	কুমার রামেশ্বর মালিরা, জমিদার, সিয়রসোল।	১৬৭।	,, কেদারনাথ বসু বি, এ, ,,
১৩৮।	শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, হাবড়া।	১৬৮।	,, কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, রাজসাহী।
১৩৯।	,, যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় কলিকাতা।	১৬৯।	,, রাজা রাজরাজেশ্বরী প্রসাদ সিংহ বাহাছর, হরাজপুর, আরা।
১৪০।	,, গোবিন্দচন্দ্র দাস, এম, এ, বি, এল, ,,	১৭০।	,, হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, কলিকাতা।
১৪১।	,, শারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, ,,		

১৭১।	শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কান্দিলাথ বালকৃষ্ণ মরার্চে,	২০২।	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ,	ভবানীপুর ।
	সেতারা ।	২০৩।	রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল,	কলিকাতা ।
১৭২।	হৃদয়রঞ্জন বাঁ এম, এ,	২০৪।	ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি,এল,	ভাগলপুর ।
১৭৩।	মন্মথনাথ মুস্তাফি বি, এ,	২০৫।	কুমার দক্ষিণেশ্বর মালীয়া,	
১৭৪।	মতিলাল দত্ত,		সিয়াড়সোল, রাণীগঞ্জ ।	
১৭৫।	দ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত,	২০৬।	মনোরঞ্জন গুহ,	হাজারিবাগ ।
১৭৬।	প্রতুলচন্দ্র বসু,	২০৭।	বাদবিকিশোর বিদ্যারত্ন	কলিকাতা ।
১৭৭।	হরিশাধন মুখোপাধ্যায়,	২০৮।	শরচ্চন্দ্র দে বি, এল,	
১৭৮।	শরচ্চন্দ্র সরকার,	২০৯।	দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এম, এ,	
১৭৯।	শান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,		বি, এল,	
১৮০।	শ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,	২১০।	হরেন্দ্রনাথ রায়, জমিদার, নড়াইল,	
	আতুলিয়া ।		কালীপুৰ ।	
১৮১।	পণ্ডিত অনন্তবাপু যোশী শাস্ত্রী,	২১১।	কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়,	কলিকাতা ।
	ধারোয়াব ।	২১২।	অম্বিকচরণ গুপ্ত, ভাঙ্গামোড়া,	
১৮২।	গোপালকৃষ্ণ ঘোষ বি,এল, ছবরাজপুর ।		হুগলী ।	
১৮৩।	রায় নৃসিংহচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, হাবড়া ।	২১৩।	বোমকেশ মুস্তাফি,	কলিকাতা ।
১৮৪।	কুমার শ্রমথনাথ হালিয়া, সিয়ারসোল ।	২১৪।	হরিশাধব সেন,	
১৮৫।	রামদাস মৈত্র,	২১৫।	যশোদানন্দন প্রাণাধিক এম্ এ,	
১৮৬।	ব্রজেননাথ শীল এম্, এ, বহুবনপুৰ ।		বি, এল,	
১৮৭।	অবিনাশচন্দ্র বসু এম্, এ, বর্দ্ধমান ।	২১৬।	ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদায় এম্, ডি,	কলিকাতা ।
১৮৮।	লালগোপাল চন্দ্রবর্তী এম্, এ,			
	কলিকাতা ।	২১৭।	মনোমোহন সেন গুপ্ত,	
১৮৯।	কালিদাস মলিক এম্, এ, বর্দ্ধমান ।	২১৮।	ত্রিগুণাচরণ সেন এম্, এ,	
১৯০।	প্যারীলাল হালদার এম্, এ, বি, এল,	২১৯।	বাবু কিশোরীমোহন সেন গুপ্ত এম্, এ,	
	কলিকাতা ।		হুগলী ।	
১৯১।	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হাবড়া ।	২২০।	রমানাথ ঘোষ,	পাথুরিয়াবাটা ।
১৯২।	হরেশচন্দ্র সেন এম্, এ, হুগলী ।	২২১।	কুমার মন্মথনাথ মিত্র,	কলিকাতা ।
১৯৩।	আনন্দচন্দ্র মিত্র,	২২২।	বাবু হরেশচন্দ্র বিশ্বাস ( বারিষ্টার )	কলিকাতা ।
১৯৪।	ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম্, এ,			
	ভবানীপুর ।	২২৩।	পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য,	শিলাং ।
১৯৫।	প্রিয়নাথ ঘোষ এম্, এ, কুচবিহার	২২৪।	মতিলাল ঘোষ,	কলিকাতা ।
১৯৬।	নরেন্দ্রনাথ সেন,	২২৫।	পরেশচন্দ্র সেন,	
১৯৭।	যোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ, কটক ।	২২৬।	নগেন্দ্রনাথ বসু,	
১৯৮।	জ্যোতিচরণ মিত্র,	২২৭।	রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য,	
১৯৯।	যোগেশচন্দ্র দত্ত এম্, এ,	২২৮।	শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বি, এল,	
২০০।	কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় রায় সাহেব,			
	হুগলী ।			
২০১।	বিজয়কেশব মিত্র বি, এল, কলিকাতা ।	২২৯।	দম্ভলাল গোস্বামী,	শ্রীরামপুর ।

# পরিশিষ্ট ।

FROM

THE HON'BLE R. C. DUTT, I.C.S., C.I.E.,

*President, Bangiya Sahitya Parishad, and*

*Fellow of the Calcutta University.*

TO

W. GRIFFITHS, Esq., M. A.,

*Registrar, Calcutta University.*

*Dated Calcutta, the 25th September, 1895.*

SIR,

As President of the Bangiya Sahitya Parishad, and also as a fellow of the Calcutta University I beg to request the favour of your submitting this letter for the consideration of the Syndicate at its next meeting.

2. I beg in the first place, to state for the information of the Syndicate, that the Bangiya Sahitya Parishad is a literary society which has for its object the improvement of the Bengali language and literature, and that it now counts as its members the gentlemen named in the list herewith annexed and marked as appendix A.

3. I should next state, that the question of recognizing the Vernacular languages in the Examinations of the Calcutta University was discussed by the Parishad last year, and was referred to a Sub-Committee consisting of Babu Rabindra Nath Tagore, the Hon'ble Justice Gooroo Dass Banerjee, Mr. Nanda Krishna Bose, Babu Rajani Kanta Gupta, and Babu Hirendra Nath Datta. I annex a copy of the Sub-Committee's report marked as Appendix B. recommending ;—

(I.) That the University be moved to adopt a regulation to the effect that at the F. A. Examination and in the A. Course of the B. A. Examination where a classical language is taken as the third subject, one paper should be set containing—(i) passages in English for translation into one of the vernaculars of India, recognized by the Senate, and —(ii) a subject for original composition in one of the said vernaculars, text-books being recommended as models of style,

- (II.) That the University be moved to adopt a regulation to the effect that in History, Geography and Mathematics, at the Entrance Examination the answer may be given in any of the living languages recognized by the Senate,

Upon this report the Parishad has by a resolution dated the 15th of the current month, desired me to move the Syndicate to take steps for giving effect to the first recommendation and to consider the feasibility of the second,

4. In accordance with the resolution of the Parishad just referred to, I beg, under para. 12 of the Bye-Laws relating to the Syndicate, to propose for the consideration of the Syndicate the following regulation :—

That at the F. A. Examination and at the B. A. Examination in the A. Course where a classical language is taken as the third subject, a paper be set containing (i) passages in English for translation into one of the vernaculars of India recognized by the Senate, (ii) a subject of original composition in one of the said vernaculars, text-books being recommended as models of style,

And I beg further to request that the Vice-Chancellor and the Syndicate will be pleased to consider how far under present circumstance the second recommendation referred to in the preceding paragraph may be given effect to.

5. The reasons for and against the recommendation mentioned above have been discussed in detail in the report of the Sub-Committee of the Parishad submitted herewith as Appendix B ; and I do not think it necessary to do more than invite the attention of the Syndicate to that report for the purpose of showing the propriety of the recommendations.

I have the honour to be,

SIR,

Your most obedient servant,

R. C. DUTT.

---

*Minute by DR. RAJENDRALALA MITRA, President to the Central Text-book Committee, on Transliteration of Historical and Geographical Proper Names.*

SIXTEEN years ago the Calcutta School Book Society adopted, at my suggestion, a set of rules for the rendering of foreign proper names in vernacular primers on geography. The rules, however, were never published, and no advantage was derived from them. The evils I then complained of have since greatly multiplied. No two books agree with each other, and none corresponds with any given map or atlas. This discordance cannot but be a source of much trouble to school-boys. In many otherwise good text-books even Indian proper names are most frightfully misspelt. In a small primer which was lately sent to me for examination and report, I found between 20 and 30 such names misspelt on a single page. I cannot conscientiously recommend such books for school use, and yet as most of, if not all, our primers are similarly circumstanced, if they be rejected the work of vernacular education would be brought to a deadlock. I propose, therefore, that a set of rules be framed and published for general information, with the intimation that a year after its publication no work on geography will be selected by the Central Text-book Committee which would not conform to those rules.

I. The first rule I would suggest would be that proper names be invariably transliterated according to their native sounds, and never translated.

This is founded on certain directions of the Royal Geographical Society of London, and is the same with what occurs in the 'Admiralty Manual of Scientific Enquiry.' It embraces two rules—*first*, the adoption of a strict phonetic system ; and *second*, the avoidance of translations.

Little need be said to support the position that proper names should never be translated. They are not expected to indicate objects which are conformable to their meaning, but to convey the idea of objects to which we arbitrarily attach them. Thus (Mr.) Black is not connotative of an individual of a particular colour, but of one whose forefathers happened to be so called. If we translate it into Krishna, the value of the word Black as a proper name is at once sacrificed. Similarly, in geography *Mont Blanc* would become in bengali *Dhavalagiri*, and in Persian *Sufed Koh* ; *Dhavalagiri* and *Sufed Koh* in French *Mont Blanc*, and all three in English *White Mountain*, while almost every snow-capped mountain would be called in Bengali *Himalaya*. A system which would lead to such confusion should never be tolerated.

Transliteration, therefore, is the only alternative, and in adopting it

we must follow the phonetic system and not a literal one, inasmuch as we have to deal with many names of which we have no original literal symbols, and with others which have many silent letters which the genius of the Bengali language will not tolerate. The practice of European geographers has been to reproduce the native names with such slight modifications as the nature of the Roman alphabet and the genius of their languages rendered necessary. In many instances they had no native names to record, and therefore gave names from their own languages ; and our duty clearly is to represent the sounds of those names in Bengali letters, bearing in mind that, when we have foreign names to deal with, we should avoid as much as possible the corruptions which the imperfections of the Roman alphabet have led to. The Bengali translators of the Bible were of this opinion, and accordingly, instead of the English transcribed the, Hebrew names of persons and places ; and instead of transliterating Jesus and Moses, wrote Is-á and Masi. This can always be easily effected, and no "universal linguistic attainments" would be necessary.

It cannot be denied that the practice of European geographers is not consistent as regards European terms ; but this is due to a different cause. The same alphabet being current over nearly all parts of Europe, at first sight it might appear that when we write Calais in English, we neglect its French sound, but in reality we do no such thing. The alphabet we use indulges in silent letters, and we know that though we write *Calais* it will be read as *Calaye*, just as *w* and *l* in *would* or *gh* in *might* would be so used as if the words written with *oo* and *d*, or *mil* and *e*. This indulgence in silent letters is what has led to the necessity of pronouncing dictionaries ; and already in many parts of England—Dorsetshire for instance—we find a new system of spelling getting into vogue, in such phrases as "I would not," and "I could not," which are written "I *ooden*," and "I *cooden*." In ordinary English general usage does not admit of such abbreviations when we have to deal with European terms, but it would be as wrong to read Calais with the final *s* sounded, as to sound all the letters of Worcester, Gloucester, &c. ; and that teacher would be as unworthy of his post who would, in an Anglo-Indian School, make his boys pronounce all the letters of such names as Brougham, Vaughan, and Cockburn, as he who would all the letters of *would* or *might*. Now, if some of the components of these words are not to be pronounced, I know not how all those components could be preserved in a language like the Bengali, the genius of which does not admit of silent letters. Indeed the idea of reproducing in Bengali characters all the elements of such names as Blois, Valais,

Montpellier, Toulouse, Poitiers, L'Orient, &c., is simply ridiculous. We can only transliterate them as they are pronounced by Frenchmen,—*i.e.*, Blwa, Valé, Mongpellié, Toolooz, Pwatie, Loreeawug. To look for how “a mere Englishman would pronounce them” is to search for what is ever changing, and always wrong. It has not the sanction of scholars, and is not therefore worthy of notice. And if this be admitted, the principle laid down in the rule under notice is fully vindicated, for I do not think anybody would deny to the classical languages of the East, such as the Arabic and the Sanskrit, the consideration which is so readily conceded to the French.

The rule contemplates the strictest attention to the *native* sound of words as opposed to the sounds apparent in Roman letters. It might be said that as our book-makers are not generally familiar with foreign languages, except the English, they cannot be expected to conform to this rule. But I do not apprehend any practical difficulty in this respect. In Webster's large Dictionary there is an Appendix giving the pronunciation of all foreign geographical names, both ancient and modern, and reference to it will at once obviate the difficulty. The pronunciations given in it are not always strictly accurate, but they are sufficiently so for all practical purposes. The School Book Society's large wall maps in Bengali, which have been got up on the principle here advocated, will also afford material help. It is observable also that the Society's maps are the only ones available in the market, and by following them the text-books will prove much more convenient for reference than at they now are.

II. The second rule I would propose would be in transliterating every attention should be paid to the powers of the *trist* letters.

The object of this rule is to prevent the use of *sl* vowels where in the original long vowels exist, of cerebral letters in lieu of dentals, of proper sibilants, and of B, Bh, and V. In a text-book now in use I find the Arabic word *hadramat* written হাদ্রামট. Now, in the Arabic, the vowels after the *h*, *r* and *m* are short ones, but they have been made long, and the lingual ড and ট have been used for the dental দ and ত. In Arabic, as in French, cerebral letters are unknown. The word should have been written হদ্রমৎ. In *Shah* the sibilant is deeply guttural, but it is frequently written with the dental শ.

The letter B has a wide phonetic range. When aspirated it becomes Bh, but when it is weakened it first becomes P, then V, then W, and then U, the V occasionally changing into F, as in *ferry* for *very* in the mouth of an uneducated German. V, however, is two steps removed from Bh, and should not be interchangeable; but in many Bengali books

V is often represented by Bh. This is opposed to all principles of philology. According to the genius of the Bengali language of this century V should change into B ; but the proper course should be to restore the now-neglected Bengali V, or ব with a mark in it. In the School Book Society's maps the ব occurs with a dot in the centre. The dot may be changed into a perpendicular or a horizontal line.

III. The third rule I propose is that common names, such as river, isthmus, &c., be always *translated* and joined, when necessary, with proper nouns in Samāsa. When case affixes are necessary they should be taken from the Bengali language. Derivatives from proper nouns should be formed according to the rules of Bengali Grammar.

The object of the first condition is to obviate the frequent use of case-affixes, which unnecessarily lengthen out words and make them difficult of insertion in maps.

The next two conditions are essential for the purity of the terms. I am not aware of any single language which borrows case-affixes or derivative forms. Of all borrowing languages the English language is the foremost, but it never borrows affixes. Having taken the words *Veda* and *Brāhman* from the Sanskrit, it converts them, at option, into *Vedic* and *Brāhmanical*, never into *Vaidika* and *Brahmanya*. But in some text-books such a mongrel form as গ্রীসিয়ান দ্বীপ শ্রেণী Grecian *Islands* is common.

IV. The next rule I propose is that in writing Indian names the strictest attention should be paid to approved pronunciation and spelling, and vulgar corruption avoided.

To illustrate this rule I shall here quote a few instances of corruptions which I have met with in school-books now in common use. Thus, for দক্ষিণ we have ডেকান and ডেকান, ভোজ for ভূজ, পেসোয়ার and পেসোর for পেশাবর, বারিসাং for বারাসত, হুগলি for হুগলী, চেবাচা for চৈবাসা, মুজাপুর for মৌজাপুর, বীকানির for বিকানের, তঞ্জোর for তাজোর, মুকদ্দোবাদ for মুর্শিদাবাদ, &c. In some cases approved usage is not uniform, but in preparing text-books one great object should be to settle for good the spelling of all our proper names, I would suggest that the map of India and the district maps of the Calcutta School Book Society be adopted as guides as far as they go,

V. The last rule I have to suggest is that the technical terms be uniform throughout, and when practicable, taken from the Calcutta School Book Society's maps, so that there may be perfect concordance between the maps and text-books.

The object of this rule is obvious, and calls for no remark.

## RULES.

I.—That all proper names, geographical and historical, shall be transliterated, and not translated with the exception of such proper names as have already become popularised in the vernaculars.

II.—The transliteration shall be phonetic according to the received pronunciation current in the country to which the places or persons belong, with the exception of such names as are already thoroughly anglicised, and of those of which the pronunciation cannot be ascertained readily.

III.—That in transliteration every attention shall be paid to the sounds of the Sanskrit letters, especially to the vowels and sibilants.

IV.—That Indian names shall be spelt according to approved pronunciation and spelling, and vulgar corruptions shall be avoided.

V.—It being advisable that technical terms should be uniform throughout all school books, such terms shall be taken in the case of geography, where practicable, from the wall-maps in most common use.

VI.—The Committee recommend that a list be made of proper names, geographical and historical, in common use with their proper spelling, and published for the guidance of authors. The committee are prepared to revise such a list and suggest improvements.

VIII.—The Committee advise that authors in preparing new works should be guided as far as possible by the above general principles. The Committee recommend that after January 1881 all new text-books or new editions should be expected to conform to the above rules.

ঘোল বৎসর পূর্বে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি আমার অনুরোধে বাঙ্গালা গ্রন্থে ভৌগোলিক স্থানবাচক নামগুলি লিখিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম স্থির করেন। কিন্তু সেই নিয়মগুলির প্রচার না হওয়ায় এ পর্য্যন্ত কোন লাভ হয় নাই। সম্প্রতি বিল্ডাট আরও বাড়িয়াছে। বাঙ্গালা দুই খানি পুস্তকে বানান বিষয়ে ঐক্য নাই, এবং পুস্তকে ও মানচিত্রে মিলে না। বালকদিগের ইহাতে অত্যন্ত অন্ত্রবিধা। ভাল ভাল গ্রন্থেও দেশীয় নামের ও বানান ঠিক নাই। আমি একখানি পুস্তকের এক পৃষ্ঠায় ২০১০টি বানান ভুল ধরিয়াছিলাম। এই সকল পুস্তক পাঠশালায় ব্যবহারের জন্য অন্ত্রমোদন করাও চলে না; অথচ যখন সকল পুস্তকেরই এই দশা, অন্ত্রমোদন না করিলে বাঙ্গালা শিক্ষা একবারে বন্ধ হয়। এই নিমিত্ত সাধারণের অবগতির জন্য কতকগুলি নিয়ম নির্ধারণের প্রস্তাব করিতেছি; এবং এক বৎসর পর ইহাতে যে সকল ভৌগোলিক গ্রন্থে এই নিয়ম অবলম্বিত না হইবে, তাহা পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনী সভা মঞ্জুর করিবেন না।

১। স্থানবাচক নাম সমুদয়ের উচ্চারণ অনুসারে বানান হইবে ; উহাদের অনুবাদের প্রয়োজন নাই ।

লণ্ডনের রাজকীয় ভৌগোলিক পরিষদের আদেশানুসারে এই নিয়ম হইয়াছে । Admiralty Manual of Scientific Enquiry তে এই নিয়ম রহিয়াছে । ইহার উদ্দেশ্য ভিন্ন ভাষায় অক্ষরান্তরিত করিবার সময় একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থা আবশ্যক, দ্বিতীয় অর্থ ধরিয়া অনুবাদের প্রয়োজন নাই । নামের অনুবাদ অনাবশ্যক, বুঝাইবার জন্য অধিক বলিতে হইবে না । এই সকল নামের সহিত অভিধেয় পদার্থের কোনরূপ দ্বন্দ্ব নাই ; ইহাদের কোনরূপ সার্থকতা নাই । ব্ল্যাক সাহেবের বর্ণ কাল নহে ; তাঁহার পুরুষানুক্রমে ঐ উপাধি চলিয়া আসিতেছে মাত্র । সুতরাং ব্ল্যাক সাহেবের নামে কৃষ্ণ সাহেব তর্জমা করিলে নামের প্রকৃত উদ্দেশ্য বার্থ হয় । এইরূপ মঁ বুঁ, পর্সভের বাঙ্গালা ধবলগিরি ও পারসীতে স্ফেদ কোহ্ হয় । ধবলগিরির ফরাসী অনুবাদে মঁ বুঁ, ইংরাজি অনুবাদে white Mountain হয় । হিমশীর্ষ পর্বতমাত্রই হিমালয় হইয়া পড়ে । এইরূপ অনুবাদের প্রণালী অসহ্য ।

সুতরাং অক্ষরান্তর ভিন্ন অন্য উপায় নাই । অক্ষরান্তরিত করিবার সময় অক্ষর না পরিয়া উচ্চারণ ধরিয়া বানান করাই সম্ভব । এমন নাম আছে, যাহাতে অক্ষরগুলির কালক্রমে লোপ পাইয়াছে ; অথবা অক্ষর আছে, তাহাদের উচ্চারণ হয় না । বাঙ্গালাভাষায় এরূপ ব্যবস্থা টিকিবে না । বৈদেশিক শব্দ ইউরোপীয় ভাষায় লিখিবার সময় উচ্চারণ এক আদর্শ বদলান হয় । রোমক অক্ষর ও নিজের ভাষা উভয়ের প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বদলাইতে হয় । অনেক স্থলে বৈদেশিক নামের অভাবে ইউরোপীয়েরা বৈদেশিক স্থানের আপন ভাষায় নামকরণ করিয়াছে । বাঙ্গালায় লিখিবার সময় ঐ সকল নামের উচ্চারণ যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া চলাই আমাদের কর্তব্য । রোমক বর্ণমালার অসম্পূর্ণতার অনুরোধে যে এক আদর্শ প্রকৃত উচ্চারণের ব্যতিক্রম হইয়াছে, সেই ব্যতিক্রম আমরা যেন বহাল না রাখি । বাইবলের বাঙ্গালা অনুবাদকেরা এই হেতু ইংরাজি ভ্রষ্ট উচ্চারণের অনুসরণ না করিয়া প্রকৃত ইহুদি উচ্চারণ বহাল রাখিয়াছেন । যীশু ও মোজেস্ না লিখিয়া তাঁহারাজী ও মশি লিখিয়া গিয়াছেন । এই নিয়ম অনুসারে সর্বত্রই চলা সম্ভব ; সর্বভাষায় বিশারদ হইবার প্রয়োজন নাই ।

আবার সর্বদেশের ইউরোপীয় ভৌগোলিকগণ ইউরোপীয় নামে একপথে চলেন না । কিন্তু ইহার কারণ অন্তরূপ । ইউরোপের সর্বত্র একই বর্ণমালা প্রচলিত, অথচ ইংরাজিতে Calais লিখিবার সময় উহার ফরাসী উচ্চারণের দিকে দৃষ্টি থাকে না বলিয়া মনে হইতে পারে । কিন্তু ইংরাজিতে অনেক স্থলে অক্ষর থাকে, তাহার উচ্চারণ থাকে না । যেমন Would ও Might শব্দের মধ্যস্থ বর্ণের উচ্চারণ নাই, সেইরূপ Calais শব্দের উচ্চারণ কালে । ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে আজ কাল উচ্চারণানুযায়ী লিখন পদ্ধতিটি প্রচলিত হইতেছে । তাঁহারা “I would not” “I could not” স্থলে “I ooden” “I cooden” লেখেন । বাহ্য হউক,

প্রচলিত ইংরাজিতে এইরূপ বিধি নাই ; এবং Worcester, Gloucester, Calais প্রভৃতি শব্দের অন্তর্গত সমুদয় বর্ণগুলি উচ্চারণ করা আমাদেরও পক্ষে উচিত নহে ; এবং শিক্ষকেরাও যেন বালকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা না দেন। যে সকল বর্ণের মূলভাষাতে উচ্চারণ নাই, বাঙ্গলাতে তৎসমুদয়কে রক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। Blois, Valais, Montpellier, Toulouse, Poitiers, L'orient, প্রভৃতি শব্দে যতগুলি অনুচ্চারিত বর্ণ বিদ্যমান আছে, তৎসমুদয়কে বাঙ্গলাতে রক্ষার চেষ্টা অসম্ভব। বাঙ্গলাতে কেবল ফরাসীদের মধ্যে প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে ব্লোয়া, বলা, মঁ পেলিয়ে, তুলুজ, পোয়াতিরে, লোরিয়ঁ এইরূপ লিখিতে হইবে। ঐ সকল ফরাসী শব্দ ইংরাজেরা কিরূপ উচ্চারণ করেন, দেখিবার প্রয়োজন নাই। কেননা ইংরাজদের উচ্চারণ প্রণালী স্থিরও নহে, বিস্তৃতও নহে। পণ্ডিতেরা এই প্রণালীর অনুমোদন করেন না। আমার নিদ্ধারিত নিয়ম যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে উহা ফরাসীতে যেমন প্রযুক্ত হইবে, সংস্কৃত আরবী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষাতেও সেইরূপ উহার প্রয়োগ চলিবে।

অর্থাৎ রোমক অক্ষরে বানান দেখিয়া যে উচ্চারণ বোধ হয়, সেই উচ্চারণ ত্যাগ করিয়া প্রকৃত দেশী উচ্চারণে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের দেশের পুস্তকপ্রণেতারা বিদেশী ভাষার খবর রাখেন না, তাঁহাদিগকে ইংরাজি বই দেখিয়া লিখিতে হয় ; এই বলিয়া আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু ওয়েবষ্টারের বড় ইংরাজি অভিধানের পরিশিষ্ট প্রাচীন ও নূতন ভৌগোলিক নামের প্রকৃত উচ্চারণ দেওয়া আছে। ঐ অভিধান খুঁজিলেই চলিবে। উহা সর্বত্র নির্ভুল না হইলেও কাজে চলিতে পারে। স্কলবুক সোসাইটির বড় বাঙ্গালা মানচিত্র গুলি হইতেও বানানে সাহায্য হইবে। বাজারে অল্প বাঙ্গালা মানচিত্র পাওয়া যায় না ; সুতরাং ঐ মানচিত্রের অনুকরণ করিলে সুবিধা হইবে।

২। অক্ষরান্তরিত করিবার সময় সংস্কৃত বর্ণমালার অক্ষরগুলির গতির প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

দীর্ঘ স্বরের স্থলে হ্রস্বস্বর, দন্ত্যের স্থানে মূর্দ্ধণ্যের ব্যবহার যেন না হয়। এবং উষ্মবর্ণ ও ব, ভ, ও অন্তঃস্থ ব যথাস্থানে ব্যবহৃত হয়। একখানি পুস্তকে আরবী নাম hadramat স্থানে হাড়্রামাট দেখিলাম। উচ্চারণানুসারে হদ্রমৎ লেখা উচিত। ফরাসীদের মতে আরবীতে মূর্দ্ধণ্য বর্ণ নাই। Shah শব্দের প্রথম অক্ষর ভালব্য শ হইবে ; অনেকে লেখেন দন্ত্য স।

স্বরের ঈষৎ ব্যতিক্রমে ইংরাজি B, কখন Bh, কখন P, ক্রমশঃ V, W, Uতে পরিণত হয়। অশিক্ষিত জ্ঞানের very উচ্চারণ করিতে গিয়া fery বলে। যাহা ইউক, ইংরাজি V, ও বাঙ্গালা ভ, উভয়ের উচ্চারণ এক নয়। তথাপি বাঙ্গালা পুস্তকে V স্থানে ভ এর ব্যবহার দেখা যায়। ইহা শব্দশাস্ত্রের বিরুদ্ধ। বর্তমান কালে বাঙ্গালার অন্তঃস্থ ব লোপ পাইয়া বর্ণীয় ব চলিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ণীয় 'ব'এ একটা চিহ্ন দিয়া প্রাচীন অন্তঃস্থ 'ব'এর উচ্চারণ বাহ্যনীয়। স্কলবুক সোসাইটির মানচিত্রে 'ব'এর মধ্যে বিন্দু দিয়া অন্তঃস্থ ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বিন্দুর বদলে পেট কাটিলে চলিতে পারে।

৩। River, Isthmus প্রভৃতি শ্রেণী-বাচক নামগুলির অনুবাদ আবশ্যক ; কারক-স্থচক বিভক্তিগুলি বাঙ্গালা হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। যৌগিক শব্দ সিদ্ধ করিতে হইলে বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়ম অবলম্বন করা উচিত।

সকল ভাষাতেই বিদেশীয় শব্দগুলি নিজের ব্যাকরণানুসারে রূপান্তরিত করা হয়। ইংরাজি ভাষা অস্ত্রভাষার নিকট যথেষ্ট ঋণী-। সংস্কৃত হইতে বেদ ও ব্রাহ্মণ শব্দ ইংরাজিতে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজিতে বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য স্থলে Vedic ও Brahmanic ব্যবহৃত হয়। একখানি পুস্তকে দেখিলাম Grecian Archipelagos স্থানে গ্রীসিয়ান দ্বীপশ্রেণী ব্যবহৃত হইয়াছে।

৪। দেশীয় নামের বানানের স্থলে যথাসাধ্য বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে হইবে।

এই নিয়ম ব্যতিক্রমের উদাহরণ অনেক স্কুলপাঠ্য পুস্তকে পাওয়া যায়। যথা,—

দক্ষিণ স্থলে	ডেকান	হুগলী	স্থলে	হুগলি
ভোজ ”	ভুজ	মীর্জাপুর	”	মুজাপুর
পেশাবর ”	পেশোয়ার	বিকানের	”	বীকানিয়র
বারাশত ”	বারাসাৎ	ইত্যাদি।		

অনেক জায়গায় কোন্ বানান বিশুদ্ধ, তাহার নির্ণয় নাই। তবে একটাকে ভবিষ্যৎ কালের জন্ত বিশুদ্ধ বলিয়া ঠিক করিতে হইবে।

৫। পারিভাষিক শব্দগুলির সর্বত্র এক্য বাঞ্ছনীয়।

স্কুলবুক সোসাইটির মানচিত্র হইতে এ বিষয়ে সাহায্য হইতে পারে।

### সেন্ট্রাল টেক্সটবুক কমিটি বা পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচনী সভার অনুমোদিত নিয়মাবলী।

১। ভূগোল ও ইতিহাসের সমুদয় ব্যক্তিবাক্য ও স্থানবাচক নাম অনুদিত না হইয়া অক্ষরান্তরিত হইবেক। তবে যে কয়টি নামের অনুবাদ পূর্ব হইতে বাঙ্গালায় চলিত হইয়া গিয়াছে, যে স্থানে অনুবাদ বজায় থাকিতে পারে।

২। যে দেশের লোক বা যে দেশের অন্তর্গত স্থান, সেই দেশের উচ্চারণ মতে অক্ষরান্তরিত করা হইবে। তবে যে সকল নাম সম্পূর্ণ ভাবে ইংরাজিতে মিশিয়া গিয়াছে, বা যাহার দেশীয় উচ্চারণ জ্ঞান নাই, সেখানে ইংরাজি উচ্চারণ ধরিয়া অক্ষরান্তরিত করিতে হইবে।

৩। লিখিবার সময় সংস্কৃত বর্ণগুলির, বিশেষতঃ স্বরবর্ণ ও উষ্মবর্ণ গুলির প্রকৃত উচ্চারণে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

৪। দেশীয় নামের বানানে বিশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অপভ্রংশ যথাসাধ্য বর্জনীয়।

৫। সমস্ত পুস্তকে পারিভাষিক শব্দের ঐক্য বাঞ্ছনীয়। প্রচলিত মানচিত্র হইতে ঐ সকল নাম সকলেই গ্রহণ করিতে পারেন।

৬। ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক প্রচলিত নামগুলির উচ্চারণ অনুসারে একটি তালিকা বাঙ্গলায় প্রস্তুত করা উচিত। কমিটি এই তালিকা সংশোধনের ভার লইতে পারেন।

৭। গ্রন্থকারেরা ভবিষ্যতে ঐ সকল নিয়ম মতে চলিবেন ১৮৮১ অব্দের জাম্ময়াসি মাসের পর মুদ্রিত গ্রন্থমাত্রে এই নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে হইবে।

---

## সংশোধন ।

গত শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত “বৈজ্ঞানিক পরিভাষা” প্রবন্ধে কয়েকটি মুদ্রাকরপ্রমাদ ঘটিয়াছে। তৎসমুদয় নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২৮	২৬	রাখারও	রাখায়
১৩১	১	তত্ত্বিন্ন সিদ্ধান্তের নিরক্ষোদয়	এবং
১৩২	১৩	চন্দ্ররাজপ্রবোধিকা	যক্ষরাজপ্রবোধিকা
"	"	চঃ প্রঃ	যঃ প্রঃ

সমুদয় পাঠকবর্গের সুবিধার জন্ত নিম্নলিখিত নির্ঘণ্ট পরিশুদ্ধভাবে পুনঃপ্রকাশিত হইল :—

Amplitude	...	...	অগ্রাচাপাংশ
Aspects of planets	...	...	দৃষ্টি
Asteroids ( planetoids )	...	...	সূক্ষ্মগ্রহ * (সিঃ দঃ)
Atmosphere	...	...	আবহ, ভূবায়ু
Aaxis of the earth	...	...	ক্রুবদৃষ্টি মেরুদণ্ড *(সিঃদঃ)
Azimuth	...	...	দিগংশ
Sine of	...	...	দিগ্জ্যা
Circle concentric	...	...	সমাসবৃত্ত
Epoch	...	...	বরণাক
Equinoctial points of intersection with planetary paths	...	...	বিমণ্ডল সন্ধি, গ্রহ গোল সন্ধি।
Gravitation	...	...	মধ্যাকর্ষণ **সিঃদঃ
Gravity	...	...	ভূমধ্যাকর্ষণ **
Hour circle	...	...	ঘটীরেখা
Latitude N (English)	...	...	দক্ষিণ অক্ষ
" S "	...	...	উত্তর অক্ষ
Longitude in arc	...	...	ভূদাংশ (সিঃবিঃ)
Nebula	...	...	গণককেতু (তারাগুচ্চ- নিকাশ—বৃঃ সঃ)

Neptune	...	...	নেপচুন *
Parallax on observation	...	...	দৃগ্‌লম্বন
Refraction	...	...	বক্রীভবন, বক্রণ**
Sine (A + B) = &c.	...	...	সমাসভাবনা
Zenith distance sine of	...	...	দৃগ্‌জ্যা, নতাংশজ্যা।

---

# সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা ।

২য় ভাগ ; ৪র্থ সংখ্যা । ]

[ মাঘ, ১৩০২ ।

## বিদ্যাপতি ।

শব্দের তালিকা ।

গীতিকাব্যরচয়িতাদিগের মধ্যে বিদ্যাপতির আসন অতি উচ্চে । বিদ্যাপতি বেহারী ( মৈথিল ) হইয়াও বাঙ্গালী কবি । বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার স্থান আছে । বিদ্যাপতির যে গীতগুলি আমাদের দেশে প্রচলিত, তাহার ভাষা পূরা মৈথিলীও নয়, পূরা বাঙ্গালাও নয় ; উভয় মিশ্রিত । কোন কোন সমালোচক বলেন, মৈথিলী ভাষা বাঙ্গালী গায়ক লেখকের হাতে পড়িয়া এরূপ রূপান্তর ধারণ করিয়াছে । বিদ্যাপতির গীতগুলির মধ্যে সচরাচর বাঙ্গালা ভাষায় চলিত নহে এরূপ যে সমস্ত শব্দ পাওয়া যায়, প্রতিশব্দ ও উদাহরণ সহিত তাহার একটা তালিকা দেওয়া যাইতেছে ; ইহাতে মৈথিল, সংস্কৃত, সংস্কৃতাকার, প্রাচীন বাঙ্গালা, ভাঙ্গা কথা, দ্রুতহার্ধ, অপ্ৰচলিতার্থ, ভিন্নার্থ শব্দ সকল ধরা হইয়াছে । এই তালিকা তিন খানি পুস্তক দেখিয়া প্রস্তুত হইয়াছে । ( ১ ) পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ-কৃত সংস্করণ । ( ২ ) বঙ্গবাসী প্রেস হইতে প্রকাশিত সংস্করণ ; ১৩০১ সাল । ( ৩ ) বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সংকলিত সংস্করণ । উদাহরণগুলি প্রায় ১ম খানি হইতে গৃহীত ।

পৃষ্ঠা—পঙ্ক্তি—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সংস্করণ । ১৩০১ সাল ।

গান নং পঙ্ক্তি—(১) এই চিত্র, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সংস্করণ । প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ।

গান নং পঙ্ক্তি—(২) এই চিত্র, পকানন ভট্টরায়ের সংস্করণ । বঙ্গবাসী প্রেস ।

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি
অগাগি (১)	সঙ্গ	সো অব বিছুরল হামারি অগাগি ।	১৮০—৪
অগেয়ানী	অজ্ঞানী	বিদ্যাপতি কহ তুহঁ অগেয়ানী ।	৩৩—১
অঞ্চল	প্রান্ত	নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভাণ ।	৬১—৫
অতয়ে (অতএ)	অতএব	বিদ্যাপতি কহ অতএ সে ছুখ রহ ।	১৮—৩
অতয়ে	অন্তরে	অতয়ে করব কেহ অপযশ গাব ।	১৩৭—৫
অতনু	মদন	অতনু কাঁচলা উপাম ।	১৭—৯
অতিহ	অতিশয়	অতিহ লাজ ডর অতিহ করুণা ।	৬৯—১২
অদভূত	অদ্ভুত	টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভূত ।	৫৩—৭
অধক	অধরে	দশন মুকুতা পাতি অধক মিলায়িত ।	১৮—১
অধীন	অধম	কুজনক পিরিতি মরণ অবীন ।	১১৯—৪
অনতহি	অন্তঃ	অনতহি গমনে এতহি নিহার ।	৫৮—৫
অনি	অন্ত	অনি রমণী সঞে ।	২০৪—৭
অনিমিথ	অনিমেঘ	অনিমিথ নয়নে নাহ মুখ নিরখিতে	১৬৯—৯
অনুধাই*	চিন্তা (ধান) করিয়া	যভাব হি বিছুরল আপন গুণ অনুধাই ।	১৪২ নং ৪
অনুপাম	অতুল	ফুল কবরী বান্ধয়ে অনুপাম ।	১২৮—৩
অনুপাম (২)	অনুপান (?)	ক্ষণে ক্ষণে বৈদগ্ধি কলা অনুপাম ।	৪৭—৩
অনুবন্ধ	সংস্কৃত, উপক্রম	মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ ।	৩৫—৬
অনুভব (৩)	প্রকৃত প্রেম	কি পুছসি অনুভব মোয় ।	২১৪—১
অনুভব	উপলব্ধি	অনুভব কাহ না পেথ ।	২১৪—১৩
অনুভাবি	(ভাব) সঞ্চারিত করিয়া, আপন ভাব মোহে	অনুভাবি ।	১৪৪—৩
অনুমগন	অনুময়	কতবিদগ্ধ জন রসে অনুমগন ।	২১৪—১২
অনুমানিয়ে	অনুমান করি	পুন অনুমানিয়ে নাগর কান ।	১৪৫—৩
অনুযোগ +	তিরস্কার	কি করব ইহ অনুযোগ ।	১৪০ নং ৯
অনুরত	অনুরক্ত	আর তাহে অনুরত বরজ সমাজ ।	৫০—৪
অনুরোধি	অনুরোধ করিয়া	কত পরবোধে আনল অনুরোধি ।	৭৯—৯
অনুলেহ	স্নেহ	তেজল অব জগজন অনুলেহ ।	১৯১—১২
অনুষঙ্গ	অনুকম্পা	তুঁহ যদি কহসি করিঞা অনুষঙ্গ ।	৫০—১

\* অনুধাই—কাব্যবিশারদে “পূবধাই” আছে ।

(১) অগাগি—“অভাগী” পাঠান্তর ।—অভাগ্য ।

(২) অনুপাম—“অনুপান” অক্ষর বাবুর অর্থ ।

(৩) অনুভব—“প্রকৃত প্রেম (জ্ঞানের সহিত অভিন্ন)” তর্করত্নের অর্থ ।

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পত্রিক ।
অমুসরই	অমুসরণ করে	ক্ষণে ক্ষণে নয়নকোণ অমুসরই ।	৩৫—১
অন্ত	একশেষ	মাধব নিকরুণ অন্ত ।	১৬৯—১৬
অপমুখ	অপকুপ	অপমুখ তু অ ব্যবহারে ।	১২০—১০ .
অপরূব	অপূর্ব	কি হেরিলোঁ অপরূব গোপী ।	২২—৭
অব্	এখন	মুকুর লেই অব্ করত সিঙ্গার ।	৩১—৫
অবুকে	এখন	অবুকে মিলন সমুচিত হোয় ।	৫৭—১২
অবহি	এখনই	অবহি যে করত পরাণ ।	১৬৭—১৩
অবহ	এখন	সঙ্কিত ধর মধু অবহ লজ্জাসে ।	২৬—৪
অবগাই	অবগাহন করে	রাসরসিক সহ রস অবগাই ।	৯৯—২
অবগাই (১)	প্রশমন করিয়া	এহি কর দেখি রোধ অবগাই ।	১৮১—২
অবগাটি	অভিভূত	সতী পতিভয় অবগাটি ।	১৪২—৪
অবগাহ	মগ্ন	চুষয়ে হরষ সবস অবগাহ ।	১৪৩—১৬
অবগাহি	তলাইয়া	অব্ বুঝু অবগাহি ;	১৫৬—১০
অবগাহে	অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া	আপন মনে ধরি বুঝ অবগাহে ।	২৬—৭
অবগুণ	অপগুণ, দোষ, ক্রোধ	অবগুণ পরিহারি ।	১২০—১১
অবঘাত	অপঘাত(?) আঘাত(?)	দেব অবঘাত হৈয়াছে পারা ।	১৫০—১৪
অবতরু	অবতীর্ণ (?)	কেলি-কলপতরু সুপুরুষ অবতরু ।	১৯৮—৯
অবধারণ	অবধারণ করিলাম	হাম অবধারণ শুন বন্ধকান ।	৪১—১১
অবধি	এ পর্য্যন্ত, অবশিষ্ট	অবধি রহল দউ বাণে ।	১০—৮
অবধি	সীমা	মানক অবধি বিহানে ।	১২০—১২
অবলম্ব	অবলম্বন	চলইতে সহচরী কর অবলম্ব ।	৪১—১০
অবসাই*	অবসান হয়	এহি কর দোখ রোধ অবসাই ।	৭০ নং ১২
অবসাদ	অবসন্নতা, পরাজয়	কোই না মানই জয় অবসাদ ।	৪০—১২
অবিধিনে	অবিদ্যে	অবিধিনে স্তন্দরী কর অভিসার ।	৯১—৬
অবুঝ	নির্কোষ	কোন অবুঝ হেন কুচে নথ দেল ।	৬৯—৩
অবুধ	অবোধ	না কর আরতি এ অবুধ নাহ ।	১৪০—৭
অমিয়া ( অমিঞা )	অমৃত	অমিয়া বরিখে জহু ।	১৬—২
অমূলে	মূল্যহীন করে ; (অপকৃষ্ট মূলে)	সব গুণ মূল অমূলে ।	১২২—৭

(১) অবগাই—ভক্তরক্ত “অব পাই” ধরিয়া অর্থ করেন, “আবার এখানে গোচারণ করে !”

(রোধ=রোধে=বাধে ।)

\* অবসাই—মূলে “অবগাই” জাহে । অক্ষয় কবুর টীকা ত্রুট্য ।

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি ।
অরু	অরুণ	চারু অরু লোচন ।	৯—৮
অরু	আর	অরু বেরি বেরি করছি করবার ।	৮০—৬
অলখিতে	অলক্ষিতে	অলখিতে হামে হেরি বিহসলি থোরি ।	২৪—৩
অলপ	অল্প	ধনী অলপ বয়সী বালা ।	১৪—৫
অশক্তি	অশক্ত	অশক্তি কর কল্পন নহি পরিহসি ।	১২০—৭
( অ—কথার মাত্রা । যথা “তুঙ্গ” “কিঅ ।” )			

আঁকুর	অঙ্কুর	কি ফল প্রেমক আঁকুর মোড়ি ।	১৮২—৬
আঁচর	অঞ্চল	ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হয় ভোর ।	৩৫—৮
আঁত +	অস্তর	প্রেমক অঙ্কুর আঁত জাত ভেল ।	২০৬ নং ১
আঁতর	অস্তর, ব্যবধান	সো অব্ নদীগিরি আঁতর ভেলা ।	১৭৫—১৪
আঁতরে (আঁতরে) (১)	অস্তরে, মধ্যে	আঁতরে সুরধুনী-ধারা ।	১৪৬—২
আঁধায়লু +	অন্ধ করিলাম	নয়ন আঁধায়লু পিয়া পথ পেথি ।	২০৭ নং ৪
আইতে	আসিতে	আইতে পড়লি ধাই	১৫৬—২
আইলু	আসিলাম	মাধব হেরিয়া আইলু রাই	১৯০—১
আও	আইসে	নিতি নিতি নিয়র আও বিলু কাজ ।	৫৮—৩
আওই	আইসে	পিয়া নিজ দেশ না আওই রে ।	১৬৯—৪
আওত	আনিতেছে	আওত মানবী ভাগত লোলী ।	৯২—২
আওহু (আওলু)	আসিলাম	ফিরি আওহু হাম সে ফল লাগি ।	৭১—৮
আওব	আসিবে	কতি ক্ষণে আওব কুস্তুরগমনী ।	২১—২
আওয়ে	আইসে	রাহ দূরে রহ নিকটে না আওয়ে ।	২৭—১১
আওল	আসিল	আওল যৌবন শৈশব গেল ।	৪১—৩
আওলি	আসিলি	ফেরি আওলি তুহঁ পূরবক পুণে ।	৬৬—৪
আব	আইসে	রাখবি রস জল পুন পুন আব ।	৫৫—১২
আয়ব	আসিবে	পিয়া যব আয়ব এ মঝু গেহে ।	২০৬—১
আয়ল	আসিল	আঁকি কহে আয়ল হরি ।	১৮৮—১১
আয়লু (আয়লু)	আসিলাম	দেখি আয়লু চলি ।	১৯৮—৫
আকুল	বিকীর্ণ	আকুল অলক বেড়ল মুখশোভা ।	২১৫—৯

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি ।
আখর	সংকেত ; (অক্ষর)	কিয়ে হাম আখরে কহলু বুঝাই ।	১৪০—৫
আগ	অগ্নি(তে)	বিরহ বিয়োগে আগ দেই কাঁপে ।	১২৯—৬
আগি	অগ্নি	শশধর বরিধব আগি ।	১৭৪—৫
আগর	অগ্রগণ্য, আগার	তুহঁ রস-আগর নাগর টাট ।	৮২—৩
আগরি	অগ্র্য	সে হেন নাগরী রূপে গুণে আগরি ।	১৭৭—৩
আগুসারে	অগ্রসর হয়	ঠাড়ি রহল রাই নাহি আগুসারে ।	৬২—৩
আগোনি +	অজ্ঞান	তব্ শ্রাম কোরে আগোনি ।	২০০ নং ৮
আগোর	অঘোর, অচৈতন্য,		
	আগলান	অব্ তিন ভুবন আগোর	৩০—৬
আগোরল	আগলাইল, লইল	কোরে আগোরল নাহ ।	১২৫—৩
আগোরি	আগলাইয়া	শাশ ঘুমাওত কোরে আগোরি ।	১৪০—৩
আঙ্গিনা	অঙ্গন	আঙ্গিনা আওল সেহ ।	১৩৭—৯
আছইতে	থাকিতে	আছইতে আছিল কাঞ্চনপতলা ।	১৯৪—৩
আছয়ে	আছে	বিরহ-সিকু মাহা ডুরইতে আছয়ে ।	১০৫—৪
আছিল	ছিল	আছইতে আছিল ।	১৯৪—৩
আছিলি	ছিলি	কেশ পশারি যব্ তুহঁ আছিলি ।	৪৮—৫
আছিহু ( আছনু )	ছিলাম	একলি আছিহু হার্ম গাঁথইতে হার ।	১৪১—৫
আছিয়ে	আছে	আছিয়ে যৈছে বৈরাগী ।	২০৪—৭
আজু	আজ	বড় অপরূপ আজু পেথনু রাই ।	৩৮—২
আড়	বক্র, তির্ঘ্যাক	আড় বদন উঁহি ফেরি ।	২৩—৭
আধি	মনঃপীড়া	ভগয়ে বিজ্ঞাপতি আর নাহি আধি	২১১—৩
আন	আনিয়া	ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন ।	৩৭—৮
আন	অন্ত	আন কয়ল চিতে বিহি কৈল আন	১৮৫—২
আনি	আনিয়া	যব্ কোই বেরি আনল মুখ আনি ।	১২৯—৩
আহু	অন্ত	এতদিনে আহু ভাণে হাম আহুহু ।	১৫৬—৯
আনে	অন্ত	চিত্তে নাহি গুণবি আনে ।	১৫৬—১৪
আনত	অন্তত	আনত হেরি ততহি দেই কাণে ।	৩৯—৮
আনল	অনল	যব্ কোই বেরি আনলমুখ আনি	১২৯—৩
আনল	আনিল	কত পরবোধে আনল অনুরোধি	৭৯—৯
আনলি	আনিলি	কতিসঞ্চে রূপ ধনী আনলি চোরি ।	১৮—৬
আকিরার	অককার	মুগশীভয়ে কিয়ে রোয়ে আকিরার	২০—৯

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি ।
আপ	আপনি, স্বয়ং	আপহি গুরু হোই শিখায়ব কাম ।	৫৩—২
আপন কি	আপনার	কুচ-কুম্ভ কহি গেও আপন কি আশ ।	২৫—৪
আপি	অর্পি, অর্পণ করিয়া	যব হাম সোঁপব করে কর আপি ।	৫২টাকা
আরত	রতিবিশিষ্ট, অমুরক্ত	মুঞি অতি বালি সো আরত নাহ ।	৭৩—১০
আরতি	আসক্তি, আগ্রহ	আরতি না কর কামু না ধর চীর ।	৮৩—৫
আলস +	আলস্যযুক্ত (?)	রসাবেশ মঝু হিয়ে করব আলস ।	১৯৮ নং ১০
আলি	সখী	আলি আলিঙ্গন চাহে ।	২০২—৮
আলিঙ্গন	আলিঙ্গন করিলাম	চন্দন ভরমে শিঙলী আলিঙ্গনু ।	১১৮—৩
আলাই বলাই	(শপথ বিশেষ)	আলাই বলাই তোর নিয়ে ।	২১৩—৪
আশল *	আশা করিল (?)	সোই অবধি দিন বহু আশ আশল ।	১৪৯ নং ১২
আশোয়াস	আশ্বাস	যব ধনী পাওল ইহ আশোয়াস ।	১৫৬—১৩
আশোয়াসলু	আশ্বাস দিলাম	সোই অবধি দিন বহু আশোয়াসলু ।	১৭৭—৯

( আ—আকার, কথার মাত্রা—যথা—“যতা” “নয়না” । )

ইছে *	ইচ্ছায়	মো ইছে কি সহত জীবক শাতি ।	১৮০ নং ৭
ইথে (লাগি)	ইহার (জন্ত)	ইথে লাগি ধনী কাহে হোয়বি বিমুখ ।	৮১—৮
ইথে	ইহাতে	বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ ।	৫০—৫
ইন্দুরতন	মুক্তা	নথ দাড়িম বীজ ইন্দুরতন জিনি ।	৮৮—৯
ইন্দ্রজালক	ঐন্দ্রজালিক	ইন্দ্রজালক কুসুমসায়ক ।	১—৩
ইহ	এই	তুঁজ যদি ইহ স্তম্ভ কহ তছু ঠাম ।	১৭০—৯
ইহ	এ, ইনি	ইহ রসকূপ যো জানে ।	১০—১২
ইহ	ইহাকে	তুহঁ বীজ ইহ কর দান ।	১৪২—১৬

( ই—ইকার, কথার মাত্রা । যথা—“সগরি” “ধোরি” “কোই” ।

ই—৭মী বাচক । যথা “সমুখই” ৪৬—১ ।

ি, ইকার, কর্তা ত্রীলিঙ্গ হইলে কোন কোন স্থলে ক্রিয়ায়, যথা—“গেলি” “ভেলি” । )

\* আশল—“আশ আশল” হলে কাব্যবিশারদের সংস্করণে “আশোয়াসলু” আছে ।

\* ইছে—“মো ইছে” হলে কাব্যবিশারদের সংস্করণে “মাইছে” আছে ।

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি ।
উগরে	উদ্গিরণ করে	ফণী মণিবর উগরে নিরখি	১৪৭—৪
উগারা	উদ্গীর্ণ	রাছ বদন উগারা ।	১২১—৯
উদারয়ে *	প্রকাশিত করে	দিনে দিনে অনঙ্গ উদারয়ে অঙ্গ ।	১ নং ১০ •
উদারি	উদঘাটন করে,		
	অনাবৃত করে	কবছ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবছ উদারি ।	৩৭—২
উচ	উচ্চ	উচ নীচ না বুঝি পড়ল সেই ঠাম ।	১৪৫—২
উচল	উচ্চ	বোয়ল ঘট উচল করি ঠাম ।	৪০—৮
উছলল	উচ্ছলিত হইল	গোকুলে উছলল করুণাক রোল ।	১৬৩—১৫
উজিয়ায়	উজ্জ্বল	মনমথে হেরি উজিয়ায় ।	৯০—৬
উজোর	উজ্জ্বল	জহু আঁচরে উজোর সোনা ।	১৪—১০
উঠই	উঠিতে	বিনা অবলম্বনে উঠই না পারই ।	১২৭—১০
উঠনু	উঠিলাম	না হই উঠনু হাম কালিন্দী-তীর ।	১৩৯—৭
উঠয়ে	উঠে	রস পরসঙ্গে উঠয়ে মধু কাঁপ ।	৮২—৫
উঠল	উঠিল	তৈথনে হৃদয় উঠল মধু কাঁপি ।	৭০—৪
উড়ই	উড়িতে	মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার ।	৩৮—৬
উড়খ	উড়বে	বান্ধি ধয়ল জহু উড়ব তরাসে ।	২১—৬
উতপত	উত্তপ্ত, উদ্গত (৭)	ঘন ঘন উতপত স্থাস ।	১২৩—১৩
উতপতি (১)	উৎপত্তি	কিছু কিছু উতপতি অঙ্গুর ভেল ।	৪০—১
উত্তর	উত্তর	অবনতবয়নী উত্তর নাছি দেল ।	১১২—৯
উত্তরোল	উচ্চরব করে	আকুল অতি উত্তরোল ।	৫১—৭
উতাপই	উত্তপ্ত করে	চান্দ চন্দন তনু অধিক উতাপই ।	১৬৯—৫
উতারল †	নামাইল	বেজনসায় যব বসন উতারল ।	২০০ নং ১
উতারি	নামাইয়া	আপনক গজমতি হার উতারি ।	১২৭—১১
উথল	উঠিল	উথল সো সব বোল ।	১৮৭—৬
উথলল *	উচ্ছলিত হইল	উথলল মদন-পয়োদিত তরঙ্গ ।	১০১ নং ১৮
উদভট	উদ্ভট, তীব্র	উদভট প্রেমে করসি অমুরাগ ।	২০০—৯
উদয়	উদিত হয়	গগনে উদয় কত তারা ।	১১৪—৩
উদয়ল †	খুলিয়া গেল	উদয়ল কুস্তল ভারা ।	২০১ নং ১

\* উদারয়ে—কাব্যবিশারদের সংস্করণে “আপোরল” আছে ।

(১) উতপতি—তর্করত্ন বলেন “উতপতি” হলে “রতিপতি” ধরিলে অর্থ হ্রস্ব হয় ।

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্খক্তি ।
উদাস	অনাবৃত	আধ লুকায়লি আধ উদাস ।	২৫—৩
উদাসল	অনাবৃত হইল	তেঞি উদাসল কুচজোরা ।	২২—৭
উদেস	অনাবৃত	নীবি বন্ধ করল উদেস ।	২২ নং ৯
উদার	উৎকৃষ্ট	অধিক উদার দেখিয়ে পরিণাম ।	৪৭—৪
উদেশ	উদ্দেশ	নিচয় মরিব আমি সে কাহ্ন উদেশে ।	১৬২—৭
উদারল	উদ্ধার করিল	উদারল সরসিজ পাণ্ডল প্রাণ ।	৯৬—১১
উদার	উদ্ধার কর	গুণবতি উদার গোকুলপতি ।	১০৫—৬
উনমত	উন্মত্ত	তো বিনে উনমত কান ।	৫১—৪
উনমাতই	উন্মত্ত করিয়া	চিত উনমাতই নবরসে কাননে ধায় ।	৯৭—১০
উপচার	চিকিৎসা	কিয়ে উপচার বুঝই না পারই ।	১২২—১২
উপজয়ে	উপস্থিত করে	বিধিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা ।	৯১—৮
উপজল	বোধ হইল	এছে উপজল মোহে ।	১৯০—১১
উপজল	উপস্থিত হইল	শৈশবে যৌবনে উপজল বাদ ।	৪০—১১
উপজায়ল	উপস্থিত হইল	রসে রসে দারুণ দ্বন্দ্ব উপজায়ল ।	১৩১—৩
উপশম	নিবৃত্ত	তবহ কাহ্ন উপশম নাহি হোই ।	৭০—৬
উপাই	উপায়ে	বাচব কোন উপাই ।	১৮২—১৩
উপাম	সদৃশ	অতন্ম কাঁচলা উপাম ।	১৭—৯
উপেথিয়ে (১)	উপেক্ষা (করে)		
	করিতে হয়	প্রেম কারণ জীউ উপেথিয়ে ।	১৫৬—১৫
উপেথি	উপেক্ষা (করিয়া)	পিবইতে চাহে মধু জীউ উপেথি ।	২৬—২
উমড়ি	উখলিয়া	তবহু ক্ষীর উমড়ি পড়ু তাপে ।	১২৯—১
উমতি *	অজ্ঞমনক ভাবে	উমতি কহই সখি করহ পয়াণ ।	১৫ নং ৪
উয়ল	উদিত হইল	উয়ল হরিণীহীন হিমধামা ।	৫—২
উয়ল *	উদিত হইল	জন্ম রবি শশী সঙ্গহি উয়ল ।	৩২—৩
উয়	বন্ধ	উয় (হি) বিলোলিত চাঁচর কেশ ।	৩৪—৭
উয়জ	স্তন	উয়জ অছুর চীরে ঝাঁপায়সি ।	১২—৮
উলটল	উল্টাইয়া গেল	ধরাধর উলটল ।	১৪৬—৫
উলটায়বি	উল্টা করিবি	পুছইতে কুশল উলটায়বি পানী ।	১—৩৮০

(১) উপেথিয়ে—অক্ষর বাবুর সংস্করণে “উপেথয়ে” আছে ।

\* উয়ল—কাব্যবিদ্যার সংস্করণে আছে “উয়ল” আছে ।

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি ।
উহ	উহাকে	কাহার রমণী কে উহ জান ।	২৪—৭
উহ	ও, ঐ (জন)	উহ মধুজীব তুহ মধুরাশে ।	২৬—৩

উ (— উকার কথার মাত্রা।—যথা—“আজু” ।)

একঠামা	একটুও	নাহি উপকার একঠামা ।	১৫৫—১৫
একদিঠে	একদৃষ্টে	চিতপুতলী জন্ম একদিঠে চাই ।	১৯১—২
একলি *	একাকিনী	একলি চললি ধনী হয়ে আগুয়ান ।	১৫ নং ৩
একান্ত	একাকী, নির্জনে	জনম গোরাঙবি রোই একান্ত ।	১০৩—৪
এতনি	এত	ভনছ বিদ্যাপতি এতনি সুরেহ ।	১২৯—৯
এতহি	এইদিকে	অনতহি গমনে এতহি নিহার ।	৫৮—৫
এতছ	এতাবং	এতছ নিদেশ কহলু তোহে সন্দরী ।	৪৯—১
এমতি	এমন	কাহা নাহি শুনিয়ে এমতি থাকার ।	৭৬—৫
এহন	এমন	এহন জগত নহি আনে ।	২৮—৬
এহি	এই	এহি কর দেখি রোথ অবগাই ।	১৮১—২
এহিসে	ইহাই	বিদ্যাপতি কহ এহিসে বিচার ।	৮১—১২

( এ—এ একার কথার মাত্রা। যথা,—“ভালে” ১৩-২

এ=হে (?) সম্বোধনবাচক ; যথা “এ ধনি কর অবধান” । )

ঐছন	ঐরূপ	জন্ম বুঝি ঐছন ফাঁস পশারল কাম ।	১৭—১০
ঐছে ( ঐসে )		ঐছে উপজল মোছে ।	১৯০—১১
ও	উহা	ও তুফি করতহি দেহা ।	১৯—৭
ওজ (১)	সাগ্রহে	প্রিয়মুখে সুরুখী চুখয়ে ওজ ।	২১৬—১
ওড়নী	উত্তরীয়	শীতের ওড়নী পিয়া ।	২১০—৩
ওর	সীমা	হামারি ছুংথের নাহি ওর ।	১৭১—৫
ঔখদ (ঔখদি)	ঔষধ	রোগী করয়ে জন্ম ঔখদ পান ।	৬৪—৮

কচ	কেশ	কবছ বান্ধয়ে কচ কবছ বিথারি ।	৩৭—১
কছু	কিছু	থির নয়ান অধির কছু ভেল ।	৩৭—৩
কছুক	কাঁচুলা	কছুক কুগইতে পছ ভেল ভোর ।	১৩৪—৫

(১) কোন কোন টীকাকারের মতে “ওজ = অজ = চক্ষু ।”

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি ।
কটারি	বাটী	কটারি জিনিয়া কুচ মাঝা ।	৮৭—২
কটোরা	বাটী	একে তনু গোরা কনক কটোরা ।	১৭—৮
কটাখ	কটাঞ্চ	ঘাছা ঘাছা কুটিল কটাখ ।	৩০—৩
কত না	কতই	কত না যতনে কত অদভুত ।	১২—৬
কতয়ে	কত	কতয়ে মিনতি করি তবু নাহি মান ।	৬৭—৪
কতহঁ	কতই	চুধন করল কতহঁ ছন্দ ।	৭২—৩
কতিছ	কোথাও	ভ্রমর বিকল কতিছ নাহি ঠাম ।	২৬— ৫
কতিহঁ	কেন	কতিহঁ মদন তনু দহসি হামারি ।	১৫৭—১
কতি সঞে	কত (স্থান) হইতে	কতি সঞে রূপ ধনী আনলি চোরি ।	১৮—৬
কথি লাগি	কি জন্তু	মথি, হাম জীয়াব কথি লাগি ।	১২৭—১
কনয়া	কনক	কনয়া শম্বুপরি তারত সুরধুনী-ধারা ।	৬ - ৩
কনেঠ	কনিষ্ঠ	লগই না পারিয়ে জেঠ কনেঠ ।	৩৬—২
কন্দ	স্কন্ধ, (স্তন-)মূল	ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্দ ।	৫৫—২
কন্দর	স্কন্ধ	সখীগণ কন্দরে থোই কলেবর ।	১২৭—৮
কন্দর	গহ্বর	চামরী গিরিকন্দরে ।	৮—১
কপাল	মাথার থলি	কেলিক কমল ইহ না হয় কপাল ।	১৫৭—১০
কব্হি	কখনও	বিনি দুখে স্নেহ কব্হি নাহি হোয় ।	৮১—৬
কবহ	কখনও	কবহ ঝাঁপয়ে অঙ্গ ।	৩৭—২
কব	কবে, কহিবে	কা সঞে বিলসব কো কব তাহ ।	১৭০—৮
কবচ	খত	ঐছন কবচ ধরব যব হাত ।	১৫১—১১
করগবীজ (১)	দাড়িমবীজ	দশন মকুতা জিনি কুন্দ করগবীজ ।	৮৬—১৫
কয়ল	করিল	বরকে জীবন কয়ল পরাধীন ।	১৫৫—১৪
কয়লু	করিলাম	তা কর বচনে কয়লু সব কাজ ।	১৪৪—৫
কর	করি	সঙ্কেত কর বিশোয়াসে ।	১২২—১১
কর	করে	চলইতে সহচরী কর অবলম্ব ।	৪১—১০
করই	করে	কেলি করই মধুপানে	২৮—৪
করই	করিতে	ছহজন ভেদ করই নাহি পার ।	১২৮—১২
করইতে *	করিতে	ভূগকি করইতে চাহে কে দেহা ।	১২ নং ১১
করত	করে	ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ ।	৩১—৪

(১) করগবীজ—অর্থে অক্ষর বাবু বলেন “নারিকেল-খোল বা কমণ্ডলু” । কাব্যবিশারদের মতে এ অর্থ দ্বারকণ ভুল ।

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি ।
করনু	করিলাম	প্রাণপিচায়ে করনু পরণাম ।	২০৮—৮
করব	করিবে	কি করব হরিহর ধাতা ।	১৪৯—৭
করব (১)	করিব	তোহারি বচনে যদি করব পীরিত ।	৫৬—৫*
করবি	করিবি	প্রেম করবি অব্ সুপুরুষ জানি ।	৫৩—৪
করবে	করিবে	যতন তঁহ করবে ।	২০৬—১৬
করম	কর্ম	কি মোর করম অভাগী ।	১৭৪—৭
করয়ে	করে	তুঁই না করয়ে গরাস ।	২৭—১২
করল	করিল	শুভ করল বিহি মদন-ভাগ্যার ।	৪২—১০
করসি	করিতেছ	জানসি তব কাছে করসি পুছারি ।	৬৮—৩
করিঞা	করিয়া	তুছ যদি কহসি করিঞা অনুবন্ধ ।	৫০—১
করু	করে	ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে কব বাস ।	৩৫—৪
করু	করুক	লাখ উদয়া কর চন্দা ।	২০৯—৬
করু	করিও	মো হরি না করু পুছারো ।	১১৮—১২
করুণা	কাতরভাবে	রহত করুণা পথ হেরি ।	১২৫—৬
করুণা	কাতরা, কোমলা	অতিহ লাজ ডর অতিহ করুণা ।	৬৯—১২
কলপতরু	কল্পতরু	কেলি কলপতরু সুপুরুষ অধর ।	১২৮—৯
কসটি(ক)	কষ্টি (পাথর)	জহু মে সোনারে কসি কসটিকে ।	২০২—১
কহ	কহে	বিদ্যাপতি কহ তুহু অগোয়ানী ।	৩৩—১
কহই	কহে	বিদ্যাপতি কবি কহই ।	৯২—৩
কহই	কহিতে	পিয়াক পীরিত হাম কহই না পারি ।	১২৭—৯
কহইতে	কহিতে	কি কহব রে সখি কহইতে লাজ ।	৬৭—৭
কহত	কহ	কহত কহত সখি বোলত বোলত রে ।	১৮৬—৩
কহতহি	কহে	মুহু মুহু কহতহি ভাষা ।	১৮—২
কহনে	কহা	আজুক কোতুক কহনে না হোয় ।	১৩৩—৮
কহব	কহিব	কি কহব স্নানরী রূপে ।	২৬—১১
কহবি	কহিব	কেলিকলা রস কহবি মোয় ।	৬৮—৮
কহয়ে	কহে	কি কহয়ে গদগদ ভাষ ।	৫১—৬
কহল	কহিল	করে কর ধরি যো কিছু কহল ।	২০৩—১
কহলম	কহিলাম	দূর কর ছরমতি কহলম তোয় ।	৮১—৫
কহলহি †	কহিলাম	পর সঙ্গে কহলহি নাম হি তোরি ।	১৯৯ নং ৩

(১) করব—অকরবাবুর সংস্করণে এ স্থলে "করবি" আছে।

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি ।
কহলি	কহিলি	কাহে কহলি তুহঁ সঙ্কেতবাত ।	১২৩—৫
কহলু	কহিলাম	এতহু নিদেশ কহলু তোহে স্তন্দরিঃ ।	৪৯—১
কহসি	কহিতেছ	নমুঞাবদনী ধনি বচন কহসি হসি ।	১৬—১
কহায়সি	কহাও	আদি অনাদিক নাথ কহায়সি ।	২১৯—১১
কহ	কহে	কো কহ আওব মাধাই ।	১৭২—৫
কহৌ	কহিতাম	সব দুঃখ কহৌ তছু পাশে ।	১৬৫—১১
কাঁচ	কাঁচা	ফলহু না মিঠই হোয়ত কাঁচ ।	৮২—১০
কাঁচলা (কাঁচল)	কাঁচুলি	অতহু কাঁচলা উপাম ।	১৭—২
কাঁচুয়া	কাঁচুলি	কাঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া ।	২০৭—৩
কাঁচে (কাঁচে)	বন্ধন করে	কুচ কাঁচলকো বিফল কাঁচে ।	৮০—৮
কাঁট	কাঁটা	শেল রহসহি কাঁটে ।	১১৮—৪
কাঁতি	কাস্তি	কলেবর কমল-কাঁতি জিনি কামিনী ।	১৫৫—৩
কাপ	কাপে	হেরইতে দেহ মরু থরহরি কাপ ।	৬৭—১১
কাঁপই	কাঁপে	তুহঁ তহু কাঁপই মদনক বচনে ।	২১১—৯
কাঁপয়ে	কাঁপে	কাপয়ে ছরবল দেহ ।	৫১—৯
কাঁপল	কাঁপিল	থরহরি কাঁপল লহ লহ ভাষ ।	৭৪—৭
কাঁহা (কাঁহা)	কোথা	কাঁহা নাহি গুনিয়ে এমতি থাকার ।	৭৬—৫
কা সঞে	কাহার সহিত	তব তুঁহু কা সঞে সাধবি মান ।	১১০—২
কাক (১)	কাহার(ও)	কাস্ত কাক মুখে নাহি সংবাদই ।	১৬৮—৩
কাচ	বন্ধন	তুরিতে ঘুচাইহু নাবিক কাচ ।	১৩৬—১২
কাচ	কাচ	মাণিক তেজি কাচে অভিলাষ ।	১২৪—৫
কাজর	কজ্জল	কাজরে সাজল মদন ধনু ।	৩৮—৮
কাট	কাটে	শ্রেমক আয়ুধে কাট ।	২০—৮
কাটব	কাটিবে, দংশিবে	তুরা হার নাগিনী কাটব মোয় ।	১০১—৭
কাটারি	দা	পিতল কাটারি কামে নাহি আয়ল ।	১১৭—১০
কান	কানাই	তো বিনে উনমত কান ।	৫১—৪
কাহু	কানাই	সব জন কাহু কাহু করি খুরয়ে ।	৪৭—৮
কাম	কাজ	কহয়ে রজনী-বিলাস কাম ।	৭১—১২
কাহি	কেন	কি করহ এ সধি আঙল কাহি ।	১০৯—৪
কাহি	কাহাকে, কাহার	দোখ দেয়ব অব কাহি ।	১৫৬—১২

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি ।
কাহিনী	গল্প	অবধিক আশ ভেল সব কাহিনী ।	১৬৮—১০
কাহ	কাহারও	অনুভব—কাহ না পেথ ।	২১৪—১৩
কাহক	কাহাকেও	পিয়াক গরবে হাম কাহক না গগলা ।	১৭৬—১০
কাহে	কেন	কনক-কমল নাহি কাহে মনোলোভা ।	২৫—২
কাহে (১)	কোথাকার (৭) কেন	কাহে গহন ছই বাটে ।	১১৮—২
কাহে	কাহাকে	গোপত মদনশর কাহে না লাগ ।	২৫—৬
কিঅ	কি	কিঅ দঙ্গ হৃদয় পথণে ।	১২০—৬
কিয়ে (কিএ)	কি, কেমন	মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার ।	৩৮—৬
কির*	কিরণ, জ্যোতি	তা পর কির থির কর বাস ।	২০ নং ১০
কীর	কুপক্ষী	তা পর কীর থির কর বাস ।	৪৪—১০
কুলজা	কুলকামিনী	কুলজা রীতি ছোড়লু যছু লাগি ।	১৮০—৩
কুহকী	মুগ্ধকরী	কুহকী ভেলি বরনারী ।	১—৪
কুহরই	কুহরে	কুহ কুহ করি কোকিল কুহরই ।	১৮৭—১৫
কুপায়সি *	কুপা কর	আদি অনাদিক নাথ কুপায়সি ।	১৬৪ নং ১৮
কেতন	কুঞ্জ	নিভৃত কেতন হরল চেতন ।	২০৩—১২
কেল *	কেলি	না বুঝল কৈছন কেল ।	১৬০ নং ২
কেল	করিল	শ্রাম দরশ ধনী কেল ।	২৩—১১
কৈছন	কিরূপ	কৈছনে যায়ব যামুন তীর ।	১৬৪—৩
কৈছে (কৈসে)	কিরূপ	সখীরে পুছই কৈছে সুরত বিহার ।	৩২—১
কো	কেহ	কো কহে বালা কো কহে তরুণী ।	৩৯—৬
কোই	কেহ	হরি হরি পীরিতি করয়ে জনি কোই ।	১৭৯—১২
কোই	কাহাকেও	আন যুবতী কোই না করবি কোর ।	১৫১—১০
কোই	কোন	যব কোই বেরি আনলমুখ আনি ।	১২৯—৩
কোটি	আবদার, কুটিলতা	করে ধরইতে কত কর না কোটি ।	৬০—৪
কোটি	অসংখ্য, কোটি	কোটিকে শুটক পাই ।	১০৬—১১
কোপ (২)	আঘাত, ক্রোধ	কোপে ধাস থল ।	১১৮—১

(১) কাহে গহন—এ হরের কেহই স্পষ্ট অর্থ করিতে পারেন নাই ।

\* কির—কাব্যবিশারদে “কীর” আছে ।

\* কুপায়সি—কাব্যবিশারদে “কহারসি” আছে ।

(২) কোপে—কর হরের অর্থ অতি অস্পষ্ট ।

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি ।
কোমলিনী	কোমল	তহু অতি কোমলিনী ।	১৬—৬
কোয়	কাহাকেও	হাম যদি পরশ করি কোয় ।	১০১—৬
কোর	ক্রোড়	পুন হেরি সখি করি কোর ।	৪৮—১২
কোষিক †	কষ্টি ( পাথর )	কোষিক পাথরে তেজল কনকরেহা ।	১৮০ নং ১০
ক্ষেপহি	ক্ষেপণ করে	ক্ষেপহি নিশি নিশি জাগি ।	১২২—৯

( ক—২য়া বাচক—যথা “বিহিক ডারলি” ।

ক—৬ষ্ঠী বাচক—যথা “দশনক চিন” ।

কা—৬ষ্ঠী বাচক—যথা “গুণবতিকা কাজ” ।

কি—৬ষ্ঠী বাচক—যথা “চন্দ কি মাল” ।

কো—২য়া বাচক—যথা “কুচ কাঁচলকো” । )

(অনু)থণ	ক্ষণ	অব অনুথণ দেই আঁচরে হাত ।	৪১—৭
খলই	অলিত হয়	চলইতে খলই, লখই নাহি পারা ।	৯১- -১০
খসয়ে	খসে	তহু মন বিবস খসয়ে নীবিবন্ধ ।	৪৬—৫
খসল	খসিল	অধর খসল ধরাধর উলটল ।	১৪৬—৫
খসাওল †	খসাইল	যব নীবিবন্ধ খসাওল কান ।	২০৩ নং ৭
খাকার	কাণ্ড	কাহা নাহি গুনিয়ে এমতি থাকার ।	৭৬—৫
খায়ব †	খাইব	খির সর মাখন খায়ব ।	২০৮ নং ৩
খিণ (খিনি)	ক্ষীণ	কেশরী জিনিয়া মাঝারি খিনি ।	১৫—১
খুয়ল *	খুলিল (৫)	খুয়ল কবরী মোর টুটল হার ।	২৫১ নং ৫
খেরি *	খেলা	সহচরী সঙ্গে যাঁহা কয়ল ফুল-খেরি ।	১১৮ নং ৯
খেলত	খেলা করিতে, খেলে,	খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ ।	৩৭—৯
খেলন	খেলা	নব নব খেলন ।	২৭—১৪
খোয়ল(১) ত্যাগ করিলাম, হারাষ্টলাম,	খোয়ল	এ তহু ক আশা ।	১৭২—১৩
খোয়াইল	ক্ষয় করিলাম	দিবস লিখি নথর খোয়াইল ।	১৬৭—৩
খোরি	খুলিয়া	আজিঙ্গনে নীবিবন্ধ বিনি খোরি ।	৬৩—৭
খোলি	আবরণ ঘুচাইয়া	খোলি বয়ান যব চুষই মুখে ।	৬২—৭

† কোষিক পাথরে—কাব্যবিশারদে “কসি কসটিকে” আছে ।

\* খুয়ল—কাব্যবিশারদে “কুয়ল” আছে ।

\* (ফুল) খেরি—কাব্যবিশারদে “ফুলধারী” আছে ।

(১) খোয়ল—ত্যাগ করিলাম । অক্ষরবাবুর অর্থ ।

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙক্তি ।
গঙ্গ	গঙ্গা	যামুনে মিলল গঙ্গ-তরঙ্গ ।	১৪৯—১৫
গড়	প্রণাম	গড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া ।	২১৩—৩
গড়ল	গড়িল	কাছে কুলবতী করি গড়ল মোর দেহ ।	১৯৯—১৪০
গড়াযব	গড়াইবে	ভাঙ্গি গড়াযব বুঝি কত বেরি ।	৫০—১২
গণইতে	গণনা করিতে	গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি ।	২২০—১
গণবি *	গণ্য করিবি	চিতে নাহি গণবি আনে ।	৬৮ নং ১৭.
গণলা	গণনা করিলাম	পিয়াক গরবে হাম কাঙ্ক্ষ না গণলা ।	১৭৬—১
গণলু ( গণহু )	গণ্য করিলাম	মনে কিছু না গণলু ও রসে ভোল ।	১৮০—২
গণি	বোধ করি	দেহ লীনা গণি পছ নেহারই তোরা ।	২০১—১২
গরগর	ব্যাকুল	রাই রূপ হেরি গরগর অন্তর ।	১৬—১১
গরজনি	গর্জন	ঘেটিতা ঘেটিতা ঘিনি, মৃদঙ্গ গরজনি ।	১০০—১০
গরজন্তি	গর্জন করিতেছে	ঝঞ্ঝা ঘন ঘোর গরজন্তি সঙ্গতি ।	১৭১—৮
গরব	গর্ব	গরবে না কর হঠ লুবধ মুরারি ।	৭৭—৯
গরবী	গর্ব্বী	হরি বড় গরবী গোপীগায়ে বসই ।	১০৭—৩
গরাস	গ্রাস	ঠেই না করয়ে গরাস ।	২৭—১২
গরাসল	গ্রাস করিল	তরল তিমির শশীশূর গরাসল ।	১৪৬- ৩
গরাসি	গ্রাস করিয়া	রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা ।	৭০—৮
গরুঅ	গুরু	গিরি সম গরুঅ মান নাহি মুকসি ।	১২০—৯
গলতহি	গলিত হয়	নয়ানে গলতহি লোর ।	১৮৭—৮
গলয়ে	ঝরিতেছে	চামরে গলয়ে জহু মোতিম হারি ।	১৮—৮
গাঁঠি	গ্রন্থি	বাহিরে রতন আঁচরে দেই গাঁঠি ।	৭৫—৪
গাঁথইতে	গাঁথিতে	একলি আছিহু হাম গাঁথইতে হারি ।	১৪১—৫
গাঁথনী	গ্রন্থিত	জহু গাঁথনী পুহপমালা ।	১৪—৬
গাঁথল	গাঁথিল	অপক্লপ প্রেমপাশে তহু গাঁথল ।	১৯৬—১১
গা	গাত্র	আলসহি পুরল সকলহি গা ।	৬৯—৫
গাত	গাত্র	সকল গাত হুকুল, দৃঢ় অতি ।	৮৫—৫
গাওই	গাহে	কোকিল পঞ্চম গাওই রে ।	১৬৯—২
গাওয়ে	গাহে	কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে ।	২১—৭
গাব	গাহিবে	অতয়ে করব কেহ অপযশ গাব ।	১৩৭—৫

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি ।
গায়বি	গাহিবে	রজনী দিবস গুণ গায়বি মোর ।	১৫১—৯
গারি	গালি	কাদন মাখি হাসি দেই গারি ।	৩৯—১০
গাহক	গ্রাহক	বিদ্যাপতি পতি ও রস গাহক ।	১৪৯—১৪
গিধিনী	গৃধিনী	গিধিনী শ্রবণ বিশেষি ।	৮৬—১২
গিরিষি	গ্রীষ্ম	শীতের শুড়নী পিয়া গিরিষির বা ।	২১০—৩
গীম	গ্রীবা	গীম গজমতি হার ।	৬—২
গুঞ্জা	কুঁচ	গুঞ্জা রতন করই সমতুল ।	১৩২—৪
গুটিক	একটি	কোটিকে গুটিক পাই ।	১০৬—১১
গুণতহি	গণ্য করে, ভাবে	রাধা সঞ্চে যব গুণতহি মাধব ।	১৫৯—১২
গুণবি	গণনা করিবি	চিতে নাই গুণবি আনে ।	১৫৬—১৪
গুণি	গণ্য করিয়া	মনে গুণি পূরব স্নেহ ।	১৮৯—১৪
গুরুয়া	গুরু, পীন	গিরিবর-গুরুয়া পয়োধর ।	৬—১
গেও	গেল	কুচকুন্তু কহি গেও আপন কি আশ ।	২৫—৪
গেয়ান	জ্ঞান	পুন হেরইতে কাহে হরল গেয়ান ।	৪৫—২
গেলি (গেল)	গেল	গেলি কামিনী গজহগামিনী ।	১—১
গেহ	গৃহ	চলিছঁ সঙ্কেতগেহা ।	৮৬—২
গোই	গোপিত কারয়া	যাওবি বসনে অঙ্গ সব গোই ।	৫৫ টীকা
গোড়াইনু (গোড়ায়নু)	যাপন করিলাম	বহু ছুঁথে গোড়ায়নু মাধব সাথ ।	৬৬—৮
গোড়ায়ব	কাটাইব	ইহ নবযৌবন বিরহে গোড়ায়ব ।	১৭৩—৫
গোড়ায়বি	যাপন করিবি	জনম গোড়ায়বি রোই একান্ত ।	১০৩—৪
গোড়ায়ল	কাটাইল	পশুক মাঝে যো জনম গোড়ায়ল ।	১১৮—৫
গোড়ায়লি (গোঁয়ায়লি)	যাপন করিলি	জনম গোড়ায়লি রোই ।	১৯৭—১৪
গোড়ার	কাণ্ডজ্ঞানশূন্য	রতিরস না জানয়ে কান্ন সে গোড়ার ।	৬৭—২
গোপত	গুপ্ত	হাস গোপত ভেল উপজল লাজ ।	৪১—৬
গোপসি	গোপন করিতেছ	কত না যতনে কত না গোপসি ।	১৩—১
গোবী +	গোপী	গোবী সঞ্চে কুঞ্জহি রাস বেহারিব ।	২০৮ নং ১০
গোরী (গোরা)	গৌরবর্ণ	গোরী কলেবর নুনা ।	১৪—৯
গোরব	গুরুত্ব, স্থূলতা	কটিক গোরব পাওল নিতম্ব ।	৪১—৯
ঘগরী	ঘাগরা	ঘগরী খসল কুচ চীর হামার ।	১৪১—৬
ঘুচব	ঘুচিবে	কবে ঘুচব বিহি বাম ।	২৬৭—২

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি :
ঘুমু	ঘুমাইলাম	মুহু বীজইতে ঘুমু হাম ।	১৪৫—২
চকেবা	চক্রবাক	কুচবুগ চাক চকেবা ।	২১—৩
চকরী	ভ্রমরী	চকরীগণ করু রোলে ।	১৪৬—৮
চঞ্চল	চঞ্চলভাবে, শীঘ্র	উরহি অঞ্চল ঝাপই চঞ্চল ।	২—৫
চতুরাই	চাতুর্য	আজু বুঝব হাম তুয়া চতুরাই ।	১০৭—৬
চতুরিম	চাতুরীময়	তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী ।	১০৮—১০
চন্দ	চন্দ্র	যেছে শারদ চন্দ ।	২—৪
চান্দ	চন্দ্র	জম্ম রজনী তেল চান্দ উজোরি ।	২৪—৪
চন্দ্রিম	কান্তি	রামাহে অধিক চন্দ্রিম ভেল ।	১২—৫
চম্পতি	চম্পতি ( ? )	বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভাণ ।	১২৪—২
চরই	চরে	জম্ম কনয়া-গিরি চামর চরই ।	১৮১—১০
চল	চলে	হেমমুরতি জম্ম না চল পিছারে ।	৬২—৪
চলই	চলিতে	সহই না পারিয়ে চলই না পারি ।	২০০—১
চলইতে	চলিতে	চলইতে সহচরী কর অবলম্ব ।	৪১—১০
চলত	চলে, চলিল	জাগল শাশ চলত তব কান ।	১৪১—৩
চলহু	চলিলাম	হাম চলহু তুহু থির কর হিয়া ।	২০১—৪
চলব	চলিব	পালটি চলব হাম ঈষৎ হাসিয়া ।	২০৬—১৪
চলয়ে (১)	চল	কহয়ে চলয়ে ধনি ভানুক সেবি ।	১১২—৮
চলয়ে	চলে	চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে ।	৩৫—৫
চললি (চলল) *	চলিল	চমকি চললি ধনী চকিত নেহারি ।	২৪—১০
চলিয়ে	চলি	লহ লহ চরণে চলিয়ে গৃহমাক ।	৪৬—৩
চলু	চলে	ক্ষণে চলু মন্দ ।	৩৫—৫
চলু	চল	সাধস নাহি কর চলু পিয়া-পাশ ।	৮১—৪
চলু	চলিয়া	কঠিন শরীর মোর তেঁই চলু আওমু ।	২০৪—৩
চাঁচহু	চাঁচিলাম	আপন শূল হাম আপহি চাঁচহু ।	১৫৬—১১
চাঁচর	ক্ষুণ্ণিত	বেণী বনায়ল চাঁচর কেশে ।	১৩৫—৫
চাই	দেখিয়া	পরিচয় করবি সময় ভাল চাই ।	১০৭—৫
চামর (চামরী)	চতুপদ জন্তু বিশেষ	জম্ম কনয়াগিরি চামর চরই ।	১৮১—১০

(১) চলয়ে—এটা ঠিক কি না সন্দেহ । অমুজ্ঞার আকার নহে ।

\* চললি—অক্ষর ঝাবুর সংস্করণে “চললু” আছে । বোধ হয় ঠিক নহে । ঝাবুর পর “লু” উত্তমপুরুষ-বাচক দেখা যায় ।

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা নংভুক্তি ।
চাহসি	চাও	তুহঁ যদি মাধব চাহসি লেহ ।	১৫১—৩
চাহি	অপেক্ষা	জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ ।	৪৯—৫
চাহি	চাহিয়া	চকোর চাহি রহ চন্দা ।	৪৮—২
চিকুর	কেশপাশ	চিকুরে গলয়ে জলধারা ।	২০—৮
চিত	চিত্ত	চরণ চঞ্চল চিত চঞ্চল ভাণ ।	৩৭—৫
চিতপুতলী	চিত্রপুতলী	চিতপুতলী ভ্রম্ব এক দিষ্টে চাই ।	১১১—২
চিন্ +	চিহ্ন	অধরহি লাগল দশনক চিন্ ।	৫২ নং ৬
চিহ্নই	চিনিতে	তরুণিম শৈশব চিহ্নই ন জান ।	৩৬—৪
চিহ্নই	চিনে, চিনিতেপারে	হেরি না চিহ্নই নাগর রাজ ।	৯৪—১২
চিহ্নি	চিনিলাম	ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নি ।	১০৬—২
চিরথাই *	চিরস্থায়ী	এ বড় মনের দ্ব্য রহ চিরথাই ।	১২৬—১৬
চীর	বস্ত্র	মজল চীর পরোধর সীমা ।	১৯—৫
চুনি	সঞ্চয় করিয়া	সব জন এক এক চুনি সঞ্চয় ।	২৩—১০
চুষই	চুষন করে	খোলি বয়ান যব চুষই মুখে ।	৬২—৭
চুষয়ে	চুষন করে	প্রিয়মুখে স্নানরী চুষয়ে ওজ ।	২১৬—১
চুর	চূর্ণ	শঙ্খ কর চুর ।	১৮৬—১১
চোরায়ল +	চুরি করিল	বল করি চিত চোরায়ল মোরি ।	২১ নং ৬
চোরি	চুরি করিয়া	কতি সঞে রূপ ধনী আনলি চোরি ।	১৮—৬
চোরি	চুরি	মন করলি চোরি ।	৫৪—১৪
চোরি	লুকাইয়া, গুপ্তভাবে	তহি রতি টীট পিঠ রহ চোরি ।	১৪০—৪
চৌঙকি	চমকি, নীঘ্র	চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে, ।	৩৫—৫
চৌদশী	চতুর্দশী	তনু ক্ষীণ চৌদশী চাঁদ সমান ।	১৭৫—৯
চৌদিশ (চৌদিক) চতুর্দিক		চৌদিশ হেরি হেরি ।	১৭৫—৬
চৌপাশা	চতুর্পার্শ্ব	বেঢ়ল সকল সখী চৌপাশা ।	১৯১—৩
চৌরী	গুপ্ত	চৌরী পীরিত হোয় লাখগুণ রঙ্গ ।	৫০—২
ছটাছট	কাত্তিবিশিষ্ট	ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস ।	৩৫—৩
ছন্দ	ছাঁদ, প্রকার	পরিহণ বদন আনহি করি ছন্দ ।	৯৪—৪
ছন্দ +	অভিপ্রায়	সুন্দরি ইথে নাহি কর আন ছন্দ ।	১২৯ নং ৫
(স্ব)ছন্দ	দীপ্তিবিশিষ্ট	ততহি বয়ান সুছন্দ ।	২—২
ছাতি(য়া)	বক্ষ	ফাটি যাওত ছাতিয়া ।	১৭১—১৫

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি ।
ছাড়য়ে	ছাড়ে	চমকি চমকি ধনী ছাড়য়ে নিশ্বাস ।	৬৪—৪
ছাড়লি	ছাড়িল	তোহার মুরলী সে দিক ছাড়লি ।	২০১—১৬
ছাড়ি	ছাড়ে	সুপুরুষ প্রেম কবছ নাহি ছাড়ি ।	৪৯—৭
ছাপল	আচ্ছাদিত করিল	প্রলয়-প্রয়োধি জলে জন্ম ছাপল ।	১৪৬—৯
ছাপাই	লুকাইয়া	অম্বরে বদন ছাপাই ।	১৮৩—৮
ছাপিত	লুকাইয়া	কোতুকে ছাপিত তঁহি রহ কান ।	১৬৪—৮
ছিন্ (ছীন)	ছিন্ন	ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলী ছিন্ ।	১৫৪—১০
ছিয়ে	ছি	ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রতসময় ভাষ ।	১২৪—৮
ছিরিফল	শ্রীফল, বেল	কুচ-ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি ।	১৬—৭
ছোই	ছুঁইতে	সখীগণ সাহসে ছোই না পারই ।	১৯৮—৩
ছোট	ছোট	রয়নী ছোট অতি ভীকু রমণী ।	৯১—১
ছোট	অপূর্ণযৌবনা	একে ধনী পটমিনী সহজহি ছোট ।	৬০—৩
ছোড়ই	ছাড়ে	সুপুরুষ না ছোড়ই রসবতী নারী ।	১৯৫—৪
ছোড়হু (ছোড়লু) ছাড়িগাম		কুলজা-রাতি ছোড়লু যছলগি ।	১৮০—৩
ছোড়ব	ছাড়িবে	চন্দন তরু যব ছোড়ব সৌরভ ।	১৭৪—৪
ছোড়বি	ছাড়িবে	অবহি ছোড়বি মোর তেজবি লেহা ।	২০—১
ছোড়ল	ছাড়িল	ছোড়ল আভরণ মুরলী বিলাস ।	১০২—৫
ছোড়ি	ছাড়িতে	শৈশব মো তছু ছোড়ি নাহি পারি ।	৪১—২
ছোড়ি	ছাড়িয়া	ঘরে ঘরে পহরী ছোড়ি গেল যোর ।	৯৩—১
জগ	জগৎ	সুপুরুষ ঐছন নাহি জগ মাঝ ।	৫০—৩
জগাবি	জাগাইবি	কুটিল নয়নে ধনী মদন জগাবি ।	৫৫—৮
জনম	জন্ম	তিন আধ দুখ জনম ভরি স্থখ ।	৬৪—৯
জনমিয়ে	জন্মগ্রহণ করি	কিয়ে মানুষ পশু পাখী যে জনমিয়ে ।	২২০—৫
জনি	পাছে, যদি,	নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ ।	৪৫—১০
জনি	যেন না	এ সখি এ সখি লই জনি যাহ ।	৭৩—৯
জনি	যেন	হেম-মুরতি জনি না চল পিছারে ।	৬২—৪
জমু	যেন	ভ্রমর ভুলগ জমু বিমল কমলপর ।	১৬—৯
জপে *	জপ করে ( ? )	নায়ক গোপনে জপে নিরঞ্জন ।	৬০ নং ১৩

\* নায়ক গোপনে—কাব্যবিশারদের সংস্করণে এই পঙ্ক্তি “না জপ গোপনে নিজ পরিঞ্জন ।”

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি ।
জরজারি *	জর্জরিত	অল্পখণ ঘোর বিরহ জরজারি ।	১৪৩ নং ১০
জাগ (যাগ) (১) যজ্ঞ		জাগ শত জাগই সো পাণ্ডয়ে ।	৭—১
জাগ	জাগায়	পাঁচ শরে মদন মনোরথ জাগ ।	৫৬—১০
জাগই (১)	জাগাইয়া	জাগ শত জাগই ।	৭—১
জাগল	জাগিল	জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান ।	৩৭—৬
জাগায়ল	জাগাইল	মোহে জাগায়ল তাঁহি নিদ গেল ।	১৩৩—২
জাগি ( জাগ )	জাগে	মুনীহক মানস মনমথ জাগি ।	২১—২
জান	জানে	কাহার রমণী কে উহ জান ।	২৪—৭
জান	জানি	বচনচাতুরী হাম কিছু নাহি জান ।	৫৭—৩
(সু)জান	বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ	সো বর নাগর রসিক সুজান ।	৫৭—২
জানন	পরিজ্ঞাত	পহিলহি জানন ন ভেলা ।	১৫৬—৬
জানব	জানিবে	তব জানব বিরহক বাধা ।	১৬৩—১০
জানয়ে	জানে	রতি-রস না জানয়ে কানু সে গোড়ার ।	৬৭—২
জানল	জানিল	জানল মদন ভাণ্ডারক চোর ।	৭৫—২
জানলু	জানিলাস	জানলু জীবন অন্ত ।	১৬৬—১৩
জানসি	জান	জানসি তব কাছে করসি পুছারি ।	৬৮—৩
জানায়বি	জানাইবি	সঙ্কেতে জানায়বি হামারি পরণাম ।	১০৮—২
জানিতু	জানিতাম	হাম যদি জানিতু কানুকরীত ।	১১১—৭
জানিয়ে	জানি	ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান ।	৫৭—৪
জাব ( বাব )	যায়, যাইবে	চলইতে চাহি চরণ নাহি জাব ।	১১—১০
জারব	জীর্ণ হয়, জর্জরিত করে	হিমকরকিরণে নলিনী যদি জারব ।	১৭৩—১
জারল	জর্জরিত করিল	জারল বিরহ-বিথ-আলা ।	১৭৭—৪
জারি	জারে, জর্জরিত করে	অল্পক্ষণ ঘোর বিরহ জর জারি ।	১২১—১০
জিতল	জয় করিল	তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবন ।	১০—৭
জিনি	জয় করিয়া, হারাইয়া	তিমির চামর জিনি কুস্তক ।	৮৬—৫
জিনিয়া	হারাইয়া	কমল-জিনিয়া মুখ ।	৮৬—১৩
জিয়ব ( জীব )	বাচিব	হাম জিয়ব কথি লাম্বি ।	১২৭—১
জিয়াবে	বাচিবে	কানু জিয়াবে কি করি ।	৫৪—১৬
জীউ	জীবন	রভসে আপন জীউ পর হাতে দেলা ।	৪৩—৮

\* জরজারি—কাব্যবিশারদের সংস্করণে “জর জারি” আছে ।

(১) জাগ শত জাগই—“হুশশত বাপই” পাঠান্তর ।

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি ।
জীব	জীবন	ভগবি বিদ্যাপতি পান্থব জীবৈ ।	২৬—৯
জীবই	বাঁচে	বেরি এক মাধব তুয়া রাই জীবই ।	১৮১—৭
জীবইতে	জীবিত রহিতে	জীবইতে ভেল সন্দেহ ।	১৫২—৭
জীবয়ে	জীবিত রহে	এতহঁ বিপদে কাহে জীবয়ে দেহ ।	২০০—৩
জীয়ে	জীবিত রহে	তুয়া অমুরাগে না জীয়ে বরনারী ।	৭৭—১০
জুড়ণ	ভৃগু হওয়া	তবু হিয়া জুড়ণ না গেলি ।	২১৪—১১
জুড়ায়ব	জুড়াইবে	পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব ।	৩—৩
জুয়ায়	উচিত হয়	অমুগত জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায় ।	২১৫—৮
জ্যোঠ	জ্যোষ্ঠ	লখই না পারিয়ে জ্যোঠ কনেঠ ।	৩৬—২
জোর ( যোর )	যোড়া, যুগ্ম	অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল জোর ।	৩৪—২
জোরহি	যুড়িয়া	করে করে জোরহি মোর ।	৪৮—১০
জোরি	যুড়িয়া	জোরি ভুজয়ুগ মোরি বেঢ়ল ।	২—১
জোর (জোহে) (১)	সোৎসুক্যে দেখে	করযোড় ঠাডি বদন পুন জোয় ।	১১৫—৬
ঝটিতি	শীঘ্র	ঝটিতি মিলব তুয়া পাশ ।	১৭৩—১০
(সু)ঝম্প	(সু)দোলনবিশিষ্ট	আম্রপল্লব তাহে কিঞ্চিনী সুঝম্প ।	২০৬—৮
ঝরু	ঝরে	সাঙণ ঘন সম ঝরু হনস্ফ ।	৪৩—৫
ঝলকত	প্রকাশ পায়	যাহা যাহা ঝলকত অঙ্গ ।	২৯—৫
ঝলকে	ঝলকিত হয়	আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি ।	১৫০—১৭
ঝাঁঝর	জর্জরিত	পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা ।	১৭৬—৮
ঝাঁপ	আচ্ছাদিত করি	যতনহি বসনে ঝাঁপ সব অঙ্গ ।	২১ নং ৮
ঝাঁপ	ঝম্প, আক্রমণ	সোই লুবধমতি তাহে করু ঝাঁপ ।	৬৭—১২
ঝাঁপই	আচ্ছাদিত করিয়া	উরহি অঞ্চল ঝাঁপই চঞ্চল ।	২—৫
ঝাঁপন	আচ্ছাদিত, লুকান	ঝাঁপয় কুপ লখই না পারমু ।	১৫৬—১
ঝাঁপব	ঢাকিব	কুচ কিয়ে ঝাঁপব কিয়ে নীবিবন্ধ ।	১৪১—৮
ঝাঁপবি	ঢাকিবি	ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্দ ।	৫৫—৯
ঝাঁপয়ে	ঢাকে	কবছ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবছ উদায়ি ।	৩৭—২
ঝাঁপল	আচ্ছাদিত করিল	তা পর সাপিনী ঝাঁপল মোড় ।	২০ নং ১২

\* ঝাঁপ—কাব্যবিশারদের সংস্করণে “ঝাঁপি” আছে ।

(১) জোর—“পুন জোর” হলে অক্ষরবাবু সংস্করণে “নেহারণ” আছে, = দেখে ।

\* ঝাঁপল—কাব্যবিশারদের সংস্করণে এ হলে “বেঢ়ল” আছে ।

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি ।
ঝাঁপসি	ঢাকিতেছ	কি লাগি বদন ঝাঁপসি স্নানরি ।	১১৩—১
ঝাঁপাই	ঢাকিয়া	শুভি রহলু মুখে আঁচল ঝাঁপাই ।	১৩২—১৪
ঝাঁপায়সি	আবৃত করিতেছ	উরজ্ঞ অঙ্গুর চীরে ঝাঁপায়সি ।	১২—৮
ঝাঁপি	ঢাকিয়া	যাওবি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ ।	৫৫—৫
ঝাট(সে)	নিকুঞ্জ (হইতে)	ঝাটসে ভেটমু করত সিনান ।	৩৪—৪
ঝাড়ু	চামর	ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে ।	২০৬—৬
ঝামর *	মেঘ ( ? )	শ্যামর ঝামর কুটিলহি কেশ ।	১৮ নং ৫
ঝামর(ঝামরি, ঝামরু)	কৃষ্ণ, বিবর্ণ, দলিত	কহ সখি সাঙরি ঝামরি দেহা ।	৬৫—১
ঝুট	ঝুঁটি	ধমিল লোল ঝুট করি বন্ধ ।	৯৪—৭
ঝুট(ক)	মিথ্যা	দেখ সখি ঝুটক মান ।	১৩১—৯
ঝুর	অশ্রুপাত করে	শুনি ধনী মনোহদি ঝুর ।	১১৪—৭
ঝুরয়ে	অশ্রুপাত করে	সব জন কান্ন কান্ন করি ঝুরয়ে ।	৪৭—৮
টীট*	ঠেটা	টীট নাগর চোর ।	১১০ নং ৫
টুটইতে	ভাঙ্গিতে	টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভূত ।	৫৩—৭
টুটত	ভাঙে	দারুণ প্রেম তবহি নাহি টুটত ।	১৬০—১
টুটব	ভাঙ্গবে, ঘুচিবে	টুটব বিরহক ওর ।	৩—৪
টুটল	ভাঙ্গিল	টুটল গীমক মোতিম হার ।	৭৩—১
টুটি	ভাঙ্গিয়া	তঁহি পুন মোতি হার টুটি ফেলল ।	২৩—৮
টুটে	ভাঙ্গে	টুটইতে নাহি টুটে ।	৫৩—৭
টেরি (১)	ঠারে, কুপিতভাবে	তা সঞ্জে কহতহি টেরি ।	১২৫—৮
ঠাই ( ঠাঞি )	স্থান	খুইতে ঠাই না পায় ।	২১৩—৮
ঠাট	জাঁকজমক, অলুচর, শ্রেণী	এতদিনে সখী সব আছিল ঠাট ।	৮০—১১
ঠাড়ি	দাঁড়াইয়া	ঠাড়ি রহল রাই নাহি আশুসারে ।	৬২—৩
ঠাম	সংস্থান	রোয়ল ঘট উচল করি ঠাম ।	৪০—৮

\* ঝামর—কাব্যবিশারদের সংস্করণে এই পঙ্ক্তি—“ঝামর ঝামর কুটিলহি কেশ ।” “ঝামর ঝামর” অর্থে “ঘোর কৃষ্ণবর্ণ” । অক্ষর বাবু “শ্যামর ঝামর” ধরিয়া “শ্যামল মেঘ” করিয়াছেন ।

\* টীট—অক্ষর বাবু “টীট” স্থলে কোথাও “টীট” তুলিয়াছেন ।

(১) টেরি—অক্ষর বাবু “কুপিত ভাবে” ( হিন্দি ‘টেরি’ ) অর্থ করিয়াছেন ।

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি ।
ঠাম	স্থান	ভ্রমর বিকল কতিছ নাহি ঠাম ।	২৬—৫
ঠেকায়লু (১)	ঠেকাইল, ঠেকাইলাম(?)	মরু কর ধরি শিরে ঠেকায়লু ।	১৮৭—১১
ঠেলল	ঠেলিল, সঞ্চালিত	জহু ইন্দীবর পবনে ঠেলল ।	১৩—৫০
ঠেলবি	ঠেলিবি	যব পিয়ে পরশয়ে ঠেলবি পানী ।	৫২—৫
ঠেলি	ঠেলে	পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলি ।	৮১—২
ডগমগ	অস্থির, টলটল	জহু ডগমগ করে নলিনীক নীর ।	৭৪—২
ডঘর	সমূহ	মধুকর ডঘর অঘর ভেল ।	২৪—৬
ডর	ভয়	তুয়া ডরে.....দুরহি পলায়ল ।	৮—৬
ডরাসি	ভয় করিতেছ	তুহ পুন কাহে ডরাসি ।	৮—৭
ডাকউ	ডাকুক	দোই কোকিল অব লাখ ডাকউ ।	২০৯—৫
ডার	ফেল	যামুন সলিলে সব ডার দে ।	১৮৬—১৪
ডারলি	ফেলিলি, সমর্পণ করিলি	বিহিক ডারলি, ভেলি নিমালিক ।	২০১—১০
ডুবইতে	ডুবিতে	বিরহসিন্ধু মাহা ডুবইতে আছয়ে ।	১০৫—৪
ডুবল	ডুবিল	অমিয়া সরোবরে ডুবল কান ।	১২৪—১২
ডোল	কম্পিত	হরি ডরে হরিণী হরি-হিয়ে ডোল ।	৬১—২
ডোলে	কম্পিত হয়, দোলে	ধরনী ডগমগি ডোলে ।	১৪৬—৬
ডোলত +	দোলে	ডোলত মোতিম হারি ।	২০১ নং ৯
ঢরই*	দোলায়	জহু কনয়াগিরি চামর ঢরই ।	১৪০ নং ৬
ঢরকি	উচ্ছলিত হইয়া	ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন-লোর ।	১৫২—৩
ঢরি	উচ্ছলিত হইয়া	ঢরি ঢরি পড়ু লোরা ।	২০১—১৫
ঢাকল	ঢাকিল	অবগুণ ঢাকল একল পিক ।	১২২—৪
ঢারত	ঢালিতেছ	শঙ্কুপরি ঢারত সুরধুনী ধারা ।	৬—৪
ঢীট	ধুট, শঠ	হাসি মুখ নিরখয়ে ঢীট মাধাই ।	১৩৯—১৫

(১) ঠেকায়লু—ক্রিয়ায় উকারটা এখানে বোধ হয় বাজা যাই ।

\* ঢরই .. কাব্যবিশারদের সংস্করণে "ঢরই" আছে; = ঢরে ।

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি ।
ঊহি	সে	ঊহি পুন মোতি হার টুটি ফেলল ।	২৩—৮
ঊহি	তথায়	ফুকরই আড় ঝদন ঊহি ফেরি ।	২৩—৭
ঊহ	সে	যাওব হাম যতন ঊহ করবে ।	২০৬—১৬
তইও	তেমনি	তইও তোহর ধনী মুদল ।	১২০—১
তইও	তথাপি	তইও কাম হৃদয়ে অনুপামা ।	৪০—৭
ততহি	তাহাতে	আনত হেরি ততহি দেই কানে ।	৩৯—৮
তথি +	অপিচ (?)	ভগ্নে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি ।	২০০ নং ১১
তমু	তুমু	তমু শুক বসন তমু হিয় লাগি ।	৩৪—৫
তমু	অঙ্গ	তমু তমু ঝাঁপিতে ঝাপন না যাই ।	১৩৯—১৬
তব	তখন	মাগয়ে তব পরিসম্ভ ।	১২৪—১৩
তব	তবে, তাহা হইলে	জানসি তব কাহে করসি পুছারি ।	৬৮—৩
তবহঁ	তখনও, তথাপি	তবহঁ কামু উপশম নাহি হোই	৭০—৬
তবধরি	তদবধি	তবধরি দগধে অনঙ্গ ।	১৭—৭
তরইতে	উত্তীর্ণ হইতে	অব পাছু তরইতে চাই ।	১৫৬—৪
তরল	চঞ্চল	তরল নয়ন-শব অথির সন্ধান ।	৮৩—১
তরসি	সঙ্গে ; সত্রাসে (?)	পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলি ।	৮১—২
তরাস	ত্রাস	বিদ্যাপতি কহ মিছাই তরাস ।	৫৬—১৩
তরুণিম	তরুণ্য	তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান ।	৩৬—৪
তলপ	তল, শয্যা	তেজি তলপ পরিসম্ভণ বেরি ।	৭৫—৬
তমু (তছু)	তাহার	বিদগধ সেহ তৌহে তমু তুল ।	৫৮—৭
তহি	তখন, তথায়, সেই জন্ত	তরুণী পাই পরিহাস তহি করই ।	৩৯—৪
তহি	তাহাতে	তহি কমলমুখী করত সিনান ।	১৮১—৬
তাহা (তাহি)	তথায়	তাহা তাহা বিজুরী-তরঙ্গ ।	২৯—৬
তাক	তাহার	ঐছে নহ তাক বিলাস ।	৫৬—১৪
তাকর	তাহার	যো পুরুষ দেখত তাকর ভাগি ।	৩৪—৬
তাপর	তাহার উপর	তা পর মেরু সমানে ।	২৭—৪
তা বিনে	সে বিনা	তা বিনে রাতি দিবস নাহি ভাঙই ।	২০৪—৫
তা সঞে	তাহার সহিত	তা সঞে রভস কবহি নাহি হোয় ।	৫৬—৮
তাই	তাহাকে	তুহঁ পরবোধিবি তাই ।	২০৪—১০
তাড়ি	তাড়না করিয়া	জঘন পর তাড়ি ।	১০২—১
তাভল	উত্তম	তাভল সৈকতে বারিবিন্দু সম ।	২১৮—৫

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি ।
তাপায়লু (১)	তাপিত করিল	হিম হিমকর-তাপে তাপায়লু ।	১৬৮—১
তাপিনী	দুঃখিনী	হাম ধনী তাপিনী ।	১৬৬—১
তায়ব*	তথাপি	তায়ব কাম হৃদয়ে অমুমান ।	১৮২ নং ৭
তায়ি	তাহারই	পসারল তায়ি মধ্যত পাচবাণ ।	১৩১—১৩
তারণ	ত্রাণ	অব তারণ ভার তোহারা ।	২১৯—১২
তাকণ	যৌবন	বালা শৈশব তাকণ ভেট ।	৩৬—১
তাহ ( তাহি )	তাহা, তাহাকে	কাসঞে বিলসব কো কব তাহ ।	১৭০—৮
তাহ	তাহাতে	বিদ্যাপতি কহ চিত রহল তাহ ।	২০৪—১১
তাহে	তাহাতে, তদুপরি	সোই লুব্ধমতি তাহে করু ঝাঁপ ।	৬৭—১২
তাহে	তাহাকে	তাহে হৃদয় দরশি বোরি ।	৫৪—১৩
তিখনি (তীখনি) তীক্ষ		মূণী তেজই তীখনি ঝাস ।	৮৪—৪
তিতল (তিতিল) সিক্ত		অলকহি তিতল তহি অতি শোভা ।	১৯—১
তিয়াসি	তৃষ্ণা	না পুরে অলপ ধনে দারিদ তিয়াস ।	৮৩—৮
তিয়াসল	তৃষ্ণায়ুক্ত হইল	চাতক চাহি তিয়াসল অমুদ ।	৪৮—১
তিরপিত	তৃপ্ত	নয়ন না তিরপিত ভেল ।	২১৪—৫
তিরিবধ	স্ত্রীবধ	তিরিবধ পাতক লাগয়ে তেয়ে ।	৮২—২
তীত ( তিত )	তিক্ত	হাম না বুঝিয়ে রস তিত কি মিঠ ।	৮২—৪
তু +	তুমি	রামাহে তু বড় কঠিন দেহ ।	৮৯ নং ৫
তুহ	তোমার	সকল শরীর কুসুম তুহ সিরজল ।	১২০—৫
তুয়া	তোমার	তুয়া গুণে দেয়ব আনি ।	৩০—১০
তুরিতে	ত্বরিতে	তুরিতে ঘুচায়হু নীবিক কাচ ।	১৩৬—১২
তুরিষতিক	তোষ্যাত্মিক	স্বকাম নটনে তুরিষতিক হ ।	১৪৭—১১
তুল	তুল্য	তৌহে তম্ব তুল ।	৫৮—৭
তুসদি তুসদি	তুষের স্তায়, খসখসে(৭) তুসদি তুসদি পড়ু খসি খসি ।		২০২—৭
তুহ	তুমি	হৃদয় পুতলি তুহ সো শূন কলেবর ।	৪৯—৩
তুহঁ	তুমি	বিদ্যাপতি কহ তুহঁ অগোয়ানী ।	৩৩—১
তুণকি *	তুঁতের স্তায়, নীলবর্ণ	তুণকি করইতে চাহে কে দেহা ।	১২ নং ১১

(১) তাপায়লু—ক্রিয়ার উকার বোধ হয় এখানে মাত্রা মাত্র ।

\* তায়ব—কাব্যবিশারদের সংস্করণে এই পঙ্ক্তি “তাইও হৃদয়ে কাম অমুপাম ।”

† তু—কাব্যবিশারদের সংস্করণে “তো” আছে ;—তোমার ।

\* তুণকি—কাব্যবিশারদের সংস্করণে এ পঙ্ক্তি “ও মুকি করতহি দেহা ।” ইহার মতে অক্ষয় বাবুর পাঠ দাকণ তুল ।

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি ।
তুর	তুর্গা, তুরী	ঘরে ঘরে নগরে বাজাব জয়তুর ।	২০৫—২
তেঁই ( তেঞি )	তাই, সেইজন্ত	তেঁই নাহি কমল শুকায় ।	২৭—৮
তেঁহ ( তেঞি )	সে ( ? ) তাহাতে	তেঞি উদাসল কুচযোরা ।	২২—৭ (টীকা)
তেজই	ত্যাগ করে	আশা পাশ না তেজই অঙ্গ ।	১১—১১
তেজব	ত্যাগ করিব	হাম সাগরে তেজব পরাগ ।	১৬৫—৭
তেজব	ত্যাগ করিবে	পরিজন শুনি শুনি তেজব নিশাস ।	৭৬—৭
তেজবি	ত্যাগ করিবে	অবহি ছোড়ি মোয় তেজবি লেহা ।	২০—১
তেজয়ে	ত্যাগ করে	সুপুরুষ কবহঁ না তেজয়ে লেহ ।	২০০—১২
তেজল ( তেজিল )	ছাড়িল	রাহ গরাসি নিশি তেজল ঢকা ।	৭০—৮
তেজলি *	ত্যাগ করিলি	শুণ অপশুণ না বুঝি তেজলি ।	৮১ নং ৬
তেজলু ।	ত্যাগ করিলাম	তেজলু গুরুকুল সঙ্গ ।	১৪০ নং ৩
তেজাস	ত্যাগ করিতেছ	যে কুলে তেজসি ।	১০৬—১২
তেজহ	ত্যাগ কর	সুন্দরি তেজহ দারুণ মান ।	১০২—৯
তেজি	ত্যাগ করা	যাচিত তেজি না হোয় সমুচিত ।	১০৩—৬
তেজিঁ	ত্যাগ করে ( ? )	তেজি তলপ পরিরম্বণ বোর ।	৭৫—৬
তেজিয়া	ত্যাগ করিয়া	সব জন তেজিয়া আশুসরি ফুকরই ।	২৩—৬
তেয়াগিব	ত্যাগ করিব	বিরহ আনল মাহ তমু তেয়াগিব ।	১৬১—১২
তৈ	তাই, সেইজন্ত	তৈ ধনী রাখত পরাণে ।	১৭৭—১০
তৈ ( তহি )	তাই, তাহাতে	তৈ ভেল বেকত পয়োধর শোভা ।	২৫—১
তৈখন	তৎক্ষণাৎ	তৈখনে বিগলিত তমু মন লাজে ।	৪৫—৮
তৈখন	সেই সময়	তৈখনে ক্ষীণ ভেল শাস্য ।	১৮৯—৫
তৈছে ( তৈসে )	তেনন	যৈছে প্রেম চহঁ তৈছে বিহার ।	২১১—১২
তো	তোমা	তো বিনে উনমত কান ।	৫১—৪
তোই	তুমি	মাধব কত পরবোধব তোই ।	১২৭—১২
তোয়	তোমাকে	বিদ্যাপতি কহ কি বলব তোয় ।	৫৭—১১
তোঁহে	তুমি	বিদগধ সেহ তোঁহে তসু তুল ।	৫৮—৭
তোহে	তোমাকে	বিহি বিহি তোহে দেল ।	১২—৭
তোড়ই	ভাঙ্গে	তোড়ই কুসুম নেহারই ফেরি ।	১০৯—২
তোড়ত	ভাঙ্গ	তোড়ত গজমতি হার রে ।	১৮৬—১২
তোড়ল	ভাঙ্গিল, খুলিল	নীবিবন্ধ তোড়ল কখন কে জান ।	৭০—২

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি
তোরা	তোমার, তোর	পন্থ নেহারই তোরা ।	২০১—১৩
তোহর	তোমার, তোর	তইও তোহর ধনি মুনল মুখ ।	১২০—১
তোহারি ( তোহারি )	তোমার, তোর	অবতারণ ভার তোহারি ।	২১৯—১২
থল	স্থল	উরজ উদয় থল নাগিম দেল ।	৩৭—৪
( চির ) থাই	( চির ) স্থায়ী	এ বড় মনের ছুঃখ রহ চিরথাই ।	১২৬—১৬
থাড়ি	দাঁড়াইয়া	বহরী বেরি কাছে থাড়ি ।	১৪২—২
থাপয়ে	স্থাপন কবে	শুনিতে রসের কথা থাপয়ে চিত ।	৪০—৯
থির	স্থির	থির নয়ান অথির কছু ভেল ।	৩৭—৩
থুইতে	রাখিতে	পাইয়া রতন থুইতে ঠাক্রি না পায় ।	২১৩—৮
থেহ	স্থৈর্য্য	বিদ্যাপতি কহ বাকহ থেহ ।	২০০—১১
থোই	রাখিয়া	সখীগণ কন্দরে থোই কলেবর ।	১৯৭—৮
থোর ( থোরি )	অন্ন	হৃদয়জ মুকুলি হেরি থোর থোর ।	৩৫—৭
থোরে ( থোরি )	ধীরে, আন্তে	থোরে সহাবি ফুলধরু ।	৫৯—১৪
দংশল	দংশন করিল	মদনলতা জহু দংশল হাতী ।	৭১—৪
দঙ্গ	দিয়া, দ্বারা	কিঅ দঙ্গ হৃদয় গাঁথানে ।	১২০—৩
দউ ( দউ )	দ্বয়	নয়ননলিনী দউ অঞ্জে রঞ্জই ।	৫—৪
দখিণ	দক্ষিণ	দখিণ পবন বহে ।	১৯৬—১
দগধই	অলিলে	ছহুদিশ দাক-দহনে ষৈছে দগধই ।	১৬০—৩
দগধে	দক্ষ করে	তবু ধরি দগধে অনঙ্গ ।	১৭—৭
দড়	নিশ্চিত, দৃঢ়	বিদ্যাপতি কহ এ কথা দড় ।	১৫১—১
দরপণ	দর্পণ	মরকত দরপণ ছেরইতে হাম ।	১৪৫—১
দরশ	দর্শন	শ্যাম দরশ ধনী কেল ।	২৩—১১
দরশন	দর্শন	ছহুঁ দৌহা দরশনে রসহঁ পসারল ।	২৪—১
দরশলু *	দেখাইল	তেঞি দরশলু কুচযোরা ।	১৪ নং ৭
দরশাই	দর্শন করিয়াই ( ? )	এত সব আদর গোও দরশাই ।	৪৩—১১
দরশায়	দেখা যায়	থোর থোর দরশায় ।	১২—৯
দরশায়হু	দেখাইলাম	নয়নে বারি দরশায়হু রোই ।	৭০—৫
দরশায়বি	দেখাইবি	ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্দ ।	৫৫—৯

\* দরশলু—( দরশল ? ) কাব্যবিশারদের সংস্করণে এ স্থলে "উদাসল" আছে ।

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি ।
দরশি	দেখাইয়া	তাহে হৃদয় দরশি থোরি ।	৫৪—১৩
দরিয়া	নদী	বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না ।	২১০—৪
দশমীদশা	মৃত্যু	কেবল দশমীদশা বিধি সিরজিল ।	১৯২—১৪
দহই	দগ্ধ করে	দহই সব অঙ্গ মোর ।	৪—২
দহসি	দগ্ধ করিতেছ	কতিহঁ মদন তহু দহসি হামারি ।	১৫৭—১
দাহুরী	হৃদয়, ভেক	মত্ত দাহুরী ডাকে ডাহকী ।	১৭১—১৪
দারিদ	দরিদ্র	না পূরে অলপ ধনে দারিদ তিয়াস ।	৮৩—৮
দারুদহন	দাবানল	ভ্রতদিশ দারুদহনে যৈছে দগধই ।	১৬০—৩
দাহিতে	দগ্ধ করিলে	দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয়ে মূল ।	৫৩—৬
দিব ( দিবি ) †	দিব্য	আপন দিব তব যছ কছু জান ।	২০৩ নং ৮
দিয়	দিই	পরান নিছিয়া তারে দিয়ে ।	২১৫—২
দিশ	দিক্	অরুণ পূরব দিশ ।	১১৯—৯
দিহ	দ্রিও	আভরণ দিহ পিয়া ঠাম ।	১৬২—৩
দিহে	দেয়	অরুণ ছলহ করে দিহে জলদান ।	১৬২—১০
দীঘ	দীর্ঘ	নারীর দীঘ নিশ্বাস পড়ুক ।	১৬৫—৮
দীঘল	দীর্ঘ	বিগোলিত দীঘল কেশা ।	১৯৩—৯
দীঠ ( দীঠি )	দৃষ্টি	অবহি মদন বাঢ়ায়ল দীঠ ।	৩৩—৫
দীঠিয়া ( দিঠিয়া )	চাহিয়া	করে কর বারব কুটিল আধ দীঠিয়া ।	২০৭—৪
দীপতি	দীপ্তি	দেহ দীপতি গেল ।	১৯৭—১৩
দ্বথ	দ্বংথ	অন্তরে মদন দ্বিগুণ দেই দ্বথ ।	৬৪—২
দ্বখলি	দ্বংখিতা	রুখলি ভুখলি দ্বখলি দেখলি ।	২০২—৫
দ্বজে ( ১ )	দ্বিতীয়, দোসর	বিরহ দারুণ দ্বজে মদন সহায় ।	১৮৪—২
দ্বরি	দ্বর্বল	তুয়া গুণে সুলক্ষী অতি ভেল দ্বরি ।	১৭৫—২
দ্বরবল	দ্বর্বল	কাপয়ে দ্বরবল দেহ ।	৫১—৯
দ্বরজন	দ্বর্জন	কান্ন সে সৃজন, হাম দ্বরজন ।	১০৬—৮
দ্বরমতি	দ্বর্মতি	দূর কর দ্বরমতি কহলম তোয় ।	৮১—৫
দ্বলহ	দ্বলভ	অরুণ দ্বলহ করে দিহে জলদান ।	১৬২—১০
দ্বলহ	দ্বলে	দ্বলহ লোচন কোনা ।	১৫—২
দ্বহা ( দ্বহী )	দ্বহি, উভয়	দ্বহঁ দ্বহঁ দরশনে রসহঁ পসারল ।	১৭ নং ১৪
দ্বহ ( দ্বহঁ )	দ্বহি, উভয়	শৈশব যৌবন দ্বহঁ মিলি গেল ।	৩১—১

শব্দ ।	অর্থ ।	উদাহরণ ।	পৃষ্ঠা পঙ্খক্তি ।
দ্রুহে	উভয়ে	বড় অপকৃপ দ্রুহে অচেতন ভেলি ।	২১৫—১৩
দৌহা	দুইজনে, উভয়ে	বাহ পসারিঙ্গা দৌহে দৌহা ধরু ।	২১১—৭
দৌহে	দুইজনে, উভয়ে	" " " " " "	" "
দেই	দেয়	ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হোয় ভোর ।	৩৫—৮
দেই	দিয়া	হৃদয়ে শেল দেই গেল ।	১৭—৩
দেই	দ্বারা	পদ অঙ্কুলি দেই ক্ষতি পর লিখই ।	১৫৫—৭
দেখই	দেখে	শুনই দেখই তোয় ।	১০৩—১৫
দেখত	দেখে, দেখিতে পায়	যো পুরুষ দেখত তাকর ভাগি ।	৩৪—৬
দেখন	দর্শন	পুন যদি চাঁদমুখ দেখেনে না পাব ।	১৬১—১১
দেখব	দেখিবে	অবহি দেখব ধনী নাগরী তোয় ।	৯৩—২
দেখবি	দেখিবি	যব চিতে দেখবি বড় অমুরাগ ।	১০৮—৭
দেখলি	দেখিলে	দেখলি সঙ্গিনী সমেতা ।	২০২—৫
দেখলু	দেখিলাম	দেখলু নয়ান যরূপে ।	২৬—১৩
দেখায়লি	দেখাইলি	হসইতে কব তুঁহ দশন দেখায়লি ।	৪৮—৯
দেখায়্যা	দেখাইয়া	দেখায়্যা বদনচাঁদে ।	৫৪—৯
দেখিয়ে	দেখি	অধিক উদার দেখিয়ে পরিণাম ।	৪৭—৪
দেবি ( দেব )	দিব	সহকার পল্লব চুচুক দেবি ।	২০৫—৫
দেয়ব	দিব	আলিপন দেয়ব মোতিম হার ।	২০৫—৩
দেয়ব	দিবে	দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই ।	৫৬—১১
দেয়ল	দিল	তাঁহে বেড়ি দেয়ল চম্পকনাম ।	১২৮—৪
দেল ( দেলি )	দিল	কি কহব যামিনী যত হুথ দেলি ।	৬৯—১৪

ক্রমশঃ ।

## জ্যোতিষিক পরিভাষা ।

গত কার্তিক মাসের সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইন্দ্রবরুণসংবাদে ইন্দ্রের ইন্দ্র লোপের আশঙ্কা করিয়া বৃথা দ্রুপিত হইয়াছেন ।

পাশ্চাত্য দেশে নবাবিস্কৃত একটা গ্রহকে ইউরেনাস্ এবং আর একটাকে নেপচুন বলে । প্রাচীন গ্রীকগণের উরেনাস্ এবং আমাদের বৈদিক কালের বরুণ কার্য্যতঃ এক ছিলেন ; এবং উভয়ের উচ্চারণগত সাদৃশ্য আছে বলিয়া, মাধব বাবু ইউরেনাস্কে বরুণ বলিতে চান । \* কিন্তু “সাতটি তারাগ্রহের মধ্যে ছয়টির বাঙ্গালা নাম হইল, একটির আর বিলাতি নাম থাকিয়া যায় কেন ?” এজ্ঞ তিনি নেপচুনকে ইন্দ্র বলিতে চান । বৈদিক দেবগণের ক্রিয়াকলাপ আমি অবগত নই । তবে এই টুকু শুনিয়াছি যে, আমাদের ইন্দ্রের সমান রোমক বা গ্রীকগণের কোন দেবতা ছিলেন না । রোমকগণের Neptune গ্রীকগণের নিকট Poseidon । ইনি কার্য্যতঃ পৌরাণিক বরুণের তুল্য । এই জন্তই অপূর্ণ বাবু Neptune-এর বাঙ্গালা নাম বরুণ করিয়াছিলেন । যদি Neptune গ্রহের একটা বাঙ্গালা নাম রাখিতে হয়, তবে রোমকগণের Neptune-এর সমতুল্য কোন দেবতার নাম রাখা আবশ্যক । †

ইউরেনাস্ বা নেপচুন শব্দদ্বয়ের উৎপত্তিগত বিচার দ্বারা উহাদের সম্বন্ধে কোন নূতন জ্ঞান হয় না । সুতরাং নামান্তরকরণের আবশ্যকতা বুঝি না । যে পদার্থবাচক শব্দের ধাত্ব্য দ্বারা সেই পদার্থের গুণ বা ক্রিয়া অবগত হওয়া যায় না, তাহাকেই crude name বলিয়া বুঝি । যদি স্বর্গীয় ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের মতামুসারে crude name-এর বাঙ্গালা অনুবাদ অকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে Uranus এবং Neptune-এর উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঐ শব্দদ্বয় বাঙ্গালায় লিখিত ও পঠিত হওয়াই উচিত । Neptune যে একটা রুঢ় শব্দ, তাহা মাধব বাবু স্বীকার করেন । আমার বিবেচনায় Uranusও রুঢ় শব্দবৎ ব্যবহৃত হয় ।

আর যে কোন রুঢ় শব্দই হউক, অনুসন্ধান করিলে শাস্ত্রিকগণ তাহার একটা না একটা ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ ঘটাইতে পারেন । Bromine একটা রুঢ় শব্দ ; কিন্তু ঐ পদার্থের একটা বিকট গন্ধ আছে বলিয়া তাহার নাম Bromine রাখা হইয়াছে । Quinine

---

\* তিনি লিখিয়াছেন, “ত্রিংশতাব্দের ইতিহাসের এই অংশ ইউরোপীয় পুরাণবেত্তারা জ্ঞাত নহেন ।” এ কথায় একটু দোষ পড়িয়াছে । Muir's Sanskrit Texts, Vol. V, pages 75 and 76 দেখুন । বাহা হউক ; এ বিচারে আমাদের অয়োজন নাই ।

† পূর্বে প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, আমি এরূপ নাম-পরিবর্তনের পক্ষপাতী নহি । তবে নাম সম্বন্ধে দশ জনের মত মানিয়া চলি আবশ্যক । এ নিমিত্ত Neptune-এর পূর্ণ নাম বিচার করিতে বলি ।

একটা রুট শব্দ ; কিন্তু তাহাও বৃক্ষবিশেষের ত্বক্ বুঝাইতে প্রথমে ব্যবহৃত হইয়াছিল। যেমন শব্দই হউক, তাহার একটা না একটা অর্থ অবলম্বন করিয়াই তাহা প্রথমে রচিত হইয়া থাকে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিশেষণ বিস্তৃত হয়। যে ভাষায় যে শব্দ রচিত হয়, সেই ভাষায় সেই শব্দের কোন না কোন অর্থ থাকে। ভাষান্তরিত হইলে প্রায়ই তাহার অর্থ পাওয়া দুর্লভ হয়। যে নলে আমেরিকার আদিমনিবাসিগণ ধূমপান করিত, সেই নলের নাম Tabaco ছিল। স্পেনবাসিগণ সেই দ্রব্য বুঝাইতে ঐ শব্দ ব্যবহার করেন। কালক্রমে উহা tobacco, তামাক, তাম্রকূট রূপে পরিণত হইয়াছে। তাম্রকূট শব্দের ধাত্বার্থ প্রকাশ করিতে কেহ প্রয়াসী হইয়াছেন কি না, জানি না। mayalan papaya হইতে ইংরাজি papaw পেপ, তাহা হইতেই বাঙ্গালা পেপে হইয়াছে \*। বাঙ্গালা ভাষায় পেপে শব্দ দ্বারা ফলবিশেষ ব্যতীত অপর কিছু বুঝায় না। ফার্সী নুশাদর্ বা নিশাদর্ শব্দ (নোশ্=মিশ্রিত পদার্থ এবং আদব্=আগুন, অর্থাৎ রন্ধাদি পদার্থ অগ্নিতপ্ত করিয়া যুড়িতে যাহা লাগে) হইতে সংস্কৃত নরসার এবং বাঙ্গালা নিশেদল হইয়াছে; বাঙ্গালা নিশেদল বলিলে পদার্থ বিশেষ ব্যতীত আর কিছু বুঝি না।

যাহা হউক, এ সকল শব্দবিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। মাধব বাবু দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্বারা আমার মতই বরং সমর্থিত হয়। Uranus এবং Neptune শব্দদ্বয় যে crude name বৎ ব্যবহৃত হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। Uranus এবং বক্রণ শব্দদ্বয়ের উচ্চারণসাদৃশ্য আছে বলিয়া বক্রণ Uranusএর বাঙ্গালা নাম হইতে পারে। কিন্তু Neptune এবং ইন্দ্র সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না।

পূর্বকালে আর্য্যগণ বিদেশীয় শব্দ গ্রহণ করিবার সময়ে এত বিচার করিতেন না। মেঘের সংস্কৃত নাম ছিল, অথচ তাঁহারা গ্রীক 'krios' হইতে 'ক্রিয়;' কলা শব্দ থাকিতেও তাঁহারা 'lepta' হইতে 'লিপ্তা;' সূর্যের অনেক নাম থাকিতেও তাঁহারা 'helios' হইতে 'হেলি' শব্দাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলিতজ্যোতিষের কয়েকটি আর্বি শব্দ কিঞ্চিৎ

\* পেপে ফলের প্রতিশব্দ "অমৃতভাণ্ড" আছে বলিয়া শুনি নাই। তবে কোন কোন স্থানে যেমন, কুজ নদীর নাম "মল্যাকিনী" আছে ; Poinciana regiaকে যেমন কেহ কেহ "রাখিচাচড়া" বলেন, সেইরূপ, papawকে "অমৃতভাণ্ড" বলাও বিচিত্র নহে। তামাককে প্রচলিত উড়িয়াতে "ধূঁরাপত্র" বলে। ইহার আর একটা নাম "তুওপকা," তুও=মুণ, পকা=যাহা প্রক্ষিপ্ত হয় ; অর্থাৎ চূণের সঙ্গে মূণে প্রক্ষিপ্ত হয় বলিয়া তুওপকা। কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে উহা "নম্রপত্র" বলিতেও শুনিয়াছি। যাহা হউক, কেহই tobaccoর ব্যুৎপত্তি বিচার করেন নাই। বাঙ্গালা দোপাটী ফুলের সংস্কৃত নাম দ্বিপুট, অর্থাৎ যাহার দুইটি পুট বা আনরণ আছে। বাঙ্গালা দোপাটীর অর্থও তাই, অর্থাৎ যাহার দুই পাটি (লাল) দল আছে। কোন ফুলের দুইটা বোটা বা বৃন্ত আছে, তাহা দেখি নাই।

আর দুইটা শব্দের এই খানেই উল্লেখ করিতেছি। ফার্সী পত্রকাল: (:=আর্বি 'হে') শব্দের অর্থ a pane of glass। ফার্সী শিশা অর্থে কাচমাত্র বুঝায়। দেখিলাম কলম শব্দটি সংস্কৃত হইয়াছে। আর্বি 'কলম', গ্রীক kalamos, লাতিন calamus শব্দের অর্থও তাই।

স্পষ্টাক্ষরিত হইয়া সংস্কৃতে প্রবেশ করিয়াছে। মুশল্লহ, হদা, মুকারিলা, মুকারিণা প্রভৃতি অনেক শব্দ আৰ্হি হইতে গৃহীত \*। আবার সংস্কৃত ‘সিন্ধাস্ত’ শব্দ আৰ্হিতে ‘সিন্ধিদ্দ’, ‘দিবস’, ‘দিমস্’ ‘দীপ’ ‘দীব্’ ইত্যাদি হইয়াছে। এইরূপ, কত ইংরাজি শব্দ বাঙ্গালা হইয়াছে। বাস্তবিক, কোন জাতির ভাষায় শব্দকে নিয়মিত করা নিতান্ত কঠিন।; যত দিন কোন শব্দ জাতীয় প্রকৃতির অনুরূপ না হয়, তত দিন তাহার পরিবর্তন অবশ্যস্তাবী।

আলোচনার নিমিত্তই জ্যোতিষিক শব্দের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছিলাম। মাধব বাবু কয়েকটির ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। এজন্ত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম। Angle of the vertical পরিবর্তে কিরূপে ‘ফুটগর্ভ কোণ’ করিয়াছিলাম, বুঝিতে পারিতেছি না। সম্ভবতঃ geocentric latitude = ‘ফুটগর্ভ কোণ’ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, তৎপরিবর্তে “ফুট অক্ষাংশ, geographical lat অর্থে ‘অক্ষাংশ’ এবং angle of the vertical অর্থে ‘অক্ষাংশ শুদ্ধি’ করা উত্তম।

Conic sections পূর্বে লিখিয়াছি যে অধাকর দ্বিবেদীজি ellipse ‘দীর্ঘবৃত্ত’, directrix ‘অক্ষ’ এবং axis ‘ব্যাস’ করিয়াছেন। আমি আর একটা শব্দ বিচারের নিমিত্ত উপস্থিত করিতেছি। সিদ্ধান্তে গ্রহগণের ভ্রমণপথের নাম ‘প্রতিবৃত্ত’ আছে। কোন কোন প্রাচীন সিদ্ধান্তকার ঠিক elliptical না হইলেও প্রতিবৃত্তকে oval বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ কোন কোন গ্রহপথ ঠিক circular এবং কেহ কেহ ঠিক elliptical করিয়াছেন। তদনুসারে ellipseকে ‘প্রতিবৃত্ত’বলিলে চলে কি? কিন্তু ‘পরবলা’ ও ‘অতিবলা’ শব্দ লইয়াই গোলযোগ। অপূর্ব বাবুর রচিত অবক্ষেত্র, সমক্ষেত্র ও অতিক্ষেত্র শব্দের ক্ষেত্র লইয়া আপত্তি। কিন্তু ক্ষেত্রের পরিবর্তে রেখা বা বক্ররেখা বসাইলে কেমন হয়? সমরেখা বা সমবক্ররেখা, অতিরেখা বা অতিবক্র রেখা বা ভাভ্রম রেখা প্রভৃতি যে কোন শব্দ রচিত হউক, লক্ষণ ব্যতীত অবশ্য শব্দার্থ প্রকাশিত হইবে না। Constellationকে নক্ষত্র বলিয়াছি। এতদ্বিষয় পরে দ্রষ্টব্য। নক্ষত্র শব্দের দুইটি অর্থ; দুইটি কেন, তিনটি অর্থ। (১) সামান্য তারা, (২) তারামালা, (৩) রাশিচক্রের ২৭ ভাগের এক ভাগ। যে পুস্তকের এতদ্বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাহা দেখি নাই, কিংবা সন্মতি দেখিবার সম্ভাবনা নাই। Signs of the Zodiac = রাশি থাকিলেই ভাল হয়।

Dip of the horizon. ইংরাজিতে rational ও sensible ভেদে দুই প্রকার horizon আছে। সংস্কৃতে হরিজ, ক্ষিতিজ, কুজ, চক্রবাল প্রভৃতি শব্দ আছে। চক্রবাল শব্দ দ্বারা প্রায় sensible horizon বুঝায়। এজন্ত ক্ষিতিজ ও চক্রবালে প্রভেদ করিয়া ঐ দুইটিকে

\* এতদ্বিষয় রামেন্দ্র বাবু পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছেন। পরে ‘নক্ষত্র ও তারা পরিভাষার’ এ বিষয়টি আবশ্যক হইবে বলিয়া এখানে ইহার উল্লেখ করা গেল। Auriga পরিবর্তে মাধব বাবুর রচিত ‘শাকটিক’; Bootes পরিবর্তে ‘গোপাল’ ইত্যাদি দেখুন।

ক্রমাধারে rational ও sensible horizon করা চলে। Dip অর্থে নামন । তদনুসারে dip of the horizon পরিবর্তে চক্রবাল নামন করিলে অর্থ সুস্পষ্ট হইতে পারে।

Dispersion—বিস্ফারণ। বিস্ফারণ অর্থে কম্পন এবং বিস্তারণ বা প্রকাশন আছে। এই শেযোক্ত অর্থে বিস্ফারণ ব্যবহৃত হইতে পারে \*

Epoch করণাম্ব। বোধ হয় এই শব্দই সিদ্ধান্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

Equinoctial and solstitial colures ক্রান্তিপাতপ্রোত ও অয়নান্তপ্রোত বৃত্তের 'প্রোত'টা তুলিয়া দিলে বড় একটা দোষ হয় না। ক্রান্তিপাত ও অপর পাতের প্রভেদ দেখা-ইতে বোধ হয়, পাতপ্রোতবৃত্ত না বলিয়া ক্রান্তিপাতবৃত্ত বলা ভাল।

Libration of the moon. স্বর্ঘ্যসিদ্ধান্তের “ত্রিশং কৃত্যো যুগে ভানাং চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে” হইতে পরিলম্বন, আলম্বন করিয়াছিলাম।

Longitude terrestrial in arc তুল শব্দের একটা অর্থ আকাশ আছে। বোধ হয় ইহা হইতে তুলাংশ হইয়া থাকিবে।

Meteors detonating. নির্ঘাত অর্থে thunderbolt বোধ হয়। কিন্তু লোকে যাহাকে thunderbolt বলিয়া থাকে, তাহা প্রায়ই meteorites বৃহৎ সংহিতায় আছে :—

“পবনঃ পবনান্ভিহতো গগনাদবনৌ যদা সমাপততি।

ভবতি তদা নির্ঘাতঃ \* \* \*

অশনি সম্বন্ধে আছে :—

“অশনিঃ শ্বেন মহতা \* \* \*

নিপততি বিদারয়ন্তী ধরাতলং চক্রসংস্থান।”

আজ কাল meteoritesকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। লৌহাদি ধাতুর আধিক্য ভেদে acrotites, siderites এবং siderotites এই তিন শ্রেণী হইয়াছে। Acrotites এ প্রস্তরের ভাগ অধিক ; এনিমিত্ত উহার বাঙ্গালা ব্যোমান্দ্র হইতে পারে। কিন্তু আর দুইটির কি নাম হইবে ? সকলের একটা সামান্য নাম থাকিলে ভাল হয়। meteorites অর্থে নির্ঘাত শব্দ ব্যবহার করিলে দোষ হইবে কি ?

Moon culminating stars অর্থে ঠিক চক্ষুগ্রস্ত তারা হয় না। চক্ষাসন্ন তারা বলিলেও অর্থ সুস্পষ্ট হয় না।

\* প্রতিফলিত বলিলে বরং diffusion of the light মনে আসে। কিছু কাল চলিলেই যদি শব্দের অপরিবর্তনীয়তা ঘটে, তাহা হইলে ellipse প্রভৃতি নামের জন্ত ভাবনা কেন ? অনেক দিন হইতে Uranns ও Neptune এর বাঙ্গালা হর্শেল ও নেপচুন চলিয়া আসিতেছে। মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের চারপাঠে ঐ দুই শব্দ অন্ততঃ ৩৯ বৎসর চলিয়া আসিতেছে। সন ১২৭০ সালে প্রকাশিত নবীনচন্দ্রের খগোল বিবরণেও যুরেনস্ বা হর্শেল এবং নেপচুন নাম দেখিলাম।

Nebula—বৃহৎসংহিতায় কেতুচার অধ্যায়ে আছে :—

ভারাপুঞ্জনিকাশা গণকানাম প্রজাপতেরষ্টৌ ।

ধে চ শতে চতুরধিকে চতুরঙ্গা ব্রহ্মসন্তানাঃ ॥

বোধ হয়, গণকেতু দ্বারা প্রাচীনেরা Nebula বুঝিতেন। সেইরূপ,

ত্রিশংত্র্যাধিকা রাহো স্তে তামসকীলকা ইতি খ্যাতাঃ ।

রবিশশিগা দৃশ্যন্তে... ॥

এগুলি বোধ করি sunspots ও moonspots হইবে। বাহা হউক, নীহারিকা শব্দের পরিবর্তে গণকেতু ব্যবহার করিতে অনুরোধ নাই। একান্ত পরিষদের নিকট মাধব বাবুর পরিদেবনার প্রয়োজন বুলিলাম না।

Occultation—অস্তগমন অর্থে অদৃশ্য হওন দেখিয়া অস্তগমন করিয়াছিলাম। গ্রসন শব্দ ভালই হইয়াছে।

Saturn's ring শালগ্রামের উপবীত ও saturn's ring দেখিতে অধিক প্রভেদ নাই। মন্তক না থাকিলে উষ্ণীয় থাকে কোথায়? তিলক মহাশয়ের মতানুসারে orionএর bel উপবীত বটে। কিন্তু orionএর উপবীত আছে বলিয়া অপরের থাকিতে দোষ কি? পরন্তু orionএর উপবীত দেখিতে কল্লনার আশ্রয় লইতে হয়।

Spectrum বর্ণপট্টিকা। পট্টিকা বা পটুক অর্থে a plate, tablet, bandage ইত্যাদি বুঝায়।

Stars binary, stars double.—Binary ও doubleএর অর্থ এক এবং উভয়েরই সংস্কৃত রূপ দ্বি। তবে দ্বিপদ, দ্ব্যণুক প্রভৃতি শব্দে যেমন বুঝায়, যুক্তপদ, যুক্তাণুক শব্দে তেমন বুঝায় না। Binary compound এবং double compoundএর যেমন প্রভেদ, binary stars এবং double starsএর তেমনই প্রভেদ।

Stars variable—তারাগণের রূপ বা বর্ণেরও পরিবর্তন হয়। সুতরাং variable stars—বহুরূপা তারা বলিলে বর্ণ-পরিবর্তন বুঝাইবার আশঙ্কা থাকে।

Tropics pl অর্থে the regions lying between the tropics। সুতরাং অন্ননান্ত-বৃত্ত কেমন করিয়া হয়?

তারা ও নক্ষত্রগণের নাম সম্বন্ধে পরে বলা যাইতেছে।

### নক্ষত্র ও তারার পরিভাষা ।

শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কতিপয় পারিভাষিক শব্দের তালিকা করিয়া কয়েকটা নক্ষত্রের (রাশির) ও তারার নাম রচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব নিম্নে লিখিত হইতেছে। সকলের বোধগম্য করিবার অভিপ্রায়ে বক্তব্য বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে বলিতে হইল।

নক্ষত্রকল্পনার

অতি পুরাকালে তারাবিজ্ঞান দেখিয়া প্রাচীনেরা আকাশ পরিভাগ

প্রাচীন ইতিহাস।

করিয়াছিলেন। তারাগণ প্রতিরাত্রে আকাশে দীপ্তি পাইয়া থাকে।

এতি রাত্রে চন্দ্রে তাহাদের মধ্য দিয়া গমন করিতে দেখা যায়। ২৭১২৮ দিনে চন্দ্র এইরূপে একবার স্বীয় পথের তারাগণের সহিত বাস করেন। প্রাচীনেরা এই সকল তারামালার নাম নক্ষত্র দিয়াছিলেন। এইরূপে ২৭১২৮টি নক্ষত্র কল্পিত হইল।

কালক্রমে তাঁহারা দেখিলেন যে, এক অমাবস্তা বা পূর্ণিমা হইতে অপর অমাবস্তা বা পূর্ণিমা ঘটিতে ৩০ বার সূর্য্যোদয় হয়। সুতরাং ৩০ দিনে মাস হইল। কিন্তু সূর্য্যোদয়ান্ত্র কালে নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, নক্ষত্রগণের মধ্য দিয়া সূর্য্যও গমন করেন। ১২ বার অমাবস্তা হইলে সূর্য্য একবার নক্ষত্রচক্র ঘুরিয়া আসেন। এইরূপে তাঁহারা ৩০ দিনে মাস এবং ১২ মাসে বা ৩৬০ দিনে বৎসর গণনা করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রের গতি দেখিয়া চন্দ্রপথ ২৭১২৮ নক্ষত্রে বিভক্ত হইয়াছিল। সূর্য্যও সেই পথে ১২ মাস ব্যাপিয়া ভ্রমণ করেন। এজন্ত সেই পথকে আবার ১২ ভাগে বিভক্ত করিবার প্রয়োজন হইল।

কিন্তু আকাশে তারাগণই স্থাননির্দেশক। এ নিমিত্ত যেমন কতকগুলি তারা লইয়া এক এক নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছিল, তেমনই একটা বা ততোহধিক নক্ষত্র লইয়া ১২টা রাশি কল্পিত হইল। যেমন কয়েকটা তারার পরস্পর বিজ্ঞান দেখিলে তাহাদিগকে ত্রিকোণাকার বা শকটাকার বলিয়া বোধ হয়, তেমনই কতকগুলি নক্ষত্রের পরস্পর বিজ্ঞান দেখিয়া মেষ বুঝাদির আকার কল্পিত হইয়াছিল। এই নাম ও আকার কল্পনা দ্বারা দুই প্রকার সুবিধা হইল। অদ্য আকাশের কোন্ স্থানে সূর্য্য বা চন্দ্র আছেন, তাহা নাম দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারিল এবং সেই অবস্থিতিস্থান আকাশের কোন্ অংশ তাহাও যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে নির্দিষ্ট হইতে পারিল।

এই রাশিবিভাগ মিশরবাসিগণ প্রথমে করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। সে বিচারে আমাদের প্রয়োজন নাই। কিন্তু কথিত আছে যে, মিশরবাসিগণের রাশিকল্পনা দেখিয়া খ্রীষ্টাব্দের ৪০০ বর্ষ পূর্বে গ্রীকগণ গ্রীক ভাষায় krios, tauros প্রভৃতি রাশিগণের নামকরণ করেন। ইহারা দেখিলেন যে, মেষবুঝাদি দ্বাদশ রাশি দ্বারা সমুদয় আকাশ নির্দেশ করা যায় না। এজন্ত তাঁহারা কতকগুলি তারা লইয়া auriga, cassiopeia প্রভৃতি নাম দিয়া কতকগুলি নূতন আকার বিশিষ্ট রাশি কল্পনা করিলেন। এইরূপে কালক্রমে ৩৬টি অতিরিক্ত আকার কল্পিত হইল এবং পূর্ব্বের ১২টি লইয়া এক্ষণে সমুদয় আকাশ ৪৮টি রাশিতে বিভক্ত হইল।

কিন্তু কোন্ কোন্ তারা লইয়া কোন্ কোন্ রাশি, চিত্র বা বর্ণনানা থাকিলে তাহা চিনিত্তে পারা যায় না। কেন না, যে কোন তারাপুঞ্জের যথেষ্ট আকার কল্পিত হইতে পারে।  
 হু: পু: ৪০০ অব্দে গ্রীক উদক্ষ (Eudoxos) প্রথমে না কি গোলকে রাশিগণের আকার

প্রদর্শন করেন। তদনন্তর খৃঃ পূঃ ১২৮ অব্দে হিপার্কস প্রথমে না কি তারামানচিত্র প্রস্তুত করেন। খৃঃ ১৩৭ অব্দে বিখ্যাত টলেমি সেই তারামানচিত্রের সংস্কার করেন। পাশ্চাত্য দেশে বহুকালাবধি টলেমির সিদ্ধান্তশাস্ত্র যেমন প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হইত, তেমনই তৎকৃত তারামানচিত্রও সমাদৃত হইত। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে তায়কো ব্রাহি নামক জ্যোতির্বিদ কয়েকটি নূতন রাশিকল্পনা করেন। এইরূপে প্রায় ৬০টি নূতন রাশি সৃষ্ট হইল। প্রত্যেক রাশির একটা আকার ও নাম প্রদত্ত হইল। পুরাতন ৪৮ এবং এই নূতন ৬০টি লইয়া মোট ১০৮টি রাশির বিচিত্র আকারে খগোলক এবং খগোলমানচিত্র চিত্রিত হইতে লাগিল।

পাশ্চাত্য দেশের পাশ্চাত্য দেশে জ্যোতির্বিদ্যার অভ্যাসের পূর্বে আরবীয়গণ ঐ তার-পরিভাষা। বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। তাঁহারা টলেমির আলমাজেস্ট সর্বিশেষ শিক্ষা করেন এবং ১২ রাশি ২৭ নক্ষত্র ও অনেক তারার নাম দেন। তাঁহাদের প্রদত্ত অনেক তারার নাম অদ্যাপি ইউরোপে প্রচলিত রহিয়াছে।

কিন্তু প্রত্যেক তারার এক একটি স্বতন্ত্র নাম দেওয়া সম্ভব নহে; অথচ দৃগ্জ্যোতিষের সম্যক আলোচনা করিতে হইলে তারাগণের নাম থাকা আবশ্যক। উজ্জল তারার সাহায্যে অমুক রাশির অমুক স্থানে অমুক তারা আছে, এরূপ বলিতে হইত। খৃঃ ১৬০৩ অব্দে বায়ের (Bayer) সাহেব বৈজ্ঞানিকপ্রণালীতে তারাগণের নাম দেন। তিনি যে রাশিতে যে তারা আছে, সেই রাশির সহিত গ্রীক বর্ণমালার এক এক অক্ষর যোজিত করিলেন। বর্ণমালা শেষ হইলে ১, ২, ৩ ইত্যাদি অক্ষর ক্রমে ব্যবহার করিলেন। বায়ের সাহেব তারাগণের প্রভা বিচার করিয়া গ্রীক বর্ণ যোজনা করিয়াছিলেন। যথা রোহিণী তারা বুধ (Taurus) রাশিতে অবস্থিত, এবং তাহাই সেই রাশির সকল তারা অপেক্ষা উজ্জল। সুতরাং তাহার নাম হইল *alp. Taurus*, সেই রাশির তদপেক্ষা অল্পোজ্জল তারার নাম *bet Taurus* ইত্যাদি। কিন্তু সকল স্থলে এইরূপ প্রভা বিচারিত হয় নাই। বিশেষতঃ ক্ষুদ্র তারার প্রভা বিচারে তারতম্য দৃষ্ট হয়। আবার উক্ত জ্যোতির্বিদ তারাগণের পরস্পর অবস্থান বিচার করিয়াও বর্ণযোজনা করিয়াছিলেন। যথা, সপ্তর্ষির সাতটি প্রধান তারার এই নাম দিয়াছিলেন; এবং তারা হইতে আরম্ভ করিয়া *ursa major Alp, bet, gam, del, ep, zet, et* হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন স্থলে অনেক তারার একই নাম দিয়াছিলেন। যথা, Auriga দশটি তারার নাম *Pai Auriga*। এইরূপ, তাঁহার তারাপরিভাষার কোন কোন স্থলে বিশৃঙ্খলা আছে। ইহা সংশোধন নিমিত্ত এক্ষণে *Auriga pai<sup>1</sup>, pai<sup>2</sup>, pai<sup>3</sup>* ইত্যাদি নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ভাল হউক, মন্দ হউক, বায়ের সাহেবের তার-পরিভাষা এক্ষণেও সর্বিশেষ প্রচলিত রহিয়াছে।

বায়ের সাহেবের পর ফ্লামস্টীড (Flamsteed) নামক ইংলণ্ডের রাজজ্যোতির্বিদ এক

এক রাশির তারাগণকে ১, ২, ৩, ইত্যাদি অঙ্ক দ্বারা চিহ্নিত করেন। আর্জিলাণ্ডার (Argelander) নামক অপর এক জ্যোতিষী এক বৃহৎ তারানির্ণট প্রস্তুত করেন। তাহাতে তিনি তারাগণের পূর্বপ্রদত্ত নাম পরিবর্তিত করেন। আবার বেলি (Bailey) নামক জনৈক জ্যোতিষী British Association catalogue প্রস্তুত করেন। তাহাতে তিনি অল্প সংখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ যিনিই তারানির্ণট প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনিই সুবিধা বোধে তারাগণের পূর্বনাম পরিবর্তন করিয়াছেন। এইরূপে একই তারার অনেকগুলি নাম হইয়া পড়িয়াছে। যথা, বৃষ রাশির রোহিণী নক্ষত্রের সর্বোচ্চল তারাতীর নাম Aldebaran (আবি), alpha Tauri (Bayer), ৪৭ (Flamsteed), ১৪২০ (British association catalogue) ইত্যাদি।

জীববিজ্ঞানে জীবগণের নামবৈচিত্র্য যেমন ঘটয়াছে, এবং তাহাতেও যে বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে, তারানামবৈচিত্র্যও প্রায় সেই ফল ফলিয়াছে। জীবনামদাতারা অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদের নাম সম্বন্ধে একমত নহেন। কেহ বা ভ্রমক্রমে, কেহ বা নিজস্ব জাতি, বংশ, বর্ণ প্রভৃতির লক্ষণানুসারে একই প্রাণী ও উদ্ভিদকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাহাকে বাঙ্গালায় সচরাচর খেঁকশিয়াল বলা যায়, এইরূপে তাহার অনেকগুলি নাম হইয়াছে। যথা—

Vulpes bengalensis,  
Canis bengalensis,  
Canis kokree,  
Canis vulpes indicus,  
Cynalopex bengalensis,  
Vulpes hodgsonii ইত্যাদি।

এ স্থলে জীবের নামের সঙ্গে সঙ্গে নামদাতার নাম যোজিত করিতে হয়, নতুবা তদ্বারা কোন প্রাণী বুঝাইতেছে তাহা জানা যায় না\*।

এইরূপ তারা নির্দেশ করিতে সংখ্যার পরে তারানির্ণটকর্তার নাম যোজনা করিতে হয়। যেমন জীবগণের বর্ণনা দেখিয়া তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায়, তেমনই তারানির্ণটে প্রদত্ত তারাগণের বিবৃৎবাংশ (R. A.) এবং ক্রান্ত্যাংশ (Dec.) সাহায্যে তারা চিনিতে হয়।

উপরে দেখা গেল যে, তারার নামকরণে সকলেই একই ক্রম অবলম্বন করেন নাই। ইহার উপর আবার রাশি সীমা সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। প্রাচীন রাশি Argockে কেহ

\* সাহিত্য-পরিষদ জীববিজ্ঞানের পরিভাষা প্রণয়ন করিবেন কি না, জানি না। বিবরণী দ্বারা এবং এ পর্যন্ত এ বিষয়ে কেহ হতক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু বিলাতি গাছ গাছড়ার বহুল প্রচলনের সময় ইহার একটা বাধাবোধ হইতেই মঙ্গল। নতুবা নামিদের হাতে অনেক গাছের নাম বিকৃত হইয়া বাইবে।

কেহ argo carina, argo Malus, argo Puppis, এবং argo Vela এই ভাগ চতুষ্টয়ে বিভক্ত করিয়াছেন। আবার আধুনিক কোন কোন ক্ষুদ্র রাশি প্রাচীন রাশির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। যথা, Antinomus নামক রাশিটি Aquila, Auser নামক রাশিটি Vulpecular অন্তর্গত হইয়াছে।

নক্ষত্র ও তারার আমাদের সংস্কৃত জ্যোতিষে কি প্রকারে আকাশ বিভক্ত হইয়াছে, এবং সংস্কৃত নাম। পূর্বতন আচার্য্যগণ কতগুলি তারার নাম দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা আলোচ্য।

পূর্বের উক্ত হইয়াছে যে, চন্দ্র-সূর্য্য-ভ্রমণপথ ১২টী রাশিতে এবং ২৭ বা ২৮ নক্ষত্রে বিভক্ত\*। কয়েকটী তারা লইয়া এক এক নক্ষত্র এবং এক বা ততোহধিক নক্ষত্র লইয়া এক এক রাশি হয়। প্রত্যেক নক্ষত্রের যে তারাটি সর্বোজ্জ্বল, তাহাকে যোগতারা (বা সামান্ততঃ তারা) বলা যায়। ২৮টী নক্ষত্র, সুতরাং এইরূপে ২৮টী তারার নাম পাওয়া যায়। যথা, অশ্বমুখ সদৃশ আকারে অবস্থিত তিনটী তারা লইয়া অশ্বিনী নক্ষত্র। উহাদের মধ্যে যে তারাটি সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, তাহার নাম অশ্বিনী তারা। এই ২৮টী তারা ব্যতীত জ্যোতিষে আর কয়েকটীরও নাম পাওয়া যায়।

এইরূপে—

অশ্বিনাদি	—২৮
সারস্বতী সপ্তর্ষি	—৮
ঋষ	—১
প্রজাপতি	—১
ব্রহ্মহনয়	—১
অগ্নি	—১
লুক্রক	—১
আপ ও অপাংবৎস	—২
অগস্ত্য	—১

৪৪

ইহা ছাড়া অস্ত্রাশ্র পুস্তকে ইষকা নক্ষত্র, উত্তানপাদ তারা, সুনীতি তারার নাম পাওয়া যায়।

ঋষের স্ত্রীর নাম শত্ৰু ছিল। ইহার তারাত্ব বিষয়ে সন্দেহ আছে। পুরাণের অনেক বিষয় জ্যোতিষমূলক। তন্মধ্যে অনেক ঋষির ও দেবতার নাম সিদ্ধান্তের তারার নাম। এজন্ত মনে হয়, অস্ত্রাশ্র ঋষিগণের নামানুসারে অপরাপর তারার নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। ষাঁহার বৃধগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহার। যে, আকাশের তারাগণ চিনিতে ন, বা

\* পত্রিকার অশ্বিনাদি ২৭টী নক্ষত্রের নাম ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন, পূর্বকালে অজিৎ নামক আর একটী নক্ষত্র ছিল। কালক্রমে উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

তাহাদের নাম দেন নাই, এক কথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। তবে পুরাণগুলি পাঠ করিলে “নন্দী মূনিবংশ” ইত্যাদি মনে হয়। এক নামের কত ঋষি কত মন্বন্তরে বিভিন্ন কার্য্য করিয়াছেন। যাহা হউক, নিয়ে কয়েকটা তারার উল্লেখ করা যাইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণে (১৭) ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অশ্বিনিস, মরীচি, দক্ষ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ব্রহ্মার এই নয় জন মানসপুত্রের নাম আছে। ইহাদের মধ্যে দক্ষ ও নারদ ব্যতীত অপর-গুলির নামে সপ্তর্ষি নক্ষত্রের সাতটি তারার নাম হইয়াছে। কিন্তু পুরাণরচনার সময়েই হউক কিংবা তাহার পরেই হউক, এক এক দেবতার নামে এক এক নক্ষত্রের নাম হইয়াছে। ইহাতে প্রস্তাবিত বিষয় নিরূপণ আরও দুর্ঘট হইয়াছে। যাহা হউক, পুরাণে দক্ষ ও প্রজাপতি এক হইয়াছেন। মম্বুর মতে দশ জন মানসপুত্র। উপরের নয় জন ব্যতীত নারদ এক মানসপুত্র ছিলেন। কোথাও ভৃগু প্রজাপতির পুত্র, আবার কোথাও তিনি এক জন রুদ্র। যাহা হউক, ভৃগু, দক্ষ, প্রজাপতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। দক্ষের অনেক কন্যা ছিল। তন্মধ্যে ২৭টা (নক্ষত্র) চন্দ্রের এবং ১৩টা কণ্ঠপের পত্নী। যাহাকে সিদ্ধান্তে ব্রহ্মা বা প্রজাপতি তারা • বলে, তাহার নিকটে ৯১০টা তারা দেখিতে পাওয়া যায়। আবার দক্ষের স্ত্রীর নাম দিতি ও অদिति, কন্যার নাম কৃত্তিকা। দেবমাতা অদिति ও পুনর্বসুর এক পর্যায়, এবং কৃত্তিকা ও অগ্নির এক পর্যায়। সূত্রানু ৯ বা ১০ জন প্রজাপতি যে কয়েকটি তারা এবং সম্ভবতঃ প্রজাপতি নক্ষত্র, তাহা অনুমান করা অমূলক নহে।

• পুনশ্চ বিষ্ণুপুরাণে (১৭) একাদশ রুদ্রের উল্লেখ আছে। বেদে যাহাই থাকুক, পুরাণে রুদ্র ও ব্রহ্মা বা প্রজাপতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। “ব্রহ্মার ললাট হইতে মধ্যাহ্নার্ক-সমপ্রভ অর্দ্ধনারীনরবপু অতিশরীরবান্ রুদ্র উৎপন্ন হইলেন। এই রুদ্র আপনাকে স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব রূপে দ্বিধা করিলেন এবং পুরুষত্বকে একাদশ ভাগে এবং স্ত্রীত্বকে স্বকীয় মিতামিতরূপ বহুধা বিভক্ত করিলেন। ব্রহ্মা স্বয়ং মনু হইলেন এবং সেই শতরূপা নারীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন।” এই বিবরণ পাঠ করিয়া, রুদ্রগণ ঈশাণ কোণের অধিপতি, ইহা স্মরণ করিলে স্বতঃই কতকগুলি তারা মনে পড়ে†। ব্রহ্মা নক্ষত্র হইতে পশ্চিম দক্ষিণ দিকে প্রথমতঃ Perseus এর ৪টা এবং তৎপরে Cassiopeia এর ৭টা উজ্জ্বল তারা বিস্তৃত আছে। ইহারা বিষংগতায় অবস্থিত। Algol দেখিয়া হয় ত শতরূপা নারীর কল্পনা। বস্তুতঃ কবিকল্পনা ছাড়িয়া দিলে উল্লিখিত বিবরণের সমুদয় মিলাইতে পারা যায়।

\* এটা *delta auriga* বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দ্বিতীয় প্রভা *beta auriga* থাকিতে চতুর্থ প্রভা *delta auriga* নাম হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সিদ্ধান্তের প্রজাপতি তারার ঋষ বা বিক্ষেপ দেন নাই। তিনি *beta auriga*কে প্রজাপতি মনে করেন। সপ্তর্ষির নাম সকলেই জানেন। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণে (২১২০) সপ্তর্ষিগণের অন্ত নাম দৃষ্ট হয়। অরুন্ধতী বশিষ্ঠের ভার্য্যা এবং তৎসঙ্গে সপ্তর্ষি নক্ষত্র মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু কৃত্তিকার একটি তারার নামও অরুন্ধতী আছে। অগ্নি ও কৃত্তিকার এক পর্যায় এবং কাক্তিকেয়ের অম্ববৃন্তা দেখিলে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু কালক্রমে কৃত্তিকা ও অগ্নি পৃথক হইয়াছে। পুরাণকারগণ যে তারা নক্ষত্র জানিভেন না, তাহাও নয়।

† মাধব বা কাহাকে রুদ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, বুঝিলাম না।

আর একটীর উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। বিষ্ণুপুরাণে (২।৮) এবং ভাগবত পুরাণে (৫।১৭) বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে সুরগন্ধার উৎপত্তির বর্ণন আছে। তথা হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গা দুই দিকে প্রবাহিত। বিষ্ণুর পরমপদে ধ্রুব নিরন্তর অবস্থিত হইয়া দিবারাত্রি গঙ্গাকে মন্তকে ধারণ করিতেছেন। সপ্তর্ষিগণ গঙ্গার তরঙ্গমালাবিচলিত জটীভার দ্বারা তাঁহাকে ধারণ করিতেছেন। দক্ষিণদিক্গত অলকানন্দার প্রবাহ শঙ্কু স্বীয় জটামধ্যে ধারণ করেন। পশ্চিমধ্যে জঙ্ঘুমুনি গঙ্গা পান করেন। সগরতনয়গণের অস্থিচূর্ণসমূহ প্লাবিত করিয়া গঙ্গা তাঁহাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করেন। ইত্যাদি। শ্রবণা ও বিষ্ণু একপর্যায়। তথা হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশগঙ্গার অবস্থান দেখিলে, কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে আকাশ-গঙ্গা প্রায় বিলুপ্ত বোধ হয়। সুতরাং ঐ স্থানকে গঙ্গার আরম্ভ মনে করিলে দোষ হইবে না। শ্রবণা হইতে উত্তরাভিমুখে প্রথমে গঙ্গার পশ্চিম পার্শ্বে অভিজিৎ নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। বিষ্ণুর এক নাম অভিজিৎও আছে। যাহা হউক, অভিজিৎের পূর্বদিকে আকাশ-গঙ্গায় কতকগুলি উজ্জ্বল তারা (Cygnus) দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে গঙ্গা যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সকল নক্ষত্র কে? “প্রচেতাগণ মলিলবাসী হইয়াছিলেন।” ইহার সহিত সপ্তর্ষিগণের জটাবিহারিণী গঙ্গার বর্ণনা মিলাইলে, মনে হয় যে, সেই সকল ঋষি ও প্রচেতাগণ এক। যাহা হউক, আরও উত্তরে গঙ্গার এক স্রোতঃ (Cepheus) ধ্রুবাভিমুখে দেখা যায়। ইহাই বোধ হয় ধ্রুবের গঙ্গাধারণ। তথা হইতে দক্ষিণাভিমুখে আসিলে প্রথমতঃ রুদ্রগণ ও প্রজাপতি, পরে আর্দ্রার নিকট উপস্থিত হওয়া যায়। আর্দ্রা ও শঙ্কু একপর্যায়। এই বোধ হয় শঙ্করের গঙ্গাধারণ। শঙ্করের জটা হইতে ত্রিধারা হইয়া গঙ্গাকে নিয়ে পতিত হইতে দেখা যায়। জঙ্ঘুমুনি হয় ত Centaurus. এই খানেই তিনি গঙ্গাকে উদরস্থ করেন\*। সগরতনয়গণের অস্থিচূর্ণ যে গঙ্গাপ্লাবিত অসংখ্য ক্ষুদ্র তারকা তাহা সহজেই বুঝা যায়।

পুরাণে (ভাগবত ৫।২৩) কতকগুলি তারাকে শিশুমারাকৃতি বিষ্ণুরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নক্ষত্ররূপী অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ ও ধর্ম্ম, পরম ভাগবত ধ্রুবকে বহুমানে যুগপৎ ধারণ করিতেছেন। শিশুমার অধঃশিরা ও কুণ্ডলীভূত দেহ। তাঁহার পৃচ্ছাগ্রে অগ্নি; শিরোদেশের অধোভাগে প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র ও ধর্ম্ম; পৃচ্ছমূলে ধাতা ও বিধাতা; কটিদেশে সপ্তর্ষি অবস্থিত আছেন, ইত্যাদি। এখানে অনন্ত আকাশই বিষ্ণুরূপ, এবং ধ্রুব প্রজাপতি (ব্রহ্মা), অগ্নি (কৃত্তিকা), ইন্দ্র (জ্যেষ্ঠা), ধর্ম্ম (ভরণী) প্রভৃতি আকাশের উজ্জ্বল তারাগণ।

\* উক্ত উপাখ্যানটী সংক্ষেপে বলিতে হইল। আলোচনা করিলে আমার অনুমান স্ফূট করিতে পারা যায়। অগস্ত্যও সাগর পান করেন, এতদ্বিবর বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিয়াছেন। সূর্য্যও একা হইলে উপাখ্যানরচনার প্রয়োজন থাকিত না। ইহার সহিত রাবারণের বালকাণ্ড ৫৩ সর্গ দেখুন।

তারাগণের নাম সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে উপরে পৌরাণিক আখ্যান কিঞ্চিৎ উদ্ঘাটন করিয়া গেল। কিন্তু তারাগণের অবস্থান না জানিয়া কেবল নাম দ্বারা তারা চিনিতে গেলে অল্পমানের আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু অল্পমান ব্যতীত এখানে উপায়াস্তরও নাই। যাহা হউক, সকলে একরূপ অল্পমান সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহিবেন না।

কিন্তু সিদ্ধান্তোক্ত নক্ষত্র ও তারাগণের অবস্থান বিচার করিলে দেখা যায় যে,

(১) কোন কোন নক্ষত্র রবিমার্গের নিকটে, কোন কোনটা দূরে অবস্থিত; যথা, রোহিণী পুষ্যা, চিত্রা প্রভৃতি রবিমার্গের নিকটে, আবার স্বাতী, ধনিষ্ঠা, শ্রবণা দূরে অবস্থিত।

(২) কোন কোন নক্ষত্র পরস্পরের নিকটবর্তী, আবার কোন কোন নক্ষত্র দূরবর্তী, এবং চিত্রা ও স্বাতী, আর্দ্রা ও পুনর্বসু পরস্পর দূরবর্তী।

(৩) এক একটা তারা লইয়া কোন কোন নক্ষত্র, আবার বহু তারা লইয়া কোন কোন নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছে। শত (বহু) সংখ্যক তারা লইয়া শতভিষা বা শত তারকা, ৩২টা তারা লইয়া রেবতী, ১১টা লইয়া মূলা, আবার ১টা তারা লইয়া আর্দ্রা স্বাতী প্রভৃতি আছে।

আবার নক্ষত্রের তারা-সংখ্যা এবং যোগতারা লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়।

(১) শ্রীপতিমতে ৪টা, জ্যোতির্বিদ্যভরণ মতে ৫টা, সাকল্যসংহিতা মতে ২টা তারাতে পুনর্বসু নক্ষত্র; শ্রীপতিমতে ৩টা, জ্যোতির্বিদ্যভরণ মতে ১টা তারাতে পুষ্যা নক্ষত্র। ইত্যাদি।

(২) নক্ষত্রের মধ্যে উজ্জল তারাটি সকল স্থলে যোগ-তারা নহে। রোহিণী নক্ষত্রের উজ্জল তারাটি রোহিণী তারা, মঘানক্ষত্রের উজ্জল তারাটি মঘা তারা। কিন্তু শতভিষা তারা *alpha aquarius* না হইয়া *gamma aquarius*, ধনিষ্ঠা তারা *beta Delphinus* না হইয়া *alpha Delphinus*, মূলা তারা, *lam scorpio* না হইয়া *upsil Scorpio* হইয়াছে।

(৩) কোন কোন নক্ষত্রের নিকটবর্তী উজ্জল তারা পরিত্যক্ত হইয়াছে। লাক্ষলাক্ষিত ৫টা তারা সম্বলিত মঘা নক্ষত্রের মধ্যে *upsi Leo* আছে, অথচ *epsi Leo* নাই, ধনিষ্ঠানক্ষত্রে ৪টা বা ৫টা তারা স্বীকৃত হইয়াছে, অথচ তাহাদের নিকটস্থ দুই একটি তদ্রূপ তারা পরিত্যক্ত হইয়াছে \*।

কোন কোন তারা লইয়া কোন নক্ষত্র গঠিত, তাহাও দুই এক স্থলে বুঝিতে পারা যায় না। শত তারকা ও রেবতীর ত কথাই নাই, কেন না বহুতারা লইয়া ঐ দুই নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু তোরণাকৃতি কোন্ ৪ বা ৫টা তারাতে বিশাখা, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কুলালচক্রবৎ বা খণ্ডচক্রবৎ অঙ্গুরীয়াকৃতি ৫টা তারাতে অশ্লেষা, অথচ অশ্লেষা যোগতারার (*alpha cancri*) নিকটে নিত্যন্ত অস্পষ্ট তারা ব্যতীত অপর তারা নাই +।

\* চন্দ্রশেখর *Beta Delphinus* (ক ধনিষ্ঠা তারা) বলেন। ইহা ধনিষ্ঠা তারা শুদ্ধ পশ্চিমস্থ তারাও বটে। বহুগণ ধনিষ্ঠায় দেখত। অষ্টবহু চিরপ্রসিদ্ধ। ধনিষ্ঠাতেও আটটা তারা দেখিতে পাওয়া যায়।

+ এজন্য কেহ কেহ *Hydras* মূলের তারাগুলিকে অশ্লেষা বলিয়া প্রদর্শন করেন। অশ্লেষা ও সর্প এক পদার্থ। ইহার সহিত *Hydras* কোন সম্বন্ধ আছে কি?

যখন নক্ষত্র নির্দেশপক্ষেই বিয়, তখন মেঘবৃষাদি রাশি নির্দেশের ত কথাই নাই । প্রাচীন তারা-মানচিত্র নাই এবং বিলাতি রাশিচিত্র যে, আমাদের পুরাতন রাশি নির্দেশ করে, তাহাও নহে । কোন সময়ে প্রথমে রাশি কল্পিত হইয়াছিল, তাহা জানিলেও রাশি নীমানির্দেশের চেষ্টা করা যাইত । কিন্তু সকলেই জানেন যে, অয়নচলনবশতঃ তারাগণের আজ যে প্রকার বিস্তার দেখা যায়, বহুপূর্বকালে সেরূপ ছিল না । প্রায় পাঁচসহস্র বৎসর পূর্বে *alpha Draconus* বা *Thuban* ধ্রুবতারা ছিল, এক্ষণে তাহা আকাশের ধ্রুব হইতে অনেক দূরে অবস্থিত । পূর্বকালে কোন কোন তারা যত উজ্জ্বল ও যে বর্ণবিশিষ্ট দৃষ্ট হইত, এক্ষণে তাহার অল্পথা হইয়াছে ।

আমার প্রস্তাব এই যে, খগোল শিক্ষা করিতে গেলেই নক্ষত্র ও তারার নামকরণ আবশ্যক হয় । উপরে দেখান গেল যে, আমাদের অত্যন্ত নক্ষত্র ও তারার নাম আছে । সুতরাং অত্যান্ত তারা লইয়া নক্ষত্র কল্পনা আবশ্যক । কিন্তু কথা এই যে, আমরা Bayer প্রভৃতির কল্পিত রাশি গ্রহণ করিব, না, কোন বৈজ্ঞানিক বিধি অবলম্বন করিয়া নূতন নক্ষত্রের কল্পনা করিব । প্রাচীন বা আধুনিক কল্পিত রাশির সাহায্যে তারার নামকরণ একবারে অবৈজ্ঞানিক নহে, কিন্তু তাহার একটু সংস্কার করিয়া লইলে আরও ভাল হয় এবং পুরাতন পদ্ধতির অনুরূপ হয় ।

মাধব বাবু Bayer এর কয়েকটি রাশির বাঙ্গালা নাম করিয়াছেন । পাশ্চাত্য কল্পিত রাশি গ্রহণ করিলে খগোলক এবং খগোলমানচিত্র, অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, নৌকা, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ দেব দানব, মানবের আকারে চিত্রিত করিতে হইবে । তাহা না করিলে এ সকল আকারের নামের সার্থকতা থাকে না । হুই এক স্থলে আকারকল্পনার যেমন সুবিধা আছে, তেমনই অনেক স্থলেই তাহা তারানিষ্চয়পক্ষে বিঘ্নকর হয় । এজন্ত আজি কালি বিলাতি তারামানচিত্রে আকার না দিয়া এক এক রাশির সীমা মাত্র প্রদর্শিত হইয়া থাকে । প্রাচীন নাম আছে ; সুতরাং এই সকল মানচিত্র বক্রাতিবক্র রেখার দ্বারা বিভূষিত করিতে হয় ।

যদি পাশ্চাত্য রাশিবিভাগই গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে রাশির নামকরণে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করাই কর্তব্য । কিন্তু মাধব বাবু কোন কোন পাশ্চাত্য নামের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, আবার কোন কোন স্থলে উচ্চারণ দেখিয়া অক্ষরান্তরিত করিয়াছেন । যথা—Aurigaকে শাকটিক, Bootesকে গোপাল করিয়াছেন, আবার Andromedaকে অস্ত-মর্দা, Cassiopeiaকে কাশ্মপেয়ী করিয়াছেন । আর্বি রিজলের অর্থ অবলম্বন করিয়া Rigelএর বাঙ্গালা অস্ত্রু করিয়াছেন, আবার Ursa minorকে শিশুমার করিয়াছেন । সমুদয় পাশ্চাত্য রাশির বাঙ্গালা নাম করিয়া দেখাইলে তাঁহার পরিভাষা কতদূর চলিতে পারে, তাহার বিচার করা যাইত । আলোচ্য শাস্ত্রে ব্যবহৃত অধিকাংশ প্রধান প্রধান সাক্ষেতিক শব্দের বাঙ্গালা নাম একত্র না করিলে কোনটার ভাল মন্দ বুঝা যায় না । রামেন্দ্র বাবু প্রায় আদ্যোপান্ত

রসায়নশাস্ত্রের সাক্ষেতিক নাম প্রস্তাব করিয়াছেন। সুতরাং মূল নিয়ম বিচার করা কিংবা আংশিক পরিবর্তন করা অপেক্ষাকৃত সহজ \*।

পাশ্চাত্য কল্পিত রাশাদিতে আকাশপরিভাগের সহিত আমাদের প্রাচীন নক্ষত্রাবস্থান মিলাইলে দেখা যায় যে, আমাদের প্রাচীন কোন কোন নক্ষত্র পাশ্চাত্য রাশির সমতুল্য। যথা, যে পাঁচটা তারা লইয়া হস্তা নক্ষত্র, তাহাদের চতুর্পার্শ্ববর্তী কিঞ্চিৎ স্থান লইলে পাশ্চাত্য Corvus হয়। যে তিনটা তারা লইয়া অভিজিৎ নক্ষত্র, তাহাদের চতুর্পার্শ্বে কিঞ্চিৎ স্থান লইলেই পাশ্চাত্য Lyra হয়। আমাদের ভরণী নক্ষত্র ও পাশ্চাত্য Musca borealis এবং ধনিষ্ঠা নক্ষত্র ও পাশ্চাত্য Delphinus প্রায় এক।

কিন্তু সকল স্থলেও এরূপ ষ্টিখটিলে কোন কথাই থাকিত না। মৃগশিরা ও আর্দ্রা দুইটা নক্ষত্র, কিন্তু উভয়েই পাশ্চাত্য Orion-এর অন্তর্গত। সেইরূপ কৃত্তিকা ও রোহিণী Taurus-এর, মঘা, পূর্বা ও উত্তর ফল্গুনী Leo-র, অশ্বরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা Scorpio-র অন্তর্গত। আবার পাশ্চাত্য Capricornus মধ্যে আমাদের একটা নক্ষত্রও নাই।

যদি সকল স্থলে আমাদের এক এক নক্ষত্রের তারাগুলি পাশ্চাত্য এক এক রাশিতে পড়িত, তাহা হইলেও বড় একটা অসুবিধা হইত না। যে দুইটা তারা লইয়া উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্র, তাহাদের একটি Andromeda এবং অপরটি Pegasus-এর অন্তর্গত। যে পাঁচটা তারা লইয়া পুনর্ভঙ্গ নক্ষত্র, তাহারা Gemien, Canis minor এবং Monoceros পার হইয়া Canis major পর্যন্ত বিস্তৃত। সকল স্থলে এরূপ ঘটে নাই বটে, কিন্তু যে কয়েকটির ঘটিয়াছে, তাহাদের কি করা যাইবে? সুতরাং দেখা গেল যে, পাশ্চাত্য রাশাদিতে আকাশ-পরিভাগ গ্রহণ করিলে আমাদের কোন কোন প্রাচীন নক্ষত্রের তারাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। পাশ্চাত্য পরিভাগের সামান্য পরিবর্তন করিলেই যখন আমাদের প্রাচীন নক্ষত্রবিভাগ পরিত্যাগ করিতে হয় না, তখন বোধ হয় এরূপ পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় হইবে।

তারাগণকে রাশিতে বিভক্ত না করিয়াও তাহাদের নামকরণ হইয়াছে। কেবল বিষুবাংশ অবলম্বন করিয়া Piazzi তারা নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং কেবল ক্রান্ত্যাংশ অবলম্বন করিয়া Argelander তিন লক্ষ চব্বিশ সহস্র তারা-সম্বলিত নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহাদের নির্ঘণ্টানুসারে রোহিণী তারা ব্যক্ত করিতে হইলে বলা যায়, P. IV. 125, এবং D. M. + 16°. 629. এইরূপে তারাপরিচয়ে বিঘ্ন না হইবার কারণ এই যে, তারা-নির্ঘণ্টে তারাগণের বিষুবাংশাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে।

কিন্তু জীবজাতির ছায় জাতীয় জ্ঞানেরও ক্রমবিকাশে বিশ্বাস করি। যাহা জ্ঞানোন্নত দেশে সহজ কথা, তাহা প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে দূর্বগাহ। যে নৈসর্গিক ক্রমে রাশিনক্ষত্র হইতে অবস্থানই তারাগণের নামান্তর হইয়াছে, সেই ক্রম আংশিক অবলম্বন না করিলে

\* রাসেন্দ্রনাথের পঞ্জীরাচন্য প্রস্তুত রাসায়নিক পরিভাষা সম্বন্ধে আমার দুই এক কথা বলিবার ছিল। কিন্তু সম্রাটত্ব এবং পরিদপত্রিকা জৈমিন্যিক বলিয়া এক্ষণে বলিতে পারিলাম না।

এ শাস্ত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত হইবে না। Leinean system of Classification দ্বারা জীববিজ্ঞান শিক্ষার যে কার্য্য হইয়াছে, কৃত্রিম রাশি নক্ষত্র পরিভাগেও সেই কার্য্য সাধিত হয়। কিন্তু Artificial ও Natural system of Classificationএর সামঞ্জস্য করিলে যে ফল হয়, কেবল Artificial system দ্বারা সে ফল লাভ ঘটে না। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি আকাশকে নক্ষত্রখণ্ডে বিভক্ত করিবার পক্ষপাতী হইয়াছি।

যিনি উত্তর আমেরিকা বা মধ্য আফ্রিকার মানচিত্রের সহিত ইংলণ্ডের বা অপর কোন দেশের প্রদেশসমূহের সীমারেখা দেখিয়াছেন, তিনিই আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের প্রদেশ-বিভাগ সুন্দর বলিবেন। ভূগোলে সমুদ্র, নদী, পর্বতাদি স্বাভাবিক সীমা নির্দেশক আছে বলিয়া সকল দেশবিভাগ সরল রেখা ক্রমে ঘটিতে পারে না। কিন্তু অনন্ত আকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তারাগণ সম্বন্ধে সে আপত্তি হইতে পারে না। তবে কোন কোন স্থলে তারাপুঞ্জ আছে এবং কোন কোন স্থলে পৃষ্ঠাকৃত তারাগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয়। আকাশে বৃত্তাদি টানিতে গেলে যেন সেগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। করদর্শন (spectroscope) যন্ত্র দ্বারা বর্ণলেখ (spectrum) দেখিলে যেমন Orionএর কতকগুলি তারার পরস্পর সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয়, তেমনই Ursa majorএর *bet*, *gam*, *del*, *epsi*, *zet*, তারার স্ব স্ব গতি দেখিলে তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ স্থচিত হয়। এ সকল বিচার করিয়া আকাশবিভাগ করা নিতান্ত দুরূহ সন্দেহ নাই। কিন্তু দুরূহ বলিয়া পরিত্যাগ করাও কর্তব্য নহে।

আমার প্রস্তাবের তাৎপর্য্য এই যে,

১। যেমন পূর্বকালে কতকগুলি তারা লইয়া এক এক নক্ষত্র কল্পিত হইয়াছিল, সেইরূপ কতকগুলি নূতন নক্ষত্র কল্পনা করা যাউক। নক্ষত্রের নামানুসারেই প্রধান তারার নাম হইবে। অষ্টাশ্রু তারার প্রভা বিচার করিয়া ক, খ, গ ইত্যাদি অক্ষর কিংবা ১, ২, ৩ ইত্যাদি অঙ্ক দ্বারা চিহ্নিত করা যাইবে। তারাপ্রভা দশমিকে ব্যক্ত হইবে এবং নক্ষত্রস্থ উজ্জল তারা গুলির স্মরণার্থ ত্রিকোণ, চতুর্দোণ ইত্যাদি আকারে ব্যক্ত হইতে পারিবে।

২। উজ্জল তারার নামে নক্ষত্রের নাম হইলেও, সেই তারার চতুষ্পার্শ্বে কতক স্থান সেই নক্ষত্রের অন্তর্গত হইবে। এই সকল স্থান নক্ষত্রখণ্ড নামে পরিচিত হইবে।

৩। বিষুবংশ এবং ক্রান্ত্যংশ কিংবা অপাংশ (Long.) এবং শরাংশ (Lat.) অবলম্বন করিয়া এই সকল নক্ষত্রখণ্ড প্রস্তুত হইবে। যে খণ্ডে যে নক্ষত্র থাকিবে, সেই নক্ষত্রের নামে সেই খণ্ডের নাম হইবে।

অয়নচলন বশতঃ তারাগণের বিষুবংশ ও ক্রান্ত্যংশে দ্রুত প্রভেদ ঘটয়া থাকে, এবং সকলের পক্ষে তাহা সমান নহে। কিন্তু তৎকারণ বশতঃ সকলেরই অপাংশপ্রভেদ সমান ঘটয়া থাকে। রবির পরমক্রান্ত্যংশের বা অপ-বলনের (obliquity of the ecliptic)

যৎসামান্য হ্রাসবৃদ্ধি ছাড়িয়া দিলে অপাংশ ও শরাংশ অবলম্বনে ঋণপরিভাগের পরিবর্তন অল্পকালে ঘটবে না। অতএব বোধ হয়, অপাংশ ও শরাংশ গ্রহণ করাই সুবিধাজনক হইবে।

বিষুবাংশ ও ক্রান্ত্যাংশ অবলম্বন করিলে নক্ষত্র ও তারা বেধ করিবার সবিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু তারা-মানচিত্র কিংবা তারা-নির্ঘণ্টে বিষুবাংশ ও ক্রান্ত্যাংশ প্রদত্ত হইলেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। আমাদের প্রচলিত পঞ্জিকায় গ্রহগণের অপাংশ প্রদত্ত হয়। এই পদ্ধতি যে অল্পকালে পরিবর্তিত হইবে, এমন বিবেচনা হয় না। তন্নিম্ন, প্রাচীন কালেও নক্ষত্র-বিভাগ অপবৃত্ত অবলম্বনে হইয়াছিল।

অতএব দেখিতে গেলে এইরূপে আকাশপরিভাগ একবারে নূতন নহে, কিংবা ইহাতে প্রাচীন বা আধুনিক পদ্ধতির অধিক পরিবর্তন আবশ্যিক হইবে না। কেবল পূর্বকালের বক্রাতিবক্র রেখা ব্যবহার না করিয়া নক্ষত্রের দীর্ঘা নির্দেশ করিতে শরহ্রত্ব এবং অপবৃত্ত বা তাহার সমান্তর বৃত্ত আবশ্যিক হইবে।

অয়নচলন বশতঃ পূর্বকালের স্থায় এক্ষণে রেবতী নক্ষত্রে বানন্ত, বিষুবদ্দিন না ঘটিয়া উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে ঘটিতেছে। সুতরাং অশ্বিনী বা রেবতী নক্ষত্রকে এক্ষণে অপবৃত্তের প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গণ্য করা বৃথা। মনে করুন, শক ১৮০০ অব্দের ১লা বৈশাখ দিবসে উত্তর ভাদ্রপদ তারার বিষুবাংশ নির্দিষ্ট হইল। আবশ্যক হইলে *Omega Pisces* এবং *Beta Cetus*কেও রাশিচক্রের আদি নির্ণায়ক করা যাইতে পারিবে। এতদনুসারে কয়েকটা নক্ষত্রখণ্ডের উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। ০ হইতে ১৩ অপাংশ পূর্বদিকে এবং ১০ শরাংশ দক্ষিণ হইতে ৪০ শরাংশ উত্তর পর্য্যন্ত উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রখণ্ড।

২। ১৩ হইতে ২৭ অপাংশ এবং ১০ দক্ষিণ শরাংশ হইতে ৪০ উত্তর শরাংশ পর্য্যন্ত রেবতী নক্ষত্রখণ্ড।

৩। ২৭—৪২ অপাংশ এবং + ১০—+ ৪০ শরাংশ পর্য্যন্ত অশ্বিনীনক্ষত্রখণ্ড।

এই তিন খণ্ডে *Pegasus* ও *Pisces* এর পূর্বভাগ এবং *Andromeda*, *Triangula* ও *Arios* এর প্রায় সমুদয় পড়িল।

৪। ৪২—৫০ অপাংশ এবং —১০—+ ২০ শরাংশ ভরগীখণ্ড। ইহার মধ্যে *musca borealis*ই প্রধানতঃ রহিল।

৫। ৫০—৬০ অপাংশ এবং —২০—+ ২০ শরাংশ কৃত্তিকাখণ্ড। ইহার মধ্যে *Taurus* এর মধ্য ভাগ রহিল।

৬। ৬০—৭৫ অপাংশ এবং —২০—+ ২০ শরাংশ রোহিণী খণ্ড। ইহার মধ্যে রোহিণী নক্ষত্র ব্যতীত *Orion* এর বামহস্ত পড়িল; ইত্যাদি।

এইরূপ, ৭৫—৯০ অপাংশ এবং ০—+ ৪০ শরাংশ মধ্যে প্রজাপতিখণ্ড। ১১৫—১৮০

অপাংশ এবং +৩০—+৬০ শরাংশ মধ্যে সপ্তর্ষি ঋতু । ১১৫—১৮০ অপাংশ এবং +৬০—+৯০ শরাংশ মধ্যে উত্তানপাদিঋতু ; ইত্যাদি ।

উল্লিখিত মূল নিয়ম পরিষদের অনুমোদিত হইলে নক্ষত্রবর্গের সীমার মীমাংসা করা যাইতে পারিবে । যাহা হউক, উক্ত নিয়মে ব্যোমবিভাগ করিলেও কতকগুলি নক্ষত্রের ও তারার নাম আবশ্যক । লুন্ধকাদি ২০টি তারা অতিশয় উজ্জ্বল । ইহাদিগকে প্রথমপ্রভা তারা বলা যায় । অপর কোন তারার নাম না থাকিলেও চলিতে পারে, কিন্তু ইহাদের এক একটা নাম আবশ্যক । এজন্য নিম্নে ইহাদের পাশ্চাত্য নাম এবং সংস্কৃত ও স্বরচিত নাম প্রদত্ত হইল । স্বরচিত নামের পর একটা তারা চিহ্ন \* রহিল ।

<i>Alpha Canis major</i> ( <i>Sirius</i> )	লুন্ধক
„ <i>Argo</i> ( <i>Canopus</i> )	অগস্ত্য
„ <i>Centaurus</i>	কিন্নর *
„ <i>Bootes</i> ( <i>Arcturus</i> )	স্বাতী
<i>Beta Orion</i> ( <i>Rigel</i> )	রিজলা *
	( মৃগশিরা ? )
<i>Alpha Auriga</i> ( <i>Capella</i> )	ব্রহ্মহৃদয়
„ <i>Lyra</i> ( <i>Wega</i> )	অভিজিৎ
„ <i>Canis minor</i> ( <i>Procyon</i> )	প্রস্থান *
	( প্রলুন্ধক ? )
„ <i>Orion</i> ( <i>Betelgeux</i> )	অর্জী
„ <i>Eridarnes</i> ( <i>Acherneer</i> )	ইরাবতী *
„ <i>Taurus</i> ( <i>alderfaran</i> )	রোহিণী
<i>Beta Centaurus</i>	কিন্নরী *
<i>Alpha Crux</i>	জুলাী *
„ <i>Scorpio</i> ( <i>Antares</i> )	জ্যেষ্ঠা
„ <i>Aquila</i> ( <i>Altair</i> )	শ্রবণা
„ <i>Virgo</i> ( <i>Spica</i> )	চিত্রা
„ <i>Pisces australis</i> ( <i>Fomalhaut</i> )	পুমলা *
<i>Beta Crux</i>	জুশিণী *
„ <i>Gemini</i> ( <i>Pollux</i> )	পুনর্বসু
<i>Alpha Leo</i> ( <i>Regulus</i> )	মঘা

উচ্চারণ ও অর্থ দেখিয়া কয়েকটি নূতন নাম রচিত হইল । যে স্থলে একটি শব্দ দ্বারা উভয় উদ্দেশ্য সাধিত হইল না, সে স্থলে উচ্চারণের প্রাধান্ত স্বীকার করা গেল । শব্দতঃ

Centaurus, গ্রীক Kentauros = গন্ধর্ষ; কিন্তু অর্থে ও উচ্চারণে প্রায় কিম্বর হয়। Alpha ও Beta Centaurusকে কিম্বর কিম্বরী করা গিয়াছে। নিকটস্থ তারাদ্বয়ের মধ্যে শৃঙ্গী ভেদ করিবার দৃষ্টান্তও আছে। পূর্ববর্ণিত পৌরাণিক আখ্যানের সত্যতা প্রমাণিত হইলে ইহাদিগকে ‘জহু’ করা চলিত। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক orion সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। তদনুসারে আমার ইচ্ছা হয় যে, প্রাচীন কালের মৃগশিরাকে এক্ষণে সেই নামেই ডাকি। এরূপ পরিবর্তন করিলে কেবল সিদ্ধান্তোক্ত ধ্রুবক বিরোধ হয়, কিন্তু অন্তর্গত অনেক সুবিধা। নক্ষত্রের উজ্জ্বল তারাকে যোগতারা বলিবার রীতি ছিল। যে কারণেই ইউক, দুই এক স্থলে তাহার অর্থ দৃষ্ট হয়। আমার ইচ্ছা হয় যে, সেই প্রাচীন রীতি সর্বত্র অনুসরণ করি \*। এইরূপে delta aurigাকে প্রজাপতি না বলিয়া beta aurigাকে ঐ নাম দিই। Orionকে এক্ষণে লোকে ‘কালপুরুষ’ বলে। কিন্তু কালপুরুষ ও জাতকের নক্ষত্রপুরুষ + এক। কিরূপে সিদ্ধান্তকারগণ মৃগশিরা সম্বন্ধে ভ্রম করিলেন, তাহা বুঝা যায় না। সিদ্ধান্তের মৃগশিরা ও আর্দ্রা পরস্পর অত্যন্ত নিকটবর্তী। Rigelকে মৃগশিরা যোগতারার করিলে, তাহা হইতে রোহিণী ও আর্দ্রা প্রায় সমান দূরে থাকে। ইহাও একটা অল্প সুবিধা নহে। অমরকোবাদের ইষকা, ইষকা, ইষল শব্দের অর্থ, মৃগশিরার শিরোদেশের পাঁচটা তারা। এই পাঁচটির মধ্যে তিনটির সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। আর দুইটির মধ্যে বোধ হয় sigma orion একটি।† স্বাস শব্দও আছে বলিয়া Procyon = প্রস্থান, করা গেল। ইহাকে প্রলুক্ক বুলিলে আরও ভাল হয়। Eridames অর্থে নদী। ইরাবতী শব্দের সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া এই নাম দেওয়া গেল। পরন্তু এরিদনা করিলেও ক্ষতি নাই। Crux এবং শূল, আকারে প্রায় এক। কিন্তু উচ্চারণ প্রভেদ ঘটে বলিয়া ত্রুণী করা গেল। আবার শূলী করিলে আর্দ্রা ভ্রম হইতে পারে। Pisces australisকে দক্ষিণ মীন করিলে উত্তর মীনের প্রয়োজন হয়। Fomalhaut শব্দের আর্বি অর্থ মীনব্যানন। ইহাতেও মীন আসে। এজন্ত আর্বি নামের উচ্চারণ দেখিয়া পুমলা করা গেল। কালক্রমে উহা প্রমীলা হইলেও ক্ষতি নাই।

উপরে যে নক্ষত্রখণ্ডের প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহা অনুমোদিত হইলে পাশ্চাত্য কয়েকটা রাশি বিচ্ছিন্ন করিয়া কয়েকটা নক্ষত্রখণ্ডে বিভক্ত করা আবশ্যক হইবে। সেইরূপ কয়েকটা পাশ্চাত্য ক্ষুদ্র রাশি এক এক নক্ষত্রের অন্তর্গত হইবে। এরূপ পরিবর্তন হইলেও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রভা তারা সম্বলিত কতকগুলি নক্ষত্রের নাম আবশ্যক হইবে। এজন্ত নিম্নে কতকগুলি নক্ষত্রের নাম প্রদত্ত হইল। স্বকল্পিত নামের পরে একটা তারা-

\* এ স্থলে বলা অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না যে অনেক দিন হইতে একখানি সামান্য দৃগ-জ্যোতিষ লিখিবার বাহা আছে। মাধব বাবুও একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ লিখিতেছেন (সাঃ পঃ পত্রিকা), তিনিও . নাম গ্রহণ করিলে আমার প্রমাণ থাকে এবং তারানামের সমতা রক্ষিত হয়।

† নক্ষত্রপুরুষ সম্বন্ধে বামনপুরাণের ৮০ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

চিহ্ন রহিল । উচ্চারণ ও অর্থ উভয় রক্ষার চেষ্টা করা গিয়াছে । দুই স্থলে উচ্চারণের প্রাধান্য স্বীকার করা গিয়াছে । প্রত্যেক নক্ষত্রের প্রধান বা যোগতারাও নির্দিষ্ট হইল । পাশ্চাত্য দুই তিন রাশির একত্র সমাবেশ ঘটিলে যোগতারাটি প্রথম রাশিস্থিত বৃত্তিতে হইবে ।

Andromeda...উত্তরভাদ্রপদা । ইহাতে উত্তরভাদ্রপদা তারা আছে বলিয়া এই নাম হইল । (*Alp*)

Aquarius...শ্রুতিবা । ইহার ক্রিয়দংশ ‘পুমলায়’ যাইতে পারে । বোধ হয় অপবৃত্তের নিকটস্থ বলিয়া প্রাচীন মতে *lambda* ইহার যোগতারা । *Alpha*কে যোগতারা করিলে সর্বশেষ দোষ ঘটিবে কি ?

Aquila...শ্রবণা । ইহার মধ্যে *sagitta*, *anser* এবং *antinous* আনা চলে । (*Alpha*)

Aries...অশ্বিনী । *Arcis*এর ক্রিয়দংশ ভরণী সূত্রায় *arcis*=অজ করা চলিবে না । (*Alpha*)

Ara...আরী \* । *Ara*=বেদী । বেদীর কোণ থাকে বলিয়া আরী করা গেল । ইহার সহিত *Norma*, ও *Telescopium* এর ক্রিয়দংশ আনা চলে । (*Beta*)

Argonavis...অগস্ত্য । *Argonavis* কিছু বড় । ইহার ক্রিয়দংশ *canis minor*এ আনা চলে । (*Alp*)

Bootes...সাঁওলী । (*Alp*)

Canar...পুষ্যা । (*delt*)

Canes venatici . ইহা সপ্তর্ষির মধ্যে যাইবে ।

Canis major...বৃহস্পতি । ইহার মধ্যে *machina*, *typographia* এবং *monoceros* ও *argor* ক্রিয়দংশ যাইবে । (*Alp*)

Canis minor...প্রস্থান বা প্রলুব্ধক \* । ইহার সহিত *monoceros* যাইবে । (*Alp*)

Cassiopeia...কশ্যপ \* । পৌরাণিক জ্যোতিষ আলোচনায় ইহাকে ‘রুদ্র’ অমুমান করা গিয়াছে । তাহা ঠিক হইলে ইহা সেই নামেই অভিহিত হইবে । তথাপি *Perseus* হইতে ইহাকে পৃথক করিতে একটা নাম আবশ্যক হইবে । (*Alp*)

Capricornus...ইহাতে আমাদের কোন প্রাচীন নক্ষত্র নাই । ইহার সংস্কৃত নাম ‘আকোকের’ হইয়াছিল । কিন্তু তদ্বারা মকর রাশি বুঝায় । উহার মধ্যে *delta* উজ্জলতারা, তাহারও কোন নাম নাই । অতএব উহার একটা যথেষ্ট নাম ‘আর্ঘ্যভট’ • দেওয়া গেল ।

Centaurus...কিন্নর \* । (*Alp*)

Cepheus...উচ্চারণ দেখিলে উহা সিকিয়ার্স বা সিকিউস হয় । গ্রীক পুরাণ দেখিলে উহা *Cassiopeia*র স্বামী । আমাদের পুরাণ দেখিলে উহা বোধ হয়, ক্রবের মন্তক । এত

বিচার না করিয়া উহাকে সিফি বা শিবি \* করা বলে। ইহার সহিত Dracoর কিয়দংশ যাইতে পারে। (*Alp.*)

Cetus শিশুমার বা শিশুক\*। Mira=শ্বেতা\*। (*Beta*)

Columba ইহার সহিত Coelum এবং Doradoর কিয়দংশ লইয়া কলম্বা বা কলম্বু\* করা গেল। (*Alpha*)

Corona borealis ইহার সঙ্গে Serpens এবং Herculesএর কিয়দংশ মিশাইয়া একটা ক্ষেত্র করা গেল। Coronaর অর্থানুসারে ইহার কিরাটি \* নাম করা গেল। (*Alpha*)

Corvus হস্তা। ইহার সঙ্গে Crater মিশিতে পারে। (*Delta*)

Crux (১) ক্রুশী\*। (*Alpha*)

Cygnus সিগনন্ বা শুনা \* করিলে উচ্চারণসাদৃশ্য থাকে। পৌরাণিক আখ্যান ঠিক হইলে উহা প্রচেতস্ হইবে। (*Alpha*)

Delphinus ধনিষ্ঠা। (*Alpha*)

Draco—ইহার কিয়দংশ অপরাপর নক্ষত্রে দেওয়ার সুবিধা আছে। অবশেষের নাম নাগ \* রাখিলে ভাল হয়। নাগের আকারসাদৃশ্য আছে।

Dorado পূর্বে কিয়দংশ গিয়াছে। অবশিষ্ট অংশ যাইতে পারে।

Eridanus ইরাবতী\*। ইহার কিয়দংশ Taurusএ যাইতে পারে। (*Alpha*)

Gemini পুনর্বহু। (*Beta*)

Grus ইহার সঙ্গে Indus ও Toncanএর কিয়দংশ লইয়া একটি নক্ষত্র কল্পিত হইতে পারে। তন্মধ্যে Grusএর তারাগুলি দেখিতে বড়। তদনুসারে নক্ষত্রের নাম গ্রাসী\* করা চলে। (*Alpha*)

Hercules হরকুলী\*। ইহার অস্ত্র কোন নাম পাঠিলাম না। (*Alpha*)

Hydra বোহ হয় ইহাতে অশ্লেষা আছে। তদনুসারে ইহার ঐ নাম হইবে। তাহা না হইলে ইহার নাম কক্র\* রাখা চলে। (অশ্লেষা হইলে *Delta*, কক্র হইলে *Alpha*)

Hydrus ইহার সহিত দক্ষিণ ধ্রুৱের কয়েকটি ক্ষুদ্র রাশি যাইতে পারে। ইহার নাম কক্রপুত্র\* রাখা গেল।

Indus পূর্বে গিয়াছে।

Leo মঘা, পূর্ব ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রদ্বয়ে বিভক্ত *Alpha*=মঘা, *Delta*=পূর্বফল্গুনী, *Beta*=উত্তর ফল্গুনী, শেষোক্তের সহিত Coma berenices যাইবে।

(১) আলবেকর্ণি লিখিয়াছেন, “গ্রীষ্মকালে মূলতানের লোকেরা অগস্ত্যের কিকিৎ নিরে একটি রক্ত-বর্ণ ভায়া দেখিতে পান। তাহা বা উহাকে শূল বলেন। এজন্য চন্দ্র পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে থাকিলে হিন্দুগণ দক্ষিণ দিকে গমন করে না; কেন না ঐ ভায়াটি দক্ষিণে অবস্থিত।” বোধ হয় তাহারা Crux কেই শূল বলিতেন। অস্ত্র কোন তারার সহিত উল্লিখিত বিবরণের কথা করা যায় না। এইরূপে Cruxকে ‘ক্রুশ’ না করিয়া ‘শূল’ করা যাইতে পারে।

Lepus বৈদিক মৃগশিরার অন্তর্গত করা চলে ।

Lupus কিন্নরের অন্তর্গত করা চলে ।

Libra বিশাখা । ইহার সহিত Scropior কিয়দংশ যাইতে পারে । বোধ হয়, সিদ্ধান্তমতে ইহার যোগতারা *Chi* । কিন্তু তাহা হইলে বিশাখা অমুরাধার অত্যন্ত নিকটস্থ হয় । এ নিমিত্ত *Alpha*কে বিশাখা যোগতারা করিয়া তৎসঙ্গে *Beta* এবং *Libra* 20 (বা *Alpha Noctua*) লইয়া সেই নক্ষত্রের তোরণাকৃতি দেওয়া যাইতে পারে । (*Alpha*)

Lyra অভিজিৎ । (*Alpha*)

Ophinchus অহিপতি\* । ইহার সঙ্গে Serpens যাইবে । *Alpha Hercules* ও ইহার অন্তর্গত করিলে সুবিধা হইবে । (*Ophinchus Alpha*)

Orion ইহার উদ্বার্ক আদ্রা ; এবং নিম্বার্ক মৃগশিরা করিলে বিশেষ দোষ দেখি না । পূর্বে কারণ বলা গিয়াছে । *Alpha* = আদ্রা ; *Beta* = মৃগশিরা । মৃগশিরার সঙ্গে Lepus যাটবে ।

Pavo ইহার কিয়দংশ Arar সঙ্গে এবং অপরাংশ Indus ও Grusএর সঙ্গে যাইতে পারে ।

Pegasus—পূর্বভাঙ্গপদা । (*Alpha*)

Perseus গ্রীক পুরাণে উহা Andromeda'র স্বামী । আমাদের পুরাণে উহা রুদ্রগণ হইলেও ইহাতে পারে । পিণাকী একজন রুদ্রের নাম । তদনুসারে রুদ্র বা পিণাকী করা যায় না ? *Alga*এর আর্বি অর্থ রুদ্র\* । পুরাণের শতরূপা\* ? শতরূপা করিলে নাম সার্থক হয় ।

Phoenix ইহাকে Eridanusএর সঙ্গে দেওয়া যাইতে পারে । তৎসঙ্গে Sculptorও যাইবে ।

Pisces রেবতী । (*Zeta*)

Serpens নিকটবর্তী নক্ষত্রে যাইবে ।

Sagittarius পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে বিভক্ত । ইহাদের সঙ্গে Corona australis যাইবে । ত্রীপতিমতে উভয় নক্ষত্রে দুইটা দুইটা তারা আছে । অত্যাশ্চর্য মতে সূর্য্যাকারে অবস্থিত চারিটা চারিটা তারা আছে । সূর্য্যাসিদ্ধান্তমতে উত্তরদিগবর্তী তারা যোগতারা, তদনুসারে *delta* = পূর্বাষাঢ়া এবং *sigma* = উত্তরাষাঢ়া হয় । অনেকে *tau*কে উত্তরাষাঢ়া তারা বলেন । চন্দ্রশেখর *phi*কে উত্তরাষাঢ়া বলেন । *sigma* প্রভা = ২.৩ এবং *tau* প্রভা = ৩.৫ । এই সকল কারণে বোধ হয় *sigma*কে উত্তরাষাঢ়া যোগতারা বলা কর্তব্য ।

Scorpio অমুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, এই তিন নক্ষত্রে বিভক্ত । *delta* = অমুরাধা, *alpha* = জ্যেষ্ঠা, *upsilon* ( or *lambda* ? ) = মূলা ।

Toncan পূর্বে গিয়াছে ।

Taurus কৃত্তিকা ও রোহিণীতে বিভক্ত, *eta* = কৃত্তিকা, *alpha* = রোহিণী । ইহাদের সঙ্গে Eridanusএর উল্কাংশ যাইতে পারে ।

Triangulum অশ্বিনীর অন্তর্গত হইবে ।

Triangulum australe ইহার সহিত apus, musca australis যাইতে পারে । এই নক্ষত্রের ত্রিকোণী\* নাম হইতে পারে । (*Alpha*)

Ursa major সপ্তর্ষি ।

Ursa minor (১) উত্তানপাদি\* । *Alpha* = ধ্রুব, *beta* = উত্তানপাদ, *gamma* = স্ননীতি এবং বোধ হয় *delta* = শত্রু (ধ্রুবভাষ্য) । এই সকল কারণে ইহাকে উত্তানপাদি করা গেল ।

Virgo চিত্রা । (*Alpha*)

উপরে প্রায় ৫০টা নক্ষত্রের নাম প্রদত্ত হইল । তন্মধ্যে ৩৩৩৪টা সিদ্ধান্তোক্ত নক্ষত্রের নাম । এইরূপে প্রায় ৫০টা নক্ষত্রখণ্ডে আকাশবিভাগ পরিষদের অনুমোদিত হইলে প্রত্যেক নক্ষত্রের সীমা নির্দেশ ক্রমশঃ করা যাইবে । বস্তুতঃ নক্ষত্রখণ্ডবিভাগের মূল নিয়ম বিচার করিবার জন্ত উপরে নক্ষত্র গুলির নাম প্রদত্ত হইল । এই প্রণালীও যে নূতন নহে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে । প্রাচীন নক্ষত্রগুলি রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে । বাস্তবিক প্রতীচ্য রাশি ও প্রাচ্য নক্ষত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় ।

---

(১) বোধ হয় Ursa minorকে পূর্বে কেহ কেহ 'শিশুমার'ও বলিত । আলবেকিং উহার উল্লেখ করিয়াছেন । বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে শব্দসাদৃশ্যও আছে । কিন্তু যখন একটি 'শিশুমার' আছে, তখন উহার অপর নাম হওয়াই ভাল ।

---

# নাগরাকরের উৎপত্তি ।

সম্প্রতি পুরাতত্ত্ববিৎ ও সংস্কৃত পণ্ডিতগণের মধ্যে নাগরাকরের উৎপত্তি লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে । কালীর সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হল সাহেবই এই আন্দোলনের মূল । তিনি নাগরাকরের নামকরণ ও উৎপত্তিকাল-নির্ণয়ের জন্য ভারতীয় প্রধান প্রধান পুরাতত্ত্ববিৎ ও পণ্ডিতগণের নিকট পত্র লিখিয়াছেন । বহু দিবস হইতে তাঁহার পত্রোত্তর দিবার নিমিত্ত কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি ও ভারতীয় অনেক পণ্ডিত অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছেন । কেহ কেহ স্বকপোলকল্পিত উত্তর দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই । এখনও অনুসন্ধান ও আলোচনা চলিতেছে ।

হল সাহেবের পত্র পাইয়া এসিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিমোহন বিদ্যাভূষণ এবং স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহোদর শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন নাগরাকরের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার মতামত জানিতে ইচ্ছা করেন । কিন্তু তৎকালে আমি বিখকোষের কোন বিশেষ কার্যে অতিশয় ব্যস্ত থাকায় তাঁহাদের অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে পারি নাই । তবে শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের আগ্রাহাতিশয় প্রযুক্ত তাঁহাকে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে আমার মত-পরিপোষক দুই একটি সংস্কৃত বচন লিখিয়া দিয়াছিলাম । এখন আমার বঙ্গবর্গের বিশেষ অনুরোধে সামান্য অনুসন্ধান দ্বারা অল্প সময় মধ্যে যে যে প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছি, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গকে তাহাই উপহার দিতে অগ্রসর হইলাম ।

নাগরাকরের উৎপত্তি জানিতে হইলে এই কয়েকটি বিষয় প্রধানতঃ জানা আবশ্যক ।

১ম । নাগর নাম কেন হইল ?

২য় । কোথা হইতে এই নাম প্রচলিত হয় ?

৩য় । কাহার নাম প্রচার করিল এবং তাহাদের সহিত এই অক্ষরের সংশ্রব আছে কি না ?

৪র্থ । কত দিন হইতে নাগরাকরের সৃষ্টি হইয়াছে ?

৫ম । কিরূপে নাগরাকরের বহু বিস্তৃতি ও উন্নতি সাধিত হইল ?

## নামকরণ ।

এদেশীয় পণ্ডিতদিগের মতে নগরে অর্থাৎ জনপদে এই অক্ষর প্রচলিত বলিয়া, ইহার নাগর, এই নাম হইয়াছে । পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন কালীর পণ্ডিতগণের যে পত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎপাঠে জানা যায় যে, কালীর সংস্কৃত কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ তিনি সাহেব ও বামণচাঁদ্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতেও ‘নগরে ভবং’ এইক নাগর নাম হইয়াছে । কালীর অপরাপর পণ্ডিতগণ ‘দেবনগরে ভবং ইতি দেবনাগ

এইরূপ ব্যুৎপত্তি সাধিয়াছেন। এইরূপে কেহ নগরে বা যে কোন জনপদে এই অক্ষর প্রচলিত ছিল বলিয়া ইহার “নাগর” নাম হইয়াছে, আবার কেহ পূর্বে দেবলোকে এই অক্ষর প্রচলিত ছিল বলিয়া ইহার “দেবনাগর” নাম হইয়াছে, এইরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার সামান্য বুদ্ধিতে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে উপরোক্ত কোন মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। কেবল “নগরে ভবং” এইরূপ ব্যুৎপত্তি সাধিলে যে কোন নগর হইতে নাগরের উৎপত্তি কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহাতে অনিশ্চয়তা দোষ পড়ে। কোন এক নির্দিষ্ট অক্ষর দেখাইতে হইলে যে স্থান বা পাত্র হইতে উদ্ভাবিত হইল, সেই স্থান বা পাত্রবিশেষ নির্দেশ করা চাই। কিন্তু উক্ত মতপ্রকাশকগণ কেহই বিশেষ স্থান বা পাত্র নির্দেশ করেন নাই। সুতরাং কেবল “নগরে ৎ” বলিলে নাগরাক্ষরের উৎপত্তি নির্ণীত হইতে পারে না। স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহার জগদ্বিখ্যাত শব্দকল্পদ্রমে নাগর শব্দের এক অর্থ লিখিয়াছেন, “নাগর দেশীয়াক্ষরম্।” কেবল অর্থ ভিন্ন, প্রমাণ প্রয়োগ না থাকায় পরবর্তী বাচস্পত্য প্রভৃতি অভিধানে এবং বর্তমান অধ্যাপকদিগের নিকট শব্দকল্পদ্রমের মত গৃহীত হয় নাই। আমি যত দূর প্রমাণপ্রয়োগ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে আমার মতে নগর-নামক স্থান বিশেষে এবং নাগর-নামক সম্প্রদায় বিশেষ কর্তৃক প্রবর্তিত বলিয়া এই অক্ষরের নাম নাগর হইয়াছে। যেমন বঙ্গদেশ হইতেই বাঙ্গালী, বঙ্গভাষা ও বঙ্গাক্ষরের নামকরণ হইয়াছে, নাগরের নামোৎপত্তিও সেইরূপ। প্রায় সাড়ে সাত শত বর্ষ পূর্বে বিখ্যাত পণ্ডিত শেষকৃষ্ণ (১) তাঁহার প্রাকৃতচন্দ্রিকায় এই কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেশভাষার পরিচয় দিয়াছেন—

“মহারাজী তথাবস্তী সৌরসেনাৰ্জ্জুমাগধী ।

বাল্লীকী মাগধীচৈব ষড়্ভেতা দাক্ষিণাত্যজা ॥

ত্রাচণ্ডো লাটবৈদর্ভাবুপনাগরনাগরৌ ।

বার্করীবস্ত্যপাঞ্চালটাক্কালাবটৈকয়াঃ ॥

গোড়োড়দৈবপাশ্চাত্যপাণ্ড্যকৌস্তলদৈহলাঃ ।

কালিঙ্গ্যপ্রাচ্যকর্ণাটঃ কাঞ্চ্যদ্রাবিড়গোজ্জরাঃ ॥

আভীরৌ মধ্যদেশীয় স্থলভেদবাবস্থিতাঃ ।

সমুদ্রবিশতাপভ্রংশা বৈড়ালাদি প্রভেদতঃ ॥”

মহারাজী, অবস্তী, সৌরসেনী, অর্জুমাগধী, বাল্লীকী, মাগধী দাক্ষিণাত্য দেশজাত এই ৬টা মূলভাষা। ঐ ৬টা হইতে আভীর, ত্রাচন্ত, লাট, বৈদর্ভ, উপনাগর, নাগর, বার্কর,

(১) কৃষ্ণপণ্ডিত নামেও খ্যাত। ইনি নরসিংহের পুত্র ও শেষবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। বিখ্যাত রামকৃষ্ণ পোপাল ভাণ্ডারকরের মতে, শেষকৃষ্ণের জ্যৈষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র প্রায় ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যামান ছিলেন। ( R. G. Bhandarkar's Report of the Sanskrit Mss, 1883-84, p. 59. )

১. অষ্টোত্তা দাক্ষিণাত্যজাঃ । এইরূপ পাঠান্তরও আছে।

আবস্থা, পাঞ্চাল, টাক, মালব, কৈকর, গোড়, দৈব, পান্ধাত্য, পাণ্ড্য, কোন্তল, সৈংহল, কালিঙ্গ, প্রাচ্য, কর্ণাট, কাঞ্চা, দ্রাবিড়, গৌর্জর, আভীর, মধ্যদেশীয়, বিড়াল, এই ২৭টি পরস্পর অল্প বিস্তর প্রভেদানুসারে অপভ্রংশ ভাষা।

উক্ত বচন দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে, যেমন মহারাষ্ট্র, সুরসেন প্রভৃতি স্থানের নামানুসারে মহারাষ্ট্রী, সৌরসেনী, মাগধী প্রভৃতি ভাষা প্রচলিত হয়, সেইরূপ পূর্বে নগর, উপনগর প্রভৃতি জনপদের নামানুসারে নাগর, উপনাগর প্রভৃতি অপভ্রংশ ভাষা প্রচলিত ছিল, ঐরূপ জনপদ বা তজ্জনপদবাসী হইতেই অক্ষরেরও নামকরণ হইয়াছে।

কোথা হইতে নাম প্রচলিত হয় ?

ভাষা সৃষ্টি হইবার পূর্বে দেশ ও পাত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কারণ না থাকিলে কার্য হয় না। আধেয় না থাকিলে আধারের প্রয়োজন কি ? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, নাগর উপনাগরাদি ভাষা সৃষ্টির পূর্বে নগরনামক জনপদ বা নাগরনামক লোকের উৎপত্তি হইয়াছিল। এখন দেখিতে হইবে, সেই নগরনামক জনপদ ও নাগরনামক লোকের বাস কোথায় ?

ভারতে নগরনামক জনপদ একটা নয়। আমাদের এই বঙ্গদেশে বীরভূমের প্রাচীন রাজধানীর নামও নগর, তঞ্জোরেরও নগর নামে একটা প্রসিদ্ধ বন্দর আছে। মহিসূরের একটা বিস্তীর্ণ বিভাগের নাম নগর, এই বিভাগে নগর নামে একটা তালুক ও তাহার মধ্যে নগর নামে গ্রামও আছে। পঞ্জাবের কাঙ্গড়া জেলার মধ্যে বিপাশা নদীতীরেও নগর নামে একটা বিশিষ্ট সহর এবং নগরকোট নামে একটা প্রাচীন নগরও পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত হারভাঙ্গা জেলায় নগরবত্তি, সিন্ধুপ্রদেশে নগরপার্কর নামে একটা সহর এবং বত্তি জেলায় নগরখাস নামে একটা নগর দৃষ্ট হয়। এ ছাড়া দাক্ষিণাত্যে “নগরম্” নামে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও প্রাচীন গ্রাম আছে।

নাগর নামেরও অসম্ভাব নাই। উত্তর বঙ্গেই নাগর নামে দুইটা নদী আছে, একটা পূর্বিয়া জেলা হইতে দিনাজপুর জেলাভিমুখে গিয়াছে, অপরটা বগুড়া জেলা হইতে রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। এক রাজপুতনার মধ্যেই নাগর নামে ৯১০টা স্থান আছে, তন্মধ্যে তিনটা সহর মধ্যে গণ্য, তাহার একটা জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত \* \*। অপরটা মাড়বার রাজ্যের মধ্যে +, এবং তদ্রূপ প্রসিদ্ধ রণথম্বরের ৫ কোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। সাঁওতাল পরগণার মধ্যেও দুর্গসম্বলিত নাগর নামে বিখ্যাত গ্রাম আছে। সুদূর আফগানিস্তানের কাবুল জেলার পার্কতাপ্রদেশে নাগর নামে এক প্রবল জাতির বাসও আছে। বৃটীশ গবর্ণ-

\* \* অত্রতদ্বিধ কনিঙ্কান সাহেবের মতে, ইহার প্রাচীন নাম কর্কোটনগর। অর্থাৎ এইরূপ রাজ্যে বহুতুল এই নগর স্থাপন করেন। এখানে হইতে হিন্দুধর্মগণের সমরকার বহু প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থাদি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

† হানীর লোকের মতে নাগরও হইতে বর্তমান নাগর নাম হইয়াছে।

মেটের সহিত সে দিন তাহাদের যুদ্ধবিগ্রহ হইয়া গিয়াছে। আমার কোন বন্ধু এই নাগর জাতির সন্ধান পাইয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাদের নামানুসারে এই নাগরাক্ষরের নাম হইয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস, যেমন প্রাচীনতম আর্থাগণ মধ্য এশিয়া হইতে ক্রমে ভারতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন, সেইরূপ ঐ নাগর জাতি হইতেই কোন রূপে ভারতে নাগরাক্ষর প্রবেশ লাভ করিয়া থাকিবে। কিন্তু বন্ধুর কথা আমার প্রিয় হইলেও উহার সমর্থন করিতে পারিলাম না। ঐ নাগর জাতি এখন ইসলাম ধর্মাবলম্বী হইলেও সকলেই রাজপুত। তাহারা রাজপুতনাই আপনাদের পূর্ব নিবাস বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। এইরূপ স্থলে কাবুলের উত্তরাংশ হইতে যে নাগরাক্ষর এদেশে আসিয়াছে, তাহা কল্পনা করাও অসম্ভব।

রাজপুতনার চিতোরের নিকট নাগরী নামে একটি অতি প্রাচীন নগর আছে। খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব হইতেই এই নগর ছিল, তাহা সুপ্রসিদ্ধ কনিংহাম সাহেব সেই স্থান হইতে আবিষ্কৃত ছেনি-কাটা (Punch-marked) মুদ্রা দ্বারা স্থির করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে ঐ স্থানের প্রাচীন নাম তাম্রবতীনগরী।

উপরে যে সকল নাম উদ্ধৃত করিলাম, ঐ সকল স্থানে এমন কোন কথা অথবা আত্মসঙ্গিক এমন কোন প্রমাণ পাইলাম না, যদ্বারা নাগরাক্ষরের উৎপত্তিস্থান স্থির করিতে পারি।

উপরোক্ত কয়েকটি ব্যতীত বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আন্ধ্রনগর জেলার মধ্যে নগর নামে একটি বিস্তীর্ণ বিভাগ আছে। ইহার ভূপরিমাণ ৬১৯ বর্গ মাইল \*। এখানে নাগর নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস আছে। এখানকার স্থানীয় লোকেরা আন্ধ্রনগরকে কেবল নগর বলিয়াও জানে। তাহারা বলে, সুলতান আন্ধ্র কর্তৃক ১৪১১ খৃঃ অব্দে আন্ধ্রনগর স্থাপিত হইবার পূর্বেও এই স্থান নগর নামে খ্যাত ছিল। এখানকার নাগর ব্রাহ্মণেরা স্বল্প-পুত্রাণের নাগরখণ্ডকেই আপনাদের প্রধান পরিচায়ক গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। নাগরখণ্ডে লিখিত আছে, সরস্বতীনদী তীরবর্তী হাটকেশ্বরক্ষেত্রের অপর নাম নগর। নগর-বিভাগের নাগর ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন যে, উক্ত বিভাগের মধ্যে সরস্বতী নদীতীরে শ্রীশুভ্রী নগরে যে প্রাচীন হাটকেশ্বর মন্দির আছে, তাহাই নগরখণ্ডবর্ণিত হাটকেশ্বর, ইহার ক্ষেত্রবিস্তার পঞ্চকোশ। এক সময়ে নগর বা আন্ধ্রনগর এই বিস্তৃত ক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল। নাগরখণ্ডে যে বহুসংখ্যক তীর্থের উল্লেখ আছে, তাহা উক্ত নগরবিভাগের মধ্যেই ছিল। মুসলমান রাজগণের দারুণ অত্যাচারে তাহার অধিকাংশই বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন সিদ্ধেশ্বর, নাগনাথ, হাটকেশ্বর প্রভৃতি অল্প মন্দিরই বিদ্যমান আছে।

উক্ত নগরবিভাগ ও তত্রত্য ব্রাহ্মণদিগের মুখের কথা বিশ্বাস করিলে বলিতে হয়, এই স্থানই নাগরখণ্ডোক্ত প্রাচীন নগরক্ষেত্র এবং এখান হইতে নাগর ব্রাহ্মণ ও নাগরাক্ষরের নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু হাটকেশ্বরের পাণ্ডুরা নাম জাহির করিবার জন্য ঐ রূপ ক্ষেত্রবাহিত্য প্রকাশ করিলেও বর্তমান শ্রীশুভ্রী নগরের হাটকেশ্বর নাগরখণ্ডোক্ত

প্রাচীন হাটকেশ্বর নহে। পূর্বতন হাটকেশ্বরক্ষেত্র স্থাপিত হইবার অনেক পরে উক্ত মন্দির নির্মিত হয়। নাগরথণ্ডের এক স্থানে লিখিত আছে যে, চম্পশর্মা নামে এক নাগর ব্রাহ্মণ পুষ্প নামে এক ব্যক্তির দান গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সমাজ্যাত হন। তিনি জ্ঞাতি বন্ধু কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নগর পরিত্যাগ পূর্বক সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীরে গিয়া বাস করেন। তাঁহার বংশধরেরা বাহনগর নামে খ্যাত হন। সেই বাহু নাগরেরাই বর্তমান নগরবিভাগের অন্তর্গত শ্রীগুণ্ডী \* নামক নগরে পূর্বতন হাটকেশ্বরক্ষেত্রের আদর্শে সরস্বতী নদীর দক্ষিণকূলে হাটকেশ্বরাদি স্থাপন করেন ও বর্তমান আক্ষদনগরকেই প্রাচীন নগর বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। নাগরথণ্ডের মতে, নগরক্ষেত্র পঞ্চক্রেণী হাটকেশ্বর ক্ষেত্রের অন্তর্গত এবং সরস্বতী নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত, কিন্তু বর্তমান আক্ষদনগর শ্রীগুণ্ডী হইতে ৫ ক্রোশ অপেক্ষা বহু দূরে অবস্থিত। আক্ষদনগরের নিকট সরস্বতী নদীও প্রবাহিত নাই। এরূপ স্থলে নগরবিভাগের অন্তর্গত আক্ষদনগর নাগর ব্রাহ্মণের আদিবাস নগরক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। এখান হইতে নাগরাক্ষরের উৎপত্তি সন্দেহও কোন প্রবাদ প্রচলিত নাই।

তবে প্রকৃত নাগরোৎপত্তি-স্থান কোথায় ?

গুজরাট হইতে আমার এক বিচক্ষণ বন্ধু লিখিয়াছেন, যে গুজরাটের নাগর পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, নাগরী অক্ষর তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের উদ্ভাবিত।

গুজরাটে এখনও বহুসংখ্যক নাগর ব্রাহ্মণের বাস আছে। তাঁহারা আপনাদিগকে অপর সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন। এমন কি, তাঁহারা অপর কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অন্নভক্ষণ গ্রহণ করেন না। গুজরাটের হিন্দুব্রাহ্মণ অতি প্রাচীন কাল হইতে এখনও পর্য্যন্ত এই নাগর ব্রাহ্মণদিগকে অতিশয় ভক্তি করিয়া আসিতেছেন। মস্তিষ্ক প্রভৃতি সকল প্রধান রাজকীয় কার্যে নাগর ব্রাহ্মণের পুরুষানুক্রমে অধিকার লক্ষিত হয়। এই ব্রাহ্মণেরাও স্কন্দপুরাণের নাগরথণ্ডকেই আপনাদিগের প্রধান পরিচায়ক ধর্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

নাগর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সন্দেহ নাগরথণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে,—আনর্ভাধিপ চমৎকার কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। তিনি কোনক্রমে এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া, জীবনে হতাশ হইলেন। এক দিন তিনি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে আসিয়া তাঁহার দূরবস্থার কথা জানাইলেন। আশ্রমবাসী মুনিগণ রাজার কাতরোক্তিতে দয়াদ্রুতি হইয়া তাঁহাকে শষ্মতীরে লইয়া গেলেন। তিনি শষ্মতীরে লইয়া কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইলেন। তখন সেই শষ্মতীরের নিকট চমৎকারপুর নামে এক ক্রোশ বিস্তৃত এক নগর নির্মাণ করিলেন। এখানে বিবিধ সুরমা হর্ম্মা নির্মাণ করিয়া বেদবিৎ কুলীন ও ধার্মিক ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া বসতি করাইলেন। কিছুকাল পরে তাঁহাদের মধ্যে চিত্রশর্মা নামে

\* List of Antiquarian Remains in the Bombay Presidency, by J. Burgess, p. 107.

এক বেদবিৎ ব্রাহ্মণজ্ঞগ্রহণ করেন। তিনি তপস্তাদি দ্বারা দেবাদিদেবকে সন্তোষিত করিলেন। মহাদেব তাঁহার মানোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্ত পাতালস্থ হাটকেশ্বর মূর্তিতে আবিভূত হইলেন। নানা দেশ বিদেশ হইতে যাত্রিগণ সেই অল্পপম হাটকেশ্বর লিঙ্গ দেখিতে আনিলেন। চমৎকারপুর্ব্বাসী অপরাপর ব্রাহ্মণগণ ভাবিলেন, চিত্রশর্ম্মায় আর আমাদের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। সে চিরস্থায়ী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া সাধারণের পূজ্য হইল, আমরাই বা কেন না হইব? সকলে এইরূপ চিন্তা করিয়া ঘোরতর তপস্তা আরম্ভ করিলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া দেখা দিলেন। তখন চমৎকারপুর্ব্বাসী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ৬৮টা গোত্র ছিল। মহাদেব সেই ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, সর্ব্বশুদ্ধ ৬৮টা শৈব ক্ষেত্র আছে, আমি ৬৮ ভাগে বিভক্ত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করি। এখন তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ত ৬৮ মূর্ত্তিতে এই ক্ষেত্রে আবিভূত হইব। তদনুসারে এখানে ৬৮টা দেবপ্রাসাদ নিৰ্ম্মিত হইল এবং এক এক গোত্র এক এক দেবের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। (নাগরথণ্ডে ১০৬ ও ১০৭ অধ্যায়।)

কোন সময়ে আনন্তর্য্যাপতি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পুত্রের গ্রহবৈশিষ্ট্যে তদীয় চিরশাস্তিময়, সমৃদ্ধিশালী রাজ্য মধ্যে মহাবিষ উপস্থিত হইবে, তিনি প্রধান প্রধান দৈবজ্ঞদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা সকলেই উপযুক্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা শাস্তি করাষ্টতে পরামর্শ দিলেন। আনন্তর্য্যাজ পুত্রই চমৎকারপুরে সুন্দর সৌধাবলী নিৰ্ম্মাণ করিয়া ৬৮ গোত্রজ ব্রাহ্মণকে স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন তিনি দৈবজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক চমৎকারপুরে আসিয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে তাঁহার ভাবী পুত্রের মঙ্গলের জন্ত শাস্তি স্বস্ত্যয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন ১৬ জন ব্রাহ্মণ শাস্তি ও হোম কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এদিকে যাগ যজ্ঞ হইতে লাগিল, ওদিকে আনন্তর্য্যাজের রাজধনীর্ত্তেও রাজপুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে মহা ধুমধাম পড়িয়া গেল। কিন্তু সেই আমোদ প্রমোদে আবার নিরানন্দ দেখা দিল। রাজপুত্রের গ্রহদোষে রাজার রাজ্য গজবাজি-যান-বাহনাদি সমস্তই ক্ষয় হইতে লাগিল। তাহাতে চমৎকারপুরের বিপ্রগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, আমরা প্রতি মাসে ১৬ জনে মিলিয়া যথাবিধি হোমাদি করিতেছি, কিন্তু তাহার কোন ফল দেখিতেছি না। অতএব আমরা অগ্নিদেবকে নিশ্চয়ই অভিশাপ প্রদান করিব। তখন অগ্নিদেব দেখা দিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, “ব্রাহ্মণগণ! বৃথা রোষবশে আমাকে অভিশপ্ত করিও না। মাসে মাসে যে ১৬ জন হোম করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে ত্রিজাত নামক এক ব্রাহ্মণের দোষে সকল দ্রব্যই নষ্ট হইয়া যায়, সেই জন্তই স্বর্ঘ্যাদি গ্রহগণ আপনাদের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন না, সেই জন্তই রাজ্য মধ্যে রোগ, শোক এত বৃদ্ধি হইয়াছে। সেই ব্রাহ্মণাধমকে পরিত্যাগ করিয়া হোম কর। তাহা হইলে রাজ্য আরোগ্য ও পুত্রাদি লাভ করিবেন এবং তাঁহার শত্রুগণের নিপাত হইবে।” তখন ব্রাহ্মণগণ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, “কি রূপে জানিব যে, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হোমদ্রব্য দূষিত করি-

তেছে ?” অগ্নি কহিলেন, হোমকুণ্ডে আমার স্বেদ জলে স্নান করিয়া সকলে পরিশুদ্ধ হও, স্নানের পর যাহার গাত্রে বিস্ফোটক উৎপন্ন হইবে, জানিবে, তাহা হইতে দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে।” অগ্নির কথামত একে একে সেই ১৬ জন ব্রাহ্মণ হোমকুণ্ডে নামিয়া স্নান করিলেন। কেবল ত্রিজাতের গায়ে বিস্ফোটক জন্মিল। তখন ত্রিজাত লজ্জায় আর মুখ তুলিতে পারিলেন না। নিতান্ত দুঃখে খেদে ও লজ্জায় বনবাসী হইলেন। ত্রিজাত বাস্তবিক এক জন বেদবিৎ মহাপণ্ডিত। মাতৃদোষে তাঁহার এই দুর্দশা ঘটয়াছিল। তিনি আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নির্জ্ঞান বনভূমিতে কঠোর তপস্তা আরম্ভ করিলেন।

মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেখা দিলেন। ত্রিজাত তাঁহার চরণে পতিত হইয়া কহিলেন, “দেবাদিদেব! আমি মাতৃদোষে চমৎকারপুরবাসী ব্রাহ্মণগণ ও আনন্तरাজের নিকট সবিশেষ লঙ্ঘিত হইয়াছি। যাহাতে আমি সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায় করুন।” মহাদেব কহিলেন, “কিছু কাল অপেক্ষা কর, শীঘ্রই তোমার অভ্যুত্থান পূর্ণ হইবে।” এই বলিয়া দেবাদিদেব অন্তহিত হইলেন। এদিকে চমৎকারপুরে মহাবিদ্রাট উপস্থিত! মৌদগল্য গোত্রজ দেবরাজের পুত্র ক্রপ নামে এক ব্রাহ্মণ অপর ব্রাহ্মণগণের সহিত নাগপঞ্চমীর দিন নাগতীর্থে স্নান করিতে গিয়া, সামান্য জলসর্প ভাবিয়া লণ্ডড়াবাতে নাগকুমার রুদ্রমাল্লের প্রাণবধ করিল। তাহাতে নাগরাজের আদেশে বিষধর-গণ চমৎকারপুরে দলে দলে উপস্থিত হইল। বিষধরের বিষম উৎপাতে আবাল বৃদ্ধ-বনিতা, সকলেই গৃহ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। শত শত ব্রাহ্মণ সর্পদংশনে জীবন বিসজ্জন করিলেন। তখন কতকগুলি ব্রাহ্মণ অতিশয় ভীত হইয়া যে বনে ত্রিজাত অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের দুঃখের কথা শুনিয়া ত্রিজাত কহিলেন, “তোমাদের কোন ভয় নাই।” তিনি আবার দেবাদিদেবের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। মহাদেব দেখা দিয়া বলিলেন, ‘তোমাকে এক সিদ্ধ মন্ত্র প্রদান করিতেছি, এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই মহাবিষধরও বিষহীন হইয়া পড়িবে।’

মন্ত্রটি এই—

“গরং বিষমিতি প্রোক্তং ন তত্রাস্তি চ সাম্প্রতম্।

মৎপ্রসাদাঙ্ঘ্র্যাহেতদ্রুচ্যার্গ্যং ব্রাহ্মণোত্তমম্ ॥

নগরং নগরং চৈতৎ শ্রদ্ধা যে পরগাধমাঃ।

তত্র স্থাস্তিস্তি তে বধ্যা ভবিষ্যন্তি যথাম্ৰথম্ ॥

অদ্য প্রভৃতি তৎস্থানং নগরাখ্যং ধরাতলে।

ভবিষ্যতি স্মবিখ্যাতং তবকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনম্।

তথাত্মোহপি চ যো বিপ্রো নাগরঃ শুদ্ধবংশজঃ।

নগরাখ্যেন মন্ত্ৰেন অভিমন্ত্য ত্রিধা জলম্ ॥

প্রাণিনং কালসংদৃষ্টমপি মৃত্যুবশং গতং ।

প্রকরিষ্যতি জীবন্তং প্রক্ষিপ্য বদনে স্বয়ম্ ॥”

( নাগরখণ্ড ১০৭।৭৮—৮২ )

‘গরশব্দে বিষকে বুঝায়, কিন্তু অধুনা সেই স্থানে বিষ নাই। আমার অল্পগ্রহে তোমার উচ্চারিত “নগরং নগরং” ( বিষ নাই ) এই কথা শুনিয়া যে পদ্মগাধম, সেই থানে থাকিবে, স্বচ্ছন্দে তাহাকে মারিতে পারিবে। ধরাতলে আজ হইতে তোমার কীর্তিবন্ধক এই স্থান “নগর” নামে বিখ্যাত হইবে। অত্ৰ যে কোন বিপুল নগর ব্রাহ্মণ এই নগর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিন বার জল লইয়া মূর্ত্ত্যু মুখে পতিত প্রাণীর মুখে প্রদান করিলে সে নিশ্চয়ই জীবন লাভ করিবে। এই মন্ত্র উচ্চারণ বা স্মরণ করিলে স্থাবর জঙ্গম কৃত্রিমাদি সকল বিষই নষ্ট হয় ।’ এই বলিয়া ভগবান্ অদৃষ্ট হইলেন। ত্রিজাত সেই ব্রাহ্মণদিগকে সঙ্গে করিয়া চমৎকারপুবে আগমন করিলেন। সকলে মিলিয়া উট্টেঃস্বরে “নগরং নগরং” শব্দ করিতে লাগিলেন। সিদ্ধমন্ত্র শুনিয়া চমৎকারপুরস্থ আশীবিষগণ নির্নিষ হইয়া পড়িল। কে কোথায় পলাইবে। সহস্র সহস্র সর্প বিনষ্ট হইল। এখন এজাতের সম্মান দেখে কে ? যে এক দিন লজ্জাবনতমুখে মনঃকণ্ঠে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, আজ তাঁহার স্তদয়ে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ! আজ তাঁহা হইতেই চমৎকারপুর “নগর” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল এবং তত্ৰতা ব্রাহ্মণেরা নাগর নামে খ্যাত হইল।

নাগরখণ্ডের মতে—নগরের পূর্বনাম চমৎকারপুর। রাজা চমৎকার এখানে বহুতর সৌধ নির্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে স্থাপিত করায় তাঁহার নামানুসারে চমৎকারপুর নাম হয়। এই স্থানের অপর নাম হাটকেশ্বর ক্ষেত্র ; অনন্ত দেশের নৈঋত কোণে হাটকেশ্বর অবস্থিত। এই পুণ্যধাম পঞ্চকোশ বিস্তৃত ( ২ ) ইহার পূর্বসীমা গয়াশীর্ষ, পশ্চিমে বিষ্ণুপদ এবং দক্ষিণে ওরভাগে গোকর্ণেশ্বর ( ৩ )।

(২) “অগ্নিন নৈঋতং দিগ্ভাগে দেশে চানন্তঃসংজ্ঞকম্ ।

তত্রাদ্য স্থাপিতং লিঙ্গং হাটকেন হরোত্তমৈঃ ॥

এতৎ সংকীর্ণাং লোকে পাতালে হাটকেশ্বরম্ ॥”

( নাগরখণ্ড ৪।৫১—৫২ ) ।

(৩) “পঞ্চকোশপ্রমাণেন ক্ষেত্রং ব্রাহ্মণসন্তমঃ ।

আর্যামবাসীতশ্চৈব চমৎকারপুরোত্তমম্ ॥

প্রাচ্যাং উত্তরাং গয়াশীর্ষং পশ্চিমে ন হরঃপদম্ ।

দক্ষিণোত্তরমোটৈশ্ব গোকর্ণেশ্বরসংজ্ঞিতৌ ॥

হাটকেশ্বরসংজ্ঞিত পূর্বসীমাদ্বিজোত্তমঃ ।

তৎক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠং লোকে সর্বপাতকনাশনম্ ॥

যতঃ প্রভৃতি বিশেষ্যো দত্তং তেন মহাশয়না ।

চমৎকারেণ তৎস্থানং নামা খ্যাতিং ততোগতম্ ॥” ( নাগরখণ্ড ১৩।৩—৬ ) ।

নাগর থণ্ডের আর এক স্থানে লিখিত আছে—উক্ত ক্ষেত্র পঞ্চকোশ হইলেও নগরের আয়তন এক কোশ মাত্র (৪) । উক্ত পঞ্চকোশী হটকেশ্বরের মধ্যে অচলেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, গয়াশীর্ষ, মার্কণ্ডেশ্বর, চিত্রেশ্বর, ধুঙ্কমারেশ্বর, ষযাতীশ্বর, আনন্দেশ্বর, কলনেশ্বর, কপিলেশ্বর, আনন্ডেশ্বর, শূদ্রকেশ্বর, অজপালীশ্বর, বাণেশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর, ত্রিজাতেশ্বর, অম্বারবতী, কেদারেশ্বর, বৃষভনাথ, সত্যসদ্বেশ্বর, অটেশ্বর, ধর্মরাজেশ্বর, মিষ্টান্নদেশ্বর, চিত্রাঙ্গদেশ্বর, অমরকেশ্বর, রটেশ্বর, মকরেশ্বর, কালেশ্বর, পুষ্পাদিত্য প্রভৃতি দেবমন্দির এবং পাতালগঙ্গা, গঙ্গাযমুনা, প্রাচী সরস্বতী, নাগতীর্থ, শঙ্খতীর্থ, মৃগতীর্থ, লিঙ্গভেদোদ্ভবতীর্থ, রুদ্রাবর্ত, রামহদ, চক্রতীর্থ, মাতৃতীর্থ, মুদারতীর্থ প্রভৃতি শত শত তীর্থ আছে ।

নাগরথণ্ডের মতে—

“নৈমিষাষ্ট্কেব কেদারং পুষ্করং ভূমিজাঙ্গলম্ ।  
 বারাগসী কুরুক্ষেত্রং প্রভাসং হটকেশ্বরম্ ॥  
 অষ্টাবেতেষু যঃ স্নাতঃ সম্যক্ শ্রদ্ধাসমর্চিতঃ ।  
 স স্নাতঃ সর্বতীর্থেষু সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥  
 অষ্টানামপি দেবেশি ক্ষেত্রাণামস্তি চোত্তমম্ ।  
 এতেষামপি তৎক্ষেত্রং হটকেশ্বরসংজিতম্ ॥  
 যত্র সর্বাণি ক্ষেত্রাণি সংস্থিতানি মমাজ্ঞয়া ।  
 তথা তানি চ তীর্থাণি কলিকালেহপি সংস্থিতে ॥  
 তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন তৎক্ষেত্রং সেব্যমেবহি ।  
 মাহুর্বেদোক্ষমিচ্ছন্তিঃ সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥”

( নাগর ১০৩৪—১০ )

( মহাদেব দেবীকে বলিতেছেন )

নৈমিষারণ্য, কেদারনাথ, পুষ্কর, ভূমিজাঙ্গল, বারাগসী, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস ও হটকেশ্বর, এই আটটি সর্বপ্রধান পুণ্যক্ষেত্রে শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত হইয়া যে জ্ঞান করে, তাহার সর্বতীর্থজ্ঞানের ফল লাভ হয় । এই আটটি ক্ষেত্রের মধ্যে হটকেশ্বরনামক ক্ষেত্রই সর্বপ্রধান । এখানে আমার আজ্ঞায় সকলতীর্থই অধিষ্ঠিত । কলিকালে যুগ্ম ব্যক্তি মাত্রেরই সর্বতীর্থ-বেষ্টিত সেই হটকেশ্বর ক্ষেত্র সর্বতোভাবে সেবনীয় ।

উইল্‌সন্ সাহেব তাঁহার ভারতীয় জাতিতত্ত্ব (Indian caste) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

“নাগর শব্দ পুরবাচক নগর শব্দের বিশেষণরূপ । নাগর বলিলে গুজরাটের প্রধান ছয়

(৪) “নগরং কল্লয়াস তত্র স্থানে মহত্তমম্ ।

প্রাকারেণ হতুস্কেন পরিবার্জেন সর্কতঃ ।

আরাম ব্যাসতটৈব কোশমাত্রং মনোহরম্ ॥”

( নাগরথণ্ড ১১১৬৩—৬৪ ) ।

শ্রেণীকে বুঝায়। উক্ত প্রদেশের উত্তরপূর্ব ভাগস্থ কোন কোন নগর হইতে তাঁহাদের নামকরণ হইয়াছে (৫)।

পূর্বেই দেখাইয়াছি, নাগরখণ্ডের মতে ত্রিজাতকর্তৃক হটিকেশ্বরের ক্ষেত্র বিষধরহীন হইলে উহার নাম নগর হয়। তৎকর্তৃক সমানীত ব্রাহ্মণগণ ঐ নগরে বাস হেতুই নাগর নামে খ্যাত হইয়াছিল (৬)।

গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন যে, আনন্দপুর বা বর্তমান বড়নগর নামক স্থানই তাঁহাদের আদিনিবাস। গুজরাটের অন্তর্গত কড়িজেলায় মধ্যে ঐ স্থান অবস্থিত। এখন উহা বরদার গাইকবাড়-রাজের অধিকারভুক্ত। কোন কোন পুরাবিদ আনন্দপুর নামেও উহার উল্লেখ করিয়াছেন (৭)। বোধ হয়, সমাজচ্যুত বাহু নাগরগণ উক্ত নগরক্ষেত্রের নামানুসারে স্বতন্ত্র নগর পত্তন করিলে (৮) আনন্দপুরবাসী নাগরগণ আপনাদের নিবাসভূমি পৃথক্ বৃদ্ধাইবার জন্ত উহা বড়নগর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

বর্তমান বড়নগরে এখনও প্রসিদ্ধ হটিকেশ্বর মন্দির বিরাজমান, এখনও এখানকার নাগর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের অধিপতি গাইকবাড়ের মঙ্গলের জন্ত শাস্তি পাঠ করিয়া থাকেন। এখনও পশ্চিম ভারতের সহস্র সহস্র যাত্রী এখানে আগমন করিয়া থাকেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, বঙ্গের অনেকেই হটিকেশ্বরের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই।

বড়নগর ও উহার চারি দিকে পঞ্চকোশের মধ্যে নাগরখণ্ডবর্ণিত পূর্বোক্ত দেবমন্দির ও তীর্থগুলি এখনও বিদ্যমান (৯)। এখানকার স্বরস্বতীনদী স্থানীয় লোকের নিকট গঙ্গার ত্রায় পূণ্যপ্রদ। যে রুদ্রমাল নামক নাগকুমারের হত্যাগ্রযুক্ত পূর্বতন ব্রাহ্মণগণ গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, এই পঞ্চকোশী হটিকেশ্বর ক্ষেত্রের মধ্যে সিন্ধুপুর নামক স্থানে সরস্বতীনদী তীরে সেই রুদ্রমালের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজও দর্শকবৃন্দের নয়ন আকর্ষণ করিয়া থাকে। নাগর ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, এমন এক সময় ছিল, যখন ভারতের সকল স্থান হইতে লক্ষ

(৫) "The word Nagar is the adjective form of *Nagar*, a city. It is applied to several (six) principal castes of Brahmans in Gujarat, getting their designations respectively from certain towns in the north eastern portion of that province."

( Wilson's Indian castes, Vol II., p. 96. )

(৬) নাগর খণ্ডে লিখিত আছে, ত্রিজাতের আগমনের পূর্বে নাগের উৎপাতে হটিকেশ্বর ক্ষেত্র জনশূন্য হইয়াছিল। তিনি আবার নানাস্থান হইতে ৬৫ গোত্র ব্রাহ্মণ অনিয়া স্থাপন করেন।

( নাগরখণ্ড-১৮ অঃ )।

(৭) *Epigraphia Indica*, Vol. I., p. 295.

(৮) নাগরখণ্ডেও লিখিত আছে, সমাজচ্যুত 'চম্পশর্মা ও তাঁহার সহচর সরস্বতী নদীর দক্ষিণকূলে নগরেশ্বর ও নগরাদিত্য নামে মূর্তি স্থাপন করেন। ( নাগরখণ্ড-১০০ অঃ ) এরূপ হলে বাহু নাগরেরা যে, এখানেও নগর নামে একটা পুর স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব নহে।

(৯) See Campbell's *Bombay Gazetteer*, Vol VII., and *Lists of the Antiquarian Remains in the Bombay Presidency* by J. Burgess, p. 169.

লক্ষ তীর্থযাত্রী নগর বা হাটকেবল ক্ষেত্রে আগমন করিত। এখানকার পাণ্ডাগণের অহুচরেরা ভারতের সর্বত্রই যাত্রীর অহুসন্ধান ঘুরিয়া বেড়াইত। বাস্তবিক এখনও দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে নাগর ব্রাহ্মণ দেখা যায়। তাঁহারা এখনও কেবল নাগরাক্ষরেই সমস্ত ধর্ম পুস্তকাদি লিখিয়া থাকেন। এমন কি সূদূর দ্রাবিড় ও কর্ণাট অঞ্চলে—যেখানে অপর কোন জাতি নাগরাক্ষর ব্যবহার করে না,—তথায় এই নাগর ব্রাহ্মণেরা বহুশতাব্দী বাস করিয়া মাতৃভাষা পরিভাষা করিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের জাতীয় নাগরাক্ষর এখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এখনও তাঁহারা নাগরাক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ হাডলটনষ্টোক সাহেব বিজয়নগর ও আনগুণ্ডীর নিকটবর্তী নাগর ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “বিজয়নগর ও আনগুণ্ডী রাজ্যগণের প্রাধান্যকালে তাঁহারা এ অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারা কনাদা ভাষায় কথা কহেন, কিন্তু পুস্তকাদি লিখিবার সময় কেবল নাগরী অক্ষরই ব্যবহার করিয়া থাকেন” (১০)।

পূর্বে যাঁহা লিখিয়াছি, মনোযোগ পূর্বক তাঁহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে নিঃসন্দেহ স্থির হইবে, ত্রিজাত কর্তৃক আনীত ব্রাহ্মণগণ নগর নামক পুরে বাস নিবন্ধন নাগর (১১) নামে বিখ্যাত হন। তাঁহাদের ব্যবহৃত ভাষা নাগর এবং অক্ষর নাগর বা নাগরী নামে প্রচলিত হয়। তাঁহাদের সহিত যে নাগরাক্ষরের বিশেষ সংশ্রব আছে, তাঁহা বহু দিন হইতে বিদেশবাসী নাগরগণের ব্যবহৃত অক্ষরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নগরনামক পুণ্যবাসী নাগর ব্রাহ্মণগণ ধর্মপরায়ণ প্রাচীন হিন্দুরাজ্যগণের সময়ে গুজরাটের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সোমনাথপত্তনে গিয়া বাস করেন। প্রভাস বা সোমনাথপত্তনের আর একটি প্রাচীন নাম দেবনগর। এই দেবনগরবাসী নাগর ব্রাহ্মণেরা যে অক্ষরে আপনাদের ধর্ম গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ করেন, বোধ হয়, পরবর্তী কালে তাঁহাই দেবনাগরী নামে খ্যাত হয়।

#### নাগরাক্ষর কত দিনের ?

কত দিন হইতে নাগরাক্ষর উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাঁহা স্থির করা অতি কঠিন। এ দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, যে দিন হইতে লিখিবার প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে সেই দিন হইতেই নাগরাক্ষরের উৎপত্তিনির্ণয় করিতে হইবে। উদয়পুরবাসী প্রাচীন লিপিমাল্য প্রণেতা পণ্ডিত গৌরীশঙ্করও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমার সামান্য বিবেচনায় উক্ত পণ্ডিতগণের কথা সমাটীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

(১০) Indian Antiquary. 1874. p. 230.

(১১) নাগর ব্রাহ্মণেরা এখনও অপর সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য এই লোকটির আবৃত্তি করিয়া থাকেন,—

“শ্রেষ্ঠা গাঃ পশুনাঞ্চ বথা পদ্মসমুত্তবা।

বিপ্রাণামিহ সর্বেষাং তথা শ্রেষ্ঠা হি নাগরাঃ ।” (নাগরখণ্ড ১৩১১০)।

যে সকল প্রাচীন গ্রন্থে ভারতীয় প্রাচীন লিপিসমূহের নামোল্লেখ আছে, সে সকল গ্রন্থে নাগরী লিপির আদৌ উল্লেখ নাই। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি—

প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থ ললিতবিস্তরে লিখিত আছে, বিশ্বামিত্র দারকাচার্য্য সিদ্ধার্থকে লিপি শিখাইতে আসিলে বুদ্ধদেব শিক্ষার পূর্বেই গুরুর নিকট এই ৬৪ প্রকার লিপির পরিচয় দিয়াছিলেন—যথা ১ ব্রাহ্মী, ২ খরোষ্ঠী, ৩ পুন্ডরসারী, ৪ অঙ্গলিপি, ৫ বঙ্গলিপি, ৬ মগধলিপি, ৭ মাজ্জল্যলিপি, ৮ মল্লয়ালিপি, ৯ অঙ্গুলীয়লিপি, ১০ শকারিলিপি, ১১ ব্রহ্মলীলিপি, ১২ জাবিড়লিপি, ১৩ কিনারিলিপি, ১৪ দক্ষিণলিপি, ১৫ উগ্রলিপি, ১৬ সজ্জালিপি, ১৭ অমুলোমলিপি, ১৮ দরদলিপি, ১৯ খাস্তলিপি, ২০ চীনলিপি, ২১ হুণলিপি, ২২ মধ্যাক্ষরবিস্তরলিপি, ২৩ পুষ্পলিপি, ২৪ দেবলিপি, ২৫ নাগলিপি, ২৬ যক্ষলিপি, ১৭ গন্ধর্ভলিপি, ২৮ কিল্মরলিপি, ২৯ মহোবগলিপি, ৩০ অম্বরলিপি, ৩১ গকড়লিপি, ৩২ মৃগচক্রলিপি, ৩৩ চক্রলিপি, ৩৪ বায়ুমকল্লিপি, ৩৫ ভোমদেবলিপি, ৩৬ অন্তরীক্ষদেবলিপি, ৩৭ উত্তরকুরুদ্বীপলিপি, ৩৮ অপরগোড়লিপি, ২৯ পূর্ববিদেহলিপি, ৪০ উৎক্ষেপলিপি, ৪১ নিক্ষেপলিপি, ৪২ বিক্ষেপলিপি, ৪৩ প্রক্ষেপলিপি, ৪৪ সাগরলিপি, ৪৫ বজ্রলিপি, ৪৬ লেখ প্রলিখলিপি, ৪৭ অমুদ্রতলিপি, ৪৮ শাস্ত্রাবর্তলিপি, ৪৯ গণনাবর্তলিপি, ৫০ উৎক্ষেপাবর্তলিপি, ৫১ নিক্ষেপাবর্তলিপি, ৫২ পাদলিখিতলিপি, ৫৩ দ্বিক্তরপদসঙ্কিলিপি, ৫৪ দশোত্তরপদসঙ্কিলিপি, ৫৫ অধ্যাহারিণিলিপি, ৫৬ সর্করুতসংগ্রহলিপি, ৫৭ বিদ্যানুলোমালিপি, ৫৮ বিমিশ্রিতলিপি, ৫৯ ঋষিতপস্তপা, ৬০ রোচমানা, ৬১ ধরনীপ্রেক্ষণ, ৬২ সর্বোষধিনিষান্দা, ৬৩ সর্কসারসংগ্রহী এবং ৬৪ সর্কভূতরুতগ্রহলিপি ( ১২ ) ।

জৈনদিগের প্রাচীনতম একাদশাঙ্গের মধ্যে সময়ায়নামক ৪র্থ অঙ্গে লিখিত আছে, আদি জিন ঋষভদেবের ছহিতা ব্রাহ্মীকে আশ্রয় করিয়া যে লিপি হয়, তাহাই ব্রাহ্মী । ব্রাহ্মী প্রভৃতি

(১২) “অথ বোধিসত্ত্ব উরুগসাবচন্দনময়ং লিপিকলকমাদায় দিবাবর্ণকং সুবর্ণচিত্রকং সমস্তান্নবিব্রজ-  
প্রত্যুপ্তং বিশ্বামিত্রমাতাচার্য্যমেনমাত। কতমাং ভো উপাধ্যায় লপিং মে শিক্ষয়িষ্যসি। ব্রাহ্মীং খরোষ্ঠীং  
পুন্ডরসারীং অঙ্গলিপিং বঙ্গলিপিং মগধলিপিং মাজ্জল্যলিপিং মল্লয়ালিপিং অঙ্গুলীয়লিপিং শকারিলিপিং ব্রহ্ম-  
বলীলিপিং জাবিড়লিপিং কিনারিলিপিং দক্ষিণলিপিং উগ্রলিপিং সজ্জালিপিং অমুলোমলিপিং অর্দ্ধমুললিপিং  
দরদলিপিং খাস্তলিপিং চীনলিপিং হুণলিপিং মধ্যাক্ষরবিস্তরলিপিং পুষ্পলিপিং দেবলিপিং নাগলিপিং যক্ষ-  
লিপিং গন্ধর্ভলিপিং গকড়লিপিং মৃগচক্রলিপিং চক্রলিপিং বায়ুমকল্লিপিং ভোমদেবলিপিং অন্তরীক্ষদেবলিপিং  
উত্তরকুরুদ্বীপলিপিং অপরগোড়লিপিং পূর্ববিদেহলিপিং উৎক্ষেপলিপিং নিক্ষেপলিপিং বিক্ষেপলিপিং  
প্রক্ষেপলিপিং সাগরলিপিং বজ্রলিপিং লেখপ্রলিখলিপিং অমুদ্রতলিপিং শাস্ত্রাবর্তলিপিং গণনাবর্তলিপিং  
উৎক্ষেপাবর্তলিপিং নিক্ষেপাবর্তলিপিং পাদলিখিতলিপিং দ্বিক্তরপদসঙ্কিলিপিং যাবদশোত্তরপদসঙ্কিলিপিং  
অধ্যাহারিণিলিপিং সর্করুতসংগ্রহলিপিং বিদ্যানুলোমালিপিং বিমিশ্রিতলিপিং ঋষিতপস্তপ্তাং রোচমানক-  
রনীপ্রেক্ষণলিপিং সর্বোষধিনিষান্দাং সর্কসারসংগ্রহীং সর্কভূতরুতগ্রহণীমাসাংভো উপাধ্যায় চতুঃষষ্টিলিপীনাং  
কতমাং লপিং মাং ভুং শিক্ষয়িষ্যসি।” ( ললিতবিস্তর ১০ অঃ ) ।

১৮ প্রকার লেখন-প্রক্রিয়ার নাম যথা—১ ব্রাহ্মী, ২ যবনালী, ৩ দোষ উপরিকা, ৪ খরোষ্ট্র, ৫ খরসাবিকা, ৬ পার্শ্বতীয়া, ৭ উচ্চতুরিকা, ৮ অক্ষরপুস্তিকা, ৯ ভোগবয়স্থা, ১০ বেয়-ণতিয়া, ১১ নিবা হইয়া, ১২ অঙ্কলিপি, ১৩ গণিতলিপি, ১৪ গন্ধর্বলিপি, ১৫ আদর্শলিপি, ১৬ মাহেশ্বরলিপি, ১৭ দামলিপি, এবং ১৮ বোলিদিলিপি (১৩)

জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনানুস্ময়েণ এইরূপ ১৮ প্রকার লিপির উল্লেখ আছে। যথা—১ ব্রাহ্মী, ২ যবনালী, ৩ দামপুরী, ৪ খরোষ্ট্র, ৫ পুষ্কর শারী, ৬ ভোগবহিকা, ৭ পহারাইয়া, ৮ অন্তরকরী, ৯ অক্ষরপুস্তিকা, ১০ বেণলিয়া, ১১ নিহিয়া, ১২ অঙ্কলিপি, ১৩ গণিতলিপি, ১৪ গন্ধর্বলিপি, ১৫ আদর্শলিপি, ১৬ মাহেশ্বরী, ১৭ ব্রাবীড়ী, ও ১৮ পোলিন্দালিপি ( ১৪ )। কেহ কেহ বলিতে পারেন, উপরোক্ত লিপিসমূহের মধ্যে দেবলিপি, ভৌমদেবলিপি ও অন্তরীক্ষ দেবলিপি এই যে তিন প্রকার লিপির উল্লেখ আছে, ইহার কোনটী দেবনাগর হইতে পারে, এবং সেই দেব বা ভৌমদেবলিপিই এখন দেবনাগর বা কেবল নাগর নামে অভিহিত হইতেছে। কিন্তু আমায় বিবেচনায় যখন স্পষ্ট নাগর শব্দের উল্লেখ নাই, তখন কেবল দেবশব্দ ধরিয়া নাগরলিপির কল্পনা করিতে পারি না।

এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, প্রাকৃত চন্দ্রিকারচয়িতা শেষকৃষ্ণ ( খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে ) সাতাইশ প্রকার অপভ্রংশ ভাষার মধ্যে নাগর, উপনাগর ও দৈব নামে তিনটী স্বতন্ত্র ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন। হয়ত যেমন তিনটী ভাষা ছিল, তেমনি তিন প্রকার অক্ষরও প্রচলিত ছিল। ললিতবিস্তরে যে ভৌম দেবলিপির উল্লেখ আছে, হয় ত দৈব বা দেবভাষার অক্ষরের সহিত তাহার সৌসাদৃশ্য থাকিতে পারে।

কিন্তু দেবলিপি বলিলে যে, নাগরাক্ষরকে বুঝাইতে পারে। এমন কোন প্রমাণ পাইলাম না। নাগর বলিলে স্থল বিশেষে দেবনাগর অক্ষরকেও বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু দেবাক্ষর বলিলে আমরা সন্দেহ বুঝি না। এদেশে যাহার লেখা সহজে বুঝা যায় না, নিতান্ত অস্পষ্ট,

(১৩) “বস্তী এবং লিখী ষষ্ঠাবসবিহলেক্ষক বিহাণে। বস্তী জবনালিয়া দোষউরিয়া খরোষ্টিয়া খরসাবিয়া পহারাইয়া উচ্চতররিয়া অক্ষরপুথিয়া ভোগবয়স্থা বেয়ণতিয়া পিরাহইয়া অঙ্কলিবি গণিত-লিবি গন্ধর্বািক আদম্মলিবি মাহেশ্বরলিবি দামিলিবি বোলিদিলিবি।” ( সমবায় হৃত )

(১৪) “বস্তীএণম লিবিএ আটঠারসবিহলেক্ষ বিহাণে পরন্তে তান্ বস্তী জবনালিয়ার দামপুরিয়া খরোষ্ট্রী পুষ্কবসারিযা ভোগবইয়া পহারাইয়া উ য অন্তরকরিয়া অক্ষর পুট্টিয়া বেণলিয়া নিহইয়া অঙ্কলিবি গণিতলিবি গন্ধর্বলিবি আবাসলিবি মাহেশ্বরী দামিনী পোলিন্দা সেত্তত্ত ভাবাবিয়া ॥” (প্রজবর্ণা হৃত)

টীকাকার মলয়গিরে লিখিয়াছেন “ব্রহ্মীযবনালীত্যাধয়ো লিপিত্তেদান্তে সম্প্রদায়বসেযঃ। জৈনদিগের মতে মহাবীরের সময়েই অঙ্গ সমূহ প্রচলিত এবং মহাবীরের নির্বাণের ১০০ বর্ষ পরে ( অর্থাৎ ৩০৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে ) পাটলিপুত্রের ব্রাহ্মসভা সংগৃহীত হয়। শেষ সময় বহিরা লইলেও স্বীকার করিতে হয় খৃষ্টীয় পূর্ব ৪র্থ শতাব্দে নাগর লিপি ছিল না, সমবায়কে “জবনালিয়া” যে উল্লেখ আছে তাহাই গাবিদি বর্ণিত যবনালী লিপি।

সেই লেখাকেই সাধারণে দেবাক্ষর বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। একরূপ স্থলে দেবলিপি বা ভোমদেবলিপিকে নাগরাক্ষর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

খৃষ্ট জন্মের পূর্বে ২১৩ শতাব্দী মধ্যে ললিতবিস্তর রচিত হয়। জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনাস্ত্র শ্রামার্য্য (১ম কালকাচার্য্য) কর্তৃক রচিত হয়। পরতরগচ্ছীয় পট্টাবলীর মতে, বীর-নির্করণের ৩৭৬ বর্ষ পরে শ্রামার্য্য আবিভূত হন (বিশ্বকোষে জৈন শব্দ দ্রষ্টব্য)। একরূপ স্থলে স্বীকার করিতে হইবে, প্রায় ছই হাজার বর্ষ পূর্বে কোন অক্ষরের নাগরী নাম ছিল না।

তবে কোন সময় হইতে নাগর বা নাগরী নাম প্রথম প্রচলিত হইল ?

জৈনদিগের ধর্মশাস্ত্র নন্দীসূত্রে আমরা সর্বপ্রথম নাগরীলিপির উল্লেখ পাই। জৈন-পণ্ডিত লক্ষ্মাবল্লভগণি তদ্বিরচিত কল্পসূত্রকল্পদ্রুমকলিকানামক কল্পসূত্রের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

“অথ শ্রীশঙ্করভ দেবেন ব্রাহ্মী দক্ষিণ হস্তেন অষ্টাদশ লিপয়ো দশিতাঃ। নন্দীসূত্রে উক্তা যথা—১ হংসলিপি, ২ ভূতলিপি, ৩ যক্ষলিপি, ৪ রাক্ষসীলিপি, ৫ উড্ডীলিপি, ৬ যাবনীলিপি, ৭ তুরকীলিপি, ৮ কীরীলিপি, ৯ দ্রাবিড়ীলিপি, ১০ সৈন্ধবীলিপি, ১১ মালবীলিপি, ১২ নড়ীলিপি, ১৩ নাগরীলিপি, ১৪ পারসীলিপি, ১৫ লাটীলিপি, ১৬ অনিমিত্তলিপি, ১৭ চাণকীলিপি, ১৮ যোগদেবী। দেশবিশেষাদৃষ্টা অপি লিপয় তদযথা ১ লাটী, ২ চৌড়ী, ৩ ডাহলী, ৪ কাণড়ী, ৫ গুজরী, ৬ সোরসী, ৭ মরহটী, ৮ কোঙ্কণী, ৯ খুরাসানী, ১০ মাগধী, ১১ সৈংহলী, ১২ হাড়ী, ১৩ কীরী, ১৪ হন্দীরী, ১৫ পরতীরী, ১৬ মসী, ১৭ মাগবী, ১৮ মহাযোবী ইত্যাদয়ো লিপয়ঃ পুনরক্ষাণাঃ গণিতকলা দর্শিতাঃ বানহস্তেন স্কন্দরী প্রতিলিপি দর্শিতা।”

নন্দীসূত্র ও কল্পসূত্রের রচনা প্রণালী প্রায় একরূপ। জৈনচার্য্যাগণ বলিয়া থাকেন, কল্পসূত্রের কিছু পূর্বে নন্দীসূত্র প্রচারিত হয়। কল্পসূত্র আনন্দপুরে (বর্তমান বড় নগরে) বলভীরাজ কুবসেনের আদেশে বীরনির্করণের ৯৮০ বর্ষ পরে (৪৫৩ খৃষ্টাব্দে) সঙ্কলিত হয়। প্রায় সেই সময়ে কি তাহার কিছু পূর্বে নন্দীসূত্রও সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে। —সেই স্থলে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে আমরা সর্বপ্রথম নাগরলিপির সন্ধান পাই। খৃষ্টীয় ৪র্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থে নাগরলিপির এখনও সন্ধান পাই নাই। অশোক ও অশ্বমহান, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর পূর্বে কোন বিশেষ লিপির নাগরী নাম হয় নাই। যখন ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ববর্তী প্রাচীন পুস্তকে নাগরলিপির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না এবং কোন সময় হইতে নাগরাক্ষর আরম্ভ হইয়াছে, তাহারও যখন কোন স্থিরতা নাই, তখন ভারতের নানাস্থান হইতে যে সকল নাগরাক্ষরে উৎকীর্ণ প্রাচীনতম শিলাফলক তাম্রশাসনাদি এবং নাগরী অক্ষরে লিখিত প্রাচীনতম হস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, আপাততঃ সেই সমুদয় পরিদর্শন করা চাই। একরূপ স্থলে ছই এক খানি প্রাচীন ক্ষোদিত লিপি বা হস্তলিপি হইলে চলিবে না। এসিয়াটিক সোসাইটির ভিত্তিস্থাপন হইতে এ পর্য্যন্ত প্রত্নতত্ত্ববিদগণের যত্নে যত ক্ষোদিত লিপি বা হস্তলিপি সংগৃহীত হইয়াছে এবং নিজের অনুসন্ধান দ্বারা যত দূর আবিষ্কৃত হইতে পারে,

তৎসমুদায়ের অক্ষরবিজ্ঞান মনে সংযোগপূর্বক আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক । সুতরাং নাগরাক্ষরের পূর্বাধার লিপিবিশিষ্ট হইয়া থাকা বহু অনুসন্ধান ও বহু সময়সাপেক্ষ । বিষয়টি অতিশয় গুরুতর হইলেও এ সম্বন্ধে সবিশেষ মনোযোগ করি, এরূপ সময় আমার নাই । সেই জন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি এই গুরুভার গ্রহণ করেন, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ ।

উপস্থিত অল্প অনুসন্ধান দ্বারা যাহা আমি স্থির করিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে লিখিতে বাধ্য হইলাম ।

বৈদিক সময়ে ভারতবর্ষে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা এখনও স্থির হয় নাই । অনেকের মতে বৈদিক সময়ে ভারতে লিপিপদ্ধতি ছিল না, তখন সমস্তই মুখে মুখে চলিয়া আসিত বলিয়াই বেদের অপর নাম শ্রুতি হইয়াছে । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধারণা, পাণিনিতে যে “যবনালিপি”র উল্লেখ আছে, তদ্বারা বোধ হয় যে ভারতে প্রথমতঃ যবনলিপির প্রচলিত হয় । তাহাই পরে ভারতীয় লিপি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে ( ১৫ ) । পণ্ডিত সত্যরত সামাশ্রমী প্রমাণ করিয়াছেন যে, মূল বেদ ও উপনিষদ রচিত হইবার অব্যবহিত পরে এবং বেদের নিকরুক্তকাল যাক্ষের পূর্বে পাণিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন । তাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিলে বোধ হয় যে, অন্ততঃ তিন হাজার বর্ষ পূর্বে পাণিনি বিদ্যমান ছিলেন ( ১৬ ) । পাণিনির অৱা২১ সূত্রে “লিপিকর” শব্দের উল্লেখ আছে, ইহাতে যে তাঁহার সময়ে লিপি প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । পণ্ডিত গোল্ডষ্টুকারের মতে, পাণিনিতে যে “যবনানি” শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা Cuneiform writing হইতে পারে ( ১৭ ) । কাহারও অনুমান, পাণিনির সময় ব্রাহ্মণগণের প্রবর্তিত ব্রাহ্মী অক্ষর প্রচলিত ছিল, সেই অক্ষরের সহিত পার্থক্য প্রদর্শনের জন্যই পাণিনি যবনলিপির উল্লেখ করিয়া থাকিবেন । তৎপরে খরোষ্ঠী প্রভৃতি লিপির উদ্ভাবন হইয়াছে । ব্রাহ্মীলিপি নাগরের বহু পূর্ববর্তী প্রাচীনতম লিপি হইলেও বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত তাহাকেই আমরা ভারতের আদি অক্ষর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না । জৈনদিগের প্রজ্ঞাপনাসূত্রে লিখিত আছে, ‘অর্দ্ধ মগধী ভাষা যাহাতে প্রকাশ করা যায়, তাহাই ব্রাহ্মীলিপি’ ( ১৮ ) । কিন্তু যে লিপি বেদবাস ব্রাহ্মীকির অমৃতময়ী লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, সেই লিপি কি ? তাহা এখনও অজ্ঞাত ।

বুদ্ধদেবের সময় যে ভারতে বহুবিধ অক্ষর প্রচলিত ছিল, ললিতবিস্তর হইতে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি । তাঁহার পর হইতেই ভারতে মগধ-রাজ্যের মহাসমৃদ্ধি লক্ষিত হয় । সে

(১৫) Max Muller's Ancient India, Weber's Indische studien, IV, p. 544.

(১৬) এদ্রিটিক সোদাইট হইতে প্রকাশিত নিকটের ৪র্থ ভাগে “কঃ কালো ব্রাহ্মন ?” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।

(১৭) Prof. Goldstucker's Manava-kalpasutra, preface, p. IG.

(১৮) “সে কিং তং ভাষারিচা ? জেণং অর্দ্ধ মগহাত্র ভাষাএ ভাসেন্তি ব্রথ য নং বস্ত্রীলিপি পবন্তই ।”

( প্রজ্ঞাপন )

সময়ে এখানকার সম্রাটগণ স্থানীয় মগধলিপিই ব্যবহার করিতেন, তাহা নিতান্ত সম্ভবপর । সমস্ত ভারতবর্ষেই যখন মগধ রাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, তখন মগধলিপিও যে, সর্বত্র প্রচলিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? এজ্ঞাই আমরা সিদ্ধনদের পশ্চিম পার্বত্যে সর্বত্রই একরূপ অক্ষরে উৎকীর্ণ অশোকের অনুশাসনলিপি নয়নগোচর করিয়া থাকি । উক্ত মগধলিপি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া যথাক্রমে শাহ, গুপ্ত, বলভী, চালুক্য প্রভৃতি বংশীয় রাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ লিপির আকার ধারণ করিয়াছে । এই সকল লিপি কিরূপে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহা এ প্রবন্ধের বিষয়ভূত নহে বলিয়া উক্তলিপি সমূহের পরিচয় এখানে দিলাম না ; প্রবন্ধান্তরে এই বিষয় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল ।

আমি স্থির করিয়াছি, প্রাচীন মগধলিপি হইতেই মৈথিল ( পূর্ব বিদেহ ), বঙ্গ প্রভৃতি লিপি উৎপন্ন হইয়াছে, নাগরলিপিও মগধলিপিসম্ভূত । কিরূপে ও কত দিন হইল মাগধী লিপি হইতে নাগরাক্ষরের প্রকাশ হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই প্রমাণ করিতে হইবে ।

পরাক্রান্ত গুপ্তরাজগণ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত মগধের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন । তাঁহাদের সময়কার লিপিসংযুক্ত শিলাফলক ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে । তদ্বারা জানা যায়, যে খৃষ্টীয় ৪র্থ হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব প্রান্ত বঙ্গ উৎকল পর্য্যন্ত গুপ্তমগধলিপি ব্যবহৃত হইত ( ১২ ) । সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে মগধরাজ আদিত্যসেনের শিলালিপিতে আমরা নাগরীলিপির স্পষ্ট সূচনা দেখিতে পাই । গয়া জেলার অন্তর্গত নবাবী থানার এলাকাধীন শকরী নদীর ডান ধারে জাকরপুর বা অফুড় নামে একটা প্রাচীন গ্রাম আছে, সেখানকার এক প্রাচীন মন্দিরে বরাহমুর্তির নিকট ঐ শিলালিপি থানি ছিল । তৎকালীন নামধেয় এক গোড়বাসী কর্তৃক ঐ লিপি থানি উৎকীর্ণ হইয়াছে । প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফ্রিট্ সাহেব ঐ লিপি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, “এই ক্ষেদিত লিপির অক্ষরকে ( খৃষ্টীয় ) ৭ম শতাব্দীর মাগধী-কুটিল ( ২০ )

( ১২ ) গুপ্ত সম্রাটগণের সময়ে এই লিপি ভারতের সর্বত্র প্রচলিত ছিল বলিয়া ইহাকে গুপ্তলিপির পরিভাষা দেওয়া গেল । বাস্তবিক এই লিপি গুপ্তসম্রাটগণেরও বহু পূর্বে প্রচলিত হইয়াছিল । পঞ্জাব, গুজরাট ও মথুরা অঞ্চল হইতে শাহ ( শক )-রাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ যে সকল প্রাচীন শিলালিপি ও মুদ্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে গুপ্তলিপির নিদর্শন আছে । বাকুড়ার হুগুনিয়া পাহাড় হইতে প্রবল প্রতাপাধিত গুপ্তসম্রাট, সমুদ্রগুপ্তেরও পূর্ববর্তী মহারাজ চন্দ্রবর্মার যে শিলালিপি আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছি, তাহাতেও গুপ্তলিপির পূর্ণবিকাশ লক্ষিত হয় । আমার বিবেচনায় অশোকলিপি হইতেই শাহ এবং তাহা হইতেই গুপ্তলিপির ক্রমবিকাশ হইয়াছে ।

( ২০ ) হিন্দুরাজ লয়ের ১০৪৯ সন্থতে উৎকীর্ণ দেবল-প্রশস্তিতে কুটিলাক্ষর শব্দের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়,—

“বিক্রমরেন্তনয়েন চা পিতা সৌভেন করণেনৈনৈষা ।

কুটিলাক্ষরাণি বিব্রুবা তৎকালিত্যন্তিধানেন ।” Epigraphia Indica, Vol., I. p. 81.

নামক অক্ষর বলা যাইতে পারে । বাস্তবিক বর্তমান দেবনাগরী হইতে ইহার অল্পই ভেদ লক্ষিত হয়” ( ২১ ) ।

আদিত্যসেনের পূর্ববর্তী গুপ্তরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ লিপিতে যুক্তস্বরগুলির স্থান-প্রণালী এখনকার বঙ্গীয় বা নাগরাক্ষরের মত নহে, বরং এখনকার তিব্বতীয় ( ২২ ) অক্ষরের সহিত অনেক সৌসাদৃশ্য আছে । কিন্তু উক্ত অফসড়লিপির যুক্ত স্বর প্রাচীন গুপ্তলিপির যুক্ত স্বরের মত নহে, বরং মৈথিলী বা প্রাচীন নাগরাক্ষরে লিখিত পুথির যুক্তাক্ষরের সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে । অফসড়লিপির স্বর ও ব্যঞ্জনের আকার লামামণ্ডলপ্রশস্তি ( ২৩ ) ও ভাটিন্দার শিলাফলকে ( ২৪ ) পূর্তা প্রাপ্ত হইয়াছে । ত্রীপুত্রের শবররাজগণের শিলালিপির অক্ষরও অফসড় লিপির ক্রমবিকাশ ( ২৫ ) । ভাটিন্দা-শিলাফলক খানি যদিও পঞ্জাব অঞ্চলে আবিস্কৃত হইয়াছে, তথাপি উহার যুক্তস্বর ভিন্ন অপরাপর অক্ষরের সহিত প্রাচীন ও আধুনিক মৈথিল অক্ষরের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে । আমাদিগের গোড়রাজ ধর্মপালের তাম্রফলকে উৎকীর্ণ অক্ষরও ভাটিন্দা-লিপির অনুরূপ ( ২৬ ) ।

যদিও অফসড়-লিপির পূর্ববর্তী গুপ্তলিপিতে যুক্তস্বর সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল, অর্থাৎ বর্তমান ভোটিাক্ষরের যুক্ত স্বরের মত ছিল, তথাপি তাহাই যে ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া বর্তমান মৈথিল, বঙ্গ ও নাগরাক্ষরের যুক্তস্বরের আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । বখ্শালী হইতে সারদা অক্ষরে লিখিত যে প্রাচীন পুথি আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহার বর্ণমালাই আমায় প্রস্তাবের অনেকটা সমর্থন করিতেছে । ডাক্তার হোরণলি সাহেবের মতে, ঐ পুথিখানি প্রায় খৃষ্টীয় ৮ম কি ৯ম শতাব্দির মধ্যে লিখিত হইয়া থাকিবে ( ২৭ ) । ঐ পুথি লিখিত ক, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ণ, ত, দ, ধ, প, ব, ম প্রভৃতি অনেক অক্ষরের সহিত প্রাচীন বঙ্গাক্ষর ও এখনকার মৈথিল হস্তলিপির বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে । আবার অনেক যুক্তস্বর ও ব্যঞ্জনের সহিত অফসড় প্রভৃতি গুপ্তলিপির সম্পূর্ণ মিল দেখা যায় । ইহাতে বোধ হয়, উক্ত সারদা

( ২১ ) Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol., III. p. 202.

( ২২ ) ভোন্-মি-সন্-ভো-ট নামে এক ব্যক্তি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দি ভারতীয় বর্ণমালা তিব্বতে প্রকাশ করেন । সেইজন্ত খৃষ্টীয় ৭ম বা তৎপূর্ববর্তী উত্তর ভারতীয় বর্ণমালার সহিত এখনকার তিব্বতীয় অক্ষরের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে । ভারত হইতে বহুদিন হইল, যে অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াছে, তিব্বতে এখনও তাহা প্রচলিত ।

( ২৩ ) Epigraphia Indica, Vol. I. p. 10.

( ২৪ ) Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. XXIII. plate XXVII.

( ২৫ ) Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. XVII plates IX, XVIII, XIX, and XX.

( ২৬ ) Journal Asiatic Society of Bengal, Vol. LXIII, pt. I, plate III.

( ২৭ ) Indian Antiquary, Vol. XII. p. 89.

অক্ষরও মগধ বা গোড় হইতে প্রথম উদ্ভাবিত হয় এবং তৎপরে কাশ্মীর পঞ্জাব অঞ্চলে প্রচলিত হইয়া থাকিবে, কারণ ঐ লিপির সহিত সাময়িক গোড়লিপির সোসাদৃশ্য থাকিলেও তৎকাল-প্রচলিত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লিপিসমূহের সহিত এরূপ সাদৃশ্য নাই। এরূপ স্থলে দূরদেশে প্রচারিত হইবার অন্ততঃ খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে গোড়রাজ্যে ঐ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা অনায়াসেই স্বীকার করা যায়।

অতএব যে সময়ে মগধরাজ্যে অক্ষর উদ্ভাবিত হয়, সেই সময় বা তাহার অল্প পরেই আধুনিক লিপিমূলক মৈথিল ও বঙ্গাক্ষর প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

এখানে আপত্তি উঠিতে পারে, যদি খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে বর্তমান মৈথিল ও বঙ্গাক্ষর প্রচলিত হইয়া থাকে, তবে গোড়রাজ ধর্মপালের লিপিতে বর্তমান গোড়াক্ষরের প্রকৃত-রূপ প্রদত্ত হয় নাই কেন? ইহার উত্তর এই, ধর্মপালের পিতা গোপাল মগধে রাজত্ব করিতেন, সে সময় অক্ষর পরিবর্তন হইলেও তিনি রাজকীয় দানপত্রাদিতে পূর্বতন মগধলিপি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই (২৮)। কিন্তু ধর্মপাল ও দেবপালের পরবর্তী পালরাজগণ পূর্বাঙ্কর পরিত্যাগ করিয়া তৎকালপ্রচলিত অক্ষরেই তাম্রশাসন ও শিলাফলকাদি উৎকীর্ণ করাইয়াছেন। তাঁহাদের প্রচলিত অক্ষরের সহিত গুপ্তলিপির কোন মিল নাই। সেই অক্ষরই প্রকৃত গোড় অক্ষর (২৯)। ঐ সকল লিপি নিতান্ত অল্প সময় মধ্যে কিছু পূর্ণতা লাভ করে নাই। পূর্ণতা ও পুষ্টিতা লাভ করিতে অন্ততঃ দুই তিন শতাব্দীর কম সময় লাগে নাই। এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দী হইতে গোড়াক্ষর বর্তমান অবস্থায় আসিয়াছে, তাহা অসম্ভব নহে। কিন্তু মূল বঙ্গলিপি তদাপেক্ষা অনেক প্রাচীন, কারণ দুই হাজার বর্ষেরও পূর্ববর্তী ললিতবিস্তরে বঙ্গলিপির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বারাস্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। নাগরালিপি তত প্রাচীন নহে।

বর্তমান নাগরাক্ষরে লিখিত যত শিলাফলক, তাম্রশাসন ও হস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বগুন্না হইতে প্রাপ্ত ৪১৫ শকে উৎকীর্ণ গুজররাজ দক্ষপ্রশান্তরাজের তাম্রশাসনই সর্বপ্রাচীন (৩০)। এই তাম্রশাসনের সর্বাংশই তখনকার গুজরাটী অক্ষরে লিখিত হইলেও সর্বশেষে রাজার স্বাক্ষর স্থানে এই কএকটি কথামাত্র নাগরাক্ষরে লিখিত—

“স্বহস্তোয়ং মম শ্রীবিতরাগস্থনোঃ শ্রীপ্রশান্তরাজস্ত।”

কেবল রাজার স্বাক্ষর নাগরাক্ষরে লিখিত হওয়ায় স্পষ্টই জানা যাইতেছে, গুজরাটে ভিন্ন

(২৮) নালন্দা হইতে মহারাজ গোপালদেবের যে উৎকীর্ণলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোন অংশ আধুনিক ভাবে ধারণ করিলেও অনেকাংশে অক্ষরগুলির সদৃশ। (Cunningham's Archaeological Survey Reports Vol. I, plate XIII, No. 1. দ্রষ্টব্য)।

(২৯) Cunningham's Archaeological Survey Reports. Vol. III, plates XXXV, XXVI, XXVII অণোকাবল, বয়পাল, নারায়ণপাল প্রভৃতির গয়ায় শিলালিপির প্রতিকৃতি দ্রষ্টব্য।

(৩০) Indian Antiquary, Vol XVII.

(Cave) অক্ষর প্রচলিত থাকিলেও, তৎকালে বা তৎপূর্ব্ব হইতেই রাজপরিবারগণ নাগরাক্ষরে লিখন অভ্যাস করিতেছিলেন। উপরোক্ত দন্দের তাম্রশাসনের পর দ্বারকাপুরীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব সমুদ্রকূলে অবস্থিত ধিনিকি গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত ৭৯৪ সম্বতে উৎকীর্ণ সৌরাষ্ট্ররাজ জাইঙ্কদেবের তাম্রশাসনে নাগরাক্ষরের পূর্ণ প্রচার লক্ষিত হয় ( ৩১ ) জাইঙ্কদেব মহামাত্য ভট্টনারায়ণের অনুমতি লইয়াই মুদগলগোত্র দ্বৈধরকে উক্ত শাসনপত্র দান করেন ( ৩২ )। জাইঙ্কদেবের ঐ তাম্রশাসন দেখিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে, উহার লেখা কোন অপটু লেখকের হস্তপ্রসূত। কিন্তু আমার বিশ্বাস অন্তরূপ। মহারাজ দন্দের হস্তলিপিতে যেমত নাগরাক্ষরের সহিত কতক কতক গুপ্তলিপির আভাস লক্ষিত হয়, জাইঙ্কদেবের লিপিতে সেরূপ আভাস পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু উহা যে বর্তমান নাগরাক্ষরের প্রাচীনতম রূপ, তাহা সহজেই স্বীকার করা যায়। তৎপরেই রাষ্ট্রকূটবাজ দত্তিহর্গ খজ্জাবলোকে ৬৭৫ শকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন দেখিতে পাই। কোলাপুরের অন্তর্গত সামনগড় হইতে ঐ শাসনখানি

(৩১) Indian Antiquary, Vol XII. p. 155.

(৩২) এই ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। গত বর্ষে বাবু উমেশচন্দ্র বটবাল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রতিলিপিসহ ধর্মপালের তাম্রশাসন প্রকাশ করেন। ঐ তাম্রশাসন খানি মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্ধার অনুরোধে নারায়ণভট্টারকে প্রদত্ত হয়। উমেশ বাবু এই নারায়ণ ভট্টারক কনোজাগত শাণ্ডিলাগোত্র ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।

তিনি লিখিয়াছেন—“Having come into Paundravardhan, Bhatta Narayana found a patron, not in A-dicura, as has been hitherto believed, but in one Narayana Varman, who in the Copper plate grant is described as the Mahasamantadhipati of Dharmapala.”

কিন্তু আমার মতে কনোজাগত ভট্ট নারায়ণের সহিত নারায়ণ ভট্টারকের কোন সংশ্ব নাই। তাম্র-শাসনে লিখিত আছে—

“মত মন্ত ভবতাং মহাসামন্তাধিপতি জীনারায়ণবর্ধণা দৃতক যুববাজ ত্রিভুবনপাল মূণেন বয়ম্বে-  
ষিচ্ছাপিতা যথাহম্যভির্দ্যাপিতোরাশ্বনন্দ . পুণ্যভিব্রুকে শুভফলাং দেশকুলং কারিতম্ভ্রত প্রতিষ্ঠাপিত  
ভগবৎ \* নারায়ণভট্টারকায় তৎপ্রাপ্তপালক লাটভিজ্জদেবার্জিকাদি পাদমূল সমেতায় পুঞ্জোপস্থানাদি  
কর্ণণে চতুরো গ্রামান্ অত্রতা হট্টিকাতলবাটকসমেতান্ দদাতু দেব ইতি”।

উক্ত বচনানুসারে জানা যাইতেছে, শুভফলীতে দেবমন্দির ছিল, লাট ব্রাহ্মণেরা সেই দেবের অর্চক নিযুক্ত ছিলেন। নারায়ণ ভট্টারক সেই লাট ব্রাহ্মণদিগের সহিত সংক্রান্ত করিবার জন্য এমত প্রণয়ন করেন। মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণ বর্ধা তাঁহাকে চারিখানি বৃহৎ গ্রাম দেওয়াইয়া এখানে বাস করাইলেন।

উমেশ বাবু অমুমান করেন উক্ত লাটই সম্ভবতঃ কান্তকূজ। কিন্তু আমি বতদূর প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে কোন কালে কি কোন ক্রমে কান্তকূজের অপর নাম লাট ছিল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

\* উমেশ বাবু “মুদ্র” পাঠ করিয়াছেন কিন্তু সোসাইটিতে রক্ষিত মূল তাম্র-শাসনে “বৃদ্ধ” পাঠ দেখিলাম।

আবিষ্কৃত হইয়াছে ( ৩৩ ) । এই তাম্রফলকের অক্ষরবিজ্ঞান অতি পরিপাটী। ইহার ই, ঐ, ঔ, ঋ, ঌ, ৐, এবং ঞ গুঞ্জরাটের প্রাচীন ( Cave ) অক্ষরের রূপ ধারণ করিলেও অপর সকল বর্ণেই নাগরাক্ষরের বিকাশ দৃষ্ট হয় । বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গ ও তৎপরবর্তী গুজ্বাটের রাষ্ট্রকূট রাজগণের যজ্ঞেই নাগরাক্ষরের বহুল প্রচার আরম্ভ হয় ( ৩৪ ), ৭৫৭ শকে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ ২য় ক্রবের তাম্রশাসন ( ৩৫ ), ৮৩৬ শকে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ ইন্দ্র নিত্য-বর্ষের তাম্রশাসন ( ৩৬ ), ৮৫৫ শকে উৎকীর্ণ গোবিন্দ স্তবর্ণবর্ষের তাম্রশাসন ( ৩৭ ), ৮৬২ শকে উৎকীর্ণ রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণ অকালবর্ষের তাম্রশাসনে ( ৩৮ ), এবং ৮৯৪ শকে উৎকীর্ণ অমোঘবর্ষের তাম্রশাসনে যথাক্রমে নাগরাক্ষরের পূর্ণ বিকাশ সংসাধিত হইয়াছে ।

২য় ক্রবের তাম্রশাসন প্রাচীনতম নাগরাক্ষরে লিখিত হইলেও উহার ত, ধ, ণ, ন, ঐ, প্রভৃতি কোন কোন বর্ণে প্রাচীন গুপ্তাক্ষর বা দাক্ষিণাত্যের গুহালিপি হ্রীদ আছে, কিন্তু গোবিন্দ স্তবর্ণবর্ষ, ইন্দ্র নিত্যবর্ষ এবং অমোঘবর্ষের তাম্রশাসনে আধুনিক নাগরাক্ষরের প্রাচুর্য্য হইয়াছে । পূর্বতন দদ, জাইক, দন্তিভূর্গ বা ক্রবের শাসনলিপির যুক্তস্বরগুলি দেখিলেই

গুজরাটের মধ্যভাগ লাট, পশ্চিম ভাগ সুবাস্তি এবং দক্ষিণ ভাগ বহুকাল আনন্ত নামে খ্যাত ছিল । সুবাস্তিরাজ জাইকবের প্রধান মন্ত্রী ভূর্গ এবং বোধ হয় লাটদেশে বাস ছিল । স্বদেশে কোন রাজকীয় লিপ্যবলি সংঘটিত হইলে বুদ্ধাবস্থা যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে ব্রাহ্মণদিগের নিকট আসিয়া রাজ-পুত্রদিগের নিকট মহাসম্মান লাভ করিত তাহা অসম্ভব নহে । উমেশ বাবু লিখিয়াছেন, ভট্টনারায়ণ যে দান পাইয়াছিলেন, তাহার মূল্য লক্ষাধিক টাকার অধিক হইবে । ( *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1894 Pt. 1, p. 44 ) এই মহাদানই নারায়ণ ভট্টারকের মহাসম্মানের পরিচয় । ভারতের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলে জানা যায়, রাজা, রাজপুত্র বা তৎসদৃশ গণ্যমান্য ব্যক্তিই ভট্টার-উপাধি লাভ করিতেন । যে ব্যক্তি এক সময় গুজর শাসন করিয়া আসিয়াছেন, তিনি যে গোড়দেশ-রক নামে খ্যাত হইবেন, তাহা অসম্ভব নহে । যিনি ক্রিষ্ট শাসনপর অল্পদূরে ভট্টনারায়ণ ৭৯৪ সম্বৎ বিদ্যমান ছিলেন । রাজশেখরের প্রবন্ধচিত্তামণিতে লিখিত আছে, গোড়রাজধর্ম্ম জেনাচাখা বঙ্গভট্টের নামে আমরাজের চিরশত্রু ছিলেন । ৮০৭ সম্বতে বঙ্গভট্টের দীক্ষা হয় । ঐ সময়ে বা অত্যন্তকাল পরে গোড়রাজ ধর্ম্ম ( পাল ) আবির্ভূত হন । নারায়ণ ভট্টারক বুদ্ধবয়সে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছিলেন । সুতরাং সাময়িক প্রমাণ দ্বারাও ধর্ম্মপাল বা লাটদেশাগত ভট্টনারায়ণ, উভয়ের সমসাময়িক হইতেছেন । গুজরাটের সহিত বহুকাল পূর্বে হইতেই যে, গোড় দেশের সংস্রব ছিল, তাহা উপরে লিপিত হইয়াছে ।

( ৩৩ ) *Journal of the Bombay branch of the Royal Asiatic Society*. Vol II., p. 3-11. and *Indian Antiquary*. Vol XI. p. 110.

( ৩৪ ) কেবল রাষ্ট্রকূটরাজ কর্তৃক স্তবর্ণ বর্ষের ৭৩৪ শকাব্দিত তাম্রশাসনে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এই তাম্রশাসনে দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন গুহালিপি ( Cave alphabet ) গ্রহীত হইয়াছে । ( *Indian Antiquary*, 1883. p. 156. )

( ৩৫ ) *Indian Antiquary*, Vol. XIV. p. 200.

( ৩৬ ) *Journal of the Bombay branch of the Royal Asiatic Society*. Vol. XVIII.

( ৩৭ ) *Indian Antiquary*, Vol. XII. p. 280.

( ৩৮ ) *Journal of the Bombay branch of the Royal Asiatic Society*. Vol. XVIII.

শুপ্ত লিপি হইতে নিঃসৃত ও বর্তমান নাগরাক্ষরের আদিম অবস্থার যুক্তস্বর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু গোবিন্দ স্তবর্ণবর্ষ প্রভৃতির তাত্ত্বশাসনে তাহার সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। যেমন প্রাচীন বঙ্গীয় ও মৈথিল লিপিতে ৫ ৫ ৫ প্রভৃতি যুক্ত স্বর আছে, সেইরূপ স্তবর্ণ বর্ষ প্রভৃতির তাত্ত্বশাসনে মৈথিল বা বঙ্গীয় যুক্তস্বর গৃহীত হইয়াছে। এতদ্বারা জানা যাইতেছে, যে বর্তমান বঙ্গীয় ও মৈথিল লিপিতে যে যুক্তস্বর ব্যবহৃত হয়; শুপ্ত বা নাগরীলিপির সহিত উহার মিল না থাকিলেও উহা নিতান্ত আধুনিক নয়। অন্ততঃ খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দে ঐরূপ যুক্তস্বর উদ্ভাবিত হইয়া থাকিবে। ঐরূপ যুক্তস্বর বিশিষ্ট নাগরী-লিপি গুজরাটে জৈননাগরী বলিয়া খ্যাত। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, গৌড়রাজ ধর্মপালের তাত্ত্বশাসনে ঐরূপ যুক্তস্বর ব্যবহৃত না হইলেও তৎপরবর্তী অপরাপর পাল ও সেনরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ লিপিতে ঐরূপ যুক্ত স্বর স্পষ্টতঃ গৃহীত হইয়াছে। মৎসংগৃহীত ৯৩০ শকে বঙ্গাক্ষরে লিখিত কালীধণ্ডের পুথিতে ঐরূপ যুক্ত স্বর অতি পরিষ্কার অঙ্কিত আছে।

খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী হইতে নাগরী ও গৌড়লিপির পূর্ণ প্রচার লক্ষিত হয়। ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দী মধ্যে নাগরী ও গৌড়লিপি যে আকার ধারণ করিয়াছে, আজও সেই আকার দৃষ্ট হয়। যাহা কিছু অতি সামান্য প্রভেদ পায়, তাহা স্থানভেদে লেখক বা ক্ষোদকের অভিন্নচিত্রমে ঘটিয়াছে। সাধারণতঃ এর জন্ম প্রাচীনতম লিপি হইতে কিরূপে নাগরাক্ষর বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে তাহার একটা ধারাবাহিক তালিকা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

উপরে যে সকল কথা লিখিলাম, তদ্বারা এইটুকু জানা যাইতেছে, যে, কি গ্রন্থগত প্রমাণ, প্রাচীনলিপি, উভয় হইতেই খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে আমরা সর্বপ্রথম নাগরীলিপির সন্ধান পাই। তৎপূর্বে নাগরীলিপি ছিল কি না, তাহার প্রমাণের অসম্ভাব। সর্বপ্রথম নগর নামক পুরবাসী নাগর ব্রাহ্মণ হইতেই নাগরাক্ষর বা নাগরীলিপি প্রচলিত হইয়াছে। নাগর ব্রাহ্মণেরা গুজরাটের অধিবাসী। গুজরাট হইতেই সর্বপ্রাচীন নাগরী লিপি আবিষ্কৃত হওয়ার আমার প্রস্তাবের অনেকটা সমর্থন করিতেছে।

কিন্তু এখানে একটা কথা উঠিতে পারে। গুজরাটে খৃষ্টীয় ২য় হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত যে অসংখ্য শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে পুরাবিদগণ গুহালিপি (Cave-character) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমস্ত দক্ষিণাত্য হইতে যে সকল প্রাচীন শিলালিপি বা তাত্ত্বশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের অধিকাংশই ঐরূপ গুহালিপিতে উৎকীর্ণ। ঐরূপ স্থলে নাগর ব্রাহ্মণেরা দেশপ্রচলিত অক্ষর গ্রহণ না করিয়া ভিন্নরূপ অক্ষর গ্রহণ করিলেন কেন? গুহালিপির পর্যালোচনা করিলে তাহা হইতে নাগরী লিপির উৎপত্তি স্পষ্টতঃ স্বীকার করা যায় না, বরং নাগরী লিপিকে মগধের শুপ্তলিপিস্থলক বলা যাইতে পারে। এতদ্বারা বোধ হয়, গুজরাটে প্রচলিত প্রাচীনতম নাগরীলিপি গৌড়, মগধ বা উত্তর ভারত হইতে আনীত হইয়া নাগর ব্রাহ্মণ কর্তৃক নাগরী নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে।

কিরূপে কোন্ সময়ে এই নাগরীলিপির প্রাচীন রূপ উত্তর-ভারত হইতে গুজরাটে আনীত হয়, তাহা নিশ্চয় করা অসম্ভব। স্বন্দপুরাণীয় নাগরথণ্ডে ১০৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে, দূর দেশান্তর হইতে যে ব্রাহ্মণগণ পুলকলত্রাদিসহ হাটকেশ্বর ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, নাগ হইতে নগর-উদ্ধারকারী বিপ্রবর ত্রিজাত তাহাদের সকলকেই ধন রত্ন দিয়া এখানে ( নগরে ) স্থাপন করিয়াছিলেন ( ৩৯ )। এতদ্বারা বোধ হইতেছে, নাগর ব্রাহ্মণগণ বহু দূর দেশান্তর হইতে আসিয়া এখানে বসতি করেন।

পূর্বেই লিখিয়াছি, নগর বা বড়নগরের প্রাচীন নাম আনন্দপুর। খৃষ্টাব্দ ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর তাম্রশাসনে নগরের পরিবর্তে কেবল আনন্দপুর নামই দৃষ্ট হয়। ৫১০ সম্বতে সঙ্কলিত জৈনদিগের ধর্মগ্রন্থ কল্লহুত্রে লিখিত আছে যে, বলভীরাজ ধ্রুবসেনের আদেশে এই আনন্দপুরেই সর্বসমক্ষে কল্লহুত পঠিত হইতে থাকে। চীনপরিব্রাজক হিউ-এন্‌থুনও এখানে বৌদ্ধসভারাম ও বিস্তর হিন্দু দেবমন্দির দেখিয়া গিয়াছিলেন। সে সময় এই নগর মালকরাজের অধীন ছিল। চীনপরিব্রাজক এখানে যে সকল হিন্দু দেবালয় দেখিয়াছিলেন, তাহাই বোধ হয় নাগরথণ্ডবর্ণিত হাটকেশ্বর প্রত্নতীর মন্দির।

এখন কথা হইতেছে, খৃষ্টাব্দ ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দে নন্দাহুত্রে নাগরীলিপির উল্লেখ থাকিলেও নাগরথণ্ড ব্যতীত ঐ সময়ের অপর কোন গ্রন্থে বা উৎকীর্ণ লিপিতে “নগর” নামের উল্লেখ না থাকিবার কারণ কি? বোধ হয় বৌদ্ধ ও জৈন রাজগণের আধিপত্যকালে বিধর্মী রাজপুরুষগণ ব্রাহ্মণপ্রদত্ত নূতন নাম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা সকলেই আনন্দপুর নামেই অভিহিত করেন। তৎপরে নাগরভক্ত হিন্দুরাজগণের সময় এই স্থান নগর নামে খ্যাত হয় ( ৪০ )।

নাগরথণ্ডে লিখিত আছে,—বিপ্রবর ত্রিজাত ও তাঁহার সহচারী ব্রাহ্মণগণ নাগবংশ

( ৩৯ )

“চতুষ্টয়িণ্ডু গোত্রেশু এবং তে ব্রাহ্মণোত্তমাঃ ॥ ৪২ ॥

তেন তত্র সমানীতাত্রিজাতেন মহায়না ।

তেষামেকত্রজঃ নাতি দশপঞ্চ শতানি চ ॥ ৪৩ ॥

সমাস্ত ভাগমোক্শাদি তানি তেন কৃতানি চ ।

অষ্টযষ্টি বিভাগেন পূর্ক্ণমায়বায়োক্তবন্ ॥ ৪৪ ॥

ত্রিজাতস্ত চ বাকোন যেন দূরাপি ক্রতম্ ।

সমাগচ্ছন্তি বিশ্রেষ্ঠাঃ পুনরুক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ৪৫ ॥

ন কশ্চিদ্বাতি সংসক্তা দৌস্তাদস্ত চ দ্বিজাঃ ।

তত্তস্তেযাং হুতৈঃ পৌত্রৈর্নপু ত্রিষ্ট সহস্রাণঃ ॥ ৪৬ ॥

তৎপুং বুদ্ধিমাপন্নৈর্দূর্জ্ঞৈরৈব দ্বিজাঃ ।”

( নাগরথণ্ড ১ ৮ অঃ )

( ৪০ ) নাগরথণ্ডে আনন্দেশ্বর মহাদেবের বর্ণনা আছে, বোধ হয় আনন্দপুর হইতেই আনন্দেশ্বর নামকরণ হইয়া থাকিবে।

শাহ বা নাগদিগকে তাড়াইয়া হাটকেশ্বর ক্ষেত্র উদ্ধার করেন, ইহার প্রসঙ্গ পুর্বেই লিখি-  
নাই। আমাব বিবেচনায় উহা একটা রূপক বর্ণনা। সম্ভবতঃ শৈবগণ খৃষ্টীয় তৃতীয়  
শতাব্দেব শেষ ভাগে গুজরাটের শাহ বা নাগবংশীয় রাজগণকে পরাজয় করিয়া হাটকেশ্বর  
অধিকার করেন ;—তাহাই রূপকভাবে স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

গুজরেশ্বর পুরোহিত সোমেশ্বর একজন নাগর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি তদ্বিচিতি সুরথোৎ-  
সব নামক মহাকাব্যে আপনার পূর্বপুরুষগণের পরিচয় উপলক্ষে লিখিয়াছেন, “দ্বিজাতিগণের  
প্রশস্ত বাসভূমি নগর নামক স্থান, বেদবিৎ ও পবিত্র যজ্ঞীয় হোমায়িতে যে স্থান পবিত্র ভাব  
ধান্য করিয়াছে, তথায় রাজপ্রসাদপ্রাপ্ত বশিষ্ঠগোত্র গুলেচ বাস করিতেন, তাহার  
বংশে সোমেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন, তিনি গুজ্জবৈশ্যব মূলরাজের পৌরাহিত্য প্রাপ্ত হন। (৪১)”  
সোমেশ্বর পবে লিখিয়াছেন, তাহার পূর্বপুরুষগণই পুরুষাম্বুক্রমে গুজ্জরের চৌলুবাগণের  
পুরোহিত ছিলেন। কেহ কেহ রাষ্ট্রকূটবাজেরও পুরোহিত হইয়াছিলেন (৪২)।

মূলরাজ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তাহার সময়ে নগব নাম প্রচলিত  
হইলেও তাহার অনেক পূর্ব হইতেই যে এখানে নাগর ব্রাহ্মণের বসতি হইয়াছিল, তাহা  
সোমেশ্বরের বর্ণনা পাঠেই জানা যায়। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী পর্য্যন্ত এখানে বনরাজ প্রভৃতি  
জৈন রাজগণ রাজত্ব করিতেন, সেই জন্ত বোধ হয়, এখানে নাগরব্রাহ্মণমূলক নগর নাম  
প্রচলিত হইতে পারে নাই।

চীন-পরিব্রাজকের সময় খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে এখানে হিন্দু দেবালয়াদি প্রতিষ্ঠিত  
ছিল। নাগরখণ্ডের মতে নাগর ব্রাহ্মণেরা নগব বা চমৎকারপুরের দেবমন্দিরাদি প্রতি-  
ষ্ঠিত করেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী বা তৎপূর্বে আনন্দপুরে জৈন প্রাধাত্যের প্রমাণ পাওয়া

( ১ )

“ঋগ্বেদ প্রশস্ত্যেব প্রধানং স্থানং দ্বিজানাং নগবাবিধানম্ ।

কর্তুং ন শক্যোতি কদাপি যত্র ত্রেতা পবিত্রস্ত কালঃ কলঙ্কঃ ॥

চক্রে পঞ্চমথাগ্নিভগ্নতমসি স্থানেত্র নেহানল-

দ্বালা-প্রক্ষলিত-প্রস্থন ধনুবা দেবেন দত্তোদয়ে ॥ --

আবিভূতমভূতপূর্ণাচারিতপ্রোষ্ঠাঘশিষ্ঠান্ততঃ

সৎকাম্যোদবমপাবন্তিবিদাং স্থানেত্র গোত্রং মহৎ ॥

যেষামশেষাধিপতিঃ প্রসন্নঃ সংনকপাণিঃ ফণিকঙ্কণেন ।

ত এব সংভূতিমিহাপ্তবন্তি কুলে গুলেচাভিধয়া প্রসিদ্ধে ॥

শ্রীসোমেশ্বর্য্য নিমলে কুলেত্র জন্ম দ্বিজস্য প্রবরঃ প্রাপদে ।

যঃ স্বর্গিণঃ সোমরসেন বাগে পিতৃশ্চ পিতৃগুরুণং প্রয়াগে ॥

ত্রীগুজ্জবক্ষিতভূজা কিল মূলরাজদেবেন দূরমুপকথ্য পুরোদধে যঃ ॥

( সুরথোৎসব ১৫শ সর্গ )

( ৪২ )

“ব্রহ্মারিকোটিকদনোৎকটরাষ্ট্রকূট-কুজেন শিখিতবশাঙ্গবকৌকুণেন ।

সকলপ্রধানপুরুষাধিপতিঃ প্রতাপমণেন ভূপতিমভিলক্ষ্য কৃতো যঃ ॥”

যায়। পূর্বেই লিখিয়াছি যে খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীতে রচিত নন্দীশ্বত্রে নাগরীলিপির স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং ঐ সময়ের গুজররাজ দাদ প্রশাস্ত্রবাগের হস্তাক্ষরেও নাগরীলিপির প্রথ-প্রয়োগ লক্ষিত হয়। এরূপ স্থলে আমার বোধ হয়, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্বে প্রায় তৃতীয় শতাব্দীর শেষে চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তরাঞ্চল হইতে সমাগত নাগর ব্রাহ্মণ কর্তৃক নাগরাক্ষর প্রচলিত হইয়া থাকিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, গুজরাট হইতে নাগরাক্ষরে উৎকীর্ণ যে সকল প্রাচীন তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই কাথকুজ, পাটলীপুত্র, পুণ্ড্রবর্ধন প্রভৃতি স্থানবাসী সমাগত ব্রাহ্মণের জন্তই প্রদত্ত হইয়াছে।

উপরি উক্ত দাদ প্রশাস্ত্রবাগের ৪১৫ শকাব্দিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে, কাথকুজ-বাস্তব্যা ভট্ট মহীবরের পুত্র ভট্টগোবিন্দকে ঐ তাম্রশাসন প্রদত্ত হইল। রাষ্ট্রকূটরাজ নিত্য-বর্ষের ৮৩৬ শকাব্দিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে, পাটলীপুত্রবিনির্গত লক্ষ্মণগোত্রীয় বেল্লপভট্টের পুত্র সিন্ধপভট্টকে লাটদেশান্তর্গত তেল্লগাম দান করা হইল। এইরূপ ৮৫৪ শকাব্দিত, রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ স্ববর্ণবর্ষের তাম্রশাসনেও পুণ্ড্রবর্ধননগরবিনির্গত কৌশিক গোত্র কেশব দীক্ষিতকে লোহগ্রাম দানের কথা বর্ণিত আছে। ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে বহুপূর্বকাল হইতেই কাথকুজ, পাটলীপুত্র ও পুণ্ড্রবর্ধন হইতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ আসিয়া গুজরাটে বাস করেন। তাঁহাদের বহুপূর্ব হইতেই নাগর ব্রাহ্মণগণ ঐ সকল স্থান হইতে আসিয়া চমৎকারপুরে বাস করেন, তাহা নাগরখণ্ডবর্ণিত দূরদেশান্তর্গত ব্রাহ্মণগণের বিবরণ পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হয়। এরূপ ব্রাহ্মণগণ দ্বারাই নাগরলিপির প্রাচীনরূপ গুজরাটে আনীত ও প্রচারিত হইয়া থাকিবে।

নাগর ব্রাহ্মণগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে গুজরাটের রাষ্ট্রকূট ও চোলুক্য রাজগণের বংশানুক্রমে পৌরোহিত্য ও তাহাদের নিকট মহাসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। গুজররাজ-গণ নাগর ব্রাহ্মণদিগকে ক্রীকপ অসামান্য ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন, তাহা নাগর ব্রাহ্মণগণের আদি বাসভূমি বড়নগরে প্রস্তাবে উৎকীর্ণ শত শত প্রশস্তিতে বিঘোষিত হইয়াছে। উক্ত রাষ্ট্রকূট ও চোলুক্য রাজগণের যত্নেই নাগরী লিপি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়। লাটাবিশিষ্ট রাষ্ট্রকূটবংশীয় কক স্ববর্ণবর্ষের ৭৩৪ শকাব্দিত তাম্রশাসনে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে—

”গোড়েক-বঙ্গপতি-নিজ্জয় তর্কিদক্ষ-

সদা জ্ঞরেম্বর-দিগর্গলতাক্ষ যন্ত।

নীত্যা ভূজং বিহত-মালব-রক্ষণার্থং

স্বামী তথাস্ত্যামপি রাজ্যচ্ছলানি ভূঙক্তে।” ( ৪৩ )

আবার মাগ্রথেটপ্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রকূটরাজ নৃপতুঙ্গের পুত্র গুজরেম্বর কক্ষরাজ সন্থকে অকালবর্ষের ৮৬২ শকাব্দিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

“তস্ত্রোত্তর্জিত-গৃজ্জরোকুতহটল্লাটোন্তট শ্রীমদো

গৌড়ানাং বিনয়ব্রতার্পণগুরুসামুদ্রনিদ্রাহরঃ ।

দ্বারস্থাক্ক কলিঙ্গ-গাঙ্গমগবৈরভাচ্চিত্তাঙ্কশ্চিরং

স্বম্ স্বনৃতবাগ্ভুবঃ পরিবচঃ শ্রীকৃষ্ণরাজোভবং ॥” (৪৪)

উপরি উক্ত শাসনলিপি পাঠে জানা যাইতেছে যে খৃষ্টীয় ৮ম, ৯ম ও ১০ শতাব্দীতে গুর্জ-  
রের রাষ্ট্রকূটরাজগণ গোড়, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গাঙ্গ, মগধ, মালব প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া  
ছিলেন । ( কনোজের বিখ্যাত রাঠোর-রাজগণও রাষ্ট্রকূটবংশীয় । ) একপ স্থলে খৃষ্টীয় ৮ম  
হইতে ১০ম শতাব্দীর মধ্যে গুর্জরের রাষ্ট্রকূটবংশের কুলগুরু নাগর ব্রাহ্মণদিগের  
প্রবর্তিত অথবা ব্যবহৃত নাগরাক্ষর নাগরী নামে সমস্ত আখ্যাবর্তে প্রচলিত হইয়াছিল ।

রাষ্ট্রকূট-রাজগণের যন্ত্রে যে নাগরী নাম সমস্ত আখ্যাবর্তে প্রচারিত হইল, মুদ্রাবস্তুর  
সাহায্যে এবং পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণের উৎসাহে সেই লিপি এখন সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত  
হইয়া পড়িয়াছে ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু ।

## অক্ষয়কুমার দত্ত ।

অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত ; শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি-সঙ্কলিত ।

ইংলণ্ডের একজন দূরদর্শী সুলেখক বসুওয়েল্লকৃত জন্মন-চরিত্রের সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "জন্মন-চরিত্র নিঃসন্দেহ একখানি মহৎ, অতি মহৎ গ্রন্থ। হোমর অবিসংবাদিতরূপে বীর রসের শ্রেষ্ঠ কবি না হইতে পারেন; সেক্সপীয়র অবিসংবাদিতরূপে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার না হইতে পারেন; দিমস্থিনিস্ অবিসংবাদিতরূপে শ্রেষ্ঠ বাগ্মী না হইতে পারেন; বসুওয়েল চরিত্রাখ্যায়কদিগের মধ্যে নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার সমকক্ষ দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।" কিন্তু এই সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রাখ্যায়ক অভিজ্ঞতায় বা দূরদর্শিতায় তৎসমকালে প্রসিদ্ধ ছিলেন না। সুধীসমাজে তিনি জ্ঞানগরিমায় সম্মানিত হইতে পারেন নাই; স্বদেশে তিনি পাণ্ডিত্যগুণে উচ্চতর পদের অধিকারী হইতে পারেন নাই। শাস্ত্রালোচনায় ও শাস্ত্রপারদর্শিতায় তিনি সমাজের অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত ছিলেন। জ্ঞানগোরবে বুদ্ধি-বৈভবে লিপিনৈপুণ্যে তাঁহা অপেক্ষা অনেক প্রধান ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সকলকেই অতিক্রম করিয়াছেন। সঙ্গীর্ণ জ্ঞান ও সঙ্গীর্ণ বুদ্ধি হইতে যে বিষয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা গুণাভিরূপে সমগ্র সাহিত্যসমাজে অসামান্য প্রভাবের পরিচয় দিয়াছে। ঐদৃশ ব্যক্তির লেখনী হইতে জগতের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের উৎপত্তি হওয়া বিশ্বয়ের বিষয় বলিতে হইবে। কিন্তু যখন বসুওয়েলের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যবয়স ও হৃদয়ানুসন্ধানের বিষয় মনে হয়, তখন বিশ্বয়ের কোন কারণ থাকে না। অবলম্বিত ত্রুটির উদ্ঘাপনে বসুওয়েল কখনও শিথিলযত্ন হয়েন নাই। তিনি স্বকীয় উপাত্ত দেবতা জন্মনের চরিত্রবর্ণন করাই জীবনের প্রধান কর্ম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; এই কর্ম-সম্পাদনে তাঁহার কখনও ঐদৃশ জন্মে নাই। তিনি হৃদয়ানুসন্ধানরূপে জন্মনের বিষয় পর্যালোচনা করিয়াছেন। ঐরূপ আশোচনায় যে মহাগ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আজ পর্য্যন্ত সাহিত্যসমাজে অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে রহিয়াছে। উপাসকের গ্রন্থগত গুণ-গোরবে উপাত্তকেও পরাজিত হইতে হইয়াছে।

একজন নিম্নগণ্য, নিম্নস্তরে অবস্থিত লেখকের গভীর অনুসন্ধান, শ্রমগচুতা ও অধ্যবসায় হইতে কিরূপ মহৎ বিষয় সম্পন্ন হয়, পূর্বোক্ত গ্রন্থ তাহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। অদৃষ্ট-দোষে অল্পদেশে এরূপ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে পারা যায় না। আমাদের দেশেও অনেক মনস্বী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে; অনেক মনস্বী পুরুষ অসামান্য প্রতিভায় সমাজের উন্নতি, ধর্মের উন্নতি বা সাহিত্যের উন্নতির পথ প্রশস্ততর করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বসুওয়েলের জায় তাঁহাদের এক জন উপাসকেরও আবির্ভাব হয় নাই। কর্মক্ষেত্রে অনেক মহাপুরুষের

উপদেশসমূহের বিবৃতি হইতেছে, কিন্তু তাঁহারা কোথায় জন্মিয়াছিলেন, কি ভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলেন, কিরূপে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। আমরা হানিবলের চরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে পারি, জেনোফন বা সীজর, সক্রান্তিস্ বা ক্রতসের সমুদয় বিবরণ বলিয়া দিতে পারি ; কিন্তু বিশ্বরূপ বা বিশ্বস্তরের কোনও কথা জানিতে ইচ্ছা করি না। দশ সহস্রের প্রত্যাবর্তন কোথায়, কোন্ সময়ে, কিরূপে ঘটয়াছিল, তাহা আমাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে ; কিন্তু দবীরখাস্ ও সাকেরমল্লিক, হিন্দু কি মুসলমান ছিলেন, তাহা আমাদের বিদিত নাই। স্বজাতির ইতিহাসে এবং স্বদেশের মহৎ ব্যক্তির জীবনী সম্বন্ধে আমরা বহুদিন হইতে নিরতিশয় অন্তরতরই পরিচয় দিয়া আসিয়াছি। ইতিহাস, জীবনচরিত্র প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের সাহিত্য অবনতির সীমাতেই আবদ্ধ রহিয়াছে।

জাতীয় সাহিত্যের এইরূপ দুর্দশার সময়ে ত্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনী লিখিয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয়ের এইরূপ চেষ্টা সর্বিশেষ প্রশংসনীয়। ইউরোপে যে সকল জীবনচরিত্র উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, উপস্থিত গ্রন্থ তৎসমুদয়ের শ্রেণিতে সন্নিবেশিত না হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা ও গতির বিষয় বিবেচনা করিলে বিদ্যানিধি মহাশয়ের লিখিত জীবনী বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে অসংলগ্ন হইতে পারে না। প্রথমে কোন বিষয় লিখিতে গেলে আদর্শের অভাবে লেখকের অনেক বিষয়ে অনুবিধা হইয়া থাকে। অতীত ভূবৎ শস্ত্রসম্পত্তিতে পরিশোভিত করিতে হইলে কৃষকবেপদে পদে দিশাহারা হইতে হয়। ইহাতে অনেক অনুবিধা উপস্থিত হয় ; অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় ; বিষয়সমূহ অবস্থায় অনেক ক্রটি সজ্জাটিত হয়। বিদ্যানিধি মহাশয় যে সময়ে চরিত্রাখ্যায়করূপে সাহিত্যসমাজে অবতীর্ণ হয়েন, তখন বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে মহৎ ব্যক্তিদিগের উৎকৃষ্ট জীবনীর সংখ্যা অধিক ছিল না। বঙ্গীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার এ বিষয়ে বিদ্যানিধি মহাশয়ের সমক্ষে সম্পূর্ণ আদর্শও উপস্থিত করিতে সমর্থ হয় নাই। ঈদৃশ অবস্থায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের ক্রটি হওয়া অসম্ভাবিত নয়। উপস্থিত জীবনীতে ঘটনাবলীর পারস্পর্য্য নাই ; জীবনীর উপযুক্ত কোন কোন প্রধান ঘটনার উল্লেখ নাই ; বিচারবিতর্কে বা মতামত-প্রকাশে ভাবার যথোচিত গাভীয়া রঞ্জিত হয় নাই। বিদ্যানিধি মহাশয় কঙ্কাল মাত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। উহা রক্ত, মাংস, মজ্জা ও শারীর যন্ত্রের ক্রিয়ার সংযোগে জীবন্তভাবে পরিণত হয় নাই। কিন্তু এই কঙ্কালসংগ্রহে বিদ্যানিধি মহাশয়কে অনেক পরিশ্রম ও গবেষণা করিতে হইয়াছে। তিনি যেরূপ অবস্থায় জীবনীর উপকরণ স্তলি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, শ্রমানুরাগ এবং উচ্চতর বিষয় লিখিবার জন্ত বলবতী বাসনার বিস্তর প্রশংসা করিতে হয়। বিদ্যানিধি মহাশয়ের সমক্ষে বোধ হয়, আর একটি অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যানিধি মহাশয় অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনদশার তাঁহার জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। জীবিত মনুষ্যের চরিত্র অঙ্কিত করা সুসাধ্য নয়। অনেক

সময়ে জীবিত ব্যক্তির চরিত্রসমালোচনায় নানা বাধা উপস্থিত হইয়া থাকে । গ্রন্থ-প্রণয়নে এইরূপ নানা অসুবিধা ঘটিলেও বিদ্যানিবি মহাশয় মহত্তর কার্যো হস্তক্ষেপ করিয়া, আমাদের দত্তবাদের পাত্র হইয়াছেন ।

অক্ষয়কুমার দত্ত অসামান্য প্রতিভাশালী পুরুষ । মস্তিষ্কেব শক্তিতে এবং হৃদয়েব উদার ভাবে, তিনি নিঃসন্দেহ অক্ষয় কীর্তির অবিকারী হইয়াছেন । নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা সৌভাগ্যে তাঁহার কালাতিপাত্য নাই । নবদ্বীপের নিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহার জন্ম হয় । তাঁহার পিতা দরিদ্র ছিলেন ; অর্থাভাবপ্রযুক্ত পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়নির্বাহে সমর্থ হইয়েন নাই । অক্ষয়কুমার বাল্যে দরিদ্রভাবে কালাযাপন করিয়া ছিলেন ; যৌবনের প্রারম্ভে দারিদ্র্যকষ্টে অবসন্ন হইয়া, বিদ্যা শিক্ষার জন্ত একজন আত্মীয়ের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, শেষে দারিদ্র্যপ্রযুক্তই অল্পদিনের মধ্যে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া, অর্থোপার্জনের জন্ত নানা ক্লেশ সহিয়াছিলেন । কিন্তু এইরূপ কষ্টে পড়িলেও তাঁহার শিক্ষানুরাগ মন্দীভূত হয় নাই । পৃথিবীতে অনেক মহাপুরুষ বাল্যকালে অনাবিষ্ট ভাবে থাকিয়া, এবং চাকল্যের পরিচয় দিয়াও শেষে মহৎ কার্য সম্পাদন পূর্বক চিবস্বরগণ্য হইয়াছেন । যে বালক ধর্মমন্দিরের উচ্চ চূড়ায় বসিয়া থাকিত ; দোকানদারদিগকে ভয় দেখাইয়া, খাবার জিনিস লইত, উদ্ধত ও ভ্রংশীল বালকদিগের সহিত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত ; আত্মীয়গণ হতাশ হইয়া, যাহাকে সূদূরবর্তী স্থানে অপরিচিত লোকের মধ্যে অদৃষ্টপন্থীকার জন্ত পাঠাইতে সঙ্কুচিত হইয়েন নাই ; কালে সেই বালকই প্রকৃত বীর পুরুষের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । আমাদের দেশে যে বালক পণ্ডিতদিগকে নিপীড়িত করিত, কুলকামিনীদিগের কলস ভাঙ্গিয়া ফেলিত, শালগ্রাম ঠাকুরকে পুঙ্খরিণীর জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিত ; শেষে সেই বালকই নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন । অসামান্য জ্ঞানবৈভবে তিনি আজ পর্য্যন্ত জ্ঞানসমাজে সম্পূর্ণ হইতেছেন । কিন্তু অক্ষয়কুমার কখনও এরূপ উদ্ধত ভাবের পরিচয় দেন নাই । তিনি যৌবনে জ্ঞানলাভের জন্ত যেরূপ নানা বিষয়ে অভিনিবেশ দেখাইতেন, বাল্যকালেও তাঁহার সেইরূপ অভিনিবেশ পরিস্ফুট হইয়া ছিল । তিনি যখন গুরু মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া, বিজ্ঞানভ্রম করেন, তখন তাঁহার যেরূপ তাক্সবুদ্ধি, সেইরূপ দীর্ঘতা দেখা গিয়াছিল । তাঁহার তত্ত্বজিজ্ঞাসায় তদীয় গুরু অতিমাত্র চমকিত হইয়াছিলেন । কিন্তু বিজ্ঞানকে তাঁহার রাস্তিমত শিক্ষালাভের সুরোগ ঘটাই নাই । তীক্ষ্ণবুদ্ধি অক্ষয়কুমার ইংরেজী শিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন । পিয়ার্সন সাহেবের ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভূগোল এবং জ্যোতিষ দেখিয়া, তিনি বুদ্ধিতে পারিয়াছিলেন, ইংবেজী ভাষা বিবিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার । নানা বিষয়ে জ্ঞানসংগ্রহ করিতে হইলে ইংরেজী শিক্ষা করা নিরতিশয় আবশ্যক । সে সময়ে ইংরেজী শিক্ষার তাদৃশ সুযোগ ছিল না । ইংরেজী বিজ্ঞানায়ের সংখ্যা অল্প, এবং ইংরেজী শিক্ষা করাও

ব্যয়সাধ্য ছিল। এদিকে অক্ষয়কুমার নিরতিশয় দরিদ্র ছিলেন। দারিদ্র্যপ্রযুক্ত ইংরেজী শিক্ষার ব্যয়নির্বাহে তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু তিনি দারিদ্র্যকষ্টে অবসন্ন হইয়া অক্লান্তশক্তির আশায় বিসর্জন দিলেন না। একজন আত্মীয়ের সাহায্যে তিনি ষোড়শ বৎসর বয়সে কলিকাতার একটি ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার জীবনীপাঠে জানিতে পারা যায় যে, তিনি বিদ্যালয়ে আড়াই বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে পরিমাণে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা একটি ডুবাল বা হীনের গোরবের কারণ হইতে পারে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুরাগে তিনি তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি বিদ্যালয়ে গণিত ও বিজ্ঞানের অতি অল্প অংশ মাত্র শিখিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে তিনি বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ফলতঃ, স্বাবলম্বনই তাঁহার সমুদয় উন্নতির মূল ছিল। বিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষার ভিত্তি মাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অসামান্য পরিশ্রম ও বুদ্ধির প্রভাবে তিনি এই ভিত্তির উপর উচ্চতম জ্ঞানমন্দির নির্মাণে সমর্থ হইয়াছিলেন। অত্যল্প কালের শ্রমশীলতায় যে মন্দিরের সূচনা হইয়াছিল, পরিশেষে প্রশান্তমূর্ত্তি শৈলশ্রেষ্ঠের স্থায় তাহার অপূর্ণ গাভীয়া ও উন্নত ভাব দেখিয়া, শাস্ত্রদর্শিগণ বিষয়ে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমার দারিদ্র্যপ্রযুক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু দারিদ্র্যকষ্টে নিপীড়িত হইয়াও জ্ঞানানুরাগে পরিত্যাগ করিলেন না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি ষোড়শ বর্ষ বয়সে ইংরেজী বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি যথানিয়মে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াও তিনি আড়াই বৎসরের অধিক কাল তথায় থাকিতে পারেন নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার শিক্ষার সূচনা হইয়াছিল। তিনি পরিশেষে এই শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া, অসামান্য স্বাবলম্বনবলে অনেক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেই খানেই জ্ঞানসংগ্রহে তৎপরতা প্রকাশ করিয়াছেন; যাহা কিছু দেখিয়াছেন, তাহাই তাঁহার অভিজ্ঞতাবুদ্ধির সহায় হইয়াছে; বাহ্যর সহিত আলাপ করিয়াছেন, তাঁহার নিকটেই কোন অভিনব বিষয়ের পরিজ্ঞানে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বিবিধবিষয়ক গ্রন্থসমূহ হইতে যেরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ নানা স্থানে গমন করিয়া, নানা বিষয় দেখিয়া, জ্ঞানের সম্প্রসারণে অগ্রসর হইয়াছেন। জ্ঞানী পুরুষ প্রকৃতির কিছুই উদাসীন ভাবে নিরীক্ষণ করেন না। বিশাল বিশ্বরাজ্যের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কীট পর্য্যন্ত তাঁহার আলোচনার বিষয়ীভূত হয়। অতি সামান্য বিষয় হইতে তিনি যে জ্ঞানরাশি সংগ্রহ করেন, তাহার অনির্বচনীয় প্রভাবে সমগ্র জ্ঞানিসমাজ চমকিত হইয়া উঠে। বৃক্ষ হইতে ভূতলে ফলের পতন অনেকেই দেখিয়া থাকেন, কিন্তু নিউটনের সমক্ষে ঐ ঘটনা বিশ্বরাজ্যের একটি মহান্ আবিষ্কারের সহায় হইয়াছিল; ফলতঃ, জ্ঞানিগণ অভিনিবেশসহকারে সমুদয় বিষয়েরই আলোচনা করিয়া থাকেন। এইরূপ আলোচনা দ্বারা যেরূপ সাহিত্যের ত্রীবৃদ্ধি হয়,

		অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	৐
১	অশোকলিপি	ਅ	ਮ	:	ੲ	ੳ	ੴ		
২	রুদ্রদামারলিপি	ਯ	ਯ	:					
৩	মথুরার ১ম শতাব্দীর লিপি	ਮ							
৪	সমুদ্র-গুপ্তের লিপি	ਮ	ਮ	:		ੲ			
৫	৪৩৫ সঙ্গতের নেপাললিপি	ਮ	ਮ	ੲ					
৬	আদিত্য-সেনের-অক্ষ-সড়- লিপি	ਅ	ਯੁ	ੲ					
৭	জাইক দেবের নাগরীলিপি	ਅ	ਜ਼	ੲ		ੳ			
৮	দণ্ডিচূর্ণের সামনগড়লিপি	ਅ	ਯ	ੲ		ੳ			ੴ
৯	বক্‌মানী প্রাচীর লিপি	ਅ				ੳ			
১০	৮৫৫ শকের মুবর্বিষের- লিপি	ਜ਼	ਯ	ੲ		ੳ			
১১	ধর্মপাল ও দেবপালের সাময়িক লিপি	ਅ	ਯ	ੲ		ੳ			
১২	গুজর রাজ যুলরাজের লিপি	ਜ਼	ਯ	ੲ		ੳ			
১৩	১১০০ শকের বজ্রাক্ষরের বস্ত্রলিপি	ਅ	ਯ	ੲ	ੳ	ੳ	ੳ	ੳ	ੳ
১৪	১৮১১ বুদ্ধ নির্দাকের গয়াস্থ- অশোকবস্ত্রের লিপি								
১৫	১১৭৬ শকের কানহর দেবের তাম্র- শাসনোক্ত নাগরী লিপি	ਅ	ਯ	ੲ		ੳ			
১৬	বর্তমান নাগরী	ਅ	ਯ	ੲ	ੳ	ੳ	ੳ	ੳ	ੳ

সেইরূপ জনসমাজে জ্ঞান প্রচারের বিস্তর সুবিধা ঘটয়া থাকে । অক্ষয়কুমারের অল্পসংখ্যক সাহিত্যবিশেষ দৃষ্টিতে আমাদের সাহিত্যের বার পর নাই উপকার হইয়াছে । তিনি প্রকীয় স্বল্প অল্পসংখ্যকবলে যে সকল বিষয় সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় হইতে এখন সাহিত্য-সেবকগণ আপনাদের কৌতূহলতৃপ্তির সহিত জ্ঞানবৃদ্ধি করিতেছেন ।

যে সময়ে অক্ষয়কুমার সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেন, সে সময়ে কবিতার প্রাধান্য ছিল । কবিশেষ্ট ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজের প্রধান পরিচালক ছিলেন । তাঁহার চিত্ত-বিনোদিনী কবিতার প্রশংসা লোকের মুখে মুখে পরিকীর্তিত হইত । যাহারা ভবিষ্যতে আপনাদের প্রতিভাশূণ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীগ্রন্থি করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই সে সময়ে এই কবিপ্রবরের শিষ্য-শ্রেণীতে নিবেশিত ছিলেন । অক্ষয়কুমারও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরিচিত হইয়া, সর্বপ্রথম কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন । কিন্তু কবিতাবচনায় তিনি কিরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সাহিত্য-সমাজের গোচর হয় নাই । কবি-প্রবরের শিষ্য গ্রহণ করিয়া, যাহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেবল কবিতা-রচনাতে ব্যাপ্ত থাকেন নাই । গদ্য-রচনাতেও তাঁহাদের অসামান্য ক্ষমতার বিকাশ হইয়াছিল । তাঁহারা গদ্য গ্রন্থের প্রচার করিয়া সাহিত্য-সমাজের বরণীয় হইয়াছেন । যাহা হউক, অক্ষয়কুমারের গদ্য রচনা দেখিয়া, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একপ প্রীত হইলেন যে, তিনি অক্ষয়কুমারকে কবিতার পরিবর্তে গদ্য রচনা করিতে পরামর্শ দেন । অক্ষয়কুমার অতঃপর নানাবিধে গদ্য রচনা করিতে থাকেন । বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে এইরূপে উদ্দীপনা ও ওজস্বিতার অক্ষর প্রসারণ স্বরূপ বিশুদ্ধ ভাবে গদ্য রচনার সূত্রপাত হয় ।

যাহাবা সংসারে মহৎ কার্য সম্পন্ন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, দরিদ্রের পণকুটারে তাঁহাদের অনেকের আনির্ভব হইয়াছে । বিশেষতঃ যাহাবা সাহিত্যের পবিত্রপুষ্টি সাধন পূর্বক জগতে প্রসিক্কিত করিয়াছেন, তাহাদের অনেকেরই যৌৱতর দারিদ্র্যভোগে দিনপাত হইয়াছে । অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে গদ্য সাহিত্যের যেরূপ অবস্থা ছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বভাগে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের তদনুরূপ উন্নত অবস্থা ঘটে নাই । মিন্টনের ওজস্বিতাময়ী রচনা, জননের গান্ধীধাময়ী বর্ণনা, আডিসনের লাণিত্যময়ী কথায় ইংরেজী গদ্য সাহিত্য যখন সমৃদ্ধ, তখন বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের বিকাশের কোন লক্ষণ ছিল না । ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতির সূত্রপাত হয় । যাহারা উন্নতির সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অবস্থা ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখকদিগের অবস্থা অপেক্ষাও হীনতর ছিল । কিন্তু ইংলণ্ডের তাৎকালিক লেখকগণ আত্মপোষণবিষয়ে যেরূপ অপরিণামদর্শিতা ও অধীরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিবিধাতা সুলেখকগণ সেরূপ কোনও অপকারীসম্পাদনে অগ্রদূত হইলেন নাই । ইংরেজী গ্রন্থকারগণ দরিদ্র ছিলেন । কিন্তু প্রকীয় সাহায্য আশারূপ হইলেও তাঁহাদের দরিদ্রতাব ঘূচিত না ; তাঁহারা এক সময়ে বিচিত্র, বৈশিষ্ট্যবান সজ্জিত হইতেন, অন্ত্র সময়ে ছিন্ন ও মলিন পরিচ্ছদে কষ্টদায়ক

অতুর পরাক্রম হইতে দেহ রক্ষা করিতেন ; এক সময়ে সুখাদ্যে পরিতৃপ্ত হইতেন, অল্প সময়ে সামান্য খাদ্যের জন্ত অপরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন ; একদিন উৎকৃষ্ট গৃহে অগ্নির আবারের সমক্ষে সুষুপ্তি স্থখ উপভোগ করিতেন, অল্প সময়ে ছুরন্ত শীতে কম্পমান হইয়া অনাবৃত স্থানে পড়িয়া থাকিতেন ; একদিন মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন, অল্প দিন কপর্দকশূন্য হইয়া, অপরের নিকট ভিক্ষা প্রার্থী হইতেন । এইরূপে দিন যামিনীর আবর্তনের ভায়ে তাঁহাদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য আবর্তিত হইত । অর্থের দায়ে তাঁহারা অপরের নিকট নিগৃহীত হইতেন । জন্সন্ ও গোল্ডস্মিথ অর্থের জন্ত অনেক কষ্টভোগ করিয়াছিলেন । জন্সন্কে ঋণের দায়ে অবরুদ্ধ হইতে হইয়াছিল । ষ্টীল ঋণদায়ে আদালতের কর্মচারীর নিকট তাড়না সহ্য করিয়াছিলেন । কিন্তু ইহাদের উৎসাহদাতার অভাব ছিল না । রাজা এবং সর্বপ্রধান রাজপুরুষ ইহাদের গুণপক্ষপাতী ছিলেন । এই পক্ষপাত কেবল প্রশংসাবাদ মাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই । গুণপক্ষপাতী উৎসাহদাতার অনুরূপে লেখকগণ যথোচিত অর্থলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন । রাজমন্ত্রী সমর্থ, মন্টেগু ও গোল্ডস্মিথ আডিসনের ভরণপোষণোপযোগী বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন । ষ্টীল রাজকীয় কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন । রাজার অনুরূপে জন্সনের যাবতীয় অভাবের মোচন হইয়া ছিল । ফলতঃ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের যে সকল ব্যক্তি গবেষণা-কৌশলে, রচনা-নৈপুণ্যে এবং শাস্ত্র-জ্ঞানে সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে রাজকীয় কর্মক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়েন নাই । নিউটন যেমন রাজকীয় কার্যে নিয়োজিত ছিলেন, আডিসন্ প্রভৃতি সেইরূপ রাজ্য-সংক্রান্ত কর্মে ব্যাপৃত থাকিয়া, আপনাদের অভাব-মোচনের সহিত সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন । যোরতর দারিদ্র্য-দুঃখ এবং নানারূপ বিষ-বিপত্তির সহিত সংগ্রামের পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের গ্রন্থকারদিগের এইরূপ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল । সপ্তদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ রাষ্ট্র-বিপ্লবের পর ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের অদৃষ্ট পরিবর্তিত হইতে থাকে । ঐ সময় হইতে রাজনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানানু-শীলনের পথ প্রশস্ততর হয় । ইংলণ্ডের জনসাধারণের সভার আধিপত্য বৃদ্ধিমূল হয় । কবি, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, গদ্যলেখকগণ এই সভার সদস্বরূপে পরিগৃহীত হয়েন । ইহারা সাহিত্যসেবকদিগকে সমুচিত উৎসাহ দিতে বিমুখ ছিলেন না । প্রতিভাশালী সুলেখকগণ ইহাদের সাহায্যে রাজকীয় বৃত্তিলাভ করিয়া সাহিত্যের উন্নতিসাধনে যত্নশীল হইতেন । যদি সমর্থ বা মন্টেগু সাহায্যদানে অগ্রসর না হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আডিসন্ নিশ্চিন্তমনে গ্রন্থপ্রণয়ন করিতেন না । যাহার প্রতিভা ও লিপিক্ষমতায় ইংরেজী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, বোধ হয়, তাঁহার সেই প্রতিভা মলিন এবং ক্ষমতা সমুচিত হইয়া যাইত ।

অক্ষয়কুমার যে সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে প্রবিষ্ট হইলেন, সে সময়ে বাঙ্গালা গ্রন্থকার-গণের অবস্থা উন্নত বা বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থের প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ তাবশ প্রবল ছিল না । যাহাদের রচনাগুণে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা দরিদ্র ছিলেন । তাঁহা-

দের নানারূপ অভাব ছিল। জীবিকানির্বাহে তাঁহাদিগকে চুঃসহ কষ্টে নিপীড়িত হইতে হইত। কিন্তু তাঁহারা অদ্য উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, কল্যা ছিল ও মনিন বস্ত্রে আত্ম-দৈন্ত প্রকাশ করিতেন না; অথবা অদ্য নানা ভোগে রসনার তৃপ্তিসাধন করিয়া, কল্যা ভিক্ষায়ের জন্ত লালায়িত হইতেন না। তাঁহারা স্বকীয় পরিশ্রমে যাহার সংস্থান করিতেন, তদ্বারাই আপনাদের অভাব মোচন করিয়া, স্বদেশীয় সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে যত্নশীল হইতেন। রাজা বা রাজমন্ত্রী তাঁহাদের উৎসাহদাতা না হইলেও স্বদেশীয় শাস্ত্রনিষ্ঠ ও বিদ্যাহুরাগী ধনীর নিকটে তাঁহারা উপকৃত হইতেন। অক্ষয়কুমার স্বদেশের একটি মহা-পুরুষের সাহায্য ও উৎসাহে স্বদেশীয় সাহিত্যের উৎকর্ষবিধানে অগ্রসর হইলেন। ইহার সাহিত্যামুগ্ধাণে, ইহার যত্নে, ইহার স্বদেশহিতৈষিতায়, অক্ষয়কুমারের অসামান্য উৎসাহের সঞ্চার হয়। অক্ষয়কুমার এইরূপে উৎসাহসম্পন্ন হইয়া সাহিত্যসেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি এই আত্মোৎসর্গের ফল। এই মহৎ ফল দেখিলে একটি স্নম্ বা একটি মটেগ্ আপনাকে পরমমোভাগ্যশালী মনে করিতে পারিতেন।

তত্ত্বদর্শী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যত্নে অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন-কার্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহার যেরূপ বুদ্ধিচাতুর্য্য, যেরূপ গবেষণা-কৌশল, যেরূপ বিচার-নৈপুণ্য, তাঁহার রচনাপ্রণালীও সেইরূপ ওজস্বিতাময়ী, গাম্ভীয়াশালিনী ও চিত্তবোধোদাহারী হইল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ঐ সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে পদ্য রচনার প্রাচুর্য্য ছিল। ঐ সময়ের শুভ পদ্যলেখকদিগের পরিচালক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই শ্রেণীর লেখকগণ কল্পনাবলে বা সৃষ্টিকৌশলে, তাদৃশ উন্নত ছিলেন না। গম্ভীর ভাব তাঁহাদের রচনায় পরিলক্ষিত হইত না। তাঁহারা পদ্যের সহিত গদ্যও লিখিতেন। কিন্তু তাঁহাদের পদ্য ও গদ্য, উভয়ই উন্নত ও প্রগাঢ়ভাবে সম্পর্কশূন্য ছিল। তাঁহারা ভাবুক না হইলেও তাঁহাদের রচনায় এরূপ অনয়াসলভ্য মাধুর্য্য ছিল যে, জনসাধারণ অবলীলাক্রমে তাহার স্বাদ গ্রহণ করিয়া আমোদিত হইত। এক জন প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন যে, যখন আবিশীনিয়ার রাজপুত্র রাসেলানের শুক, পক্ষের সাহায্যে আকাশে উড়িতে উদ্যত হইলেন, তখন পক্ষ আকাশপথে তাঁহার ভার ধারণে সমর্থ হয় নাই। তিনি পক্ষসহ হ্রদের জলে পতিত হইলেন। যে পক্ষ তাহাকে উপরে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, তিনি সেই পক্ষের সাহায্যে জলের উপর থাকিতে পারিয়াছিলেন। বস্ত্রের তাৎকালিক লেখকগণেরও এইরূপ অবস্থা ছিল। তাঁহারা রচনা-কৌশলের উপর নির্ভর করিয়া, উন্নতভাবে দিকে ঘাইতে পারিতেন না, কিন্তু যখন তাঁহারা নিম্নভাগে অবস্থিত করিতেন, তখন জনসাধারণের উপর তাঁহাদের আসন থাকিত। বাঙ্গালা সাহিত্যের এইরূপ অবস্থার মধ্যে অক্ষয়কুমার স্বদেশীয়-দিগকে গম্ভীর ভাবায় গম্ভীর বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্ত সমুখিত হইলেন। তিনি কল্পনার শরণাপন্ন হইলেন, কল্পনা তাঁহার প্রশস্ত মনোমন্দির অপূর্ণ ভাবরাশিতে সজ্জিত করিল। তিনি প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, প্রকৃতি তাঁহাকে যত্নসহকারে আপনার বার্ষিকায়-

পরম্পরার সহিত সুপরিচিত করিয়া দিল। তিনি অতীত বিষয়ের পরিচিন্তনে অগ্রসর হইলেন, অতীত যেন বর্তমানের স্রায় সমুজ্জলভাবে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইল। তিনি নানা বিষয়ে উপদেশসংগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন, উপদেশগুলি যেন চিরপরিচিত বন্ধুর স্রায় অবলীলাক্রমে তাঁহার মানসপথে উদ্ভিত হইতে লাগিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এক এক সংখ্যা প্রকাশিত হইতে লাগিল; প্রতি সংখ্যাতেই অক্ষয়কুমারের ওজস্বিনী ভাবার সহিত তদীয় শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পাইয়া, পাঠকগণ অপরিমিত প্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়েই অক্ষয়কুমার সমান অভিজ্ঞতা ও সমান লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি যখন ধর্মনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেন, তখন তাঁহার ধর্মনীতিপ্রভৃতিতে আসামান্য জ্ঞান পরিলক্ষিত হইত। তিনি যখন পদার্থবিদ্যার বিষয় রচনা করিতেন, তখন তাঁহাকে দূরদর্শী ও সুদক্ষ বৈজ্ঞানিক বলিয়া বোধ হইত। তিনি যখন পুরাতত্ত্বসম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন, তখন তাঁহার গবেষণা-কৌশলের পবাকষ্ঠা প্রদর্শিত হইত। তাঁহার বুদ্ধি এইরূপে সর্ববিষয়ব্যাপিনী ছিল। তৎসম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এইরূপে সর্ববিষয়ের আবির্ভাবে পাঠকবর্গের সন্তোষ-বিদায়িনী হইয়া উঠিয়াছিল। মিথিলার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের কথা যখন মনে হয়, তখন নবদ্বীপের সেই একচ্ছক, দরিদ্র রামনাথের অসামান্য শাস্ত্রাভিজ্ঞতার সমক্ষে সহজে মস্তক অবনত হইয়া থাকে। হলুদিয়াট বা গম্বীপলীও উল্লেখ হইলে, সহজেই হৃদয়, প্রতাপ-সিংহ বা লিওনিদসকে প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ইতিহাস যখন স্মৃতিপথে আবির্ভূত হয়, তখন শাস্ত্রনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যচুরাগের সহিত অক্ষয়কুমারের সেই গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, সেই যুক্তিবিজ্ঞানচাতুরী, সন্তোষের সেই দীপ্তিময় বহিস্কৃপের স্রায় ভাবার অপূর্ণ ওজস্বিতার সমক্ষে হৃদয় অপরিমিত ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আনত হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের রাজা বা রাজমন্ত্রীর উৎসাহে আডিসন, জন্সন প্রভৃতি ইংরেজী সাহিত্যের যে উপকার করিয়াছেন, ইংলণ্ডের প্রজাবর্গের শাসিত একটি দরিদ্র দেশের এক জন উদারপ্রকৃতি ভূস্বামীর উৎসাহে অক্ষয়কুমার স্বদেশীয় সাহিত্যের তাহা অপেক্ষা অল্প উপকার করেন নাই, এবং স্পেস্টেটর বা রাস্ট্রার দ্বারা ইংরেজী সাহিত্য যে পরিমাণে গৌরবান্বিত হইয়াছে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্যভাণ্ডার তাহা অপেক্ষা অল্প গৌরবান্বিত হয় নাই।

অক্ষয়কুমার দত্ত ১৭৬৫ শক হইতে ১৭৭৭ শক পর্যন্ত দ্বাদশ-বর্ষ কাল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। এই দ্বাদশ বর্ষের পরিশ্রমে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তদ্বারা বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের অসামান্য ত্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। শাস্ত্রদর্শী বিদ্যাশাগর এবং তত্ত্বদর্শী অক্ষয়কুমার, উভয়েই প্রায় একসময়ে সাহিত্যের উৎকর্ষবিধানে মনোনিবেশ করেন। বিদ্যাশাগর যেমন কোমলতায় বাঙ্গালা সাহিত্যের মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন, অক্ষয়কুমার সেইরূপ ওজস্বিতায় উহাকে উদ্বীপনাময় করিয়া তুলিয়াছেন।

কথিত আছে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক অতি কদরী ভাষায় লিখিত হইত বলিয়া, উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক বাহুদেবচরিত রচিত হয়। কিন্তু উহা অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমোদিত না হওয়াতে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয় নাই। ইহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতি ১৭৬৭ শকে মুদ্রিত হয়। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুমোদিত এবং ঐ কলেজের পাঠ্য পুস্তক রূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল। যাহা হউক ১৭৬৫ শক হইতে অক্ষয়কুমারের লেখনী-বিনির্গত সারগর্ভ প্রবন্ধসমূহ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কলেবর শোভিত করিতে থাকে। এই সকল প্রবন্ধের অধিকাংশ পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং বেতালপঞ্চবিংশতি প্রকাশের পূর্বে বাঙ্গালা গদ্য অপকৃষ্ট ছিল। উৎকট সংস্কৃত শব্দের সহিত প্রচলিত কপা গুলি এ ভাবে সন্নিবেশিত হইত যে, উহাতে ভাষার লালিত্য বা মাধুর্য্য কিছুই থাকিত না। নিম্নোদ্ধৃত গদ্য রচনায় ইহা বুঝা যাইবে :—

“ব্রহ্মারণ্যে এক ব্রাহ্মণ থাকেন তিনি হবিষ্যাণী মংস্ত্র মাংসাদি আমিষ দ্রব্য কদাচ ভক্ষণ করেন না। ঐ ব্রাহ্মণ এক দিবস বিবেচনা করিলেন, যেমন অপবিত্র দ্রব্য সংস্পৃষ্ট পুত্ৰ সামগ্রী অখাদ্য হয়, তেমনি আমিষ্য মীনসংস্পৃষ্ট যে সলিল সেও পেয় হইতে পারে না। অতএব আজ অবধি আমি নদী নদ হ্রদ পুষ্করিণী পৰল প্রভৃতি জলাশয়ের জল আর পান করিব না। তাহা করিলে নিরামিষ্য ভোজন ব্রতভঙ্গ প্রসঙ্গ হইবে, তবে এতৎপর্য্যন্ত যে হইয়াছে, সে অজ্ঞানতঃ। এইরূপ মনে করিয়া নদাদি পয়ঃপান পরিত্যাগ করিলেন, অন্তঃসলিলবাহিনী নদীর বারি পান করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ এক দিবস সে জলেতেও এক ক্ষুদ্র সফরী মংস্ত্রকে বীক্ষণ করিয়া তজ্জল পান বর্জন করিয়া কূপোদক পান করিতে লাগিলেন। কদাচিত্ একদা তদমুতেও এক ক্ষুদ্র প্রোষ্ঠী দেখিতে পাইয়া সে জল খাওয়া ছাড়িয়া নারিকেলোদক খাইতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সে জলের ভিতরও কুমি কীট দর্শন করিয়া তৎপান পরিত্যাগ করিয়া অতি পিপাসাতে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া বর্ষোদক প্রত্যাশাতে উর্দ্ধে মুখবাদ্যান করিয়া আছেন, এতদবসরে এক বায়স পক্ষী তদন্ত্র মধ্যে শোচ করিয়া দিল। পরে ঐ ব্রাহ্মণ একে তো তৃষ্ণাতে শুষ্ককণ্ঠ ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ বক্তৃাস্তর্গত পুরীষ দুর্গন্ধ প্রযুক্ত শ্রাকার করিতে করিতে গলা ফাটিয়া মরেন। ইত্যবসরে ভবজ্ঞ এক পরমহংস স্বামী তথা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঐ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিয়া সকল বিষয় সবিশেষ গোচর হইয়া কহিলেন, ওরে মূর্ণ কন্ডজড় কুপ-মগ্নক উডুঘর মশক, অসহৃপদেশ হ্রাগ্রহে হৃদশাপ্রাপ্ত হইয়াছি; আমার এই কন্ড-গুণ হইতে জল লইয়া মুখ প্রক্ষালন ও জলপান করিয়া প্রাণ রক্ষা কর। সন্ন্যাসির এই বাক্যে তৎক্ষণে ঐ ব্রহ্ম করজপানীরূপে লগন ধাবন ও উদন্তা নিবৃত্তি করিয়া স্তম্ভ হইল।”

প্রবোধচক্রিকা।

“বিদ্যা বিষয়ে ও অল্প অল্প কর্ম বিষয়ে যে উদ্যোগ, তাহাকেই লোকে পরিশ্রম কহে ।  
বালাবস্থা ও যৌবনাবস্থাতে মনুষ্য সকল সতত সকল বিষয়ে পরিশ্রম অবশ্য করিবেন,  
যে হেতু পরিগ্রমেতে বিদ্যা ও ধন ও মাগ্ধতা ও সুখাদি হয়, পরিশ্রম ব্যতিরেকে ইহার  
কিছুই হয় না, অদৃষ্ট দ্বারা যে সুখাদি হয়, সে কাপুরুষের কথা মাত্র । যদ্যপি চেষ্টা  
করিলে কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তাহাতে হানি নাই । ইহার দৃষ্টান্ত, কুস্তকার এক মৃত্তিকা  
পিণ্ডে ঘট ও স্থালাদি যাহা যাহা চেষ্টা করিতেছেন তাহা তাহা নির্মাণ করিতেছেন ;  
এবং দেখে নানাবিধ দ্রব্য সম্মুখে আছে বটে, কিন্তু ভোজনার্থি ব্যক্তির মুখে অদৃষ্ট কি  
অন্নাদি প্রদান করেন ? উদ্যোগ ব্যতিরেকে সেই দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারেন না ।”

জ্ঞানচন্দ্রিকা ।

এইরূপ উৎকট শব্দাবলীতে সম্বন্ধ, প্রঞ্জলতা-পরিশুদ্ধ, লালিত্য-হীন ভাষা বিদ্যাগার  
ও অক্ষয়কুমারের বসুময়ী লেখনীতে পরিমার্জিত হয় । কথিত আছে, বেতাল পঞ্চবিংশতিতে  
সর্ব প্রথম “উত্তাল-তরঙ্গমালা-সঙ্কুল উৎফুল্ল ফেননিচয়-চুষিত ভরঙ্গর-তিমি-মকর-  
নক-চক্র-ভীষণ শ্রোতঙ্গনীপতি-প্রবাহ-মধ্য হইতে সহসা এক দিবা তরু উদ্ভূত হইল”  
এইরূপ রচনা ছিল । পরিশেষে এই দীর্ঘ সমাসযুক্ত রচনা পরিত্যক্ত হয় । অক্ষয়কুমারের  
রচনাতেও দীর্ঘ সমাস পরিদৃষ্ট হয় ; কিন্তু তাহাতে রচনার লালিত্য বা মাধুর্য্য নষ্ট হয়  
নাই । অক্ষয়কুমার যথানিয়মে সংস্কৃত শিথিলার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই । এক জন অধ্যা-  
পকের নিকট তিনি কিয়ৎকাল মাত্র সংস্কৃতের আলোচনা করিয়াছিলেন । এরূপ হইলেও  
তঁহার ভাষায় এরূপ সুপ্রণালীক্রমে সংস্কৃত শব্দসমূহের বিভ্রাস আছে যে, এক জন  
মহামহোপাধ্যায় সংস্কৃত পণ্ডিত তৎসমুদয়ের যোজনা করিতে সমর্থ হইলে আপনাকে  
গৌরবান্বিত মনে করিতে পারেন । ফলতঃ অক্ষয়কুমার সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করিয়া-  
ছেন, কিন্তু ভাষাকে শ্রুতিকঠোর করেন নাই ; দীর্ঘ সমাস প্রয়োগ করিয়াছেন,  
কিন্তু ভাষাকে শুষ্ক কাঠের স্তায় নীরস করিয়া তুলেন নাই ; সংস্কৃতের পার্শ্বে প্রচলিত  
কথার সমাবেশ করিয়াছেন, কিন্তু ভাবের সৌন্দর্য্য হানি করেন নাই । তঁহার ১ম ও  
২য় ভাগ বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার, তঁহার ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ চারুপাঠ,  
তঁহার ধর্ম্মনীতি, তঁহার পদার্থবিদ্যা, তঁহার ১ম ও ২য় ভাগ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্র-  
দায়, বাহাই পাঠ করা যায়, তাহাতেই তদীয় ভাষার পরিপূর্ণ ভাবের পরিচয়  
পাওয়া যায় । মাতা পিতার সহিত যে ভাষায় কথা কহা যায়, প্রণয়ী জনের সহিত যে  
ভাষায় আলাপ করা যায়, স্নেহময়ী ধাত্রী বা বিশ্বস্ত পরিজনদের সহিত কথোপকথনকালে  
যে ভাষায় ব্যবহার করা যায়, অক্ষয়কুমার সাধারণতঃ সে ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন  
নাই । তঁহার ভাষা গভীর, তঁহার ভাষা সংস্কৃতশব্দবহুল, তঁহার ভাষা সংস্কৃতের নিয়-  
মামুদারে সমাসসম্বিত ; কিন্তু এই গাভীরো, এই সংস্কৃতশব্দবহুলতায়, এবং এই সমাস-

মালায় একরূপ মাধুর্য্য ও কমনীয়তা আছে যে, পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয় মোহিত হয় । যে নিজ্জীব ও নিশ্চেষ্ট জাতির বেদনাবোধ নাই; যে জাতি মহাপ্রাণতার অধিকারী হয় নাই, জাতীয় জীবনে সম্ভাবিত হইয়া উঠে নাই, উদ্বীপনার মৰ্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারে নাই; বিরহী জনের কাতরতাপ্রকাশক রোদন বা প্রণয়ী জনের অক্ষুট প্রণয়-সম্ভাষণ যে জাতির ভাষায় প্রতি স্তরে পরিপুষ্ট হয়; অথবা তাণ্ডবমত্ত অর্থশিক্ষিত লোকের কর্কশ কথার ছায় কতকগুলি অসম্বন্ধ শ্রুতিকঠোর শকাবলী যে জাতির সাহিত্য-ভাণ্ডারে স্বরূপে স্বরূপে সম্ভ্রিত থাকে; অক্ষয়কুমার সেই জাতির ভাষায় প্রচণ্ড তাড়িত বেগ সম্ভারিত করেন এবং সেই জাতির ভাষাকে সুসমৃদ্ধ, সুগঠিত, সুপ্রাণ্য, শৃঙ্গমালায় শোভিত করিয়া তুলেন । মিটন একটি নিতাস্বাধীন মহাজাতিকে কোন মহান বিষয়ে জীবন্তি করিবার জন্য উদ্বীপনাময়ী ভাষায় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন; চিরপরাধীন, চিরনিপীড়িত ও চিরনিগৃহীত জাতির মধ্যে অক্ষয়কুমারের ভাষা মিটনের ভাষারও গৌরবম্পর্কী হইয়াছে । মিটন যদি উনবিংশ শতাব্দীতে এই নিস্তেজ বঙ্গের সর্বত্র কৰ্ম্মভূমিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও জাতিদোষে সমাকুল লোকের মধ্যে উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, দরিদ্র অক্ষয়কুমারের লেখনীর প্রভাব দশনে তাঁহারও হিংসার আবির্ভাব হইত । নিজ্জীব ও নিশ্চেষ্ট বিষয়ের সজীবতাসম্পাদন অসামান্য ক্ষমতার কার্য্য । অক্ষয়কুমার এই অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়া, চিরস্মরণীয় হইয়াছেন । তাঁহার ক্ষমতায় নিস্তেজ ভাষার মধ্যে একরূপ তেজস্বিতা ও সজীবতার আবির্ভাব হইয়াছে যে, তাহার প্রদীপ্ত প্রভায় বঙ্গীয় সাহিত্য সমুজ্জল হইয়া উঠিয়াছে । এই সমুজ্জল ভাব দেশান্তরের সভ্যসমাজেও বিকীরণ হইয়া পড়িয়াছে ।

তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকার জন্ত দ্বাদশ বর্ষ কাল কঠোর পরিগ্রহে অক্ষয়কুমারের অচিকিৎস শিরোরোগের সঞ্চার হয় । এই রোগে অক্ষয়কুমার জীবন্ত হইয়া পড়েন । কিন্তু এই জীবন্ত অবস্থাতেও তিনি শাস্ত্রালোচনা পরিত্যাগ করেন নাই । লোকে যে অবস্থায় পতিত হইলে সমুদয় আশায় বিসর্জন দিয়া, অল্পক্ষণ অস্তিম কালের প্রতীক্ষায় থাকে; তিনি সেই অবস্থাতেও অভিনব তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে, অভিনব বিষয়ের সহিত পরিচিত হইতে, এবং অভিনব গ্রন্থ প্রচার করিয়া স্বদেশীয়দিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিতে সর্বদা আগ্রহযুক্ত ছিলেন । উৎকট রোগ প্রযুক্ত তাঁহার শরীরে সামর্থ্য ছিল না, হৃদয়ে শান্তি ছিল না, মনে স্থিতি ছিল না । এই অবস্থায় আপনার চিরপোষিত বাসনা সিদ্ধ হইল না বলিয়া, তিনি যে সকল আক্ষেপোক্তি করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায় পাঠ করিলে হৃদয়দ্রবীভূত হয় । এইরূপ জীবন্ত অবস্থায় অক্ষয়কুমার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রকাশ করেন । তিনি এই গ্রন্থে দুই ভাগে অসামান্য গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন । প্রগাঢ় তত্ত্বানুসন্ধানী পণ্ডিত সুহৃদবাহার যে গ্রন্থ লিখিলে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারেন, অক্ষয়কুমার শরীরের নিরতিশয় শোচনীয় অবস্থায় সেইরূপ মহাগ্রন্থের প্রচার করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন । ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ এবং বিভিন্নমতাবলম্বী উপাসকদিগের সহিত আ

করিয়া, তিনি এই গ্রন্থে যে সকল চর্জের তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎসমুদয় তাঁহার বৈরাগ্য বলবর্তী অনুসন্ধিসা ও সত্যপ্রিয়তার পরিচয় দিতেছে, সেইরূপ তদীয় অসামান্য স্বদেশানুরাগ, প্রথর বুদ্ধি, বিচিত্র বিচারচাতুরী এবং গভীর শাস্ত্রজ্ঞান প্রকাশ করিতেছে । ইংলণ্ডের মহাকাব্য অক্সফোর্ডের মহাকাব্য প্রণয়ন পূর্বক, সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন । কারাগারের কঠোরতার মধ্যে জগতের ইতিহাস এবং তীর্থযাত্রীর যাত্রা প্রণীত হইয়া ইংলণ্ডের সাহিত্যসমাজ সমুজ্জ্বল করিয়াছে । এজন্য ইতিহাস সেই লেখকশ্রেষ্ঠদিগের সহিষ্ণুতা ও ক্ষমতার নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকে । কিন্তু যে মহাপুরুষ রোগজনিত দুঃসহ যাতনার মধ্যে, মৃত্যুর বিভীষিকায় দুঃপাত না করিয়া, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের জায় অপরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহার সহিষ্ণুতা, ক্ষমতা এবং তাঁহার মস্তিষ্কের অতাব-  
নীয় শক্তির অনুরূপ দৃষ্টান্ত বোধ হয়, পৃথিবীর কোন সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায় না । বঙ্গীয় সাহিত্যের ইতিহাস এ অংশে পৃথিবীর সমগ্র সাহিত্যের ইতিহাসের সমক্ষে বোধ হয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বিতাবে রহিয়াছে এবং বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রের কর্মবীর এ বিষয়ে অসামান্য মান'ক শক্তির পরিচয় দিয়া, পৃথিবীর সাহিত্যবীরদিগের মধ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন \* ।

উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন-কালে অক্ষয়কুমারের মস্তিষ্কের স্থিরতা ছিল না । এই অস্থিরতার মধ্যে তাঁহার হৃদয়ে অনেক ভাবের উদয় হইয়াছে । কিছুতেই এই ভাবের বেগ মন্দীভূত হয় নাই । তিনি এই ভাবপ্রবাহের আবেগে সময়ে সময়ে স্বকীয় মহাগ্রন্থ—উপাসক সম্প্রদায়ে ভারত ভূমির চর্চনার উল্লেখ করিয়া উদ্দীপনাময়ী ভাষায় যে সকল মনঃস্পর্শী কথা বলিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় পড়িলে শরীর পুলকিত হয় এবং তাঁহার সহিত একপ্রাণ হইয়া তাঁহারই বাক্যে বলিতে ইচ্ছা হয়—“ভীমজননী ও অর্জুন মাতা আর কাহার মুখাবলোকন করিয়া আশাপথ অবলম্বন করিবেন ? গগনস্পর্শিৎ হিমালয় ও অর্য্যাবর্তের বপ্রবিশেষ বিদ্যাচল ষাঁহাদের বল ও বিক্রম, বীর্য ও উৎসাহ এবং ধর্ম ও প্রতিষ্ঠা রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন নাই, সেই মহাপুরুষদের বংশে এখন এই অধম পামরস্বরূপ আমরাই জন্মগ্রহণ করিয়াছি । তাঁহাদের শোণিতকণা হিন্দুজাতির রক্তশিরা হইতে একবারেই অন্তর্হিত হই-

চ । তদীয় চিত্তভ্রমকণাও বিদ্যমান নাই । সেই সমস্ত পুরাতন মহত্তর পদার্থ একবারেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে । তাহার সহিত আর কণামাত্রও সংযোজিত হইল না, কখনও হইবেও না । \* \* \* \* “কোথায় সে হস্তিনা ও ইন্দ্রপ্রস্থ ? কোথায় বা সে মথুরা ও উত্তর কোশলা ? কোথায় বা সে উজ্জয়িনী ও পাটলিপুত্র ? নাম আছে, কিন্তু পদার্থ নাই । অঙ্গার আছে, তাহাতে অগ্নি নাই । দেহ আছে, তাহাতে জীবন নাই । সাকারবাদীর অশ্বখমূলবিন্দু কবাটশূন্য জরাজীর্ণ দেবমন্দির বিদ্যমান আছে, তাহাতে দেববিগ্রহ বিরাজমান নাই । জয়শ্রী ও রাজশ্রী দেবী, একবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন ।”

\* জীবনোত্তর বিদ্যানিধি মহাশয় এ বিষয়ের বিশদরূপে উল্লেখ করিয়াছেন ।

বাহুবন্তর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচারে সন্তানপালন, প্রাকৃতিক নিয়মরক্ষণ, শারীরিক স্বাস্থ্যসম্পাদন প্রভৃতি বিষয়ে অক্ষয়কুমার যুক্তির সহিত স্বকীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি একখানি ইংরাজী গ্রন্থের অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন। বাহুবন্ত ও ধর্মনীতি, উভয়ই একশ্রেণীর পুস্তক। মানবকে ধর্মবলে বলীয়ান এবং সবল ও সুস্থকরা উভয় পুস্তকের উদ্দেশ্য। যে সকল বিষয় এই উদ্দেশ্যানুসারে গ্রন্থপ্রণেতার নিকট সমীচীন বোধ হইয়াছিল, তৎসমুদয়ই যুক্তিসহ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাহুবন্ততে আমিষ-তর্কাবিষয়ক প্রস্তাব পড়িয়া, অনেকেই সে সময়ে আমিষতর্কণের একান্ত বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধর্মনীতি ও বাহুবন্ততে ব্যায়াম প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব প্রকটিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় অস্বদেশীয় যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে অকার্য্যকর হয় নাই। অনেকে উক্ত প্রবন্ধলিখিত নিয়ম অনুসারে ব্যায়াম করিয়া, শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধানে যত্নশীল হইয়াছিলেন। এইরূপে অক্ষয়কুমারের তেজস্বিনী লেখনী আমাদের চির-সুপ্ত সমাজকে জাগরিত করিয়াছিল। এতদ্বার্তীত অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ শিক্ষার্থীদিগের নীতিশিক্ষার সহিত নান্য বিষয়ে অভিজ্ঞতারূপের পক্ষেও বিস্তর সাহায্য করিতেছে। চারুপাঠ প্রভৃতি গ্রন্থের এক দিকে যেমন সদাচার ও উন্নত ধর্মভাবের বিষয় লিখিত হইয়াছে, অপর দিকে সেইরূপ বিশ্বব্যাপারের বিচিত্র কৌশল স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষাখিণ্য মিত্রতা প্রভৃতি প্রবন্ধ পড়িয়া, যেমন সংসঙ্গলাভের উপকারিতা বৃদ্ধিতে পারে, সেই রূপ সৌরভগতের অত্যাচার্য্য নিয়মবদম্পরা বৃদ্ধিতে পারিয়া, বিশ্বনিয়ন্তা পরমপুরুষের প্রতি ভক্তিপ্রবণ হইয়া থাকে। পূর্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে এই প্রণালীর পুস্তক ছিল না। অক্ষয়কুমারের প্রতিভাবলে এইরূপ গ্রন্থাবলীর উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গীয় সাহিত্য যেরূপ উচ্চতর বিষয়ের বর্ণনায় উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেইরূপ উন্নত ভাব ও উৎকৃষ্ট রচনা প্রণালীর গুণে বার পর নাই বিন্দু হইয়া উঠিয়াছে। অনেকে বলেন যে, অক্ষয়-কুমার কেবল ইংরেজী পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহে অভিনব বিষয়ের সমাবেশ নাই বা উদ্ভাবনাগুণে তাহার গ্রন্থাবলী সাহিত্যক্ষেত্রে উচ্চতর স্থান পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। যাহারা এইরূপ নিদেশ করেন, তাহারা বোধ হয়, ইংরেজী গ্রন্থের সহিত অক্ষয়কুমারের গ্রন্থ মিলাইয়া দেখেন নাই। মার্জার স্বপ্নদর্শনের আদর্শ চারুপাঠের স্বপ্নদর্শন লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মার্জার স্বপ্নদর্শনে বাহা নাই, চারুপাঠের স্বপ্নদর্শনে তাহা আছে। আডিসনের কল্পনা অপেক্ষা অক্ষয়কুমারের কল্পনার অধিকতর বিকাশ হইয়াছে। আডিসনের প্রবর্তিত পথে পদার্পণ করিলেও, অক্ষয়কুমার অভিনব চিত্রপ্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন। অব্যাপক উইলসনের হিন্দুধর্মসম্প্রদায়, ভারতবর্ষীয় উপাদক সম্প্রদায়ের আদর্শ হইলেও শেষোক্ত গ্রন্থে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এইরূপে অক্ষয়কুমারের গ্রন্থপাঠে অনেক অপরিজ্ঞাত বিষয়ের পরিজ্ঞান হয়। কোন বিষয়ের অণুগ্রহণে কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে গ্রন্থকারকে কেবল পরাভ্যাসকারী ও অনুবাদকার

বলা যাইতে পারে না। লেখকের প্রতিভা ও ক্ষমতা থাকিলে অনুকরণে তদীয় গ্রন্থের যথোচিত গুণ পরিস্ফুট হয়। অক্ষয়কুমার প্রতিভাশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তিনি অপরের অনুকরণ করিয়াও, স্বকীয় গ্রন্থে একপ বিষয় সম্মিলিত করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা আদর্শ অপেক্ষা পাঠকবর্গের অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইউরোপের উন্নতিশীল সাহিত্য লাতিনের সাহায্যে পুষ্টি লাভ করিয়াছে। ফরাসী সাহিত্যের প্রাধান্যের মধ্যে ইংলণ্ডের জাতীয় সাহিত্য সঞ্জীবিত হইয়াছে। বাহারা অপর সাহিত্যের আদর্শে আপনাদের সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন, তাঁহারা অনুবাদকার বা পরামুকারী বলিয়া উপেক্ষিত হয়েন নাই। স্বদেশে তাহাদের যথোচিত সম্মানলাভ হইয়াছে, বিদেশেও তাঁহারা ক্ষমতাশালী মহাপুরুষ বলিয়া মহিমামণ্ডিত হইয়াছেন। ভিন্ন দেশের সাহিত্যে যাহা ঘটিয়াছে, অক্ষয়কুমারের ক্ষমতার অঙ্গদেশের সাহিত্যেও তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। অক্ষকুমার বিদেশীয় সাহিত্যভাণ্ডার হইতে বর্ণনীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই বিষয় তাঁহার অনুসন্ধানগুণে যেন নবীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যে বিষয়ের রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই বিষয়েরই নিগূঢ় তত্ত্বনিকূপণে যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধানপ্রবৃত্তি একপ বলবতী ছিল যে, তিনি মেডিকেল কলেজে গিয়া, বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপদেশ শুনিতেন ও ক্রটি করেন নাই। এইকপ অনুসন্ধান ও আলোচনায় তাঁহার গ্রন্থসমূহ জ্ঞানপ্রদ হইয়াছে।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, বিচারক স্বল্পরূপে সমুদয় কার্য্যকারণ বুঝিয়া, আপনাব সিদ্ধান্ত স্থির করেন। তিনি বিচার্য্য বিষয়ের মূল, উহার অমূল ও প্রতিকূল যুক্তি, সমস্ত বিষয়েরই ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখেন। কিন্তু ব্যবহারাজীব একট নিদিষ্ট বিষয়কেই স্থিরতর সিদ্ধান্তস্বরূপ মনে করিয়া, উহার সমর্থনে অগ্রসর হয়েন। ঐ সিদ্ধান্তের মূল কি, উহা অপসিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত না হইবার হেতু কি, তৎসমুদয়ের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকে না। জনসন্ সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যবহারাজীবের প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিতেন, দিমস্থিনিসের সময়ে এথেন্সবাসীরা পণ্ডর স্থায় ছিল। তাঁহার মতে গর্ষিত এথেন্সবাসীরা অসভ্য; যে হেতু এথেন্সে মুদ্রিত পুস্তক ছিল না। যে স্থানে মুদ্রিত পুস্তক নাই, সে স্থানের জনসাধারণের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি অসভ্য বলিয়াই পরিগণিত হয়। জনসন্ দেখিতেন, যে সকল লণ্ডনবাসী লেখাপড়া করে না, তাহারা শ্রায়ই উদ্ধত হইয়া পাপব বস্ত্রের পরিচয় দেয়। একজ্ঞ তাঁহার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, বাহারা গ্রন্থ পাঠ করে না, তাহারা বর্বর \*। কেবল গ্রন্থাচ্ছিন্নগণে যাবতীয় জ্ঞানের উন্মেষ হইয়া থাকে। কিন্তু এথেন্সবাসিগণ প্রতি দিন প্রাতঃকালে তত্ত্বজ্ঞানী সঙ্ক্রেতিসের পদতলে বসিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিত; প্রতি মাসে চারি পাঁচ বার, পেরিক্লিসের উপদেশ শুনিত। আরিস্তোফানেস তাহাদের জ্ঞানালোক উদ্দীপিত করিতেন। লিওনিয়াস

ও মিলাতাইদিহ্ তাহাদিগকে স্বদেশহিতৈষিতার মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিতেন। জেনোফন তাহাদের সম্মুখে জাতীয় গোববের বিচিত্র চিত্র বিস্তারিত করিয়া রাখিতেন। তাহারা বিচারকের বিচারপ্রণালী দেখিয়া অভিভূত হইত; যথানিয়মে সৈনিকশ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া, সূক্ষ্মতা ও সূনীতির সম্মানরক্ষায় তৎপর হইত। এই সকল বিষয় তাহাদের শিক্ষার প্রধান অবলম্বনরূপ ছিল। তাহারা এই সকলের অবলম্বনে সম্ভাব্য যেরূপ বাক্পটুতা প্রকাশ করিত, যুদ্ধস্থলে যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দিত, লোকব্যবহারে যেরূপ শিষ্টতা দেখাইত; স্বদেশের হিতসাধনে, স্বদেশের গৌরবরক্ষণে, স্বদেশীয়দিগের প্রাধান্যকৌর্ভনে সেইরূপ একাগ্রতা, সেইরূপ উদ্যমশীলতা এবং সেইরূপ দূরদর্শিতা প্রকাশ করিত। এইরূপ জাতি কখন অশিক্ষিত বা অসভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু জনসন ইহা বুঝিতেন না। তাঁহার যেরূপ ধারণা হইয়াছিল, তিনি সেইরূপ ধারণা অনুসারে জ্ঞানগরিমার নিদর্শনভূমি, শ্রুত ও মহত্বের বিকাশস্থল এথেন্সকে অসভ্যের আবাসক্ষেত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার জনসনের গ্রাম অনেক সময়ে আশ্চর্যমতের নির্দারণ করিতেন। ব্যবহারজীব যেমন একতর পক্ষকে সর্ববিষয়ে সঙ্গত বলিয়া মনে করেন, সাহিত্যক্ষেত্রে তিনিও সেইরূপ একতর বিষয়কে সর্ববিধিসম্মত বলিয়া মনে করিতেন। জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাসমাধান করিবার জন্ত কতিপয় স্বীকার্য প্রতিজ্ঞা আছে। এগুলি কিরূপে স্বীকৃত হইল, জ্যামিতি তাহার কোন কারণ নির্দেশ করে না। অক্ষয়কুমারের অনেকগুলি মত এইরূপ স্বীকৃত বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত ছিল। অক্ষয়কুমার বলিতেন, হিন্দুর স্বাধীনতা ও দর্শনশাস্ত্র অসার এবং হিন্দু দার্শনিকগণ ঘোরতর বিতর্কবাদী। তাহারা মতে, বাহ্যিক শুভাশুভ দিনক্ষণে আশঙ্কা করে, স্বদেশীয় শাস্ত্রকে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিয়া থাকে, ব্যক্তিবিশেষের অভিসম্পাতকে অনিবার্যতার হেতু বলিয়া শঙ্কিত হয় এবং প্রকৃতির বিবিধকার্যের বিবিধ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কল্পনা করে, তাহারা অশিক্ষিত। তাঁহার ধারণা ছিল যে, পুরাণ যখন পৃথিবীকে ত্রিকোণাকার ও অচলা বলিয়া নির্দেশ করে, তখন হিন্দুর জ্যোতিষ শাস্ত্রের কোন ভিত্তি নাই। এইরূপ ধারণা বশবর্তী হইয়া, তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে আপনার মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু স্বতীশাস্ত্র যে, অসামান্য অভিজ্ঞতার ফল; সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র যে, পৃথিবীর যাবতীয় দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে প্রধান; তিনি তাহার অনুধাবন করিতেন না। স্যার উইলিয়ম্ জোন্স্ হইতে অধ্যাপক মোক্ষমূল্য পধ্যস্ত ইয়ুরোপের জ্ঞানী পুরুষগণ যে, সংস্কৃত দর্শনের নিকট অবনতমস্তক হয়েন, তাহা তাঁহার মনোমধ্যে উদ্ভিত হইত না। স্বদেশীয় শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা স্থাপন করা যে, অশিক্ষার ভিত্তিভরূপ তাহা তিনি বিচার করিয়া দেখিতেন না। ইয়ুরোপথণ্ডে জ্ঞানালোকের বিকাশকর্তা গ্রীস যে, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিশ্বাস স্থাপন করিত, তিনি তাহার অনুসন্ধান করিতেন না। লাইকার্গাস্ বা সোলন অধিষ্ঠাত্রী দেবতাপূজকদিগের উপদেষ্টা ছিলেন। পিথাগোরাস্ জ্যামিতির একটি বিশেষ প্রতিজ্ঞার পূরণে সমর্থ হওয়াতে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে বলি

দিয়াছিলেন। ইহার কখনও অশিক্ষিতের শ্রেণীতে নিবেশিত ছিলেন না! সে মহাজাতি হইতে ইহাদের উদ্ভব হইয়াছিল, সে জাতি কখনও অশিক্ষিত বলিয়া উপেক্ষিত হয় নাই।

সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের এইরূপ মত প্রচারের একটি কারণ ছিল। লর্ড আমহুস্টের সময়ে যাহার স্বত্বপাত হইয়াছিল, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় কার্য্য-তৎপরতার একশেষ দৈখাইয়াছিলেন, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক যাহা সম্প্রসারিত করিয়া তুলিয়া-ছিলেন এবং পরিশেষে লর্ড ডালহাউসী ও লর্ড কানিংগের সময়ে যাহা ফলসম্পাদিত লোকের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল, তাহার প্রভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য উন্নত ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক বাঙ্গালা সাহিত্যের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিতে থাকে। পাশ্চাত্য প্রণালীতে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিত হয়, ভূগোল ও ইতিহাস প্রণীত হয়, গণিত ও জ্যোতিষের বিষয় প্রচা-রিত হয়। শ্রীরামপুরের খৃষ্টীয় সমাজ হইতে যে স্তিমিত আলোক নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে উজ্জ্বলতর হইয়া বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্রে উদ্দীপিত করিয়া তুলে। অক্ষয়কুমার এই আলোকে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি যে ভাবে পাশ্চাত্যশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া ছিলেন, যদি সেই ভাবে সংস্কৃতের আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহার ধারণা অন্তরূপ হইত। পিয়ার্সনের ভূগোল ও জ্যোতিষ তাঁহার চিত্তবিভ্রম জন্মাইয়া দিয়াছিল। তিনি ইহাতে স্বদেশীয় জ্যোতিষের উপব হতশ্রু হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি যখন পাশ্চাত্য ভাষায় বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে লাগিলেন, পুরাবৃত্তের আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন, জ্যোতিষ ও গণিতের নিগূঢ় তত্ত্বের তাৎপর্য্যগ্রহণে অভিনিবিষ্ট হইয়া উঠিলেন, তখন পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা অটল হইল। তিনি স্বদেশীয় জ্ঞানভাণ্ডারকে পশ্চাতে রাখিয়া, প্রধানতঃ পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডার হইতে রত্নরাশির সংগ্রহে তৎপর হইলেন। মিল, হাম্বলি, ডার্বিন প্রভৃতির সহিত স্ত্রার উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক, বর্ণূফ, লাসেন, মোক্ষমূলর প্রভৃতি তাঁহার প্রধান উপদেষ্টা হইয়া উঠিলেন। পুরাবৃত্তের অন্ধকারময় পথে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ তাঁহার আলোকবর্তীস্বরূপ ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়ে গবেষণাকোশলের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। উইলসন্ যাহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; তৎকর্তৃক তাহাও সংগৃহীত হইয়াছে, এবং উইলসন্ যাহার অর্থোদ্ধারে উদ্ভ্রান্ত হইয়াছেন, তিনি তাহার অর্থও পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মস্তিষ্কের ঘেরূপ ক্ষমতা ছিল, তিনি যদি সেইরূপ সমান মনোযোগের সহিত উভয় দেশের গ্রন্থগুলির আলোচনা করিতেন, জোন্স বা উইলসন্, বর্ণূফ বা লাসেন যদি সমুদয় স্থলে তাঁহার পথপ্রদর্শক না হইতেন, তাহা হইলে তদ্বারা অনেক দুর্জয় ও দুর্লভ তত্ত্বের সন্মী-মাংসা হইত।

যাহা হউক, অক্ষয়কুমার সমগ্র শিক্ষিত সমাজের বরগীয় মহাপুরুষ; সাহিত্যরূপ কৰ্ম্ম-ক্ষেত্রে এক জন অসাধারণ কৰ্ম্মবীর। যখন বাঙ্গালা সাহিত্যে কুসুচির প্রাচুর্য্য ছিল; কুবিষয়ের রচনা, কুভাবে উদ্ভেজনা, কুখ্যার আলোচনা, যখন বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের

প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, তখন অক্ষয়কুমার কৰ্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, এবং পরিপূর্ণ রুচিতে, পরিপূর্ণ রচনায়, পরিপূর্ণ ভাবে উহার সমগ্র জঞ্জাল দূরে নিক্ষেপ পূৰ্ব্বক উহাকে পবিত্র করিয়া তুলেন। এখন সেই পবিত্রতার প্রদীপ্ত জ্যোতি চারি দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। সংযতচিত্ত তীর্থযাত্রিগণ এখন ঐ পবিত্র ক্ষেত্রে সমাগত হইয়া, উহার অনন্ত পবিত্র ভাবে আপনাদিগকে পরিপূর্ণ করিতেছেন। এই মহাপুরুষের ঐদৃশী মহীয়সী কীর্তির কখনও বিলয় হইবে না। পৃথিবীর যে কোন সভ্যদেশ এই মহাপুরুষকে পাইলে আপনাকে সম্মানিত মনে করিতে পারে। পৃথিবীর যে কোন সভ্যজাতি, এই মহাপুরুষের সমুচিত সম্মান রক্ষা করিতে পারিলে, আপনাদের গৌরব বোধ করিতে পারে। বাঙ্গালার সৌভাগ্য যে, তাহার ক্রোড়দেশে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। ব'ঙ্গালা সাহিত্যের একান্ত সৌভাগ্য যে, এই মহাপুরুষের অমুরাগে, যত্নে ও অধ্যবসাতে তাহার পরিপূর্ণতার সহিত পরিপূর্ণি ঘটিয়াছিল। এই সৌভাগ্যের মধ্যে এক বিষয়ে বঙ্গের নিরতিশয় ছর্ভাগ্য ঘটিয়াছে। বঙ্গের কৃত্তী পুরুষগণ এই মহাপুরুষের সমুচিত সম্মান রক্ষা করিতে আজ পর্যন্ত উদাসীন রহিয়াছেন। কিন্তু যদি শিক্ষিত সমাজের শিক্ষা সার্থক হয়, তাহা হইলে অক্ষয়কুমারের নাম বিশ্বতিমাগরে নিমজ্জিত হইবে না। সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের অসামান্য কার্যই তাঁহাকে অক্ষয় করিয়া রাখিবে।

---

# মুদ্রিত বাঙ্গলা পুস্তকের তালিকা ।



## কবিতা ও নাটক ।

হিন্দুদিগের লিখিত গ্রন্থের অধিকাংশ পদ্যময়। বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রায় বার আনা ভাগ কবিতায় লিখিত। প্রায় সকল পুস্তকই এতদেশীয়ের রচিত। বাঙ্গলা কবিতার প্রধান বিষয় ধর্ম ও প্রণয়। ধর্মবিষয়ক কাব্যের নাম অভ্যুদয় দেওয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবেরা বাঙ্গলার আদি কবি; চৈতন্য ও তৎপ্রচারিত ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার রচনা করেন। তৎপরে কাশীদাস ও কৃষ্ণিবাস, দেড় শত বৎসর হইল, মহাভারত ও রামায়ণ রচনা করেন। গত শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র যুদ্ধ ও প্রণয়বিষয়ক কাব্য রচনা করেন। ভারতচন্দ্রকে তদানীন্তন হোরেস্ বলা হাইতে পারে। অধুনাতন শিক্ষিত বাঙ্গালীরা কবিতাসমূহে ঝাঁপ দিতে বড় সাতসী হয়েন নাই। ১৮০৫ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কালেক্টর ছাত্র সিবিলিয়ান জে, সার্জান্ট বঙ্কিলের ইনিদের প্রথম সর্গের ৬৫ পৃষ্ঠাপরিমিত অমুবাদ বাহির করেন। মঙ্কটন নামক আর এক জন ছাত্র শেক্ষপীয়রের টেম্পেষ্টের অমুবাদ করেন। ১৮৩৬ অব্দে জ্ঞানকৃৎ কৌমুদী বাহির হয়। উহাতে বিবিধ সঙ্গীতযন্ত্রের বর্ণনা সহ বিবিধ দেবতার স্তুতিগীত ছিল। ১৮৩৭ সালে গিরিশচন্দ্র বসু হোমারের ইলিয়াড, প্রথম সর্গের ৩০ পৃষ্ঠা পরিমিত মূল ও অমুবাদ বাহির করেন। ইংরাজীর সহিত অমুবাদ বাহির হয়। ১৮৪০ অব্দে রঙ্গপুরের জমিদার কালীচরণ চৌধুরি ৬০টি প্রণয়-সঙ্গীত-পূর্ণ গীতমালা বাহির করেন।

চোর পঞ্চাশ—(সামুবাদ মূল সংস্কৃত) ১১ পৃঃ। ১৮০৮। বর্ধমানরাজের অজ্ঞাত-সারে জনৈক কবি রাজকন্ডাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করায় প্রাণদণ্ডের আদেশ পান। পঞ্চাশ শ্লোকে তিনি আপনার দুঃখট্টের বর্ণনা করিয়াছেন।

ছন্দাবলী—গিরিশচন্দ্র দেব প্রণীত। ১৮৫২। শিবের বিবাহ, ঋতুবিলাপ, শ্রীমতী হীমানেব Better Landএর অমুবাদ প্রভৃতি বিবিধ কবিতায় পূর্ণ।

ভগবদ্গীতা—(সামুবাদ মূল)। দার্শনিক কাব্য। ইংরাজি, লাতিন, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় অমুবাদ দেখিয়া এই উন্নত দার্শনিক গ্রন্থের উৎকর্ষ বুঝা যায়। হিন্দু দার্শনিকগণের উদ্ভাবিত বিবিধ তত্ত্ব ইহাতে পাওয়া যায়। বর্ণনীয় বিষয়—আত্মার স্বরূপ, কর্মাপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য; কর্মত্যাগ ও তাহার ফল; সাকার ও নিরাকার জীবনের উপাসনা। মঙ্গলুরের মিশন বন্ধে সম্প্রতি এই গ্রন্থের লাতিন, ইংরাজি ও কানারী অমুবাদ এবং হম্বোল্ডের লিখিত ভূমিকা সহ মূল সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—নাটক্যে চৈতন্যের জীবনী। প্রেমদাস কর্তৃক অনু-দিত। রত্নাকর যন্ত্র, ১৮৫৩। পৃঃ ৪২৭। মূল্য ১৫০ টাকা। বৈষ্ণব ধর্মসংস্থারক চৈত-

স্ত্রের জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কথা ইহাতে জানা যায়। চারি শত বৎসর পূর্বে চৈতন্য বর্তমান ছিলেন। ইহার পর এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক এই নাটক প্রকাশের কোন প্রয়োজন ছিল না।

কীর্তিবিলাস—বিমাতৃবিভ্রাট্ বিষয়ক নাটক। পঞ্চাশে বিভক্ত। প্রণেতা জি, সি, গুপ্ত। বেঙ্গল সোসাইটির যন্ত্র; পৃ: ৭০। মূল্য বার আনা। এক রাজপুত্র বিমাতার নির্ঘাতনে যমুনাজলে প্রাণত্যাগ করেন। রচয়িতার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া পাওয়া যায়।

মহানাটক—(সমুদ্রবদ মূল) রামচন্দ্রের উপাখ্যানমূলক। ১৮৫১। পৃ: ২২৯। মূল্য ১০ আনা। সুধাসিদ্ধ যন্ত্র। ১৮৪৯ সালে রামগতি কবিরত্ন ইহা প্রকাশ করেন। রাজা কালীকৃষ্ণ ইহার ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছেন।

মহাভারত—কালীদাস কৃত। চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্র (?) প্রথম সংস্করণ, ১৮০২। ১৮৫২, ১৮৫৫ অব্দে পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত গ্রন্থের মূল্য চারি টাকা। পৃ: ২১১। এই কাব্য বাঙ্গালার অদীশী। কালীদাস নামক শূদ্র বাঙ্গালা অনুবাদ বাহিন করেন। তজ্জন্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে স্বাক্ষরে অনন্ত নরকবাসের অভিশাপ দেন। ভারতবর্ষের রাজত্বের অষ্ট ছুটি রাজবংশের বিগ্রহমূলক উপাখ্যান। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বিবরণ, ধর্ম ও আচারব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। মূল পুস্তক হইতে লাসেন তদীয় Indische Alterthums Kunde নামক বিখ্যাত গ্রন্থের বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন।

মেঘদূত—(সমুদ্রবদ মূল)। ১৮৫০। পৃ: ১৩৬। মূল্য ১ টাকা। ভারতবর্ষের শেখপীয়ার—মহাকবি কালিদাস মূল কাব্য প্রণয়ন করেন। অরণ্যে নির্বাসিত স্বামী মেঘকে দোতো নিষুক্ত করিয়া পত্নীর নিকট প্রেরণ করিতেছেন। স্থানীয় ভৌগোলিক বিবরণের সহিত অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান কবির লেখনীশুণে পরিস্ফুট হইয়াছে। অধ্যাপক উইলসন্ ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন। “এই কাব্যে হিন্দুগণের গার্হস্থ্যসম্বন্ধে দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইতে হয়। টেমস্ ও গঙ্গা, উভয় নদীর তীরেই দাম্পত্য সম্বন্ধের সমান স্নিগ্ধতাব পরিস্ফুট হয়।” আর্ষ্যাবর্ত্তে হিন্দুগণের পৌরাণিক ইতিহাসের নানা ঘটনাস্থলের দৃশ্য, চিত্রের মত পাঠকের সম্মুখে ধরা হইয়াছে। জর্জান ভাষাতেও ইহার অনুবাদ হইয়াছে।

মিণ্টন কাব্য—মিণ্টনের Paradise Lost নামক কাব্যের প্রথম সর্গের অনুবাদ। শ্রীরামপুর জ্ঞানাকর যন্ত্র। শ্রীরামপুর কালেক্টর ছাত্র বেচারাম রায় ও বিশ্বস্তর দত্ত কর্তৃক রচিত। অনেক প্রয়োজনীয় টাকা দেওয়া আছে। জর্জান ভাষায় মিণ্টন ও শেখপীয়ারের অনুবাদে যেমন সাফল্যলাভ ঘটয়াছে, বাঙ্গলায় তেমন হয় না কেন?

সঙ্গীতরত্ন—১৮৪৮। পৃ: ২৫১। (কবিতা রত্নাকর যন্ত্র ?) স্বরগ্রামাদিবৃক্ত সঙ্গীত শাস্ত্র। রাগিণীগণের মূর্ত্তির ছবি দেওয়া আছে। ১৮২০ অব্দে রাগমালা নামে অপর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রবাদ এই, গ্রন্থ পাঠ করিলে অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি আইসে। এই সময়েই বিচারসার সঙ্গীত, রাগরাগিণী ও সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম নামক সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ বাহির হয়।

**নলদময়ন্তী**—সংস্কৃতের অমুবাদ । ১৮৫২ । পৃ: ৭৪ । মূল্য ৮/০ আনা । মিলমান এই করুণরসপূর্ণ সুন্দর উপন্যাসের প্রশংসা করিয়াছেন । বিদর্ভরাজ দ্যুতক্রীড়ায় রাজ্য হারাইয়া বনে যান । তৎপরে বনবর্ণনা । পত্নী, পতির সমুদয় হৃভাগ্যের ভাগিনী হয়েন ; কিছু দিন বিরহের পর অযোধ্যায় সারথ্যকুশলতা দেখিয়া পতিকে চিনিতে পারেন । অবশেষে রাজা রাজ্য লাভ করেন । এই গ্রন্থের কোন কোন অংশ বর্জনীয় । মূল কাব্য পারসী, ফারসী, জর্মান, ফরাসী, লাতিন ও ইংরাজিতে অনূদিত হইয়াছে । বাঙ্গালাতেও অনেকগুলি সংস্করণ প্রচারিত হইয়াছে ।

**রামায়ণ**—কুন্তিবাস কর্তৃক অনূদিত, ১৮০৩ অব্দে ত্রীরামপুর যন্ত্রে প্রথম বার মুদ্রিত । ১৮৫০ অব্দে পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত গ্রন্থের মূল্য ২\ ; পত্রসংখ্যা ৫০৬ । এই কাব্য বাঙ্গালীর ইলিয়াদ । অযোধ্যা হইতে রামের দক্ষিণাপথে প্রবেশ ; অসভ্য জাতির সহায়তায় লঙ্কাবিজয়, আগামেম্মননের মত পত্নীর উদ্ধার । দুই হাজার বৎসরের পূর্ববর্তী হিন্দুদের ধর্ম, ও সাহিত্যেব পরিচয় পাওয়া যায় । মূল গ্রন্থ সম্প্রতি ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া তৎস্থানির রাজার ব্যয়ে পারিসে মুদ্রিত হইয়াছে । বাঙ্গালায় ১\ হইতে ১০\ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের অসংখ্য সংস্করণ বাহির হইয়াছে । বর্ধমানরাজের আত্মকুল্যে রামায়ণ সম্প্রতি হইতেছে ।

**রত্নাবলী**—কাশ্মীররাজ র্বপ্রণীত । একাদশ শতাব্দীতে রচিত । পৃ: ২১৬ । তত্ত্বাবধিনী যন্ত্র (?) ।

**ঋতুসংহার**—( সাহুবাদ মূল ) ভারতের শেফপীয়র কালিদাস কৃত । বিন্দুবাসিনী যন্ত্র । ১৮৪৮ । পৃ: ৭১ । বহু সংস্করণ বাহির হইয়াছে । ইহা এদেশে টম্‌সনের ঋতুবর্ণনা-স্থানীয় । জর্মান, লাতিন ও ইংরাজিতে অমুবাদ হইয়াছে ; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-সূচক মধুর পদাবলীতে পূর্ণ । স্যার উইলিয়ম জোন্স্ বলিয়াছেন, ইহার প্রত্যেক ছত্র মার্জিত ও উজ্জ্বল । প্রত্যেক শ্লোকে ভারতবর্ষের কোন না কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্মুখে আনে । বর্ণনা অলঙ্কৃত হইলেও প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া যায় নাই । অনেকগুলি সংস্করণ বাজারে পাওয়া যায় । হোরেন্স ও জুবেনালের মত স্থানে স্থানে অশ্লীলতা আছে, তাহা বর্জনীয় ।

**ঋতুসংহার**—মাধব কর্তৃক অনূদিত । রোজারিও কোম্পানি । সংস্কৃত কলেজে পুরস্কার দিব্যর জঘ্ন লিখিত । দৃষ্য অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে । ভাষা উন্নত ধরণের ।

**রত্নাবলী**—( বঙ্গামুবাদ ) পৃ: ২১৬ । মূল্য ১১০ টাকা । তত্ত্বাবধিনী যন্ত্র (?) । কাশ্মীর-কবি-রচিত মূল সংস্কৃত নাটকের অমুবাদ । নীলমণি পাল কর্তৃক অনূদিত ।

**ভানুমতী চিত্তবিলাস**—শেফপীয়রের Merchant of Veniceএর বাঙ্গালা অমুবাদ । পৃ: ২২০ । পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্র । প্রণেতা হরচন্দ্র ঘোষ । বাঙ্গালা ভাষায় শেফপীয়রের ভাব দক্ষতাসহকারে প্রকাশিত হইয়াছে ।

## সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

চন্দ্রশেখর রায়—(জীবনচরিত) ১৩০১ সাল। সাহিত্য যজ্ঞে মুদ্রিত—মূল্য ৮০ বার আনা। সুনিখিত জীবনচরিত লোকশিক্ষার পক্ষে এক প্রকার অমূল্য গ্রন্থ। ইহাতে যাহার জীবনী লিপিবদ্ধ হয়, তিনি যদি মহৎ ও আদর্শচরিত্র হইলেন, তবে ত কথাই নাই—অতি সাধারণ ব্যক্তিরও জীবনচরিত ভাল করিয়া লিখিতে পারিলে অতি উপাদেয় ও শিক্ষা-প্রদ হইতে পারে। কিন্তু জীবনচরিত ভাল করিয়া লেখা বড় কঠিন কার্য। জীবনের কতকগুলি ঘটনামাত্র লিপিবদ্ধ করিয়া, তাহাতে জন্মমৃত্যুর বিবরণ সংযোগ করিলেই জীবনচরিত লেখা হয় না। জীবনচরিতের একটা জীবন থাকা আবশ্যক। ইহাতে যেমন একদিকে বর্ণনীয় ঘটনাগুলি সুনির্বাচিত করিয়া লইতে হয়, তেমনই আবার সেই ঘটনাগুলির অন্তর্নিহিত সঞ্চয় প্রদর্শন করিতে হয়। সাধুসঙ্গে যেমন লোকের সংপ্রকৃতি উন্মেষিত হয়, সংকার্যের বিবরণ পাঠ কবিলেও তেমনই লোকের সংকার্যে প্রবৃত্তি প্রদারিত হইয়া থাকে। এই জন্যই মহৎ লোকের মহৎ কার্যগুলি জীবনচরিতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হওয়া উচিত। এই কার্যবিবৃতি ভিন্ন বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ঘাতপ্রতিঘাতে লোকের পরিবর্তনাদি প্রদর্শন করাও জীবনচরিতের প্রধান লক্ষ্য। আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক উন্নতি, অবনতি প্রভৃতি যে সকল পরিবর্তন লোকলোচনের বিষয়ীভূত, তাহাই বাহ্য পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্ত। বিবিধ সংগ্রহ পণ্ডিত হইয়া মানবের মন যে, নানা প্রকার অবস্থায় পরিবর্তিত হইয়া থাকে, তাহাকেই আভ্যন্তরিক পরিবর্তন বলে। ইতিহাসাদি গ্রন্থ সচরাচর ব্যক্তিব্যাহার বা সমাজবিশেষের এই বাহ্য পরিবর্তনই প্রদর্শন করে। উপজ্ঞাসে প্রধানতঃ আভ্যন্তরিক পরিবর্তন আলোচিত হয়। জীবনচরিতে, ইতিহাস ও উপজ্ঞাস, উভয়েরই ধর্ম থাকা আবশ্যক; অর্থাৎ তাহাতে বর্ণিত ব্যক্তির ও তৎসমকালের ইতিহাস থাকাও চাই, আবার সেই ব্যক্তির অন্তরের পরিবর্তন প্রদর্শন করাও চাই।

সমালোচ্য জীবনী কোন বিশেষ মহৎ ব্যক্তির নহে। মহৎ ব্যক্তির জীবনচরিত লেখা বরং সহজ। তাহাতে সেই ব্যক্তির কতকগুলি গুরুতর ঘটনামাত্র লিপিবদ্ধ করিতে পারিলেও, তাহার একটা জীবনী হইয়া পড়ে। পাঠকবর্গ সেই ঘটনাগুলি পড়িয়া বিমোহিত হইতে পারেন। মহৎসঙ্গের এইরূপ সুবিধা যে, আমাদের গ্রন্থকার পাইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। সুতরাং এই শ্রেণীর জীবনচরিত সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ করিতে বিশেষ গুণপনা আবশ্যক।

বাহ্য পরিবর্তনের বিষয় এ গ্রন্থে সুনিখিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখরের সময়ের ঘটনাবলীর বিবৃতিতে গ্রন্থকার গুণপনা প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থপাঠে তদানীন্তন অবস্থার চিত্র মনোমধ্যে আবিস্কৃত হয়। আভ্যন্তরিক পরিবর্তনের বিষয় উপস্থিত গ্রন্থে যথার্থ আলোচিত হয় নাই।

গ্রন্থকারের ভাষা অতি সরল হইয়াছে। তাঁহার অতীত কাহিনী সংগ্রহ করিবার ক্ষমতাও আছে। গ্রন্থে “সখ্যতা প্রভৃতি কথা না থাকাই উচিত। যাহা হউক, যে সময়ে আমাদের দেশের লোকে ভিন্ন দেশের ইতিহাস এবং ভিন্ন দেশীয়গণের জীবনী লইয়া ব্যস্ত, সে সময়ে গ্রন্থকার উপস্থিত গ্রন্থ প্রচার করিয়া, আমাদের সবিশেষ প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় কবিগণের সময়নিরূপণ । সংস্কৃত কোকিলদূত কাব্যপ্রণেতা ৮ হরিমোহন প্রমাণিক প্রণীত। শ্রীযশোদানন্দন প্রমাণিক কর্তৃক প্রকাশিত। সাহিত্য যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১১০ দেড় টাকা মাত্র।—গ্রন্থকার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন :—

“ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময় নিরূপণ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি বটে, কিন্তু যেমন কোন পুণ্যানদীতে অবগাহন করিতে অশক্ত হইলে তাহার কিছুমাত্র জলস্পর্শ করিয়া লোকে আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করে, আমিও সেই প্রকার কতিপয় কবির নাম কীর্ত্তন করিয়াই আপনাকে কৃতার্থম্ভ্র জ্ঞান করিতেছি।” অনূন ২৫৩০ বৎসর হইল, এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে উপস্থিত বিষয়ে অনেক নূতন তত্ত্বও প্রকাশিত হইয়াছে। যশোদানন্দন বাবু পিতৃকীর্ত্তি যথাযথ রক্ষা করিয়াছেন। নূতন বিষয়ের সমাবেশে উহার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির চেষ্টা করেন নাই। যাহা হউক, ২৫৩০ বৎসর পূর্বে গ্রন্থকার স্বদেশীয় পুরাবৃত্তসংগ্রহে যেরূপ অল্পসন্ধানপ্রবৃত্তি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিতে হয়। তিনি প্রাচীন—অতি প্রাচীন কালের ন্যূনাদিক দেড় শত কবির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া, কম ক্ষমতা প্রকাশ করেন নাই। বাঙ্গালীর একরূপ চেষ্টা অতুৎকরণীয়। একরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষার গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নাই।

কবিকুঞ্জ । শ্রীঅধিকাচরণ মুখোপাধ্যায় বি. এ বি. এল কর্তৃক বিরচিত। কলিকাতা কালিকা যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১০ পাঁচ সিকা মাত্র। যাহা নিত্যব্যবহার্য্য, যাহার ব্যবহারের একান্ত প্রয়োজন থাকে, তাহা চলনসই হইলেও চলে। কিন্তু যাহা পোষাকী, যাহা বিলাসের উপকরণ, তাহা একটু ভাল হওয়া চাই। কাব্যগ্রন্থ ভাল হওয়া আবশ্যক। চলনসই কাব্যের আবশ্যকতা কি? কবিকুঞ্জপ্রণেতার চিন্তাশীলতা আছে। তিনি যে সকল কবিতায় কুঞ্জ সাজাইয়াছেন, তৎসমুদয়ের কোন কোনটিতে তাঁহার কবিত্বশক্তি পরিষ্কৃত হইয়াছে। নিকুঞ্জের স্বর্য্যমণ্ডল দেখিলে কবিপ্রবর হেমচন্দ্রের প্রসিদ্ধ স্বর্গারোহণ কবিতা মনে পড়ে। যাহা হউক, কুঞ্জকার স্বকীয় কুঞ্জ উপভোগের উপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি অনেকাংশে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

লহরী । শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মাণ্ডাল এণ্ড কোং, কলিকাতা। এখানিও কবিতাপুস্তক। অতি সুন্দর ছাপা অতি সুন্দর কাগজ। লহরীর একটু নমুনা দেখাই—

সুধীরে উষার                      বিমল বদন,  
 পূরব আকাশ ঝলকি চায়,  
 মৃদল মৃদল                      উজল বসন,  
 পরিছে প্রকৃতিললনা গায় ।  
 বিমল আলার                      উজল অঞ্চল  
 ছলিতে লাগিল গগনগায়,  
 চকিতে হাসিল                      জলধর দল,  
 উল্লাসে জগত ভাসিয়া যায় ।

এরূপ কবিতা সুন্দর । আমরা লহরীর উচ্ছ্বাসে আনন্দ লাভ করিয়াছি । গ্রন্থকারের  
 কবিত্ব আছে । ভাষায় তাহা প্রখুটিত করিবার ক্ষমতাও আছে । আমরা গ্রন্থখানির  
 প্রশংসা করি ।

---

## সাময়িক প্রসঙ্গ ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি মহোদয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রচলন সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সমিতির নিকট যে আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্বে পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যদিগের মধ্যে ঐ বিষয়ের আলোচনার জন্ত শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাহলে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত রাজা পিয়ারিমোহন মুখোপাধ্যায়, সি, এম্, আই ; শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সি, আই, ই ; মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র জায়রাম সি, আই, ই ; শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল ; শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী এম্ এ, বি, এল ; শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ ; শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ ; শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি, এল ; শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম্, এ ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম্, এ ; শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী এম্, এ ; বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কয়েক জন খ্যাতনামা সদস্য এবং পরিষদের সহকারী সভাপতি ও সদস্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন ; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল ; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ ; শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু ; শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ; শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী এম্, এ ; শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার এম্, এ, বি, এল ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল ; শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জন সদস্য উপস্থিত প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। শেষে উপস্থিত সদস্যগণের অধিকাংশের মতে পরিষদের প্রস্তাব সঙ্গত বলিয়া ধার্য্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদিগের যে, মাতৃভাষার আলোচনা করা কর্তব্য, তাহা বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী এবং সভাপতি মহোদয় যুক্তিসহকারে প্রদর্শন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন, পরিষদ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন।

\* \*

\* \*

\* \*

কোন একটি গুরুতর বিষয়ের প্রস্তাব হইলে তাহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা উঠিয়া থাকে। এইরূপ বাদপ্রতিবাদে কার্য্যাহানি অপেক্ষা কার্য্যসিদ্ধির পথ অধিকতর প্রশস্ত হয়। যেহেতু, বিভিন্ন মতের ষাৎপ্রতিবাতে অল্পষ্টের বিষয়টির ভাবী ফল সাধারণের সুপরিজ্ঞাত হইয়া উঠে। উপস্থিত প্রস্তাবের প্রতিকূলবাদীরা এ পর্য্যন্ত অমুকূলবাদীদিগের যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলিতেছেন, প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে বিশ্ববিদ্যা-

লয়ে সংস্কৃতের গতি মন্দীভূত হইবে ; অধিকন্তু ইংরেজী আলোচনার পথ সঙ্গীর্ণ হইয়া পড়িবে ; সুতরাং উচ্চতর শিক্ষার মূঢ় কুঠারাঘাত হইবে । এস্থলে মনে করা উচিত যে, পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমক্ষে দুইটি প্রস্তাব করিয়াছেন ; একটি এক, এ, '৩ বি, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত অন্ত কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় অমুবাদ এবং রচনার নিয়ম করা ; দ্বিতীয়টি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইতিহাস, ভূগোল ও গণিতের পরীক্ষা বাঙ্গালা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত যে কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় হইবার নিয়ম উপস্থিত সময়ে হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করা । প্রতিকূলবাদীরা বলেন, প্রথমটিতে সংস্কৃতালোচনা এবং দ্বিতীয়টিতে উচ্চশিক্ষার পথ সঙ্গীর্ণ হইবে ।

\* \*

\* \*

\* \*

সংস্কৃতের সহিত পরিষদের কোনরূপ বিরোধ নাই । পরিষদ বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় ত্রুটি হইয়াছেন । বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করা উচিত । সংস্কৃতের সম্যক আলোচনার পথ পরিস্কৃত থাকে, পরিষদ ইহা সর্বাঙ্গতঃ করণে আশা করেন । ইংরেজী সাহিত্যের আলোচনায় বাঘাত হয়, পরিষদ ইহাও কামনা করেন না । স্বদেশীয় ভাষায় ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি অধ্যয়ন করিলে, উহা অল্প সময়ের মধ্যে এবং অনায়াসে আয়ত্ত হইয়া উঠে । ইহাতে শিক্ষার্থীরা ইংরেজী সাহিত্য আলোচনা করিবার অনেক সময় পাইবে । এজন্য ইংরেজী ভাষায় তাহাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হইতে পারে । বাহারা এখন মধ্য ইংরেজী বা মধ্য বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তিবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহারা অপরাপর শিক্ষার্থীগণ অপেক্ষা ইংরেজী ভাষার আলোচনায় অধিকতর কৃতকার্য হইতেছে । এ প্রণালীতে উচ্চ শিক্ষার পথ সঙ্গীর্ণ হওয়া অপেক্ষা বরং অধিকতর প্রশস্ত হইতে পারে ।

\* \*

\* \*

\* \*

পরিষদ বাঙ্গালা রচনাসম্বন্ধে রচনাপ্রণালীশিক্ষার জন্ত কতিপয় পুস্তক নির্ধারণের প্রস্তাব করিয়াছেন । কেহ কেহ পরিষদের প্রথম প্রস্তাবের সমর্থন করিতে গিয়া, এই শেষোক্ত কথার বিরোধী হইয়াছেন । উৎকৃষ্ট লেখকদিগের লিপিপ্রণালী না দেখিলে লিখিবার ক্ষমতা জন্মে না । আমাদের দেশে বাহারা ইংরেজীতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে যে, একছত্র বাঙ্গালা লিখিতে চারি দিক অন্ধকারনয় দেখেন, উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গ্রন্থের অমূল্যলীন না করাই তাহার একটি প্রধান কারণ । ইংরেজী সাহিত্যের অমূল্যলীন ব্যতিরেকে ইংরেজী লিখিবার ক্ষমতা জন্মে না । শিক্ষার্থীগণ বাঙ্গালা ভাষার অমূল্যলীন করে, উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গ্রন্থের অধ্যয়নে তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মে, উৎকৃষ্ট লেখকদিগের রচনাপ্রণালীতে অভ্যস্ত হইয়া তাহারা বাঙ্গালা লিখিতে সমর্থ হইয়া উঠে, এজন্য পরিষদ বাঙ্গালা রচনাসম্বন্ধে রচনাপ্রণালী শিক্ষার জন্ত কতিপয় সঙ্গ্রহের নির্বাচন আবশ্যক মনে করেন ।

এই পর্য্যন্ত লেখা হইলে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টের ক্যাকল্ট অর্থাৎ সাহিত্যবিভাগের সমিতি পরিষদের দ্বিতীয় প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। প্রথম প্রস্তাবের বিচারভার একটি বিশেষ সমিতির উপর সমর্পিত হইয়াছে।

\* \*

\* \*

\* \*

মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালা সাহিত্য অতি সম্ভরতাসহকারে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ১৮৫৭ অব্দের চিরস্মরণীয় সিপাহী-যুদ্ধে যখন সমগ্র ভারতবর্ষ আন্দোলিত হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালার গ্রন্থকারগণ নিশ্চিন্তমনে গ্রন্থরচনায় ব্যাপ্ত ছিলেন। ১৮৫৮ অব্দের পূর্ববর্তী ২৫ বৎসরের মধ্যে অনুন ৮০ লক্ষ খণ্ড বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিত ও বিক্রীত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ঐ অব্দের পূর্ববর্তী ৫০ বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত, ইংরেজী এবং পারসী হইতে অনূদিত বা মৌলিক ১,৮০০ রকম নূতন গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। ১৮২০ অব্দে বিভিন্ন বিষয়ের ৩০ খানি পুস্তক প্রচারিত হয়। ১৮২২ অব্দ হইতে ১৮২৬ অব্দ পর্য্যন্ত প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা ২৮। ১৮৫০ অব্দ হইতে পাঠোপযোগী উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সংখ্যাধিক্য লক্ষিত হয়। ১৮৫২ অব্দে ৫০ খানি নূতন গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ইহার মধ্যে জীবনচরিত, উপন্যাস, নীতিকথা, পদার্থবিদ্যা, ধর্ম্মনীতি, ব্যাকরণ, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের গ্রন্থ ছিল। ১৮৫৪ ও ১৮৫৬ অব্দে বাঙ্গালার ইতিহাস, নিউটনের জীবনী, কৃষিবিজ্ঞান, শেফপীরের গল্প, আরব্য উপন্যাস, ঐতিহাসিক গল্প, ইংলণ্ডের ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল মুদ্রিত হয়।

\* \*

\* \*

\* \*

১৮৫৭ অব্দের সিপাহীযুদ্ধের সমকালে কলিকাতার মুদ্রায়ন্ত্রসমূহ কিরূপ কার্য্যকর ছিল, তাহা একবার দেখা উচিত। ঐ অব্দে কলিকাতার ৪৬টি বাঙ্গালা মুদ্রায়ন্ত্র হইতে ৫,৭১, ৬৭০ খণ্ড পুস্তক ও পত্রিকা মুদ্রিত হয়। পত্রিকা, মুসলমানী বাঙ্গালা পুস্তক, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র প্রভৃতি ব্যতীত ঐ অব্দে জীবনী ও ইতিহাস ১৫ খানি; নাটক ৮ খানি; শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ ৪৬ খানি; উপন্যাস ২৮ খানি; আইন ৫ খানি; নীতিকথা ১৯ খানি; পৌরাণিক বিষয় এবং হিন্দু সঙ্কল্প ৮৫ খানি; খ্রীষ্টধর্ম্ম সঙ্কল্প ৮ খানি; প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সঙ্কল্প ৯ খানি নূতন পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। যোরতর বিপ্লবের সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্য কিরূপ দ্রুতবেগে উন্নতিপথে ধাবিত হইয়াছিল, তাহা এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে। প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রবিপ্লবজনিত গোলযোগের মধ্যে ইংলণ্ডের গ্রন্থকারগণ আপনাদের সাহিত্যের উন্নতিবিধানে যত্নশীল ছিলেন। আমাদের দেশের গ্রন্থকারগণ ভয়াবহ বিপ্লবের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্ট সাধনে যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছেন। সর্ব্বব্যাপী সন্ত্রাসেও তাঁহাদের মানসিক শান্তি তিরোহিত হয় নাই। সর্ব্বস্থানের বিলুপ্ত ও বিগ্রহের সংঘাতেও বাঙ্গালা সাহিত্য নিষ্কর্ষ ও সমুচিত হইয়া পড়ে নাই।

# পরিষদের কার্যবিবরণ ।

ষষ্ঠ অধিবেশন ।

১০ই কা্তিক (২৬শে অক্টোবর) শনিবার ।

উপস্থিত সদস্যগণ ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্. এ. বি, এল্. ।

১। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ।	১৫। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় ।
২। ” ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী ।	১৬। ” রজনীকান্ত গুপ্ত ।
৩। ” ভুবনকৃষ্ণ মিত্র ।	১৭। ” গোবিন্দলাল দত্ত ।
৪। ” কুঞ্জবিহারী বসু বি. এ ।	১৮। ” গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।
৫। ” ক্ষেদারনাথ বসু বি. এ. ।	১৯। ” নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ( ব্যারিষ্টার )
৬। ” জগচ্চন্দ্র সেন ।	২০। ” চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
৭। ” নগেন্দ্রনাথ বসু ।	২১। ” শরচ্চন্দ্র সরকার ।
৮। ” চাকচন্দ্র ঘোষ ।	২২। ” মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ।
৯। ” রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল ।	২৩। ” শিবাশ্রম ভট্টাচার্য্য এম্,এ,বি,এল্
১০। ” রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী এম্, এ ।	২৪। ” মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
১১। ” মনমথনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ ।	এম্, এ, বি, এল ।
১২। ” মতিলাল হালদার বি, এল ।	২৫। ” গোসাইদাস গুপ্ত ।
১৩। ” নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল ।	২৬। ” হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ।
১৪। ” ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্মাধিকারী ।	২৭। ” চন্দ্রনাথ তালুকদার ।

১। সহকারী সম্পাদক কর্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণী পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার বলেন যে, পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে তাঁহার প্রস্তাবমত ও মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোষকতার ধার্য্য হয় যে, পরিষদের কার্যবিবরণীতে যে সকল পত্রের উল্লেখ থাকে ; আবশ্যক মত সেই সকল পত্রের অংশ অথবা মর্ম্ম পরিষদপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে, অথচ বিবরণীতে তাহার উল্লেখ দেখিতেছি না । পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের বিবরণীতে তাহা লিপিবদ্ধ করা হউক, ইহা উপস্থিত সভ্যগণের একমত্রে পরিগৃহীত হইল ।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত সদস্যগণের প্রস্তাবে ও সমর্থনে এবং উপস্থিত সদস্যগণের সম্মতিক্রমে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্যপদে মনোনীত হইলেন :—

১। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বাবু বহুগোপাল চট্টোপাধ্যায় ।

২। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তীর সমর্থনে শ্রীযুক্ত ললিতকৃষ্ণ বসু ।

৩। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তীর সমর্থনে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম, এ ।

৪। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের সমর্থনে শ্রীযুক্ত ডাক্তার উমেশচন্দ্র মিত্র ।

৫। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের সমর্থনে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার এম, এ, বি, এল ।

৬। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তীর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র জায়রাম সি, আই, ই ।

৭। শ্রীযুক্ত শিবাশ্রম ভট্টাচার্য্যের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত গিরিজাশ্রম রায় ।

৮। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ ।

৯। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদীর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের সমর্থনে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ ।

১০। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদীর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের সমর্থনে শ্রীযুক্ত কালীশ্রম চট্টরাজ এম, এ ।

১। তৎপর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় কর্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক-পদত্যাগ বিষয়ক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্র পঠিত হইল :—

“কলিকাতা ১২ স্কুয়া স্ট্রীট

২৪শে আশ্বিন ১৩০২ সাল ।

বহমানাস্পদ শ্রীযুক্ত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদসভাপতি মহাশয়

সমীপেষু ।—

সবিনয় নিবেদনমিদং—

আমি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপদ, সম্পাদকপদ এবং তৎসংসৃষ্ট পারিভাষিক সমিতির ও গ্রন্থপ্রকাশসমিতির সম্পাদকপদও পরিত্যাগ করিলাম, ইতি ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।”

পরে বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১০ই কার্তিকে অস্ত্র যে এক খানি পত্র লেখেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনার পর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়ের পোষকতার এবং উপস্থিত সমস্ত সভ্যের সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব দ্বারা হইল :—

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক বাবু দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ২৪শে আশ্বিন

তারিখে লিখিত পদভাগ-পত্র গৃহীত হইল। তাঁহার লিখিত অধ্যাকার পত্র তাঁহাকে চণ্ডী বাবুর মারফৎ প্রেরিত হউক ও পরিষদের হিসাবে ৬৬০/১৫ দেবেন্দ্র বাবুর নিকট হইতে গ্রহণ পূর্বক চণ্ডী বাবুর মারফৎ একখানি রসিদ পাঠান হউক। হিসাব ও অগ্রাশ্রয় সমস্ত কার্য নিরীক্ষক সভা তাঁহার নিকট বুঝিয়া লইবেন।”

৪। বাবু হীরেন্দ্র নাথ দত্তের প্রস্তাব এবং কুঞ্জলাল রায়ের অনুমোদনে এবং উপস্থিত সভ্যের ঐকমত্যে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকপদে মনোনীত হইলেন।

৫। শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, সম্পাদক পদে মনোনীত হওয়ায় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত ভান্ডার সূর্যাকুমার সর্বাধিকারীর অনুমোদনে ও উপস্থিত সমস্ত সভ্যের ঐকমত্যে শ্রীযুক্ত বাবু নতীলাল হালদার বি, এল, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্যনিরীক্ষক সমিতির অগ্রতত্ত্ব সভাপদে মনোনীত হইলেন।

৬। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকারের পত্র পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব মত ও সভ্যগণের অনুমোদনে তাহার বিবেচনার ভার কার্যনিরীক্ষক সভার উপর অর্পিত হইল, এবং শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রস্তাব মত স্থির হইল যে, কার্যনিরীক্ষক সমিতির যে অধিবেশনে শরৎ বাবুর উক্ত পত্র বিবেচিত হইবে, সেই অধিবেশনে শরৎ বাবুকে উপস্থিত হইবার জন্ত অনুরোধ করা হইবে।

৭। সন্মুখে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচন্দ্রনাথ তালুকদার,

সহঃ সম্পাদক,

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

সভাপতি,

২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

### সপ্তম অধিবেশন।

২২শে অগ্রহায়ণ ( ১৪ই ডিসেম্বর ) শনিবার।

### উপস্থিত সদস্যগণ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।

- ১। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর।
- ২। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু।
- ৩। ” গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
- ৪। ” রজনীকান্ত গুপ্ত।
- ৫। ” নগেন্দ্রনাথ বসু।

- ৬। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
- ৭। ” হরিশাধন মুখোপাধ্যায়।
- ৮। ” রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী।
- ৯। ” ললিতচন্দ্র মিত্র।
- ১০। ” দ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত।

১১।	শ্রীযুক্ত হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ।	২০।	শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক ।
১২।	„ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ।	২১।	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ।
১৩।	„ রাখালচন্দ্র সেন ।	২২।	„ বিজয়কেশব মিত্র ।
১৪।	„ নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজ ।	২৩।	„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।
১৫।	„ কুঞ্জলাল রায় ।	২৪।	„ দুর্গাদাস লাহিড়ী ।
১৬।	„ ভুবনকৃষ্ণ মিত্র ।	২৫।	„ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ।
১৭।	„ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী ।	২৬।	„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ।
১৮।	„ যশোদানন্দন প্রামাণিক ।	২৭।	„ মন্থচন্দ্র মল্লিক ।
১৯।	„ শিবাশ্রম তর্কচাৰ্য্য ।	২৮।	„ কুঞ্জবিহারী বসু ।

সহকারী সম্পাদকের স্থানীয় শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য-বিবরণী পাঠ করিলে পর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির কথা মত ঐ কার্যবিবরণীতে “ঐকমত্য” স্থলে “সম্মতিক্রমে” লেখা হির হইল ।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত সভাগণের প্রস্তাব ও সমর্থনে এবং উপস্থিত সভ্যগণের সম্মতিক্রমে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্যপদে মনোনীত হইলেন ।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে

- ১। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রগোপাল মিত্র বি, এল্ ।
- ২। „ কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ।
- ৩। „ শরচ্চন্দ্র মিত্র ।
- ৪। „ কালীচরণ মিত্র ( হিতৈষী-সম্পাদক )

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসুর সমর্থনে

- ৫। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ ( সঞ্জীবনী-সম্পাদক ) ।
- ৬। „ কালীশঙ্কর স্কুল এম, এ ।
- ৭। „ শ্রীকৃষ্ণ দাস ( ভূতপূর্ব জ্ঞানাসুর-সম্পাদক ) ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের সমর্থনে

- ৮। শ্রীযুক্ত লালবিহারী মিত্র এম, এ, বি, এল্ ।
- ৯। „ অটলবিহারী বোষ এম, এ, বি, এল্ ।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের সমর্থনে

- ১০। শ্রীযুক্ত কুমার বসন্তকুমার রায় ।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসুর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ভুবনকৃষ্ণ মিত্রের সমর্থনে

- ১১। শ্রীযুক্ত কালীপদঃবসু ( উকিল, মিরাত ) ।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ীর সমর্থনে

- ১২। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় ।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের সমর্থনে

১৩। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বিশ্বাস ।

৩। মাসিক-অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কার্যানির্বাহক সমিতির কর্তব্য ও পরিষদের কার্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের পত্র পঠিত হইলে, শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় কর্তৃক সমর্থিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রস্তাবানুসারে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর স্থির হয় যে, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের পত্র অগ্রে আলোচিত না হইয়া, এই অধিবেশনে যে সমস্ত আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তিনি পত্র লিখিয়াছেন, সেই সমস্ত বিষয় আলোচনার জন্ত পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তৎসঙ্গে তাঁহার পত্রের সেই বিষয় সম্বন্ধীয় অংশের আলোচনা হইবে।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু কার্য নির্বাহক সমিতির নিম্নলিখিত মন্তব্য পাঠ করিলেন :—

ষষ্ঠ অধিবেশন ।

২৫এ কার্তিক, ১৩০২ ।

১। “বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহঃ সম্পাদক, গ্রন্থরক্ষক ও ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদারের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ সভাকে অস্ব-  
রোধ করা হউক, এমত ধার্য্য হইল।

২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিয়মাবলীর ৭ম নিয়ম নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্তিত  
করিবাব জন্ত সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ সভাকে অস্বরোধ করা হউক এমত ধার্য্য হইল :—

(ক) সাহিত্য-পরিষদের কর্ম চালাইবার জন্ত এক জন বেতনভোগী স্বতন্ত্র কর্মচারী  
নিযুক্ত হউন।

(খ) একজন অবৈতনিক সহঃ সম্পাদক নিযুক্ত হউন।

(গ) একজন অবৈতনিক ধনরক্ষক নিযুক্ত হউন।

(ঘ) একজন অবৈতনিক গ্রন্থরক্ষক নিযুক্ত হউন।

৩। (ক) আপাততঃ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য চালাইবার জন্ত শ্রীযুক্ত অন্নদা-  
প্রসাদ সরকারকে মাসিক ১৫ টাকা বেতনে কর্মচারী পদে নিযুক্ত করা হইল।

(খ) শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবৈতনিক সহঃ সম্পাদক ও গ্রন্থরক্ষক পদে  
নিযুক্ত করা হইল।

(গ) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার এম, এ, বি, এল্ মহাশয়কে অবৈতনিক ধনরক্ষক  
পদে নিযুক্ত করা হইল।

ষষ্ঠ অধিবেশনের স্বগিত অধিবেশন।

৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২ সাল।

৪। অস্থায়ী সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ হওয়ায়, তিনি যতদিন পর্যন্ত পরিষদের কার্য্য করিতে না পারেন, ততদিনের জন্ত তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিবার ভার শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী বস্তু প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র প্রস্তাব করেন যে কার্য্যনির্বাহক সমিতির মন্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা না করিয়াই তাঁহাদের অনুরোধ গ্রহণ করা হউক। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় প্রস্তাব করেন যে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বস্তুকে কার্য্যনির্বাহক সমিতির প্রস্তাবমত সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিনিধিস্বরূপ নির্বাচিত না করিয়া, তাঁহাকেই সহকারী সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হউক। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়ের প্রস্তাবের আলোচনার পর স্থির হইল যে, কার্য্যনির্বাহক সমিতির সমস্ত মন্তব্য সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হউক।

৫। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার পক্ষে দুইটি প্রস্তাব করেন :—

১ম, বাঙ্গালার ভাল লেখকদিগকে পরিষদ হইতে উপাধিদান।

২য়, পরিষদ-পত্রিকা প্রবন্ধের জন্ত ভাল লেখকদিগকে অর্থ দান।

এই পত্র পঠিত হইলে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র প্রস্তাব করেন, পরিষদের শৈশবাবস্থা নিবন্ধন শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু উভয় প্রস্তাবই আপাততঃ কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বস্তু শ্রীযুক্ত ললিত বাবু প্রস্তাব সমর্থন করিলে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আংশিক আপত্তি করিয়া প্রস্তাব করেন যে শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়া পরিষদ হইতে পত্রিকার প্রবন্ধলেখকদিগকে অর্থ দেওয়া হইবে এমত স্থির হউক। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় যতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাব আলোচিত হইবার সময় ঐ সম্বন্ধে দুইটি আপত্তি উপস্থিত হয় :—

১ম। পরিষদ পত্রিকার প্রবন্ধ বিনা বায়ে পরিষদের সদস্যগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া উচিত।

২য়। পরিষদের আর্থিক অবস্থা একরূপ নহে যে, তাঁহার পত্রিকার প্রবন্ধের জন্ত অর্থব্যয় করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ চৌধুরীর প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, কার্য্যতঃ পরিষদ-পত্রিকার প্রবন্ধ পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হইয়াছে এবং দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, প্রবন্ধের নিমিত্ত অর্থ দেওয়া যাইবে কিনা বিবেচনা করিবার জন্ত সম্পাদক ও পত্রিকা-সম্পাদকের উপর ভার দেওয়া হউক। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবের পর শ্রীযুক্ত ললিত বাবু শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাব উঠাইয়া লইলেন এবং পরিষদ স্থির করিলেন যে (১ম) পরিষদের শৈশবাবস্থা নিবন্ধন পরিষদ এক্ষণে বাঙ্গালার ভাল লেখকদিগকে উপাধিদানে বিরত থাকিবেন।

( ২য় ) পরিষদ যদিও পরিষদ পত্রিকার ভাল লেখকদিগকে প্রবন্ধের নিমিত্ত অর্থ দিবেন, তথাপি কোন্ প্রবন্ধের জন্য পরিষদ অর্থ দিবেন, সেই বিষয় পরিষদের আর্থিক অবস্থা দেখিয়া, বিবেচনা করিবার ভার পরিষদের সম্পাদক ও পত্রিকা সম্পাদকের উপর রহিল।

৬। মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, সভাপতি মহাশয় একটা পত্রে প্রস্তাব করেন যে; নানাপ্রকার বিষয় সম্ভব বলিয়া, প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশের নিমিত্ত আপাততঃ পরিষদের জন্ত মুদ্রায়ত্ত্ব স্থাপন না করিয়া, তদন্থে সংগৃহীত অর্থ অত্র মুদ্রায়ত্ত্বে প্রাচীন পুস্তকাদির মুদ্রাঙ্কনে ব্যয় করা হউক। এই পত্র পঠিত হইলে পর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের পত্রে এই সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার আলোচনা হইল। তিনি এই পত্রে সাধারণ ভাবে বলেন যে, মাসিক অধিবেশনে কোন বিষয় আলোচনার্থ উপস্থিত করিবার পূর্বে যদি সেই বিষয় কোন শাখা সমিতির আলোচ্য হয়, তাহা হইলে সেই শাখা সমিতিতে সেই বিষয়টা আলোচিত হইয়া, তাঁহাদিগের মতামতের সহিত পরিষদের মাসিক অধিবেশনে আলোচনার্থ উপস্থিত করা উচিত। তিনি আরও বলেন যে, সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতি কর্তৃক পূর্বে আলোচিত হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদীর রামমোহনের রামায়ণ মুদ্রাঙ্কন অথবা ৮ রামমোহন বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত উক্ত রামায়ণের এক খণ্ড হস্তলিপির পরিষদের ব্যয়ে একটা নকল রাখা সম্বন্ধে প্রস্তাব কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক আলোচিত হওয়া উচিত। কিঞ্চিৎ আলোচনার পর স্থির হইল যে, শ্রীযুক্ত রজনীবাবুর প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য করা সম্ভব; কার্যনির্বাহক সমিতি গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির সহিত একযোগে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া, তাঁহাদের মতামতের সহিত উভয় প্রস্তাবই আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন।

৭। কার্যনির্বাহক সমিতির ক্ষমতা ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে প্রশ্নমূলক শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায়ের পত্র পঠিত হইলে স্থির হইল যে, কার্যনির্বাহক সমিতি তাঁহার পত্রের আলোচনা করিবেন ও সম্পাদক তাঁহার পত্রের উত্তর দিবেন; শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র সম্বন্ধেও উপরোক্ত রূপ ধার্য হইল।

৮। পরিষদ পত্রিকা প্রকাশিত কার্যবিবরণীর ভ্রম সংশোধন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রস্তাব উঠিলে স্থির হইল যে, পরিষদ পত্রিকায় পরিষদের কার্যবিবরণী মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার পূর্বে সেই বিবরণীতে বিবৃত প্রত্যেক বক্তার বক্তৃতার মর্মের প্রকৃষ্ট তাঁহাকে দেখাইয়া লওয়া হইবে এবং তাঁহার নিজের নামে উল্লিখিত “ললিত বিস্তর” গ্রন্থের প্রাচীনত্ব ও বৈদ্যদিগের নিজজ্ঞাপ্তি সম্বন্ধে ব্যবহৃত “দ্বিজ” শব্দের পরিবর্তে “ব্রাহ্মণ” শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধে যে ভ্রম বাহির হইয়াছে তাহার সংশোধনার্থ তিনি কিছু লিখিলে তাহা পরিষদ পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে। কার্যনির্বাহক সমিতির কার্যবিবরণ পরিষদ পত্রিকায় মুদ্রিত হওন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রস্তাব উঠিলে, কিছু আলোচনার পর

স্থির হইল যে কার্যনির্বাহক সমিতির কার্যবিবরণ পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া বিধেয় নহে ।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রস্তাবের আলোচনা হইয়া স্থির হইল যে, কোন সদস্য কার্যনির্বাহক সমিতির কার্য সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলে, সম্পাদকের নিকট হইতে কার্যবিবরণীর নকল বা অন্ত কাগজ পত্রাদি পাইতে পারিবেন । কিন্তু ঐ কাগজ পত্র তিনি যেন কোনরূপে সাধারণের গোচর না করেন ।

৯। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার উপস্থিত না থাকায়, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রস্তাব মত স্থির হইল যে, আগামী অধিবেশনে তাঁহার পত্রের আলোচনা হইবে এবং সেই আলোচনাই সেই অধিবেশনের প্রথম আলোচ্য বিষয় হইবে ।

১০। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত উপস্থিত উক্ত পত্রে বলেন যে পরিষদ ভৌগোলিক পরিভাষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রচলন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং বাহাতে পরিষদ এই উভয় সংক্রান্ত বিষয় এই বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য । শ্রীযুক্ত রজনীবাবুর পত্রের আলোচনার পর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন সহকারী সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব মত স্থির হইল যে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণকে একটি সভায় আহ্বান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রচলন সম্বন্ধে পরিষদ চেষ্টা করিবেন ।

১১। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর বলেন যে, যখন শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক পদে নির্বাচিত হইলেন, তখন তিনি সহকারী বলিয়াই কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যশ্রেণী ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন এবং এরূপ অবস্থায় কার্যনির্বাহক সমিতির একটা সভ্যপদ খালি হইয়াছে এবং তিনি প্রস্তাব করেন যে, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বাবু স্থলে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য পদে নির্বাচিত হউন । শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সন্দেহ করেন যে, বর্তমান নিয়মানুসারে কেবলমাত্র তাঁহার পদের জন্ত সহকারী সম্পাদক কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন না । কিঞ্চিৎ আলোচনার পর স্থির হইল যে এক্ষণে কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যপদ খালি না হওয়ায় শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের প্রস্তাবের আলোচনা এ অধিবেশনে স্থগিত থাকুক ।

১২। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী

সম্পাদক ।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু

সভাপতি ।

২২শে পৌষ, ১৩০২।

## অষ্টম অধিবেশন ।

২৯শে পৌষ ( ১২ই জানুয়ারি ) রবিবার ।

### উপস্থিত সদস্যগণ ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্. এ. বি. এল্. ।

১। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর ।	১৫। শ্রীযুক্ত মনোমোহন কবিরত্ন ।
২। „ কুঞ্জলাল রায় ।	১৬। „ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ।
৩। „ সারদাপ্রসাদ দে ।	১৭। „ রাধানাথ মিত্র ।
৪। „ বাদবকিশোর বিদ্যারত্ন ।	১৮। „ দুর্গাদাস লাহিড়ী ।
৫। „ প্রতুলচন্দ্র বসু ।	১৯। „ রামেশ্বর মণ্ডল ।
৬। „ মতিলাল হালদার ।	২০। „ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।
৭। „ যত্নগোপাল চট্টোপাধ্যায় ।	২১। „ ললিতচন্দ্র মিত্র ।
৮। „ গোসাইদাস গুপ্ত ।	২২। „ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী ।
৯। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ।	২৩। „ ডাক্তার উমেশচন্দ্র মিত্র ।
১০। „ কুঞ্জবিহারী বসু ।	২৪। „ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ।
১১। „ মনোমোহন বসু ।	২৫। „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক ।
১২। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী ।	২৬। „ ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী ।
১৩। „ ভুবনকৃষ্ণ মিত্র ।	২৭। „ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী (সম্পাদক) ।
১৪। „ শরচ্চন্দ্র সরকার ।	২৮। „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( সহঃ সম্পাদক ) ।

১। সভায় সমবেত সভ্যগণের অধিকাংশের মতে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয়ের ৯ই আশ্বিনের পত্রের সম্বন্ধে কাযানুসংহত সমিতির মস্তব্য অনুমোদিত হইল এবং শরৎ বাবুর যে যে প্রস্তাব কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক গৃহীত হইয়া সাধারণ সভার দ্বারা অনুমোদিত হইল, তাহা পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে এইরূপ স্থির হইল । ঐ সকল মস্তব্য যথা—

(১) সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা সকল মাসিক পত্রিকার সহিত বিনিময় করা হউক এবং পুস্তকালয় ও পাঠালয় সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা প্রদান করা হউক ।

(২) এ পর্যন্ত কুন্তিবাঈ রামায়ণের যতগুলি পুঁখি পাওয়া গিয়াছে তাহার তালিকা পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়া উচিত ।

(৩) সাহিত্য-পরিষদের মুদ্রাযন্ত্রের জন্ত কত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং কে কত দিয়াছেন তাহার তালিকা পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়া উচিত ।

(৪) বাঙ্গালা ভাষায় মাসিক পত্রের প্রবন্ধাবলীর বর্ণমালা ধরিয়া নামানুক্রমিক একটা তালিকা (index) প্রস্তুত করা যায় কি না সাহিত্য-পরিষদের তাহা বিবেচ্য । এই প্রস্তাব কার্যনির্বাহক সভায় আলোচিত হইলে পর স্থির হইল যে, বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার এই প্রস্তাব মত বাঙ্গালা ১৩০০ ও ১৩০১ সালের জন্ত উক্ত প্রকার তালিকা প্রস্তুত করুন এবং উহা প্রস্তুত করিবার জন্ত যে ব্যয় আবশ্যক হইবে, তাহা পরিষদ হইতে প্রাপ্ত হইবেন ।

২। রামমোহনের রামায়ণ মুদ্রণ বিষয়ে কার্যনির্বাহক সমিতির মন্তব্য গৃহীত হইল অর্থাৎ স্থির হইল যে রামমোহনের রামায়ণ মুদ্রিত হওয়া উচিত । শ্রীযুক্ত নীলয়ন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির মিল করিয়া মুদ্রাক্ষরের নিমিত্ত একতঃ ও নকল প্রস্তুত করা হউক এবং সেই জন্ত অনধিক দশ টাকা খরচে এক জন লোক নিযুক্ত করা হউক, এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে আগামী চৈত্র মাসের মধ্য পুস্তক সম্পাদন ও প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা হউক ।

৩। পরিষদের নিমিত্ত মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন বিষয়ক প্রস্তাব উঠিলে, অনেক আলোচনার পর স্থির হইল যে, সম্পাদক মহাশয় ঐ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু সভাপতি মহাশয়ের বাচনিক উপদেশ অনুসারে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে পত্র লিখিবেন ; পরে ঐ পত্রের উত্তর পাইলে সভা যেরূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপ হইবে ।

৪। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত সভ্যগণের প্রস্তাবে ও সমর্থনে এবং উপস্থিত সভ্যগণের সম্মতিক্রমে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্যপদে মনোনীত হইলেন ।

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী বসুর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসুর সমর্থনে

১। শ্রীযুক্ত বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় ।

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল রায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসুর সমর্থনে

২। শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ পাল এম্, এ ।

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল রায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল হালদারের সমর্থনে

৩। শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল দে ।

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল রায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু ব্যোমকেশ মুস্তফীর সমর্থনে

৪। শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকৃষ্ণ বিশ্বাস ।

শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র সরকারের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু ব্যোমকেশ মুস্তফীর সমর্থনে

৫। শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র ।

৬। জ্যোতিষচন্দ্র বসু ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধির প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনকৃষ্ণ মিত্রের সম্মতনে

৭। শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ।

৮। „ „ ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য ।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল ।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী

শ্রীমনোমোহন বসু

সম্পাদক ।

সভাপতি, ৫ই ফাল্গুন, ১৩০২ সাল ।

## পুস্তকপ্রাপ্তি স্বীকার ।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করা যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্. এ, বি, এল, শ্রীমাণ্ডতোষ তর্কভূষণ প্রণীত ত্রায়দশন, ১ম ও ২য় খণ্ড ; শ্রীযুক্ত গুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরী স্বপ্রণীত নিদর্শন ; শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ স্বপ্রণীত অমিয় নিমাই চরিত ২য় খণ্ড ; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্. এ, Report of Bengal Library এবং শ্রীমহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি প্রণীত ভগবচ্ছতকম্ ও নিবাতকবচ-বদ্য ; শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্বপ্রণীত আয়্যচিন্তনম্ ; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকালয়ে পাঠাইয়াছেন। ইতঃপূর্বে সাহিত্য-পরিষদের পত্রিকায় যে সকল পুস্তকের সমালোচনা হইয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রাপ্তি স্বীকার করা হইল না। ক্রমে প্রাপ্ত পুস্তকগুলির সমালোচনা সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

## পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ ।

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| ১। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এম্ ; সি, আই, ই, | সভাপতি ।                         |
| ২। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল,   | } সহকারী সভাপতি ।                |
| ৩। „ „ নবীনচন্দ্র সেন,                            |                                  |
| ৪। „ „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,                         |                                  |
| ৫। „ „ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ,            | সম্পাদক ।                        |
| ৬। „ „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়                   | সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থসমীক্ষক । |
| ৭। „ „ চারুচন্দ্র সরকার এম্, এ, বি, এল, বনবক্ষক । |                                  |
| ৮। „ „ রজনীকান্ত গুপ্ত,                           | পত্রিকা-সম্পাদক ।                |
| ৯। „ „ রজনীনাথ রায় এম্, এ,                       | } আয়ব্যয়-পরীক্ষক ।             |
| ১০। „ „ সারদারঞ্জন রায় এম্, এ,                   |                                  |

## কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ ।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ।

" ডাক্তার স্বর্ষ্যকুমার সর্বাধিকারী ।

" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ ।

শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল হালদার বি এল্ ।

শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্ ।

" " মনোমোহন বসু ।

" " চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

" " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ ।

পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত যে সকল টাঁদা স্বীকৃত ও প্রদত্ত হই-  
য়াছে তাহার তালিকা :—

## স্বীকৃত টাঁদা ।

১। শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্র-  
মোহন ঠাকুর কে, সি, এম্, আই, \* ১৫০২। শ্রীযুক্ত স্যার রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর  
দি আই, ই, ১৫০৩। " রাজা রাজরাজেশ্বরী প্রসাদ  
সিংহ বাহাদুর ২০০৪। " রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব  
বাহাদুর ১৫০

৫। " কুমার রামেশ্বর মালিয়া ১৫০

৬। " কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া ১০০

৭। " স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র \* ১০০

৮। " মাননীয় জুটিস গুরুদাস  
বন্দ্যোপাধ্যায় \* ১০০

৯। " রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই\* ১০০

১০। " রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী  
এম, এ, বি, এল্, (টাকী) ১০০

১১। " বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর\* ১০০

১২। " " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্  
১০০১৩। " " হেমচন্দ্র গোস্বামী\*  
শ্রীরামপুর ১০০১৪। " রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়  
উত্তরপাড়া ১০০১৫। শ্রীযুক্ত রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ গঙ্গ  
মহিষাদল ১০০

১৬। শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরাণী\* দত্তোষ ১০০

১৭। " রাণী মৃণালিনী\* পাইক-  
পাড়া ৫০

১৮। শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কর্পূর\* ৫০

১৯। " বাবু কানাইলাল খাঁ\* মানকুণ্ড ৫০

২০। " " ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়\* ৫০

২১। শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই,  
কাশিমবাজার ২০০২২। শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্রকিশোর রায়  
চৌধুরী বাহাদুর রামগোপালপুর ১০০২৩। " বাবু নন্দলাল গোস্বামী\*  
শ্রীরামপুর ৫০২৪। " " ললিতমোহন সিংহ রায়  
চক্ৰদীঘি ৫০২৫। " " শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়  
উত্তরপাড়া ৫০২৬। " কুমার প্রমদানাথ রায়  
দীঘাপতিয়া ২০০

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী,

সম্পাদক ।

- ১। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর, কলিকাতা।
- ২। মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, এম ; সি,  
আই, ই উড়িয়া।
- ৩। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, কলিকাতা।
- ৪। ,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, ,,
- ৫। ,, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, ,,
- ৬। ,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ,,
- ৭। ,, ডাক্তার সুর্যাকুমার সর্বাধিকারী, ,,
- ৮। ,, সারদাপ্রসাদ দে ,,
- ৯। ,, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ,,
- ১০। ,, নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,  
কীর্তীহার, বীরভূম।
- ১১। ,, মতিলাল হালদার বি, এল, কলিকাতা।
- ১২। ,, জগদীন্দ্র সেন কুমিল্লা।
- ১৩। মাননীয় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,  
কলিকাতা।
- ১৪। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস সি, আই, ই, ,,
- ১৫। ,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, বারিষ্টার ,,
- ১৬। পণ্ডিত তায়াকুমার কবিরত্ন, ,,
- ১৭। শ্রীযুক্ত মাধনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ,,
- ১৮। ,, সন্দরীমোহন দাস এম, বি, ,,
- ১৯। ,, মনোমোহন বসু, ,,
- ২০। ,, সাতকড়ি হালদার বি, এল,  
রাণাবাট।
- ২১। ,, গোসাইদাস গুপ্ত, কলিকাতা।
- ২২। ,, নন্দকৃষ্ণ বসু এম, এ ; সি, এম, রাজসাহী
- ২৩। ,, দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম, এ, কলিকাতা।
- ২৪। ,, ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম, এ, ,,
- ২৫। ,, উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম, এ ; সি, এম,  
বগুড়া।
- ২৬। ,, চারুচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা।
- ২৭। ,, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলভাঙ্গা  
মুরসিদাবাদ।
- ২৮। ,, বসন্তরঞ্জন রায়, বেলেতোর, বাঁকুড়া।
- ২৯। ,, চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এল,  
কলিকাতা।

- ৩০। শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাধালচন্দ্র সেন, কলিকাতা।
- ৩১। ,, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ,,
- ৩২। ,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ,,
- ৩৩। ,, নবীনচন্দ্র সেন বি, এ (বিশিষ্ট), ,,
- ৩৪। ,, মানসীম বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস  
বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল, কলিকাতা।
- ৩৫। ,, রামেন্দ্রহন্দর ত্রিবেদী এম, এ, ,,
- ৩৬। ,, সারদারঞ্জন রায় এম, এ, ,,
- ৩৭। ,, দীননাথ সেন, স্কুল ইন্সপেক্টর, ঢাকা।
- ৩৮। ,, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল, হাবড়া।
- ৩৯। ,, অমৃতলাল রায় ( হোপ সম্পাদক ),  
কালিকাতা।
- ৪০। ,, রাজনারায়ণ বসু ( বিশিষ্ট ), দেওঘর।
- ৪১। ,, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা।
- ৪২। ,, অমথনাথ বসু বি, এম, সি ,,
- ৪৩। Sir Monier Williams K. C. J. B  
( বিশিষ্ট ), লণ্ডন।
- ৪৪। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,  
বরানসিবাব।
- ৪৫। Sir William Hunter K. C. S. J.  
( বিশিষ্ট ),
- ৪৬। শ্রীযুক্ত মথননাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,  
কালিকাপুর, কাে
- ৪৭। ,, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, কলিকাতা।
- ৪৮। ,, অবিনাশচন্দ্র দাস এম, এ, বি, এল,  
আজিমগঞ্জ, মুরসিদাবাদ।
- ৪৯। ,, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল (বিশিষ্ট),  
খিদিরপুর।
- ৫০। ,, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ,,
- ৫১। John Beames Esq. ( বিশিষ্ট ), লণ্ডন।
- ৫২। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে, কলিকাতা।
- ৫৩। ,, নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল,  
কলিকাতা।
- ৫৪। ,, কালীপ্রসন্ন ঘোষ ( বিশিষ্ট ), ঢাকা।
- ৫৫। ,, চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল (বিশিষ্ট),  
কলিকাতা।

- ৫৬। শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত, কলিকাতা ।  
 ৫৭। ,, নিত্যকৃষ্ণ বহু এম্, এ, ,,  
 ৫৮। Sir George Birdwood K. C. I. E. (বিশিষ্ট), লণ্ডন ।  
 ৫৯। শ্রীযুক্ত হরেশচন্দ্র সমাজপতি কলিকাতা ।  
 ৬০। ,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ ( শিক্ষাপরিচর-সম্পাদক ), উত্তরপাড়া ।  
 ৬১। ,, বিজ্ঞেননাথ ঠাকুর(বিশিষ্ট), কলিকাতা ।  
 ৬২। ,, মথুরানাথ সিংহ বি, এল্, বাঁকীপুর ।  
 ৬৩। ,, পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ এম্, এ, বি, এল্, ,,  
 ৬৪। ,, নবীনচন্দ্র দাস এম্, এ, নদীয়া ।  
 ৬৫। ,, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাতৃষণ এম্, এ, কৃষ্ণনগর ।  
 ৬৬। ,, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, চাইবাসা ।  
 ৬৭। ,, ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ, কলিকাতা ।  
 ৬৮। ,, শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্, ,,  
 ৬৯। ,, হরিশোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ,,  
 ৭০। ,, বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্, এ, ,,  
 ৭১। ,, বরদাকান্ত সেন গুপ্ত, ,,  
 ৭২। ,, কৈলাশচন্দ্র দাস এম্, এ, ,,  
 ৭৩। ,, চণ্ডীচরণ সেন, ভবানীপুর ।  
 ৭৪। ,, ভুবনকৃষ্ণ মিত্র, কলিকাতা ।  
 ৭৫। ,, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হালিসহর ।  
 ৭৬। ,, রাধানাথ মিত্র, কলিকাতা ।  
 ৭৭। ,, ননীশোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ,,  
 ৭৮। ,, রজনীনাথ রায় এম্, এ, (ডেঃ কন্ট্রোলার) ভবানীপুর ।  
 ৭৯। ,, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (ট্রিবিউন্-সম্পাদক), লাহোর ।  
 ৮০। ,, চন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্, এ, ভাগলপুর ।  
 ৮১। ,, রায় শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর ,,  
 ৮২। ,, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান ।  
 ৮৩। ,, রামলাল মুখোপাধ্যায় বি, এল্, ,,  
 ৮৪। ,, অক্ষয়কুমার বহু এম্, এ, বর্ধমান ।  
 ৮৫। ,, প্রমদানাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল্, ,,  
 ৮৬। ,, বক্রবিহারী সিংহ এম্, এ, কাটোয়া ।  
 ৮৭। শ্রীযুক্ত শ্যামাধব রায়, কলিকাতা ।  
 ৮৮। ,, অক্ষয়কুমার সেন, ঢাকা ।  
 ৮৯। ,, দুর্গাদাস লাহিড়ী, কলিকাতা ।  
 ৯০। ,, নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্, কলিকাতা ।  
 ৯১। ,, অপূর্বচন্দ্র দত্ত বি, এম্, সি, জব্বলপুর ।  
 ৯২। ,, নন্দলাল বাগচি বি, এ, তামোলুক ।  
 ৯৩। ,, রমেশচন্দ্র দাস বি, এ, ভদ্রক ।  
 ৯৪। ,, কুমুদবক্স দাস বি, এ, ময়মনসিংহ ।  
 ৯৫। ,, বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত বি, এল্, বরিশাল ।  
 ৯৬। ,, অবিনাশচন্দ্র মিত্র বি, এল্, মিউড়ি ।  
 ৯৭। ,, গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ,,  
 ৯৮। ,, নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বহরমপুর ।  
 ৯৯। ,, লোকেন্দ্রনাথ পালিত সি, এম্, বরিশাল ।  
 ১০০। ,, চিত্তরঞ্জন দাস, বারিষ্টার, কলিকাতা ।  
 ১০১। ,, আশুতোষ চৌধুরী এম্, এ, এল্, এল্, বি, বারিষ্টার, কলিকাতা ।  
 ১০২। ,, নবীনচন্দ্র সেন কবিরাজ, ,,  
 ১০৩। ,, শ্যামাকুমার মুখোপাধ্যায়, রাজসাহী ।  
 ১০৪। ,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ।  
 ১০৫। ,, শশধর রায় এম্, এ, বি, এল্, রাজসাহী ।  
 ১০৬। ,, শরচ্চন্দ্র রায় বি, এল্, ,,  
 ১০৭। ,, ব্রজেন্দ্রনাথ দে, এ : সি, এম্, বালেশ্বর ।  
 ১০৮। ,, বিহারীলাল গুপ্ত সি, এম্, বাথরগঞ্জ ।  
 ১০৯। ,, দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, কুমিল্লা ।  
 ১১০। ,, শ্রী রমেশচন্দ্র মিত্র, নাইট, ভবানীপুর ।  
 ১১১। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথবর ঘোষ, কলিকাতা ।  
 ১১২। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্, এ : সি, এম্, কুরদা ।  
 ১১৩। ,, বরদাচরণ মিত্র এম্, এ : সি, এম্, কুরদাপুর ।

- ১১৪। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, কলিকাতা ।  
 ১১৫। শ্রীযুক্ত দ্বাদশবিধি বোম্ব এম্, এ, বি, এল্, হুগলি ।  
 ১১৬। " নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্, কলিকাতা ।  
 ১১৭। " কৃষ্ণবিহারী বসু বি, এ, " "  
 ১১৮। " ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর ।  
 ১১৯। " মুনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল কলিকাতা ।  
 ১২০। " রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় " "  
 ১২১। " প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বাকুড়া  
 ১২২। " হেনেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ, কলিকাতা ।  
 ১২৩। " কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী, মহম্মদসিংহ ।  
 ১২৪। করিরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, কলিকাতা ।  
 ১২৫। শ্রীযুক্ত অমল্যচরণ বসু এম, বি,  
 ১২৬। " শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া ।  
 ১২৭। " হেমচন্দ্র বসু বি, এল, বাকীপুর ।  
 ১২৮। " কৃষ্ণলাল রায়, কলিকাতা ।  
 ১২৯। " মন্থনাথ দত্ত এম্, এ, " "  
 ১৩০। " মতিলাল মল্লিক বি, এ, মেদিনীপুর ।  
 ১৩১। " মহেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার বি, এ, রঙ্গপুর ।  
 ১৩২। " অঘোরনাথ বোম্ব বি, এল, বাকুড়া ।  
 ১৩৩। " তারণচন্দ্র নেন, " "  
 ১৩৪। " নয়নাঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্, এ, " "  
 ১৩৫। " কুলদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, " "  
 ১৩৬। ডাক্তার উনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, " "  
 " সিবিল সার্জেন  
 ১৩৭। কুমার রামেশ্বর মালিয়া, অমিদার, " "  
 " সিরারসোল ।  
 ১৩৮। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, হাবড়া ।  
 ১৩৯। " যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় কলিকাতা ।  
 ১৪০। " গোবিন্দচন্দ্র দাস, এম্, এ, বি, এল্, " "  
 ১৪১। " সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল, " "  
 ১৪২। " বোম্বীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী এম্, এ, বড়বন্দর " "  
 " দিনাজপুর ।  
 ১৪৩। " অশ্বিনীকুমার দাস বি, এ, কুমিল্লা ।  
 ১৪৪। " দ্ব্যনলাল সিংহ, হাবড়া ।

- ১৪৫। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় " "  
 " এল, কা  
 ১৪৬। " ভবেন্দ্রনাথ দে বি, এল, " "  
 ১৪৭। " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল, " "  
 ১৪৮। " মন্থনাথ মল্লিক, " "  
 ১৪৯। " হেমচন্দ্র মল্লিক, " "  
 ১৫০। " প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, " "  
 ১৫১। " যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, " "  
 ১৫২। " যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, " "  
 ১৫৩। " রায় রোহিণীকুমার সেনগুপ্ত, " "  
 " কীর্ত্তিপাশা, ববিলাল ।  
 ১৫৪। " সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, এম্, সেতারা ।  
 ১৫৫। " জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা ।  
 ১৫৬। " ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, " "  
 ১৫৭। " বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, " "  
 ১৫৮। " গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, " "  
 ১৫৯। " রাজা স্তার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, " "  
 " নাইট, সি, আই, ই, কলিকাতা ।  
 ১৬০। " রজনীকান্ত চক্রবর্তী, মালদহ ।  
 ১৬১। " গোপালচন্দ্র মিত্র এল্, এম্, এম্, হাবড়া ।  
 ১৬২। " মন্থনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, কলিকাতা  
 ১৬৩। " অমৃতলাল মিত্র, টালা ।  
 ১৬৪। " ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, এ, " "  
 " ছাপরা ।  
 ১৬৫। " বরদাকান্ত চক্রবর্তী, বহর, ঢাকা ।  
 ১৬৬। " কেদারনাথ বসু বি, এ, কলিকাতা ।  
 ১৬৭। " কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, " "  
 " রাঙ্গাসাহী ।  
 ১৬৮। " রাজা রাজরাজেশ্বরী প্রসাদ সিং, " "  
 " বাহাদুর, হরাজপুর, আরা ।  
 ১৬৯। " হারাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, " "  
 " এল, কলিকাতা ।  
 ১৭০। " রায় বাহাদুর কাশীনাথ বালকৃষ্ণ মরার্ঠে, " "  
 " সেতারা ।  
 ১৭১। " হৃদয়রঞ্জন খাঁ এম্, এ, " "  
 " হাবড়া ।  
 ১৭২। " মন্থনাথ মুস্তফী বি, এ, কলিকাতা,  
 ১৭৩। " মতিলাল দত্ত,

শ্রীমুক্ত হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত,	কলিকাতা ।	২০২ ।	শ্রীমুক্ত হরেন্দ্রনাথ রায়, জমিদার, নড়াইল,
ক. প্রভুলচন্দ্র বহু,	"		কালীপুর ।
" হরিশাধন মুখোপাধ্যায়,	"	২১০ ।	" কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ।
" শব্দচন্দ্র সরকার,	"	২১১ ।	" অধিকাচরণ গুপ্ত, ভালামোড়া, হুগলী ।
" শান্তীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, "	"	২১২ ।	" যোমকেশ মুস্তাকি, কলিকাতা ।
" প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি,	"	২১৩ ।	" হরিশাধন সেন,
এল, আমুলিয়া ।		২১৪ ।	" বশোদানন্দন প্রামাণিক এম্, এ,
২০৩ । " পণ্ডিত অনন্তবাণু ঘোষা শাস্ত্রী,			বি, এল, "
	ধারোয়াব ।	২১৫ ।	" ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এম্, ডি,
১৮১ । " গোপালকৃষ্ণ ঘোষ বি, এল, দুবরাজপুর ।			কলিকাতা ।
১৮২ । " রায় নৃসিংহচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, হাবড়া ।		২১৬ ।	" হরিশোহন সেন গুপ্ত, "
১৮৩ । " কুমার প্রমথনাথ মালিয়া, সিমারসোল ।		২১৭ ।	" ত্রিগুণাচরণ সেন এম্, এ, "
১৮৪ । " রামদাস মৈত্র, হাবড়া ।		২১৮ ।	" বাবু কিশোরীমোহন সেন গুপ্ত এম্, এ,
১৮৫ । " ব্রজেননাথ শীল এম্, এ, বহরমপুর ।			হুগলী ।
১৮৬ । " অবিনাশচন্দ্র বহু এম্, এ, বর্ধমান ।		২১৯ ।	" রমানাথ ঘোষ জমিদার পাথুরিয়াঘাটা ।
১৮৭ । " লালগোপাল চক্রবর্তী এম্, এ,		২২০ ।	" কুমার মনোনাথ মিত্র, কলিকাতা ।
	কলিকাতা ।	২২১ ।	" বাবু হরেন্দ্রচন্দ্র বিখাস ( বারিষ্টার )
১৮৮ । " কালিদাস মল্লিক এম্, এ, বর্ধমান ।			কলিকাতা ।
১৮৯ । " প্যারীলাল হালদার এম্, এ, বি, এল,		২২২ ।	" পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য,
	কলিকাতা ।	২২৩ ।	" পরেশচন্দ্র সোম, কলিকাতা ।
১৯০ । " উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হাবড়া ।		২২৪ ।	" নরেন্দ্রনাথ বহু, "
১৯১ । " হরেন্দ্রচন্দ্র সেন এম্, এ, হুগলী ।		২২৫ ।	" রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, "
১৯২ । " আনন্দচন্দ্র মিত্র, কলিকাতা ।		২২৬ ।	" শ্রীশচন্দ্র ঘোষা বি, এল, উলুশেড়িয়া ।
১৯৩ । " ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম্,		২২৭ ।	" নন্দলাল গোস্বামী, ঐরামপুর ।
	এ, ভবানীপুর ।	২২৮ ।	" হেমচন্দ্র সরকার, নড়াইল ।
১৯৪ । " প্রিয়নাথ ঘোষ এম্, এ, কুচবিহার ।		২২৯ ।	" জ্ঞানেন্দ্রলাল চৌধুরী, কুমিল্লা ।
১৯৫ । " নরেন্দ্রনাথ সেন, কলিকাতা ।		২৩০ ।	" চারুচন্দ্র সরকার এম্, এ, বি, এল,
১৯৬ । " যোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ, কটক ।			কলিকাতা ।
১৯৭ । " জ্ঞানচরণ মিত্র, কলিকাতা ।		২৩১ ।	" যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় "
১৯৮ । " যোগেশচন্দ্র দত্ত এম্, এ, বি, এল, "		২৩২ ।	" ললিতকৃষ্ণ বহু, "
১৯৯ । " কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় রায় সাহেব		২৩৩ ।	" শ্রীকৃষ্ণ দাস, "
	হুগলী ।	২৩৪ ।	" মনোমোহন বিখাস, "
২০০ । " বিজয়কেশব মিত্র বি, এল, কলিকাতা ।		২৩৫ ।	" কুমার বনেন্দ্রকুমার রায় বাহাদুর, "
২০১ । " নরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভবানীপুর ।		২৩৬ ।	" কানাইলাল দে, "
২০২ । " রামেশ্বর মণ্ডল বি, এল, কলিকাতা ।		২৩৭ ।	" নরেন্দ্রনাথ মিত্র, "
২০৩ । " ইন্দ্রনাথরায় ঘোষ বি, এল, ভাগলপুর ।		২৩৮ ।	" কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, "
২০৪ । " কুমার দক্ষিণেশ্বর মালীয়া,		২৩৯ ।	" বলীন্দ্রনাথ সিংহ দেব, ইন্দাস ।
	সিয়াড়াসোল, রাণীগঞ্জ ।	২৪০ ।	" মধুসূদন রাও, কটক, উড়িষ্যা ।
২০৫ । " মনোজ্ঞান গুহ, হাঙ্গরিবাগ ।		২৪১ ।	" কালীপদ বহু, মীরট ।
২০৬ । " বাদকিশোর বিদ্যারত্ন, কলিকাতা ।		২৪২ ।	" আব্দুল্লাহ মিত্র, খোলা ।
২০৭ । " শরচ্চন্দ্র দে বি, এল, পাইকপাড়া ।			
২০৮ । " দেবপ্রসাদ সর্কাধিকারী এম্, এ,			
	বি, এল, কলিকাতা ।		